SUVOM

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

ওয়েস্টার্ন

বিনাশ

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী

ANIK

ওয়েস্টার্ন

বিনাশ

গোলাম মাওলা নঈম

টেক্সাস রেঞ্জার হিসাবে জন ক্যালকিনের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট এটি।
উইণ্ডি শহরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে কিং ব্লেযার। সে যা বলে তাই এখানে আইন। কারও সাহস নেই রুখে দাঁড়ানোর। ব্যতিক্রম শুধু পার্কাররা। বংশ পরম্পরায় দুই পরিবারের শত্রুতা এমন এক পর্যায়ে এসেছে যে প্রায় নির্বংশ হতে চলেছে পার্কাররা। উইণ্ডিতে পৌঁছানোর আগেই জনের সামনে খুন হয়ে গেল বুড়ো পার্কারের একমাত্র ছেলে জ্যাক পার্কার, পার্কার বংশের শেষ বাতি।
প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লেযাররা চার ভাই তো আছেই, তাদের সঙ্গে রয়েছে অন্তত বিশজন মারদাঙ্গা ও বেপরোয়া ক্রু। গরু দাবড়ানোর চেয়ে বরং মারপিট আর গোলাগুলি ভাল জানে এরা। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসাবে আছে শেরিফ জেরেমি সিস্টো, ব্লেযারদের প্রতি রয়েছে যার প্রশ্নাতীত আনুগত্য।

একটা পক্ষ তো নিতেই হবে। স্বভাবতই, দুর্বলের পক্ষ বেছে নিল জন। এবার শুরু হলো ষড়যন্ত্র, হানাহানি আর বিশ্বাসঘাতকতার খেলা! কিং ব্লেযারও বুঝে গেছে কে আসল শত্রু। তাই ঘোষণা করল: *যে-কোন মূল্যে বিনাশ করতে হবে জন ক্যালকিনকে!*

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

বিনাশ

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8326-1

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু ভ ম
স্ক্যানিং এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

BINASH
A Western Novel
by:Golam Mawla Naeem

একশ' বাহান্ন টাকা

ওয়েস্টার্ন

বিনাশ

গোলাম মাওলা নঈম

Scan & Edited By:

Suvom

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

বিনাশ

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্র: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেনঃ আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফঃ** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিলঃ** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেনঃ** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদঃ** শেষ মার। **আলীমুজ্জামানঃ** মরুসৈনিক। **রকিব হাসানঃ** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমানঃ** শিকারী। **জাহিদ হাসানঃ** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামানঃ** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজঃ** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমানঃ** বাজি। **খসরু চৌধুরীঃ** ভুল। **ইসমাইল আরমানঃ** মুক্ত বাতাস, দেশান্তর। **আদনান শরীফঃ** পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীনঃ** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীনঃ** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজঃ** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেনঃ** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু। **কাজী মায়মুর হোসেনঃ** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণদ্বীপ, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে [illegible], দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, ফেরারী প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার ৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে প্রতিশোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে র‍্যানিচার, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, একরোখা, শিকড়, ত্রাস। **ইফতেখার আমিনঃ** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দলদার। **গোলাম মাওলা নঈমঃ** ক্রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, [illegible] সেখানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে [illegible], সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, [illegible], শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে [illegible], [illegible], চাঞ্চল্য, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], আতঙ্ক, দূরের পাহাড়-১, দূরের পাহাড়-২, নরকে, [illegible], দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ফোকর, কেয়ামত, শাস্তি, [illegible], ফাঁসির দড়ি, জুলুম, দুর্জয়, জট, বিল হিকক, দুঃসাহস, আহ্বান, সতর্ক প্রহরী, নিশানা, লড়াকু, দাবদাহ, একা, বিনাশ। **টিপু কিবরিয়াঃ** অশুভ চক্র, ক্লার্ক। **মোহাম্মদ শফিকুল্লাহঃ** [illegible], আউট-ল, রক্তপিপাসা, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিমঃ** [illegible] খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ারঃ** [illegible] জ্বালা, কেন্দ্রদুর্গ, স্বর্ণলালসা, সংঘাত, শিকার, অপমান, অপকৌশল, দাঙ্গা, চোরাবালি, [illegible]। **আবু মাহদীঃ** পাথরে, গানম্যান, প্রতিশোধ, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস। **মুনয়েম আহমদঃ** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মানঃ** সংকট, অবরুদ্ধ শহর, পরিবর্তন, ষড়যন্ত্রের জাল।

এক

'কী অলক্ষুণে সময় যে পড়েছে! অচেনা লোকজনের আনাগোনায় দু'দণ্ড শান্তিতে থাকবার উপায় নেই! রাজ্যের সব ধান্ধাবাজ লোক জড়ো হয়েছে এ শহরে!'

কর্কশ কণ্ঠে, ব্যঙ্গ ও চ্যালেঞ্জের সুরে বলা হয়েছে কথাগুলো। স্পষ্ট তাচ্ছিল্য আর উষ্মা প্রকাশ পেল বক্তার গলায়। বিশালদেহী মানুষ সে, গায়ের জোরে দুনিয়া জয় করতে অভ্যস্ত একজন–সারা দুনিয়ায় এমন মানুষের অভাব নেই, প্রায় সর্বত্র কম-বেশি চোখে পড়ে। রক্তলাল চোখে জ্বলন্ত ও বিদ্বেষপূর্ণ চাহনিতে সারা কামরায় চোখ বুলাল লোকটা, যেন আশঙ্কা করছে তার মন্তব্যের বিরোধিতা করবে কেউ। নীল শার্ট গায়ে, ধূসর ট্রাউজারের তলা উঁচু বুটের ভিতরে গুঁজে দেওয়া, গলায় ব্যাণ্ডানা। ঊরুতে নিচু করে বাঁধা জোড়া পিস্তল। তোবড়ানো একটা হ্যাট ক্ষৌরিহীন মুখের কিছুটা অংশ ঢেকে রেখেছে।

মুখের কোণে তাচ্ছিল্যের তির্যক হাসিটা সবে ফুটে উঠেছিল, কিন্তু পরিস্থিতি দেখে রেগে গেল সে। সেলুনের তাবৎ লোক যেন ওর কথা শুনতেই পায়নি, একরকম অগ্রাহ্য করেছে! কেউ ফিরেও তাকায়নি, এমনকী কারও আলাপের মধ্যে ছন্দপতনও ঘটেনি।

বটে! মজা তা হলে দেখাতে হয়! "বিগ" ডুলিন্স কিছু বলবে অথচ কেউ পাত্তাও দেবে না, এর একটা বিহিত না-করলে চলছে না! বুঝবে বিগ ডুলিন্সকে অগ্রাহ্য করবার পরিণতি কত মারাত্মক

হতে পারে। সেলুনে উপস্থিত দুই ডজন খদ্দেরের মধ্যে অন্তত একজন হাড়ে হাড়ে এর মজা টের পাবে!

বিকাল হলেও প্যালেস সেলুন মোটামুটি জমজমাট হয়ে গেছে এবং পশ্চিমের সেলুনে সচরাচর যে-ধরনের মানুষ দেখা যায়—তাই আছে: ব্যবসায়ী, টীমস্টার, স্থানীয় র‍্যাঞ্চ থেকে আসা পাঞ্চার, জুয়াড়ি, গুটিকয়েক মেক্সিকান এবং গোমড়ামুখো শহরবাসী—যারা পেটের তাগিদে প্রায় সবকিছু অগ্রাহ্য করতে অভ্যস্ত, ছোট-বড় নানা অন্যায় দেখেও গা করে না।

পুরো সেলুনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল বিগ ডুলিন্স, একে একে সবার উপর ঘুরে গেল দৃষ্টি। নামে না-হলেও মুখে চেনে প্রায় সবাইকে, শুধু একজন বাদে। আগে কখনও দেখেনি একে। বাইশ-তেইশ হবে বয়স। সুঠামদেহী। সরু কোমর, চওড়া কাঁধ। আয়েশ করে বারের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরানো হলেও পরিচ্ছন্ন তার পোশাক—রঙ ঝলসানো চেক শার্ট, গলায় পেঁচিয়ে রাখা সিল্কের ব্যাণ্ডানা, বাদামি ট্রাউজার বা অচকচকে বুট—সবই পরিষ্কার, ময়লা বা তেল-চিটচিটে দাগ নেই। *দুই গ্যালন* সাইজের স্টেটসন হ্যাট একটু পিছনে ঠেলে দেওয়া, মোটামুটি নতুনই বলা চলে।

যুবক জোড়া পিস্তল বহন করছে। হোলস্টারের নীচের প্রান্ত সরু রহাইড দিয়ে চামড়ার চ্যাপসের সঙ্গে বাঁধা। রোদপোড়া ত্বক হলেও নিখুঁতভাবে ক্ষৌরি করা মসৃণ চামড়ার কারণে অপেক্ষাকৃত তরুণ দেখায় তাকে। কালো চুল। নীলাভ-ধূসর চোখে আমুদে চাহনি, গাম্ভীর্যপূর্ণ মুখ বা দৃঢ় চোয়ালের সঙ্গে ঠিক মানায় না।

আগন্তুকের সবকিছুই দেখা হয়ে গেছে বিগ ডুলিন্সের, এবং চট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল সে।

'জোড়া পিস্তল ঝুলালেই কি সেয়ানা হওয়া যায়?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মন্তব্য করল ডুলিন্স। 'অচেনা পাঞ্চার দেখছি সবার নজর কাড়তে চাইছে।' বারের পিছনে দাঁড়ানো সেলুন মালিকের দিকে

ফিরল সে, মৃদু নডের সাহায্যে ইশারা করল আগন্তুককে। *'ছানাটা কে? কোথেকে উদয় হয়েছে, জানো?'*

ডুলিঙ্গের নির্দেশ করা যুবককে দেখল সেলুনকীপ। খাটো, গাট্টাগোট্টা মানুষ সে। মাঝবয়সী। 'নাহ্, চিনি না। আজ বিকালে এসেছে।' ডুলিঙ্গের আসল উদ্দেশ্য অনুমান করতে পেরে আবার বলল: 'বাদ দাও, ডুলিঙ্গ! কারও কোন ক্ষতি করেনি ও। তবে একেবারে কচি ছেলেও নয়, দেখে মনে হচ্ছে মুখ বুজে কারও জবরদস্তি সহ্য করবে না। তা ছাড়া, আমি চাই না এখানে মারপিট হোক। সেদিনই নতুন কাচ লাগিয়েছি।'

সন্তুষ্টি আর গর্বিত চোখে বারের পিছনে লাগানো তিন সেট সুদৃশ্য কাচের দিকে তাকাল সেলুনকীপ। এমন ঝকঝকে, বাহারী কাচ লাগানোর শখ ছিল বহুদিনের, টাকা নিয়েও সমস্যা ছিল না; কিন্তু চৌহদ্দিতে এ জিনিস পাওয়া যেত না। শখ পূরণ করতে শেষ পর্যন্ত সুদূর টুকসন গিয়েছিল, পছন্দসই কাচ নিয়ে আসতে মেলা ঝক্কি পোহাতে হয়েছে।

পাগলকে নিরস্ত করতে গেলে যে উল্টো উস্কে দেওয়া হয়, তা উপলব্ধি করতে পারেনি বারকীপ; হাড়ে হাড়ে টের পেল এবার।

মুহূর্তে রেগে কাঁই হয়ে গেল বিগ ডুলিঙ্গ। জ্বলে উঠেছে চোখ, চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। চোখের পলকে একটা পিস্তল বের করল সে, তারপর কোমরের কাছ থেকে গুলি করল বারের পিছনে থাকা মাঝের আয়নার উদ্দেশে। যাদুমন্ত্রের মতো পাল্টে গেল আয়নাটার চেহারা। ঠিক মাঝখানে একটা বড়সড় ও বিচিত্র তারা তৈরি হলো প্রথমে, এরপর ঝন্ঝন্ শব্দে অসংখ্য কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল মেঝেয়।

'নিকুচি করি তোমার!' খেপা স্বরে বলল বিগ ডুলিঙ্গ, অকারণ বিদ্বেষ প্রকাশ পেল কণ্ঠে। 'এবার হয়তো টের পাবে বেশি দামে সস্তা লিকার খেয়ে তোমাকে ধনী বানানোর বা তোমার শখ পূরণ

করবার খায়েশ আমাদের নেই! ফের যদি আমাকে জ্ঞান দিতে আসো, তা হলে বাকি দুটো আয়নাও ভাঙব!'

দামি ও সুদৃশ্য আয়নার শোকে যতটা না, তারচেয়ে বরং ভয়ে পাথর হয়ে গেছে সেলুনকীপ, বুঝতে পারছে প্রতিবাদ করা দূরে থাক, কিছু বলতে গেলেই হুমকিটাকে বাস্তবে পরিণত করবে বিগ ডুলিন্স। বাহাদুরি দেখাতে মুখিয়ে আছে লোকটা।

সমস্যা আরও আছে। মুখে স্বীকার না-করলেও শহরের প্রায় প্রতিটি মানুষ ভয় পায় ডুলিন্সকে। সে যদি বলে প্যালেসে ড্রিঙ্ক করলে অখুশি হবে, সম্ভবত কেউ এ সেলুনের ছায়াও মাড়াবে না। আরও ছয়টা সেলুন আছে এবং সব সেলুনের লিকারের মান প্রায় একই; সেক্ষেত্রে, প্যালেসে ঢুকে অযথা রগচটা ডুলিন্সকে খেপিয়ে তুলে লাভটা কী হবে?

পুরো কামরায় চঞ্চল দৃষ্টি বুলাল বিগ ডুলিন্স, শেষে বারের দূর প্রান্তে বসে থাকা আগন্তুকের উপর স্থির হলো।

'এই যে, স্ট্রেঞ্জার!' চড়া স্বরে ডাকল সে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তরুণ পাঞ্চার। 'আমাকে বলছ?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল সে।

'আর কাকে?' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল ডুলিন্স। 'তুমি ছাড়া এখানে স্ট্রেঞ্জার আছে কেউ?'

'থাকতেও পারে,' সামান্য হাসল আগন্তুক। 'যেহেতু এখানে সব্বাই আমার অপরিচিত। একজনকেও চিনি না।'

মুখ টিপে হেসে উঠল কেউ। শব্দটা শুনে ঝট করে সেদিকে ফিরে তাকাল বিগ ডুলিন্স, সন্দেহ করছে হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছে সে এখানে। কিন্তু হাসির মালিককে খুঁজে পেল না, ওকে ঘাড় ফেরাতে দেখা মাত্র গম্ভীর হয়ে গেল সবক'টা মুখ।

রাগে দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো তার, দাঁতে দাঁত পিষল।

'গায়ে পড়ে লাগতে এসো না, দোস্ত,' শান্ত স্বরে পরামর্শ দিল

আগন্তুক। 'আখেরে সেটা তোমার জন্যে ভাল নাও হতে পারে। খামোকা আয়নাটা ভাঙলে কেন, শুনি?'

পিনপতন নীরবতা নেমে এল পুরো সেলুনে। বিস্ময়ে খামোশ হয়ে গেছে বিগ ডুলিন্স। মাগনা পরামর্শই যার সহ্য হয় না, এমন স্পষ্ট অভিযোগ কী করে মেনে নেয়? তাও কোত্থেকে উড়ে আসা এক আগন্তুক কৈফিয়ত চাইছে!

নাক কাটা যাওয়ার দশা। প্রচণ্ড রাগে কুৎসিত হয়ে গেল বিগ ডুলিন্সের মুখ, মুষ্টিবদ্ধ দু'হাত দেহের পাশে স্থির, শরীর নিশ্চল; চোখে খুনের নেশা ফুটে উঠেছে। ঝড় আসবার আগে যেমন সব স্থির হয়ে যায়, তেমনি অনড় দাঁড়িয়ে আছে ডুলিন্স—ঠায় দাঁড়ানো, কিছু বলছে না, এমনকী দৃষ্টিও সরছে না...

সাড়া পড়ে গেল খদ্দেরদের মধ্যে। আগন্তুক আর ডুলিন্সের মাঝে দাঁড়ানো বা টেবিলে বসে থাকা লোকজন দ্রুত সরে পড়তে শুরু করল। আশঙ্কা করছে যে-কোন মুহূর্তে শোডাউন ঘটবে, তাই সময় থাকতে সরে পড়াই উত্তম। মারপিটের সময় দানবের ধারে-কাছে থাকবার ইচ্ছে নেই কারও, কারণ তখন স্রেফ উন্মাদ হয়ে যায় ডুলিন্স, হাতের কাছে কাউকে পেলে বাছ-বিচার করে না; আর ব্যাপারটা যদি গানফাইটে গড়ায়...তা হলে দিকভ্রান্ত বুলেটে বিদ্ধ হয়ে বেঘোরে মারা পড়বার মানে হয় না...

'এবার বোধহয় ভুল লোকের সঙ্গে চোটপাট দেখাচ্ছে ডুলিন্স,' ফিসফিস করে সঙ্গীর উদ্দেশে বলল এক পোকার খেলোয়াড়। 'চেহারা দেখে যত নিরীহ বা কাঁচা মনে হোক না কেন, ওর ভিতর জিনিস আছে! মাথা ঠাণ্ডা কেমন, দেখেছ? একটুও ঘাবড়ায়নি।'

'ডুলিন্স ধরাশায়ী হলে শহরের কেউ নিশ্চয়ই শোক করবে না,' জবাব এল। 'ওই যে, ভালুক ওর থাবা চালাল বলে!'

এদিকে বারের সঙ্গে ঠেস দিয়ে, এখনও আগের মতোই বসে আছে আগন্তুক। চেহারায় নেই কোন বিকার, আচরণে নেই সন্ত্রস্ত

ভাব। একেবারে নিরুদ্বিগ্ন সে। বরং ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি ঝুলে রয়েছে, কিন্তু হাসিটা চোখ স্পর্শ করেনি—এতটুকু আমোদ নেই, সেখানে তীক্ষ্ণ ও ধারাল চাহনি।

'হ্যাঁ, খামোকাই আয়না ভেঙেছি,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল বিগ ডুলিন্স। 'তোমার তাতে কী? সেলুনকীপ কি তোমাকে বুলি-বয় হিসাবে নিয়োগ দিয়েছে যে আমার উপর খবরদারি করতে হবে?'

তির্যক ভঙ্গিতে বেঁকে গেছে ডুলিন্সের মুখ। আগন্তুককে বেশ গ্যাঁড়াকলে ফেলে দিয়েছে, ভাবছে সে, আয়না ভাঙবার ব্যাপারে মন্তব্য করে আসলে নিজেই বিপদ ডেকে এনেছে যুবক। ডুলিন্সের উস্কানি বা চ্যালেঞ্জ অগ্রাহ্য করতে পারবে না...তারমানে, নিশ্চিত ভাবে বলা যায় আরও একটা একতরফা মারপিটের ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে...স্রেফ করুণাই জুটবে আগন্তুকের ভাগ্যে...

মাতাল নয় সে, তবে যথেষ্টই খেয়ে ফেলেছে। তাই সহজাত স্পৃহা বা সতর্কতা সামান্য হলেও বিস্মৃত হয়েছে, নইলে যুবকের চরিত্র সম্পর্কে ভুল বিশ্লেষণ করত না: সামান্য বেয়াড়া ও সাহসী, নিজের প্রত্যয় বা দৃঢ়তার প্রমাণ দিতে উদ্গ্রীব; কিন্তু ভুল লোকের বিরুদ্ধে সাহস দেখাচ্ছে। বেদম মার খেয়ে বাইরের রাস্তায় যখন ছুঁড়ে ফেলা হবে তাকে, তখন ভুলটা ভাঙবে।

একে দশাসই শরীরের সুবিধা, তায় এ ধরনের মারপিটের অসংখ্য অভিজ্ঞতা আছে ডুলিন্সের। পাত্তাই পাবে না যুবক।

পুরো সুস্থির থাকলে নিশ্চয়ই ছিপছিপে ও সুঠামদেহী যুবকের চরিত্রে যথেষ্ট উপাদান দেখতে পেত বিগ ডুলিন্স, যার কারণে সময়মতো আসন্ন মারপিট বা শোডাউন এড়িয়ে যেত সে।

'খামোকা আয়না ভেঙেছ যখন,' নিষ্কম্প স্বরে বলল আগন্তুক। 'এর খেসারত দিতে হবে। দিতে যাতে বাধ্য হও, তাই করব। তবে সবার আগে খানিকটা নাচন-কুর্দন করবে তুমি, সবাই যাতে একটু মজা পায়।'

'দেখো, কে কাকে নাচায়!' খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠল বিগ ডুলিন্স। চোখের পলকে হাত বাড়াল হোলস্টারে, মুঠিতে পিস্তল উঠে এল। গুলি করল সে। 'সাবধানে পা ফেলো, বাছা!' কুৎসিত শোনাল কণ্ঠ, বুনো আমোদ পাচ্ছে। আগন্তুকের ডান পায়ের কাছে বোর্ডের তৈরি মেঝে থেকে কাঠের কুচি খসাল বুলেট।

'পরের বুলেট তোমার একটা পায়ের আঙুল খসিয়ে ফেলবে!' সতর্ক করল গানম্যান। পরপরই দ্বিতীয়বার ট্রিগার টানল।

কথা বলতে গিয়ে মূল্যবান দুটো সেকেণ্ড দেরি করে ফেলেছে ডুলিন্স, ততক্ষণে সক্রিয় হয়েছে আগন্তুক। লাফিয়ে ডান দিকে দুই কদম সরে গেল সে; বাম পা খানিক তুলল, সজোরে লাথি হাঁকাল ডুলিন্সের আলতো হাতে ধরা পিস্তলের উপর। এরইমধ্যে ট্রিগার টেনে দিয়েছে গানম্যান, কিন্তু লাথির চোটে নিশানা নড়ে যাওয়ায় দশ হাত দূরে মেঝেয় গিয়ে বিঁধল বুলেট। পিস্তল উড়াল দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

একটুও সময় নষ্ট করল না আগন্তুক, ঝড়ের বেগে ঘুসি হাঁকাল ডুলিন্সের চিবুকে। সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে ঘুসিতে, তাই জোরাল হলো মারটা। মুহূর্ত খানেক স্থির হয়ে থাকল ডুলিন্সের দৈত্যাকার দেহ, তারপর বার দুয়েক আগু-পিছু করল, শেষে দড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝেয়। অসহ্য যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল গানম্যানের মুখ, সমানে খিস্তি আওড়াচ্ছে। এরই ফাঁকে অন্য পিস্তল বের করতে তৎপর হলো সে।

'উঁহুঁ, ওটা বের কোরো না,' মৃদু স্বরে সতর্ক করল আগন্তুক। 'কেন নিষেধ করছি জেনে যাবে এখনই।'

পকেট থেকে একটা মুদ্রা বের করে সজোরে ওটা ছুঁড়ে দিল সে। দেয়ালের কাছে উড়ে চলে গেল মুদ্রাটা; যতক্ষণে মেঝেয় পড়ল ওটা, ততক্ষণে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে আগন্তুকের দু'হাতে। আগুন ওগরাল জোড়া কোল্ট। প্রথম বুলেট মুদ্রার কিনারে লাগল,

ওটাকে পল্টি খাইয়ে বাতাসে তুলল; দ্বিতীয় সীসার ঘায়ে আবার মেঝেয় আছড়ে পড়ল মুদ্রা; আর তৃতীয় বুলেট ওটাকে দশ কদম দূরে নিয়ে গেল। স্বল্প সময়ের মধ্যে, একের পর এক গুলি করল আগন্তুক, শব্দ শুনে ঠাহর করা গেল না আসলে ঠিক ক'বার ট্রিগার টেনেছে সে; কিন্তু একটা গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, প্রতিটি লেগেছে রুপোর ডলারে।

শেষে কোল্ট দুটো হোলস্টারে ফেরত পাঠাল আগন্তুক, একটু দূরে পড়ে থাকা গানম্যানের দিকে তাকাল নিস্পৃহ চাহনিতে।

'প্রথম সবক শেষ হলো,' উপহাসের সুরে বলল সে। 'এবার দাঁড়াতে পারো। আজগুবি কোন আইডিয়া মাথায় এসে থাকলে ঝেড়ে ফেলো, কারণ আমার পিস্তলে এখনও দুটো গুলি রয়ে গেছে।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল বিগ ডুলিন্স। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত ঝরছে। হাতের তালু দিয়ে রক্ত মুছল সে। ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসছে, যুবকের প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্য রক্ত উস্কে দেওয়ার জোগাড় করছে বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে দেখা পিস্তলের কারিশমা ওকে নিরুৎসাহিত করল। উঁহুঁ, বীরত্ব দেখাতে গেলে পৈত্রিক প্রাণটা হারাতে হবে নির্ঘাত।

আজীবন অন্যদের উপর ছড়ি ঘুরিয়ে গেছে সে, পিস্তল হাতে ত্রাস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত আর প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে মৃত্যুভয় দেখে বুনো আনন্দ পেত। কিন্তু আজ বিপরীত অবস্থা...প্রাণ হারানোর ভয় তাড়া করছে ওকে। সাহস, আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা...কিছুই যেন অবশিষ্ট নেই।

দুনিয়ায় এখন ওর একটাই চাওয়া–প্রাণ বাঁচানো!

কে যেন কেশে উঠল, অখণ্ড নীরবতার মধ্যে জোরাল শোনাল শব্দটা; আর তাতে চমকে উঠল বিগ ডুলিন্স।

'কখনও কখনও এক সবকে কাজ হয়ে যায়,' পরিহাসের সুরে

বলল আগন্তুক, মুখের কোণে তির্যক হাসি। 'বড় মাথাটা বোধহয় ঠিক কাজ করছে না? বেশ, তোমার দুশ্চিন্তা কমিয়ে দিচ্ছি। অত চিন্তার কিছু নেই। শহর ছাড়বার জন্যে আধ ঘণ্টা সময় পাবে।' ঘাড় ফিরিয়ে সেলুনকীপের দিকে তাকাল সে। 'ওই আয়নার দাম কত পড়েছিল?'

'মোট একশো ডলার খরচা হয়েছে,' জবাব এল।

'শুনেছ তো,' ডুলিন্সকে বলল আগন্তুক। 'দিয়ে দাও।'

জিভ চালিয়ে ফুলে ওঠা, শুষ্ক ঠোঁট ভিজিয়ে নিল ডুলিন্স, শঙ্কা ফুটে উঠেছে চোখে। 'অত টাকা তো আমার কাছে...' বলতে শুরু করল সে।

'গতরাতেই এক অচেনা লোকের কাছ থেকে তিনশো ডলার কেড়ে নিয়েছ তুমি,' কাটখোট্টা স্বরে জানিয়ে দিল সেলুনকীপ।

'তো ঝামেলা মিটেই গেল!' ঘোষণা করল আগন্তুক।

পলকের জন্যে সেলুনকীপের দিকে ধেয়ে গেল বিগ ডুলিন্সের বিষদৃষ্টি, কিন্তু সমস্ত বিতৃষ্ণা আর বিদ্বেষ হজম করে ফেলল সে। পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করে কাঁপা হাতে গুনল, শেষে বারের উপর নামিয়ে রাখল।

'গুনে দেখো,' বলল ডুলিন্স, চেষ্টাকৃত দৃঢ় শোনাল কণ্ঠ বুক ফেটে যাচ্ছে টাকার শোকে।

'তা আর বলতে!' খরখরে স্বরে হেসে উঠল সেলুনকীপ, দ্রুত হাতে গুনল সে 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। পুরো একশো আছে এখানে।'

ডুলিন্সের দিকে ফিরল আগন্তুক, মুখ নির্বিকার। 'আর পঁচিশ মিনিট বাকি আছে। সময়টাকে কাজে লাগাও, দোস্ত, নইলে ফিউনেরাল পার্টির একজন হয়ে যাবে, একেবারে আসল লোক! বুঝেছ?'

মুহূর্তখানেক নেকুরের মতো দাঁড়িয়ে থাকল ডুলিন্স, যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না; উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল এদিক-ওদিক,

তারপর লাথি খাওয়া নেড়ি কুকুরের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল সেলুন থেকে।

স্থবির কয়েকটা সেকেণ্ড কেটে যাওয়ার পর নড়েচড়ে উঠল সেলুনের খদ্দেররা। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে বেশিরভাগ মানুষ, আশা করছে ডুলিন্সের ভূত আর তাড়া করবে না এ শহরে। তবে কেউ কেউ ততটা আশাবাদী নয়, বরং আশঙ্কা করছে পরে সাহস ফিরে পেলে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে কুখ্যাত বিগ ডুলিন্স এবং আজকের অপমানের প্রতিশোধ নেবে। কড়ায়-গণ্ডায়। আসল ঝালটা নির্ঘাত সেলুনকীপের উপর দিয়ে যাবে।

'স্ট্রেঞ্জার, আমার মনে হয় এ শহরের সব মানুষ তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে,' অমায়িক, আন্তরিক স্বরে বলল সেলুনকীপ। 'গত কয়েক মাস ধরে যা ইচ্ছে করে গেছে ডুলিন্স, বিষফোঁড়ার মতো ছিল এখানে, কোনভাবে আটকানো যায়নি ওকে। দু'জনকে খুন করেছে আর চার-পাঁচজনকে পঙ্গু করে দিয়েছে। ডুলিন্স পিস্তল ভালই চালাত, কিন্তু আজ বোঝা গেল ওর চেয়েও ঢের সরেস লোক আছে!'

এক লোক বিক্ষত মুদ্রাটা তুলে নিয়ে দেখছিল, সেদিকে দৃষ্টি পড়তে হাঁক ছাড়ল সেলুনকীপ। 'মার্ক, ওটা নিয়ে এসো এখানে! জিনিসটা স্ট্রেঞ্জারের, তবে আজকের ঘটনার নিদর্শন হিসাবে রাখবার বিনিময়ে সবাইকে ড্রিঙ্ক খাওয়ানোর প্রস্তাব দিচ্ছি আমি। কী, স্ট্রেঞ্জার, তোমার আপত্তি নেই তো?'

'বেশ তো,' মৃদু স্বরে সম্মতি জানাল আগন্তুক।

হৈহৈ করে সব খদ্দের ভিড় জমাল বারে, হুড়োহুড়ি লেগে গেছে। কয়েকটা বোতল আর গ্লাস এগিয়ে দিল সেলুনকীপ। মহা উৎসাহে মুফতে পাওয়া হুইস্কি পেটে চালান করে দিতে মনোযোগী হয়ে পড়ল লোকজন। হাসাহাসি করছে সবাই, ডুলিন্সের অসহায় দশা নিয়ে গল্প করছে, সঙ্গে আগন্তুকের স্তুতি তো চলছেই। এসবে

অবশ্য পাত্তা দিচ্ছে না আগন্তুক, বরং এক গ্লাস ঠাণ্ডা বীয়ারে সব মনোযোগ নিবদ্ধ ওর।

বিক্ষত মুদ্রার মাঝ বরাবর হাতুড়ি-পেরেক দিয়ে ছিদ্র করে ফেলল সেলুনকীপ, তারপর সুতার সঙ্গে বেঁধে ওটা ঝুলিয়ে দিল বারের পিছনের শেলফের সঙ্গে।

'এটা দেখে নিশ্চয়ই বহু মানুষের কৌতূহল হবে,' সন্তুষ্ট স্বরে বলল সেলুন-মালিক। 'কারও কারও হয়তো সন্দেহ হতে পারে যে এটা অসৎ টাকা, কিন্তু আদপে এরচেয়ে সৎভাবে কামাই করা টাকা আর হতে পারে না। কী বলো? আরও একটা ব্যাপার, এখন থেকে এ সেলুনের নাম বদলে গেছে! নতুন নাম হবে *শট ডলার*। এ উপলক্ষে আমার পক্ষ থেকে সবাই আরেক রাউণ্ড গলায় ঢালো!'

ফের হৈচৈ করে সাধুবাদ জানাল লোকজন, খুশি মনে ধন্যবাদ জানাল সেলুনকীপকে। সর্বত্র উৎসবমুখর পরিবেশ। পোকার খেলা বন্ধ হয়ে গেছে, সব খেলোয়াড় এখন বারের কাছে দাঁড়ানো, ফাউ হুইস্কি সাবাড় করছে।

শোরগোল আর উৎযাপনের মাঝে আগন্তুককে এক পাশে টেনে নিয়ে এল সেলুন-মালিক। 'সত্যি কথা হচ্ছে, স্ট্রেঞ্জার, মস্ত এক উপকার করেছ আমার,' বলল সে। 'কোনভাবে কি সেই দায় আমি শোধ করতে পারি?'

'উঁহুঁ, আমার কাছে কোন দায় নেই তোমার,' জবাব এল। 'ওই লোক অযথাই আমার পিছনে লেগেছিল। পরিস্থিতি দেখে মনে হলো ওকে খানিকটা শিক্ষা না-দিলেই নয়। ...ভালই হলো, তোমার কথায় একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেল, ভুলেই গিয়েছিলাম! পরে হয়তো দেখা হবে। চলি, হ্যাঁ?'

'যদি মনে করে থাকো ডুলিন্সের দেখা পাবে আবার, তা হলে ভুল করছ। ওর টিকিটিও খুঁজে পাবে না। ওর মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে

দিয়েছ তুমি, এ শহরে আর কখনও চেহারা দেখাবে না। গিয়ে হয়তো দেখবে তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে, নিজেও জানে না ঠিক কোথায় যাচ্ছে!'

'নিশ্চিত হতে চাই আমি,' বলল আগন্তুক।

স্যুইংডোর ঠেলে বেরিয়ে এল সে, চট করে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল। রাস্তার দু'ধারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল। বিগ ডুলিন্সের এ শহর ত্যাগ করবার ব্যাপারে সেলুনকীপ যতই আত্মবিশ্বাসী হোক না কেন, একটা সম্ভাবনা সবসময়ই থেকে যায়–অপমানিত ডুলিন্স কোন এক গলিতে ঘাপটি মেরে নেই তার কী নিশ্চয়তা? বরং এ ধরনের হিংস্র, মারকুটে ও প্রতিহিংসাপরায়ণ দুর্বৃত্তের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে ডুলিন্স আশপাশে ওঁৎ পেতে থাকলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ওকে ঘায়েল করতে পারলে হারানো সম্মান ও সাম্রাজ্য ফিরে পাবে ডুলিন্স, গায়ের জোরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে পারবে এখানে।

প্রলোভনটা এড়ানো কঠিন, যেহেতু মাত্র একটা গুলি আর ওর ক্ষণিকের অসতর্কতায় কাজটা অনায়াসে সারা সম্ভব।

রাস্তা, গলি, বাড়ির কোণ...তীক্ষ্ণ চোখে সবই নিরীখ করল সে, নিশ্চিত হয়ে নিল ঘাপটি মেরে নেই কেউ। তারপর রাস্তায় পা বাড়াল...

তখনই টের পেল ওর পিছু পিছু সেলুন থেকে বেরিয়ে এসেছে কেউ।

ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল আগন্তুক, সতর্ক হয়ে [illegible] ঢিলে ঢালা শরীরে অপেক্ষায় থাকল।

'ইয়াং ম্যান, তোমার সঙ্গে কথা আছে,' [illegible] পাশে এসে দাঁড়ানো লোকটা। গম্ভীর হলেও আগ্রহী কণ্ঠ

ঘুরে দাঁড়াল আগন্তুক, দেখল লোকটাকে। খাটো, গাট্টাগোট্টা টাইপের মানুষ সে, বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ; জোরে ভেরি

কালো কোট পরনে, ভিতরে সাদা শার্ট আর নিখুঁতভাবে বাঁধা টাই। আগন্তুকের মনে পড়ল প্যালেস সেলুনে তাকে দেখেছিল, কোণের এক টেবিলে একা বসে ছিল।

'হোটেলে আমার রূমে হুইস্কি আর সিগার আছে,' বলল সে। 'ওগুলো প্যালেস সেলুনের চেয়ে ঢের ভাল। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কাউকে আয়না কিনতে জোরাজুরি করবার ব্যাপারে নেই আমি?'

মাঝবয়সীর কথায় ক্ষীণ আমোদ পেল কাউবয়, তবে সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল না। অচেনা মানুষ ও সন্দেহজনক চরিত্র মাত্রই ঝামেলা বা বিপদের সম্ভাব্য যোগানদার—এ আপ্ত-বাক্যের যত ব্যতিক্রমই থাকুক, এর স্বাস্থ্যকর দিকটা অগ্রাহ্য না-করতে অভ্যস্ত সে; এবং তাতে যে ষোলোআনা উপকৃত হয় বরাবর, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তবে বয়স আর তারুণ্যের কারণেই উৎসুক বোধ করছে সে। দেখাই যাক না, কী বলে লোকটা!

বিপদ এলে যে চট করে সক্রিয় হতে পারে, খানিক আগেই প্রমাণ করে এসেছে; প্রয়োজনে নিষ্ঠুর ও সাবধানী হতেও জানে। কিন্তু অন্য সময়ে একেবারে স্বাভাবিক, হাসি-খুশি আমোদপ্রিয় মানুষ। কারও সাতে-পাঁচে জড়ায় না, কারও সঙ্গে সেধে লাগতে যায় না। তবে কেউ লাগতে এলেও বিন্দুমাত্র ছাড় দেয় না।

মাঝবয়সীকে নিয়ে খানিকটা হলেও ধন্দে পড়ে গেছে সে। পরনে দামি পোশাক, আচরণে বোঝা যায় শিক্ষিত ও মার্জিত, কথাবার্তা গোছানো এবং কর্তৃত্বপূর্ণ। হতে পারে আইনজ্ঞ, স্কুল শিক্ষক কিংবা পাদ্রী। দৃষ্টিগোচরে কোন অস্ত্র বহন করছে না, তার মানে যে নিরস্ত্র তা নয়, লুকানো অস্ত্রও থাকতে পারে সঙ্গে। বহু জুয়াড়ি বা অসৎ লোক *নিরস্ত্র ও নিরীহ* সেজে ঘুরে বেড়ায়, অথচ অস্ত্র লুকিয়ে রাখে এবং প্রয়োজনে সেটা চমক হিসাবে ব্যবহারও করে। আর এও সত্যি, মন্দ মানুষ প্রায় কখনোই নিজের বাহ্যিক চেহারা বা আচরণে তার প্রভাব পড়তে দেয় না।

আগন্তুক সিদ্ধান্ত নিল মাঝবয়সীর হুইস্কি ও সিগারের মান চেখে দেখা যেতে পারে, আর লোকটা বেতাল কিছু করলে তাকে যথাযথভাবে সামালও দেওয়া যাবে।

'বেশ, আর যেহেতু কোন কাজ নেই,' বলল আগন্তুক।

'চলো, তা হলে।'

রাস্তা ধরে হোটেলের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। লোকজন কৌতূহলী চোখে দেখছে ওদের, যেহেতু প্যালেস সেলুনের খবর ততক্ষণে সারা শহরে চাউর হয়ে গেছে। এ মুহূর্তে মামুলি কাউবয় পোশাক পরা তরুণই সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। মিনিট দশেকের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে গেছে সে।

দীর্ঘদেহী তরুণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে জোরেশোরে পা চালাচ্ছে মাঝবয়সী, দেখে কেউ কেউ স্মিত হাসল নিখাদ আনন্দ পেয়ে।

'আহা রে, ওর সঙ্গে তাল মেলাতে এরইমধ্যে ঘেমে গেছে বেচারা!' সরস মন্তব্য করল একজন। 'উদ্দেশ্য যাই হোক, মনে হয় না সামাল দিতে পারবে স্ট্রেঞ্জারকে। আর যদি লাগতে যায়...এরচেয়ে বরং একটা চিতার সঙ্গে লড়াই করা সহজ হবে!'

হোটেলে নিজস্ব পার্লারে আগন্তুককে নিয়ে এল মাঝবয়সী। সাজানো-গোছানো কামরা। কাবার্ড থেকে হুইস্কির বোতল, গ্লাস আর এক বাক্স সিগার নামাল সে, অতিথিকে পরিবেশন করল।

'নাচের ব্যাপারে তুমি দেখলাম একেবারে নীরস,' হালকা সুরে মন্তব্য করল মাঝবয়সী, চোখের তারায় কৌতুক খেলা করছে।

চওড়া হাসল আগন্তুক। 'উঁহুঁ, নাচ বরং আমার ভালই লাগে। তবে সমস্যা হলো, সঙ্গে বাজনা না-থাকলে নাচতে ভাল লাগে?'

ক্ষণিকের নীরবতা। হুইস্কি ও সিগারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে দু'জন। দুটোই উঁচু মানের, অবশ্য তাই আশা করেছে আগন্তুক; কিন্তু একইসঙ্গে আরও সন্দিহান হয়ে পড়েছে। মনে যাই থাকুক,

মুখ খুলছে না মেজবান, মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে রহস্যময় কোন কারণে।

'ওহ্, আমরা এখনও পরিচিত হইনি,' সামান্য হাসল সে। 'আমি গ্যারি জোন্স। টুকসন থেকে এসেছি। তুমি হয়তো আমার নাম শুনে থাকবে।'

তরুণ কাউবয়ের মুখ নিস্পৃহ দেখালেও চোখজোড়া সামান্য বিস্ফারিত হলো। অবিশ্বাস্য! ছোটখাট নিরীহ চেহারার এ মানুষটি অ্যারিজোনার গভর্নর গ্যারি জোন্স! অসামান্য দৃঢ়তা আর সাহসের জন্যে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন গভর্নর, শুধু নিজ কাউণ্টি নয়, এমনকী আশপাশেও খুব সমীহের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়। নাছোড়বান্দা হিসাবে সুনাম আছে গভর্নরের, একগুঁয়েও; একবার কোন কাজ হাতে নিলে সেটা শেষ না-করে ছাড়েন না। প্রশাসক হিসাবে তাঁর সাফল্য ঈর্ষণীয়, যেহেতু অরাজকতাপূর্ণ কাউণ্টি হিসাবে বেশ কুখ্যাত অ্যারিজোনা; কিন্তু দক্ষ হাতে সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা চালাচ্ছেন গভর্নর।

নিয়ম অনুযায়ী ওর নিজের নাম জানানো উচিত, কিন্তু দ্বিধায় ভুগছে আগন্তুক।

স্মিত হাসলেন গভর্নর। 'তুমি হচ্ছ টেক্সাসের জন ক্যালকিন,' চোখে এবারও নির্জলা কৌতুক দেখা গেল। 'তোমাকে খুঁজতে এত দূর চলে এলাম।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল কাউবয়ের দেহ, ঠোঁটের ফাঁকে ধরা সিগার অজান্তে কামড়ে ধরল সে। দু'হাতে দেহের পাশে শিথিলভাবে পড়ে আছে, চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি ফুটে উঠল।

আগন্তুক অর্থাৎ জন ক্যালকিনের উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা উপভোগ্য ব্যাপার হলেও–যেহেতু আদপে ব্যাপারটা খুব কমই ঘটে, চরম নিস্পৃহ ও কাটখোট্টা বলে বদনাম আছে ক্যালকিনের–তা প্রকাশ করলেন না গভর্নর, বরং একটা হাত তুলে শান্তির সঙ্কেত দিলেন।

'তুমি বোধহয় ভুলে গেছ জুনিপার নামের এ শহরটা নিউ মেক্সিকোর অংশ,' মনে করিয়ে দিলেন গভর্নর। 'স্থানীয় শেরিফ বা মার্শালকে নির্দেশ দিলে তোমাকে গ্রেফতার করতে একটুও দেরি করবে না।' ক্যালকিনের চোখে অস্বস্তি ফুটে উঠতে দেখতে পেলেন তিনি। 'ভুল পথে চলেছ তুমি, এমন এক জায়গায় শিগ্‌গিরই পৌঁছে যাবে যেখান থেকে ফিরে আসবার আর উপায় থাকবে না। এরইমধ্যে দুই শেরিফ মাথার দাম ধরে তোমাকে আউটল ঘোষণা করে বসে আছে।'

'কিন্তু যে-অপরাধের দায়ে আমাকে খোঁজা হচ্ছে, কোনটাই আমি করিনি,' প্রতিবাদের সুরে বলল জন, অসন্তোষ চাপা থাকল না কণ্ঠে; তবে তিক্ততাই বেশি প্রকাশ পেল। 'ঘটনার স্থান থেকে অন্তত পঞ্চাশ মাইল দূরে ছিলাম। জীবনে একটা ডলারও মুফতে কামাই করিনি, অথচ খোঁজ পেলেই নেড়ি কুকুরের মতো আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ওরা।'

'আমি যদ্দূর বুঝি,' দার্শনিক সুরে বললেন গভর্নর। 'পিস্তলে ক্ষিপ্র হওয়ার বড় বিড়ম্বনা হচ্ছে খুব দ্রুত বদনাম ছড়িয়ে পড়ে, আর কোথাও না-হোক অন্তত পশ্চিমের ক্ষেত্রে এটা খুব প্রযোজ্য। না-চাইলেও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হয়, একটু আগে প্যালেস সেলুনে তোমার ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে। ষাঁড়টাকে যেভাবে সামাল দিলে, এতে বেশ কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। ওকে খুন করবার ষোলোআনা অধিকার ছিল, কিন্তু সুযোগটা নাওনি তুমি। তারমানে···নেহাত ঠেকায় না-পড়লে খুনোখুনিতে যেতে চাও না। কিন্তু এভাবে কতদিন? ক'বার ঝামেলা এড়াতে পারবে? সবচেয়ে বড় কথা, আইনকে আর কতদিন ফাঁকি দিতে পারবে? একসময় ধরা পড়বে এবং এমন অপরাধের শাস্তি পেতে হবে যা আদৌ করোনি। কোনভাবে যদি বেরিয়ে যেতেও পারো, নির্ঘাত বুনো ষাঁড়ে পরিণত হবে তখন, কিছুরই পরোয়া করবে না। একটার পর

একটা অপরাধ ঘটাতে থাকবে আর সারা জীবন ধরে পালাতে থাকবে।'

'এর অন্য একটা কারণও আছে,' মৃদু স্বরে বলল জন।

'হয়তো, তবে ওটা না-বললেও চলে,' বলে গেলেন গভর্নর। 'অস্ত্র হাতে দক্ষ, এমন লোকের কদর জানি আমি। তাদের কাজে লাগাতেও পারব...'

'আমি ভাড়াটে খুনি নই।'

'সেটা হলে তোমার সঙ্গে কথা বলতাম না আমি,' তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন গভর্নর, খানিকটা হলেও বিরক্তি প্রকাশ পেল কণ্ঠে। 'জন, অ্যারিজোনার বহু জায়গা এখনও বুনো ও অশান্ত রয়ে গেছে। ওসব জায়গা পরিষ্কার করতে চাই আমি। কিন্তু এ গুরু দায়িত্ব যারা পালন করবে, নিজেদের রক্ষা করবার সামর্থ্য থাকতে হবে তাদের। রেঞ্জার হিসাবে আইনের সহায়তা পাবে বটে, কিন্তু বেশিরভাগ সময় শুধু সেটা যথেষ্ট নয়, বরং পিস্তলেও দক্ষতা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর কখনও কখনও বুদ্ধি বা কৌশল খাটাতে হয়। তাই...ডেপুটি হিসাবে এমন লোকের প্রয়োজন যার মাথা ও হাত, দুটোই সমানে চলে। দেশটা সবে গড়ে উঠছে, ক্রমে বাসযোগ্য হয়ে উঠবে একসময়; কিন্তু পরিচ্ছন্নতার কাজটা করতে হবে আমাদেরই এবং তা শুধুই ন্যূনতম কিছু নিয়ম বা আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আইনের পক্ষে থাকবার এটাই মোক্ষম সময়।

'ক্যালকিনদের পারিবারিক ইতিহাস বা ঐতিহ্য সম্পর্কে বলা অনর্থক হবে, যেহেতু আমার চেয়ে তুমিই বরং ওসব ভাল জানো। মায়ের কাছে মামা-বাড়ির গল্প বলা হাস্যকর নয়? যদ্দূর জানি, আজ পর্যন্ত আইনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি কোন ক্যালকিন, বরং যার যার সীমিত গণ্ডির মধ্যে আইনকে পূর্ণ সহযোগিতা করে আসছে ওরা। অন্যায় দেখলে রুখে দাঁড়ায়। দুর্বল ও অসহায়কে

সাহায্য করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে এমন উদাহরণও আছে।

'হয়তো তারুণ্যের অতি উচ্ছ্বাস বা খামখেয়ালিপনার কারণে দু'একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছ, যা আইনের চোখে পুরো নির্দোষ বলে প্রতীয়মান হয়নি; কিংবা দু'একজন ল-ম্যানের ব্যক্তিগত ঈর্ষা বা বৈষম্যের বলি হিসাবে তোমার নামে হুলিয়া জারি করা হয়েছে; এ বয়সে পশ্চিমের বেশিরভাগ তরুণ বা যুবক এমন দু'একটা ভুল করে থাকে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শুধরে না-গিয়ে, সেই ভুলের পরিণতিতে অন্যায় ও অসৎ পথের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাওয়া কতটা যৌক্তিক? পশ্চিমের বেশিরভাগ আউট-ল কিন্তু এভাবেই বিপদগামী হয়েছে। আর একবার আইনের সীমারেখা যখন কেউ পেরিয়ে যায়, ফিরে আসবার উপায় থাকে না। লুকিয়ে থেকে বা ধাওয়া খেয়ে সারা জীবন পার করে দেয় এবং একসময় বেঘোরে মারা পড়ে।

'এমন জীবন আর যারই হোক, কোন ক্যালকিনের কাম্য হতে পারে না, অন্তত তাই মনে করি আমি। সারা পশ্চিম খুঁজে বেড়ালে ক্যালকিনদের মতো পরিবার দু'একটা পাওয়া যাবে, যারা অন্যের ভবিষ্যৎ গড়ে দেয়, সভ্যতার বিকাশের রাস্তা তৈরি করে, শান্তি ও সমৃদ্ধি স্থাপন করে। ক্যালকিনরা তাই সাধারণ মানুষের জন্যে পথ প্রদর্শক, আদর্শের ধারক এবং সভ্যতার গোড়াপত্তনকারী। এমন পারিবারিক ঐতিহ্য যাদের, তাদের একজন ভুলের বশে অন্যায়ের পথে পা বাড়াবে–এটা আমি মেনে নিতে পারছি না, যেহেতু সময় ও সুযোগ পেলে সে-ই হতে পারে দুর্ধর্ষ এক ল-অফিসার!'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না তরুণ ক্যালকিন, সন্দিহান চোখে তাকিয়ে আছে। মনে মনে প্রস্তাবটা উল্টেপাল্টে দেখছে। ছোটখাট নিরীহদর্শন মানুষটির সাদাসিধে চেহারার আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রখর ব্যক্তিত্ব, আপসহীন দৃঢ়তা ও ক্ষমতার গভীরতা আঁচ করতে পারছে।

গভর্নরও অপেক্ষায় আছেন, তরুণের উপর চাপাচাপি করতে নারাজ। উজ্জ্বল চাহনিতে সামান্য কৌতুক ফুটে উঠেছে। 'একটা কথা না-বললেই নয়, এ কাজে প্রচণ্ড ঝুঁকি আছে। তোমার নিজের নিরাপত্তার ভার একা তোমার। কাউকে তো পাশে পাবেই না, বরং চরম বিপদেও পড়তে পারো। যদি হেরে যাও...'

'আমি রাজি,' মৃদু স্বরে জানাল জন।

নড করলেন গভর্নর, সন্তুষ্টির হাসি ফুটল মুখে। জানতেন রাজি হবে তরুণ, যেহেতু তার ধাত সম্পর্কে অবগত। ক্যালকিনরা বরাবরই চ্যালেঞ্জ ভালবাসে। বিরুদ্ধ স্রোতের বিপরীতে পুলকিত হয়, চরম বিপদেও বুনো আনন্দ উপভোগ করে, অসম্ভব বলে কিছু আছে বলে মনে করে না...

এ ধরনের কিছু তরুণ ও যুবককে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা এঁটেছেন তিনি। এদের কেউ বিপদগামী, কেউ পরিস্থিতির শিকার কিংবা কেউ সবে ছোটখাট কিছু অপরাধ ঘটিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় মানুষ। সময়ের পরিক্রমায় হয়তো পুরোদস্তুর আউট-ল বা অসৎ মানুষ বনে যাবে, কিন্তু ল-অফিসার হিসাবে যদি তাদের কাজে লাগানো যায়, নির্ঘাত উতরে যাবে। কারও সামর্থ্য, চারিত্রিক দৃঢ়তা কিংবা দুর্জয় মানসিকতা নিয়ে সন্দেহ নেই, বরং গত কয়েক মাস ধরে এ ধরনের দশজন যুবকের সাম্প্রতিক হাল-চাল পর্যবেক্ষণ করে তাঁর কাছে মনে হয়েছে বিপদগামী অথচ খুব সম্ভাবনাময় এসব তরুণকে আইনের উল্টোদিকে হাঁটতে না-দিয়ে বরং আইনের পক্ষে কাজে লাগানো সম্ভব। সাহসী সিদ্ধান্তটা তিনি নিজে নিয়েছেন। ব্যর্থতার দায় একা তাঁকেই নিতে হবে। কিন্তু গভর্নরের কাছে মনে হয়েছে সাফল্য নিশ্চিত, এবং জন ক্যালকিন হতে পারে ওঁর তুরুপের তাস। কাভারধারী ল-অফিসারদের পথিকৃৎ হতে পারে সামনে বসা এ তরুণ।

শুধু দরকার তাকে উস্কে দেওয়া। খানিকটা অনুপ্রাণিত করা।

আর বুঝিয়ে দেওয়া যে স্রেফ ঘুরে-ফিরেও দেশ তথা দশের বড্ড উপকার করা সম্ভব। রোমাঞ্চপ্রিয় মনের চাহিদা যেমন তাতে মিটে যাবে, তেমনি সভ্যতার বিকাশে রাখা হবে বিরাট অবদান। ঝুঁকিটা কখনোই বড় করে দেখে না এসব দুর্বিনীত, দুর্দমনীয় এবং দুর্জয় তরুণ। স্রেফ সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলে এরা প্রত্যেকে হয়ে উঠবে আইনের দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।

'খুশি হলাম,' বললেন গভর্নর। 'তোমাকে না-বলে আগেই একটা কাজ সেরে রেখেছি: তোমার বাবা-মার সঙ্গে কথা বলেছি,' ক্যালকিনের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখে নিজের সিদ্ধান্তের যথার্থতা আবিষ্কার করলেন তিনি। 'ওঁরা কেউ অমত করেননি, তবে সিদ্ধান্তটা তোমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন।'

কিছু বলল না জন।

'এবার কয়েকটা ব্যাপার খোলসা করব। হুইস্কি চলবে আবার?'

আধ-ঘণ্টা পর সদ্য নিযুক্ত তরুণ রেঞ্জার চলে যেতে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলেন গভর্নর, সন্তুষ্ট মনে একটা সিগার ধরালেন।

'মনে হচ্ছে ঠিক লোককে খুঁজে পেয়েছি, একইসঙ্গে রাষ্ট্রকেও যোগ্য একজন ল-ম্যান জুটিয়ে দিলাম,' সন্তুষ্টির সঙ্গে স্বগতোক্তি করলেন তিনি। 'আরেকটু হলে বোধহয় পুরো বখে যেত ছেলেটা, পরিবারের মান-ইজ্জত ডুবাত। সন্দেহ নেই ওর মধ্যে বেপরোয়া ভাব আছে, কিন্তু সঠিক পথটা দেখিয়ে দিতে পারলে আর চিন্তা করতে হবে না, আইনের পথে একনিষ্ঠ যোদ্ধা হয়ে যাবে। তো, রোমাঞ্চ আর উত্তেজনার জন্যে যখন এতই মুখিয়ে থাকে ও, যেখানে যাচ্ছে তার অভাব হবে না!'

দুই

দুই সপ্তাহ পর।

সমতল মেসার উপর ঘোড়ার রাশ টানল জন ক্যালকিন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল চারপাশে।

জুনিপার থেকে বহু দূরে চলে এসেছে ও। প্রথমে ট্রেনে করে অ্যারিজোনার প্রায় অর্ধেকটা পাড়ি দিয়েছে, তারপর টানা চারদিন রাইড করেছে। জনের অনুমান গন্তব্যের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

বন্ধুর, বৈরী পরিবেশ। প্রকাণ্ড পাথুরে রিজ, নানা চেহারা ও আকৃতির–কোনটা কানের লতির মতো মূল পাথুরে কাঠামো থেকে বাইরে উঁকি মারছে, কোনটা বহুভুজাকৃতির; এত বৈচিত্র্য খুব কম দেখা যায়। পাহাড়ের কোলে ঘন সবুজ বন, যার বুকে শিরার মতো এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হচ্ছে ক্ষীণ স্রোতস্বিনী ও অগভীর হ্রদ; পাহাড় থেকে খসে পড়া ঝর্না সূর্যের আলোয় ঝিলমিল করছে। কিনারে জন্মেছে হাঁটু সমান উঁচু সতেজ ঘাস।

পাহাড়ের চেরা দিয়ে হলুদাভ শূন্যতা চোখে পড়ছে। দূরে মরুভূমির উপস্থিতির আভাস। ধারে-কাছে বা চৌহদ্দিতে বসতির চিহ্ন নেই, আদপে সকালে ডোভার্টন শহর ছেড়ে আসবার পর কোন লোকালয় বা বসতি চোখে পড়েনি জনের।

অসীম বলয়ে বিস্তৃত আকাশের রঙ ফ্যাকাসে নীল। নিস্তরঙ্গ বাতাস, কোথাও একটা গাছের পাতাও নড়ছে না। মাথার উপর

স্থির হয়ে আছে সূর্য, তীব্র রোদ ঢেলে দিচ্ছে মাটিতে। রোদে পিঠ তাতাচ্ছে এখন।

'নারকীয় এলাকা দেখছি!' বিড়বিড় করল জন ক্যালকিন। 'যা শুনেছি তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, শিগ্‌গিরই বহু রোমাঞ্চ আর আনন্দ জুটবে আমাদের ভাগ্যে!'

আসবার পথে বেশ কয়েকবার দিক নির্দেশনা নিতে হয়েছে, জিজ্ঞেস করতে হয়েছে অন্যদের, এবং জন নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু না-বললেও ওর গন্তব্য বেশিরভাগ লোকের মনে ঔৎসুক্য ও বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে, ভুরু কুঁচকেছে কেউ কেউ। প্রথমে তেমন পাত্তা না-দিলেও এখন অবশ্য এর সত্যতা বিলক্ষণ টের পাচ্ছে জন। ছোট্ট একটা শহরের এক বাসিন্দা মুখ ফুটে বলেও ফেলেছিল।

'এটা আমার ব্যাপার নয়, তবুও জানতে চাইছি,' বলেছিল সে। 'আসলে কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছ উইণ্ডি শহরে? এক লোকের কথা জানি, উইণ্ডিতে ঘুরে এসেছিল, ওর অভিজ্ঞতা সুখের হয়নি। যে ক'দিন ছিল, বিরক্তির চূড়ান্ত সহ্য করতে হয়েছিল ওকে।'

'মরা শহর নাকি?' জানতে চেয়েছিল জন।

'উঁহুঁ, এমন গরম শহর যে কোনভাবে তাল মেলাতে পারছিল না ও। যখন-তখন যদি পাশ দিয়ে পয়েন্ট ফোর-ফাইভের বুলেট ছুটে যায়, কারও সেটা নিশ্চয়ই ভাল লাগবার কথা নয়?' অপ্রস্তুত হাসল লোকটা। 'যাক্‌গে, একটা ড্রিঙ্ক নিশ্চয়ই খাওয়াবে আমাকে, ফ্রেণ্ড?'

'নিশ্চয়ই,' বারকীপকে ইশারা করেছিল জন, খেয়াল করেছে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে ওকেই দেখছে মোটকু বারকীপ। কারণটা বোধগম্য হয়নি। অনুমান করেছে এর সঙ্গে বোধহয় উইণ্ডি শহরের সম্পর্ক রয়েছে। শহরটার যত কাছে যাচ্ছে, ততই অদ্ভুত আচরণ করছে তল্লাটের লোকজন। এর মানে কী? ডোভার্টন শহর এটা, সেলুনে

ঢুকে প্রথমে বারকীপকেই জিজ্ঞেস করেছিল উইণ্ডি সম্পর্কে, কিন্তু মুখে কুলুপ এঁটে ফেলেছে লোকটা, চোখ-মুখ শক্ত রেখে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিল বোমা মেরেও এ ব্যাপারে তার জবান খোলা যাবে না।

'উইণ্ডির নাম নেওয়াও বিপজ্জনক,' ড্রিঙ্কে চুমুক দেওয়ার সময় নিচু স্বরে বলল কাউহ্যাণ্ড, লুকাছাপা ভাব চোখে-মুখে, চায় না অন্য কেউ বুঝে ফেলুক বা শুনতে পাক যে উইণ্ডি সম্পর্কে মন্তব্য করছে। 'কী জানো, কিং ব্লেযারের হাত খুবই লম্বা, আর ওই হাতের ও-প্রান্তের মুঠিতে রয়েছে অসুরের শক্তি! এত লম্বা যে এই চল্লিশ মাইল দূরেও ওর ক্ষমতার প্রমাণ পাই আমরা।'

মুখে হাসি লেপ্টে রয়েছে জনের, কিন্তু উইণ্ডি শহর সম্পর্কে চৌহদ্দিতে বিদ্যমান ভয় ও আশঙ্কার চোরাস্রোতের অস্তিত্ব ঠিকই টের পেয়েছে। কেউ মুখ খুলতে চায় না, বেফাঁস বলে বিপদে পড়তে অনিচ্ছুক। কিন্তু চল্লিশ মাইল দূরের একটা শহর সম্পর্কে এত ভয় বা আশঙ্কার কারণ দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে জনের কাছে। আপাতত। সময়ে ঠিকই পরিষ্কার হয়ে যাবে, ভাবল ও। আবার এও ঠিক কখনও কখনও এসব ব্যাপারে অতি প্রচারণাও হয়ে যায়।

তবে একটা ব্যাপার স্পষ্ট বুঝতে পারছে: কিং ব্লেযার নামে এক প্রবল প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে হবে। সেক্ষেত্রে, বুঝে-শুনে উইণ্ডিতে পা দিতে হবে, হুট করে কিছু করা যাবে না; কিংবা সেখানে থাকবার সময়ও খুব সতর্ক থাকতে হবে। গভর্নর জোন্স স্রেফ বলেছেন: "আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে"; বিশদ ব্যাখ্যায় যাননি। রেঞ্জারদের বোধহয় এভাবেই কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়—অস্পষ্ট ও যৎকিঞ্চিৎ—নিজ যোগ্যতা এবং সামর্থ্য নিয়ে এরা ঝাঁপিয়ে পড়ে, কঠিন দায়িত্ব পালন করে। উইণ্ডিতে যাওয়ার পর যে নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসামান্য দক্ষতা বা ঈর্ষণীয় সামর্থ্যের পূর্ণ

সদ্ব্যবহার করা লাগবে, তা বিলক্ষণ টের পাচ্ছে জন; উপরন্তু ভাগ্যেরও সহায়তা লাগবে, নইলে অসম সাহস, দুর্দমনীয় স্পৃহা বা বিপদে টিকে থাকবার অনন্য গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও বেঘোরে মারা পড়তে হবে।

ডোভার্টন থেকে অনিশ্চয়তা নিয়ে যাত্রা করেছিল জন। তবে উইণ্ডি সম্পর্কে যত দুশ্চিন্তাই থাকুক, তেমন পাত্তা দিচ্ছে না। আগে থেকে ভেবে কী লাভ হবে? তারচেয়ে ওখানে পৌঁছে, পরিস্থিতি দেখা যাক।

নিজের মতো এগোতে দিচ্ছে ঘোড়াকে। ওটার উপর প্রবল আস্থা রয়েছে জনের। নিঃসঙ্গ অশ্বারোহীর কাছে তার বাহন খুব অন্তরঙ্গ সঙ্গী, প্রায় বন্ধু বলা চলে। আসলে বন্ধু বললেও কম বলা হয়। ঘোড়ার কারণে কতই না বিপদ এড়াতে পারে মানুষ! অবলা প্রাণীটার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে জনের। দিনের পর দিন ট্রেইলে কাটালে এই হয়।

'গভর্নরের প্রস্তাবে রাজি হয়ে ভুলই করলাম কি-না কে জানে!' বিড়বিড় করে ঘোড়ার উদ্দেশে বলল ও। 'কী জানিস, নিগ,' কালো বলে আদর করে এই নামেই ওটাকে ডাকে জন। 'মনে হয় কপালে দুর্ভোগ আছে আমাদের। তবে আদপে কী ঘটবে সেটা না-গেলে বোঝা যাবে না। চল্, দেখা যাক। ভয় পেয়েছিস নাকি?' ঘাড় বাঁকাল কালো স্ট্যালিয়ন, দাঁত-মুখ খিঁচাল জনের উদ্দেশে। 'খাইছে! তুই আমাকে কামড়ে দিবি নাকি? চল্। অত ভয়ের কী আছে? নরকে তো যাচ্ছি না!'

স্মিত হেসে ঘোড়াটার ঘাড়ে চাপড় দিল জন। দুর্গম ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে স্ট্যালিয়ন।

ট্রেইল না-বলে বুনো পথ বলাই শ্রেয়। সরু, বন্ধুর; নুড়িপাথর বিছানো। নানা সাইজের অসংখ্য বোল্ডার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, বুনো প্রাণী ছাড়া সচরাচর কেউ ব্যবহার করে না বোধহয়; মেসার

উপর থেকে এঁকেবেঁকে নেমে গেছে পাহাড়ের ঢালে জন্মানো পাইনের ঝাড় পর্যন্ত। প্রকাণ্ড একেকটা গাছ।

থাম আকৃতির গুঁড়ির ফাঁকফোকর গলে ধীরগতিতে এগিয়ে চলল জন, ছোটখাট গভর্নরের কথা মনে পড়ল। অনিশ্চিত এক বিপদের মুখে ওকে ঠেলে দিতে সুদূর অ্যারিজোনা থেকে নিউ মেক্সিকোর জুনিপার শহর পর্যন্ত চলে এসেছিলেন তিনি। জন অবশ্য এও উপলব্ধি করে ভবিষ্যতের ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে ওকে উদ্ধার করেছেন তিনি। অন্যের পাপের দায়ে নিজের রাজ্য টেক্সাস নিষিদ্ধ এলাকা হয়ে যেত ওর জন্যে, অন্য রাজ্যেও ছুটতে হতো আইনের লোকের তাড়া খেয়ে, এবং শেষপর্যন্ত পুরোদস্তুর আউট-ল বনে যেত। বেঘোরে মারা পড়া বা গ্রেফতার হওয়াও বিচিত্র ব্যাপার হতো না। গভর্নর ঠিকই ওর ভবিষ্যৎ আঁচ করতে পেরেছিলেন, এবং যোগ্য অফিসার বা ল-ম্যান হওয়ার মতো ন্যূনতম কিছু গুণও নিশ্চয়ই দেখেছিলেন ওর মধ্যে, তাই সম্ভাবনাময় একজন তরুণকে বখে যাওয়ার চেয়ে বরং আইন ও শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছেন।

গভর্নরের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছে ও, এমন একটা সুযোগ পাবে আশা করেনি, কিন্তু এও ঠিক যে বহু যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। আইন এখন আর জ্বালাতন করবে না ওকে। আইনের এপাশে থাকবার ব্যাপারটা উপভোগ্যও মনে হচ্ছে। তবে সেজন্য কিছু মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কোনকিছুই তো মুফতে পাওয়া যায় না!

কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হবে। উইণ্ডি নামের এক শহর ঠাণ্ডা করতে হবে। তারুণ্যের উচ্ছলতা বা অতি উৎসাহের কারণে বা যে-কারণেই হোক, ব্যাপারটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছে জন; এতটুকু ভয় পাচ্ছে না, বরং রোমাঞ্চ অনুভব করছে। গভর্নর যদি ওর উপর আস্থা রাখতে পারেন, অনুমান করেছেন ওর পক্ষে সেই

কাজ সম্ভব। সেক্ষেত্রে আস্থার প্রতিদান দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে।

দেখাই যাক, উইণ্ডি শহরটা ভূতের আখড়া নাকি শয়তানরূপী কোন মানুষ চালায়। ভূত বা শয়তান…কোনটায়ই ডর নেই ওর। আর মানুষ তো কোন্ ছার!

'আমরা এখন সাচ্চা মানুষ হয়ে গেছি রে, নিগ,' নিচু স্বরে ঘোড়ার উদ্দেশে বলল জন। 'আঙ্কল গ্যারির হয়ে কাজ করছি। আগের মতো যা-তা করে বেড়ানো যাবে না। আচরণেও চোস্ত হতে হবে। বলা-কওয়া ছাড়া কারও উপর চড়াও হওয়া যাবে না, লড়াইয়ের জন্যে মুখিয়ে থাকা যাবে না, কারও উস্কানি পেলেও অগ্রাহ্য করতে হবে। খুব বিনয়ী ও নম্র হতে হবে, যেমনটা সুন্দরী লেডিদের সঙ্গে করা হয়! বুঝলি, এখন থেকে খোদ শয়তানকেও লেডি ভাবব, বা ওরকম আচরণ করব!' নিজের রসিকতায় নিজে হেসে উঠল জন।

মাথা নাড়ল ঘোড়াটা, নিচু চিঁহি ডাক ছাড়ল।

'তুই হাসছিস?' কপট রাগ প্রকাশ পেল জনের কণ্ঠে। 'দাঁড়া, মজা দেখাব! ফের যদি কোন মেয়ারের সঙ্গে খাতির জমাতে দেখি তোকে, চাবকে চামড়া তুলে ফেলব!'

ঘণ্টাখানেক পর পাইন বন পেরোল জন। খোলা জায়গার শুরুতে লোক-বসতি চোখে পড়ল। ছোট্ট এক উপত্যকায় লগ-কেবিন, সঙ্গে ক্ষুদ্রকায় বার্ন ও করাল। পাকাপোক্তভাবে তৈরি করা হয়নি, বরং তাড়াহুড়োয় যে-কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছিল বহু আগে, সেটাই রয়ে গেছে।

কেবিনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে মাঝবয়সী এক লোক, ডান হাতটা দরজার ওপাশে, নব বরাবর; নির্ঘাত কোন অস্ত্র ধরে রেখেছে। সন্দিহান ও তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে আগন্তুককে। হঠাৎ বন থেকে বেরিয়ে আসা সুদর্শন তরুণের মুখে সহাস্য সম্ভাষণ দেখেও

নির্ভার হতে পারল না। এ দেশে যে-কাউকে বিশ্বাস করলে ঠকতে হয়। সতর্ক থাকাই সবদিক থেকে নিরাপদ।

'হাউডি, বন্ধু!' শুভেচ্ছা জানাল জন। 'এ পথে কি উইণ্ডিতে যাওয়া যাবে?'

'যাওয়া যাবে, তবে সময় লাগবে। তাড়া না-থাকলে যেতে পারো।'

'আমি তা হলে মূল ট্রেইল থেকে কিছুটা সরে এসেছি?' মৃদু হেসে জানতে চাইল জন। 'যাক্‌গে, হাতে বিস্তর সময় আছে, কিছু দেরি হলে এমন কোন ক্ষতি হবে না।' চারপাশে পলকের নজর চালাল ও। এক জায়গায় সব্জি চাষের চেষ্টা করা হয়েছে, কার্যকরী কিছু হয়নি। চেষ্টায় ঘাটতি ছিল। সবুজ তৃণভূমিতে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা গরু। স্টক হিসাবে অপর্যাপ্ত।

'ভাল জায়গা বেছে নিয়েছ,' মন্তব্য করল জন।

বিতৃষ্ণা ফুটল লোকটার মুখে। 'জায়গা ভাল, কিন্তু এখানে সোনা ফলাতে মনে শান্তি তো থাকতে হবে!' অসন্তুষ্ট শোনাল তার কণ্ঠ। 'অন্যের জবরদস্তি আর হুমকি-ধামকির মধ্যে কি মন দিয়ে কাজ করা যায়? নেস্টরদের দু'চোখে দেখতে পারে না কেউ! সেটা শুধু এখানে নয়, দুনিয়ার বুকে সব জায়গায়ই বোধহয় একই চিত্র। যে-কোন মুহূর্তে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কাজে মন বসে না রে, ভাই!' শেষ দিকে ভীষণ তিক্ত হয়ে গেল নেস্টরের কণ্ঠ।

'এমন সুন্দর জমির মালিক হলে যত চাপই আসুক, সহজে কেউ টলাতে পারত না আমাকে,' বলল জন।

'হয়তো,' তর্ক করল হোমস্টীডার, কণ্ঠ সামান্য চড়ে গেছে। 'তবে ব্লেযারের ক্রুদের সামনে বড়বড় কথা হারিয়ে যায় অনেকের মুখ থেকে! তা ছাড়া, ওদের সঙ্গে লাগতে গিয়ে আজ পর্যন্ত কারও মঙ্গল হয়েছে বলে শুনিনি!'

উত্তর দিতে মুখ খুলেছিল জন, কিন্তু দুলকি চালে ছুটে আসা একটা ঘোড়ার খুরের শব্দে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। ট্রেইলের বাঁক পেরিয়ে কেবিনের পিছনে পৌঁছাল লোকটা, তারপর এপাশে এসে রাশ টানল।

লোক না-বলে তরুণ বলা উচিত। বিশ পেরিয়েছে বড়জোর।

'ব্লেযারের পিণ্ডি চটকাচ্ছ কী মনে করে, জনসন?' কর্তৃত্বের স্বরে জানতে চাইল আগন্তুক। হোমস্টীডার উত্তর না-দিতে প্রায় খেঁকিয়ে উঠে জানতে চাইল: 'তোমার এই দোস্তটা কে?'

চুপসে গেছে জনসন। মুখ শুকনো, কণ্ঠে একটু আগের জোর নেই। 'ওকে চিনি না,' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল। 'উইণ্ডিতে যাওয়ার ট্রেইল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল।'

জনের দিকে ফিরল তরুণ, চাহনিতে আগ্রহ। এদিকে স্যাডলে নড়েচড়ে বসল জন, পাল্টা আগ্রহী ও আমুদে চাহনিতে তাকাল। তরুণ বেশ সুদর্শন, মুখে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন সরলতা রয়ে গেছে এখনও; কিন্তু আচরণে দুর্বিনীত ভাব প্রকাশ পায়। বখে যাচ্ছে বোধহয়, উপসংহারে পৌঁছাল জন।

পকেট থেকে তামাক ও কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল জন, অপেক্ষায় আছে। জানে প্রশ্নটা এখনই আসবে।

অধৈর্য ভঙ্গিতে ঘোড়ার রাশ নাড়াচাড়া করল তরুণ, তারপর প্রশ্নটা করল: 'তুমি এখানে নতুন এসেছ?'

মৃদু হাসল জন। 'কেউ নিশ্চয়ই তোমাকে বলে দিয়েছে!' ওর কণ্ঠে চাপা আমোদ।

রক্ত ঘনাল তরুণের মুখে। 'উইণ্ডিতে তোমার কী কাজ, শুনি?' চাপা স্বরে জানতে চাইল সে, কণ্ঠে স্পষ্ট কর্তৃত্ব।

জনের হাসি ম্লান হলো না, চোখেও আমোদ দেখা যাচ্ছে। অর্থপূর্ণ স্বরে বলল, 'সেটা তো সবাইকে বলে বেড়ানো যাবে না!'

এবার খেপে গেল তরুণ, নির্জলা রাগ ফুটে উঠেছে চাহনিতে।

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো বিস্ফোরণ ঘটবে, একটা কিছু ঘটে যাবে এখনই; তারপর কী মনে করে নিজেকে সামলে নিল। দুই কাঁধ উঁচিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সে, স্পার দাবিয়ে উধাও হয়ে গেল। আর একটা কথাও বলল না।

নিস্পৃহ দৃষ্টিতে পিছন থেকে তরুণকে দেখল জন, তারপর জনসনের দিকে ফিরল। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে হোমস্টীডারের মুখ, চাহনিতে চাপা শঙ্কা ও ভীতি।

'রাজ পরিবারের কেউ বোধহয়?' জানতে চাইল জন। খেয়াল করল কথাটার অর্থ ধরতে পারেনি জনসন, বোকার মতো তাকিয়ে আছে ওর দিকে। অগত্যা খোলসা করল: 'ব্লেযারদের কেউ ও?'

'হ্যাঁ, ও হচ্ছে লুস…বারুদের মতো এক মাথা লাল চুল বলে সবাই ওকে লুসিফার বলে ডাকে,' গোমড়ামুখে ব্যাখ্যা করল বার্ট জনসন। 'পুরো পরিবার বা আউটফিটের মধ্যে শুধু লুসই খানিকটা ভদ্র গোছের। তবে একবাক্যে ওদের বিশেষত্ব বোঝানো যাবে না।'

'সামান্য হলেও কিছুটা ধারণা দিয়ে গেছে সে,' সহাস্যে বলল জন। 'রাজ পরিবারে ক'জন সদস্য?'

'বাপ মারা যাওয়ার পর ওরা চার ভাই আছে এখন। তিন-চার মাস আগে ওঅর এক্স রীজ এলাকায় অ্যাম্বুশে প্রাণ হারায় বুড়ো ব্লেযার, আড়াল থেকে কে যেন গুলি করেছিল তাকে। কাজটা কার কারও ধারণা না-থাকলেও কিং ব্লেযার দোষটা পার্কারদের উপর চাপিয়েছে। দুই পরিবারে বহু দিন ধরে শত্রুতা চলছে। জানি না কোন্ সাহসে এখনও এলাকায় রয়েছে জ্যাক পার্কার, কিন্তু আমি ওর জায়গায় থাকলে অনেক আগেই তল্লাট ছেড়ে ভাগতাম!'

'সেক্ষেত্রে তাকেই দোষী ভাবত সবাই,' মনে করিয়ে দিল জন।

'কিন্তু বেঁচে তো থাকত,' একগুঁয়ে স্বরে তর্ক করল জনসন।

'হলফ করে বলতে পারি, ব্লেযাররা ঠিকই ওকে কায়দা করে ফেলবে।'

প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল জন। সদ্য এলাকায় এসেছে, এ অবস্থায় স্থানীয় ব্যাপারে স্বাভাবিকের বেশি কৌতূহল বা আগ্রহ প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। 'পাঞ্চিংয়ের কাজ পাওয়া যাবে?' জানতে চাইল ও।

'পাবে। র‍্যাঞ্চ তো কয়েকটাই আছে। ব্লেযারদের সার্কেল-বি, পার্কারের সি-পি ছাড়াও মার্শাল জেরেমি সিস্টোর বক্স-এস বাথান। বক্স-এস অবশ্য অনেক ছোট, সিস্টোর মনটা যেমন! আমাদের মার্শাল এত নীচ ও হাড়কিপটে যে থুথুও ফেলতে চায় না। শান্তিতে যদি কাজ করতে চাও, তা হলে সি-পিতে যাওয়া উচিত হবে তোমার। সাচ্চা মানুষ ওরা।'

'ব্লেযারদের কাছে যেতে বলছ না?' হেসে জানতে চাইল জন। 'সবাই তো বলে কাজ করলে এলাকার সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চে কাজ করা উচিত।'

'যদি পিস্তলে চালু হয় তোমার হাত আর বিবেক খরচ ছাড়া যদি পিস্তল ব্যবহার করতে তৈরি থাকো, তা হলে অবশ্য খাতির পাবে ব্লেযারদের কাছে,' উষ্মার সঙ্গে তর্ক করল হোমস্টীডার। 'তবে আমি তোমাকে সৎ ভেবেছি।'

'ধন্যবাদ। অবশ্য এখনই গরু দাবড়াব না, ভাবছি আগে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করে ভাগ্যটা যাচাই করব। শুনেছি এদিকে নাকি সোনা উঠছে।'

'উইণ্ডির জন্মই হয়েছিল বুম টাউন হিসাবে। তবে এখন আর তেমন উঠছে না। থাণ্ডার নদীর আশপাশে দু'এক রত্তি সোনা পাবে হয়তো, কিন্তু তাতে খরচাপাতি উঠবে শুধু, ভাগ্য ফেরাতে পারবে না। কিছু নাছোড়বান্দা লোক অবশ্য অসীম ধৈর্য নিয়ে এখনও প্যান বা পকেট-মাইনিং করে যাচ্ছে, তবে ওই যে বললাম, ভাগ্যে

শিকে ছিঁড়বে না কারও।'

'খনির মাদার-লোড* যদি খুঁজে পায় কেউ...'

'মনে করেছ কারও মাথায় আসেনি ধারণাটা?' বিদ্রূপের সুরে জনকে থামিয়ে দিল জনসন। 'শহরের প্রতিটি মানুষ তালাশ করেছে, ভেবেছে কোনভাবে যদি লোডটা খুঁজে পায়...কেল্লা ফতে হয়ে যাবে! কেউ কেউ বলে ওটা আসলে ওল্ড স্টর্মি পীক্‌সের কেন্দ্রে এবং এ জন্যেই হাজার চেষ্টায়ও কেউ সফল হয়নি।' হঠাৎ নিজেকে সামলে নিল সে। 'অনেক বকবক করে ফেলেছি। বেশ, আবার হয়তো দেখা হবে।'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল জনসন, জনকে কিছু বলবার সুযোগ দিল না।

এইমাত্র যা জানতে পারল তা নিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবল জন, তারপর নিজের পথে এগোল। খুব বেশি জানতে পারেনি। বার্ট জনসনকে ব্যর্থ ও অসুখী মানুষ মনে হয়েছে, সমীহ করবার মতো তো নয়ই, নিজের বিতৃষ্ণার আগুনে একসময় পুড়বে সে। তবে ব্লেযারদের প্রতি তার ভীতি দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট।

'ছেলেটা হয়তো অত খারাপ নয়,' স্বগতোক্তি করল জন। 'এ বয়সে একটু-আধটু বেয়াড়াপনা সবাই করে, মাত্রই তো তারুণ্য পেরিয়ে এল।' ওর চেয়ে কয়েক বছরের ছোট হবে লুসিফার ব্লেযার। মোটেই দুর্জন মনে হয়নি তাকে, বরং জনের কাছে মনে হয়েছে অসৎ সঙ্গ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে নষ্ট হয়ে যেতে বসা এক তরুণ।

মিনিট বিশ পর প্রশস্ত এক গালি*র কিনারে পৌঁছাল ও। গালির ঢালে ঘন সবুজ উদ্ভিদ জন্মেছে—স্প্রুস, জুনিপার,

---

মাদার-লোড (Mother-lode): খনির মূল স্তর, শিরা বা নালী

গালি: জলস্রোতে পাহাড়ের গা ক্ষয়ে সৃষ্ট গিরিখাত

ক্যাকটাস আর লম্বা লম্বা ঘাস রয়েছে; তলায় এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া ক্ষীণ নদীর দুই তীরে জন্মেছে উইলো ও কটনউডের সারি। স্বচ্ছ, টলটলে পানি দেখে তেষ্টা বোধ হলো জনের, সিদ্ধান্ত নিল স্যাডল ছেড়ে পানি খাওয়াবে ঘোড়াকে। নিজেও খাবে। ক্যান্টিন ভরে নেবে।

ঠিক কোথায় স্যাডল ছেড়ে নামবে, জুতসই জায়গার খোঁজে নদীর ধার বরাবর দু'দিকে দৃষ্টি চালাল জন, তখনই রাইফেলের গর্জন কানে এল। মাত্র একবারই গর্জে উঠেছে, কিন্তু পাহাড়ে দীর্ঘ প্রতিধ্বনি তুলল শব্দটা, যেন একের পর এক গুলি করছে কেউ।

ঝটিতি স্যাডল ছাড়বার সময় সামনে ও একটু উপরে, নদীর ওপাড়ে বেলুনসদৃশ ধোঁয়া দেখতে পেল জন। ছুটে পাথরস্তূপের পিছনে আড়াল নিল। মুহূর্ত কয়েক পর টের পেল রাইফেলধারীর টার্গেট ও নয়, বরং গালির মেঝেয় ঘন ঝোপের আড়ালে অবস্থান নেওয়া কেউ, কারণ এইমাত্র রাইফেলের গুলিতে পাল্টা জবাব দিয়েছে লোকটা।

পরমুহূর্তে ওদিক থেকে একসঙ্গে গর্জে উঠল দুটো রাইফেল।

ঘাড় ফিরিয়ে ঘোড়ার দিকে তাকাল জন, দেখল নিরাপদ স্থান বেছে নিয়েছে ওটা, সরে গেছে ট্রেইলের কিনারে থাকা বোল্ডারের আড়ালে। গাছপালার ফাঁকফোকর গলে সন্তর্পণে এগোনোর প্রয়াস পেল ও, লড়াইয়ের অকুস্থলে পৌঁছাতে চাইছে।

এদিকে থেমে থেমে গুলিবর্ষণ করছে দুই পক্ষ। একজনের বিরুদ্ধে একজন আছে এখন। তৃতীয় লোকটা কি মারা পড়েছে? দুর্বল পক্ষের দিকে সহানুভূতি জনের, আশা করছে হয়তো এটাই ঘটেছে।

গাছের ফাঁকে সরু পথ ধরে এগিয়ে চলল ও, হামাগুড়ি দিচ্ছে; পড়ে থাকা বোল্ডার ও বড়সড় কয়েকটা পাথরকে পাশ কাটিয়ে কয়েক গজ এগিয়ে যেতে গালির মেঝেয় অবস্থান নেওয়া নিঃসঙ্গ

রাইফেলধারীকে দেখতে পেল।

জন ঢালের উপরে রয়েছে বলে সামনে এবং খানিকটা নিচুতে দেখতে পাচ্ছে লোকটাকে। পড়ে থাকা গাছের এক গুঁড়ির পিছনে আড়াল নিয়েছে সে, রাইফেল প্রস্তুত; সমস্ত মনোযোগ স্থির হয়ে আছে নদীর ওপাড়ের ঢালে। সাধারণ রেঞ্জ পোশাক তার পরনে। মাঝারি গড়ন, হ্যাটহীন মাথায় ঘন বাদামি চুল। পিছন থেকে বলে চেহারা দেখতে পাচ্ছে না জন।

অখণ্ড নীরবতা। কিছুই ঘটছে না।

হঠাৎ উল্টোদিকের ঢালে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। ঢালের নীচের লোকটা জবাব দিতে উদগ্রীব ছিল, এতক্ষণ যেন সুযোগের অপেক্ষায় তক্কে তক্কে ছিল, তৎক্ষণাৎ রাইফেল তুলল। কিন্তু ট্রিগার টানবার আগেই পিছনে গর্জে উঠল একটা বন্দুক, ত্রিশ গজ দূরের এক গাছ থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া উঠতে দেখতে পেল জন। গুলির ধাক্কায় পড়ে গেল লোকটা, শিথিল মুঠি থেকে খসে পড়েছে রাইফেল।

বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াল জন। পরিষ্কার বুঝে গেছে কী ঘটে গেল। বলা যায় পুরোটাই ওর চোখের সামনে ঘটেছে।

দু'জনে মিলে একাকী প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করেছে। একজন নদীর অন্য পাড় থেকে ব্যস্ত রেখেছে লোকটাকে, অন্য জন পিছনে এসে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত নিশানায় গুলি করেছে। জঘন্য খুন!

দৌড়ে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল জন, স্যাডল-স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিয়ে ছুটল ঢাল ধরে। চল্লিশ গজ দূরে পড়ে আছে হতভাগ্য লোকটা এবং তারও ত্রিশ গজ পিছন থেকে তাকে গুলি করেছে খুনি। জনের লক্ষ্য খুনির কাছে পৌঁছানো।

বিশ গজ পেরোনোর পর খুরের শব্দ শুনতে পেল ও। বুঝল দেরি হয়ে গেছে। পালাচ্ছে খুনি। আড়ালের পরোয়া না-করে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল, ট্রেইলে পৌঁছে দেখতে পেল প্রায়

একশো গজ দূরে ধূসর ঘোড়ার পিঠে বাঁক ঘুরছে এক অশ্বারূঢ়। যে-কোন মুহূর্তে উধাও হয়ে যাবে সে।

নিশানা করবার ঝামেলায় গেল না ও, কোমরের কাছ থেকে ট্রিগার টেনে দিল। জানত লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে, কিন্তু স্রেফ মনের তিক্ত অনুভূতি দূর করতে বা সান্ত্বনা হিসাবে গুলিটা করেছে। পরপরই ঘন গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল ঘৃণ্য ঘাতক।

অকুস্থলের দিকে এগোল ও। যে-গাছ থেকে গুলি করা হয়েছে সেটা খুঁজে পেল, বড়সড় একটা স্প্রূস। গুঁড়ির গায়ে বুটের ঘষ্টে দাগ দেখে বোঝা গেল নিশ্চিত নিশানায় গুলি করতে গাছের উপর উঠে গিয়েছিল খুনি, উচ্চতার সুবিধা নিয়ে শিকারকে গুলি করেছে পিছন থেকে। উইনচেস্টার পয়েন্ট থ্রি-এইটের শূন্য একটা শেল আর অস্পষ্ট কিছু বুটের ছাপ ছাড়া জঘন্য এ খুনের কোন প্রমাণ নেই।

গাছে উঠে এল ও। পাঁচ হাত উঠতে হতভাগ্য শিকারকে দেখতে পেল সামনে। একটা ডাল বা পাতাও দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এক গুলিতে কাজ খতম হয়ে গেছে! সম্ভবত সমূহ বিপদ টেরই পায়নি লোকটা।

নিখুঁত সেট-আপ, মনে মনে ভাবল জন। কয়োট দুটোর সঙ্গে পরিচিত হতে না-পারলে আফসোস থেকে যাবে। আশা করছে হবে, তখন দেখা যাবে সামনাসামনি কতটা হিম্মত রাখে বুকে।

শেন্যদৃষ্টিতে পুরো গালি নিরীখ করল ও। কিন্তু মাঝে মধ্যে পাখির ডানা ঝাপ্টানি ছাড়া প্রাণের কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না।

দুই খুনি পগার পার হয়ে গেছে–নিশ্চিত হয়ে গাছ থেকে নীচে নেমে এল ও। ঝোপঝাড় ঠেলে চলে এল লাশের কাছে। পৌঁছাতে সময় লাগল, যেহেতু ঘন ঝোপ এমনভাবে বেড়ে উঠেছে যে পথ চলা কঠিন হয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও ছুরি চালিয়ে পথ তৈরি করে নিতে হলো।

উপরের ঢাল থেকে দেখে আগেই সন্দেহ করেছিল ধূসরচুলো এ লোক তরুণ ব্লেযার নয়, এখন নিশ্চিত হয়ে গেল। যদিও বয়স প্রায় একই। গাঢ় চুল। ঠেলে কাত হয়ে পড়ে থাকা লাশটা চিত করতে গাঢ় বাদামি চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি দেখতে পেল। নীল আকাশপানে একটু আগেও চেয়েছে ওই চোখ দুটো, কিন্তু তখন প্রাণ ছিল। বাম কণ্ঠার হাড়ের নীচ দিয়ে ঢুকে হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করেছে বুলেট, এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে।

ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শুনতে পেয়ে কাছাকাছি এক ঝোপের আড়ালে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা একটা কালো রোয়ান খুঁজে পেল জন। ঘোড়াটার পাছায় সি-পি মার্কা দেখে ওর কপালের কুঞ্চন গভীর হলো আরও।

ব্লেযাররা বোধহয় হিসাব সমান-সমান করে ফেলল, ভাবল জন। মনে পড়ল তরুণ লুস ধূসর একটা ঘোড়ায় চেপেছিল।

বাঁধন খুলে রোয়ানকে লাশের কাছে নিয়ে এল ও। অচেনা হোক, কিন্তু এভাবে শকুনের খাবার হওয়ার জন্যে লাশটা ফেলে যেতে পারে না। সিদ্ধান্ত নিয়েছে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। লাশটা তুলে উপুড় করে ফেলল স্যাডলের উপর, হর্নের সঙ্গে ঝুলন্ত লম্বা ল্যারিয়েট দিয়ে বেঁধে ফেলল যাতে পড়ে না-যায়, তারপর নিজের ঘোড়ার পিঠে চাপল। মৃতের রোয়ানের লাগাম হাতে উপত্যকার উদ্দেশে যাত্রা করল এবার।

উপত্যকায় পৌঁছাতে ক্ষীণ একটা ট্রেইল দেখতে পেল। আশা করছে এ-পথে শহরে পৌঁছাবে। তাড়া বোধ করছে না জন, তাই স্রেফ দুলকি চালে ছুটিয়েছে ঘোড়া দুটোকে। রোয়ানের লাফের সঙ্গে দুলতে থাকা পিঠের বোঝাটা নিয়ে ভাবছে। মন তেতো হয়ে গেছে। লাশ নিয়ে ভাবছে না, যেহেতু অস্বাভাবিক বা সাংঘর্ষিক মৃত্যু ওর কাছে নতুন কিছু নয়, কিন্তু মৃত্যুর ধরনটা গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে মনে; শক্ত হয়ে গেছে চোয়াল, ধূসর-নীল চোখে পাথুরে

নির্লিপ্ততার সঞ্চার করেছে।

মি. লুসের ব্যাপারে বোধহয় আরও অনেক কিছুই জানবার আছে ওর, ভাবছে জন। তবে তার কপালে যে খারাবি আছে, তা নিয়ে মোটেই সন্দেহ নেই। অথচ তরুণকে অতটা মন্দ ভাবেনি ও।

সি-পির কারও লাশ বোধহয় এই প্রথম পড়ল, ভাবল জন, কিন্তু বার্ট জনসনের কথা মনে পড়তে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। নেস্টর যদি ঠিক বলে থাকে, বহুদিন ধরে দুটো বাথানের মধ্যে শত্রুতা চলে আসছে এবং সেক্ষেত্রে, নিশ্চিতভাবে বলা যায় আগেও দু'চারটা লাশ পড়েছে। এসব ক্ষেত্রে তাই হয়। যুগের পর যুগ কিংবা বংশানুক্রমে সংঘর্ষ চলতে থাকে।

এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও একইসঙ্গে স্পষ্ট হলো জনের কাছে: অনেক অনিশ্চয়তা আর বিপদের সম্ভাবনা নিয়ে উইণ্ডি শহরে পা রাখতে হবে, দুই বাথানের শত্রুতার চোরাস্রোতের মাঝে ওর বয়ে নিয়ে যাওয়া লাশটা স্রেফ ইন্ধন জোগাবে, নতুন একটা বিস্ফোরণ ঘটাবে।

জন জানে ওর কারণেই শুরু হবে সেটা, কিন্তু এড়ানোর কোন উপায় নেই।

তিন

প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে শহরের নাম হয়েছে উইণ্ডি। নামটা অবশ্য রসিক ও স্ফূর্তিবাজ এক বাসিন্দার দেওয়া–যদিও বাতাসের

দাপট এখানে দেখা যায় না। প্রকাণ্ড এক থালার মতো নিচু স্থানের কেন্দ্রে শহরের অবস্থান, যার পরিসীমা তৈরি করেছে বন্ধুর ও এবড়োখেবড়ো কিছু গ্র্যানিট পাহাড়, শহরের চারপাশে নিরেট এক দেয়াল তৈরি করেছে। পাহাড়ী ঢালে রয়েছে ঘন বনভূমি।

উইণ্ডি উপত্যকার পশ্চিম সীমানায় সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে ওল্ড স্টর্মি, শঙ্কু আকৃতির হাজার ফুট উঁচু পর্বতশৃঙ্গ। থাণ্ডার নদীর জন্ম এখান থেকে। জন্মের পর এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের কোল পেরিয়ে নীচের বেসিনে চওড়া এক নদী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রীষ্ম মরশুমে অবশ্য নদীটা স্বাভাবিকভাবে সরু হয়ে যায়। উল্টোদিকে, পাহাড়ী দেয়ালের চেরা হয়ে নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে বেসিনে চলে গেছে মূল স্রোত। শহরের পুব সীমানায় জন্মেছে ঘন বনভূমি, যার নাম ব্যাটল বাট।

পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া সূর্যের রক্তলাল রশ্মি পিছনে নিয়ে উইণ্ডি শহরে ঢুকল জন ক্যালকিন।

চারপাশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাদ দিলে একেবারে বিশেষত্বহীন শহর, এমন মামুলি এবং উঠতি লোকালয় বেশ কয়েকটাই পিছনে ফেলে এসেছে। ঘোড়ার খুর ও চাকার ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত ধূলিময় রাস্তার দু'পাশে অপরিকল্পিতভাবে তৈরি বাড়ি–বেশিরভাগ লগ বা অ্যাডোবি; অন্যগুলো স্রেফ কাদার ছাদে তৈরি শ্যাক কিংবা ডাগ-আউট। দোতলা কাঠামো হাতে গোণা, যার কয়েকটার সামনে ফলস-ফ্রন্ট; তবে রৌদ্রদগ্ধ ও দুমড়ে যাওয়া ছাদ বেহাল দশা প্রকাশ করছে সারাক্ষণ। রঙপোঁচের ঝামেলা করতে হয়নি, বরং প্রকৃতি অকৃপণ হাতে সেই দায়িত্ব সম্পাদন করেছে–সর্বত্র ধূসর-সাদা ক্ষারের পুরু স্তর পড়ে আছে। বাড়ির ফাঁকে-ফাঁকে বা পিছনে অবহেলার সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলা অসংখ্য টিনের ক্যান আগাছা ও ক্ষুদ্র উদ্ভিদ জন্মানোর আধার হিসাবে সেবা দিয়ে চলেছে। কড়া নিন্দুক বা বিরাগী লোকের দৃষ্টিতে পুরো উপত্যকায় মনুষ্যত্বের

একটিমাত্র নিদর্শন চোখে পড়বে—তীব্র বিরক্তি বা বিতৃষ্ণা।

দূর থেকে শূন্য রাস্তা চোখে পড়ল জনের, তবে খানিকটা এগোতে দেখল এক শ্যাক থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা লোক। থমকে দাঁড়িয়ে আগন্তুককে দেখল সে।

'ল-অফিসটা কোথায়?' জানতে চাইল জন।

'আরও সামনে। তবে জেরেমিকে যদি দরকার হয় তোমার, তা হলে বরং ডার্ক টারেটের সেলুনে খোঁজ করো। চলো, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি,' জবাব দিল লোকটা। 'কাকে নিয়ে এসেছ?'

'আমিও তো সেটাই জানতে চাই।'

একটা লাশ নিয়ে শহরে আগন্তুকের প্রবেশ—অন্যদের আগ্রহ বা কৌতূহল হওয়ার মতো খবরই বটে; এবং সেটা সবার আগে দেওয়ার উত্তেজনা তাড়া করল লোকটাকে। জনকে আর কোন প্রশ্ন করল না সে, বোর্ডওঅক ধরে প্রায় ছুটে চলল। ঝুরঝুরে বালিময় মাটিতে এরচেয়ে জোরে ছুটতে পারে না কোন ঘোড়া। জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বড়সড় এক দালানের সামনে পৌঁছে গেল লোকটা। স্যুইং-দরজা ঠেলে ভিতরে সেঁধিয়ে গেল।

দালানের ছাদের উপর সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল জনের। দ্য লাকি চান্স।

মিনিট খানেক পর যখন দালানের সামনে পৌঁছে গেল জন, ততক্ষণে জনা দশেক লোক সমবেত হয়ে গেছে পোর্চে। আসবার পথে এদের সঙ্গে দেখা হয়েছে লোকটার এবং গরম খবরটা কানে তুলে দিয়েছে। সেকেণ্ড কয়েকের মধ্যে সেলুন থেকেও সব লোক হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল।

সবশেষে উপস্থিত হলো মার্শাল জেরেমি সিস্টো। ছোটখাট মানুষ, বয়স প্রায় চল্লিশ। পোড়খাওয়া চেহারা। সরু, শঠতাপূর্ণ আদলের সঙ্গে মানানসই চোখের নীচ চাহনি ঢাকতে পারেনি মুখের কিনারা থেকে ঝুলে পড়া কালো গোঁফ। সিস্টোর ধাত বুঝে

নিতে অসুবিধা হয়নি জনের–তর্জন-গর্জনে দক্ষ এক ষণ্ডা, নিজের রাজ্যে যে একচ্ছত্র আধিপত্য চালায়, অন্যের মতকে আমল দেয় না কখনও। ব্যাজের সুবিধা নিতে ওস্তাদ, কিন্তু নিজে কখনও কাউকে নিঃস্বার্থ খাতির করে না।

মার্শালের প্রথম কথায় নিশ্চিত হয়ে গেল ওর অনুমান।

'আমাকে খুঁজছ কেন?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল সে।

'খুঁজিনি, তবে খুঁজতাম হয়তো,' নিরুত্তাপ স্বরে জবাব দিল জন। 'একটা কাজ এনেছি তোমার জন্যে।'

জনের জবাব দর্শকদের মধ্যে চাপা হাসি আর মার্শালের বসে যাওয়া গালে ক্ষীণ রঙের সঞ্চার করল। বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে রোয়ানের পিঠে চাপানো লাশটা দেখল মার্শাল। 'আমাকে কী মনে করেছ, আণ্ডারটেকার?' স্পষ্ট অসন্তোষ কণ্ঠে।

'এ লোকের খুনিকে খুঁজে বের করা মার্শাল হিসাবে তোমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।'

'সেটা তোমাকে বলে দিতে হবে, না কারও কাছ থেকে শিখব আমি?' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জনকে দেখল সে, স্পষ্ট জানিয়ে দিল ওকে পছন্দ হয়নি এবং হবেও না কখনও।

ল-ম্যানের নির্দেশে রোয়ানের দিকে এগিয়ে গেল দু'জন, লাশটা খসিয়ে সাইডওঅকে এনে চিত করে রাখল। 'আরে, এ যে জ্যাক পার্কার! রোয়ানটা দেখেই চেনা চেনা লাগছিল!' সবিস্ময়ে চেঁচাল একজন, তারপর অর্থপূর্ণ স্বরে যোগ করল: 'জ্যাকের খুনিকে খুঁজে বের করতে মনে হয় না বেশি দূরে যাওয়া লাগবে তোমার, জেরেমি।'

'আহম্মকের মতো কথা বলো না!' দাবড়ানির সুরে বলল ল-ম্যান। 'কী দেখে এ কথা বলছ? এখন পর্যন্ত কোন আলামতই দেখলাম না যে বোঝা যাবে কে খুনি।' আচরণে গা-ছাড়া ভাব দেখালেও মার্শালের কপালে কয়েকটা ভাঁজ দেখা যাচ্ছে। 'এ

বোকার হদ্দটা আমার কথামতো একটু রয়ে-সয়ে চলল না কেন?'

লাশের উপর ঝুঁকে পড়ল সে, সেকেণ্ড কয়েক পরীক্ষা করল, তারপর সিধে হলো। 'কেউ একজন ডক স্টিভেন্সকে নিয়ে এসো তো।' এবার জনের দিকে ফিরল সে। 'এ ব্যাপারে কী জানো তুমি?'

স্যাডলে শরীর শিথিল করে দিল জন, মাটিতে নামবার গরজ অনুভব করল না। পুরো ঘটনা খুলে বলল। খুনিকে ধুসর ঘোড়ায় চড়ে পালাতে দেখেছে–খবরটা শুনে নিচু স্বরে খিস্তি করল মার্শাল, সরু চোখে তাকাল জনের দিকে, চাহনিতে স্পষ্ট বিদ্বেষ।

'শুধু তোমার কথায় চিঁড়ে ভিজবে না,' মন্তব্য করল সে। 'তুমি নিজেও তো খুনটা করতে পারো।'

'নিশ্চয়ই,' সহাস্যে স্বীকার করল জন, কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। 'তারপর তুমি যাতে গ্রেফতার করতে পারো তাই লাশটা নিজেই নিয়ে এসেছি।'

'সব খুনিই ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করে,' তর্ক করল মার্শাল। 'দেখি, তোমার অস্ত্রটা।'

'রাইফেলের কোন্ দিকটা দেখবে–বাঁট বা মাযল?' তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে জনের কণ্ঠ, স্যাডলে সিধে হয়ে বসেছে, আয়েশী ভাবটা নেই এখন। 'এটা উইনচেস্টার পয়েন্ট ফোর-ফোর। ব্যারেলে এখনও হয়তো গান পাউডারের ঝাঁঝ পাবে। বলেছি তো, মাত্র একটা গুলি করেছি।'

স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু মার্শাল কোন জবাব দেওয়ার আগেই অকুস্থলে উপস্থিত হলো মোটাসোটা এক লোক। খাটো, গাট্টাগোট্টা দেহ লোকটার; লম্বা চুল বোধহয় আঁচড়ানো হয় না কখনও। ফোলা ফোলা মুখে মদ্যপানের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে, কিন্তু লোকটার চাতুর্য বা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার তাতে চাপা পড়েনি। উৎসুক জনতার ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল সে।

'কী করতে হবে, পিছলা?' সতর্ক ও মার্জিত কণ্ঠ লোকটার, লিকার পানের বদভ্যাসের সঙ্গে মিল খায় না। পড়ে থাকা লাশের উপর চোখ পড়তে ভুরু কোঁচকাল। 'আরে! বেচারা জ্যাক! তা হলে ওকে ফেলে দিয়েছে ব্লেযাররা?'

দাঁতে দাঁত পিষল মার্শাল। 'এভাবে বলতে পারো না তুমি, ডক, যেহেতু এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত অন্ধকারেই আছি আমরা।'

'যা খুশি বলবার অধিকার আছে আমার, পিছলা,' পাল্টা গর্জে উঠল ডাক্তার। 'তুমি বা তোমার বন্ধু ব্লেযাররা যদি তাতে অখুশি হয় তো হোক! তোয়াক্কা করি না। এখন আমাকে ডেকে কী লাভ হবে? মরা মানুষকে জ্যান্ত করবার দাওয়াই নেই আমার কাছে।'

কুৎসিত চাহনি ফুটল মার্শালের চোখে, সম্ভব হলে জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে দিত ডাক্তারকে। 'কাউকে জ্যান্ত করতে ডাকিনি, ডেকেছি লাশের শরীর থেকে বুলেট বের করতে! ওটা হয়তো কোন গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হতে পারে।'

শ্রাগ করে লাশের কাছে চলে গেল ডাক্তার স্টিভেন্স। ঠেলে উপুড় করে দিল লাশটা, জখমের কাছে কাপড় কেটে হাত ঢুকিয়ে দিল ক্ষতের গভীরে। আঙুলে পরখ করে বুলেটের অবস্থান নিশ্চিত করছে।

উৎসাহী জনতা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল, ডাক্তার স্টিভেন্সের চারপাশে একটা বৃত্ত তৈরি হয়ে গেল। ভিড়ের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে চাপাচাপি বা ধাক্কাধাক্কি করছে লোকজন।

'হয়েছে কী? শান্তিমতো কাজ করতে দেবে না?' স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করল ডাক্তার, উৎসুক জনতা প্রায় তার গায়ের উপর চলে গেছে।

দাবড়ানি খেয়ে পিছিয়ে এল লোকজন।

মিনিট কয়েক পর কষ্টকর কাজটা সম্পন্ন করতে সক্ষম হলো ডাক্তার, উঠে দাঁড়াল সে। দুই আঙুলের ফাঁকে সীসার এক গুটলে

ধরা। সীসা এবং ডাক্তারের আঙুলে রক্ত লেগে আছে।

ওটা নিয়ে নিরীখ করল মার্শাল।

'দেখে মনে হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি-এইট ক্যালিবার,' অনীহার স্বরে বলল সে, কপালের ভাঁজগুলো গভীর হয়ে গেছে।

'অবশ্যই,' কাছাকাছি দাঁড়ানো উৎসাহী জনতার অন্তত ছয়জন একমত হলো।

'কী বলেছিলাম, জেরেমি?' মার্শালের নির্দেশে রোয়ানের পিঠ থেকে এ লোকই লাশ নামিয়েছিল, অনুমানের সপক্ষে পরোক্ষ প্রমাণ পেয়ে যাওয়ায় চড়া হয়ে গেছে কণ্ঠ। 'আরও একটা কথা বলছি: লুস ব্লেযার পয়েন্ট থ্রি-এইট কার্তুজ ব্যবহার করে।'

'তোমার মুখটা যে খুব চলে, এটা ছাড়া আর কিছুই বলোনি,' ধমকে উঠল মার্শাল। 'এবং এটা আগে থেকেই জানি আমি। সারা দুনিয়ায় কি শুধু লুসই পয়েন্ট থ্রি-এইট কার্তুজ ব্যবহার করে, আর কেউ কি নেই?'

'যদ্দূর জানি এলাকায় শুধু লুসই ওই কার্তুজ ব্যবহার করে,' জবাব এল।

'ব্লেযারদের সম্পর্কে তোমার এত আগ্রহ আছে শুনে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে কিং ব্লেযার,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মার্শাল, চোখে তীব্র অসন্তোষ। স্রেফ শত শত জনতা রয়েছে বলে, নইলে হয়তো লোকটাকে চেপেই ধরত। 'খাইছে! বুড়ো পার্কার আসছে! কোন্ নরকের ইশারায় শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে সে আজ?'

সাইডওঅক ধরে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল পঞ্চাশোর্ধ্ব, খাটো ও সুঠামদেহী এক লোক। হাঁটার ধরনে স্পষ্ট যে জীবনের বহু বছর স্যাডলে কাটিয়েছে সে। চওড়া পেশিবহুল কাঁধ। ক্ষৌরি করা মুখ অন্য সময়ে হয়তো হাস্যোজ্জ্বল থাকে, কিন্তু এখন গম্ভীর এবং আড়ষ্ট। সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দিল লোকজন, একটু পর লাশের পাশে পৌঁছে গেল সে। এক নজরই যথেষ্ট বলে প্রমাণিত

হলো।

'ঈশ্বর!' বিড়বিড় করল বুড়ো। 'তা হলে ভুল শুনিনি!' এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে, প্রবল মায়ায় লাশের নির্জীব মুখ স্পর্শ করল। 'আহা রে, বাছা আমার!' ফিসফিস করল সে, রুদ্ধ কণ্ঠের হাহাকারে বোঝা গেল হৃদয়ে ক্ষরণ চলছে, তবে অসামান্য দৃঢ়তা ও ধৈর্যের সঙ্গে নিজেকে সামলে নেওয়ার প্রয়াসও রয়েছে।

অখণ্ড নীরবতার সঙ্গে এতক্ষণে যেন শোকের ছায়া নেমে এল, জনতা যেন মাত্রই উপলব্ধি করল তরুণ জ্যাক পার্কারের অকাল মৃত্যু। মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে ফেলল অনেকে।

সিধে হলো পার্কার, ঘুরে দাঁড়াল। শোকার্ত পিতার মুখের প্রতিটি রেখায় বেদনা ও শোকের গভীর ছাপ, চোখজোড়া সিক্ত; কিন্তু চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে, চাহনিতে অদ্ভুত এক ঔজ্জ্বল্য। ঘুরে মার্শালের মুখোমুখি হলো যখন, কণ্ঠে সামান্যও দুর্বলতা বা হতাশা প্রকাশ পেল না।

'এটা কার কাজ?' গম্ভীর, কর্তৃত্বপূর্ণ স্বরে জানতে চাইল বুড়ো পার্কার।

'তোমার চেয়ে এক রত্তি বেশি কিছু জানি না আমি,' জবাব দিল মার্শাল। 'এ লোক ওকে নিয়ে এসেছে শহরে,' বুড়ো আঙুল দিয়ে জনকে নির্দেশ করল সে। 'বলল পুরো ঘটনাই নাকি ঘটতে দেখেছে ও।'

আর্দ্র দৃষ্টি মেলে জনের দিকে তাকাল বুড়ো, কিছু বলল না।

পুরো ঘটনা আবার বয়ান করল জন।

'খুনিটাকে দেখোনি তুমি?' শেষে জানতে চাইল বুড়ো। 'বা চিনতে পারোনি?'

'পলকের জন্যে ধূসর ঘোড়ার পিঠে লোকটাকে দেখেছিলাম। একটা গুলি করেছি বটে, তবে লাগাতে পারিনি। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে পয়েন্ট থ্রি-এইটের একটা খোল পেয়েছি। রাইফেলের নলের

মুখে যদি ব্যাটাদের পেতাম, জঘন্য কাজটার সমুচিত শাস্তি দেওয়া যেত।'

'তোমার কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম, বন্ধু,' আন্তরিক স্বরে বলল বুড়ো।

ভিড়ের কিনারা থেকে ঘোষণা করল এক লোক: 'ব্লেযারদের এবার চেপে ধরবে পার্কার!'

ঝট করে সেদিকে ফিরল র‍্যাঞ্চার। 'কথাটা যে-ই বলেছ, মন্দ বলোনি। কোন সন্দেহ নেই এ জঘন্য কাজটা ওদেরই।'

'হুট করে এভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারো না, পার্কার,' জরুরি কণ্ঠে বলল মার্শাল। 'নিরেট দূরে থাক, সন্তুষ্ট হওয়ার মতো কোন প্রমাণই নেই আমাদের হাতে।'

'নির্দিষ্ট ক্যালিবারের কার্তুজ ছাড়াও লুসকে ধূসর ঘোড়ায় চড়ে ঘটনার কিছুক্ষণ আগে ঠিক ওদিকে যেতে দেখা গেছে,' তপ্ত স্বরে তর্ক করল বুড়ো, এখনও ধৈর্য হারায়নি। 'এতে তুমি সন্তুষ্ট হতে না-পারো, কিন্তু আমার বা অন্যদের জন্যে এই যথেষ্ট।'

'কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো যথেষ্ট নয়,' সাফাই গাইল ল-ম্যান। 'পুরো ব্যাপারটা আমাকে সামলাতে দিলে হতো না...?'

ঝটিতি মার্শালের দিকে ফিরল বুড়ো, চোখে নির্জলা বিতৃষ্ণা ও অসন্তোষ। 'উঁহুঁ, তোমাকে সামলাতে দিলে শেষে ভজকট করে ফেলবে,' তীক্ষ্ণ স্বরে মার্শালকে থামিয়ে দিল সে। 'তারচেয়ে বরং এসব থেকে দূরে থাকো, তোমার নোংরা নাকটা গলিয়ো না। নিজের লড়াই কখনও অন্যকে দিয়ে করায়নি সি-পি, এখনও করবে না। যার যা পাওনা, কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দেওয়ার মুরোদ আমাদের আছে! ঈশ্বরের দিব্যি, এবার আর কাউকে ছাড়ব না!'

'এটা কেমন কথা হলো, মাইক? এভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারো না তুমি,' আপত্তি জানাল মার্শাল, তবে কণ্ঠে

প্রতিবাদের সুর। 'চৌহদ্দিতে আমি আইনের প্রতিনিধিত্ব করছি, আমার কথায়...'

'উঁহুঁ, সার্কেল-বির খুনিরা যা বলে তাই করো তুমি,' আবারও অসন্তুষ্ট স্বরে ল-ম্যানকে থামিয়ে দিল সি-পি মালিক, রেগে গেছে। 'যা খুশি কোরো তুমি, কিন্তু ব্লেযারদের চোদ্দগোষ্ঠি নিশ্চিহ্ন না-হওয়া পর্যন্ত কেউ আমাকে থামাতে পারবে না!'

বুড়োর আবেগহীন ও নিরুত্তাপ স্বরে চ্যালেঞ্জ বা ঔদ্ধত্য নয়, বরং আজন্ম লড়াকু একজন মানুষের প্রত্যয় প্রকাশ পেল; নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, বহু প্রতিকূলতা বা বিপর্যয় সামলে নেওয়ার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতায় যে আবারও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। প্রকৃতি, ইণ্ডিয়ান, রাসলার, ক্ষুৎ-পিপাসা...কার বিরুদ্ধে না লড়েছে বুড়ো মানুষটা, কিন্তু প্রত্যেকের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে। জীবন সায়াহ্নে এসে, যখন তার বিশ্রামে থাকবার কথা, নিষ্ঠুর নিয়তি তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে তিক্ত ও করুণ ঘটনায়ও হতোদ্যম করতে পারেনি, আদপে টগবগে যুবকের মতোই আত্মবিশ্বাসী মাইক পার্কার; লড়াই থেকে পিছিয়ে যাওয়া দূরে থাক, বরং অদম্য মনোবল নিয়ে প্রস্তুত সে।

বুনো পশ্চিমের আদি কিন্তু খাঁটি মানুষ এরা, যাদের ঘাম আর রক্তে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নতুন এক সভ্যতা। মানুষ তো বটেই, খোদ সভ্যতাও এদের মনে রাখে না, কিন্তু ঠিক থেকে যায় ওদের অবদান। এরাই গড়ে তুলেছে বুনো পশ্চিম।

চার

রাতটা হোটেলে কাটাল জন ক্যালকিন। সকালে জ্যাক পার্কারের খুনের ঘটনায় আহূত প্রহসনমূলক শুনানিতে যোগ দিল। জুরিদের রায়ে ঘোষণা করা হলো অজ্ঞাত এক বা একাধিক লোকের সঙ্গে গানফাইটে মারা গেছে তরুণ পার্কার। রায়ে অন্য কেউ না হোক, মার্শালকে বেশ সন্তুষ্ট মনে হলো। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ যে ক্ষুব্ধ হয়েছে তাও স্পষ্ট বোঝা গেল। ব্লেযারদের কেউ উপস্থিত ছিল না, শহরের এক বাসিন্দা জানাল জনকে।

'ব্যাপারটা তো দারুণ,' মন্তব্য করল জন। 'এত দ্রুত বোধহয় কোথাও বিচার হয়নি আজ পর্যন্ত। তোমাদের মার্শাল বেশ চালু ও করিৎকর্মা লোক! ব্লেযাররা উপস্থিত না-হয়ে ওর মস্ত উপকার করেছে। জুরিদের রায় যদি অন্যরকম হতো আর ব্লেযাররা সামনে উপস্থিত থাকলে, কাউকে গ্রেফতার করতে গেলে হয়তো হার্টফেল করত মার্শাল। তখন অবশ্য বোঝা যেত হিম্মত কতটা ওর।'

'ব্লেযারদের ব্যাপারে কিছু জানো না তো, তাই এমন ভাবছ,' ওকে শুধরে দিল শহরবাসী। 'ভেবেছ ওদের পায়ের তলায় মাটি নেই? ভুল! চাইলে ঠিকই উপস্থিত হতে পারত ওরা এবং তখন দেখতে কেমন চীজ! খারাপ তো বটেই, কাউকে পরোয়া করে না ওরা। ভয় কী জিনিস জানে না। দু-চারটা ব্যাজঅলা ওরা পকেটে ভরে রাখে।'

মাঝ-সকালে সমাহিত করা হলো জ্যাক পার্কারকে। শহর

থেকে উত্তরে আধ-মাইল দূরে কবরস্থান। ঘাসে ভরা পাহাড়ী ঢালে, বার্চ ও কটনউডের ছায়ায় চিরদিনের জন্যে শুইয়ে দেওয়া হলো তরুণকে। পাখির কলতান আর বাইবেল থেকে ডাক্তারের মুখস্থ গুটিকয়েক স্তবক আওড়ানোর শব্দ ছাড়া কিছুক্ষণের জন্যে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে থাকল কবরস্থান।

দুই মাইনার আণ্ডারটেকারের দায়িত্ব পালন করছে। তরুণকে কবরে শুইয়ে দেওয়ার পর মাটি ফেলতে শুরু করল মাইনাররা, ভগ্ন হৃদয়ে তখনও দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো পার্কার। হাতের হ্যাট এবার মাথায় চাপাল ফিউনেরালে আসা লোকজন, ধীরে ধীরে শহরের দিকে ফিরতি যাত্রা করল।

জন তখনও দাঁড়িয়ে, লক্ষ্য করল পার্কার ছাড়া অন্যরা বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

বুকে দু'হাত বেঁধে, মাথা নিচু করে অনড় দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো মাইক পার্কার। নিষ্পলক তাকিয়ে আছে সদ্য ভরাট করা কবরের দিকে। কে জানে, মনে কতটা ক্ষরণ চলছে তার! সান্ত্বনা পাবে এমন কিছু তাকে বলতে চাইল জন, কিন্তু কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। ছেলের অকালমৃত্যুর সান্ত্বনা কি হয় কখনও? একমাত্র ছেলের সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর সমস্ত আশা বা স্বপ্নেরও যে কবর হয়ে গেছে!

অগত্যা ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে উইণ্ডির উদ্দেশে পা বাড়াল জন। কয়েক গজ এগিয়েছে, পিছন থেকে পার্কারের কণ্ঠ শুনতে পেল।

'স্ট্রেঞ্জার?' গম্ভীর, রুদ্ধ স্বরে ডাকল র‍্যাঞ্চার। 'আমি বোধহয় তোমাকে এখনও ধন্যবাদ জানাইনি। আমার ছেলের জন্যে যা করেছ, পার্কারদের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ পাওনা হয়েছ।'

বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ধরল জন। 'ধন্যবাদ দিতে হবে কেন,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'আমি তো এমন কিছু করিনি। কিন্তু সুযোগ পেলে হয়তো করতে পারতাম...' থেমে গেল ও, কী বলবে ভেবে

পাচ্ছে না।

তবে বুড়ো ঠিকই ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছে, আনমনে মাথা ঝাঁকাল। 'জীবন এমনই, বহু কষ্টকর জিনিস আমাদের মেনে নিতে হয়,' আবেগ দমন করবার যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও অজান্তে কেঁপে গেল বুড়োর কণ্ঠ। 'কী জানো, ও-ই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। জ্যাকের যখন দুই চলছে, তখন ওর মাকে হারিয়েছি, তারপর তো ওরাই আমার সবকিছু! এখন কেবল এমি রইল।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকল দু'জনেই। তারপর বুক টানটান করে দাঁড়াল পার্কার, কাঁধ উঁচু করল, যেন ভারী কোন বোঝা কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতে চাইছে। 'তুমি কি এখানে কিছুদিন থাকবার চিন্তা করছ?' ফাঁকা স্বরে জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার।

'এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি,' জানাল জন। 'এ মুহূর্তে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি, কাজ-কর্ম নেই, করতে ইচ্ছেও করছে না। টেক্সাস আর নিউ মেক্সিকোর উপর বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল, ভেবেছি অ্যারিজোনা ঘুরে আসি। শুনেছি এখানে নাকি সোনাও পাওয়া যাচ্ছে।'

চট করে একবার জনকে আপাদমস্তক দেখে নিল বুড়ো। 'হ্যাঁ, পাওয়া যায়, যদি ঠিক জায়গায় খুঁজতে পারে কেউ।'

পাশাপাশি হেঁটে শহরের দিকে এগোল ওরা। নিজের ভাবনায় ব্যস্ত বুড়ো, অন্যমনস্কভাবে হাঁটছে। কিছু বলে তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাতে গেল না জন। প্রবল শোক সামলে নিচ্ছে লোকটা, বুড়ো বাবার জন্যে পিঠে তরুণ ছেলের লাশ বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী বোঝা।

শহরের কিনারে পৌঁছেছে, এসময় হন্তদন্ত হয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল এক তরুণ। লুস ব্লেযার। চট করে বুড়োর মুখের দিকে তাকাল জন, কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে র‍্যাঞ্চারের মুখে পাথুরে

নির্লিপ্ততা দেখতে পেল। সামান্য বিকারও নেই, মুখ টানটান, দুই চোখে নিস্পৃহ চাহনি।

সরাসরি ওদের সামনে এসে থামল তরুণ ব্লেযার, তার মধ্যে সামান্য দ্বিধা বা জড়তাও নেই। 'মাত্রই শহরে এসেছি আমি,' দ্রুত বলল সে, কণ্ঠে আন্তরিকতার ঘাটতি নেই। 'শুনলাম ঘটনাটা। আমি সত্যি দুঃখিত।'

তরুণের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার, চাহনিতে বরফ শীতলতা। আড়ষ্ট হয়ে গেছে ঠোঁট। 'খুন করে স্বজনের কাছে দুঃখপ্রকাশ করা বোধহয় দুনিয়ার সবচেয়ে নিষ্ঠুর রসিকতা!' কর্কশ স্বরে বলল সে।

হতভম্ব দেখাল ব্লেযারকে, মুখ হাঁ হয়ে গেছে, তারপর বুড়ো র‍্যাঞ্চারের কথার তাৎপর্য বুঝতে পারল সে। মুখ লালচে হয়ে গেল লুসের।

'বলতে চাইছ আমিই খুন করেছি তোমার ছেলেকে?' বিস্মিত স্বরে জানতে চাইল সে।

'নিশ্চয়ই!' একগুঁয়ে কণ্ঠে জবাব দিল মাইক পার্কার। 'ইকো ভ্যালিতে পাওয়া গেছে জ্যাকের লাশ, পিঠে একটা পয়েন্ট থ্রি-এইট ঢুকে গেছে। খুনি ধূসর রঙের ঘোড়ার পিঠে ছিল। তো, নিজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। ঘোড়া আর রাইফেলের গুলি মিলে যায়, এবং ঘটনার কিছুক্ষণ আগে তোমাকে ইকো ভ্যালির দিকে যেতে দেখা গেছে। তুমি যদি ব্লেযার না-হতে কিংবা এই শহরের মার্শাল যদি সত্যিকারে দস্তার ব্যাজের যোগ্য হতো, এতক্ষণে ঠিক গরাদে থাকতে।'

'ডাহা মিথ্যে কথা!' তপ্ত স্বরে প্রতিবাদ করল তরুণ। 'জ্যাক পার্কারের প্রতি কোন বিদ্বেষ ছিল না আমার, বরং সত্যি কথা হচ্ছে...' ক্ষণিকের জন্যে ইতস্তত করল সে, তারপর বিস্ফোরিত হলো। 'অসম্ভব! পরিস্থিতি অন্যরকম হলে জ্যাক আর আমি বেশ অন্তরঙ্গ বন্ধুই হতে পারতাম। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, মি.

পার্কার, জ্যাকের মৃত্যুর পিছনে আমার কোন হাত নেই।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তরুণকে দেখছে জন, ওর মনে হয়েছে মিথ্যে বলছে না সে, কিন্তু র‍্যাঞ্চারকে বরাবরের মতোই নির্বিকার দেখা যাচ্ছে–লুসের কথা বিশ্বাস করেনি।

'তুমি যে নিজেকে নির্দোষ দাবি করবে, এটাই তো স্বাভাবিক,' ভর্ৎসনার সুরে বলল র‍্যাঞ্চার। 'যাক্‌গে, কোন ব্লেয়ারের কথায় ভরসা রাখতে রাজি নই আমি।'

বেদনার্ত ও ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে লুসকে দেখছে বুড়ো। রক্তমাংসের এক তরুণ, ওই একই বয়সী, গতকালও এর মতোই হাসি-খুশি ও উচ্ছল ছিল জ্যাক, জীবনের আনন্দে সবাইকে ভাসিয়েছে; অথচ আজ নেই সে! অর্থহীন হয়ে গেছে জাগতিক সব প্রলোভন বা মায়া। উন্মত্ত রাগ অনুভব করল র‍্যাঞ্চার, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। 'পিস্তল বের করো, ইতর!' শীতল স্বরে ঘোষণা করল বুড়ো। 'আজ…এখনই সব শোধ-বোধ করে ফেলব!'

অপমানে লাল হয়ে গেল তরুণের মুখ, কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রাখল সে, পিস্তল থেকে সযত্নে হাত দূরে রেখেছে। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, চাহনি এতটুকু কাঁপল না। 'বেশ, আমাকে যদি খুন করতে চাও, তো করো,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল সে। 'কিন্তু আমি ড্র করব না, তোমার সঙ্গে ডুয়েল লড়বার মতো কোন কারণ ঘটেনি।'

প্রবল তাচ্ছিল্যে বেঁকে গেল বুড়োর ঠোঁটের কোণ। 'একটা কারণ তা হলে লাগে তোমার?' তির্যক হাসল পার্কার। 'আসলে তুমি কাপুরুষ, সেটা বলছ না কেন? তোমার জ্ঞাতিগোষ্ঠিও তাই! বুক চিতিয়ে কারও সামনে দাঁড়ানোর হিম্মত নেই, কিন্তু মওকা পেলে পিঠে গুলি করতে পিছ-পা হও না। যাক্‌গে, এবারের মতো পার পেয়ে গেলে, কিন্তু একটা কথা মাথায় ঢুকিয়ে নাও: ছেলের খুনিকে খুঁজে বের করব আমি, তাতে যদি দুনিয়া উল্টে ফেলতেও হয়, তাই করব। আর যখন তাকে খুঁজে পাব–সেদিনই দুনিয়ায়

ওর শেষ দিন হবে!'

'আমি তোমাকে সাহায্য করব,' প্রতিশ্রুতি দিল লুস।

জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল পার্কার।

এখানে থাকা আর সমীচীন মনে করল না লুস। দুঃখপ্রকাশ করতে এসেছিল, তা যেহেতু সারা হয়ে গেছে, তাই চলে যাওয়াই মঙ্গল। কথা বাড়াতে গেলে বরং ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে র‍্যাঞ্চারের। এ মুহূর্তে খেপে আছে সে।

আর কোন কথা না-বলে সরে গেল লুস।

তরুণ ব্লেযার চলে যাওয়ার পর ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল পার্কার। 'কী বুঝলে ওকে দেখে?' পাশ ফিরে জনের উদ্দেশে জানতে চাইল সে।

'মনে হয় না খুনটা ও করেছে।'

'ব্লেযারদের চেনো না তো! মানুষ যেমন নিজের অজান্তে নিঃশ্বাস নেয়, মিথ্যে বলাটাও ওদের তেমন অভ্যাস।'

'নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা মানুষের ধাত চিনতে শিখি,' তর্ক করল জন। 'অন্য ব্লেযারদের ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না, কিন্তু লুসকে খুনি মনে হচ্ছে না আমার।'

'নিজের অভিজ্ঞতাকে ওর পক্ষে বাজি ধরছ?'

'অনেকটা তাই।'

'হয়তো লুস খুনি নয়, কিন্তু ব্লেযারদের অন্য কেউ নিশ্চয়ই,' শান্ত হয়ে এসেছে বুড়ো। 'যাক্‌গে, হারামীটা আচমকা উপস্থিত হওয়ার আগে তোমাকে একটা কথা বলতে চাইছিলাম। এখানে থাকা বা চলে যাওয়ার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দয়া করে আমাকে জানাবে?'

'বেশ।'

পরদিন সকালে সি-পিতে যাবে, জনের কাছ থেকে সম্মতি আদায় করে বিদায় নিল মাইক পার্কার।

দুপুর হয়ে গেছে। রাস্তা ধরে এদিক-ওদিক চাইল জন, রেস্তোরাঁ খুঁজছে। অযথা ঘোরাঘুরি না-করে বরং পেটের চাহিদা মিটিয়ে নেওয়া দরকার।

তবে শরীর না-খাটালেও মনটা সারাক্ষণই ব্যস্ত রয়েছে—গত দু'দিনের ঘটনা বিশ্লেষণ করছে। পার্কারকে পছন্দ করে ফেলেছে। সাচ্চা মানুষ সে। যে অবিচল দৃঢ়তা ও মানসিক স্থৈর্যের সঙ্গে চরম দুর্ভাগ্যকে মোকাবিলা করছে, সমীহ না-করে পারা যায় না।

লুস ব্লেযারের ব্যাপারে অবশ্য স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি ও, বরং তরুণের ব্যাপারে প্রবল কৌতূহল বোধ করছে। প্রথম দেখা থেকে লুসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, কোনভাবেই তাকে জ্যাক পার্কারের খুনি হিসাবে মেলাতে পারছে না। ব্যক্তিগতভাবে মাইক পার্কারের প্রতি দুঃখপ্রকাশ লুসের সৎসাহস, সৌজন্য ও প্রখর বিবেচনাবোধের পরিচয় দেয়; একই লোক পিছন থেকে পার্কারের ছেলেকে খুন করবে, এটা মোটেই মেলানো যায় না।

তা ছাড়া, পার্কারের চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করেনি লুস। ভয় পায়নি সে, জন একরকম নিশ্চিত, বরং ক্ষণিকের আবেগ কিংবা হুজুগের বশে আরও একটা ভুল করেনি। শোডাউন হলে হয়তো যে-কোন একজন খুন হয়ে যেত। এতে বিরোধ নিষ্পত্তি দূরে থাক, বরং দুই পরিবারের মধ্যে শত্রুতা আরও বেড়ে যেত নির্ঘাত।

ব্লেযারদের সবাই কি লুসের মতোই? বয়স কম হলেও যথেষ্ট মানসিক পরিপক্বতার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছে লুস। লাগাতার সুস্থ পরিবেশে না-থাকলে কারও মধ্যে এমন মানবিক বিকাশ ঘটে না। সেক্ষেত্রে, জনের সন্দেহ ব্লেযারদের নিয়ে যত বদনাম বা অভিযোগ রয়েছে, তার কিছু কিছু হয়তো গুজব বা মিথ্যে···

হতে পারে।

হন্তদন্ত হয়ে ল-অফিসে ঢুকল লুস ব্লেযার।

রোল-টপ ডেস্কের পিছনে আরামদায়ক চেয়ারে আয়েশ করে বসে ছিল মার্শাল জেরেমি সিস্টো। শরীরের অর্ধেকটা চেয়ারে এলিয়ে দিয়েছে সে, সবুট পা তুলে দিয়েছে ডেস্কের উপর। তরুণ ব্লেযারের ক্ষিপ্ত মুখ দেখে ভিতরে ভিতরে এক চোট হেসে নিল।

'হ্যালো, লুস! কে আবার তোমার পা মাড়িয়ে দিল?'

'পার্কারের সঙ্গে এইমাত্র দেখা হলো,' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল লুস। 'জ্যাককে খুনের অভিযোগ করল আমার বিরুদ্ধে।'

মার্শালের হাসি চওড়া হলো। 'তুমি কি সেটা করোনি?'

'তুমি ভাল করেই জানো ওই জঘন্য কাজ আমি করিনি!' খেপে গেছে লুস। 'এবার বসে না-থেকে খুঁজে বের করো আসলে কাজটা কার! অন্যের পাপের বোঝা আমি বয়ে বেড়াতে রাজি নই।'

'নির্দেশ দিচ্ছ?' তাচ্ছিল্য মার্শালের কণ্ঠে, গম্ভীর হয়ে গেছে। 'দিলেও লাভ হবে না। কিছু করা যাবে না। বুড়ো পার্কার সাফ জানিয়ে দিয়েছে এ ব্যাপারে সি-পিই যথেষ্ট, আমার বা অন্য কারও নাক গলাতে হবে না। বুঝতেই পারছ, শুরুতেই আমাকে হিসাবের খাতা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে সে।' ছোট, কুঁতকুঁতে চোখে লুসকে দেখল, ভিতরে ভিতরে তরুণের করুণ দশা দেখে মজা পাচ্ছে। বাচ্চা একটা ছেলে এভাবে চোটপাট দেখাবে, সে ব্লেযার আর যাই হোক, মোটেও বরদাশত করতে রাজি নয় ও।

'নিরাপদ ভূমিকা নিচ্ছ তা হলে?' লুসের কণ্ঠে স্পষ্ট ভর্ৎসনা। 'শুধু শুধু তো তোমাকে লোকজন পিছলা বলে না!' বলে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করল না সে, মার্শাল জবাবে কিছু বলবার আগেই বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

বেরিয়ে এসে হিচিং রেইল থেকে ঘোড়ার বাঁধন খুলল লুস, স্যাডলে চেপে শহর থেকে বেরিয়ে এল। পশ্চিমের ট্রেইল ধরেছে ও, যেটা সরাসরি ওল্ড স্টর্মির পাদদেশে গিয়ে মিশেছে। ঘোড়াকে

হাঁটাচ্ছে লুস, আড়ষ্ট ও উদাসীন ভঙ্গিতে বসেছে স্যাডলে, মাথা নিচু। মনে বিষণ্ণতার পাহাড়, যা ওর স্বভাবের সঙ্গে একেবারে খাপ খায় না। বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যাবে না, কিন্তু আসলে প্রচণ্ড হতাশ ও, বিশেষ করে গত দু'দিনের ঘটনায় বেশ মুষড়ে পড়েছে। কয়েক মাসের লালিত স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয়ে যাওয়ার পথে!

পরিস্থিতি ভাইয়ের জঘন্য খুনি হিসাবে নির্দেশ করছে লুসকে, এ অবস্থায় এমিলি পার্কার কী চোখে দেখবে ওকে? দুই পরিবারের বহুদিনের শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে ওরা। বুড়ো ব্লেযারের রহস্যজনক মৃত্যুতে প্রায় ভেস্তে যাচ্ছিল সব, তবে কষ্টেসৃষ্টে টানাপড়েন সামলে নিয়েছিল লুস, কিন্তু এখন কীভাবে সামাল দেবে?

সবচেয়ে বড় কথা, ও নিজেই এবার অভিযুক্ত হয়েছে। জ্যাক পার্কারের খুনের মাধ্যমে প্রতিশোধ নিল ব্লেযাররা, আর তাতে লুসের ব্যক্তিগত সব সম্ভাব্য প্রাপ্তি রসাতলে যেতে বসেছে।

অথচ কী মধুরই না ছিল স্বপ্নটা! কাকপক্ষীও জানে না, কিন্তু নিয়মিত বিরতিতে পরস্পরের সঙ্গে দেখা করছে দু'জন—অবস্থা দেখে মনে হবে কাকতালীয় এবং তেমনই ভান করত ওরা। তবে স্পষ্ট ভাষায় কেউ নিজের আবেগ প্রকাশ না-করলেও স্রেফ চোখে চোখে চেয়ে অব্যক্ত ভাবের বিনিময় হয়ে যেত।

জ্যাক পার্কারের মৃত্যুতে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে। বুকে ক্ষীণ আশা নিয়ে যাচ্ছে লুস, হয়তো দেখা হবে এমির সঙ্গে। শক্ত অভিযোগ আনা হয়েছে ওর বিরুদ্ধে, সি-পির শোকের মাতম নিশ্চয়ই এমিকেও স্পর্শ করবে? না-করে পারে না, হাজার হোক ভাই তো। একমাত্র ভাই। এ অবস্থায় কি ওর সঙ্গে দেখা করতে আসবে এমি?

লুস অন্তত সন্দিহান।

তবে আশা করছে আসবে এমি এবং দৃঢ় কণ্ঠে অভিযোগটাকে

মিথ্যে বলে দাবি করতে সক্ষম হবে ও।

ওল্ড স্টর্মির নিচু ঢালের এক চাতালে পরিত্যক্ত একটা আশ্রয় আছে, আগেও কয়েকবার এখানে দেখা করেছে ওরা। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে আদর্শ মিলনস্থল। সবুজ ঘাস আর ফুলে ছাওয়া এক চিলতে খোলা জায়গা, চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে নানা জাতের গাছপালা ও ঝোপঝাড়—ক্যাটক্ল, প্রিকলি পিয়ার এবং কিছু ক্ষুদ্রকায় গুল্ম।

শূন্য চাতাল দেখে মনটা হতাশায় ভরে গেল লুসের, যদিও তাই আশা করেছিল। স্যাডল ছাড়ল ও, ঘোড়াটা নিজ থেকে সরে গেল ঘাসের দিকে। লাগাম বাঁধবার প্রয়োজন পড়ে না। মস্ত এক গাছের গুঁড়ির কাছে গিয়ে বসল লুস, সুখী সময়ে দু'জনে কতবার পাশাপাশি বসেছে এখানে! মাথা নিচু করে বসে থাকল ও, নানা ভাবনায় মন জর্জরিত। এমি কি আসবে? যদি আসেও, ওর কথা কি বিশ্বাস করবে? বারবার এ প্রশ্নগুলো নিজেকে করে যাচ্ছে লুস। উঁহুঁ, বিশ্বাস করবে না, যুক্তি দিয়ে বিচার করল ও, বাপের কথাই মেনে নেবে এমি। পরিস্থিতি বা প্রমাণও সেই সাক্ষ্য দেয়, নিতান্ত হতাশার সঙ্গে স্বীকার করল লুস।

ওর ঘোড়ার চিঁহি ডাকে সংবিৎ ফিরে পেল লুস। ঝট করে মুখ তুলে তাকাল। কেউ আসছে! পাশ ফিরতে কাঙ্ক্ষিত মেয়েটিকে দেখতে পেল, এতক্ষণ যার অপেক্ষায় ছিল।

লুসকে দেখে ঘোড়ার গতি কমাল মেয়েটি, ধীর গতিতে এগিয়ে এল। মুখে প্রচ্ছন্ন বেদনা বা শোকের গভীর ছায়া থাকবার পরও এমিলি পার্কারকে এক নজর দেখে যে-কারও পরম কাঙ্ক্ষিত নারী মনে হবে। ছেলেদের মতো স্যাডলে রাইড করছে এমি, অ্যারিজোনা কাউবয়দের দীর্ঘ স্টির‍্যাপ। ঘোড়াটা মাসট্যাঙ, বাহন হিসাবে প্রথম শ্রেণীর। গাঢ় রঙা শার্ট ওর পরনে, নীচে ডিভাইডেড স্কার্ট রাইডিং বুট ছুঁইছুঁই করছে এবং ছিপছিপে দেহের

বাঁকগুলো স্পষ্ট। মধুরঙা রেশমি চুল মাথায়, তবে ছেলেদের মতো ঘাড়ের কাছে কাটা, চওড়া ব্রিমের কালো হ্যাটের নীচে ঢাকা পড়েছে বেঁকে যাওয়া চুলের আগা।

সারাক্ষণ নীল চোখে উষ্ণ হাসি থাকে—অন্তত ওর জন্যে—তার নীচে কালচে ছোপ দেখতে পেল লুস। হাসি তো নেই-ই, বরং মুখে রাজ্যের বিষণ্নতা। মনে মনে খিস্তি আওড়াল লুস, গত কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রথম অস্বাভাবিক চেহারায় দেখছে এমিকে। হ্যাট হাতে উঠে দাঁড়াল ও।

'তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল,' মৃদু স্বরে বলল লুস।

'কিন্তু আমার ইচ্ছে করেনি,' রুদ্ধ স্বরে বলল এমি, বোঝা যায় নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করছে। 'তবুও বেরিয়ে এসেছি। বাড়িতে বসে থাকতে পারছিলাম না! শুধু একটা কারণে এসেছি—জানতে চাই পৃথিবীটা আসলেই অত কুৎসিত আর নোংরা কি-না।'

এমির কণ্ঠের হতাশা উপলব্ধি করে মনটা মরমে মরে যাচ্ছে লুসের, অজান্তে দৃষ্টি নিচু হয়ে গেল ওর। 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না আমিই খুন করেছি?' অস্ফুট স্বরে জানতে চাইল ও, সন্দেহ আর দ্বিধার অন্তঃক্ষরণে হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। পুরো পৃথিবীতে শুধু এই একজনের কিছু মনে করায় বা না-করায় ওর ভাগ্য নির্ভর করছে।

সজল চোখজোড়ায় রাজ্যের দুঃসাহস, পরিষ্কার দৃষ্টিতে ওর চোখে চোখ রাখল এমি। 'সেটা ভাবলে তোমার সামনে আসতাম না আমি।'

মুহূর্তের জন্যে বিষাদের ছায়া সরে গেল লুসের মন থেকে। 'কী যে স্বস্তি পেলাম! দুনিয়ার সব মানুষ কী ভাবল তার তোয়াক্কা করি না, শুধু তুমি আমাকে খুনি না-ভাবলেই হলো!'

'কিন্তু আখেরে কি তাতে কোন লাভ হবে?' গম্ভীর স্বরে মনে করিয়ে দিল এমি। 'তুমি একজন ব্লেযার আর আমি পার্কার।

আমাদের দেখা-সাক্ষাতে বা বন্ধুত্বের চেয়েও বড় ব্যাপার ওটা।'

'কিন্তু তুমি মনে কোরো না এটা ব্লেযারদের কাজ,' প্রতিবাদ করল লুস।

'আমি সেটা বলিনি, লুস।'

এমির তিক্ত স্বরে ওর বিশ্বাসের গভীরতা ঠিকই বোঝা গেল। ফের হতাশ বোধ করল লুস।

'বদমাশটাকে খুঁজে বের করব আমি,' বলল সে। 'সে যদি আমার পরিবারের কেউ হয়, তা হলে নিজেকে আর ব্লেযার বলে পরিচয় দেব না!'

মন থেকে কথাটা বলেছে লুস, এবং সাময়িক আবেগের বশে নয়, বরং এটাই ওর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত।

'তাতে লাভ কী?' বিষণ্ন স্বরে বলল এমি। 'সমস্যা বাড়বে শুধু। আসল কথা হচ্ছে আমরা ভিন্ন জগতের মানুষ, এবং এখানে আমাদের বন্ধুত্ব বা সম্পর্কের সমাপ্তি…কারণ যার যার পরিবারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে আমাদের। নাড়ির টান আমরা অস্বীকার করতে পারব না কেউ।'

এমির কণ্ঠের দৃঢ়তায় বোঝা গেল এটাই শেষ কথা। চুপ হয়ে গেল লুস। বিষণ্ন চোখে দেখল ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল এমি, তারপর চলে গেল, আর একটা কথাও বলল না কিংবা ফিরেও তাকাল না। মাথাটা বরাবরের মতোই উঁচু আছে, যদিও কাঁধ সামান্য আড়ষ্ট; আর অশ্রুতে ভরে ওঠা নীল চোখে কিছু দেখতেও পাচ্ছে না এমি, কিন্তু সেটা দেখতে পেল না লুস।

গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল এমি পার্কার। তিক্ত হাসল লুস। 'নাড়ির টান অস্বীকার করতে পারব না আমরা?' কর্কশ স্বরে স্বগতোক্তি করল ও। 'যদি প্রমাণ হয় ব্লেযাররা অন্যের পিঠে গুলি করতে শুরু করেছে, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করব আমি! যা ইচ্ছে করে যে পার পাওয়া যাবে না, এটা শিগ্‌গিরই শিখতে হবে

ওদের!'

নিজের ঘোড়ার কাছে চলে এল লুস, মুখ থমথমে হয়ে আছে। স্যাডলে চেপে সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

লুস ব্লেযারের কাঠামো গাছপালার আড়ালে হারিয়ে যেতে চাতালের কিনারায় ঝোপের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল এক লোক। দীর্ঘ ও সুঠামদেহী মানুষ সে, মধ্য-ত্রিশ অতিক্রম করেছে বয়স। চওড়া, পেশিবহুল কাঁধ তার সামর্থ্যের আভাস দেয়। সুঠাম দেহের সঙ্গে মানানসই কালো চুল, চোখ আর গোঁফ মিলে দারুণ সুপুরুষ করে তুলেছে তাকে, যে-কোন নারী ফিরে তাকাবে। এমনকী পুরুষরাও স্বীকার করবে কিংলে ব্লেযারের মতো সুদর্শন পুরুষ সত্যি বিরল। "সুদর্শন শয়তান" বলা যায় ওকে। শারীরিক শক্তিমত্তা বা সামর্থ্যের সঙ্গে নিখাদ ঔদ্ধত্য, হিংস্র মনোভাব, কূটবুদ্ধি আর কর্তৃত্বপ্রবণতা বা প্রতিহিংসাপরায়ণতা চমৎকার মানিয়ে যায়।

'এই তা হলে ব্যাপার?' এ মুহূর্তে শয়তানি হাসি শোভা পাচ্ছে কিংলে ব্লেযারের মুখে, প্রায় হিসহিসিয়ে উঠল তার কণ্ঠ। 'একটা স্কার্টের জন্যে রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করতেও তৈরি হয়ে গেছে? সেই সুযোগ কখনোই পাবে না!' সরু হয়ে গেল তার চোখজোড়া। 'নিকুচি করি ওর! আমার আগেই নজর দিয়ে ফেলেছে! কিন্তু কে ভেবেছিল পার্কারের কচি খুকিকে পটিয়ে ফেলেছে ও? কানা কড়ির দাম আছে নাকি ওই ছুঁড়ির?' প্রবল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বেঁকে গেল তার ঠোঁটের কোণ। মিনিট কয়েক কী যেন ভাবল, তারপর কুৎসিত হাসি ফুটল মুখে। 'হ্যাঁ, উপযুক্ত দাওয়াই পাওয়া গেছে! সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। স্বজনদের সঙ্গে বেঈমানি করবার খায়েশ ওর যদি না-মিটিয়ে দিয়েছি...!'

কাছাকাছি রাখা ঘোড়ার পিঠে চড়ে সার্কেল-বির উদ্দেশে যাত্রা করল সে। দুলকি চালে ছুটছে ঘোড়াটা। নিবিষ্ট মনে এমিলি

পার্কারের কথা ভাবছে সে। দারুণ সুন্দরী মেয়ে...ছিপছিপে তন্বী দেহ, মোহনীয় সৌন্দর্য, মধুরঙা কোঁকড়ানো চুল আর মায়াবী নীল চোখ...সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো ভবিষ্যতে এ মেয়ে সি-পি র‍্যাঞ্চের মালিক বনে যাবে।

এ ব্যাপারটা এমি পার্কারের নিটোল ও অপরিসীম সৌন্দর্যের চেয়েও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, অন্তত কিং ব্লেযারের কাছে।

সন্ধ্যাটা "দ্য লাকি চান্স"-এ কাটাল জন ক্যালকিন।

শহরের সবচেয়ে বড় সেলুন ওটা। বোর্ডের মেঝেয় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিছানো হয়েছে টেবিল-চেয়ার, সুইং-ডোরের উল্টো দিকে দীর্ঘ বার। ছাদ থেকে ঝুলন্ত প্রকাণ্ড আকৃতির তিনটা কেরোসিনের লণ্ঠন আলো বিতরণ করছে। ছোট ছোট চটকদার কয়েকটা বাতি আছে বটে, আলো বিতরণ নয় বরং সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে চার দেয়ালে লাগানো হয়েছে ওগুলো। স্যুইং-দরজার ঠিক উল্টোদিকে ঘরের উচ্চতার সমান দীর্ঘ আয়না লাগানো দেয়ালের সঙ্গে।

বারের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে দশাসই শরীরের এক লোক। সেলুনের মালিক ডার্ক টারেট। খাড়া নাক এবং সারাক্ষণ চোখ পিটপিট করবার অভ্যাস থেকে তার জন্মস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেল জন। আইরিশ। এমনিতে হাসি-খুশি, আমোদপ্রিয় মানুষ; কিন্তু কোণঠাসা হয়ে গেলে গোঁয়ার এক দানব হয়ে ওঠে। তখন আর কোনভাবেই থামানো যায় না তাকে। দ্য লাকি চান্স সেলুনের নিয়মিত খদ্দেরদের বেশিরভাগ কঠিন ও পোড়খাওয়া লোক, কিন্তু কেউ ঘাঁটাতে যায় না ডার্ক টারেটকে, যেহেতু জানে এর পরিণামে চরম মাশুল গুনতে হবে।

এখন অবশ্য মূড়ে আছে সে, চওড়া হাসি লেপ্টে আছে মুখে। প্রায় সব টেবিল ভরা। বারের টুলের একটাও খালি নেই, তৃষ্ণার্ত হুইস্কিখেকোরা দখল করে আছে। ফারো, মন্টি বা অন্য সব খেলা

চলছে পুরোদমে।

যে-কোন কাউ-টাউনে যেমন দেখা যায়, মিশ্র জাতের খদ্দের রয়েছে এখানে, তবে মাইনারই বেশি। স্বভাবতই, এদের মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে: মাঝবয়সী, রোদ-পোড়া গাঢ় চামড়া, সামান্য কুঁজো এবং গাঁইতি ও শাবল চালাতে চালাতে হাতে কড়া পড়ে গেছে সবার। একসঙ্গে অনেক সোনা পাওয়ার অলীক স্বপ্নে বিভোর মানুষগুলো সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে, আর রাতে সারা দিনে পাওয়া সামান্য সোনার গুঁড়ো বিক্রি করে পাওয়া নগদ টাকা হুইস্কি ও পোকারের পিছনে উড়িয়ে দেয়।

এদের মধ্যে অনেকেই ঊনপঞ্চাশের সেই আগুনঝরা দিনগুলি ভুলে যায়নি যখন সরকারী সৈন্যদের ফাঁকি দিয়ে চুপিসারে ব্ল্যাক হিল্‌সে ঢুকে পড়েছিল দুঃসাহসী কিছু মাইনার, ইণ্ডিয়ানদের হাতে ধরা পড়ে বীভৎস মৃত্যুবরণ করবার ঝুঁকি নিয়ে মাটি খুঁড়ে গেছে; উপর্যুপরি ইণ্ডিয়ান হামলার মুখে সরকার এসব মাইনারকে সভ্য ও নিরাপদ স্থানে ফিরিয়ে আনতে সৈন্য পাঠিয়েছিল। অক্লান্ত খেটেছে ওরা তখন, হাতে সর্বক্ষণ থাকত রাইফেল আর মনে ছিল আশঙ্কা: যে-কোন মুহূর্তে ইণ্ডিয়ানদের রণহুঙ্কার শুনতে পাবে! কারও কারও প্রতি যে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়নি তা নয়, আশাতীত সাফল্য পেয়েছে; কিন্তু দিনে যা কামিয়েছে রাতে জুয়ার টেবিলে তা বিসর্জন দিয়ে কপর্দকশূন্য হয়ে গেছে। সকালে আবার নতুন আশা নিয়ে খনন শুরু করেছে।

এই আশার শেষ নেই।

এভাবেই চলছে বছরের পর বছর। এদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না, কিংবা হয়তো নিজেরাই পরিবর্তন করে না বা চায় না। যখনই খবর পায় কোথাও সোনা পাওয়া গেছে, ছুটে যায় দলে দলে। কয়েকদিন চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিছু সোনার গুঁড়ো জমায়, কিন্তু তা খরচ হতেও দেরি হয় না। তারপর আবার নতুন কোথাও

চলে যায়…

নিচু স্বরের আলাপ আর টেবিলে চিপ্‌স ফেলবার বিচিত্র শব্দ চলছে সারাক্ষণ, মাঝে মধ্যে উচ্চস্বরে হেসে উঠছে বা ভাগ্যদেবীর কৃপায় দান জিতলে হয়তো চেঁচিয়ে উঠছে কোন জুয়াড়ি। রাজ্যের ব্যস্ততা সুন্দরী ওয়েট্রেসদের, টেবিল-থেকে-টেবিলে ছুটছে: কারও না কারও কিছু লাগছেই।

দীর্ঘ বারের এক প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে জন, মেহগনির সঙ্গে শরীর ঠেকিয়ে ব্যস্ত চোখে পুরো ঘর নিরীখ করল। তামাম ঘরে যা দেখতে পাচ্ছে তাতে নতুনত্ব বা অভিনবত্ব নেই, কিন্তু এ ধরনের মানুষের সঙ্গে আজীবন মিশে এসেছে বলে এমন পরিবেশে অভ্যস্ত ও এবং এদের সম্পর্কেই ওর যত আগ্রহ।

বারের প্রান্তে একাকী দাঁড়ানো জনকে খেয়াল করেছে টারেট, ওর দিকে এগিয়ে গেল। আগ্রহী স্বরে জানতে চাইল: 'তুমি কি কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাকছ, মি. ক্যালকিন?'

'এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি,' স্মিত হেসে বলল জন। 'শহরটা পছন্দ হয়েছে বটে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় পরপর ঠিকই খাবার চায় আমার পেটটা, অথচ কাজ না-করলে খাবার জুটবে না। ভাবছি একটা সোনার খনি খুঁজে বের করব কি-না।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টারেট, ভাবছে জন কৌতুক করছে কি-না। 'ভালই হবে তা হলে,' শেষে জবাব দিল। 'কিন্তু আমি মনে করি সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে কোন একটা ঘোড়ায় রাইড করা। সারা মাস রাইড করবার জন্যে বেতন তো পাবেই, খানার খরচ নিয়েও চিন্তা করতে হবে না।'

র‍্যাঞ্চের কাজ বোঝাচ্ছে সেলুনকীপার। সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জন। 'মনে হয় ঠিকই বলেছ। সত্যি বলতে কী, এরই মধ্যে ঠিক করে রেখেছি সকালে মি. পার্কারের সঙ্গে দেখা করব।'

আগন্তুক মুখ ফুটে না-বললেও একটা প্রশ্ন ঝুলিয়ে রেখেছে, মনে হলো ডার্ক টারেটের। 'ভালমানুষ,' সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল সে। সেকেণ্ড কয়েক খুঁটিয়ে দেখল জনকে, তারপর উপসংহারে পৌঁছাল যে মুরোদঅলা লোক–নিজেকে রক্ষা করবার মতো যথেষ্ট তাকদ আছে তার। অবশ্য তারপরও পরোক্ষ সতর্কবার্তা পাঠিয়ে দিল। 'ছেলের মৃত্যু মোটেও সহজভাবে নেয়নি মাইক,' খেই ধরল সে। 'এর পরিণামে যদি সি-পি ও সার্কেল-বির মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়, তা হলে অবাক হবে না কেউ। ...সহজ থাকো, দুই ব্লেযার দেখছি হাজির হয়ে গেছে!'

স্যুইং-ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকল দু'জন। দীর্ঘ ও সুঠামদেহী। রোদপোড়া চামড়া। কঠিন মুখ। চাহনিতে প্রবল কর্তৃত্ব ও ঔদ্ধত্য ঠিকরে পড়ছে। একজন অন্যজনের চেয়ে কয়েক বছরের বড় বা আকারে দৈত্যাকার হলেও চেহারার সাযুজ্য লক্ষণীয়, বোঝা যায় রক্তের সম্পর্ক রয়েছে।

বারকীপের মধ্যে অস্বস্তি লক্ষ্য করল জন।

'কার্ল ও শেন ব্লেযার,' নিচু স্বরে বলল টারেট। 'মানিকজোড় বলা চলে।' ঘুরে দুই ব্লেযারকে স্বাগত জানাতে বারের অন্য দিকে সরে গেল সে, কিন্তু জন তার পরের কথাগুলো ঠিকই শুনতে পেল: 'পিস্তলে দারুণ ওদের হাত।'

তীক্ষ্ণ চোখে দুই ভাইকে দেখল জন। সরাসরি বারে চলে এল ব্লেযাররা। হামবড়া ভাব, কাউকে আমল দিতে ইচ্ছুক নয়। খোদ অ্যারিজোনার গভর্নরও বোধহয় এতটা দাপট দেখিয়ে বেড়ান না। ডার্ক টারেট ভুল বলেনি, উপসংহারে পৌঁছাল জন। ভারী পয়েন্ট ফোর-ফাইভ কোল্ট বহন করছে দুই ভাই, জাত গানফাইটারদের ধরনে উরুতে নিচু করে বাঁধা হোলস্টার। হাসছে বটে, কিন্তু হাসি চোখ স্পর্শ করছে না, বরং সেখানে সাপের মতো শীতল চাহনি। ডার্ক টারেটকে শুভেচ্ছা জানাল, এমন সুরে যেন মনে হলো ধমকে

উঠেছে। তারপর জানতে চাইল মার্শাল কোথায়।

তখনই সেলুনে ঢুকল জেরেমি সিস্টো।

‘এই, পিছলা, শুনলাম তুমি নাকি পার্কার ছোকরার খুনের দায় ব্লেযারদের ঘাড়ে চাপাতে চাইছ?’ খেঁকিয়ে উঠে জানতে চাইল দৈত্যাকার কার্ল ব্লেযার, দুই ভাইয়ের মধ্যে বড় ও; কণ্ঠে অস্পষ্ট হুমকি।

‘ডাহা মিছে কথা শুনেছ,’ জবাব দিল মার্শাল। ‘কয়েকটা সূত্র অবশ্য লুসকে নির্দেশ করে, কিন্তু সাফ অস্বীকার করেছে ও। বলেছে এ ব্যাপারে কোন হাত নেই ওর।’

‘তুমি কি মনে করেছ, কাজটা করে থাকলেও স্বীকার করবে?’ তাচ্ছিল্যের সুরে বলল অন্যজন। ‘আর যদি করেও থাকে, আমার তো মনে হয় কাজটা মন্দ করেনি। যদিও তাতে লেনদেন সম্পূর্ণ হয়নি এখনও। যাক্‌গে, এ ব্যাপারে কী করবে ভাবছ?’

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পুরো ঘরে দৃষ্টি চালাল সে, যেন আশা করছে কেউ তার কথার প্রতিবাদ করবে।

মার্শাল জানে চ্যালেঞ্জটা আসলে তার উদ্দেশে করা, কিন্তু ভান করল যেন বুঝতে পারেনি। দুই কাঁধ উঁচাল অগ্রাহ্য করবার ভঙ্গিতে। ‘আমার আসলে কিছু করবারও নেই। লুসকে যেমন বলেছি, পার্কার ঘোষণা দিয়েছে এ ব্যাপারটা সি-পি সামাল দেবে। এ জন্যে সে আর তার লোকজনই যথেষ্ট।’

‘তাই নাকি?’ গর্জে উঠল কার্ল। ‘তা হলে লড়াই চায় সে? ঠিক আছে, আমাদেরও আপত্তি নেই।’

হেসে উঠল ছোট ভাই। ‘ঠিক বলেছ।’

মার্শাল হিসাবে একটা কিছু না-করলে চলে না, তাই সিস্টো বলল: ‘দেখো, কার্ল, তোমাদের মধ্যে যদি সংঘর্ষ বেধে যায়, তাতে তোমাদের তো বটেই, এ শহরের বা পুরো এলাকার কারও লাভ হবে বলে মনে হয় না। বরং ক্ষতিই হবে। আমার মনে হয়,

মাইক শুধু ওর ছেলের খুনিকে ধরতে চায়, আর কিছু নয়।'

'তাই? কিন্তু এরইমধ্যে দোষটা ব্লেযারদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়নি সে?' তপ্ত স্বরে বলল শেন, খেপে গেছে। 'বেশ তো, দেখব সে কী করতে পারে। ব্লেযাররা বসে বসে আঙুল চুষবে না। নিজেদের রক্ষা করতে জানি আমরা।'

'একটা কথা, পিছলা, তুমি আসলে কোন্ পক্ষে?' চালিয়াতির সুরে জানতে চাইল কার্ল।

'আইনের লোক হিসাবে আমি কারও পক্ষে নই, বরং বলা চলে তোমাদের দুই স্প্রেডেরই বিপক্ষে,' কঠিন স্বরে জবাব দিল মার্শাল, কিন্তু কথাটা শুনে দুই ভাই হো হো করে হেসে উঠল। 'কিং কোথায়? রোজা মেলিনের ওখানে ওকে রেখে এসেছ নিশ্চয়ই?'

'ঠিকই তো অনুমান করেছ,' তির্যক সুরে বলল কার্ল। 'ওকে যদি এতই দরকার হয়, সেখানে চলে গেলেই পারো।'

'না, অত তাড়াহুড়ো নেই। এমনিতে জিজ্ঞেস করেছি।' এবার প্রসঙ্গ বদল করল সে। 'খেলবে নাকি কয়েক দান?'

আরও কিছুক্ষণ থাকল জন, আশায় ছিল ব্লেযারদের সবচেয়ে বড় ভাইকে দেখতে পাবে। কিন্তু হতাশ হতে হলো। কামার টবিন ওয়াকারের সঙ্গে গল্প করল ও। লোকটা বিশালদেহী, মুখে দাড়ির জঙ্গল।

ওয়াকারের কাছ থেকে বড় ব্লেযারের খবর পেল। "দ্য প্লাযা"য় আছে সে। শহরে লাকি চান্সের একমাত্র যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ওটা। মালিক এক মহিলা, রোজা মেলিন। সেই চালায়। আগের মালিকের কাছ থেকে বছর খানেক আগে সেলুনটা কিনে নেয় সে। মহিলা কমবয়সী এবং সুন্দরী, ব্যবসাও ভাল বোঝে—এ ছাড়া তার সম্পর্কে আর কিছু জানে না কেউ।

'মিসেস রোজা মেলিন নামে পরিচয় দেয় ও,' জানাল টবিন

ওয়াকার। 'কিন্তু ওর স্বামীকে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি কখনও। দেখে খুবই শান্ত মনে হয়, কিন্তু স্পেনিশ রক্ত আছে ওর শরীরে। সেজন্যেই হয়তো খুব সাহসী আর মেজাজী। ব্যবসা চালু করবার কয়েকদিনের মাথায় খাতির জমানোর চেষ্টা করেছিল এক কাউবয়। একটু তেড়িবেড়ি করে ফেলেছিল বোধহয়, ব্যাটার বুকে একটা ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছে রোজা। না, মারা যায়নি, কিন্তু প্রেমের খায়েশ ওর চিরদিনের জন্যে মিটে গেছে।

'এতে অবশ্য রোজার প্রতি আগ্রহে ভাটা পড়েনি অন্যদের, তবে সতর্ক হয়ে গেছে সবাই। আর কিং ব্লেযার যখন মেয়েটার আশপাশে ভিড়তে শুরু করল, আক্ষরিক অর্থে প্রায় সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে।'

সরাসরি প্রশ্ন করল জন, এবং বিস্ময়কর হলেও ঠিক তেমনই একটা উত্তর পেল।

'যদি সংঘর্ষ বেধে যায় দুই স্প্রেডের মধ্যে, আমার তো মনে হয় শহরের বেশিরভাগ লোক পার্কারের বিরুদ্ধে চলে যাবে?'

'স্ট্রেঞ্জার, একটা কথা শুনে রাখো। পার্কারকে এখানে সবাই পছন্দ করে, কিন্তু ব্লেযারদের সবাই যমের মতো ভয় করে।'

ঠিক এটাই জানবার ছিল জনের।

পাঁচ

ওল্ড স্টর্মির পাদদেশে, এক পাহাড়ী চাতালে বিস্তীর্ণ উপত্যকার মুখোমুখি সি-পি র‍্যাঞ্চ হাউসের অবস্থান। উইণ্ডি থেকে দশ মাইল

দূরে। অ্যাডোবি ইট আর লগের তৈরি মজবুত বাড়ি, চিমনি তৈরি হয়েছে পাথরে; একতলা হলেও চওড়া বারান্দার কারণে দালানের সৌন্দর্য অনেক বেড়ে গেছে। সামনে পাথর-সাজানো পেভমেন্ট ও ফুলের বাগান। বাম দিকে বাঙ্কহাউস, বার্ন এবং করাল। প্রকাণ্ড কয়েকটা কটনউড সারাক্ষণ ছায়া বিলিয়ে যাচ্ছে। পিছনে পাহাড়ী ঢাল উঠে গেছে ওল্ড স্টর্মির কাঁধ পর্যন্ত, পুরো ঢাল ঘন বনানীতে পরিপূর্ণ; তাই সবুজের পটভূমিতে র‍্যাঞ্চ হাউসটাকে দূর থেকে অপূর্ব লাগে দেখতে।

র‍্যাঞ্চের মালিককে বারান্দায় বসা পেল জন ক্যালকিন।

'সুপ্রভাত,' আন্তরিক সম্ভাষণ জানাল পার্কার, একটা চেয়ার টেনে এগিয়ে দিল। 'চমৎকার তোমার ঘোড়াটা।'

'হ্যাঁ।' অপেক্ষায় থাকল জন।

'মনস্থির করেছ?' প্রশ্নটা এল কফি খাওয়ার সময়, এক মেইড ট্রেতে কফিপট আর দুটো মগ দিয়ে গেছে।

'না।'

নীরবতা নেমে এল। পার্কার বোধহয় ওকে মাপছে, অনুমান করল জন, বুঝতে চাইছে ওর দৌড় বা সামর্থ্য কতটা, এবং একই সঙ্গে নিজস্ব কোন সমস্যা নিয়ে ভাবছে। মিনিট খানেক পর সিধে হয়ে বসল সে, যেন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

'জ্যাক আমার ফোরম্যান ছিল,' ধীর কণ্ঠে বলল র‍্যাঞ্চার। 'ওর কাজটা পছন্দ হবে তোমার?'

সবিস্ময়ে পার্কারের দিকে তাকিয়ে থাকল জন। র‍্যাঞ্চে রাইড করবার প্রস্তাব আশা করেছে ও, কিন্তু ভাবেনি বড় দায়িত্ব দেওয়া হবে। 'তোমার আউটফিটে নিশ্চয়ই অচেনা লোকের কাছ থেকে নির্দেশ নেবে না কেউ?'

'এ নিয়ে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না,' হেসে বলল বুড়ো র‍্যাঞ্চার। 'আমার উপর ছেলেদের আস্থা আছে এবং ওরা সবাই

খুব ভাল। এদের যে কেউ র‍্যাঞ্চ চালাতে সক্ষম কিন্তু ব্লেযারদের সঙ্গে লাগতে গেলে আগাম টেক্কা দেওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। আমি তোমার পক্ষে বাজি ধরছি...মনে করছি তুমি পারবে। অবশ্য যদি ঝুঁকি নিতে রাজি থাকো।'

শক্ত হয়ে গেল জনের চোয়াল। 'একটা ব্যাপার তোমার জানা দরকার।' গতকাল রাতে লাকি চান্সের ঘটনা খুলে বলল ও।

নীরবে শুনে গেল র‍্যাঞ্চার, শেষে মাথা ঝাঁকাল। 'তুমি যে মহা ফ্যাসাদে পড়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই,' স্বীকার করল সে। 'বুঝতে পারছি না তোমাকে প্রস্তাব দেওয়া ন্যায্য হয়েছে কি-না। কারণ ব্লেযাররা শত্রু হিসাবে খুবই কঠিন। বছর খানেক হলো চৌহদ্দিতে ব্যাঙ্ক লুট, স্টেজ ডাকাতি, গরুচুরি বা এ ধরনের অপরাধ সমানে হচ্ছে। চারদিকে একশো মাইলের মধ্যে ঘটছে এসব ঘটনা এবং ব্যাটল ক্রস্টর সেই গ্যাঙকে সন্দেহ করে সবাই। কঠিন লোক এরা–আদপে গরু সম্পর্কে তেমন জানে না, কিন্তু অস্ত্র চালাতে ওস্তাদ। গানফাইটারই বেশি। সবচেয়ে বড় কথা, র‍্যাঞ্চ চালাতে যতজন লোক থাকা উচিত, ওদের কাউহ্যাণ্ডের সংখ্যা এর দ্বিগুণ। এলাকা আর ব্লেযারদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে গর্ভনর জোন্সকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। জানি তিনি খুব ব্যস্ত মানুষ, তাই আমার চিঠির কোন উত্তর দিতে পারেননি। কী জানো, ছেলেবেলায় অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম আমরা।'

'গভর্নর আমাকে পাঠিয়েছেন,' মৃদু স্বরে বলল জন, তারপর জুনিপারে গভর্নরের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বলল।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল র‍্যাঞ্চার, শেষে দু'হাতে জনের হাত চেপে ধরল। 'গভর্নর তোমাকে পাঠিয়েছেন? ভরসা পেলাম, মি. ক্যালকিন! এখন আর মোটেই একা মনে হচ্ছে না নিজেকে। ব্লেযারদের বিরুদ্ধে লড়ে মরতেও ভয় নেই আমার।'

'ব্যাপারটা আপাতত গোপন থাকুক।'

'নিশ্চয়ই!' কফিতে চুমুক দিল পার্কার। 'কোন পরিকল্পনা করেছ?'

'সি-পির পে-রোলে নাম লিখাচ্ছি। র‍্যাঞ্চের কাজ-কর্ম করব আর চোখ-কান খোলা রাখব। আপাতত এই। বুঝেছ?' র‍্যাঞ্চার মাথা ঝাঁকাতে অপ্রাসঙ্গিকভাবে জন বলল, 'আমি মনে করি না লুস খুনটা করেছে।'

'কিন্তু ওর মায়ের পেটের ভাইরা সেটা অস্বীকার করেনি,' মনে করিয়ে দিল র‍্যাঞ্চার।

'সেটা ঠিক। ব্যাপারটা বোধগম্য হচ্ছে না এখন, তবে সময়ে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে যাবে। যাই হোক, লুসকে মিথ্যুক মনে হয়নি আমার।'

জবাবে কী যেন বলতে যাচ্ছিল মাইক পার্কার, কিন্তু মেয়েকে বারান্দা ধরে এগিয়ে আসতে দেখে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল।

বাবা অচেনা একজনের সঙ্গে কথা বলছে দেখে ফিরে যাচ্ছিল মেয়েটা, কিন্তু পার্কার ডাকতে এগিয়ে এল।

'মি. ক্যালকিনের সঙ্গে পরিচিত হও, এমি,' বলল র‍্যাঞ্চার। 'আজ থেকে আমাদের ফোরম্যান ও।'

জনের সঙ্গে হাত মেলাল এমিলি পার্কার। কোমল আভা ওর চোখে, যার কারণ বা অর্থ বুঝতে পারল না জন। তবে তখনই এমির কথায় সেটা বোঝা গেল।

'তুমি যা করেছ, মি. ক্যালকিন,' মৃদু ও আন্তরিক স্বরে বলল এমি। 'এ জন্যে ধন্যবাদ দিতেই হয়।'

উসখুস করছে জন, খানিকটা অপ্রতিভও। কৃতজ্ঞ ও নিটোল একটা মেয়ের সামনে দাঁড়ানোর চেয়ে বরং পিস্তল হাতে কোন বন্দুকবাজের মুখোমুখি হওয়া ওর জন্যে সহজ। 'ধন্যবাদ দেওয়ার মতো তেমন কিছু আমি করিনি, ম্যা'ম,' বলে বিব্রতভাব কাটানোর প্রয়াস পেল।

'খুনিটাকে খুঁজে বের করবার দায়িত্ব নিয়েছে মি. ক্যালকিন,' মেয়েকে বলল র‍্যাঞ্চার, তারপর জনের উদ্দেশে বলল: 'তো, জন, যত দ্রুত সম্ভব তোমার মালপত্র নিয়ে এসে পড়ো। কী জানো, তুমি কাজটা নিয়েছ বলে স্বস্তি পাচ্ছি।'

'সকালে চলে আসব,' প্রতিশ্রুতি দিল জন। তারপর বিদায় নিয়ে সার্কেল-আর র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বেরিয়ে এল।

বাপ-মেয়ে বারান্দায় বসে রইল। জনের কাঠামো গাছপালার আড়ালে হারিয়ে যেতে মেয়েকে সদ্য নিযুক্ত ফোরম্যান সম্পর্কে প্রশ্ন করল র‍্যাঞ্চার।

'খারাপ তো মনে হলো না,' জবাব দিল এমি। 'কিন্তু তুমি কি ঝুঁকি নিচ্ছ না, বাবা? ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না আমরা।'

'জানি না ঠিক, কিন্তু অনুমানের উপর নির্ভর করছি আমি। লোকটা মোটেই সাধারণ পাঞ্চার নয়। বয়স কম হলেও অভিজ্ঞতা আছে ওর, বিশেষ করে এ ধরনের নাজুক পরিস্থিতিতে ওর মতো ঠাণ্ডা মাথার লোকই দরকার আমাদের। পিস্তল দুটো দেখেছিস? মোটেই নতুন নয়। আর ওর হাতের আঙুলে কড়া পড়া দাগ? তার মানে পিস্তলে খুবই চালু। আমার তো মনে হয় হারামী ব্লেযাররা ওকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে যাবে।'

কিন্তু সেই মুহূর্তে উল্টোটা ঘটছে, অর্থাৎ সি-পির সদ্য নিযুক্ত ফোরম্যান নিজে চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। উইণ্ডিতে আসতে না-আসতে দায়িত্বের বিশাল বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছে। নিজের কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে পারছে: ব্লেযারদের বিরুদ্ধে লড়তে নিয়োগ করা হয়েছে ওকে; আর এ পর্যন্ত অবস্থা যা দেখেছে বা যেসব তথ্য পেয়েছে, তাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় প্রাণপণে লড়তে হবে। বুদ্ধি, কৌশল, সামর্থ্য বা শক্তি...সবই নিয়োগ করতে হবে। ষোলোআনা। ক্ষীণ হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে, জুনিপারে দেখা হওয়া ছোটখাট মানুষটি একটুও বাড়িয়ে

বলেননি।

নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিল জন, এক চিলতে বনের পাশ দিয়ে শহরের দিকে এগোচ্ছিল, হঠাৎ একটা চিৎকার শুনতে পেয়ে বাস্তবে ফিরে এল। মুখ তুলে তাকাতে দেখল ট্রেইলে একটা মেয়ে প্রাণপণে ছুটছে আর পঞ্চাশ গজ সামনে দৌড়াচ্ছে একটা স্যাডল পরানো ঘোড়া। ঘটনা খুব সাধারণ, অনুমান করল জন, সওয়ারকে ফেলে চম্পট দিয়েছে বেয়াড়া ঘোড়াটা।

স্পারের আলতো ছোঁয়ায় তুফান বেগে ছুটল নিগার, মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে গেল।

ঘোড়াটা একটা মেয়ার, ওটার নাগাল পেয়ে ল্যাসো ছুঁড়ল জন, গলায় ফাঁস আটকে মেয়ারকে থামতে বাধ্য করল। তারপর ফিরতি পথে নিয়ে এল মেয়েটির কাছে।

যুবতী তখন পড়ে থাকা এক গাছের গুঁড়িতে বসে পড়েছে। প্রায় ওরই বয়সী, বেশ সুন্দরী। গোলগাল মুখ, রোদপোড়া ত্বক, কালো চুল ও চোখ। সব মিলিয়ে নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়া। পরনের রাইডিং পোশাক দারুণ পরিপাটি ও হাল ফ্যাশনের, আঁটসাট বলে শারীরিক গড়ন স্পষ্ট বোঝা যায়। জন খেয়াল করল মেয়েটির দুই গাল সামান্য লালচে হয়ে গেছে এবং নিঃশ্বাস প্রায় স্বাভাবিক, বোধহয় দীর্ঘক্ষণ ছুটতে হয়নি কিংবা খুব বেশি পথও ছোটেনি।

'*গ্রেসিয়াস, সেনর,*' নিচু, মিষ্টি কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল মেয়েটা। 'ফুল নিতে মাটিতে নেমেছি আর তখনই বেয়াদবটা আমাকে ফেলে দৌড় দিল!'

মেয়েটির উচ্চারণ অদ্ভুত! স্মিত হেসে মেয়ারের গলা থেকে ল্যাসো খুলে লাগামটা ছুঁড়ে দিল জন। 'ওটাকে গ্রাউণ্ড হিচ করলে বা কোন গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলে তোমাকে ফেলে যেতে পারত না।'

বিস্ফারিত হলো মেয়েটির চোখ। 'সত্যি? *সেনর* নিশ্চয়ই

বুঝতে পারছ আমি এখানে আসলেই আনকোরা?'

এবার উচ্চস্বরে হেসে উঠল জন। 'শব্দটা হচ্ছে আনাড়ি। অর্থাৎ তুমি এখানে নতুন, এখনও সবকিছু রপ্ত করতে পারোনি।' মেয়েটির ঝকঝকে বুটে নজর চলে গেল ওর, হিল বেশ উঁচু। পশ্চিমে এ ধরনের উঁচু হিলের জুতো পরে হাঁটা-চলা করা কঠিন, ঘোড়া দাবড়ানো তো নয়ই। 'তোমার বুট তো দেখতে দারুণ!'

টোল পড়ল মেয়েটার গালে। বুঝে গেছে বুট তার সমস্যার বড় কারণ, কিন্তু মূল বিষয়টা ধরতে পারেনি। এক পা মাটি থেকে তুলে খুঁটিয়ে দেখল বুটটা।

'তোমার ওকে পছন্দ হয়েছে?' জানতে চাইল মেয়েটি, কণ্ঠে শিশুসুলভ সারল্য।

'হ্যাঁ, ওকে আমার পছন্দ হয়েছে,' হাসি চেপে বলল জন। 'উঁহুঁ, আসলে দু'জনকেই পছন্দ হয়েছে। যাক্‌গে, বাচ্চাদের মতো হেঁয়ালি বাদ দিয়ে এবার স্বাভাবিক কথাবার্তা বললে হতো না? তুমি তো গ্রিজার* নও।'

নেচে উঠল কালো ডাগর চোখ। 'বয়স কত কম, অথচ...' হালকা সুরে বলল মেয়েটা। 'দারুণ বুদ্ধিমান আর বিচক্ষণ তুমি!'

'আমার আরেক নাম সলোমন,' গম্ভীর স্বরে বলল জন। 'তুমি হয়তো নামটা শুনে থাকবে?'

'হ্যাঁ, সম্ভবত প্রথম মরমন ছিল সে,' হাসল মেয়েটা। 'আমার তো মনে হয় তুমি...'

মাথা নেড়ে মেয়েটিকে থামিয়ে দিল জন, জোরাল কণ্ঠে বলল: 'উঁহুঁ, আমি নই।'

'না, তা সম্ভব নয়, বিশেষ করে তোমার বয়স যেহেতু অনেক কম,' জবাবে বলল মেয়েটি, মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে ফেলেছে।

গ্রিজার (Greaser): আমেরিকায় বসবাসকারী মেক্সিকান

কালো রেশমি চুল কোমর ছাড়িয়ে গেছে, ছেড়ে দেওয়ায় ঢেউ খেলে গেল চুলে। স্যাডলে সামান্য কাত হয়ে চুলের সৌন্দর্য দেখতে গেল জন, তখনই মেয়েটির মেয়েলি সতর্কতাবোধ জাগ্রত হলো। 'কী হয়েছে?' খানিকটা তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল।

'পাক ধরেছে এমন চুল খুঁজছিলাম,' স্মিত হেসে বলল জন। 'কিন্তু মোটেই নেই দেখছি।'

'ওহ্! তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে!' স্বস্তি দেখা গেল মেয়েটির মুখে, সেটা আসল নাকি ভান বোঝা গেল না। 'তোমার দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল সত্যি পাকা চুল বা আমার ঘাড়ের উপর একটা র‍্যাটল দেখতে পেয়েছ। মি. ক্যালকিন, তুমি বোধহয় সব মানুষকে অপ্রস্তুত করে মজা পাও?'

'তুমি আমার নাম জানো?'

'নিশ্চয়ই,' চাপা হাসি দেখা গেল মেয়েটির মুখে। 'উইণ্ডিতে এসেই সাড়া ফেলে দিয়েছ তুমি। আহা রে, বেচারা বুড়ো পার্কার! আর জ্যাকও খুব ভাল ছেলে ছিল। যাক্গে, তুমি কি অনুমান করতে পারবে আমি কে?'

'অনুমান করা লাগবে না...তুমি মিসেস মেলিন। একজনের কাছে তোমার কথা শুনেছি।'

'খারাপ কিছু বলেনি নিশ্চয়ই?' শঙ্কিত স্বরে জানতে চাইল মিসেস মেলিন।

'না। এক লোক জানিয়েছিল। মেয়ে হলে হয়তো খারাপ কিছু বলত,' চাপা হাসল জন। 'বলেছে তোমাকে দেখে স্রষ্টার অনুগ্রহ অনুভব করা যায়।'

খিলখিল করে হেসে উঠল রোজা। 'অনুগ্রহ অনুভব করা শেষ হয়নি নিশ্চয়ই? আশা করি প্লাযায় আসবে? মানে যদি উইণ্ডিতে থাকো আর কী।'

'পার্কারের আউটফিটে যোগ দিচ্ছি আমি।'

কথাটা শুনে যেন চুপসে গেল রোজা মেলিন। এতক্ষণ যে আগ্রহ, খুনসুটি করবার ইচ্ছে কিংবা আমুদে ভাবটা ছিল, মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। কী যেন বলতে গিয়েও দ্বিধা করল মেয়েটি, তারপর মাথায় হ্যাট চাপাল, দক্ষ ও অভ্যস্ত হাতে হ্যাট বসিয়ে দিল জায়গামতো। উঠে দাঁড়িয়ে মেয়ারের লাগাম ধরে চট করে স্যাডলে চাপল। একজন লেডিকে স্যাডলে চড়তে সাহায্য করা যে-কোন পুরুষের কর্তব্য, কিন্তু সময় পেল না জন, তার আগেই স্যাডলে চেপে বসেছে রোজা।

'আমিও তো শহরেই যাচ্ছি,' শেষে বলল জন।

মাথা নাড়ল রোজা। 'না, না, বন্ধু...তবে পরে চাইলে প্লাযায় এসে দেখা কোরো আমার সঙ্গে।'

কথাটা বলে আর এক মুহূর্তও দেরি করল না মেয়েটি, জনকে কিছু বলবার সুযোগ দিল না, তুফান বেগে ট্রেইল ধরে মেয়ারটাকে ছুটিয়ে দিল। কয়েকশো গজ দূরে প্রথম বাঁকের কাছে পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল রোজা, জনের উদ্দেশে হাত নাড়ল, তারপর ট্রেইলের বাঁকে হারিয়ে গেল।

খানিকটা হতচকিত বোধ করছে জন। সি-পি আউটফিটে ওর যোগদানের খবর শুনে মেয়েটার মনোভাব বদলে গেল কেন? উত্তরটা অনুমান করা অবশ্য কঠিন নয়—সি-পি মানেই ব্লেযারদের প্রতিপক্ষ। শত্রুর বন্ধুকেও শত্রু বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু কিং ব্লেযারের সঙ্গে কী সম্পর্ক রোজার?

নিগারের রেশমি লোমে ভরা ঘাড়ে চাপড় দিয়ে আদর করল জন, এইমাত্র ওকে ছেড়ে যাওয়া মেয়েটির চুলও একই রঙের ও রেশমি। 'বাজি ধরে বলতে পারি, মেয়ারটাকে স্ট্যাম্পিড করেছে মেয়েটা,' নিচু স্বরে ঘোড়াকে বলল। 'বুঝলি রে, নিগ, সম্পর্কের যে ফাঁস সেটা এড়ানো ফাঁসির দড়ির চেয়েও কঠিন। কোন মেয়ের পিছনে ছুটবার সময় নেই আমাদের, পোষাবেও না। গভর্নর যা

বলেছেন, পরিস্থিতি বোধহয় তারচেয়েও কঠিন, অথচ তাই সামাল দিতে হবে...'

সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চ পুরোদস্তুর ব্যাচেলর বসতি। বহু আগেই মারা গেছে মিসেস ব্লেযার, ছোট ছেলের বয়স তিন তখন। সেই থেকে ছেলেদের বড় করে তোলা থেকে শুরু করে গৃহস্থালি সব কাজকর্ম দেখাশোনা করছে সিণ্ডি নামে এক নিগ্রো মহিলা। সিণ্ডি প্রায় সারা জীবন ধরে ব্লেযারদের সেবা করে আসছে।

র‍্যাঞ্চহাউসটা বড়সড় হলেও সুপরিকল্পিত বা আধুনিক নয়। অবস্থানও চমৎকার বলা যাবে না। ব্যাটল বাটমুখী উঁচু এক চাতালে লগ ও কাদার তৈরি দোতলা দালান, উপত্যকা থেকে যেতে হলে এবড়োখেবড়ো আঁকাবাঁকা ওয়্যাগন-রোডে যেতে হয়। বাড়ির পিছনে ঘন ঝোপঝাড় ও গাছপালায় পূর্ণ ঢালু জমি খাড়া হয়ে উঠে গেছে। র‍্যাঞ্চ হাউসের জন্যে জুতসই বলা যাবে না, বরং বুড়ো ব্লেযার শুরু থেকে আফসোস করেছে এ জায়গা নির্বাচন করবার জন্যে; জীবিত অবস্থায় সবসময়ই আক্ষেপ করত র‍্যাঞ্চ হাউস তৈরি করবার আগে উপত্যকার অন্য দিকটা ভাল করে দেখেনি বলে। মাইক পার্কার পরে এসে ওল্ড স্টর্মির কোলে র‍্যাঞ্চ তৈরি করবার পর ব্লেযারের বোধোদয় হয় যে ভুল করে ফেলেছে, সাধ্যের মধ্যে থাকলেও মোক্ষম জায়গায় র‍্যাঞ্চ হাউস নির্মাণ করেনি। এবং সেই থেকে দুই পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অপ্রকাশ্য শত্রুতার শুরু।

শহর থেকে ফিরে প্রথমেই প্রকাণ্ড লিভিংরুমে গিয়ে ঢুকল লুস ব্লেযার, আবিষ্কার করল ওর জন্যেই অপেক্ষায় ছিল বড় ভাই কিং।

'ব্যাপার কী, কিং?' জানতে চাইল লুসিফার। 'শেনের কাছে শুনলাম আমাকে জরুরি তলব করেছ?'

নড করল কিং, সামান্য নীরবতার পর হঠাৎ জানতে চাইল:

'ঘটনাটা খুলে বলো তো, কীভাবে পার্কারকে নিকেশ করলে?'

'কাজটা আমার নয়,' শান্ত স্বরে বলল লুস। 'অন্য কেউ করেছে।'

খিকখিক করে হাসল কিং। হাসিতে আমোদের চেয়ে লুসের প্রতি ব্যঙ্গই প্রকাশ পাচ্ছে বেশি। 'আসল ঘটনা পুরো এলাকায় চাউর হয়ে গেছে, লুস, তুমি অস্বীকার করলেই বা কী!' ভর্ৎসনার সুরে বলল সে। 'এটা তোমার বাড়ি। এখানে ভয়ের কী আছে? সত্য স্বীকার করতে তো অসুবিধা নেই।'

'সত্যি কথাই বলছি,' তপ্ত স্বরে বলল লুস।

'ধেত্তেরি, আমি কি তোমাকে অভিযুক্ত করছি নাকি?' শ্রাগ করল বড় ভাই। 'আমার তো মনে হয় দারুণ কাজই করেছ তুমি! অনেক বাড় বেড়ে গিয়েছিল পার্কারদের, একটা সমুচিত শিক্ষা ওদের পাওনা হয়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে বাবাকে খুন করবার পর।'

'এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যাতে বোঝা যায় খুনটা পার্কাররা করেছে,' প্রতিবাদ করল লুস। 'আর...যে-ই জ্যাক পার্কারকে ফেলে দিয়ে থাকে, কাপুরুষের কাজ করেছে, এতে বীরত্বের কিছু দেখছি না আমি। একটা কথা, কিং, যদি প্রমাণ হয় যে ব্লেযারদের কেউ কাজটা করেছে, তা হলে নিজেকে ব্লেযার বলে পরিচয় দিতে সত্যি লজ্জিত বোধ করব আমি এবং সেই দিন থেকে ব্লেযারদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না।'

প্রথমে বিহ্বল চোখে ছোট ভাইকে দেখল কিং ব্লেযার, বিশ্বাস করতে পারছে না কথাগুলো; তারপর উন্মত্ত রাগ ও ক্ষোভ অনুভব করল। 'শরীরে যে রক্ত বয়ে বেড়াচ্ছ, সেই রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করবে?'

'রক্তের কারণে অন্যায়ের বোঝাও ঘাড়ে নিতে হবে? তা হলে বিবেক জিনিসটা মানুষের থাকবে কেন? তোমার কাছে হয়তো

বেঈমানি মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে মোটেও তা নয়। একজন খুনির বংশ পরিচয় বা রক্ত নেই, তাকে ওভাবে দেখাও উচিত নয়। তার একটাই পরিচয়–সে খুনি। সে যেই হোক, যে-কোন অবস্থায়ই ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য।'

সরু চোখে ভাইকে দেখল কিং ব্লেযার। 'অনেক জ্ঞানী হয়ে গেছে দেখছি আমার ভাইটা! কোত্থেকে কী হলো, বুঝতেই পারছি না! জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বেয়াদবিও শিখে ফেলেছ?' কঠিন হয়ে গেল কিং-এর কণ্ঠ। 'আমার সঙ্গে যে সুরে কথা বলছ...'

'সত্যি বলবার মধ্যে বেয়াদবির কী আছে?' অধৈর্য কণ্ঠে কিং ব্লেযারকে থামিয়ে দিল লুস।

নির্জলা বিদ্বেষ ফুটে উঠল কিং-এর চোখে, চরম বিতৃষ্ণার সঙ্গে লুসকে দেখল সে, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে দুই কাঁধ উঁচাল। 'বেশ, আমার একটা কথা শুনে নাও...' থেমে গেল সে, নিষ্ঠুর দুই চোখে ধূর্ত ও অশুভ চাহনি ফুটল। 'মনে হচ্ছে ব্লেযারদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতে মুখিয়ে আছ?'

'বললাম তো, যদি প্রমাণ হয় জ্যাক পার্কারের মৃত্যুর পিছনে ব্লেযারদের কারও হাত আছে, নির্দ্বিধায় নিজের নাম বদলে ফেলব আমি,' অকপটে ঘোষণা করল লুস, ভিতরে ভিতরে তেতে গেছে।

'প্রমাণ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা কি ঠিক হবে? ব্লেযারদের প্রতি যখন এতই বিতৃষ্ণা তোমার, আগাম বিদায় জানিয়ে চলে গেলেই পারো? আমার তো মনে হয় তোমার সঙ্গে ব্লেযারদের সম্পর্কও চুকে গেছে, নিজের ঘরে কোন বেঈমানকে চাই না আমি।'

'তুমি ভাল করেই জানো আমি বেঈমান নই,' অসহিষ্ণু স্বরে জবাব দিল লুস। 'নিজের রক্তের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ইচ্ছে নেই আমার, কিন্তু তোমার এখনকার ক্রুদের ব্যাপারে এ কথা বলতে পারব না। বাবার মৃত্যুর পর রাজ্যের সব গুণ্ডাপাণ্ডাদের নিয়োগ

দিয়েছ তুমি, অথচ বাবা বেঁচে থাকলে কখনোই এই বাঙ্কহাউসে জায়গা পেত না এরা।'

উন্মত্ত রাগ ও আক্রোশ অনুভব করছে কিং ব্লেযার। বুড়ো মিক ব্লেযারের মৃত্যুর পর থেকে র‍্যাঞ্চে একক কর্তৃত্ব আর দাপট ফলাচ্ছে ও, কোনদিন কেউ ওর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দূরে থাক, সামান্য অভিযোগ-অনুযোগও করেনি। যার কাছ থেকে কখনও বিরোধিতা আশা করেনি, সেই আদরের ছোট ভাই ওর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে–ব্যাপারটা খেপিয়ে তুলেছে কিংকে।

'মালপত্র নিয়ে আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও,' বিষাক্ত স্বরে নির্দেশ দিল সে। 'দেরি করলে চাবুকপেটা করে এ র‍্যাঞ্চ থেকে বের করব তোমাকে! আজকের পর থেকে ব্লেযাররা তিন ভাই হয়ে গেছে, লুসিফার নামে কাউকে আমি ভাই বলে চিনি না বা স্বীকার করব না।'

'আমাকে চাবুকপেটা করবার সাহস হবে তোমার, কিং?' স্মিত হেসে জানতে চাইল লুস। 'বিশেষ করে সঙ্গে যখন পিস্তল আছে? একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সহ্য করব আমি, এমনকী সেটা তোমার বেলায় হলেও।'

তীব্র রোষ নিয়ে তাকিয়ে থাকল কিং, কিছু বলল না। রাগে গা কাঁপছে ওর, পাল্টা জবাব দেওয়ার প্রবৃত্তি হলো না।

ভাইকে নিরুত্তর দেখে বেরিয়ে গেল লুস। নিজের ঘরে ঢুকে মালপত্র গোছাতে বেশি সময় লাগল না, তারপর বেরিয়ে এসে হিচিং রেইলে বাঁধা ঘোড়ার পিঠে চড়ল। মন এত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে যে সিণ্ডির কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার কথাও মনে পড়ল না।

এত ক্ষোভ বা বিতৃষ্ণা আজকের নয়, বরং গত ছয় মাস ধরে একটু একটু করে জমা হয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর থেকে কিং-এর কর্তৃত্বের শুরু এবং সেই থেকে সার্কেল-বির অভ্যন্তরীণ আবহও

বদলে যেতে শুরু করে। কর্কশ চেহারার বেয়াড়া ও বেপরোয়া সব ক্রুকে কাজে নিয়োগ দিয়েছে কিং। এরা গরু সামলাতে যতটা অদক্ষ, ঠিক ততটাই দক্ষ মারপিট বা অস্ত্র চালাতে; অথচ অতীতে সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চে এ ধরনের মারদাঙ্গা স্বভাবের পাঞ্চারের ঠাঁই হয়নি।

যে-কোন ব্যাপারে একাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিং, মর্জি না-হলে তিন ভাইয়ের কাউকে জিজ্ঞেস করেনি। হোক সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চ বা ব্লেযারদের সামগ্রিক স্বার্থ, কিন্তু কিং-এর বহু সিদ্ধান্ত প্রতিবেশী বা অন্যদের স্বার্থও ক্ষুণ্ন করেছে। সামাজিক মানুষ হিসাবে সবারই একে অন্যের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে, বেসিনে শান্তিতে থাকতে গেলে কিছু ছাড় সবাইকে দিতে হয়। ব্লেযাররা গত ছয় মাসে সবচেয়ে অনমনীয়, কর্তৃত্বপরায়ণ ও মারকুটে হিসাবে দুর্নাম অর্জন করেছে; অবিশ্বাস্য অসহযোগিতার মনোভাব দেখিয়ে এসেছে অন্যদের প্রতি। এমন কোন পে-ডে নেই যেদিন বেয়াড়া পাঞ্চাররা উইণ্ডিতে গিয়ে ঝামেলা করেনি। সামান্য পান থেকে চুন খসা মাত্র এলাহি কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে। তাবৎ বেসিনে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছে ব্লেযাররা। তল্লাট ছেড়ে ভেগে গেছে দু'জন নেস্টর, বলা বাহুল্য এর পিছনে সার্কেল-বি রাইডারদের উৎপাত বড় ভূমিকা রেখেছিল। অবস্থা এমন হয়েছে ব্লেযারদের মুখের উপর কথা বলবার দুঃসাহস এখন আর দেখায় না কেউ। বুড়ো মিক ব্লেযার এলাকায় সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষ ছিল না সত্যি, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না কারও উপর জোর করেছে, অন্যায়ভাবে কারও একটা পেনি কেড়ে নিয়েছে বা কাউকে ভিটে ছাড়া করেছে। অকপট, কাটখোট্টা ও আবেগহীন মানুষ ছিল সে; তবে কিং-এর মতো অন্যদের উপর জবরদস্তি করবার কল্পনাও করত না। বেসিনের সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চের মালিক ছিল সে, সবার আগে এলাকায়ও এসেছে; স্বাভাবিকভাবেই আশা করত এখানে সে-ই নেতৃত্ব

দেবে।

নেতৃত্ব ছিল মিক ব্লেযারের, তবে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল না কখনও। কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে বেসিনের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও সমৃদ্ধ বাথান সি-পির মালিক মাইক পার্কারের মতামতকেও গুরুত্ব দিতে হতো। দু'জনে প্রায়ই বেধে যেত, যার মূলে ছিল ব্লেযারের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর মাইক পার্কারের বিপুল জনপ্রিয়তা। ভালমানুষ হিসাবে এক নামে তাকে জানে সবাই। ব্লেযারের বদমেজাজের বিপরীতে পার্কার ছিল একেবারে ধীর-স্থির, সুবিবেচক ও ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। হুট করে সিদ্ধান্ত নেয় না, বরং সব দিক বিবেচনা করে। নানা বিষয়ে ব্লেযারের সঙ্গে মতবিরোধ থেকে একসময় অঘোষিত শত্রুতা তৈরি হয়ে যায় দু'জনের মধ্যে। দুটো প্রতিবেশী বাথান যেখানে বন্ধু হতে পারত, সেখানে সাপে-নেউলে হয়ে যায় সম্পর্ক। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে একে অন্যের চেহারা দেখাও নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে দুই বুড়োর—সযত্নে দেখা-সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলত ওরা। তবে শত্রুতা বা বিরোধিতা কখনোই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি, যা শেষপর্যন্ত খুনোখুনিতে রূপ নেবে।

কিন্তু এখন অবস্থা পাল্টে গেছে। বেসিনে প্রায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে কিং ব্লেযার। অন্য দুই ভাই কিং-এর সঙ্গে তাল মেলালেও লুস পারেনি। দিনে দিনে অসন্তোষ আর বিতৃষ্ণা জমা হয়েছে ওর মনে, আজ তারই বিস্ফোরণ ঘটেছে।

নিজের কামরায় বসে জানালা দিয়ে লুসকে বেরিয়ে যেতে দেখল কিং ব্লেযার। স্যাডল ক্যান্টারের কাছে মাথা নুয়ে পড়া ভারী একটা দেহ—দেখে ক্রূর হাসি ফুটল কিং-এর ঠোঁটে। 'এখনই তা হলে স্কার্টের নির্দেশ তামিল করতে শুরু করেছ,' স্বগতোক্তির সুরে বলল ও। 'এখনও অনেক কিছু শিখতে বাকি আছে তোমার, বাছা, এবং সবার আগে শিখবে আমার সঙ্গে বেয়াদবি করে পার পাওয়া

যাবে না!' নতুন একটা ভাবনা মাথায় খেলে যেতে ভ্রূ কোঁচকাল কিং। 'ধ্যেৎ, আমি নিশ্চয়ই বুড়িয়ে যাচ্ছি–আরেকটু হলে ওকে ফিরে আসতে বলে ফেলেছিলাম! একেবারে লেজে-গোবরে হয়ে যেত সব তা হলে। লুসের নাম যেহেতু জড়িয়েই গেছে, ওভাবেই থেকে যাক! দেখা যাবে দোষটা ও খণ্ডাতে পারে কি-না। হাহ্, বললেই হলো জ্যাক পার্কারকে খুন করেনি? দেখা যাবে কতদূর কী করতে পারে ও, যেখানে ব্লেযাররা ব্যাপারটা অস্বীকার করছে না!'

সি-পিতে ওর যোগদানের খবর এলাকায় চাউর হয়ে যাওয়ার আগে কিছু তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশে সন্ধ্যায় ফের লাকি চান্স সেলুনে গিয়ে ঢুকল জন ক্যালকিন। ঢুকেই বারে বসে এক পেগ হুইস্কি পান করল, বারকীপের সঙ্গে খেজুরে আলাপ চালাল কিছুক্ষণ; তারপর খদ্দেরদের মাঝে সরে এল।

লুসিফার ব্লেযার যখন সেলুনে প্রবেশ করল, জন তখন বার ও দরজার মাঝামাঝি এক টেবিলে পোকার খেলা দেখছে।

সরাসরি বারে চলে গেল লুস, কারও দিকে মনোযোগ নেই, আগে বিল মিটিয়ে হুইস্কির ফরমাশ দিল। গম্ভীর ও থমথমে হয়ে আছে মুখ, পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে উদাসীন। ব্লেযারদের কেউ যেখানেই থাকুক, উইণ্ডিতে তো বটেই, অন্যের বিদ্বেষ ও ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়; লুসের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। এ সেলুনে বসা কেউ কেউ অসন্তুষ্ট চাহনিতে দেখছে লুস ব্লেযারকে, কিন্তু এ-নিয়ে সামান্য বিকারও নেই তার। আদপে কিছু দেখছেই না সে, নিজস্ব কী এক ভাবনায় ব্যস্ত।

লুসের প্রায় কনুইয়ের কাছে ভিড় করেছে দুই মেক্সিকান আর টবি টেমার নামে দোআঁশলার তিনজনের দল। কয়েক মাস আগে সি-পির পাঞ্চার ছিল টেমার, কিন্তু বেয়াড়া স্বভাবের কারণে তাকে

ছাঁটাই করে দেয় বুড়ো পার্কার। তারপর থেকে সিস্টোর হয়ে রাইড করছে। লুসের পাশে বসে হুইস্কির ফরমাশ দিয়ে নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে আলাপ শুরু করল তিনজন।

তিনজনের দলটার দিকে চলে গেছে জনের মনোযোগ, আঁচ করছে সুনির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য কাজ করছে এদের মনে, সেটা ভাল কিছু হওয়ার সম্ভাবনা কম; বিশেষ করে লুসের দিকে বক্স-এস ভ্যাকুয়েরোর উদ্দেশ্যপূর্ণ ও বিদ্বেষপূর্ণ চাহনি দেখে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে ওর। ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে টেমারের কণ্ঠ, পরিকল্পিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এক সঙ্গীর কী একটা মন্তব্যে হো হো করে হেসে উঠল সে।

'এমিলি পার্কারের কথা বলছ তো?' টেমারের কণ্ঠে বিদ্রূপ। 'আরে, আসল খবর আমার কাছ থেকে শোনো! সি-পিতে ছিলাম তো, আমি জানি আসল কেচ্ছা। মেয়েটাকে এড়াতে রাতের বেলা বাঙ্কহাউসের দরজা বন্ধ করে শুতে হয় পাঞ্চারদের।'

নোংরা মন্তব্যটায় মুহূর্তে পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এল পুরো সেলুনে। তারপর পাথরের মতো স্থির বারে বসে থাকা তরুণ নড়ে উঠল, প্রাণের সঞ্চার হলো যেন। ঝটিতি উঠে দাঁড়াল সে, দু'হাত দূরে বসা টেমারের পাশে চলে গেল। বাম হাতে দোআঁশলার কাঁধ চেপে ধরে ঝটকা টানে ঘুরিয়ে দিল তাকে, একইসঙ্গে ডান হাতের জোরাল ঘুসি বসিয়ে দিল টেমারের চিবুকে। প্রচণ্ড ঘুসির চোটে ভারসাম্য হারাল দোআঁশলা, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেয়। কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তুলে তাকাল যখন, দেখল পিস্তলে তাকে কাভার করে রেখেছে তরুণ ব্লেযার।

'জঘন্য এক মিথ্যুক তুমি!' লুসের কণ্ঠে রাজ্যের রাগ। 'মিস পার্কার সম্পর্কে হয় কথাটা ফিরিয়ে নেবে, নয়তো নরকে যাবে!'

শয়তানি ভরা কালো চোখে লুসকে দেখল টেমার, নীল চোখে নির্জলা খুনের নেশা—সাক্ষাৎ যমের সামনে উপস্থিত হয়েছে যেন!

ট্রিগারে টান টান হয়ে আছে লুসের আঙুল, সে চাইছে বিরোধিতা করুক টেমার, তা হলে ট্রিগার টিপে দেবে—এক মুহূর্ত পর বক্স-এস ভ্যাকুয়েরো বলে কেউ থাকবে না দুনিয়ায়।

কথাটা ফিরিয়ে নেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই টেমারের, তবে জীবন এরচেয়েও বেশি মিষ্টি। নিজে না-বাঁচলে এমিলি পার্কারের কুৎসা রটিয়ে কী লাভ হবে? টনটনে অহঙ্কার ওর, সঙ্গে ঔদ্ধত্য রসদ জুগিয়েছে; কিন্তু জীবনের খাতিরে মর্যাদা বিসর্জন দিতেও আপত্তি নেই। বিড়বিড় করতে শুরু করল ও।

'মিনমিন করে কী বলছ?' খেঁকিয়ে উঠল লুস। 'জোরে জোরে বলো! যেমন করে একটু আগে কথাটা বলেছ, ওভাবে শুনিয়ে দাও সবাইকে! এটাই তোমার শেষ সুযোগ, এরপর আর বলব না।'

'ঠিক আছে...বলছি। আমি যা বলেছি আসলে ওটা মিথ্যা,' দ্রুত বলল টেমার। 'মিস্ পার্কার সম্পর্কে না-জেনে কথাটা বলে ফেলেছি।'

নিদারুণ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শ্রাগ করল লুস ব্লেযার, পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বারের কাছে চলে গেল। আড়ষ্ট কাঁধ দেখে বোঝা যাচ্ছে তলে তলে এখনও উত্তেজিত সে, সুস্থির হতে পারেনি। সময় লাগবে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল টেমার। চারপাশে অনেক পরিচিত মুখ, এদের চাহনিতে তীব্র বিতৃষ্ণা আর উপহাস দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারল না সে; উন্মত্ত আক্রোশ বোধ করল। রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। ডান হাত ঝলসে উঠল তার, চকিতে একটা তীক্ষ্ণধার ছুরি বেরিয়ে এল, হাতের তালুর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।

এক পা এগিয়ে গেল টেমার। এবার ছুরি চালাবে, কিন্তু তার আগেই বজ্রমুঠিতে ওর ডান কব্জি চেপে ধরল কেউ। মোচড় দিয়ে পিঠের পিছনে নিয়ে গেল হাতটা। গায়ের জোরে নিজেকে মুক্ত করতে চাইল দোআঁশলা, কিন্তু অনুভব করল যে ওকে আটকেছে,

গায়ে জোর না-থাকলেও যথেষ্ট কৌশলী সে, এমন প্যাঁচ কষেছে যে সুবিধা করতে পারছে না। বরং টেমার চাপ বাড়াতে সেও চাপ বাড়াল, ডান কাঁধ ও মেরুদণ্ড বরাবর তীক্ষ্ণ ব্যথার স্রোত অনুভূত হতে হাল ছেড়ে দিল ও।

'ছুরিটা ফেলে দাও!' টেমারের কানের কাছে নির্দেশ দিল তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠ। 'নইলে কাঁধটা ভেঙে দেব!'

মেক্সিকান গাল বকতে বকতে হাতটা খসিয়ে নিতে চাইল টবি টেমার, বাইন মাছের মতো মোচড় তুলল শরীরে, কিন্তু টের পেল লোকটা আরও সেয়ানা–ঠিক ওর কৌশল আঁচ করেছে এবং সেটা ঠেকাতে এবার এক হাঁটু দিয়ে কোমরে চাপ দিল। কব্জি সমেত পিঠের সঙ্গে লেপ্টানো হাত আর কোমর বরাবর প্রচণ্ড চাপ অনুভব করছে টেমার, অসহ্য ব্যথা টের পেতে সব বদ ইচ্ছা হজম করে ফেলতে বাধ্য হলো। ফণা গুটিয়ে নেওয়া সাপের মতো নেতিয়ে পড়ল ও। মুঠি থেকে আলগোছে খসে পড়ল ছুরিটা, খটখট শব্দে দুই পল্টি খেয়ে কয়েক ফুট দূরে গিয়ে পড়ল।

'কেউ কি দয়া করে দরজাটা খুলবে?' অনুরোধ জানাল জন ক্যালকিন। ওর অনুরোধ একজন পালন করতে অসহায় টেমারকে ঠেলে দরজার কাছে নিয়ে গেল। দোআঁশলার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, বীরত্ব দেখানোর খায়েশ বা আক্রোশ অনেক আগেই উধাও হয়ে গেছে; এখন শঙ্কিত ও–কপালে না জানি কী খারাবি আছে! শুধু মিছে বলে ধরাই খায়নি, বরং তামাম লোকের কাছে হাসির পাত্রেও পরিণত হয়েছে; মুখ দেখানোর জায়গা রইল না। এমনকী বক্স-এসের অধীন ক্রুরাও এখন আর ওকে আমল দেবে না। শেষ হয়ে গেছে সে!

ঠেলে টেমারকে দরজার কাছে নিয়ে এল জন, দোআঁশলার কব্জিতে চাপ এতটুকু কমায়নি; এবার সবুট পাছায় রাখল ডান পা, তারপর সজোরে লাথি হাঁকাল। ছিটকে গেল টেমার, বোর্ডওঅক

পেরিয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল ধূলিময় রাস্তায়। মুখ থুবড়ে পড়ায় যন্ত্রণাকাতর গোঙানিটা চাপা পড়ে গেল।

সেলুনকীপের দিকে ফিরল জন। 'তোমার এখানে ঝামেলা করতে হলো বলে দুঃখিত,' বলল ও।

'ঠিক কাজটাই করেছ, সান,' আন্তরিক স্বরে বলল আইরিশ সেলুন-মালিক। 'ব্যাটার ঘাড়টা মটকে দিলে না কেন? এমন ধাড়ি শয়তান থাকলে পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়, সমাজে পচন ধরে। টবি টেমার মারা পড়লে বোধহয় বহু মানুষই স্বস্তি পেত।'

পড়ে থাকা ছুরিটা তুলে নিল জন। খুঁটিয়ে দেখল। ছোট বাঁট কিন্তু বেশ ভারী। থ্রোয়িং নাইফ। দক্ষ লোকের হাতে পড়লে খুব বিপজ্জনক অস্ত্র। হাতের তালুতে ফেলে ছুরিটার ভারসাম্য পরীক্ষা করল জন, দৃষ্টি লেপ্টে আছে টেমারের সঙ্গী দুই মেক্সিকানের উপর। এরা অবশ্য শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, মনে অস্বস্তি আর ভয়।

'দরজার পাশে ওটা বোধহয় বুলেটের ছিদ্র?' সেলুন মালিকের উদ্দেশে জানতে চাইল জন।

'ঠিকই ধরেছ। তবে ছিদ্র শুধু ওই একটা নয়, সারা ঘরে খুঁজলে আরও কয়েকটাই পাবে।'

বিদ্যুৎ খেলে গেল জনের হাতে। শূন্যে রূপালি ঝিলিক দেখা গেল, নিচু কিন্তু তীক্ষ্ণ একটা শব্দ হলো–বাতাস কেটে উড়ে গেল নিক্ষিপ্ত ছোরা; উড়ে গিয়ে দরজার পাশের কাঠে বিদ্ধ হলো। জন যেখানে টার্গেট করেছিল, তারচেয়ে এক ইঞ্চি পাশে বিঁধেছে। বাঁট পর্যন্ত আমূল বিঁধে গেছে ছুরিটা। হাতলটা এখনও তিরতির করে কাঁপছে।

ক্ষমাপ্রার্থনার চোখে উৎসুক দর্শকদের দেখল জন। 'অনেক দিন অনুশীলন নেই, বেশ কয়েক মাস হবে,' বলল ও। 'যাক্‌গে, ওটা যদি কোন লোকের গলা হতো...' আলাপী স্বরে বলে চলল।

'বুড়ো এক পিউতে চীফের কাছে কৌশলটা শিখেছিলাম। সে নাকি এভাবে দশজনকে খুন করেছিল। কেউ কেউ বলে বাড়িয়ে বলেছে চীফ, বেশিরভাগ ইণ্ডিয়ান তাই করে…কিন্তু ছুরির ব্যাপারে যে সে জাদু জানে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।' দুই মেক্সিকানের দিকে ফিরল ও, অর্থপূর্ণ স্বরে বলল: 'তোমাদের বন্ধু বোধহয় বাইরে অপেক্ষা করছে।'

চাবুক দেখে সিটিয়ে যাওয়া কুকুরের মতো শঙ্কিত চোখে মূল দরজার পাশে বিদ্ধ ছুরিটা দেখল দুই মেক্সিকান, বুঝতে পারছে স্রেফ বাহাদুরি দেখানোর জন্যে ওটা ছুঁড়ে মারেনি সুদর্শন যুবক, বরং লালবাতির সঙ্কেত দেখিয়েছে ওদের–সময় থাকতে সাবধান! মনে কোন বদ মতলব থাকলে ঝেড়ে ফেলতে হবে।

'আমরা চলে যাচ্ছি…*প্রন্তো!*' আমতা আমতা করে বলল এক মেক্সিকান।

বলতে দেরি কেবল, সঙ্গে সঙ্গে ছুটল দু'জন। মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

মিনিট খানেকের মধ্যে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে এল সেলুনের পরিবেশ। পোকার বা অন্যান্য খেলা শুরু হয়েছে আবার, বারে ভিড় করছে তৃষ্ণার্ত খদ্দেররা। নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে কেউ কেউ। বলা বাহুল্য, সবে ঘটে যাওয়া ঘটনাই তাদের গল্পের বিষয়বস্তু। সকালের মধ্যে যদি উইণ্ডি ও আশপাশে খবরটা চাউর হয়ে যায়, মোটেই বিস্ময়কর হবে না।

জনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে লুস ব্লেযার। 'ধন্যবাদ। আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, কিন্তু বুঝতে পারছি না কেন সাহায্য করেছ। শুনেছি পার্কারের হয়ে কাজ করবে তুমি। একটু আগের ঘটনা শুনে নিশ্চয়ই তোমাকে ধন্যবাদ দেবে না সে?'

'কাজ করব ঠিক, কিন্তু নিজের বিবেক বা সত্তা তো বিকিয়ে দেইনি। আর দিলেও নিশ্চয়ই বুঝত পার্কার, কারণ আগাগোড়া

সাচ্চা লোক ও। দিলটা পানির মতো পরিষ্কার। সারা জীবন ধরে অমন বিষাক্ত সাপ দেখে দেখে নিশ্চয়ই অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছ? নাকি বুঝতে পারোনি দোআঁশলাটা বিপজ্জনক হতে পারে? ওর মুখেই তো ছাপ্পড় মারা আছে—ফণা তুলুক বা না-তুলুক, র‍্যাটলার যে-কোন অবস্থায়ই বিপজ্জনক। ভাগ্যিস, ছুরি বের করেছিল, পিস্তল তুললে নির্ঘাত খুন হয়ে যেতে।'

'এর মাশুলও ওকে দিতে হতো, তাই না?'

'জানি না,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'তবে আমার কাছে মনে হয় এমন বিষাক্ত লোকজনের উপস্থিতিতে যত বেশি সম্ভব বন্ধু থাকা দরকার মিস্ পার্কারের।'

অন্ধকারে ছোঁড়া ঢিলটা ঠিক জায়গায় লাগল। কথাটা কানে যেতে গালে রঙ চড়ল লুসের। 'আমি ওভাবে ভেবে দেখিনি,' স্মিত হেসে, অকপটে স্বীকার করল সে, তারপর সেলুনের দূরের কোণে খালি একটা টেবিল নির্দেশ করল। 'আমার সঙ্গে খানিকটা গল্প করবার সময় কি তোমার হবে?'

টেবিলে এসে বসবার পরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল তরুণ, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুখ গম্ভীর। শেষে নিচু ও ম্লান কণ্ঠে বলল: 'মাত্রই তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ, কিন্তু আমার ভাবভঙ্গি বা আচরণে বোধহয় কৃতজ্ঞতার কোন নমুনা প্রকাশ পাচ্ছে না। সত্যি কথা হচ্ছে, আমি মোটেও কৃতজ্ঞ বোধ করছি না এবং তার কারণটাও বলছি। শহরের প্রায় সবাই ধরে নিয়েছে আমি জ্যাক পার্কারকে খুন করেছি, কেঁউ কেউ সেটা বলেও বেড়াচ্ছে; অন্যরা মুখ ফুটে বলছে না স্রেফ আমার ভাইদের ভয়ে। মাইক পার্কারের বিরুদ্ধে ড্র করিনি বলে লোকজন মনে করছে দোষী বলেই সাহস হয়নি আমার। কে জানে, হয়তো ড্র করে ডুয়েলে হেরে গেলেই ভাল হতো!'

'বাদ দাও তো! তোমার ভাইদের কী ভাবনা?'

মুহূর্তে খেপে গেল লুস ব্লেযার, রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ। 'ওরা একরকম স্বীকার করে নিয়েছে খুনটা আমিই করেছি।'

মাথা ঝাঁকাল জন, তরুণের অসন্তোষ ও ক্ষোভের কারণ আঁচ করতে পারছে। 'ওদের পক্ষে বোধহয় এটাই স্বাভাবিক। সম্ভবত বহুদিন ধরে পার্কারকে ঘায়েল করবার ইচ্ছে ছিল ওদের?'

'র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে এসেছি আমি,' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল লুস। 'সকালে কিং যখন বলল আমাকে বেরিয়ে যেতে...কথাটা ফিরিয়ে নিতে পারবে না ও। টেমার নিশ্চয়ই খবরটা পেয়ে গেছে, নইলে আমার উপর চড়াও হওয়ার সাহস ওর কখনোই হতো না। আচ্ছা, জ্যাক পার্কারকে খুন করেছে যে-লোকটা, তাকে কি পলকের জন্যেও দেখতে পাওনি?'

'দেখতে পেলে এত সহজে পার পেত না সে।'

মুখ গম্ভীর হয়ে গেল লুসের। 'তুমি বোধহয় আমাকে খুনি ভাবছ না?'

'না। পার্কারকেও তাই বলেছি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তরুণ। 'ধন্যবাদ, জন! যাক, দুর্দিনে অন্তত দু'জন বন্ধু আছে বলে সান্ত্বনা পাচ্ছি।'

দ্বিতীয় বন্ধুটি কে, মোটামুটি অনুমান করতে পারছে জন, তবে এ নিয়ে কিছু বলল না ও, বরং ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল। 'এখন কী করবে ভাবছ?'

'শহরে থাকব, আর নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার চেষ্টা চালাব। কখনও যদি প্রয়োজন হয়, হোটেলে পাবে আমাকে। আমি...তোমার সঙ্গে দেখা হলে ভালই হবে...' বাচ্চা ছেলের মতো অধীরতা প্রকাশ পেলে লুসের কণ্ঠে।

'বেশ,' প্রতিশ্রুতি দিল জন। 'একে অন্যকে বোধহয় সাহায্য করতে পারব আমরা।'

'নিশ্চয়ই! কিন্তু একটা কথা, ব্লেযাররা আমাকে একরকম ছুঁড়ে

ফেলেছে বলা চলে! তবুও যত বিপদে পড়ি না কেন, ওদের কাছে ফিরে যাচ্ছি না,' তিক্ত হাসি ফুটল লুসের মুখে। 'তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে, বন্ধু, ওরা মোটেই ভাল লোক নয়, বিশেষ করে ওই দোআঁশলাটা। সাক্ষাৎ শয়তান। খারাপই লাগছে যে আমার জন্যে উটকো ঝামেলায় পড়ে গেলে তুমি।'

'ওর মতো লোকের সঙ্গে আগেও মোলাকাত হয়েছে আমার,' মৃদু হেসে বলল জন। 'আর দেখতেই পাচ্ছ, বহাল তবিয়তে আছি এখনও।'

লুস বিদায় নিয়ে চলে যেতে বারে ঢুকল জন। হুইস্কির বোতল ও গ্লাস ওর দিকে ঠেলে দিল ডার্ক টারেট। চিন্তিত দেখাচ্ছে তার মুখ, উৎসুক দৃষ্টিতে জনকে দেখছে।

'তোমার মতি-গতি বুঝতে পারছি না, সান,' নিচু স্বরে বলল সেলুনকীপ। 'সি-পিতে যোগ দিয়েছ, অথচ একটু আগে ওদের এক জাতশত্রুর প্রাণ বাঁচালে। ঘটনা জানতে পারলে বুড়ো পার্কার নিশ্চয়ই তোমার বেতন বাড়িয়ে দেবে না?'

স্মিত হেসে টারেটকে দেখল জন, গ্লাসে সামান্য হুইস্কি ঢেলে বোতলটা ঠেলে দিল। 'কাল সকালে সি-পিতে কাজ শুরু করব,' মনে করিয়ে দিল ও। 'আর আজই সার্কেল-বি ছেড়ে এসেছে লুস ব্লেযার। ভাইরা র‍্যাঞ্চ থেকে খেদিয়ে দিয়েছে ওকে।'

বিস্ময়ে ভুরু দুটো বাঁকা হয়ে গেল সেলুনকীপের, ঠোঁট সরু করে শিস বাজাল নিচু স্বরে। 'অস্বাভাবিক ব্যাপার,' মন্তব্য করল সে। 'ধাড়ি শয়তানটা নিশ্চয়ই তা জানত, নইলে কোন ব্লেযারের উপর চড়াও হওয়ার দুঃসাহস ওর হতো না।' নিজের জন্যে একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢালল সে, চুমুক দিল। 'শেষপর্যন্ত তা হলে সার্কেল-বি ছেড়ে চলে এসেছে লুস? তবে স্বীকার করতে হবে যে ভাই বা বাবার সঙ্গে লুসকে ঠিক মেলানো যায় না, কিছুটা হলেও পার্থক্য রয়েছে। আর আমি নিজেও বুড়ো ব্লেযারকে কয়েকবার লুসের

উপর অসন্তুষ্ট বা খাপ্পা হতে দেখেছি, বুড়ো এমন ভাব করছিল যেন বুঝতে পারছিল না তার রক্তের বাহক হয়ে কীভাবে ভিন্ন ধাতে গড়া হলো লুস। যাই হোক, ছোকরার সার্কেল-বি ছেড়ে আসবার পিছনে নিশ্চয়ই উপযুক্ত কোন কারণ বা ঘটনা আছে।'

নড করল জন, তবে প্রসঙ্গটা আর বাড়তে দিল না। ডার্ক টারেটকে পছন্দ হয়েছে ওর, যেহেতু সোজা-সাপ্টা কথা বলে সে এবং মনেও কোন প্যাঁচ রাখে না। কিন্তু আপাতত বেশি মাখামাখি করে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনিচ্ছুক জন। উইণ্ডিতে যতক্ষণ আছে, একটু সাবধানে চলাফেরা করাই মঙ্গল।

ছয়

পরদিন সকালে যখন সি-পি বাথানে পৌঁছাল জন ক্যালকিন, আবিষ্কার করল লাকি চান্স সেলুনে ওর সঙ্গে দোআঁশলা টেমারের সংঘর্ষের খবর আগেই পৌঁছে গেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এদের কেউ ঘটনা স্বচক্ষে না-দেখলেও প্রায় অবিকৃত শুনেছে, এবং বলা বাহুল্য, তার প্রতিক্রিয়ায়ও অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটেনি। শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় অস্বাভাবিক গম্ভীর ও নিস্পৃহ দেখাল সি-পি মালিক মাইক পার্কারকে।

'জানতাম না ব্লেযাররা তোমার বন্ধু,' তির্যক সুরে মন্তব্য করল সে।

জনকে মোটেও বিব্রত বা অপ্রতিভ মনে হলো না, প্রাণখোলা হাসল ও। 'পুরো ঘটনা কি শুনেছ?'

'শুনেছি। লুসের জীবন বাঁচিয়েছ তুমি, তাই না? ওই একটাই তো যথেষ্ট!' সামান্য ক্ষোভ প্রকাশ পেল র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠে।

'হয়তো বাঁচিয়েছি, তবে আমার জায়গায় থাকলে তুমিও তাই করতে বোধহয়,' সহাস্যে বলল জন, তারপর বিশদ জানাল পুরো ঘটনা।

এমিলি সম্পর্কিত কথাটা শুনে মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল বুড়ো পার্কারের, চোখে স্পষ্ট রাগ ফুটে উঠেছে। 'পাজি লোক!' তপ্ত স্বরে বলল সে। 'হারামীটাকে যদি বাগে পাই...'

'পুরো ব্যাপারটাই সাজানো ছিল,' বাধা দিল জন। 'আমার মনে হয় স্রেফ নির্দেশ পালন করেছে টেমার। আর নির্দেশটা যার কাছ থেকেই এসে থাকুক, সে জানত সার্কেল-বি থেকে বিতাড়িত হয়েছে লুস ব্লেযার।'

'সার্কেল-বি থেকে বিতাড়িত হয়েছে?' বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে র‍্যাঞ্চারের। 'সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'ঘটনার পর লুসের সঙ্গে কথা হয়েছিল। ওই জানাল ভাইদের ছেড়ে এসেছে। তোমার ছেলেকে লুস খুন করেনি এ কথা বিশ্বাস করেনি কিং ব্লেযার, এ-নিয়ে দু'জনের তর্কাতর্কির পরিণতিতে সার্কেল-বি থেকে বেরিয়ে এসেছে লুস।'

'ঠিকই অনুমান করেছে ব্লেযাররা—লুস ছাড়া আর কে খুন করবে জ্যাককে?' ঘোষণা করল পার্কার। 'যদিও এই প্রথম ওদের সঙ্গে কোন বিষয়ে একমত হলাম।'

'ভুল হচ্ছে তোমার,' আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলল জন। 'আমি সবজান্তা বা অন্তর্যামী নই, কিন্তু জীবনে কম মানুষ দেখিনি। কেন তোমার মেয়ের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করবে লুস? ওর হাত যে পরিষ্কার এ নিয়ে বাজি ধরতেও রাজি আছি।'

'জানি না, হয়তো নিজের উপর থেকে সন্দেহ সরিয়ে দেওয়ার

কৌশল হতে পারে এটা।'

মাথা নাড়ল জন। 'ঘটনা যেভাবে ঘটেছে, সেকেণ্ডের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হতো ওকে। সেক্ষেত্রে অতি মানবীয় ব্যাপার হয়ে যেত সেটা। ঘাঘু অপরাধীও এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। উঁহুঁ, আমি নিশ্চিত যে লুস নির্দোষ, এতটাই যে তোমার জায়গায় থাকলে আমি ওকে সি-পির হয়ে রাইড করবার প্রস্তাব দিতাম।'

হো হো করে হেসে উঠল র‍্যাঞ্চার, দারুণ আমোদ পেয়েছে জনের কথায়। 'এখানে তুমি নতুন তো, তাই অনেক কিছুই সাদা চোখে দেখছ। অনেক ঘটনার পিছনের তাৎপর্য তোমার জানা থাকবার কথা নয়। লুসকে যদি আমার র‍্যাঞ্চে কাজ দিই, লোকে ভাববে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এবং সেটা ভুলও হবে না। পার্কারদের হয়ে কাজ করবে এক ব্লেযার? দুনিয়ায় বোধহয় এরচেয়ে বড় কৌতুক আর হতে পারে না! কথাটা কেউ বিশ্বাসই করবে না।

'আমিই বা কেন ওকে কাজে নেব? ভেবে দেখো, ও যদি আমার এখানে কাজ করে, ভাইদের পক্ষে দারুণ কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে, তাই না? ঘরে বসে সি-পির সব খবরাখবর পেয়ে যাবে! কী জানো, আমার তো মনে হচ্ছে লুসকে র‍্যাঞ্চ থেকে বিতাড়িত করবার মূলে ওদের আসল উদ্দেশ্য এটাই! কৌশলে ওকে আমার এখানে ঢুকিয়ে দেওয়া। উঁহুঁ, যাই ঘটুক, অমন চরম বেকুবি করতে রাজি নই। যাক্‌গে, চলো, সবার সঙ্গে পরিচিত হবে।'

র‍্যাঞ্চারকে অনুসরণ করে বাঙ্কহাউসে চলে এল জন। পার্কারের যুক্তি মনঃপূত হয়নি ওর, তবে প্রসঙ্গটা নিয়ে চাপাচাপি করতেও নারাজ। সময়ে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেখাই যাক, মনে মনে ভাবল ও।

নাস্তার পাট চুকে গেছে তখন। তৈরি হয়ে আঙিনায় জমায়েত

হয়েছে পাঞ্চাররা। কাজে বেরিয়ে যাওয়ার আগে নির্দেশ নিয়ে যায় ওরা, বেশিরভাগ সময় সেটা ফোরম্যান করে এবং তাদের কাজের দেখ-ভাল করে সেগুণ্ডো।

আটজন ক্রু। বয়স্ক কেউ নেই। দেখে সমর্থ ও আন্তরিক মনে হচ্ছে দলটাকে।

র‍্যাঞ্চারের ভাষণ হলো একেবারে সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট। 'ছেলেরা, এ হচ্ছে জন ক্যালকিন। আমাদের ফোরম্যান। এখন থেকে ওর কাছ থেকে কাজের নির্দেশ নেবে তোমরা।'

কেউ নীরবে মাথা ঝাঁকাল, কেউ *হাউডি* বলে শুভেচ্ছা জানাল; কিন্তু সবাই খুঁটিয়ে দেখছে নতুন ফোরম্যানকে–মেপে নিচ্ছে। একই কাজ জনও করছে, প্রত্যেকের উপর ঘুরে গেল ওর অনুসন্ধানী দৃষ্টি। কাউকেই শত্রুভাবাপন্ন মনে হলো না।

যে-কোন র‍্যাঞ্চে নতুন ফোরম্যান বা পাঞ্চার নির্লিপ্ত অভ্যর্থনা পায়, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে জনের সৌভাগ্য আগে থেকে ওর সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকায় রীতিমতো কৌতূহল ও আগ্রহ বোধ করছে বেশিরভাগ পাঞ্চার। গত সন্ধ্যায় উইণ্ডিতে ঘটে যাওয়া ঘটনা শুনেছে ওরা, মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে ওদের মধ্যে। ঠিক কীভাবে জনকে গ্রহণ করবে, সেটা ঠিক করেনি কেউ, সশরীরে দেখে বা কাজকর্ম বুঝে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

তবে সব র‍্যাঞ্চে যেমন হয়, জন আশা করছে, এখানেও ওকে বাজিয়ে দেখা হবে। পালে একটা বেয়াড়া গরু থাকতে বাধ্য, কেউ না কেউ ওকে বাজিয়ে দেখবেই; এবং সেটা ঘটতে দেরিও হবে না। এসব ক্ষেত্রে শুরুতেই ঘটনা ঘটে যায়। নতুন সেগুণ্ডো বা ফোরম্যানকে বাজিয়ে দেখে পাঞ্চাররা, মানুষটার ওজন বুঝতে চায়। আগন্তুকের চারিত্রিক দৃঢ়তা কিংবা বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সামর্থ্য নতুন বাথানে তার ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়, হয় সে পাঞ্চারদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পাবে, কর্তৃত্ব ফলাবে, কিংবা

পাঞ্চারদের প্রচ্ছন্ন অবহেলা বা তাচ্ছিল্যে অতিষ্ঠ জীবন কাটাবে। কাউবয়রা যে যেমনই হোক, বস্ হিসাবে দৃঢ়চেতা, সাহসী, র‍্যাঞ্চের প্রতি অন্তঃপ্রাণ, পরিশ্রমী এবং বিচক্ষণ লোক চায়, যার নেতৃত্বগুণ সহজাত। এসব গুণাবলী মানুষটার মধ্যে বিপুল পরিমাণে থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই, কিন্তু অল্প-বিস্তর থাকাটাই বরং অতি আবশ্যক মনে করে কাউবয়রা। এক কথায়: যার নির্দেশ মানবে ওরা, তাকে হতে হবে ওদের যে-কারও চেয়ে যোগ্য–সেটা শক্তি-সামর্থ্য বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যে বিচারেই হোক।

স্বস্তির বিষয় লক্ষ্য করেছে জন–পাঞ্চারদের কারও মধ্যে ওর প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখতে পাচ্ছে না। এতে ওর কাজ সহজ হয়ে যাবে। দু'একদিনের মধ্যে সবার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে।

'বেন কোথায়?' জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার।

'করালে গেছে,' জানাল একজন। 'এক মিনিট। আমি ওকে নিয়ে আসছি।'

'ও হচ্ছে এ আউটফিটের বাপ,' নিচু স্বরে জনকে জানাল মাইক পার্কার। 'কেউ যদি তোমার সঙ্গে ঝামেলা করে তো সে হচ্ছে বেন। জ্যাকের সঙ্গে সেগুণ্ডোর মতোই কাজ করছিল এদ্দিন, ওর মনে যদি উচ্চাশা থেকে থাকে মোটেই দোষ দেওয়া যাবে না। তুমি এসে ওর বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে ফেলেছ বোধহয়! তুমি নিজের মতো করে সামলাবে ওকে। কাউকে দায়িত্ব দিলে তার কাজে আমি নাক গলাই না।'

খানিকটা বিব্রত পাঞ্চারদের রেখে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে চলে গেল সি-পি মালিক। এদিকে *আউটফিটের বাপ*-এর জন্যে অপেক্ষা করছে জন, নিস্পৃহ মুখে একটা সিগারেট রোল করছে। ও নিশ্চিত যে সবচেয়ে বয়স্ক পাঞ্চারটি ইচ্ছে করে এ জমায়েতে

অনুপস্থিত রয়েছে, সম্ভবত সবাই মিলে এভাবেই নতুন ফোরম্যানকে বাজিয়ে দেখতে ইচ্ছুক। বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে বাইরে থেকে অচেনা একজনকে ফোরম্যান নিয়োগের প্রথম প্রতিবাদও হতে পারে এটা। পাঞ্চাররা উৎসুক হয়ে আছে, দেখতে চায় পরিকল্পিত চালের বিপক্ষে কীভাবে উতরে যায় নতুন ফোরম্যান।

কাছাকাছি একটা হাঁক শোনা গেল: 'বেন, নতুন ফোরম্যান তোমাকে দেখা করতে বলছে!'

'তাই নাকি?' নির্দোষ কিন্তু আমুদে কণ্ঠের সাড়া শুনতে পেল সবাই। 'কী অদ্ভুত কাণ্ড, আমি তো দেখছি *হিজ রয়েল হাইনেসকে* অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি! আচ্ছা, আমাদের নতুন ফোরম্যান দেখতে কেমন?'

উত্তরটা বোঝা গেল না, সম্ভবত নিচু স্বরে দেওয়া হয়েছে। একটু পর অবশ্য বেনের গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল, ভান করছে চাপা গলায় কথা বলছে, কিন্তু আদপে তা নয়; পুরোটাই ইচ্ছাকৃত: 'তা হলে বাচ্চা একটা ছেলে আমাদের উপর খবরদারি করবে?'

'জ্যাকের তো ঠিকমতো দাড়ি-গোঁফই গজায়নি,' তর্ক করল পাঞ্চার। 'ওর অধীনে পাক্কা দুই বছর কাজ করেছি সবাই।'

'সেটা ভিন্ন ব্যাপার, কারণ জ্যাক ছিল বুড়োর একমাত্র ছেলে এবং এ র‍্যাঞ্চের ভবিষ্যৎ মালিক। নতুন ফোরম্যানকে যে কৌশলে এখানে ঢুকিয়ে দেয়নি সার্কেল-বি, তা জানব কীভাবে? পার্কারের চোখে হয়তো ঠুলি পরিয়ে দিতে পেরেছে সে, কিন্তু আমাদের এত সহজে বোকা বানাতে পারবে না। আঙ্কল বেনের দিকে খেয়াল রাখো শুধু, সাফ বলে দিতে পারব ব্যাটার মনে আসলে কী আছে।'

দৃঢ় পায়ে বাঙ্কহাউসের দোরগোড়ায় উদয় হলো বেন নামের কাউবয়। হামবড়া ভাব লোকটার মধ্যে। আচরণে যতটা না, বরং

কথায় তারচেয়ে বেশি কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। সরু চোখে *আঙ্কল বেন* নামক সম্ভাব্য আপদকে দেখল জন। খাটো, গাট্টাগোট্টা দেহ তার; সবল পেশি কিলবিল করছে চওড়া কাঁধ ও বুকের ছাতিতে। হাত দুটো গড়পড়তার চেয়ে দীর্ঘ। পা দুটো সামান্য বেঁকে গেছে, জাত পাঞ্চারদের যেমন হয়–মাত্রাতিরিক্ত সময় ঘোড়ার পিঠে থাকবার অবশ্যম্ভাবী ফল।

বেনের প্রচ্ছন্ন চোটপাট একেবারে ক্ষণস্থায়ী হলো, আগন্তুকের উপর চোখ পড়তে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল সে। সহকর্মীর উপর সব পাঞ্চারের দৃষ্টি স্থির রয়েছে বলে ক্যালকিনের ইশারাটা দেখতে পেল না কেউ, জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটের ফাঁক থেকে সরানোর সময় দুই আঙুল ঠোঁটের সঙ্গে চেপে ধরে সঙ্কেতটা বেনকে জানিয়ে দিল নতুন ফোরম্যান।

কী থেকে কী হলো কেউ জানে না, কিন্তু নতুন ফোরম্যানকে দেখে বেনকে একেবারে গোবেচারা হয়ে যেতে দেখল পাঞ্চাররা। কোঁচকানো ভুরু সিধে হয়ে গেছে, নিখুত ক্ষৌরি করা মুখে নির্জলা বিস্ময় দেখা যাচ্ছে শুধু।

'আমার খোঁজ করেছ' খরখরে কণ্ঠে জানতে চাইল বেন, শুরু করেছিল কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে, কিন্তু তিন শব্দের বাক্যটা শেষ করবার আগেই মিইয়ে গেল গলা, কেঁপে গেল। এক হাতের টোকায় হ্যাট পিছনে ঠেলে দিল, ব্রিমের নীচ থেকে উঁকি দিল চওড়া কপাল আর চুল হালকা হয়ে আসা চাঁদির অংশ।

'হাউডি! পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস্টার…?' থেমে গেল ফোরম্যান।

'বেন ব্লকার,' বজ্রাহতের মতো নিস্প্রাণ কণ্ঠে পরিচয় দিল বেন।

'দারুণ,' নড করল নতুন ফোরম্যান। 'পার্কারের কাছে শুনলাম কাজে-কর্মে তুমি বেশ চালু। এবার কার কী কাজ, ছেলেদের বলে

দাও তো। তারপর দু'জনে মিলে রেঞ্জ দেখতে বেরোব আমরা।'

'আমি তোমার দিকে খেয়াল রেখেছি, আঙ্কল,' মনে করিয়ে দিল একজন।

চরকির মতো ঘুরে দাঁড়াল বেন। 'তুমি, জিম, কাঁটাতার নিয়ে সাম্প এলাকায় চলে যাও তো, বেড়াটা আজ দিনের মধ্যে শেষ করবে!' স্পষ্ট কর্তৃত্ব তার কণ্ঠে, গোবেচারা ভাব উধাও হয়ে গেছে নিমেষে। 'গতকাল দুটো গরু ওদিক দিয়ে সটকে পড়েছিল, ওদের ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট ধকল পোহাতে হয়েছে।'

একেবারে চুপসে গেল *ভাতিজার* মুখ। পায়ে হেঁটে কাঁটাতার নিয়ে যাওয়া একইসঙ্গে যন্ত্রণার ও বিরক্তকর কাজ, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে তা বয়ে নিয়ে যাওয়া আরও কঠিন। র‍্যাঞ্চের তাবৎ কাজের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া তৈরি বা মেরামতের কাজটা সবচেয়ে ঘৃণা করে কাউহ্যাণ্ডরা।

'ইয়ে...বেন...' আপত্তি জানাতে চাইল লোকটা।

'যা বলেছি করো!' ধমকের সুরে নির্দেশ দিল বেন, তারপর অন্যদের কাজ বুঝিয়ে দিতে তৎপর হলো। সেগুণ্ডোর ডাঁট দেখতে অতি আগ্রহী ভাতিজাকে এক হাত নিতে পেরে তলে তলে স্বস্তি অনুভব করছে সে।

দশ মিনিট পর নতুন ফোরম্যানকে নিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের পিছনের ঢালু জমি ধরে উঠতে শুরু করল সে। নীরবে পথ চলছে। পাইনসারির আড়ালে আসা পর্যন্ত দু'জনের কেউ মুখ খুলল না। সঙ্গীর দিকে ফিরল বেন রুকার।

'তোমাকে দেখে সত্যি খুশি হয়েছি, জন,' আন্তরিক স্বরে বলল সে। 'কিন্তু বুঝতে পারছি না এ নরকে কী কারণে এলে?'

জনের জবাবটা অসমাপ্ত। 'কতটা খুশি হয়েছ জানি না, কিন্তু দেখে তো মনে হলো যেন বাজ পড়েছে তোমার উপর,' স্মিত হেসে বলল জন। 'এসেছিলাম বড়সড় দাঁও মারবার আশায়, কিন্তু

এখন দেখছি তোমার মতো বেআক্কেল এক ত্যাঁদোড় এসে পড়েছে আমার কোলে!'

অপমানে কুঁচকে গেল বেনের মুখ, জনের কথায় মনে আঘাত পেয়েছে যেন, আসলে পুরোটাই ভান। 'যত যাই বলো, শুরুটা কিন্তু দারুণ হয়েছিল, তাই না? বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিলাম তোমাকে। জিমের কারণেই কেঁচে গেল! যাক্গে, বস্‌কে তোমার আসল পরিচয় জানালে ওর মনের অবস্থা কী হবে ভেবে পেট ফাটিয়ে হাসতে ইচ্ছে করছে।'

'একটা শব্দ মুখ থেকে বের করেছ তো তোমাকে খুন করে ষাট টুকরো করব প্রথমে,' কপট হুমকি দিল জন, স্মিত হাসি ওর মুখে, বন্ধুর বেকায়দা অবস্থা আঁচ করে হাসছে মনে মনে। 'পরে আবার জোড়া দেব। তবে সবই উল্টাপাল্টা।'

'কিন্তু না-বলেও তো উপায় নেই,' কাঁচুমাচু হয়ে গেল বেনের মুখ। 'আমার দিকটা একবারও ভাবলে না? ছেলেদের কাছে বাকি জীবনটা ছোট হয়ে থাকব আমি! আমার মুখের উপর হাসবে ওরা, কত তামাশা যে করবে!'

'বলবে আমি তোমার পুরানো বন্ধু,' বাতলে দিল জন। 'অত দুশ্চিন্তা করছ কেন? তুমি তো আমার সেগুণ্ডো, ছোট হলেও ওদের বস্। আমার তো মনে হয় কয়েকটা দিন গেলে সব ভুলে যাবে পাঞ্চাররা।'

'কিন্তু মাত্র একটা ঘটনার কথাও কি বলা যাবে না ওদের?' প্রায় মিনতির সুর বেনের কণ্ঠে। 'ওই যে, যেবার পাসির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নেকটাই পার্টির হাত থেকে ছিনিয়ে আনলে আমাকে?'

'না–তাও–বলবে–না,' গম্ভীর সুরে বলল জন, বোঝা গেল এটাই ওর শেষ কথা। 'তবে বলতে পারো টেক্সাসে একই স্প্রেডে কাজ করেছি। একে অন্যের ছোটখাট দু'একটা উপকার করেছি আমরা, আর সেজন্যেই আমাকে দেখে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেছ

তুমি। চলবে?'

মাথা ঝাঁকাল বয়স্ক সেগুণ্ডো। 'আচ্ছা, তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ না তো, জন? উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল সে। 'দূর থেকে তোমার সম্পর্কে কিছু কথা কানে এসেছে, এর কোনটাই খুশি হওয়ার মতো ছিল না।'

শক্ত হয়ে গেল জনের চোয়াল। '*সুনাম* যেভাবে ছড়িয়েছিল, না-শুনবার কথা নয়,' তিক্ত স্বরে বলল ও। 'বেন, দক্ষিণ-পশ্চিমে আমি সবচেয়ে ধুরন্ধর ও দুর্ধর্ষ লোক। চাইলে যে-কোন ব্যাঙ্ক লুট করতে পারি এবং একই মুহূর্তে দু'শো মাইল দূরের একটা ট্রেনেও ডাকাতি করতে পারি। এবার বুঝতে পারছ আমার কেমন ক্ষমতা? দু'চার কাউণ্টির ল-ম্যানরা ক্রমাগত আবিষ্কার করে যাচ্ছে কোথায় আরও কী কী অপরাধ ঘটাচ্ছি আমি, এমনকী এ মুহূর্তেও।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে নড করল বেন ব্লকার, জনের মনের অবস্থা বুঝতে পারছে। একই তিক্ত অভিজ্ঞতা তারও রয়েছে। কম বয়সের কারণে ফুর্তিবাজ ছিল, আগপাছ না-ভেবে কখনও কখনও দু'একটা অপকর্ম ঘটিয়ে বদনাম কামিয়েছিল। শোধরাবার সুযোগ পাওয়া দূরে থাক, তারপর এমন সব অপরাধের কৃতিত্ব জুটেছে যা আদৌ সে ঘটায়নি কখনও। এটাই বাস্তবতা–একবার বদনাম হয়ে গেলে ফিরে আসবার উপায় থাকে না; বরং ফাঁসিতে ঝুলে অন্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়–যদি ধরা পড়ে।

'তোমার কী মনে হয়, লুস ব্লেযার জ্যাককে গুলি করেছে?' কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল জন।

'না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল। 'ব্লেযারদের মধ্যে লুসের চরিত্র বা স্বভাব বেশ ব্যতিক্রম, এত পার্থক্য যে ওকে বুড়ো ব্লেযারের রক্তের বলে সন্দেহ হয়। সম্ভবত ওর ভাইদের কারও বা ওদের যে গলাকাটা বাহিনী আছে, তাদের কারও কাজ ওটা।'

পাহাড়ী ঢালে উঠে এসেছে ওরা। উচ্চতার কারণে গাছের

দৈর্ঘ্য এবং ঘনত্ব দুটোই কমে এসেছে। দূরে, প্রেয়ারির একেবারে কিনারায় শহরটা চোখে পড়ছে–অসংগঠিত ও অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা কাঠামোগুলোকে দূরত্বের কারণে একেবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে–বৈচিত্র্যময় এবং অপূর্ব উপত্যকার সবুজ পটভূমিতে ছলকে পড়া কালির পোঁচ যেন, বিসদৃশ ও কিম্ভুত আকৃতির দেখায়। সেয ঝোপের দীর্ঘ সারি শহরের পিছনে প্রেয়ারির বুকে আল্পনা এঁকেছে যেন। ওদের পিছনে সুউচ্চ ওল্ড স্টর্মির নগ্ন, নিরেট এবং জমকাল কাঠামো।

'শহর থেকে এদিকে, চার-পাঁচ মাইল দূর থেকে আমাদের সীমানা শুরু,' জানাল বেন ব্লকার। 'দক্ষিণে থাণ্ডার নদী পর্যন্ত; পুবে সীমানা নির্ধারণ করেছে ডার্ক ক্যানিয়ন। পশ্চিমে আছে বক্স-এস, অর্থাৎ মার্শাল সিস্টোর বাথান।'

নড করল জন, নিবিষ্ট মনে সামনের বৈচিত্র্যময় লে-আউট নিরীখ করছে: ঘন গাছপালায় ভরা ব্যাটল বাট–নিষিদ্ধ অঞ্চল বলা চলে; উপত্যকার একেবারে শেষ প্রান্তে ব্লেযারদের বাথান, ওদের বদনামের সঙ্গে মানানসই বাড়ি–বিচ্ছিন্ন, শ্রীহীন ও যত্নবর্জিত; উত্তর-দক্ষিণে বিস্তীর্ণ রুক্ষ ও এবড়োখেবড়ো এলাকা, ঘাড় রঙের ঘন বনভূমি, পাথুরে রীজ আর গভীর গিরিসঙ্কটের সমন্বয়। প্রথম দেখায় যা মনে হয়েছিল জনের, আদপে ভুল করেনি–বিস্তীর্ণ কিন্তু বন্ধুর ও বৈচিত্র্যময় এলাকা।

'গরুচুরি করছে কারা?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ও।

'তুমি কীভাবে জানলে?' বিস্মিত দেখাল বেনকে। 'পার্কার বলেছে?'

'অনুমান করেছি,' হাত তুলে চারপাশ দেখাল জন। 'যা ছিরি দেখলাম এখানকার, গরুচুরির জন্যে আদর্শ জায়গা।'

'ঠিকই ধরেছ। কিছু গরু খোয়া যাচ্ছে আমাদের, তবে অল্প অল্প করে, একবারে কখনোই বেশি নয়।'

'ব্র্যাণ্ডিং আয়রন হাতে একটা সি-পি(CP)-কে সার্কেল-বি (OB) বানাতে শিল্পী হওয়া লাগে না,' অর্থপূর্ণ স্বরে বলল জন। 'এভাবে একটু একটু করে পার্কারের বারোটাও বাজানো সম্ভব।'

'তাতে লাভ হয়নি বা হবেও না, কারণ সেটা অনেক আগেই খেয়াল করেছে পার্কার এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক ও। তা ছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা, পার্কারের আগেই এলাকায় এসেছিল ব্লেযাররা এবং এ পর্যন্ত কখনও মার্কা বদলায়নি। শুরুতে যা ছিল তাই রয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে, পার্কার মার্কা হিসাবে সি-পি পছন্দ করায় সেটা হয়তো ওদের জন্যে শাপেবর হিসাবে দেখা গেছে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায় এটা কাকতালীয়।'

'এবং এখন পর্যন্ত প্রমাণও হয়নি আদপে রাসলিঙের হোতা কারা, নাকি? আমি কাউকে অভিযুক্ত করছি না, কিন্তু সার্কেল-বি সন্দেহের তালিকায় সবার উপরে থাকবে, কারণ দুই আউটফিটের মার্কার মিল মোটেই অস্বীকার করা যাবে না।'

'আমার মনে হয় না মাসে দু'চারটা গরু চুরি করে বস্‌কে পথের ফকির বানাতে চায় ব্লেযাররা।'

'সেজন্যে আরও কড়া দাওয়াই দিয়েছে! ছেলেকে খুন করে মাইক পার্কারকে তাড়াতে চাইলে বলব একটু বেশি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে ফেলেছে ওরা।'

কী যেন ভাবল বেন, তারপর উজ্জ্বল হলো ওর মুখ। 'মনে হয় না শুধু প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছুক ওরা। সি-পির রেঞ্জ সার্কেল-বি থেকে অনেক ভাল, দশ গুণ ভাল বলা চলে–রেঞ্জের পানি, ঘাস বা অবস্থান...যেদিক দিয়ে বিচার করো। আরও একটা ব্যাপার আছে অবশ্য,' খানিক দ্বিধার পর খেই ধরল সেগুণ্ডো। 'অনেকেই মনে করে সোনার আসল উৎসটা রয়েছে এ পাহাড়ে কোথাও। থাণ্ডার নদীর উৎপত্তি এখান থেকে এবং নদীর পানি ছেঁকে হামেশাই সোনার গুঁড়ো তুলছে মাইনাররা। সঙ্গত কারণে সবার দৃষ্টি পড়েছে

ওল্ড স্টর্মির দিকে।

'মুখে প্রকাশ না-করলেও ব্লেযারদের আসল উদ্দেশ্য পানির মতো পরিষ্কার–পার্কারদের তল্লাট ছাড়া করে রেঞ্জ দখল করতে চায়। প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারটা স্রেফ একটা পদক্ষেপ, উদ্দেশ্য পূরণের উসিলা।'

একদৃষ্টিতে ব্যাটল বাটের দিকে তাকিয়ে আছে জন। মনে পড়ছে দু'দিন আগের দুঃখজনক ঘটনাটা–নৃশংসভাবে খুন হয়েছে জ্যাক পার্কার; ময়দার বস্তার মতো স্যাডলে ফেলে নিষ্প্রাণ দেহটা শহরে নিয়ে গিয়েছিল ও–অজান্তে শক্ত হয়ে গেল জনের মুখ, সেখানে সামান্য দয়া বা কোমলতা নেই।

এমন জঘন্য ও নিষ্ঠুর খুন মেনে নেওয়া যায় না। হোক না অচেনা, আদপে কখনও জ্যাককে দেখেওনি, কিন্তু তবুও নিজেকে বঞ্চিত মনে হচ্ছে ওর–হীন স্বার্থে সদ্য তারুণ্য পেরোনো কোন যুবককে পিছন থেকে অ্যাম্বুশ করা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে নিকৃষ্ট উদাহরণ। শুধু এক তরুণকেই খুন করেনি, একটা পরিবারকে অসহায় করে দিয়েছে, এক বাবাকে জীবনের প্রতি আগ্রহহীন করে তুলেছে, অথর্ব ও লক্ষ্যহীন করে দিয়েছে একটা আউটফিটকে।

সঙ্গীকে দেখছে বেন ব্লকার। জনের এ প্রতিক্রিয়া ওর কাছে নতুন নয়–টেক্সাসে একই স্প্রেডে কাজ করবার সময় দেখেছে–এ ধরনের পরিস্থিতিতে চরম কঠোর ও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে জন, নিজের লক্ষ্যে থাকে অবিচল; দুর্দমনীয়, দুর্ধর্ষ ও দুর্বিনীত এক তরুণে বদলে যায়–যা অবশ্য নেই এখন–তারুণ্য পিছনে ফেলে এসেছে। পরিণত যুবকে পরিণত হয়েছে।

'এ ব্যাপারে একটা কিছু করতে হবে, বেন, তুমি আর আমি,' প্রায় কর্কশ স্বরে বলল জন। 'অন্যদের উপর নির্ভর করা যায়?'

'নিশ্চিন্তে।'

'কিন্তু পার্কার যে বলল পালে বেয়াড়া একটা গরু আছে,' হঠাৎ আমুদে স্বরে বলল জন, কৌতুকের কারণে মুখে কোমলতা ফিরে এসেছে খানিকটা।

বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াল বেন। 'বেশি বাড়াবাড়ি করতে গেলে দেখবে আসলেই বিপদে পড়ে গেছ, খেসারত দিয়ে তখন কূল পাবে না,' হুমকি দিল সেগুণ্ডো, ক্ষুব্ধ হয়েছে। 'আরে, ওখানে ধোঁয়া কীসের?'

উত্তর দিকে সরে এসেছে ওরা, পাহাড়শ্রেণীর নিচু ঢাল বরাবর এগোচ্ছে। একটু নীচে ঢেউ খেলানো জমিতে ঝোপঝাড় আর ঘন সন্নিবেশিত বন। কোথাও কোথাও নিচু জমিতে দীর্ঘ ঘাসের বুকে মেস্কিট ও উইলো জন্মেছে। একটু ডান দিকে, তেমনই নিচু একটা জায়গা থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া উঠে আসছে, নিস্তরঙ্গ বাতাস বলে পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে ধোঁয়া—যেন স্ক্রুর প্যাঁচ কষছে! একটা বাছুরের অস্পষ্ট চিৎকার কানে এল এবার। চট করে সঙ্গীর দিকে তাকাল সদ্য নিযুক্ত ফোরম্যান।

'ছেলেদের কারও সঙ্গে ব্র্যাণ্ডিং আয়রন আছে নাকি?' জানতে চাইল জন।

'না তো,' গম্ভীর স্বরে বলল বেন, দুশ্চিন্তায় ভাঁজ পড়েছে ওর কপালে; জনের মতো একই সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে মনে। 'রাউণ্ড-আপের সময় ছাড়া আয়রন নিয়ে কেউ রেঞ্জে চলাফেরা করি না আমরা।' নির্দিষ্ট জায়গাটার দিকে তাকাতে দেখল ধোঁয়া মিলিয়ে গেছে, আর উঠছে না। 'চলো, গিয়ে দেখি ঘটনা কী।'

পাশাপাশি ঘোড়া ছোটাল দু'জন। ঢাল ধরে নেমে এল প্রথমে, তারপর উদ্দিষ্ট জায়গার কাছাকাছি পৌঁছে গতি কমিয়ে আনল। ঘন মেস্কিট ঝোপ জন্মেছে সামনে, এতটা ঘন যে পার হওয়া সম্ভব নয়। অগত্যা বেশ খানিকটা—অন্তত ছয়শো গজ—বামে সরে যেতে হলো। মেস্কিটের বুকে এক চিলতে ফোকর পেয়ে চলে

এল এপাশে, তারপর গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে আবার ঘোড়া ছোটাল।

জায়গাটা খুঁজে পেল মিনিট খানেক পর। গরুর খুরের ঘায়ে দুমড়ানো ঘাসের বুকে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া সরু পথটা এক চিলতে খোলা জায়গায় নিয়ে এল ওদের। তাড়াহুড়োয় মাটিতে গাড়া খুঁটি পথ আটকে রেখেছে। ওটা সরাতে ঝোপের কিনারে পৌঁছাল, দেখল সামনে নিচু জমিনের বুকে লম্বা লম্বা ঘাস জন্মেছে এবং বড়সড় কোন গাছ নেই। দশ-বারোটা গরু ও গাভী চরছে ঘাসে। মানুষ নেই। কারও উপস্থিতির প্রমাণও নেই।

কিছুক্ষণ ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে নজর রাখল ওরা।

'মাত্রই একটা গরুর গায়ে ছাপ্পড় মেরেছে,' ঘৃণার সঙ্গে বলল বেন। 'ইশ্‌শ্‌, অল্পের জন্যে পার পেয়ে গেছে হারামজাদারা! আর কয়েকটা মিনিট আগে যদি আসতে পারতাম! শালার ভাগ্যটাই খারাপ!'

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিচু জমিতে নেমে এল দু'জন, ঘাসে চরতে থাকা গরুগুলোর কাছে চলে গেল। এক পলকের দৃষ্টিতে ঘটনা জেনে গেল: সি-পি মার্কার উপর তাড়াহুড়োয় সার্কেল-বি বসানো হয়েছে। সদ্য পোড়া চামড়ার কটু গন্ধ এখনও রয়েছে বাতাসে, আর গরুর চামড়ায় তাজা দাগ তো আছেই।

'কাঁচা হাতের কাজ,' মন্তব্য করল বেন ব্লকার, মনোযোগের সঙ্গে অদক্ষ হাতে বসানো অস্পষ্ট বৃত্ত এবং তার সঙ্গে P অক্ষরের নীচে বাঁকানো দাগ দেখছে—P অক্ষরকে B বানানো হয়েছে। 'চামড়ার ক্ষত শুকানো পর্যন্ত যদি এখানেই থেকে যায় ওরা, কে বলবে অপরিকল্পিতভাবে ব্র্যাণ্ডিং করা হয়েছে?'

'হয়তো,' চিন্তিত স্বরে বলল জন, ভাবছে। 'তবে আমার মন বলছে এটা ইচ্ছাকৃত। ওরা চেয়েছে আমরা যেন ঘটনাটা জানতে পারি। স্রেফ জানিয়ে দিয়েছে। ভাবছি গরুগুলোকে এখানেই রেখে

দেব। ঘাসের অভাব নেই, একটা ঝর্নাও আছে। কাউকে বোলো না, আপাতত জানাজানি না-করাই ভাল। পার্কারকেও কিছু বলব না। শুনলেই খেপে যাবে, যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়ে যাবে। আর…আমার অনুমানে ভুল না হলে—রাসলাররাও বোধহয় এটাই চাইছে।'

নিচু জায়গার অন্য পাশে একইরকম সরু আরেকটা পথ খুঁজে পেল ওরা। বোঝা গেল এদিক দিয়ে পালিয়ে গেছে রাসলাররা। ঘন ঝোপঝাড়ের ফাঁকফোকর দিয়ে এগিয়ে চলল দু'জন, প্রায় ষাট গজ পেরোনোর পর খোলা জায়গায় পৌঁছাল।

স্মিত হাসল জন। 'নিখুঁত ছোট্ট একটা ফাঁদ, সবকিছু সুচারু ভাবে করা হয়েছে,' বলল ও। 'কিন্তু সি-পি তাতে পা দেবে না। ওই খুঁটিগুলো একেবারে নতুন, সদ্য গাড়া হয়েছে।'

আরও উত্তরে এগিয়ে চলল ওরা। ঘাস কমতে শুরু করেছে, তার জায়গা নিয়েছে বালি, ক্যাকটাস ও মেস্কিট। প্রায় আধ-ঘণ্টা পর মরুভূমির মতো ঊষর এক প্রান্তরে পৌঁছে গেল। ধূসর-সাদা জমির বুকে বালিয়াড়ির উত্থান-পতন, প্রখর রোদ, তপ্ত বাতাস আর তাপতরঙ্গের কারণে মনে হচ্ছে বিক্ষুব্ধ সাগরের মতো বইছে। বিস্তীর্ণ রুক্ষ মরুর ওপাশে, দিগন্ত যেখানে আকাশ ছুঁয়েছে, প্রাণের কোন চিহ্ন নেই—রুক্ষ, নির্জীব ও প্রতিশ্রুতিহীন।

'সবাই বলে মরুভূমির দৈর্ঘ্য প্রায় ত্রিশ মাইল,' জনের প্রশ্নের জবাবে জানাল বেন ব্লকার। 'বিশ্বাস না-করে উপায় আছে? যাচাই করতে কে যাবে ওই মৃত্যুপুরীতে? ওপাশে স্যাণ্ডোভার শহর, তবে যাইনি কখনও। যাওয়ার ইচ্ছেও নেই। দেখলেই তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসে!' ফোরম্যানের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল সে, প্রায় কয়েকশো গজ দূরে সূর্যালোকে জ্বলজ্বল করছে লম্বা একটা হাড়, সম্ভবত কোন গরুর। 'উঁহুঁ, ওভাবে গরু খোয়া যায় খুব কম। কালে-ভদ্রে দু'একটার মাথা আউলা হয়ে গেলে মরুভূমিতে চলে

যায়, নইলে সাধারণত ঘাস-পানির কাছাকাছি থাকে ওরা।'

রুক্ষ প্রান্তরের কিনারা ধরে এগিয়ে চলল ওরা। পুবে যাচ্ছে। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা শ্যাক দেখতে পেল। মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে ওটার ছাদ।

'আমাদের লাইন-হাউস,' জানাল বেন। 'জর্জ ডিঙ্গলার আছে ওখানে। তুমি ওকে এখনও দেখোনি।'

দূর থেকে হাঁক ছাড়ল বেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শ্যাকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘদেহী এক কাউবয়। পিস্তলের বাঁটে চলে গেছে একটা হাত, সরু ও আগ্রহী চোখে তাকাল ওদের দিকে। চওড়া হ্যাট তার মাথায়।

'আরে, বেন দেখছি!' উৎফুল্ল স্বরে শুভেচ্ছা জানাল সে। 'আমার জায়গা নিতে এসেছ নাকি? আহ্, এরচেয়ে সুখের খবর আর হতে পারে না!'

'না হে, তোমার সঙ্গে দুপুরের খানা খেতে এসেছি,' আমুদে স্বরে বলল বেন, সঙ্গীর দিকে ইশারা করল। 'এ জন ক্যালকিন, আমাদের নতুন ফোরম্যান।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' আন্তরিক হাসল ডিঙ্গলার, এরপর রান্না করতে চলে গেল সে, লোক বেড়ে যাওয়ায় বাড়তি খাবার লাগবে।

'লোক ভাল ও, কিন্তু এ কাজটা মোটেই পছন্দ করে না,' জানাল বেন। 'অবশ্য লাইন-কেবিনের কাজ কারোই পছন্দ নয়। হবে কী করে? সারাক্ষণই একা থাকতে হয় তাই ভাগাভাগি করে দায়িত্বটা পালন করি আমরা। তিনদিন পর পর লোক বদল হয়।'

'এখানে লাইন-কেবিনের আবশ্যকতা কী?'

'নিয়মিত হারে গরু খোয়া যাচ্ছে বলে পার্কার অনুমান করল হয়তো স্যাণ্ডোভার থেকে এখানে আসে গ্রিজাররা, গরু নিয়ে মরুর দিকে সটকে পড়ে।'

হতশ্রী চেহারার শ্যাকের ভিতরে ঢুকল ওরা। প্যাকিং কেসকে টেবিল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, উল্টে রাখা বাক্সকে বানানো হয়েছে বসবার আসন। বাকি আসবাবপত্রের মধ্যে রয়েছে দুটো বাঙ্ক, স্টোভ এবং খাবার রাখবার জন্যে শেল্ফ।

শ্যাকের পিছনে ছোট্ট ঝর্না আছে একটা। স্বচ্ছ ও নির্মল পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে এসে খেতে বসল ওরা। বেকন, বিস্কুট আর রুটির আয়োজন করেছে ডিঙ্গলার। কফি তো আছেই।

'নতুন কিছু ঘটেছে, জর্জ?' অনেকক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল বেন।

'আমার হ্যাটটা বদ্ধ ছিল কি-না, বাতাস চলাচল করত না,' হেঁয়ালির সুরে বলল ডিঙ্গলার, ইশারায় বাঙ্কে পড়ে থাকা স্টেটসন হ্যাটটা দেখাল। 'গতকাল পর্যন্ত তাই ছিল, তবে এরপর দুটো ফুটো গজিয়ে গেছে। বাতাস চলাচল নিয়ে ভাবতে হবে না আর।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জন। স্টেটসনের ক্রাউনের সামান্য নীচে দুটো ফুটো। এক নজরে বলে দেওয়া যায় বুলেটের গর্ত। স্পষ্টত, হ্যাটের মালিক ইঞ্চি পরিমাণ দূরত্বের জন্যে বেঁচে গেছে।

'কীভাবে ঘটল?' বেনের প্রশ্ন।

'গতকাল বিকালে স্প্লিট-ইয়ার গাল্‌শের ওদিকে রেকি করতে গিয়েছিলাম। পাহাড়ের উপর থেকে হঠাৎ গুলি শুরু হলো। জানোই তো ওখানে ঝোপঝাড় বা গাছপালা কেমন ঘন, দূর থেকে স্রেফ ধোঁয়া দেখতে পেয়েছি।'

'এ কেমন তামাশা, জিজ্ঞেস করবার জন্যে নিশ্চয়ই বসে থাকোনি?'

'বসে থাকলে এখানে আমাকে দেখতে পেতে?' পাল্টা তামাশা করল জর্জ ডিঙ্গলার, হাসছে। 'না, জনাব অ্যাম্বুশার যখন আড়ালে থাকবে আর তুমি থাকবে খোলা জায়গায়, তখন ঘোড়াটা কেমন ছুটতে পারে এ কৌতূহলই মনে জাগবে! বুঝতেই পারছ, আমার

ঘোড়াটা ছুটতে পারে বেশ, নইলে এখানে রান্না করে খেতে হতো তোমার।'

'লাইন-কেবিনে আসলে দু'জন থাকা উচিত,' মন্তব্য করল ফোরম্যান। 'যদি ডিঙ্গলার আহত হতো, অন্য কেউ না-আসা পর্যন্ত ঘটনা জানাই যেত না। আমার মনে হয় এখন থেকে এখানে একসঙ্গে দু'জনকে দায়িত্ব দিতে হবে। কেউ বিপদে পড়লে তখন অন্যজন সাহায্য করতে পারবে। সময় কাটানোও কঠিন হবে না।'

'ধন্যবাদ, জন,' স্বস্তির সুরে বলল ডিঙ্গলার, ফোরম্যান ওদের সমস্যা বুঝতে পেরেছে বলে কৃতজ্ঞ বোধ করছে।

কিছুক্ষণ পর বিদায় নিয়ে আবার যাত্রা করল ওরা, একইভাবে র‍্যাঞ্চের সীমানা বরাবর এগোচ্ছে। মাইল কয়েক যাওয়ার পর ডার্ক ক্যানিয়নের সামনে উপস্থিত হলো। ডানে ও বামে কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে গিরিখাত। অন্তত আধ-মাইল প্রশস্ত। ইটরঙা খাড়া কিছু দেয়াল আছে, এ ছাড়া মাটির বুকে অসংখ্য খাদ আর গর্তের সমষ্টি। বহু নীচে পাথুরে মেঝে চোখে পড়ে না।

'অনুমান করেছ বোধহয়, ডার্ক ক্যানিয়ন এটা,' জানাল বেন। 'তলায় এমনও জায়গা আছে যেখানে ভর দুপুরেও সূর্যের আলো পৌঁছায় না। র‍্যাঞ্চের পুবের সীমানা নির্ধারণ করেছে ক্যানিয়নটা, একেবারে উপত্যকা পর্যন্ত। আর পশ্চিম দিকে সিস্টোর র‍্যাঞ্চ।'

'র‍্যাঞ্চটা কেমন?' জনের জিজ্ঞাসা।

'একেবারে ছোট স্প্রেড। সব মিলিয়ে হয়তো কয়েকশো গরু পালছে মার্শাল। টেমার আর দুই গ্রিজারের নিশ্চয়ই শুয়ে-বসে সময় কেটে যায়।'

'চলো, স্প্লিট-ইয়ার গাল্‌শে যাই,' প্রস্তাব করল জন।

জায়গাটা নামের সঙ্গে মানানসই। বিস্তীর্ণ রুক্ষ প্রান্তরের বুক চিরে চলে গেছে সরু নদী—থাণ্ডারের শাখা—দু'ধারে ঘন কটনউডের সারি, তারও পিছনে নিচু টিলার বহর। ফাঁকে ফাঁকে কটনউড,

স্প্রুস এবং এল্ডার রয়েছে বটে, তবে বোল্ডার আর কাঁটাজাতীয় গাছই বেশি। পাহাড়ের লম্বালম্বি চলে যাওয়া নদী ও তার দু'পাশে ডিম্বাকৃতির প্রান্তর মিলে দূর থেকে দেখতে অনেকটা দু'ভাগ হয়ে যাওয়া কানের মতো দেখায়, তাই নাম স্প্লিট-ইয়ার গাল্শ।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর নির্দিষ্ট জায়গাটা খুঁজে পেল, যেখানে জর্জ ডিঙ্গলারের জন্যে অপেক্ষায় ছিল অচেনা ঘাতক। বুটের চাপে দেবে যাওয়া ঘাসের উপর বুলেটের একটা খোল পাওয়া গেল। পয়েন্ট থ্রি-এইট ক্যালিবার। অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল তার ঘোড়া। আশপাশের ঝোপঝাড় থেকে পাতা খেয়েছে প্রাণীটা, স্পষ্ট চিহ্ন রয়ে গেছে। এক ডালের সঙ্গে কয়েকটা লোমও লেগে আছে।

'ধূসর রঙের ঘোড়া, যার সামনের পায়ের একটা নাল ভাঙা,' অনুসন্ধানের ফলাফল সঙ্গীকে জানাল ফোরম্যান। 'অনেকক্ষণ এখানে বাঁধা ছিল। লুস ব্লেযার কী ধরনের ঘোড়ায় চড়ে, জানো?'

'গ্রে। বেশ ভাল জাতের ঘোড়া,' ভুরু কুঁচকে জানাল বেন। 'কিন্তু তুমি কি ওকে...'

'ভাবতে অসুবিধা কী? ঘটনা একেবারে পরিষ্কার,' সেগুণ্ডোকে থামিয়ে দিল জন, নির্মল হাসি ওর মুখে। 'খুঁটিনাটি চিহ্ন দেখে আসল ঘটনা অনুমান করা কিন্তু মোটেই কঠিন নয়। চেষ্টা করলে তুমিও পারবে।'

নিচু স্বরে খিস্তি করল বেন ব্লকার, শুনে হাসল জন।

'তোমার গালাগালের উন্নতি হয়নি,' মন্তব্য করল ও। 'এক শব্দ দু'বার বলেছ। এ ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। বারবার এক কথা বললে একঘেয়ে লাগে না? যাক্‌গে, আজকের মতো অভিযান শেষ করা যাক। কী বলো?'

একমত হলো বেন। র‍্যাঞ্চ হাউসের উদ্দেশে যাত্রা করল ওরা।

সাত

করালের কাছে এসে ফোরম্যানের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল বেন ব্লকার, ধীর পায়ে বাঙ্কহাউসের উদ্দেশে এগোল। অজান্তে শ্লথ হয়ে গেছে গতি। সামান্য হলেও উদ্বেগ ও আশঙ্কা জাগছে। ভাল করেই জানে আউটফিটের তাবৎ পাঞ্চার চেপে ধরবে ওকে, আচ্ছামতো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে, কোন অজুহাতই মানবে না। এ ব্যাপারটা অবশ্য স্রেফ মজার জন্যে, শেষপর্যন্ত ভুলে যাবে সবাই; রেষারেষি বা বিদ্বেষ তৈরি করবে না কারও মধ্যে, কিন্তু তবুও বেন পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। নিজেকে বোকা বানিয়েছে ও, নতুন ফোরম্যানের সঙ্গে চোটপাটের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে নিজেই ধরা খেয়েছে। ফোরম্যানের সামনে একেবারে ভিজে বিড়াল হয়ে গিয়েছিল। শুধু আজ নয়, ভবিষ্যতেও এ ঘটনা ওর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে—ওকে খেপাতে এ ঘটনার উল্লেখ করবে পাঞ্চাররা, যদিও স্রেফ নিখাদ আনন্দ পাওয়ার জন্যে, কিন্তু তবুও মেনে নিতে পারছে না। অন্যদের খোঁচা খেতে কার ভাল লাগে?

বেন ভিতরে ঢুকে দেখল প্রায় সবাই রয়েছে। একেবারে নীরব পরিবেশ, কেউ কিছু বলছে না। লক্ষণ খারাপ! ঝড় শুরু হলো বলে!

'আমি খুবই দুঃখিত, বেন,' নীরবতা ভাঙল জিম বার্নেস, মুখ কাঁচুমাচু হয়ে গেছে তার। আসলে পুরোটাই ভান। ভিতরে ভিতরে হাসছে প্রাণ খুলে। 'বিশ্বাস করো, কোন জায়গা বাদ রাখিনি। সব

তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি, কিন্তু জিনিসটা পাইনি।'

'কী খুঁজে পাওনি, গাড়ল?' অসতর্ক কণ্ঠে জানতে চাইল বেন, জিমের কথা বুঝতে পারেনি।

'তোমার সাহস,' চটজলদি জবাব এল। 'ফোরম্যানকে দেখে যেটা হারিয়ে ফেললে!'

'উঁহুঁ, বেন ব্লকার সাহস হারায়নি, বরং মনটা অনেক উদার ওর,' চাপা স্বরে তর্ক করল বেন, এবার বুঝতে পেরেছে ওদের চাল। 'নতুন ফোরম্যান বয়সে একেবারে কাঁচা, মুখটা দেখে মায়া হলো। ভাবলাম একে ঘাঁটিয়ে দু'চার মিনিটের আনন্দের চেয়ে বাড়তি কিছু তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু ঘটনার পর ফোরম্যানের চিরশত্রু বনে যেতে পারি। বিশেষ করে আসল কাজ যেহেতু আমি সারতাম। তোমরা তো স্রেফ মজা দেখতে।'

'দূর, ডাহা মিছে বলছে বেন! ঘটনা অন্যখানে,' বলে উঠল গাস থর্নটন। 'কারও কারও চোখের বিশেষ ক্ষমতার কথা শুনেছ? ক্ষিপ্র চিতাও যদি সামনে এসে দাঁড়ায়, স্রেফ চোখ রাখবে ওটার উপর, দেখবে একেবারে শান্ত বিড়াল হয়ে গেছে, তোমার পায়ের কাছে এসে মিউ মিউ করবে। আমাদের নতুন ফোরম্যান তার বিশেষ ও অসাধারণ চোখের ঠিক সেই জাদু দেখিয়েছে!'

'বোকার হদ্দ কিছু মানুষের কথাও জানি আমি, যাদের বুদ্ধি থাকে হাঁটুর নীচে,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল বেন। 'তোমাদের যখন এতই আগ্রহ, তা হলে শুনে নাও, নতুন ফোরম্যান হচ্ছে আমার পুরানো এক বন্ধু।'

হো হো করে হেসে উঠল সব পাঞ্চার। বেন যেমন ভেবেছিল, ওর কথা বিশ্বাস করেনি কেউ।

'তুমি যে এটা বলবে সে আগে থেকেই জানি,' বলল শান্ত ও স্বল্পভাষী এক তরুণ, বেশিরভাগ সময় চুপচাপ থাকে বলে সবাই তাকে মূড়ি নামে ডাকে। আসল নাম টমাস স্পিয়ার্স। 'আসল

ঘটনা আমার কাছ থেকে শোনো। বহু...বহুদিন আগের কথা, ফোরম্যানের মাকে ভালবাসত আমাদের বেন, তখন ওই মহিলা কুমারী ছিল, অর্থাৎ ফোরম্যানের মা হয়নি। কথা ছিল বিয়ে হবে দু'জনের–আমাদের বেন আর ওই মহিলার। হায় রে, তখনই এল দারুণ সুদর্শন এক লোক। যা হওয়ার তাই হলো শেষে। মহিলা বিয়ে করল ওই লোকটাকে। বেন হেরে গেল। তো, আজ যখন বাচ্চা বয়সী ফোরম্যানকে দেখল বেন, ওর মনে পড়ে গেল এর বাবা হওয়ার কথা ছিল ওর...'

উল্লাসে ফেটে পড়ল পাঞ্চাররা। তুমুল হৈচৈ আর শোরগোল উঠল, এরই মাঝে একটু পর জিম বার্নেসের চড়া কণ্ঠ শোনা গেল: 'তুমি আসল ঘটনার খুব কাছাকাছি বলেছ, মূডি, বেন আসলে ফোরম্যানের নানীকে ভালবাসত।'

দ্বিগুণ উল্লাসে মুখর হয়ে উঠল বাঙ্কহাউস। একেবারে বেকুব বনে গেছে বেন, মুখে কথা সরছে না। অপ্রতিভ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সহকর্মীদের নির্দোষ তামাশায় ঘায়েল হয়ে যাবে ভাবেনি। 'নাও, আচ্ছামতো মজা করে নাও,' শেষে ক্ষুব্ধ স্বরে বলতে পারল ও। 'বেকুবের দল, একটা কথা মাথায় রেখো, ফোরম্যান আমাকে সেগুণ্ডো বানিয়েছে। চলাফেরা তো সাবধানে করবেই, কথাবার্তাও বুঝে-শুনে বলবে, নইলে অদ্ভুত সব ভোগান্তি জুটবে–তখন নাকের পানি চোখের পানি এক করেও কূল পাবে না। সময় থাকতে মুখ সামলাও!'

'তাই নাকি? ফোরম্যান তোমাকে সেগুণ্ডো বানিয়েছে? চলো, বয়েজ, বেনকে অভিনন্দন জানাই!' বার্নেসের হাঁকে মুহূর্তের মধ্যে সবাই চড়াও হলো বেনের উপর।

কী থেকে কী হলো বুঝতেই পারল না বেন, একেবারে হকচকিয়ে গেছে। হঠাৎ নানা দিক থেকে ছুটে এল সবাই, যেন প্রতিযোগিতা লেগে গেছে কে কার আগে বেনের পিঠ চাপড়ে

দেবে। চেয়ার উল্টে পড়ল কারও ধাক্কায়, টেবিল সরে গেল; কিন্তু অতি উৎসাহী কাউবয়দের ঠেকানো গেল না। সবক'টা শরীরের নীচে চাপা পড়ে গেল ও।

'গাধা, আমার কান ধরে টানছিস!' চেঁচাল একজন, দশজনের অদ্ভুত দলাপাকানো কাঠামো থেকে ভেসে এল কণ্ঠটা। ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে এরা, চেঁচাচ্ছে অযথা।

'আরে খচ্চর, তোর পা-টা আমার মুখ থেকে সরা!' বলল আরেক ভুক্তভোগী।

'পা-টা আবার চুষিস না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল পায়ের মালিক। 'আমি কুকুরের খাদ্য নই!' মরিয়া চেষ্টায় অন্যদের শরীরের নীচ থেকে পা বের করতে চাইল সে।

হৈচৈ আর ধস্তাধস্তির মাঝে কেউ খেয়ালই করেনি ফোরম্যান এসে পড়েছে অকুস্থলে। 'বেনকে দেখেছ নাকি কেউ?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল সে।

মুহূর্তে নীরব হয়ে গেল কামরা। কয়েকজনের জগাখিচুড়ি বা দলার ন্যায় কাঠামো স্থির পড়ে থাকল দুই সেকেণ্ড, তারপর প্রায় ছিটকে সরে গেল সবাই, একক মূর্তি ধারণ করল সব কাউবয়।

হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল বেন ব্লকার। চুল উস্কুখুস্ক, পোশাক চটকে গেছে জায়গায় জায়গায়, গায়ে-মুখে ধুলো লেপ্টে আছে। চকিত চাহনিতে অন্যদের একবার দেখে নিল সে, তারপর বিব্রত হাসল জনের দিকে চেয়ে।

'ভালই মজা হচ্ছে দেখছি!' বলল জন। 'কীসের উৎযাপন করছ তোমরা?'

'বেনকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলাম,' ব্যাখ্যা করল জিম বার্নেস।

'ফোরম্যানের পুরানো বন্ধু বলে?' কৌশলী স্বরে জানতে চাইল জন।

'তা নয়, তবে আমরা সবাই আশা করছিলাম তোমার বন্ধুই

হয়ে যাবে সে,' চট করে জবাব দিল তরুণ, হাসছে। 'উদযাপন করছিলাম বেন সেগুণ্ডো হয়েছে বলে। ঠিক লোক বাছাই করেছ তুমি। এটা শুধু আমার নয়, সবারই মতামত।'

একযোগে সায় জানাল অন্যরা।

অনুমোদনের চাহনিতে সবাইকে দেখল জন। 'পার্কার গর্ব করে বলেছিল ওর আউটফিট নাকি খুব ভাল। খাঁটি কথা বলেছে ও,' সন্তুষ্ট ও আন্তরিক স্বরে বলল ও, সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ডের দিকে ফিরল এবার। 'স্বস্তির বিষয়, অভিনন্দন জানাতে গিয়ে কয়েক গাছি করে তোমার চুল চাইছে না সবাই,' কৌতুক ফুটল জনের শান্ত চাহনিতে, সেগুণ্ডোর হালকা হয়ে আসা চাঁদি ঠিকই নজরে পড়েছে। 'এক মিনিটের জন্যে বাইরে আসতে পারবে?'

সত্যি সত্যি মিনিট খানেক পর ফিরে এল বেন ব্লকার। 'লাইন কেবিনে এবার ডিউটি কার?' জানতে চাইল সে।

'আমার,' জবাব দিল মূডি। 'ভাগ্যিস, কাল ডে-অফ। নইলে নিশ্চয়ই আমাকে কেবিনে যাওয়ার নির্দেশ দিতে?'

'ডে-অফ বাতিল করা হলো,' গম্ভীর মুখে বলল সেগুণ্ডো। সব পাঞ্চারদের মুখে বিস্ময় ও প্রতিবাদ ফুটে উঠতে দেখেও ব্যাখ্যায় গেল না। 'মূডি, সাপার শেষ করেই রওনা দেবে। এখন থেকে লাইন কেবিনে একসঙ্গে দু'জন ডিউটি করবে। ফোরম্যানের নির্দেশ। আরেকটা কথা, র‍্যাঞ্চ হাউসেও পাহারা বসাচ্ছি আমরা। শুধু রাতে।'

'তোমার খায়েশটা কী, বেন?' জানতে চাইল বার্নেস। 'কেউ কি র‍্যাঞ্চ হাউস চুরি করবার তালে আছে?'

'জানি না, তবে আজীবন দেখে এসেছি অযথা কোন কিছু করে না জন ক্যালকিন। অবশ্য লাইন কেবিনের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারব।' ডিঙ্গলারের ফুটো হওয়া হ্যাটের কাহিনি এবার শোনাল ও।

'মনে হয় ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে বস্,' মন্তব্য করল বার্নেস। 'ওর চোখ দেখেই বুঝেছি খুব সতর্ক ও বিচক্ষণ। কী জানো, বেন, আমার মনে হচ্ছে কিং ব্লেযারের সিংহাসন কিন্তু এখন আর ততটা পাকাপোক্ত নেই। ক'দিনের মধ্যে যদি ওটা টলে যায়, একটুও অবাক হব না।'

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল বেন ব্লকার। 'কখনও কখনও খুব যৌক্তিক ও ন্যায্য কথা বলো তুমি, জিম। তবে বেশিরভাগ সময় আজেবাজে বকো।'

সাপারের সময় আউটফিটের একমাত্র সদস্য যার সঙ্গে দেখা হয়নি জনের, তাকে দেখতে পেল। কুড়ালমুখো এক তরুণ, নাক খুব খাড়া ও বাঁকানো ছেলেটার। মুখ বিষণ্ন থাকে সর্বক্ষণ। তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো "ফ্ল্যাটি" নামে। নামের শানে নুযুল জানতে চাইল জন।

'ওর আসল নাম স্যাম ক্লাফলিন। কিন্তু বছর খানেক আগে নতুন করে নাম রাখা হয়েছে,' নিঃশব্দে হাসল বেন, চোখে কৌতুক। 'ঘটনাটা অবশ্য খুবই মজার।'

'খুলে বলো, বেন,' অনুরোধ করল একজন। 'আমরা সবাই কিন্তু জানি না।'

'বলতেই হবে? একবার ফ্ল্যাটির দিকটা ভেবে দেখবে না? ও তো এমনিতে মনমরা থাকে, তারপর যদি ওর কাহিনি সবাইকে বলে ফেলি, লজ্জায় শেষে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে না তো? দোষটা কিন্তু তখন আমাকে দিতে পারবে না।'

'কি, ফ্ল্যাটি, বলবে?' গোমড়ামুখো তরুণের উদ্দেশে জানতে চাইল বার্নেস।

'ফ্ল্যাটি নিজেই বলুক না হয়,' আরেক কাউবয়ের প্রস্তাব।

'দূর! নিজের করুণ কাহিনি নিজে বলা যায়? তারচেয়ে বরং বেনের মুখে শুনতে ভাল লাগবে। গল্প বলায় ওস্তাদ ও, রসিয়ে

রসিয়ে বর্ণনা করতে পারে।'

'বলো, বেন,' শেষপর্যন্ত অনুমতি দিল ফ্ল্যাটি। 'গল্পটা সবাই জানে, কিন্তু এরপরও শুনবার লোভ সামলাতে পারে না। যাক্‌গে, নতুন করে আমার তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না।'

'একবার হয়েছে কী,' শুরু করল বেন ব্লকার। 'স্লিকার ছাড়া বেরিয়ে গিয়েছিল ফ্ল্যাটি–মাঝে মধ্যে খামখেয়ালিপনা করতে অভ্যস্ত ও–তুমুল বৃষ্টিতে ভিজে অসুস্থ হয়ে পড়ল। কয়েকদিন জ্বরে ভুগবার পর থেকে নতুন সমস্যা দেখা দিল। সবসময়ই পিঠে ব্যথা থাকত। স্পষ্ট বোঝা গেল বাতে ধরেছিল ওকে। মূডি দাবি করল বাত থেকে পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার উপায় জানা আছে ওর, আর ব্যথায় অসহ্য কষ্ট পেয়ে ফ্ল্যাটিও অধীর হয়ে পড়ল–সিদ্ধান্ত নিল অন্তত একবারের জন্যে হলেও মূডির বিশেষ ব্যবস্থা অনুসরণ করবে। মূডি অবশ্য ওকে আশ্বাস দিয়েছিল একশোভাগ সুস্থ হতে একবারই যথেষ্ট। কার্যত, পরে দেখা গেছে আদপে মিথ্যে বলেনি সে।

'চিকিৎসার শুরুতে কোমর পর্যন্ত উদোম হয়ে বাঙ্কহাউসের টেবিলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ফ্ল্যাটি। ওর পিঠের উপর একটা কম্বল দু'ভাঁজ করে বিছিয়ে দিল মুডি, তারপর রান্নাঘর থেকে তপ্ত ইস্ত্রি এনে ফ্ল্যাটির পিঠে ঘষতে শুরু করল। "ইস্ত্রির তলা সমতল না-হয়ে চোখা বা অন্যরকম হলে হয়তো তোমার পিঠে মার্কা বসিয়ে দিতে পারতাম," হাসতে হাসতে মন্তব্য করল মূডি। গোঁ গোঁ শব্দ করে ফ্ল্যাটিও সন্তুষ্টি প্রকাশ করল।

'কিন্তু কয়েকবার ঘষাঘষি করবার পর মূডি আবিষ্কার করল এত ভারী ইস্ত্রি নাড়াচাড়া করা কষ্টসাধ্য, ওর কব্জি ধরে গিয়েছিল। "আস্ত একজন মানুষকে ইস্ত্রি করা চাট্টিখানি কথা নয়," বলে ইস্ত্রি রেখে হাত দুটো ঘষল ও, সামান্য পানি দিয়ে আবার নতুন উদ্যমে ইস্ত্রি শুরু করবে। কিন্তু ও ভুলেই গিয়েছিল উত্তপ্ত একটা ইস্ত্রি ঠায়

এক জায়গায় ফেলে রাখলেই সবচেয়ে বেশি কাজ করে। সত্যটা টের পেতে ফ্ল্যাটির কয়েক মুহূর্তের বেশি লাগেনি এবং বড়জোর সেকেণ্ড কয়েক গেছে, তখনই ছিটকে সোজা হলো ফ্ল্যাটি, গলা ফাটিয়ে এমন জোরে চেঁচাল যে ইণ্ডিয়ানরাও লজ্জা পেত। ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেল ওর পিঠ, বেয়াড়া ঘোড়ার মতো লাফালাফি শুরু করল।

'কাত হলে মূড়ির পায়ের উপর পড়ল তপ্ত ইস্ত্রি এবং ওর দুই আঙুল থেঁতলে গেল। কম্বলের নীচে ফ্ল্যাটির বীভৎস মুখ দেখে এক মুহূর্তও দেরি করেনি ও, খিঁচে দৌড় দিয়েছে করালের দিকে; ভেবেছে ক্ষিপ্ত ফ্ল্যাটির রোষ থেকে বাঁচতে করাল বা অন্য কোথাও সরে যাওয়াই নিরাপদ। ঘাসফড়িঙের মতো লম্বা দুই লাফে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ও, তারপর করালের উদ্দেশে ছুটল। ইচ্ছে ছিল ঘোড়ার পিঠে চড়ে খোলা প্রেয়ারিতে হারিয়ে যাবে। কিন্তু ফ্ল্যাটি তখন আঠার মতো ওর পিছু নিয়েছে, অগত্যা তাকে এড়ানোর দিকে মনোযোগ দিতে হলো। থেঁতলে যাওয়া আঙুলের যন্ত্রণা ওর গতি কমিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু পিছু ধাওয়ারত ফ্ল্যাটির প্যান্টের সঙ্গে সাসপেণ্ডার ছিল না বলে সে ওটা দু'হাতে টেনে ধরে ছুটছিল; আর এতে দু'জনের কেউ বাড়তি সুবিধা পেল না। ছুটন্ত অবস্থায় ফ্ল্যাটি ঈশ্বরের কাছে এমন সব ফরিয়াদ জানাচ্ছিল যে বিশ্বাস করবে না কেউ—মূড়িকে যেন এটা করে, ওটা করে।

'দুটো খরগোশের মতো করালে একে অন্যকে ধাওয়া করছিল ওরা, দেখবার মতো দৃশ্য ছিল! হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গিয়েছিল আমাদের। ফ্ল্যাটির উর্ধ্বাঙ্গে একটা সুতোও নেই, আর ওর পিঠে বড়সড় ইস্ত্রির মার্কাটা জ্বলজ্বল করছিল। করালকে ঘিরে প্রথম চক্করের সময় ওদের সেরা টাইমিং রেকর্ড হলো, এত অল্প সময়ে কেউই পারেনি; আর তখনই ফ্ল্যাটির ভাগ্য বেঈমানি করল। আঙুলে বোধহয় একটা খুঁটির অংশ বেধে গিয়েছিল,

হোঁচট খেল ও। ভারসাম্য রাখতে দু'হাত বাতাসে ছড়িয়ে দিল ফ্ল্যাটি। আর ওই একই মুহূর্তে করালে উপস্থিত হলো মিস্ এমিলি পার্কার, ওর ঘোড়াটা নিতে এসেছিল। মিস্ পার্কারকে দেখে ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার দিয়ে খসে পড়তে যাওয়া প্যান্টটা মরিয়া হয়ে ধরতে চাইল ফ্ল্যাটি। কোনরকমে ওটা কোমর পর্যন্ত তুলে বাঙ্কহাউসের উদ্দেশে তুফান বেগে ছুটল। এদিকে নিরীহ চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল মূড়ি।

' "ক্লাফলিন কি পাগল হয়ে গেছে নাকি?" জানতে চাইল মিস্ পার্কার।

' "দৌড় প্রতিযোগিতা হচ্ছিল," ব্যাখ্যা করল মূড়ি। "আমার মনে হয় ফ্ল্যাটি উদোম না-হলেও অনায়াসে ওকে হারাতে পারব।"

' "পুরো আউটফিটে তোমার চেয়ে জঘন্য মিথ্যুক আর নেই কেউ," স্মিত হাসল মিস্ পার্কার। আর আজ পর্যন্ত মূড়ি জানে না এমিলি কথাটায় কী বুঝিয়েছিল–প্রশংসা না ভর্ৎসনা করেছিল।

'এরপর যতটা সম্ভব ফ্ল্যাটির চিকিৎসা করলাম আমরা, তবে অবশ্যই ইস্ত্রির সাহায্যে নয়। শান্ত হওয়ার পর ফ্ল্যাটি কথা দিল মূড়িকে আর ধাওয়া করবে না, তবে ওই মার্কাটা ওর পিঠে রয়ে গেল আজীবনের জন্যে।'

'স্রেফ মিস্ পার্কারের কারণে সেদিন বেঁচে গেছ তুমি,' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল ফ্ল্যাটি, তবে হাসছে সে কমেডির আরেক অভিনেতার দিকে চেয়ে।

মনে ক্ষোভ থাকলেও বিদ্বেষ নেই, ব্যাপারটা বেশ অবাক করল জনকে। স্পষ্টত, ফ্ল্যাটি আর ওর চিকিৎসকের মধ্যে সম্পর্ক খুবই আন্তরিক, যেটা এমনিতে টের পাওয়া যায় না।

'ধ্যেৎ, কোনদিনই আমাকে ধরতে পারবে না তুমি, এক মাইল পিছনে পড়ে থাকবে,' পাল্টা ভ্রূকুটি করল মূড়ি। 'অস্বীকার

করতে পারবে তোমার বাত সম্পূর্ণ নিরাময় করে দিয়েছি কি-না? আসল কাজ তো সেরেছি! চিকিৎসক হিসাবে আমি সফল। চোস্ত দাওয়াই দিয়েছি তোমাকে।'

তর্ক চলতে থাকল। ক্ষুব্ধ দুই বন্ধুর সঙ্গে অন্যরাও যোগ দিয়েছে। হাসছে ওরা, খুনসুটি করছে একে অন্যের সঙ্গে, একজন খেপাচ্ছে আরেকজনকে। বোঝাই যায় চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে পাঞ্চারদের মধ্যে। নীরবে ওদের কথাবার্তা শুনল জন, ক্ষীণ হাসি ওর ঠোঁটে। সন্তুষ্টির হাসি। অনুভব করছে এ আউটফিটে সময়টা মন্দ কাটবে না, এদেরকে পছন্দ হয়েছে ওর।

প্রায় দুই ঘণ্টা পর উইণ্ডিতে পৌঁছাল সি-পির নতুন ফোরম্যান। দীর্ঘ রাস্তা ধরে "প্লাযা"র সামনে চলে গেল ও, স্যাডল ছেড়ে হিচিং রেইলে ঘোড়া বাঁধল। রেইলে দশ-বারোটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে, বোঝাই যায় সেলুনটা "লাকি চান্স"-এর মতোই জমজমাট ও জনপ্রিয়।

ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল ও।

ভিতরটা লাকি চান্স-এর তুলনায় ছোট হলেও অনেক গোছাল ও সুন্দর। দেয়ালে লাগানো কয়েকটা আয়না ও সুদৃশ্য কিছু ছবি এখানকার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। চৌকো লগের তৈরি দেয়াল। টেবিল ও চেয়ার উন্নত মানের। মেঝে পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে। এক কণা ময়লা নেই কোথাও। সবকিছু গোছানো ও পরিপাটি। পুরুষ আর মহিলার হাতের পার্থক্য এখানেই।

সাধারণ সেলুন থেকে প্লাযার আরও একটা পার্থক্য রয়েছে। এর মালিক। বারের পিছনে বসে আছে, ঠিক যেন রাণী। কালো চুল সুদৃশ্য খোপা করে মাথার উপর তুলে রাখা, প্রকাণ্ড স্পেনিশ চিরুনি দিয়ে আটকে রাখা। চিরুনিতে লাল পাথর বসানো। রেশমী আগুনরঙা ড্রেস, শুধু বাহু আর গলা উন্মুক্ত; বুকের উপর

সরু সোনার হার থেকে বড়সড় একটা রক্তলাল চুনি ঝুলছে, এমন ভাবে জ্বলজ্বল করছে যেন সদ্য শিরা থেকে বেরোনো রক্ত। পাশ ফিরে বারকীপের সঙ্গে গল্প করছিল, ফাঁকে ফাঁকে পুরো সেলুনে দৃষ্টি চালাচ্ছে–নির্দিষ্ট কারও দিকে নয়, স্রেফ রুটিন মাফিক দেখে নেওয়া।

তারপর জনকে সে বারের সামনে হ্যাট হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে গেল মুখ। 'আরে, আমার দুঃসাহসী ক্যাবালারো দেখছি আনকো...আনাড়ি মেয়েকে দেখতে এসেছে!' ঝট করে উঠে দাঁড়াল রোজা মেলিন, চাহনিতে নিখাদ আনন্দ ঝলমল করছে।

'দূর!' মৃদু হেসে মেয়েটিকে নিরস্ত করল জন, রোজার বাড়িয়ে দেওয়া ছিপছিপে হাতে করমর্দন করল। 'তুমি যেমন গ্রিজার নও, তেমনি আমিও ক্যাবালারো নই। আর ঘোড়াটা সেদিন আদপে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল না। সব ঘোড়ারই ন্যূনতম কিছু বুদ্ধি আছে, এমনকী কখনও কখনও তা মানুষের চেয়েও বেশি।'

খুশিতে দু'হাতে হাত তালি দিল রোজা। 'এটা কি প্রশংসা?'

'তোমার তো বুঝবার কথা,' পাল্টা হেসে বলল জন। 'এ জিনিস নিশ্চয়ই বিস্তর পাও?'

সামান্য ছায়া ঘনাল রোজার মুখে। 'অনেক পাই, সত্যি,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'তবে আসলে ওসবের দাম কতটা? ক'জনই বা মন থেকে বলে? অথচ নির্জলা প্রশংসা পাওয়ার জন্যে কত কিছুই না করছি আমি!' এবার রোজার চোখের তারায় নাচন দেখা গেল। 'কিন্তু সত্যি কথাটাই বেশি শুনতে পাই, বিশেষ করে আমার মতো মেয়েদের কাছ থেকে। আমি নষ্টা, দেমাগী, দুশ্চরিত্রা···আরও কত কী! আমার সঙ্গে কথা বললেই তোমার চরিত্রে কালিমা পড়বে।'

হো হো করে হেসে উঠল জন। 'চরিত্র থাকলে তো কালিমা

পড়বে,' কৌতুকের স্বরে বলল ও। 'আমার ক্ষেত্রে সে ভয় নেই।' রোজার হালকা কথার গভীরে লুকানো তিক্ততা ওর কান এড়ায়নি। 'সবচেয়ে বড় কথা, নিজের পছন্দমতো বন্ধু নির্বাচন করি আমি, কারও কথায় নাচি না।'

রোজার অভিব্যক্তি বদলে গেল, শক্ত হয়ে গেছে মুখ। 'গাধাটা করছে কী?' বিরক্তির সঙ্গে জানতে চাইল ও।

রোজার দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জন। কাছের এক টেবিলে গোলমাল বেধে গেছে। নীল শার্ট পরা বিশালদেহী এক মাইনার পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছে। হুইস্কি পেটে পড়ায় বেসামাল হয়ে পড়েছে, চোখে বেপরোয়া চাহনি। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে, শরীরের সঙ্গে মস্তিষ্কের সমন্বয় নেই বলে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করতে হাতড়াচ্ছে, অথচ কোন বাধা না-থাকলেও ওটা খাপমুক্ত করতে পারছে না। মুখে তীব্র খিস্তির ঝড় উঠেছে।

চট করে নিজের আসন থেকে নেমে গেল রোজা মেলিন।

'আমাকে সামলাতে দাও,' বলল জন।

'উঁহুঁ, আমি সামাল দিতে পারব,' জবাব দিল রোজা। ফ্ল্যাপ তুলে বারের এপাশে চলে এল ও, তারপর দ্রুত কয়েক কদম ফেলে মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে গেল খেপা মাইনারের সামনে। মাত্রই লোকটা তখন পিস্তল বের করেছে। যাদের সঙ্গে এতক্ষণ খেলছিল সে, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তারা, প্রত্যেকের হাত পিস্তলের বাঁটে চলে গেছে, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে অপেক্ষায় রয়েছে; অর্ধ-মাতালের বিপক্ষে ড্র করবে কি-না বুঝতে পারছে না।

'পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রেখে এখান থেকে বেরিয়ে যাও!' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল রোজা মেলিন।

মেয়েটির দিকে দৃষ্টি দিল খেপা মাইনার। বুক টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে সামনে, এতটুকু জড়তা বা দ্বিধা নেই। অগ্নিদৃষ্টি

চোখে। একবার লোকটার ভাবে মনে হলো নির্দেশ তামিল করবে, কিন্তু পরপরই ঘরের কোণ থেকে একজনের চড়া হাসি শুনে রক্তে আগুন ধরে গেল তার। একটা মেয়ের নির্দেশ শুনবে? তাও মেক্স! যেনতেন, বাজারে মেয়ে!

'গোল্লায় যাও তুমি!' কর্কশ স্বরে বলল লোকটা। 'মনে করেছ বাজারে মেয়েছেলের নির্দেশ শুনে নেড়ি কুকুরের মতো...'

কথাটা শেষ করতে পারল না সে, ঠাস করে একটা প্রচণ্ড চড় এসে পড়ল গালে। রোজার হাতে যেন বিদ্যুৎ, আর গায়েও প্রচণ্ড জোর। পিস্তলের গুলি ফুটলে যেমন শব্দ হয়, প্রায় তেমনই শব্দ হলো। যুগপৎ বিস্ময় আর যন্ত্রণায় খিস্তি করল মাইনার, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল।

'নোংরা জানোয়ার!' টানটান স্বরে বলল রোজা। 'আর একটা কথাও নয়! হয় তুমি এখনই বেরিয়ে যাবে, নইলে চাবকে নিক্ষেপ করব রাস্তায়!'

নেশাসক্ত, রক্তলাল চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল খেপা মাইনার, অগ্নিদৃষ্টি ভরা কালো চোখে চোখ রাখল—তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সে। খেয়াল করেছে কোমরের কাছে স্থির হয়ে আছে রোজার বাম হাত, মুঠিতে দস্তার প্রলেপ দেওয়া ক্ষুদ্র রিভলবার শোভা পাচ্ছে। পুরুষরা একে খেলনাই বলবে, দেখায়ও তেমন। কিন্তু কার্যকারিতা মোটেই কম নয়, বিশেষ করে স্বল্প দূরত্বে। আর একটা কথাও বলল না সে, ঘুরে দাঁড়িয়ে টলমল পায়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল।

বারের পিছনে নিজের আসনে ফিরে এল রোজা মেলিন, জন ক্যালকিনের দিকে তাকাল যখন, ওর চোখে চ্যালেঞ্জ ফুটে উঠল, যেন আশঙ্কা করছে মাইনারের বিরুদ্ধে ওর নেওয়া পদক্ষেপের সমালোচনা করবে জন।

এ ধরনের বেয়াড়া আচরণ কখনও আমার এখানে সহ্য করি

না,’ অজুহাতের সুরে বলল রোজা।

‘নার্ভ আছে তোমার, ম্যা’ম,’ আন্তরিক ও সমীহের সুরে বলল জন।

বরফ গলল যেন, হাসি ফুটল রোজার মুখে। প্রায় তৎক্ষণাৎ আগের মতো স্বতঃস্ফূর্ত ও হাসি-খুশি হয়ে গেল। ‘বাড়িয়ে বলা বোধহয় সব পুরুষের স্বভাব!’ অভিযোগের সুরে বলল ও। ‘ওই লোকটা ভাল করে জানত যে আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করলে পার পাবে না, আমার গায়ে যদি একটা টোকাও দিত, প্লাযার খদ্দেররা ওকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত।’

‘কিন্তু যা ছিল ওর অবস্থা, বেহেড মাতাল, এ অবস্থায় ভাবনা-চিন্তা করবার সুযোগ হয় না, বরং কোন কিছু না-ভেবেই হুট করে অঘটন ঘটিয়ে বসে। আরও একটা ব্যাপার অস্বীকার করা যাবে না, পশ্চিমে নতুন হিসাবে অনেক দ্রুত পিস্তলটা বের করেছ তুমি।’

‘পশ্চিমে আমি নতুন নই, মিস্টার,’ চোখ পাকিয়ে বলল রোজা মেলিন। ‘বরং এখানে জন্মেছি, এখানেই বড় হয়েছি।’

‘তুমি বোধহয় একজন খদ্দের হারালে।’

শ্রাগ করল রোজা। ‘ওর জায়গা নেওয়ার মতো লোকের অভাব হবে না। তবে যা ঘটবে তাও বলে দিতে পারি। কাল এসে মাফ চাইবে ও, অনুনয় করবে। আসলে লিকারের যত দোষ, ওটা বেশি খেলে যে-কোন মানুষের মাথা বিগড়ে যায়।’

‘কিন্তু তারপরও তুমি সেটা বিক্রি করছ,’ মনে করিয়ে দিল জন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটির ভুরু কুঁচকে যেতে দেখে বুঝল ভুল করে ফেলেছে। মন্তব্যটা না-করলেই ভাল হতো।

‘লিকারের কি অভাব পড়েছে, না সেলুনের? আমি না-বেচলেও অন্যরা ঠিক বিক্রি করবে। অযথা নিজের ক্ষতি করে কী লাভ! তা ছাড়া, এটাই আমার রুটি-রুজির উপায়।’ যুক্তি দেখাল

রোজা, স্মিত হেসে পরিবেশটা হালকা করতে চাইল, কিন্তু তখনই আবার গম্ভীর হয়ে গেল। 'ধেত্তেরি!' বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করল।

মিসেস রোজা মেলিনের বিরক্তির কারণ এক আগন্তুকের প্লাযা সেলুনে প্রবেশ। দীর্ঘদেহী, রোদপোড়া; নিখুঁত পোশাক লোকটার পরনে। কোমরে জোড়া হোলস্টার। জন তাকে এই প্রথম দেখলেও পরিচয়টা ঠিকই অনুমান করতে সক্ষম হলো। এ লোক কিং ব্লেযার না-হয়ে যায় না। দৃঢ় পদক্ষেপে বারের দিকে এগিয়ে এল সে, এদিক-ওদিক চেয়ে পরিচিতদের সঙ্গে নড করে শুভেচ্ছা বিনিময় করল। বারের প্রান্তে এসে মাথা থেকে হ্যাট এমনভাবে খুলল যেন বিদ্রূপ করল সেলুনের তাবৎ লোককে।

'ইভ্নিং, সোনাপাখি! তোমার সুন্দর পালক এলোমেলো করে দিল কে?' আদিখ্যেতার সঙ্গে শুভেচ্ছা জানাল সে, কিন্তু জবাবের অপেক্ষা করল না। 'ধ্যেৎ, যা তেষ্টা পেয়েছে আমার! গলা শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে!'

'চার্লি তোমাকে পরিবেশন করবে,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল রোজা, খানিকটা শীতলও শোনাল কণ্ঠ। বারটেণ্ডারের দিকে ইশারা করল ও।

'উঁহুঁ, ওকে দিয়ে চলবে না,' আদুরে কণ্ঠে বলল কিং ব্লেযার। 'তোমার সুন্দর হাতে ঢালা হুইস্কির স্বাদ চার্লির বনমানুষের হাতে ঢালা সুরার চেয়েও দশগুণ বেশি!'

'তোমার যেমন মর্জি,' নিস্পৃহ স্বরে বলল রোজা, উঠে গিয়ে একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢালল।

'তোমার জন্যে, *ক্যারিসিমা,*' টোস্ট করল ব্লেযার, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে প্লাযা মালিককে দেখল, তারপর দৃষ্টি সরে গেল জনের দিকে। 'তুমি বোধহয় ক্যালকিন? তোমাকে দেখবার ইচ্ছে ছিল।' ব্লেযারের কণ্ঠে ক্ষীণ আগ্রহ থাকলেও মূলত ঔদ্ধত্য আর তাচ্ছিল্য

প্রকাশ পেল বেশি।

'আর তুমি কিং ব্লেয়ার না-হয়ে যাও না,' প্রশ্ন নয়, বিবৃতির মতো শোনাল জনের কণ্ঠ। 'ভাল করে দেখে নাও আমাকে।'

'শুনেছি কাজ খুঁজছ তুমি,' একইরকম তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ব্লেয়ার।

'কেউ নিশ্চয়ই তোমাকে বাড়িয়ে চলেছে। আদৌ কাজ খুঁজিনি আমি।'

'যাই হোক, লুস যেহেতু সার্কেল-বি ছেড়ে চলে গেছে, ওর জায়গায় লোক লাগবে আমাদের,' অবহেলার সুরে বলল ব্লেয়ার। 'বাসন-কোসন পরিষ্কার করতে করতে যখন অরুচি ধরে যাবে, আমার সঙ্গে দেখা কোরো।'

তির্যক হাসল জন। ব্লেয়ারের বেয়াড়া ও তেরছা কথাবার্তার পাল্টা জবাব দিতে কসুর করল না এবারও। তবে লোকটার স্পষ্ট কর্তৃত্ব আর আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি দেখে ওর ভাল লাগছে। শত্রু এমন শক্তিশালী না-হলে হয়? 'কে জানে, হয়তো আসতেও পারি,' মৃদু হেসে জবাব দিল ও। 'তবে আগেই বলে রাখছি, ব্র্যাণ্ডিং আয়রন দিয়ে ছাপ্পড় মারবার অভ্যাসটা অনেক দিন নেই আমার।

কিং ব্লেয়ারের চুপসে যাওয়া গালে রঙ ধরাল, রাগে সরু হয়ে গেল চোখজোড়া। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল সে, তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল: 'কথাটার মানে?'

'বুঝতে পারোনি? সবাই তো বলে সি-পি মার্কেটে সার্কেল-বি বানানো পানির মতো সহজ কাজ। …চাই জানাব। হয়তো দেখা হবে।'

রোজা মেলিনের উদ্দেশে হ্যাট তুলে শুভেচ্ছা জানাল জন. নিরাসক্ত ভঙ্গিতে নড করল ব্লেয়ারের উদ্দেশে, তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেল। পিছন থেকে স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ব্লেয়ার, চাহনিতে স্পষ্ট বিদ্বেষ আর অপছন্দ।

'সাচ্চা মানুষ, না?' চরম অসন্তুষ্ট স্বরে বলল ব্লেযার। 'কীসের কথা বলছিল ব্যাটা? আমি তো এর মানে বুঝলাম না। সি-পির প্রসঙ্গই বা আসে কী করে?'

'পার্কারদের আউটফিটে যোগ দিয়েছে ও,' জানাল রোজা।

'মহা ধড়িবাজ তো,' ভুরু কুঁচকে গেছে ব্লেযারের, কপালের ভাঁজ গভীর হয়েছে। 'নিকুচি করি ওর! আমাকে যা-তা বলে গেল, মুখের উপর হাসল!' মুখ তুলে চারপাশে তাকাতে আবিষ্কার করল ওর দুরবস্থায় শুধু ক্যালকিনই নয়, প্রাণ খুলে না-পারুক, অন্তত মুখ টিপে হাসবার মতো লোক যথেষ্টই আছে।

রোজা মেলিন তাদের একজন। আগ্রহ নিয়ে ব্লেযারের দিকে তাকিয়ে আছে ও, পুরুষ্টু ঠোঁট সামান্য বেঁকে গেছে—যেন উপহাস করছে। প্রবল পরাক্রমশালী কিং ব্লেযারকে অপমান করে গেছে একজন আগন্তুক, এটা উইণ্ডি বা এর চৌহদ্দিতে বিরল ঘটনা। খুব কম মানুষের এ বুকের পাটা আছে। কিং-এর প্রতিক্রিয়া চমৎকৃত করেছে ওকে। প্রচ্ছন্ন অভিযোগের উত্তরে কিছু বলতে পারেনি সে, বরং ক্যালকিনের সাহসিকতায় প্রায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। এটা রোজার কাছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ না-হলেও চমকপ্রদ মনে হয়েছে। হবে না কেন? যত শক্তিধরই হোক, সব মানুষেরই কিছু না কিছু দুর্বলতা রয়েছে এবং কোন কোন পরিস্থিতিতে দৃঢ়চেতা মানুষও অসহায় বোধ করে—তখন বোঝা যায় বাইরের শক্তিশালী খোলসের ভিতরে আসলে কতটা দুর্বল সে।

মহা শক্তিধর কিং ব্লেযারকে অসহায় ও বিমূঢ় অবস্থায় দেখা নিঃসন্দেহে দারুণ রোমাঞ্চকর ঘটনা।

'খুব মজা লাগছে, না?' অসন্তুষ্ট স্বরে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল ব্লেযার। 'ভাবছ আরও একজন ভক্ত পেয়ে গেছ, সম্ভাব্য প্রেমিক? অত খুশি হওয়ার কিছু নেই। দু'চারটা দিন সি-পিতে কাটুক ওর, এমিলি পার্কারের সঙ্গে পরিচয় হোক, দেখবে আর পাত্তা দিচ্ছে না

তোমাকে। সেদিনও বাচ্চা মেয়ে ছিল, কিন্তু এখন পূর্ণ যুবতী বনে গেছে, অথচ কেউ খেয়ালই করেনি। হলফ করে বলতে পারি, মিসিসিপির এপাশে ওর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে নেই আর একটাও! জ্যাক যেহেতু মারা গেছে, সি-পির মালিকানায় কারও ভাগ নেই। বুঝতে পারছ, ছেলেদের মধ্যে এমিলির কেমন চাহিদা? রীতিমতো রাজ্য ও সুন্দরী রাজকন্যা!'

অপমানে লাল হয়ে গেল রোজার মুখ। ওকে আঘাত করবার জন্যে কথাগুলো বলেছে কিং, এতে কোন ভুল নেই। খুব মেজাজী এবং স্পর্শকাতর একজন মানুষ, নিজের মর্জির বাইরে কিছু ঘটে গেলে নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর হয়ে ওঠে; সামান্য ছাড়ও দিতে জানে না তখন।

'তুমি একটা পাষণ্ড!' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল রোজা, অপমানিত বোধ করছে। 'আমি তোমাকে ঘৃণা করি!'

'উঁহুঁ, তুমি আমাকে ভালবাসো, রাণী!' আমুদে কণ্ঠে বলল সে। কথার চাবুক চালিয়ে মেয়েটিকে আহত করতে পেরেছে বলে সন্তুষ্ট বোধ করছে এখন, তৃপ্ত ও গর্বিত দেখাচ্ছে ব্লেযারকে। 'যদিও একটু আগে মনে হচ্ছিল আমার পিঠে একটা ছুরি বসিয়ে দিতে পারলে মহা আনন্দিত হতে। পার্থক্য এটাই, হানি, এমিলি পার্কারের মতো মেয়েদের মাথায় কিন্তু কখনোই এ ধরনের চিন্তা আসবে না।'

'নিকুচি করি এমিলি পার্কার আর তোমার!' ধৈর্য হারাল রোজা। 'যত যাই হোক, তোমাকে চুমো খাওয়ার আগে ভাইয়ের খুনের ঘটনা হজম করতে হবে ওকে!'

হো হো করে হেসে উঠল ব্লেযার। রোজাকে রাগিয়ে দিতে পেরে উৎফুল্ল বোধ করছে। 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা,' গম্ভীর স্বরে বলল কিং। 'লুসকে র‍্যাঞ্চ থেকে বহিষ্কার করে সার্কেল-বিও নিজ অবস্থান পরিষ্কার করে দিয়েছে। লুসের ব্যাপারে দায়িত্ব রইলো না

আমাদের। এরপরও পার্কার যদি ঘোঁট পাকায়, সেক্ষেত্রে পুরো দায় বুড়োরই থাকবে।’

হাসি মুখে হলেও শেষ কথাগুলো জোরের সঙ্গে বলল কিং, এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আবিষ্কার করতে ব্লেযারের চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি চালাল রোজা, কিন্তু কিছু পেল না; বরং সেখানে নির্ভেজাল আবেগ ও অনুরাগ দেখতে পেল। ঝড়-বৃষ্টির পর যেমন ঝলমলে সূর্যের আগমনে পৃথিবী হেসে ওঠে, তেমনি খোশ মেজাজে আছে ব্লেযার। বারের সঙ্গে হেলান দিয়ে ঝুঁকে এল সে, আবেগী স্বরে ফিসফিস করল:

‘সোনা, অযথাই ঝগড়া করছি আমরা! একেবারে অনুচিত এটা! তোমাকে আঘাত দেওয়ায় আমি আন্তরিক দুঃখিত, কিন্তু এতে তোমারই দোষ—ওই মায়াবী চোখজোড়া নিয়ে দুই পয়সার কোন কাউহ্যাণ্ডদের দিকে তোমার নজর দেওয়া ঠিক হয়নি।’

কিং ব্লেযারের কালবৈশাখীর মতো মতি-গতি সম্পর্কে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে রোজা—হুটহাট বদলে যায়, এই ঝড়-বৃষ্টি তো এই রোদ। উষ্ণ, আন্তরিক ও আবেগী কণ্ঠ, তোষামোদ, গাঢ় চোখের গভীরে থাকা আবেগ—অন্তত যতক্ষণ থাকে—একেবারে নির্ভেজাল। এসব ওর কাছে নতুন নয়, কিন্তু তবুও প্রভাবিত হলো। যত যাই হোক, ঈর্ষার দাস সব মেয়ে, রোজাও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে আত্মসম্মানটা বোধহয় সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

‘একটু আগেই বলেছ এমিলি পার্কার আমার চেয়েও সুন্দরী,’ গোমড়ামুখে বলল রোজা।

‘দূর! মন থেকে বলিনি কথাটা, বিশ্বাস করো!’ প্রতিবাদ করল কিং। ‘আমার মাথা গরম করে দিয়েছিলে তুমি। এমিলি দেখতে বেশ ভাল, কিন্তু গেঁয়ো আর সেকেলে। ওতে আমার রুচি নেই।’

‘রাজকন্যার সঙ্গে রাজ্য পেলেও নয়?’ টিটকারির সুরে জানতে চাইল রোজা।

'হ্যাঁ, তারপরও,' রুক্ষ স্বরে বলল কিং, সামান্য চটে গেছে। 'দেখো, মেয়ে, একটা কথা স্পষ্ট শুনে নাও: চাইলে যে-কোন সময় সি-পি র‍্যাঞ্চ পেতে পারি আমি, তাতে স্কার্ট বা অ্যাপ্রন সঙ্গে থাকুক বা না-থাকুক! বুঝেছ?'

আরও এক গ্লাস ড্রিঙ্ক গলায় ঢালল সে, পোকারে যোগ দিতে কয়েকজনের অনুরোধে পাত্তা না-দিয়ে বেরিয়ে গেল প্লাযা থেকে। পিছনে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে ওকে দেখল মেয়েলি চোখ জোড়া। ওই চোখের ভাষা যদি ঠিক পড়তে সক্ষম হতো কিং ব্লেযার, তা হলে নিজেকে নিয়ে এত সন্তুষ্ট থাকতে পারত না। এত নিশ্চিন্তও বোধ করত না।

প্লাযা সেলুন থেকে বেরিয়ে সরাসরি হোটেলে চলে এল জন ক্যালকিন। খোঁজ নিয়ে লুস ব্লেযারের কামরার নম্বর জেনে নিল। দোতলায় উঠে এল ও। খোলা দরজা দিয়ে দেখল বিরস মুখে দুই মাস আগের একটা পত্রিকা পড়ছে তরুণ।

'ওহ্, তোমাকে দেখে কী যে ভাল লাগছে!' জনকে দেখে উঠে দাঁড়াল লুস, চেহারায় রাজ্যের স্বস্তি। 'কোন খবর নিয়ে আসোনি বোধহয়?'

'ছোটখাট খবর, তবে আগে তোমারটা শুনি।'

'নতুন কিছু নয়, মানে তোমাকে বলবার মতো,' হতাশ স্বরে বলল লুস। 'পুরো এলাকা চষে ফেলেছি। তুমি যেমন বলেছ, ঠিক তেমনই ঘটেছে ঘটনা, অন্তত দেখে তাই মনে হচ্ছিল। শুরুতে দু'জন লোক গুলি চালাচ্ছিল জ্যাকের দিকে। একটু পর একজন ওর মনোযোগ ধরে রেখে অন্যজন চুপিসারে পিছনে গিয়ে জ্যাকের পিঠ ফুটো করেছে। কারও ট্র্যাক পাইনি, এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিল ওরা। তবে কয়েকটা পয়েন্ট থ্রি-এইট আর ফোর-ফোরের খোসা পেয়েছি, প্রথম যেখানে পাশাপাশি অবস্থায় জ্যাককে চেপে ধরেছিল ওরা।'

‘গতকাল বিকালে কোথায় ছিলে তুমি?’

‘শহরে।’

‘তোমার ঘোড়া ধূসর রঙের আর সামনের এক পায়ের একটা নাল ফাটা?’

‘রূপালি রঙ তো, ধূসরও বলা যায়। ওটাই আমার একমাত্র ঘোড়া। না, ফাটা নেই। গত সপ্তাহে ওগুলোর নাল বদলে দিয়েছে ওয়াকার।’

তারমানে চৌহদ্দিতে আরও একজন লোক আছে যে পেইণ্ট একটা ঘোড়ায় চড়ে, পয়েণ্ট থ্রি-এইট রাইফেল ব্যবহার করে এবং ঘোড়াটার সামনের পায়ের এক নাল ফাটা,’ বলল জন, তারপর জর্জ ডিঙ্গলারের উপর হামলার ঘটনা জানাল লুসকে।

‘চাইলে ঘোড়ার রঙ বদলে নেওয়া যায়,’ হতাশ কণ্ঠে বলল লুস। ‘ঘোড়ার নাল বদলানো আরও সহজ। সেক্ষেত্রে, একটাই উপায় এখন–ওই রাইফেলটা খুঁজে বের করতে হবে।’

‘ঘাবড়াও মাৎ, সেটাও করে ফেলব আমরা,’ তরুণকে আশ্বস্ত করল সি-পি ফোরম্যান।

আট

উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ছাড়াই একটা সপ্তাহ কেটে গেল। র‍্যাঞ্চ নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাল জন ক্যালকিন।

মাইক পার্কারকে পছন্দ হয়েছে ওর। সাচ্চা মানুষ। কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই মনে, যা ভাবে তা স্পষ্ট ও সামনাসামনি জানিয়ে

দেয়। সামান্য মেজাজী, কিন্তু মন ভাল। ছেলের মৃত্যুর পর থেকে মনমরা ও গম্ভীর থাকে, তবে জন জেনেছে এমনিতে হাসি-খুশি মানুষ পার্কার।

পাঞ্চারদেরও ভাল লেগেছে। সহজ-সরল, কিন্তু পরিশ্রমী ও কঠিন জীবনে অভ্যস্ত মানুষগুলো খুবই আন্তরিক, দায়িত্ববান এবং বিশ্বস্ত। ব্র্যাণ্ডের প্রতি আনুগত্যে এদের কোন খাদ নেই।

চট করে সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে জনের, যার মূলে রয়েছে ওর পুরানো বন্ধু বেন ব্লকার। বছর দুয়েক ধরে প্রায় নিভৃতে জীবন যাপন করছে সেগুণ্ডো। উইণ্ডিতে যায়নি কখনও। একে আইনকে নিজের চেহারা দেখাতে চায় না, উপরন্তু শহরে গেলে সার্কেল-বির তোপের মুখে পড়তে পারে বলে র‍্যাঞ্চে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছে সে।

পুরানো বন্ধুকে পেয়ে তাই রীতিমতো উল্লসিত সে। সি-পিতে জনের প্রথম দিন, নতুন ফোরম্যানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর্বে, পাঞ্চারদের সম্মিলিত বিশেষ আয়োজন ব্যর্থ হওয়ার পর তার দায় পুরোটাই বেনের ঘাড়ে বর্তেছিল; এ নিয়ে সহকর্মীদের ভ্রূকুটি আর তাচ্ছিল্যের শিকার হতে হয়েছে বেনকে। তবে দু'দিন না-যেতেই জনের সঙ্গে বেনের ঝালিয়ে ওঠা পুরানো সম্পর্ক আবিষ্কার করায় শেষপর্যন্ত বিশ্বাস করেছে পাঞ্চাররা। সি-পি আউটফিট এখন সুখী একটা পরিবার বললে অত্যুক্তি হবে না। ফোরম্যান, সেগুণ্ডো আর পাঞ্চারদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে, চমৎকার বোঝাপড়া রয়েছে পরস্পরের মধ্যে।

ইচ্ছে করে উইণ্ডিতে যাচ্ছে না জন। জানে শহরে গেলে কিং ব্লেযারের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে এবং দু'জনের মধ্যকার অঘোষিত শত্রুতার পরিণতিতে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্ম হতে পারে, এমনকী শোডাউন ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। প্রথম দেখায় ওকে অপছন্দ করেছে ব্লেযার এবং জন তার জাতশত্রুর সঙ্গে যোগ

দেওয়ায় পক্ষ নির্ধারিত হয়ে গেছে। এদিকে তার কারণেই এখানে এসেছে জন। স্পষ্ট ঘোষণা হয়নি বটে, কিন্তু দু'জনেই বুঝে গেছে তাবৎ শত্রুদের মধ্যে শেষপর্যন্ত পরস্পরের মুখোমুখি হতে হবে ওদের, অন্যরা স্রেফ নস্যি। নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত ওরাই মুখোমুখি হবে, শেষ বাধা হিসাবে পরস্পরকে রুখে দাঁড়াবে।

র‍্যাঞ্চে নানা কাজের ব্যস্ততা থাকলেও সর্বক্ষণ সতর্ক থাকছে জন, যেহেতু জানে শত্রুপক্ষ কোন কূটচাল দিতে পারে। সি-পির দেখ-ভাল করবার দায়িত্ব এখন ওর। তরুণ ছেলের মৃত্যুর চেয়ে বড় বিপর্যয় আর কিছু হতে পারে না পার্কারের জন্যে, জন চায় না এরপরও অন্য কোন ঝামেলা বা বিপদ ঘটুক র‍্যাঞ্চে।

লুস ব্লেযারের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে হয়েছিল জনের, কিন্তু আমল দেয়নি। ছেলেটা নিশ্চয়ই খুব নিঃসঙ্গ বোধ করছে, বিশেষ করে যেহেতু সার্কেল-বি থেকে বিতাড়িত হয়েছে এবং ভাইদের অবজ্ঞা আর অবহেলা পেয়ে যাচ্ছে শুধু; উপরন্তু, পুরো শহরবাসীর সন্দেহের তীর সারাক্ষণ খোঁচাবে ওকে—সবাই যেহেতু মনে করছে লুসই জ্যাক পার্কারের খুনি। মায়ের পেটের ভাইরা যেখানে স্বীকার করে নিয়েছে, অন্যরা লুসকে খুনি ভাববে এতে মোটেই বিস্ময়ের কিছু নেই।

নিঃসন্দেহে নরক গুলজার চলছে লুসের মনে। একটা মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে পারবার কথা নয়।

উইণ্ডিতে সহসা যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না জনের, কিন্তু এমিলি পার্কারের পরোক্ষ তাড়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

করালে দেখা হয়ে গেল মেয়েটির সঙ্গে, কোনরকম ভণিতা বা ভূমিকার মধ্যে গেল না এমিলি, সরাসরি প্রশ্ন করল: 'লুস ব্লেযার সম্পর্কে কিছু শুনেছ, মি. ক্যালকিন?'

যদ্দূর জানে খুলে বলল ও, শেষে যোগ করল: 'সম্ভবত কঠিন

সময় যাচ্ছে ওর, যেহেতু এখন পর্যন্ত কোন কিছু প্রমাণ হয়নি।'

'এটা খুবই অন্যায়!' ক্ষুব্ধ হয়েছে এমিলি। 'আশ্চর্য! মায়ের পেটের ভাইরা পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে! আসলে সবাই কাপুরুষ ওরা! ব্লেযার নামধারী মানুষগুলো বোধহয় আগাগোড়াই বদ–শুধু লুস ব্যতিক্রম।'

এমিলি পার্কার নিজেই এখন *বিস্ময়ের* খোরাক হয়ে গেছে। আরক্ত হয়ে গেছে মুখ, চোখজোড়া জ্বলছে অসন্তোষ আর ক্ষোভে; কণ্ঠে ব্লেযারদের প্রতি বিতৃষ্ণার গভীরে লুস ব্লেযারের প্রতি অস্পষ্ট সহানুভূতি ও দরদ ঢাকা পড়ে গেলেও উৎকণ্ঠা ঢেকে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে মেয়েটি।

র‍্যাঞ্চার-কন্যার প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ সন্দিগ্ধ করে তুলেছে জনকে, অজান্তে ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল, দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। এমি পার্কার ব্লেযারদের বিরুদ্ধে যতই বিষোদ্গার করুক বা লুসের প্রতি যতই সহানুভূতি দেখাক, অতটা উদারতা পাওয়ার যোগ্যতা লুসের আছে কি-না কে জানে। তবে প্রশ্নটা হজম করে ফেলল ও, বরং মৃদু স্বরে বলল: 'তুমি ঠিকই বলেছ, ম্যা'ম, গূঢ় কোন কারণে লুসের ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে দিয়েছে সার্কেল-বি। বিকালে শহরে যাব আমি, হয়তো লুসের সঙ্গে দেখাও হবে। খবর পেলে ফিরে এসে জানাব তোমাকে।'

কৃতজ্ঞতা ফুটল এমির চোখে। কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল, তারপর ঘুরে চলে গেল বাড়ির দিকে।

পিছন থেকে ছিপছিপে কাঠামোটার দিকে তাকিয়ে থাকল জন ক্যালকিন। ভুরু কুঁচকে গেছে ওর, চিন্তিত। 'এমন চমৎকার এক মেয়ে যার জন্যে এত চিন্তিত, তাকে ভাগ্যবান বলতেই হবে,' বিড়বিড় করল ও, মনে মনে হিসাব কষছে। যত ব্যতিক্রমী চরিত্র হোক, লুস ব্লেযার শত্রুপক্ষের লোক, তার প্রতি এমি পার্কারের উদ্বেগ বা সহানুভূতি কি অস্বাভাবিক এবং বাড়াবাড়ি নয়?

হয়তো।

তবে দুটো বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়েছে জন, প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। এমির বিরুদ্ধে কুৎসা শুনে ভয়ঙ্কর খেপে গিয়েছিল লুস, তিনজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেও দ্বিধা করেনি। একজন ব্লেযার হিসাবে যা একেবারে অস্বাভাবিক, এমনকী লুস তিন ভাইয়ের মধ্যে ব্যতিক্রমী হলেও। একই ঘটনা এমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুনিয়ার তাবৎ লোক যখন লুসকে জ্যাকের খুনি ভাবছে, তখন অভিসম্পাত করবার বদলে তাকে নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এমি পার্কার।

দু'জনের মধ্যে গোপন কিন্তু হৃদ্যতার সম্পর্ক থাকা এখন আর মোটেই অসম্ভব মনে হচ্ছে না।

সন্ধ্যার খানিক আগে উইণ্ডিতে পৌঁছাল জন। মূল রাস্তা ধরে কিছুদূর যেতে শোরগোল শুনতে পেল। "লাকি চান্স" সেলুনের সামনে বহু লোকের ভিড় জমে গেছে। মিনিট তিনেকের মধ্যে আসল ঘটনা জেনে গেল। রিচার্ড ভেইন নামে এক প্রসপেক্টর সারাদিনের কাজ শেষে শহরে ফিরে আসবার সময় ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছে। প্রায় হাজার ডলার মূল্যের সোনার গুঁড়ো তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে অচেনা এক অশ্বারোহী। উপত্যকার দক্ষিণ অংশে নিচু ঢালে রিচার্ডের ক্লেইম, শহর থেকে তিন মাইল দূরে। পাহাড়ী ট্রেইল ধরে প্রতিদিনই ফিরে আসে সে বাড়িতে, পাথুরে খানাখন্দে ভরা একটা জায়গা পেরোতে হয়। সেখানেই ঘটেছে ঘটনা।

'নিচু খাদ ধরে আসছিলাম যখন, আশপাশে অন্ধকার নামতে শুরু করেছিল। ওখানে তো বিকালেই অন্ধকার নেমে আসে।' ঘটনার ব্যাখ্যায় বলেছে রিচার্ড ভেইন। 'খাদ ধরে উঠে আসব, তখনই অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল হারামীটা। হঠাৎ সামনে একটা ছায়া দেখলাম, তারপর মাথায় বাজ পড়ল যেন। পরপরই অজ্ঞান

হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখি ক্যানিয়নের খটখটে তলায় পড়ে আছি, আমার ঘোড়াটা গায়ে গুঁতো মারছে। ঢুঁশ খেয়ে হুঁশ হলো।

'ক্যানিয়ন পাড়ি দিয়ে দেখি সূর্য প্রায় অস্ত যাচ্ছে। লাগাতার মাথা ব্যথা হচ্ছিল, যেন কুড়াল দিয়ে চাঁদি থেকে সব চুল ছেঁটে ফেলছে কেউ। কোমর হাতড়ে দেখি আমার মানিবেল্ট উধাও হয়ে গেছে।'

'কী জানো, রিচার্ডের মাথার আঘাতের চেয়ে মনের চোটটাই বেশি গুরুতর,' বৃত্তান্ত যার কাছ থেকে শুনেছে জন, মন্তব্য করল সেই লোক। 'সারাটা দিন অমানুষিক খেটেছে বেচারা! একদিনের জন্যে এক হাজার যথেষ্টরও বেশি কামাই। ভাগ্য এত ভাল যায় না কারও। তবে সোনার গুঁড়ো বা নগদ টাকা ফিরে পাওয়ার বেশ সম্ভাবনা আছে ওর।'

'তাই? ছিনতাইকারীকে দেখেছে ও?' জানতে চাইল জন।

'সম্ভবত,' জবাব এল। 'অল্প কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে অজ্ঞান হয়েছিল রিচার্ড। জ্ঞান ফিরে পেয়ে খুরের শব্দ শুনতে পেয়েছিল ও, দৌড়ে চলে যায় এক চাতালের উপর। ক্ষণিকের জন্যে দেখতে পেয়েছে ছিনতাইকারীকে–ধূসর রঙের একটা ঘোড়া তখন ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে যাচ্ছে। প্রায় মাইল খানেক দূরে ছিল লোকটা, কিন্তু রিচার্ড হলফ করে বলছে সে লুস ব্লেযার। যদিও চেহারা দেখেনি, তবে শারীরিক গঠন ও ঘোড়ার রঙ দেখে নিশ্চিত হয়েছে।'

'লোকটা কোথায় আছে, জানো?' সতর্কঘণ্টী বাজল জনের মনে। আরও একটা ষড়যন্ত্র, যাতে লুসকে ফাঁসানো যায়? তরুণ ব্লেযার যত খারাপই হোক, কারও কষ্টার্জিত টাকা ছিনতাই করবে বলে মনে হয়নি। বরং ওর সন্দেহ হচ্ছে এটা ধূসর রঙের ঘোড়া বিষয়ক তৃতীয় ঘটনা–লুস ব্লেযারকে দোষী সাব্যস্ত করবার হীন

ষড়যন্ত্র।

'মার্শালের সঙ্গে হোটেলে গেছে এইমাত্র।'

'ঘটনা তা হলে দেখতে হয়!' আগ্রহ ফুটল জনের কণ্ঠে।

হোটেলের পার্লারে লোক গিজগিজ করছে। সবার মধ্যমণি হয়ে বসে আছে মার্শাল জেরেমি সিস্টো, লুস ব্লেযার আর বেজার-মুখো মাঝবয়সী এক লোক। মুখ লাল হয়ে আছে তার, মাথায় ব্যাণ্ডেজ। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি তুলে একটু পর পর দেখছে লুসকে।

অভিযুক্ত তরুণের মুখ নিস্পৃহ দেখালেও শক্ত হয়ে গেছে দুই চোয়াল, একরোখা ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে অন্যদের দিকে। ক্ষোভ বা বিতৃষ্ণা নয়, বরং বিরক্তি ফুটে উঠেছে চাহনিতে। সামনে ছোট্ট টেবিলের উপর রাখা ওর সিক্সশ্যূটার, হরিণের চামড়ায় তৈরি ব্যাগ আর খুঁটিনাটি অন্যান্য জিনিস। দৃশ্যত, ইতোমধ্যে লুস ব্লেযারকে নিরস্ত্র করে সারা শরীর তল্লাশি করা হয়েছে।

'স্বীকার করছি যে বিকালে ওদিকেই ছিলাম,' কনুই চালিয়ে ভিড় ঠেলে যখন এগিয়ে যাচ্ছে জন, লুসের আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠ শুনতে পেল। 'কিন্তু ভেইন আমাকে না অন্য কাউকে দেখেছে বলতে পারব না।'

'ক্যানিয়নের ওদিকে কী করতে গেছ?' জানতে চাইল মার্শাল।

'নিজের চরকায় তেল দিচ্ছিলাম,' নির্বিকার মুখে জবাব দিল লুস।

'ওই ব্যাগের সোনার গুঁড়ো কোত্থেকে পেলে?' টেবিলের উপর রাখা ব্যাগের দিকে নির্দেশ করে জানতে চাইল সিস্টো।

'খেটে পেয়েছি। কয়েকদিন ধরে মাইনিং করছি আমি।'

'হ্যাঁ, খেটে পেয়েছ!' তীব্র ভর্ৎসনা করল মাইনার। 'আমার বেল্ট থেকে ওগুলো নিতে মাথায় বাড়ি মারতে হয়েছে, একে যদি খাটুনি বলো! নিশ্চয়ই তোমার ক্লেইমে–আদৌ যদি ওটা থেকে

থাকে—সবাইকে দেখানোর জন্যে একটা গর্ত খুঁড়ে রেখেছ?'

'আমার মনে হয় খুবই সহজ-সরল কেস এটা, লুস,' গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করল মার্শাল। 'অযথা প্যাঁচাল না-পেড়ে বরং ভালয় ভালয় বলে দাও সোনার গুঁড়োর বাকিটা কোথায় রেখেছ।'

'এখন পর্যন্ত এক বর্ণও মিথ্যে বলিনি,' সামান্য অধৈর্য শোনাল লুস ব্লেয়ারের কণ্ঠ। 'এ সোনার গুঁড়ো আমার! ভেইন কেন, কারও কাছ থেকেই কেড়ে নিইনি।'

'ভেবেছ তোমার মুখের কথা সবাই বিশ্বাস করবে?' মার্শালের কৌশলী প্রশ্ন। 'যদ্দূর মনে আছে তোমার মায়ের পেটের ভাইরাও এখন আর তোমাকে বিশ্বাস করে না। কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছে সার্কেল-বি থেকে।'

'সেটা ভিন্ন ব্যাপার,' রাগ ফুটে উঠল তরুণের চোখে, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। 'এসবের সঙ্গে সম্পর্ক নেই।'

'তোমাকে জেলে না-ঢুকিয়ে উপায় নেই। এমন কোন প্রমাণ নেই, যাতে তোমাকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখা যায়…চুরির মাল সহ প্রায় হাতে-নাতে ধরা পড়েছ।'

'চুরি না ডাকাতি!' মনে করিয়ে দিল ক্ষুব্ধ এক দর্শক। 'ভাগ্য ভাল যে রিচার্ডের মাথা ফাটিয়ে দেয়নি। সেটা করলে অবশ্য মজা দেখতে দাঁড়িয়ে থাকতাম না, এতক্ষণে ঠিক ঝুলিয়ে দিতাম একটা কটনউডে।'

'ঠিকই বলেছ,' সমর্থন করল অন্য একজন। 'খুন-খারাবি ওর কাছে নতুন কিছু নয়। সেদিন জ্যাক পার্কারকে জঘন্যভাবে পিছন থেকে খুন করল। ব্লেয়ার হলেই কি সব মাফ পাওয়া যায়?'

'এক মিনিট, মার্শাল,' ভিড়ের কিনারা থেকে তিনজনের ছোট্ট দলের কাছে চলে গেল জন। ভুরু কুঁচকে তাকাল মার্শাল, কিন্তু তাকে পাত্তা দিল না ও, বরং দ্রুত মাইনারের দিকে ফিরে জরুরি প্রশ্নটা করল: 'সারাদিন খেটে-খুটে যা পেয়েছ, সবই কি বেল্টে

নিয়েছিলে?'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল রিচার্ড ভেইন।

'পকেটে এক চিমটে বা সামান্য গুঁড়াও কি নেই?'

উঠে দাঁড়িয়ে পকেট হাতড়াল ভেইন, ট্রাউজারের বাম পকেট থেকে ছোট একটা চামড়ার থলে বের করে এগিয়ে দিল জনের দিকে। রোজকার খরচ জোগাতে কিছু গুঁড়ো আলাদা সরিয়ে রাখে সে, এটা তারই নমুনা। 'প্রতিদিনের খরচের জন্যে কিছু গুঁড়ো সব সময়ই সরিয়ে রাখবার অভ্যাস আমার,' ব্যাখ্যা করল সে, তারপর কুৎসিত দৃষ্টিতে তাকাল লুসের দিকে। 'এটা খুঁজে পাওনি, তাই না?'

'ঘটনা কী?' কর্তৃত্বের স্বরে জানতে চাইল মার্শাল। 'কী করতে চাও তুমি?'

'দেখে যাও, মার্শাল, দুই মিনিটের বেশি লাগবে না,' জানাল জন। 'অভিজ্ঞ ও বুড়ো মাইনারের কাছে একটা কথা শুনেছিলাম। জায়গা বা উৎস একই হলেও সোনার গুঁড়োর মধ্যে যথেষ্ট তফাত থাকতে পারে।' উৎসুক দর্শকদের দিকে ফিরল ও। 'এখানে এমন কেউ আছে যে শুনেছে বা জানে কথাটা?'

ষাটোর্ধ্ব, কুঁজো হয়ে পড়া এক লোক ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। মলিন, বহুল ব্যবহৃত পোশাক পরনে। মুখে অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে, বিশেষ করে চোখের কোণে; কিন্তু চোখ দুটো এখনও বেশ প্রাণবন্ত। উজ্জ্বল চাহনি সেখানে। তামাকের একটা দলা চিবুচ্ছে। চড়া ও সামান্য ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠে জনের কথায় সায় জানাল সে।

'বুঝতে পারছি এই যুবক আসলে কী বলতে চাইছে,' শেষে বলল সে। 'ওর ধারণা একটুও মিথ্যে নয়, মার্শাল। "উনপঞ্চাশ" সালের যে-কোন মাইনারকে জিজ্ঞেস করলেও একই কথা শুনতে পাবে। দুই ব্যাগের সোনার গুঁড়ো যদি এক না হয়, নির্দ্বিধায় বলা

যাবে রিচার্ডকে ছিনতাই করেনি লুস ব্লেযার। এ নিয়ে জীবন বাজি ধরতে পারো, জেরেমি। এবার দাও তো, পরীক্ষা করে দেখি।'

বেদান হয়ে গেছে মার্শালের মুখ, আইনের রক্ষক হিসাবে তারই এখানে কর্তৃত্ব করবার কথা, কিন্তু কার্যত পরিস্থিতি হাতের মুঠো থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে। লুস ব্লেযারকে এককরম দোষী সাব্যস্ত করে ফেলেছিল, অথচ সেটা এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। দুই ব্যাগের সোনার গুঁড়োয় যদি তফাত দেখা যায়, নির্দোষ বলে পার পেয়ে যাবে লুস…ওর কপালে জুটবে লোকজনের অবজ্ঞা–মার্শাল হিসাবে ওর ব্যর্থতা, বিচক্ষণতার অভাব প্রমাণিত হবে।

কিন্তু পরীক্ষা না-করিয়েও উপায় নেই। জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়া যাবে না।

দুই তা কাগজ আনা হলো। অখণ্ড নীরবতা সারা ঘরে, টুঁ শব্দ করছে না কেউ। দুই ব্যাগ থেকে আলাদা আলাদা কাগজে সামান্য সোনার গুঁড়ো ঢালল বুড়ো মাইনার, ঝুঁকে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখল দুই নমুনা। একটু পর চিমটি দিয়ে হাতে তুলে নিল গুঁড়ো, শীর্ণ ও জরাগ্রস্ত আঙুলের মাঝে পিষে পরখ করল।

মিনিট খানেক পর উঠে দাঁড়াল সে, ঝলমল করছে মুখ। 'উঁহুঁ, দুই ব্যাগের সোনার গুঁড়োর মধ্যে অনেক তফাত,' ঘোষণা করল অভিজ্ঞ মাইনার। 'সোনার গুঁড়ো আসলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা বিশেষ। রিচার্ডের দানা আকারে বড় ও গাঢ় রঙের। চাইলে তোমরাও পরীক্ষা করে দেখতে পারো, পার্থক্যটা যে-কেউ বুঝবে।'

হৈচৈ করে এগিয়ে এল দর্শকরা, সবাই দেখবে। কয়েকজন দুই নমুনা থেকে সোনার গুঁড়ো হাতে তুলে নিয়ে পরখ করল এবং বলা বাহুল্য কাউকে দেখে মনে হলো না বুড়ো মাইনারের সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ করবে। প্রায় সারা জীবন মাইনিং করেছে এ লোক, সোনা যেন আরাধ্য জিনিস এবং এ মুহূর্তে ঠিক সেভাবেই ঝলমলে ও দামি পাথুরে দানা ধরে রেখেছে সে।

এমনকী জেরেমি সিস্টোও চমৎকৃত হয়েছে, বুড়োর সিদ্ধান্তের সঙ্গে না-চাইলেও একাত্মতা প্রকাশ করতে বাধ্য। সোনা সম্পর্কে কী না জানে *ক্যালিফোর্নি?* বুড়ো যদি না জানে, তা হলে আদপে তা আবিষ্কৃত হয়নি এখনও। ভেবেছিল চোস্ত প্রমাণ পেয়েছে লুস ব্লেযারের বিরুদ্ধে, দক্ষ ও করিৎকর্মা টাউন মার্শাল হিসাবে গর্ব করবে—ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে আসামী ধরা পড়েছে!

কিন্তু কীসের কী!

'তো, লুস, মনে হচ্ছে অভিযুক্তের তালিকা থেকে তোমাকে বাদ দেওয়া যায়,' অনিচ্ছার সুরে ঘোষণা করল মার্শাল। 'যদিও একেবারে নিশ্চিত নই আমি। এমনও হতে পারে লুটের মাল অন্য কোথাও রেখে এসেছ, নিজের ক্লেইম থেকে তোলা সোনার গুঁড়ো সঙ্গে রেখেছ। কী জানো, অপরাধীরা সবসময়ই সেয়ানে হয়। ধুরন্ধর অপরাধী কত ল-ম্যানকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে! যাক্‌গে, তোমার উপর একটা চোখ রাখব আমি।'

বিতৃষ্ণার সঙ্গে মার্শালকে দেখল তরুণ। 'একটা নয়, দুটো চোখই রাখো,' টিটকারির সুরে বলল ও। তারপর নিজের ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিসপত্র পকেটে ভরে, পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে দ্রুত সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

একটু পর লুসের কামরায় উপস্থিত হলো জন ক্যালকিন।

দু'হাতে মুখ ঢেকে চেয়ারে বসে আছে লুস। দুই কাঁধ ঝুলে পড়েছে। স্পষ্টত, হতাশ ও বিভ্রান্ত সে; দ্রুত আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে।

'হতাশ হয়ো না, বয়,' বলল জন। 'একটা ষড়যন্ত্র তো ব্যর্থ করে দেওয়া গেছে।'

'তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম, জন,' আন্তরিক স্বরে বলল লুস। 'তুমি কি ভাবছ এটা ঘটনাচক্রে ঘটেনি, বরং আমার বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত?'

'আমার কাছে তাই মনে হচ্ছে। ভেইন কি তোমাকে দেখেছে, না অন্য কাউকে?'

'ঠিক বলতে পারব না। তবে ঘটনা যা শুনেছি, একই সময়ে উপত্যকার আরও ভিতরে ছিলাম আমি। শহরেও ফিরেছি ভিন্ন পথে, ভেইনের ক্লেইম এড়িয়ে। উপরন্তু ওরা যেমন বলছে, ঘোড়া দাবড়ে শহরে ঢুকিনি।'

'সেক্ষেত্রে ভেইনের আসল ছিনতাইকারী একটা ধূসর ঘোড়ায় চড়েছে এবং দারুণ এক চাল দিয়েছে—যথেষ্ট দূরে যাওয়ার পর রিচার্ড ভেইনের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে, যাতে দূর থেকে দেখে তার মনে হয় তোমাকেই দেখেছে। অনুমান করো তো, আসল লোকটা কে হতে পারে?'

'কিং...আমার ভাই,' তিক্ত স্বরে বলল লুস, মুখ বেজার হয়ে গেছে। 'ও নিজেই ঘোষণা করেছে যেভাবে পারে তল্লাট থেকে বিদায় করবে আমাকে। যা অবস্থা, ভুয়া অভিযোগে ফাঁসিতে ঝুলে পড়বার আগে এখান থেকে চলে যাওয়াই বোধহয় মঙ্গল! একজন বন্ধুও নেই আমার।'

'দু'জনের কথা জানি আমি,' স্মিত হেসে বলল জন।

বিব্রত দেখাল লুসকে। 'ওহ্! দুঃখিত, জন। তোমার কথা ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু দু'জনের কথা বললে যে?'

'এমনও মানুষ আছে শুধু এমিলি পার্কারের বন্ধুত্ব পেলে বর্তে যাবে,' বলল জন।

উজ্জ্বল হয়ে গেল লুসের মুখ। 'ও তা হলে এখনও বিশ্বাস রেখেছে আমার উপর?' অধীর কণ্ঠে জানতে চাইল তরুণ। 'কেমন আছে ও?'

'কিছুটা যে দুশ্চিন্তায় নেই তা বলব না,' অর্থপূর্ণ দৃষ্টি চালাল জন। 'এবং এর সবটা ওর নিজের জন্যে, তাও নয়। এমন ভাব করছ যেন তিন সাহেব নিয়ে তিন টেক্কার কাছে হেরে গেছ?

ঘাবড়াও মাৎ! দুঃসময় যাচ্ছে তোমার, পরিস্থিতি তোমার বিরুদ্ধে আছে এখন। কিন্তু এটা সাময়িক। এ নিয়ে অত দুঃখিত হওয়ার দরকার নেই। সময়ে সবই সামাল দিতে পারবে।'

দীর্ঘদেহী সি-পি ফোরম্যানের কণ্ঠে কী যেন ছিল, হতাশা আর উদ্বেগ ছাপিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠল লুস ব্লেযার, ক্ষীণ হয়ে আসা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলল। কেন চলে যাবে? প্রশ্নই আসে না! ব্লেযারদের এক হাত নেওয়ার আগে ওকে কেউ খেদাতে পারবে না এখান থেকে। দু'জন বন্ধু পাবে পাশে, সব বাধা অতিক্রম করতে এরচেয়ে বেশি লোকের দরকার হবে না ওর–বিশেষ করে জন ক্যালকিন যেহেতু আছে। মানুষটার চলাফেরার মধ্যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, সামর্থ্য আর দক্ষতা প্রকাশ পায়। নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়। এত ঠাণ্ডা মাথার বিচক্ষণ লোক কমই দেখেছে লুস।

'ঠিকই বলেছ, জন,' শেষে বলল ও। 'কোথাও যাব না আমি, বরং এখানেই থাকব এবং বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করব। ব্লেযার বা অন্যদের থোড়াই পরোয়া করি! আমি প্রমাণ করে ছাড়ব ওই জঘন্য নামটা আমার ক্ষেত্রে খাটে না।'

সূর্য উঠে গেছে কিছুক্ষণ আগে। ওল্ড স্টর্মির কোলে ঘুমন্ত বিস্তীর্ণ পর্বতশ্রেণীর নানা উপত্যকা, ভাঁজ এবং খানা-খন্দে জমে থাকা কুয়াশা ও ছায়াদের বিদায় করে দিয়েছে উদীয়মান সূর্যের বর্ণিল আলোকচ্ছটা। ঝকঝকে আকাশে এক ফোঁটা মেঘও নেই, বরং তাপদগ্ধ আরও একটা দিনের প্রতিশ্রুতি।

প্রেয়ারির ট্রেইল ধরে দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে এল অচেনা এক রাইডার, সি-পি র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে এসে ঘোড়া থামাল। বারান্দার এক কোণে কাপড়ের দোলনায় দোল খেতে থাকা সুন্দরী তরুণীকে দেখে যুগপৎ সন্তুষ্টি ও আনন্দ অনুভব করল সে। সমীহ

ফুটল চোখে।

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে এগিয়ে গেল আগন্তুক, মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে বো করল মেয়েটির উদ্দেশে।

চট করে দোলনা থেকে নেমে এসেছে তরুণী, প্রবল বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল আগন্তুককে। হ্যাট হাতে সময় নিয়ে, ধীরে ধীরে ওকে দেখল লোকটা, আপাদমস্তক। তার চোখে এমন কিছু ছিল যাতে অস্বস্তিতে পড়ে গেল তরুণী, ঘাড় ও মুখে গরম রক্তপ্রবাহ টের পেল।

'আরিব্বাপস, তুমি দেখছি যুবতী হয়ে গেছ, এমি!' আদুরে স্বরে বলল আগন্তুক। 'রীতিমতো ডানাকাটা পরী!'

'মিস্ পার্কার বলা উচিত, এটাও কি শিখিয়ে দিতে হবে?' তপ্ত স্বরে বলল এমিলি, লোকটার নির্লজ্জ দৃষ্টিতে বিব্রত বোধ করছে। 'নিশ্চয়ই আমার প্রশংসা করতে এতদূর ছুটে আসোনি?'

হেসে উঠল কিং ব্লেযার। 'যদি তাই করে থাকি, কেউ নিশ্চয়ই দোষ দেবে না আমাকে। গুণে গুণে কয়েক গণ্ডা অজুহাত দেখাতে পারব। কিন্তু তোমার কথা শুনে দুঃখ পেলাম, এমি, যদ্দূর মনে পড়ে স্কুলপড়ুয়া এমিলি পার্কারের মন জুড়ে ছিল এই হতভাগা কিং ব্লেযার।'

কথাটা সত্যি, যদিও এমিলির ধারণা ছিল কিং তা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না কখনও। বহু বছর আগে, এমিলি যখন কৈশোর পেরোচ্ছে, তরুণ কিং ব্লেযারকে দেখে ভাল লাগত ওর। দারুণ দক্ষ ঘোড়সওয়ার ছিল সে; সারাক্ষণ হাসি-খুশি থাকত, কৌতুক আর আমোদ ছাড়া যেন তার জীবনে কিছু ছিল না। দুই পরিবারে অন্তরঙ্গতা না-থাকলেও মনে মনে কিং ব্লেযারকে নিজের স্বপ্নপুরুষ ভাবত এমিলি। অল্প বয়সে যে-কোন মেয়ে অমন অদ্ভুত স্বপ্ন বুকে লালন করে এবং পরিণত বয়সে তা চলে যায়। এমিলির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কিং ব্লেযারের নানা কুকীর্তির খবর শুনে কৈশোরের

গণ্ডি পেরোনোর আগেই মোহভঙ্গ হয়েছিল এমিলির। বাইরে সদা হাস্যময় যুবকের ভিতরের চেহারা জেনে গিয়েছিল, সুদর্শন তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এক কথায় নীতিহীন মানুষ কিং। চরম স্বার্থপর। এমনকী একটু আগেও, আয়েশী ভঙ্গিতে স্যাড়লে বসে প্রাণভরে ওর সৌন্দর্য দেখে নিচ্ছিল সে, তার চোখে সমীহ আর আবেগের দ্বৈরথ দেখতে পেয়েছে, অস্বীকার করবে না ভালও লাগছিল–কিং-এর চোখ নির্লজ্জ হয়ে ওঠা পর্যন্ত, কিন্তু ছন্দ কেটে যেতে দেরি হয়নি। মুহূর্তে সজাগ হয়ে গেছে এমিলি, বুঝে গেছে মাঝখানে এক দশক কেটে গেলেও কিং ব্লেযারকে যেমন চিনত, তেমনই রয়ে গেছে সে।

'এখনও শুনবার অপেক্ষায় আছি কেন তুমি এখানে এসেছ, মি. ব্লেযার!' শীতল কণ্ঠে মনে করিয়ে দিল এমিলি।

'ধেত্তেরি, এমি, বরফের বাক্স থেকে বেরিয়ে এসো তো!' হেসে উঠল সে, কিন্তু বিখ্যাত মেয়ে-পটানো হাসিতেও যখন কাজ হলো না, শ্রাগ করল। 'আচ্ছা, ঠিক আছে, বলছি। তোমার বাবা কি ধারে-কাছে আছে? ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'সত্যি?' বাঁকা সুরে জানতে চাইল এমিলি। 'তোমার কি মনে হয়নি যে বাবা তোমার সঙ্গে দেখা না-ও করতে পারে?'

আপনমনে হাসল কিং। *সৌন্দর্য, বুদ্ধি আর প্রাণশক্তি...সবই আছে,* ভাবল সে, *ঠিক জিনিসই বাছাই করেছ, লুস, কিন্তু ভবিষ্যতে দেখা যাবে আদপে ওগুলো তোমার কতটা কাজে আসে।*

'দয়া করে ওকে আমার কথা বলো, মিস্ পার্কার,' মুখে বলল কিং। 'ঘটে যদি সামান্যও শুভবুদ্ধি থাকে, আমার সঙ্গে দেখা করবে ও।'

কী ঘটবে যেন নিশ্চিত জানে, স্যাডল ছাড়ল কিং, লাগাম ঝুলতে থাকল মাটিতে। ঘোড়াকে রেখে বারান্দায় উঠে এল। এক

কোণে চেয়ার-টেবিল রয়েছে। একটা চেয়ার দখল করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল সে।

বাবাকে খুঁজতে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল এমিলি।

একটু পর একাই উপস্থিত হলো র‍্যাঞ্চ মালিক। দেখল জুত হয়ে বসা অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি সিগারেট ফুঁকবার ফাঁকে ফাঁকে বিস্তীর্ণ প্রেয়ারিতে চোখ বুলাচ্ছে।

'সুপ্রভাত, পার্কার,' শুভেচ্ছা জানাল কিং। 'স্বীকার করতেই হবে, এখান থেকে দারুণ লাগে তোমার র‍্যাঞ্চটা।'

'কে জানে, হয়তো মনে মনে দখল নেওয়ার খায়েশ চেপেছে তোমার মাথায়,' গম্ভীর স্বরে বলল মাইক পার্কার। 'কেন এলে আমার গরীবখানায়, বলে ধন্য করো।'

কিং উত্তরে কিছু বলবার আগেই ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল দু'জন। মিনিট খানেক পর পৌঁছে গেল রাইডার। মার্শাল জেরেমি সিস্টো। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে। বারান্দার সামনে পৌঁছে স্যাডল ছাড়ল সে, দু'জনের উদ্দেশে ছোট্ট করে নড করল।

'আমার গরীবখানায় দেখছি বড় বড় হাতির পা পড়ছে, জানি না কী দিন শুরু হলো!' টিটকারির সুরে মন্তব্য করল পার্কার। 'তুমি কোন্ খায়েশে এসেছ, সিস্টো?'

'শুনলাম ব্লেয়ার এদিকে এসেছে,' জবাব দিল ল-ম্যান। 'তাই আমিও এসে পড়লাম।'

'আমাদের কোন্ জনকে নিরাপত্তা দিতে এসেছ?' র‍্যাঞ্চারের তির্যক প্রশ্ন।

'গোলমাল ঠেকানো আমার কাজ।'

'কষ্ট করে না-এলেও পারতে, জেরেমি,' সহজ কণ্ঠে ঘোষণা করল ব্লেয়ার। 'গোলমাল হবে না এখানে, অন্তত আমার পক্ষ থেকে। তবে এসেই যখন পড়েছ, পার্কারকে কী বলছি সেটা

তুমিও জানলে মন্দ হবে না।'

'বলে ফেলো,' তাগাদা দিল র‍্যাঞ্চার।

'কী জানো, আমি শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছি, পার্কার,' বলল কিং। 'চৌহদ্দির সবচেয়ে বড় দুটো র‍্যাঞ্চের মালিক আমরা। নিজেদের মধ্যে যদি লড়াই করতেই থাকি, তা হলে বেসিনের সব লোকই ভুক্তভোগী হবে। কোন না কোনভাবে এর প্রভাব পড়বে সবার মধ্যে। সেক্ষেত্রে এ লড়াইয়ের আদৌ কি যৌক্তিকতা বা মূল্য আছে?'

থমথমে হয়ে গেছে মাইক পার্কারের মুখ। 'আমার ছেলে ওখানে শুয়ে আছে,' হাত তুলে উপত্যকা দেখিয়ে দিল সে। 'খুন হয়েছে ব্লেযার নামের এক কাপুরুষের হাতে।'

'সেটা এখনও প্রমাণ হয়নি,' আপসের সুরে বলল কিং। 'এবং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ না-করা পর্যন্ত লুসের জন্যে সার্কেল-বির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এতে নিশ্চয়ই আমাদের সদিচ্ছা প্রমাণিত হয়?'

'তাই? কিন্তু সেদিন লাকি চান্সে দারুণ একটা কাজ সেরেছে বলে লুসের প্রশংসা করল যে কার্ল?'

'কার্ল তখন বেহেড মাতাল ছিল,' সাফাই গাইল কিং, তারপর অর্থপূর্ণ স্বরে যোগ করল: 'তা ছাড়া, বাবার কথাও ওর খুব মনে পড়ছিল।'

'বাজে কথা! তোমার বাবার মৃত্যুর পিছনে সি-পির কোন হাত নেই!' তপ্ত স্বরে ঘোষণা করল পার্কার।

'একই কথা তো জ্যাকের ক্ষেত্রে বলতে পারি আমি!' অধৈর্য শোনাল কিং-এর কণ্ঠ, অস্থিরভাবে নড়েচড়ে বসল চেয়ারে। 'লুস যদি তোমার ছেলেকে ঘায়েল করে থাকে, সেটা একান্তই ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে ফেলেছে। ব্যস! সার্কেল-বির বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ আছে তোমার?'

'কারও পিঠে গুলি করে ব্যক্তিগত দেনা-পাওনা চুকিয়ে নেওয়া বৈধ হলো কবে থেকে?' তপ্ত স্বরে জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার, নির্জলা রাগ ও বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে তার চোখে। 'গায়ের জোরে দুনিয়ার সব নিয়ম-কানুন পাল্টে দেবে নাকি, ব্লেযার? পৃথিবীর এমন কোন জায়গা নেই যেখানে পিছন থেকে গুলি করাকে ঘৃণার চোখে দেখা হয় না! এটা দেনা-পাওনা চুকিয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয়, বরং স্রেফ ঠাণ্ডা মাথায় খুন! সামনে এসে দাঁড়ানোর হিম্মত ছিল না বলে পিঠে গুলি করেছে। এ কাজ শুধু জঘন্য কাপুরুষের পক্ষে সম্ভব।

'সাহসে কুলোয়নি বলে পিঠে গুলি করেছে খুনি, কিন্তু তুমি কোন্ স্বার্থে তার কাপুরুষত্বকে বৈধতা দিতে চাইছ? আমার তো মনে হয় তুমি ওই খুনির চেয়েও জঘন্য আর বিবেকহীন!'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল কিং ব্লেযার। মুখ শক্ত হয়ে গেছে তার, দুই চোখে আগুন। 'দেখো, পার্কার, ভেবো না তোমার এখানে এসেছি বলে যা-তা বলে পার পেয়ে যাবে! সবারই সহ্যের একটা সীমা আছে, আর...'

'জানি কী বলবে,' ব্লেযারের মুখের কথা কেড়ে নিল র‍্যাঞ্চার। 'ধৈর্য বা সহ্যশক্তি, ওই জিনিস ব্লেযারদেরই সবচেয়ে কম, এই তো?'

বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিং, দাঁতে দাঁত পিষছে। পিস্তলের বাঁটে চলে গেছে হাত। নিজেকে বহু কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করছে।

বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি। যে-কোন মুহূর্তে ধৈর্য হারাতে পারে ক্ষিপ্ত দুই র‍্যাঞ্চার, শোডাউন ঘটে গেলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। শঙ্কিত দৃষ্টিতে দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে মার্শাল সিস্টো, মিনমিনে স্বরে দু'জনকে শান্ত করবার প্রয়াস চালিয়েছে সে, কিন্তু যথেষ্ট আয়াস ছিল না তাতে, দুই র‍্যাঞ্চারও পাত্তা দেয়নি। অগত্যা ক্ষান্ত হয়েছে সে। দুই একরোখা প্রতিবেশী যদি

বেপরোয়া হয়ে ওঠে, ওর কী করবার আছে?

ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির ভিতর থেকে বারান্দায় পা রাখল জন ক্যালকিন। পোর্চ পেরিয়ে নেমে যাচ্ছিল সে, কিন্তু মালিকের সঙ্গে দুই অতিথিকে দেখে থেমে গেল। এগিয়ে এল কফি-টেবিলের দিকে।

নতুন ফোরম্যানকে দু'জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মাইক পার্কার।

ভুরু কোঁচকাল কিং ব্লেযার। 'তোমাকে যখন কাজের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, বলোনি যে আগেই এখানে কাজ নিয়ে বসে আছ,' স্পষ্ট অসন্তোষ ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে।

'বলতে বাধ্য ছিলাম আমি, না বলা উচিত ছিল?' নিস্পৃহ কণ্ঠে পাল্টা জানতে চাইল জন।

'রেঞ্জে পাওয়া কয়েকটা গরুর ব্যাপারে সকালে আমাকে কী যেন বলেছ, ক্যালকিন?' মনে করিয়ে দিল পার্কার।

মার্কায় কারসাজি করে রেঞ্জের একটা জায়গায় গরু লুকিয়ে রাখবার ঘটনা খুলে বলল জন। পুরোটা শুনবার পর খেপে গেল কিং ব্লেযার। জনের আগমনে উত্তপ্ত পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এসেছিল, এবার যেন আগুনে ঘি পড়ল।

'তোমাদের গরু রাসলিঙের অভিযোগ করছ আমার বিরুদ্ধে?' টানটান স্বরে জানতে চাইল কিং, খুনে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জনের দিকে। 'কেন মনে হলো ওই জঘন্য কাজটা আমরা করেছি?'

'ঘটনাটাকে দু'ভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে,' শান্ত কণ্ঠে ব্যাখ্যা করল জন, ব্লেযারের উষ্মা বা রাগকে মোটেই আমলে নিল না। 'এখনও কাঁচা মার্কা রয়েছে গরুর গায়ে, কিন্তু মার্কা শুকিয়ে যাওয়ার পর তোমার পালে ঢুকিয়ে নিলে সবক'টা সার্কেল-বির হয়ে যাবে, কিংবা যেখানে আছে সেখানেই যদি থাকে এবং পরে

খুঁজে পাওয়া যায়, তা হলে সেটা আমাদেরকেই চোর সাব্যস্ত করবে নির্ঘাত–সবাই এক বাক্যে রায় ঘোষণা করবে সার্কেল-বির রেঞ্জ থেকে ওগুলোকে সরিয়ে এনে লুকিয়ে রেখেছি আমরা। স্পষ্ট হলো? চাইলে দু'ভাবেই সার্কেল-বির পক্ষে কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে এক জায়গায়...একটু আগে-ভাগে গরুগুলো আবিষ্কার করে ফেলেছি আমরা।'

'বাহ্, দারুণ ব্যাখ্যা দিয়েছ তো!' তাচ্ছিল্য কিং ব্লেযারের কণ্ঠে। মার্শালের দিকে ফিরল সে। 'বুঝেছ, জেরেমি, আসল ঘটনা বুঝতে আর বাকি নেই আমার। জঘন্য ষড়যন্ত্র এটা! সার্কেল-বির পিঠে রাসলারের ছাপ্পড় মারতে চাইছে ওরা!'

'ঠিকই বলেছ,' সঙ্গে সঙ্গে একমত হলো সিস্টো।

'দেখো, পার্কার,' কিছুটা শান্ত দেখাল কিংকে। 'এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম শুনলাম। যেই করুক, সন্দেহ নেই চোস্ত এক চাল চেলেছে। যেহেতু গরুর পায়ে সার্কেল-বির মার্কা রয়েছে, কথা দিচ্ছি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটা দেখব। আমার কোন লোক যদি এতে জড়িত থাকে, কথা দিচ্ছি, সে যেই হোক, তাকে তোমার হাতে তুলে দেব। আমার ভাইদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হবে না। এরচেয়ে ন্যায্য প্রস্তাব আর হতে পারে বলে মনে করি না আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল মার্শাল।

'আমার মনে হয় অযথা কামড়া-কামড়ি করছি আমরা। শত্রুতা বা রেষারেষি আর না-চলাই ভাল,' খেই ধরল কিং। 'আজ থেকে নতুনভাবে শুরু করব আমরা। সহযোগিতা আর সৌহার্দ্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি। এসো, হাত মেলাই।'

শক্ত হয়ে গেছে পার্কারের চোয়াল, চোখে শীতল চাহনি। 'কোন ব্লেযারের সঙ্গে হাত মেলানোর চেয়ে বরং র‍্যাটলারের সঙ্গে মেলাব আমি,' কর্কশ স্বরে ঘোষণা করল সে। 'গলায় একটা দড়ি

পেঁচিয়ে আমার ছেলের খুনিকে ধরে আনো, তখন হয়তো তোমার প্রস্তাবটা বিবেচনা করব।'

শ্রাগ করে মার্শালের দিকে তাকাল কিং।

সারাক্ষণ ব্লেযারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে জন, তার প্রতিটি নড়াচড়া, মুখোভাব বা চাহনিতে ভাবের নানা পরিবর্তন–কোনটাই ওর দৃষ্টি এড়ায়নি। হলফ করে বলতে পারবে, এ মুহূর্তে ব্লেযারের চোখে চাপা সন্তুষ্টি দেখতে পাচ্ছে, যেন সে জানত দুই র‍্যাঞ্চারের আলাপের পরিণতি ঠিক এমনটাই ঘটবে–সমঝোতা বা সন্ধি দূরে থাক, বরং পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটবে আরও, নিজেদের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস গাঢ় হবে। যদিও অসহায় ভঙ্গির ভান করে দুই কাঁধ উঁচু করল ব্লেযার, আদপে তার মনের ভাবনা ভিন্ন। ভাব করছে যেন খুবই হতাশ হয়েছে, উদার মনে সহযোগিতা ও সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল, কিন্তু মাইক পার্কারের জেদ ও গোয়ার্তুমির জন্যে সম্ভব হয়নি। নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থেকে গেল, কেউ বলতে পারবে না চেষ্টা চালায়নি সে।

'সব শুনেছ তো, জেরেমি?' সামান্য হতাশা ছুঁয়েছে ব্লেযারের কণ্ঠ। 'তুমি উপস্থিত থাকায় ভালই হয়েছে, সব দেখলে নিজের চোখে। বলতে পারবে শান্তি স্থাপনের জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু বোকাটার একগুঁয়েমির জন্যে সম্ভব হয়নি। আসলে ও লড়াই চায়। খোদা জানেন, কোনটাতেই আপত্তি নেই আমার! সার্কেল-বি যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, এবার হাড়ে হাড়ে টের পাবে ও!'

ব্লেযারের তেতে ওঠা কণ্ঠে তার মনের গোপন ইচ্ছে প্রকাশিত হয়ে পড়ল–শুধু প্রবল তাচ্ছিল্য নয়, বরং প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ আর আক্রোশও প্রকাশ পেল–মেকী খোলস ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে আসল চেহারা।

পার্কারও উঠে দাঁড়িয়েছে, পিস্তলের বাঁটের কাছাকাছি তারও

হাত। পাল্টা অবজ্ঞার সুরে বলল, 'ধাপ্পা দিয়ে আমাকে ঠকাতে পারবে না, ব্লেযার। তুমি যা বলেছ, হয়তো বোকাই আমি, কিন্তু অন্ধ নই। ভাইকে প্ররোচিত করে আমার ছেলেকে খুন করিয়েছ তুমি, তারপর তাকে দূরে সরিয়ে দায়টা ভাইয়ের ঘাড়ে চাপতে দিয়েছ। আমার গরুর গায়ে ছাপ্পড় বসিয়ে আমারই রেঞ্জে রেখে দিয়েছ, যাতে ওগুলো খুঁজে পেয়ে গোলমাল শুরু করি। সবশেষে এখানে এসেছ ভুয়া শান্তির বার্তা নিয়ে! অথচ তুমি ভাল করেই জানো ওসব আমি কানে তুলব না। বাচ্চাছেলেও বুঝবে ওটা স্রেফ ধাপ্পাবাজি! আসলে শহর ও বেসিনের লোকজনকে বোঝাতে চাইছ তুমি খুব উদারমনা মানুষ, শান্তি চাও। স্রেফ আমার কারণে সমস্ত গোলমাল হচ্ছে।'

'দেখো, পার্কার…' প্রতিবাদ করতে গেল মার্শাল।

'তুমি মুখ বন্ধ রাখো!' তীক্ষ্ণ স্বরে তাকে থামিয়ে দিল বুড়ো র‍্যাঞ্চার; তারপর ব্লেযারের দিকে ফিরল। 'জলদি আমার র‍্যাঞ্চ থেকে বিদায় হও, আর তোমার পোষা কুকুরটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও!'

জন দেখল রাগে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ব্লেযারের মুখ, চোখে খুনে দৃষ্টি। পিস্তলের বাঁটে হাত নিশপিশ করছে তার, মনে তীব্র আবেগ আর অদম্য ইচ্ছে—অস্ত্র বের করে এক গুলিতে পার্কারকে ফেলে দিতে উদ্গ্রীব। ইচ্ছেটা প্রাণপণে দমিয়ে রাখল সে। তখনই জন উপলব্ধি করল স্রেফ ওর উপস্থিতির কারণে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে কিং ব্লেযার। প্রবল বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা আর আক্রোশের সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত যুঝল সে, তারপর কুৎসিত স্বরে বিস্ফোরিত হলো: 'এবার তুমি জিতলে, পার্কার, কিন্তু মনে রেখো আমারও সময় আসবে। এবং তখন তোমার র‍্যাঞ্চ, তোমার মেয়ে…সবই আমার হবে! দুই গানম্যানকে নিয়েও ঠেকাতে পারবে না!'

জনের দিকে একবার শীতল দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বারান্দা থেকে

নেমে গেল সে, হনহন করে ঘোড়ার কাছে চলে গেল, তারপর স্যাডলে চেপে তুফান বেগে ট্রেইলে ছুটিয়ে দিল ঘোড়াটাকে।

বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল। কিছু বলতে মুখ খুলল সে, কিন্তু নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে বাতাসে এক হাত নেড়ে তাকে বাতিল করে দিল র‍্যাঞ্চার।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন?' ঘৃণা প্রকাশ পেল পার্কারের কণ্ঠে। 'তোমার মনিব শিস বাজাবে যে-কোন সময়!'

বিব্রত মুখে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল সিস্টো, তারপর নীরবে অপমান হজম করে নিল। দ্রুত নেমে গেল সে, ঘোড়ায় চড়ে কিং ব্লেযারকে অনুসরণ করল।

দুই ধাড়ি শয়তানের কাঠামো দূরে চলে যেতে ফোরম্যানের দিকে ফিরল মাইক পার্কার, ধপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। উত্তেজনা কাটেনি এখনও, মুখ লালচে দেখাচ্ছে, চাহনি অস্থির। 'কী বুঝলে, জন?' জানতে চাইল সে।

'নিজের অবস্থান পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছ তুমি,' জবাব এল। 'ওরাও জেনে গেছে ওদের কী চোখে দেখো। আমার মতে ঠিক কাজটাই করেছ। র‍্যাটলারকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু ব্লেযার বা সিস্টো...দু'জনের কাউকে বিশ্বাস করলে ঠকতে হবে। মার্কামারা ওই গরুগুলোর ব্যাপারে এখনও ভাবছি আমি, যদিও মনে হচ্ছে এসবের সঙ্গে ব্লেযারের সম্পর্ক নেই। এটা অবশ্য আমার নিজস্ব ধারণা।'

অবিশ্বাসের হাসি ফুটল পার্কারের ঠোঁটে। 'নতুন এসেছ তো, তাই ব্লেযারদের সম্পর্কে জানো না। একটা কথা শুনে নাও। এই বেসিনে যত অপকর্ম ঘটে, ধরে নাও বেশিরভাগের মূলে ব্লেযাররা রয়েছে। এটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। যাক্‌গে, ওদের সম্পর্কে আমার মনোভাব জেনে গেছে ওরা। তুমি এখানে না-থাকলে কিং নিশ্চয়ই ড্র করত।'

স্মিত হাসল জন। 'আজকের ঘটনা ভুলে যাবে না ও।'

'কী মনে হয়, এবার কী করবে ওরা?'

'কিং দুই গানম্যানের কথা বলেছিল না? আমার তো মনে হয় আগে ওই দু'জনের গতি করবে।'

দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল র‍্যাঞ্চারের কপালে। 'যা পরিস্থিতি, এটা সাধারণ কোন ফোরম্যানের কাজ নয়, জন, তোমাকে এসবের মধ্যে জড়ানোর অধিকার নেই আমার। চাইলে তুমি চাকরির প্রস্তাবটা পুনর্বিবেচনা করতে পারো, আমি একটুও...'

'উঁহুঁ, পুনর্বিবেচনা করবার কিছু নেই,' বাধা দিল জন। 'সব জেনেই এখানে এসেছি আমি। একটা কাজ যখন শুরু করি সেটার শেষ না-দেখে আমি থামি না।'

এবার স্বস্তি ফুটল পার্কারের মুখে, হাসল সে। 'ধন্যবাদ, জন!' বিড়বিড় করে অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। সার্কেল-বির বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেছে, ভাবছে পার্কার, এ যুদ্ধের কাণ্ডারি হবে দীর্ঘদেহী এ যুবক, যার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা নেই, অথচ দুনিয়ার আস্থা ও ভরসা রেখেছে তার উপর।

নয়

সেদিন সন্ধ্যায় সার্কেল-বির প্রকাণ্ড লিভিংরুমে আলোচনায় বসল চারজন লোক। কিং ব্লেযার এবং ওর দুই ভাই কার্ল ও শেন, আর চতুর্থ লোকটা আউটফিটের এক সদস্য।

লোকটার নাম হুইটি। মানুষটা এমন, যেখানেই থাকুক, সবার

দৃষ্টি কেড়ে নেবে। শারীরিক বা আচরণগত...আকৃষ্ট করবার মতো বিস্তর বৈশিষ্ট্য রয়েছে ওর। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বয়স। ক্ষীণদেহী, প্রায় লিকলিকে কাঠামো। অবিশ্বাস্য ফর্সা ত্বক, দক্ষিণ-পশ্চিমের তীব্র খরতাপও ওর চামড়ার রঙ মলিন করতে পারেনি; নিপাট ক্ষৌরি করা মুখ যেন কাগজের মতো সাদা। এতে সৌন্দর্য যদি কিছু থাকেও, সেটা মানুষের মনে ভয় বা অস্বস্তি ধরিয়ে দেয়–গা ঘিনঘিনে অনুভূতি তৈরি করে। অস্বাস্থ্যকর ও অসুস্থ মনে হয়। মৃতপ্রায় মুখের আদলে বসানো নীল দুটো চোখ–যেন পালিশ করা পাথর–নির্জীব, অভিব্যক্তিহীন এবং নিষ্প্রাণ। সাপের মতো শীতল ও নিষ্পলক চাহনি। সবাই ওকে ডাকে "হুইটি" বলে। আজ পর্যন্ত কেউ কখনও ওর মুখে হাসি দেখেনি, যেন মার্বেলের তৈরি, নির্লিপ্ত থাকে সবসময়। জোড়া পিস্তল ঝোলায় ও, শীর্ণ ও নখরের মতো সরু আঙুলগুলো পিস্তলের বাঁট থেকে দূরে থাকে না বললে চলে।

'সকালে মাইক পার্কারের সঙ্গে আলাপ হলো, বয়েজ,' প্রসন্ন স্বরে বলল কিং ব্লেযার। 'যা অনুমান করেছিলাম–সামান্য ছাড়ও দিতে রাজি নয় সে, লড়াইয়ের জন্যে মুখিয়ে আছে। কোন যুক্তি মানতে রাজি নয়।' থেমে হাসল কিং। 'পিছলা ছিল ওখানে, স্রেফ ঘটনাচক্রে উপস্থিত হয়েছিল অবশ্য। সেক্ষেত্রে শহরের লোকজন নিয়ে ভাবতে হবে না, পিছলাই আমাদের সাক্ষাতের বৃত্তান্ত পুরো শহরে চাউর করে দেবে। জনমত আমাদের পক্ষেই থাকবে। তাই আশা করছি নির্দ্বিধায় এগোতে পারব আমরা।'

'জ্যাক পার্কার যেহেতু নেই, মনে হয় না কাজ সারতে কঠিন হবে,' যোগ করল কার্ল ব্লেযার।

'যদ্দূর মনে হচ্ছে একজনকে আমল না-দিয়ে উপায় নেই,' আবার বলল কিং। 'জোড়া পিস্তলঅলা ওই ক্যালকিনকে র‍্যামরড বানিয়েছে পার্কার। শক্তপাল্লা। ওকে সামাল দিতে বেগ পেতে

হবে বেশ।'

'কয়েকজনে মিলে চেপে ধরলে সুবিধা করতে পারবে না,' বলল শেন ব্লেয়ার।

'বেশ কয়েকবারই চেষ্টা চালিয়েছি আমি, কিন্তু পার্কারের বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারিনি,' বলল বড় ভাই। 'আর এখন তো ওই ক্যালকিন ছোঁড়া এসে জুটেছে। ওকে হালকাভাবে দেখবার উপায় নেই। দুই দু'বার লুসকে গ্যাঁড়াকল থেকে বের করে নিয়ে গেছে। সে না-থাকলে ঠিকই হাঁদাটাকে আজীবনের জন্যে মুঠোয় পেয়ে যেতাম আমরা। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে: পার্কারের রেঞ্জে বেশ কিছু গরু খুঁজে পেয়েছে ক্যালকিন যেগুলোর গায়ে আসল সি-পি মার্কার উপর সার্কেল-বি ছাপ্পড় মারা হয়েছে। তোমরা কেউ এ ব্যাপারে কিছু জানো?'

মাথা নাড়ল সবাই।

'অদ্ভুত ব্যাপার,' মন্তব্য কবল কার্ল। 'নির্দেশ ছাড়া আমাদের ছেলেরা এ কাজ করবে না। তা ছাড়া, মার্কা পাল্টে গিয়ে সার্কেল-বি হয়ে গেলে পার্কারের রেঞ্জে কেন গরুগুলো রাখবে?'

'এ ব্যাপারে খোঁজখবর করতে হবে, তবে অস্থির হওয়ার দরকার নেই,' সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল কিং। 'এখন বরং সবচেয়ে জরুরি কাজ হচ্ছে ক্যালকিনকে সামাল দেওয়া।'

'কাজটা আমার উপর ছেড়ে দাও,' বলল হুইটি।

শীতল, নির্লিপ্ত কণ্ঠটা নিষ্ঠুর ও প্রায় মানবিক অনুভূতিশূন্য ব্লেয়ারদেরও শিহরিত করল। হুইটি সম্পর্কে জানে ওরা। ভয়ঙ্কর পেশাদার এক জাত খুনি। স্রেফ আনন্দের জন্যে মানুষ খুন করে; বুট দিয়ে পিষে একটা পোকা বা পিঁপড়াকে মেরে ফেলা আর মানুষ খুনের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখে না ও। বিবেক বলে কিছু নেই। টাকাই ওর কাছে বিবেক। হুইটির বিশ্বস্ততা, আনুগত্য বা নিষ্ঠা...সবকিছুর নিয়ামক আর্থিক প্রাপ্তি, যে বেশি দিতে পারে

সে-ই হুইটির আনুগত্য অর্জন করে।

'ক্যালকিন দুটো পিস্তল ঝোলায়,' জানাল কিং। 'ওর হাত কেমন আদপে জানা নেই কারও।'

'ড্রতে যদি আমাকে হারাতে পারে সে,' নির্বিকার মুখে বলল হুইটি, মোটেই আমল দিচ্ছে না। 'তা হলে বলতেই হবে সেয়ানে লোক সে। আজ পর্যন্ত বারোজন সেই চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।'

'তেরো সংখ্যাটা অপয়া, হুইটি,' মনে করিয়ে দিল শেন।

'নিশ্চয়ই! তবে সেটা হবে ওর জন্যে,' তর্ক করল পেশাদার খুনি। 'ভাবছি আজ রাতেই শহরে ঢুঁ মারব। হয়তো ক্যালকিনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।'

মাথা নাড়ল কিং ব্লেয়ার। 'উঁহুঁ, অন্তত এক সপ্তাহ সবুর করব আমরা। তাড়াহুড়ো করা ঠিক হবে না। পরিস্থিতি তা হলে বিপক্ষে চলে যেতে পারে। সেই সুযোগ ওদের দেওয়া ঠিক হবে না।'

'যাক্‌গে, এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতেও আপত্তি নেই আমার,' গম্ভীর স্বরে সায় জানাল গানম্যান। 'ধরে নাও, ক্যালকিন নামের কাউকে নিয়ে তোমাদের আর ভাবতে হবে না। তবে সেজন্যে পাঁচশো ডলার খরচা করতে হবে, বয়েজ।'

মাথা ঝাঁকাল "বয়েজ"রা, কৌতূহলী চোখে মাপছে হুইটিকে। এ লোকটা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে ওদের, জানে লোভনীয় অঙ্কের টাকা পেলে এমনকী ওদের যে-কাউকে খুন করে ফেলবে। সামান্য দ্বিধাও করবে না। জাগতিক এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে হুইটি এবং সেই ঈশ্বরের নাম হচ্ছে টাকা।

'তুমি আসলে ঠাণ্ডা মাথার এক শয়তান, হুইটি,' বলল কার্ল। 'কে জানে, কবে তোমার চেয়ে সেয়ানে কারও সামনে পড়ে যাও! সেদিন কিন্তু কোন জারিজুরিতে কাজ হবে না। লোকটা যদি অস্ত্রে তোমার চেয়ে ক্ষিপ্র হয়...'

সামান্য বেঁকে গেল গানম্যানের সরু, ফ্যাকাসে ঠোঁট; অন্যরা

হয়তো বলবে ভেংচি কেটেছে, কিন্তু হুইটির কাছে এটা প্রাণখোলা হাসির মতোই। 'সেই লোকের দেখা আমি পেয়ে গেছি,' বলল সে। 'বছর কয়েক আগে, টেক্সাসের এক শহরে দেখা হয়েছিল। মাত্র কৈশোর পেরোনো এক তরুণ, কিন্তু চোখ ধাঁধানো ড্র করে বেকুব বানিয়ে দিয়েছিল আমাকে। নিজেকে খুব ফাস্ট ভাবতাম, কিন্তু ওর সামনে পড়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেলাম! নির্লিপ্ত স্বরে কথা বলতে বলতে সামান্য পাশ ফিরল, আর পরমুহূর্তে দেখলাম ওর হাতে পিস্তল চলে এসেছে!'

'তোমাকে ছেড়ে দিল সে?' ভুরু কপালে গিয়ে ঠেকেছে কিং-এর।

'হ্যাঁ, পিস্তলের মুখে পেয়েও আমাকে ছেড়ে দিল সে,' স্বীকার করল গানম্যান। 'চাইলে অনায়াসে খুন করতে পারত, যেহেতু তখনও ড্র করিনি, কেবলই খাপ থেকে পিস্তল বের করেছি। এর জন্যে আজীবন ওকে ঘৃণা করব আমি!' সামান্য তিক্ত শোনাল ওর কণ্ঠ, যার করুণায় বেঁচে আছে এখনও, তাকে ঘৃণা তো করবেই! 'ছেলেটা বলল আমি নাকি অসুস্থ বোধ করছি—বোধহয় সত্যি তাই দেখাচ্ছিল আমাকে—আরও বলল এ অবস্থায় কিছুদিন ঘুরে-ফিরে কাটানো উচিত আমার।'

ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছে না কেউ। 'তো...সত্যিই তুমি ঘোরাফেরা শুরু করলে এরপর?' জানতে চাইল কিং, সামান্য অবজ্ঞা প্রকাশ পেল কণ্ঠে।

হুইটির মুখ নিস্পৃহ হয়ে গেছে আবার। কথায় বোঝা গেল না কিং ব্লেযারের বিদ্রূপ ধরতে পেরেছে কি-না। 'হ্যাঁ, তৎক্ষণাৎ শহর ছেড়ে চলে এলাম,' নির্জলা স্বীকারোক্তি। 'এরপর আর কখনও দেখিনি ওকে। এখন অবশ্য দেখা হলেও চিনতে পারব বলে মনে হয় না। দেখতে মামুলি কাউহ্যাণ্ড মনে হচ্ছিল ওকে, চেহারায় বিশেষত্ব নেই। জানোই তো, দু'চার বছরের ব্যবধানে চেহারা

কেমন পাল্টে যায় তরুণদের। তবে ওর সম্পর্কে গল্প শুনেছি।'

'ওর নাম জানো?' জানতে চাইল শেন ব্লেযার।

'আসল নাম জানি না, তবে টেক্সাসের লোকজন ওকে বিদ্যুৎ নামে ডাকা শুরু করেছিল। ঈশ্বর জানেন, একটুও বাড়াবাড়ি নেই এর মধ্যে! এমন চোখ ধাঁধানো ড্র! অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতা ওর হাতে, রীতিমতো যাদু দেখাতে জানে!'

বিদ্যুৎ! নামটা ওরাও শুনেছে। তরুণ এ গানম্যানের দুর্জয় সাহস, ক্ষিপ্র ড্র এবং নিখুঁত লক্ষ্যভেদের গল্প এমনকী অ্যারিজোনা পর্যন্ত চাউর হয়ে গেছে। কেউ কখনও না-দেখলেও বিদ্যুতের গল্প জানে ঠিকই। তিন ভাইয়ের মুখে ক্ষীণ যে অবজ্ঞা বা উপহাস ছিল এতক্ষণ, বিদ্যুতের নাম শুনে মুহূর্তে উধাও হয়ে গেছে। টানটান হয়ে গেছে সবক'টা মুখ, নিচু স্বরে শিস বাজাল কার্ল ব্লেযার, দ্রুত বলল: 'বিদ্যুৎ? আমার মনে হয় ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে ঠিক কাজটাই করেছ, হুইটি!'

বেসিনের সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধ দুই র‍্যাঞ্চের দীর্ঘদিনের শত্রুতা প্রায় বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে পৌঁছালেও কোন কিছু ঘটা ছাড়াই একটা সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। উইণ্ডির জনমনে ব্যাপক কৌতূহল ও উদ্বেগ কাজ করছে। বয়স্করা মাথা নেড়ে ভারিক্কি মন্তব্য করছে: ঝড় এল বলে, তার আগে সবকিছু যেমন থ মেরে যায়, এখন ঠিক তেমন পরিস্থিতি।

ভয়াবহ উদ্বেগ ও অস্বস্তির মধ্যে কাটছে লুস ব্লেযারের সময়। ঘটনাপ্রবাহ আর ওর পরিবারের আচরণ দেখে লোকজন প্রায় ধরে নিয়েছে সত্যিই জ্যাক পার্কারকে খুন করেছে ও। রিচার্ড ভেইনের ছিনতাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে পুরোপুরি নির্দোষ বা সন্দেহমুক্ত হতে পারেনি; যদিও জন ক্যালকিনের বিচক্ষণতা বিবেকবান মানুষের কাছে ওকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু কিছু লোক

এখনও উল্টোটাই ভাবছে। উপরন্তু, কিং ব্লেযারের মনোভাব ওকে অবাঞ্ছিত হিসাবে দাঁড় করিয়েছে, কিং স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে লুসের সঙ্গে সখ্যতার মানে ব্লেযারদের শত্রুতে পরিণত হওয়া। লুসের প্রতি ওর ভাইদের বা সার্কেল-বির হার্ডকেস রাইডারদের বিতৃষ্ণা কিংবা অবজ্ঞা কোনটাই সহজে চলে যাওয়ার নয়।

নারকীয় মানসিক যন্ত্রণা ও উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে লুস। শহরের বেশিরভাগ মানুষ ওর সঙ্গে কথা বলছে না বা মিশছে না, স্বেচ্ছায় এড়িয়ে চলছে; রীতিমতো অবজ্ঞাও প্রকাশ করছে কেউ কেউ। ক্রমে হতাশ হয়ে পড়ছে লুস। বেশ কয়েকবার ওল্ড স্টর্মির পাহাড়ি চাতালে গেছে, মনে ক্ষীণ আশা ছিল এমিলি পার্কারকে দেখতে পাবে; কিন্তু স্রেফ আশাভঙ্গ হয়েছে শুধু। তিক্ত মনে একসময় উপলব্ধি করেছে অন্যদের মতোই ওকে দোষী ভাবছে এমিলি—জ্যাকের খুনি বলে মেনে নিয়েছে।

তবে এক্ষেত্রে এমিলিকে ভুল বুঝেছে লুস।

বেশ কয়েকবার সেই পাহাড়ি চাতালের উদ্দেশে যাত্রা করেছে এমিলি, কিন্তু পরক্ষণে অন্য দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। মনের উপর জোর খাটিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। একদিন অবশ্য আর পারল না, হুট করে চলে এল ওল্ড স্টর্মির পাদদেশে। জীর্ণ ট্রেইল ধরে চাতালের কিনারে খোলা জায়গায় পৌঁছে গেল। লুসের সঙ্গে দেখা হওয়ার চিন্তা ওর গালে রঙ চড়িয়েছে, কিন্তু কঠোর মনে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করল ও।

পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ির উপর এক লোককে বসে থাকতে দেখে আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল কল্জে। হৃৎপিণ্ড পাগলা ঘোড়া হয়ে গেছে! দু'হাতে হাঁটুর উপর হাত রেখে মাথা নিচু করে বসে আছে সে; যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। লুস যাতে মনে করতে না-পারে যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে ও, তাই অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করেছে; তাকিয়ে আছে দূরের ট্রেইলের দিকে,

লুসকে যেন দেখতে পায়নি। অথচ ভিতরে ভিতরে মন উড়ু উড়ু করছে ওর, কতদিন পর দেখা হচ্ছে!

কিন্তু গম্ভীর একটা কণ্ঠে মন থেকে সমস্ত ভাললাগা মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

'ঈশ্বর বোধহয় মুখ তুলে চেয়েছেন আমার দিকে, নইলে সারা দিন যাকে নিয়ে মনে মনে ভাবি, তাকে কেন আমার কাছে এখনই পাঠাবেন?' ঝট করে উঠে দাঁড়িয়েছে কিং ব্লেযার, হাতের আঙুলে হ্যাটটা ঘোরাচ্ছে চরকির মতো, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে অন্তস্তল থেকে কথাগুলো বলেছে—একটুও অতিরঞ্জন নয়। 'এ জায়গাটা সুন্দর, কিন্তু এখন বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও কাঙ্ক্ষিত হয়ে গেল তোমার উপস্থিতিতে, হানি!'

মাথা উঁচু করে, ঠাণ্ডা চাহনিতে কিংকে মাপল এমিলি, নিজস্ব মর্যাদা বা আত্মসম্মানবোধ টনটনে হয়ে উঠেছে। থামল না ও, বরং এগিয়ে চলল।

দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে এল কিং। 'আরে, তুমি দেখছি চলে যাচ্ছ! নাহ্, এমি, আমার সঙ্গে কথা না-বলে যে যেতে পারবে না! জরুরি কথা আছে। তোমার আগ্রহ আছে এমন একজনের কথা! না-শুনে চলে গেলে বেচারা খুবই দুঃখ পাবে।'

'তুমি যদি আমার বাবার ব্যাপারে হুমকি দিতে…' তপ্ত স্বরে বলল ও, কিন্তু ওকে থামিয়ে দিল কিং।

'উঁহুঁ, ভুল বুঝেছ,' দ্রুত বলল সে। 'তোমার বাবা নয়, লুসের ব্যাপারে কথা বলব আমরা।'

মুহূর্তে আরক্ত হয়ে গেল এমিলির গাল, কিন্তু দ্রুতই নিজেকে সামলে নিল। 'মি. ব্লেযার, তোমার পরিবারের কারও সম্পর্কেই আগ্রহী নই আমি!' ঘোড়ার লাগামে ঝাড়া দিয়ে মেয়ারকে সামনে বাড়বার নির্দেশ দিল।

হেসে উঠল কিং। 'পালিয়ে যাবে কোথায়? কাজ হবে না।

তোমাকে ধরতে দু'তিন মিনিটের বেশি লাগবে না আমার।'

পলকে কিং-এর ঘোড়াটাকে দেখে নিল এমিলি এবং হতাশ হলো। দারুণ শক্তিশালী ঘোড়া। রেঞ্জে ছোটাছুটি করতে অভ্যস্ত। দেখেই বোঝা যায় ক্ষিপ্র। তৈরিই আছে ওটা, পিকেট করা হয়নি। মুহূর্তের মধ্যে ছুটতে পারবে এবং অনায়াসে ওর মেয়ারকে দৌড়ে হারিয়ে দেবে।

কী বোকা ও! দূর থেকে না হয় কিংকে লুস বলে ভুল করল, কিন্তু ঘোড়াটা দেখেও কি বুঝতে পারেনি? লুস সবসময়ই ধূসর রঙের একটা ঘোড়ায় চড়ে। আদর করে নাম দিয়েছে সিলভার। অথচ এটা মেটে রঙের।

বাধ্য হয়ে লাগাম টানল এমিলি। 'কী বলবে, তাড়াতাড়ি বলে ফেলো।'

'শুনবার আগেই অধীর হয়ে পড়েছ?' হাসছে কিং। 'নেমে এসে বসো তো!'

'এখানেই ভাল আছি,' কাটখোট্টা স্বরে জানিয়ে দিল এমিলি। 'আর অত কাছে আসবারও দরকার নেই, আমি কানে ভাল শুনতে পাই।'

শ্রাগ করল কিং। 'ভয় পাচ্ছ, না সন্দেহ করছ?' ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল সে। 'যাকগে, জোরাজুরি করতে অভ্যস্ত নই আমি। কোন একদিন হয়তো ঠিক বুঝতে পারবে আমাকে। হয়েছে কি, এমি...

'নাম ধরে আমাকে ডাকবে না!' তীক্ষ্ণ স্বরে বাধা দিল এমিলি পার্কার

'আচ্ছা...আচ্ছা! কিন্তু একটা নামই তো তাই না? যখন ছোট্ট ছিলে, এরচেয়ে আদুরে নামেও তো ডেকেছি তোমাকে।' এমিলির চোখ জ্বলে উঠতে দেখতে পেল কিং, মনে মনে সন্তুষ্ট হলো সে। 'মুহূর্তে মুহূর্তে এত খেপে যাচ্ছ কেন, সুইট হার্ট? কিন্তু বিশ্বাস

করো, রাগলেও তোমাকে এত সুন্দর দেখায়...!'

এমিলির চোখে প্রবল বিতৃষ্ণা ফুটে উঠতে দেখে নিবৃত্ত হলো কিং, অসহায় ভঙ্গিতে দুই কাঁধ উঁচাল আবার। ভুল রাস্তায় যাওয়া যাবে না, মনে মনে নিজেকে শুধাল। কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সে, তারপর গম্ভীর স্বরে বলল: 'একটা প্রস্তাব আছে আমার।'

বিস্মিত হলো এমিলি।

সন্তুষ্ট বোধ করছে কিং। 'উঁহুঁ, তুমি যা ভাবছ মোটেই তা নয়,' আবার হাসি ফুটল ওর মুখে। 'শান্তি চাই আমি। আন্তরিক ও পরিষ্কার মনে সি-পিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার বাবা ঠিকমতো আমার কথাই শুনল না! ব্লেযাররা যেন ইবলিশ, কথাও বলা যাবে না তাদের সঙ্গে!'

'সেটাই স্বাভাবিক নয়? কবরে বোধহয় এখনও শরীরটা ঠাণ্ডা হয়নি জ্যাকের!' ক্ষোভের চেয়ে দুঃখই বেশি প্রকাশ পেল এমিলির কণ্ঠে।

'কিন্তু দায়টা লুসের ঘাড়ে চাপাতে চাও না তুমি।'

'সার্কেল-বির ঘাড়ে চাপাতে চাই।'

'ভুল করছ, এমি। জ্যাকের খুনের দায় স্বীকার করে নিয়েছে সার্কেল-বি এবং এর পরিণতি ধরে লুসকে বহিষ্কার করা হয়েছে র‍্যাঞ্চ থেকে। ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমাদের, সব ধরনের লেনদেন চুকিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'যেমন স্বভাব তোমাদের!' প্রায় চিৎকার করল এমিলি, খেপে গেছে। 'কেমন ভাই তোমরা? আরে, জ্যাক যদি অপরাধ করত, এমনকী সেটা যদি খুনও হতো, ওর অপরাধ জেনেও শেষপর্যন্ত ওর পাশে দাঁড়াতাম আমি! অথচ তোমরা...'

এমিলির কণ্ঠের তীব্র ভর্ৎসনা ভারী পাথরের ধাক্কার মতো লাগল বুকে, থমকে গেল কিং ব্লেযার; আর অভিযুক্ত লুসের প্রতি মেয়েটির অকপট আগ্রহ গভীর ভ্রূকুটি তৈরি করেছে ওর কপালে।

কিং উপলব্ধি করল মোটেই বাগাড়ম্বর করছে না এমিলি, বরং যা বিশ্বাস করে তাই বলেছে—এটাই ওর ধ্যান-জ্ঞান—এবং কারও প্রতি এমিলির ভালবাসায় কোন সীমা-পরিসীমা নেই।

পরক্ষণে নিরেট বাস্তবতা উপলব্ধি করল কিং ব্লেয়ার—এমিলি ভালবাসে লুসকে! চিন্তাটা আগুন ধরিয়ে দিল সারা দেহে, তীব্র আক্রোশ ও বিদ্বেষ অনুভব করল, ঈর্ষায় পুড়তে থাকল ভিতরটা। সঙ্গে এও বুঝল আগ্রাসী হয়ে লাভ হবে না, উদ্দেশ্য সফল হবে না ওর, বরং বেঁকে বসবে মেয়েটা। কৌশলী হতে হবে…সিদ্ধান্ত নিল কিং। প্রাণপণে নিজের আবেগ দমন করল, কিন্তু চোখ দুটোয় ঠিকই আগুন দেখা যাচ্ছে, সেটা ঢাকতে পারেনি।

'এই যদি হয় তোমার ভাবনা, সেক্ষেত্রে তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে হবে তোমার,' বলল কিং। 'খেপা ষাঁড়ের মতো মাথা নিচু করে রেখেছে ও, কোন দিকে তাকাচ্ছে না, রাগ ও জেদে গোঁ গোঁ করছে…সমূহ বিপদ ডেকে আনছে পার্কার।'

'মোটেও ঠিক বলোনি তুমি, মি. ব্লেযার,' কাটা কাটা স্বরে বলল এমিলি। 'আর যদি সত্যিও বলে থাকো, বাবাকে থামাতে পারব না আমি, কারণ কারও প্ররোচনা বা বুদ্ধিতে চলেন না তিনি। এটা বোধহয় তুমি ইতোমধ্যে বুঝেও গেছ।'

সি-পি র‍্যাঞ্চ থেকে অপমানজনক বিতাড়িত হওয়ার ঘটনা মনে পড়তে প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেকে সামলে রাখতে ব্যর্থ হলো কিং, রাগে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ, চোখ জোড়া জ্বলছে ধিকি ধিকি। অস্বাভাবিক রগচটা, মারমুখী এবং অধৈর্য স্বভাবের মানুষ ও; অল্পতে রেগে যায়, কারও বিরোধিতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। একচ্ছত্র আধিপত্যে বিশ্বাসী।

শান্তির প্রস্তাবটা আদপে ভুয়া ছিল, স্রেফ ভান করেছে, কিন্তু সেটা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর থেকে প্রচণ্ড রাগ অনুভব করছিল, আর এখন মেয়েটির অহঙ্কার, ওর প্রতি যুগপৎ বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞা

আগুনে ঘি ঢেলেছে যেন, মহা খেপে গেছে কিং—নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে।

আমাকে তাচ্ছিল্য করবে? অসম্ভব! কেউ পার পাবে না। যে ঠোঁট থেকে শব্দগুলো উচ্চারিত হয়েছে, পরিণামে মাশুল গুনতে হবে। একটা শিক্ষা পাওয়া উচিত পুঁচকে এই মেয়ের! হাড়ে হাড়ে টের পাবে, একবার শুধু নাগালে পেয়ে নিই! তীব্র রোষের সঙ্গে ভাবল কিং ব্লেযার।

কথা বলতে বলতে এমিলির কাছাকাছি চলে গেছে কিং, এবার বিদ্যুৎ গতিতে হাত চালাল—দু'হাতে চেপে ধরল এমিলির কোমর; ইচ্ছে স্যাডল থেকে নামিয়ে ফেলবে ওকে। দুটো হাতকে এগিয়ে আসতে যখন দেখতে পেল এমিলি, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে; ঘোড়াকে সরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই, কিংবা নিজেও সরে যেতে পারবে না। অগত্যা বিকল্প উপায় অবলম্বন করল ও। ডান হাতের কোয়ার্ট চালাল। কোয়ার্টের তীক্ষ্ণ কিনারা লেগে কেটে গেল কিং ব্লেযারের গাল।

অস্ফুট স্বরে যন্ত্রণা প্রকাশ করল সে। খিস্তি করল। 'বুনো এক বেড়াল দেখছি! দাঁড়াও, তোমাকে উচিত শিক্ষা না দিয়েছি তো...'

এমিলির কোমর ধরে হ্যাঁচকা টান মারল সে, কিন্তু সর্বশক্তি খাটিয়ে বাধা দিচ্ছে মেয়েটি। টানাহেঁচড়া চলল কয়েক সেকেণ্ড। একটু পর, কিং সফল হতে যাচ্ছে এসময় খোলা জায়গার কিনারে রূপালি ঝিলিক দেখা গেল। প্রায় উড়ে এল একটা কাঠামো এবং পরপরই তীব্র ধাক্কা অনুভব করল কিং। টের পেল চিৎপটান হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে ও।

ঝটিতি উঠে দাঁড়াল কিং, রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছে। কার এত দুঃসাহস! হোলস্টারে ছোবল হানল হাত, তখনই শীতল একটা কণ্ঠ সাবধান করে দিল:

'পিস্তল বের করলেই মরবে, শয়তান!' কণ্ঠটা অতি চেনা।

'কিং, তুমি জানো, এত কাছ থেকে আমার গুলি ফস্কায় না।'

চোখ তুলে তাকাতে নিষ্কম্প হাতে ধরা পিস্তল দেখতে পেল কিং, এবং পিস্তলের মালিককে। তার মুখে সহানুভূতি বা দয়ার চিহ্নমাত্র নেই। বরং চোখে তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে।

হোলস্টার থেকে হাত সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো কিং। 'হ্যাঁ, গুলি করে দাও! ভাই ভাইয়ের গুলিতে মরুক, সারা দেশের মানুষ হেসে খুন হোক!' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে, তারপর মেয়েটির দিকে ফিরল। 'বাইবেলে কেইন ও আবেলের গল্প শুনেছ না? সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে এখন, তবে পার্থক্য শুধু স্থান-কাল-পাত্র আলাদা।'

'ভাই!?' ক্ষুব্ধ স্বরে ভর্ৎসনা করল লুস। 'কিন্তু তুমি নিজে স্পষ্ট বলে দিয়েছ আমি তা নই! চামড়া বাঁচাতে আর কত ভাঁওতাবাজি করবে, কিং? লজ্জাও হয় না তোমার! গানবেল্ট খুলে পিছিয়ে যাও, নইলে তোমার একটা পা খোঁড়া করে দেব। দ্বিতীয়বার কিন্তু বলব না।'

মুহূর্ত খানেক ইতস্তত করল কিং, শেষে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল। লুসকে খুব ভাল করে চেনে। সামান্য বেচাল দেখলে বা কথা এদিক-ওদিক হলেই গুলি চালাবে। খোঁড়া হওয়ার খায়েশ নেই ওর।

'এবার ঘোড়ায় চড়ে ভাগো এখান থেকে!' পরের নির্দেশ এল।

এবারও তামিল না-করে উপায় থাকল না কিং-এর। তবে তখনই ভাগল না, স্যাডলে চড়ে ফিরল লুসের দিকে। 'ভাই হয়েছ তো কী হয়েছে, এর শোধ আমি নিয়েই ছাড়ব!' তীব্র বিদ্বেষে হিসহিস করল ওর কণ্ঠ। 'আর মেয়েটার ব্যাপারে স্পষ্ট শুনে নাও: ওর কাছ থেকে দূরে থেকো। আগে-পরে যখনই হোক, ও আমার হবে।'

'মরে গেলেও কোন ব্লেযারকে বিয়ে করব না আমি!' দৃঢ় স্বরে জানিয়ে দিল এমিলি।

ঘৃণা উপচে পড়ছে কিং-এর চাহনিতে। 'বিয়ের কথা বলেছি নাকি? যাক্‌গে, বিয়ে না অন্য কিছু, তাতে কিছু যায়-আসে না, তোমাকে পেলেই হলো। আমাদের দু'জনের জন্যেই মার্চিং অর্ডার, লুস। তোমার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে না।'

'নির্দেশ-আদেশ আমার কাছ থেকে নেবে,' চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে লুসের। 'লাকি চান্সে পাবে তোমার গানবেল্ট। ফের যদি মিস্ পার্কারকে বিরক্ত করো, যীশুর দোহাই, এত সহজে পার পাবে না!'

খরখরে স্বরে হেসে উঠল কিং। 'মনে করো না আমিও বসে বসে আঙুল চুষব!' ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে, তারপর খোলা জায়গা পেরিয়ে যাওয়ার সময় তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল।

কিং ব্লেযারকে যেতে দেখল ওরা। মিনিট খানেক নীরবতায় কেটে গেল। তারপর কাঁপা হাত বাড়িয়ে দিল এমিলি।

'ধন্যবাদ, লুস,' বলল ও। 'জীবনে কাউকে দেখে এরচেয়ে খুশি আর হয়েছি কি-না মনে পড়ছে না।'

অপ্রতিভ বোধ করল লুস ব্লেযার। 'কিং তোমার কোন ক্ষতি করেনি তো? মানে...ওর যা স্বভাব, গায়ে হাত তুলে বসে, মেয়ে হলেও খাতির করে না।'

লুসের কণ্ঠের উৎকণ্ঠা ও আন্তরিকতা ছুঁয়ে গেল এমিলিকে, অজান্তে শিহরিত হলো ও। 'না, ভয় পেয়েছিলাম। এমন আচমকা আমাকে ধরতে চাইল!' ব্যাখ্যা করল এমিলি। 'অদ্ভুত মানুষ। এত দ্রুত মেজাজ হারিয়ে ফেলে, বিশ্বাস করা যায় না। ভাইদের সঙ্গে তোমার স্বভাবে এত অমিল যে বিশ্বাসই করা মুশকিল তুমি ওদের একজন।'

'ব্লেযারদের কেউ না-হলেই বোধহয় খুশি হতাম! মাঝে মধ্যে

নিজেকে ধিক্কার দেই। ঈশ্বরের কাছে অভিযোগও জানাই!' লুসের কণ্ঠে তিক্ততা। 'এমি, একটু আগে যা বললে, মন থেকে বলেছ কথাটা—ব্লেযারদের কাউকে বিয়ে করবে না?'

সীমাহীন উদ্বেগ আর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রশ্নটা করেছে লুস, ওর চোখে মিনতি। করুণ চাহনির গভীরে রাজ্যের হতাশা। মনটা শক্ত করল এমিলি, লুসের চোখে চোখ রাখতে গিয়ে নিজের সব সাহস প্রায় নিঃশেষ হতে বাকি। মনের উপর তীব্র জোর খাটাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না, চরম বোকামি হবে। 'লুস, আমি দুঃখিত, কিন্তু মন থেকে বলেছি কথাটা,' কষ্টকৃত নির্বিকার শোনাল ওর কণ্ঠ। 'আমি তোমাকে পছন্দ করি এবং আজীবন বন্ধু থাকতে চাই। কিন্তু বাবা যদি জানতে পারেন যে আমাদের সম্পর্ক এরচেয়ে গভীর কিছু, মনটা ভেঙে যাবে ওঁর। এখন আমিই ওঁর একমাত্র অবলম্বন। আমার কাছ থেকে কোন দুঃখ পেলে মনে হয় না তিনি সেটা সইতে পারবেন। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?'

করুণ মুখে মাথা ঝাঁকাল লুস, মন তেতো হয়ে গেছে। 'ঠিকই বলেছ। ব্লেযারদের মতো জঘন্য কাউকে যদি তুমি পছন্দ করো, মি. পার্কার সেটা মেনে নিবেন কী করে? একসময় একজন ব্লেযার বলে গর্ব করতাম আমি, কিন্তু এখন লজ্জা পাই। মাথা হেঁট হয়ে যায়।'

'তোমার চলে যাওয়া উচিত, লুস, তল্লাট ছেড়ে চলে যাও।'

ওকে নিয়ে ভাবছে বা দুশ্চিন্তা করছে এমিলি—চিন্তাটা লুসের জন্যে অপরিসীম আনন্দের। আবেগ সামলে নিল ও। 'না, এমি, তা হয় না। কোন কিছু থেকে পালাব না আমি। মাঝে মধ্যে দেখা হবে আমাদের, এমি?'

'হবে হয়তো,' শুধু এটুকু জানাল এমিলি, খোলসা করল না।

এমিলি পার্কার চলে যাওয়ার পর বিষণ্ন মনে কিছুক্ষণ স্যাডলে ঠায় বসে থাকল লুস, তারপর হাঁটুর গুঁতোয় সিলভারকে আগে

বাড়াল। কিং-এর ফেলে যাওয়া গানবেল্টের কাছে পৌঁছাতে ঝুঁকে মাটির উপর থেকে তুলে নিল ওটা, শেষে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল উইণ্ডির উদ্দেশে। মনে মনে আজকের ঘটনার তাৎপর্য ও সম্ভাব্য পরিণতি ভাবছে। এমিলি স্পষ্ট জানিয়েছে দু'জনের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে এবং দেখা যেহেতু হয়েছে, ভেঙে পড়াও চলবে না ওর। ভবিষ্যতেও দেখা হবে না, এমন কিছু স্পষ্ট বলেনি এমিলি।

তরুণ হৃদয় নিরাশ হতে চায় না। আশার তলানিটুকু বিসর্জন দিতে কেই বা চায়!

এমিলির উপর কিং-এর হামলার ঘটনাকে একটা চাল ভাবছে লুস, মেয়েটিকে ভয় পাইয়ে দিয়ে আসলে পার্কারকে চাপে ফেলে দিতে চেয়েছে কিং, যাতে ভবিষ্যতে তার কথা বা প্রস্তাবকে আমল দিতে বাধ্য হয়।

তবে বাস্তবতা যাই হোক, এমিলি যে মাইক পার্কারের জন্যে দুর্বল জায়গা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেটাই স্পষ্ট হয়ে গেল আজ।

তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সার্কেল-বিতে পৌঁছেছে কিং ব্লেযার। খেপে বোম হয়ে আছে সে, কুৎসিত রাগে অস্থির বোধ করছে।

করালের সামনে পৌঁছে স্যাডল ছাড়ল কিং। ছোট্ট লাগোয়া কোয়ার্টার থেকে ছুটে এল হসল্যার, লোকটা এখানেই থাকে। ইশারা করতে হলো না, নিজ থেকে ঘোড়ার দায়িত্ব নিল সে।

র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে যাওয়ার পথে হুইটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

'হ্যালো, কিং। কেউ তোমার গানবেল্ট চুরি করেছে নাকি?' কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল গানম্যান।

'নিজের চরকায় তেল দাও!' গর্জে উঠল কিং। 'চাইলে যখন খুশি ক্যালকিনকে বিদায় করে দিতে পারো। একটা সপ্তাহ দিব্যি

চলে গেল, কই তোমার মধ্যে তো কোন তাড়া দেখছি না!'

শক্ত হয়ে গেল খুনির চাহনি। 'এ সুরে আমার সঙ্গে কথা না-বলাই ভাল, কিং, কারও কুকুর নই আমি!' অসন্তুষ্ট হয়েছে হুইটি, কিন্তু কণ্ঠে সেটা প্রকাশ পেল না। চরম পেশাদার। পাথুরে নির্লিপ্ত মুখের মতোই কণ্ঠও নিরাবেগ ও কর্কশ। 'ক্যালকিনের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে নাকি?'

কিং উপলব্ধি করল একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আর যে সে হোক, হুইটির সঙ্গে চোটপাট করা যাবে না। খুবই বেয়াড়া লোক। রীতিমতো ত্যাঁদোড়! অল্পতে চোখ উল্টে ফেলতে পারে। কিন্তু না-ঘাঁটালে খুবই মারাত্মক এক অস্ত্র। টাকা দিয়ে কেনা একটা ধারাল ছুরির মতো। কোপ বসালেই হলো। ব্যস। হুইটিকেও তেমনি শুধু খাটাতে হবে। পাশাপাশি একটু যত্ন নিতে হবে। বিগড়ে গেলে বড়সড় ঝামেলা বাধিয়ে বসতে পারে।

'দুঃখিত, হুইটি, মেজাজ তেতে আছে খুব,' আপসের সুরে ও বলল শেষে। 'ক্যালকিনের সঙ্গে দেখা হয়নি, তবে লুসের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল একচোট।' ঝগড়াটা যে কেমন "একপেশে" ছিল মনে পড়তে খেপে গেল আবারও। 'শেষ একটা সুযোগ দিয়েছি ওকে, কিন্তু ও নেবে না! ডাঁট দেখায় আমার সঙ্গে। তো, আমার আর কী করবার আছে? ও আমাদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ানোর আগে বিদায় হলেই বরং ভাল হয়।'

বুঝল হুইটি। 'কিন্তু ও তো একজন ব্লেযার, যত যাই হোক তোমার ভাই,' প্রতিবাদ করল সে।

'ও আমার কাছে ভাই বা ব্লেযার হতে পারে, তোমার কাছে নয়,' অর্থপূর্ণ স্বরে বলল কিং। 'শালার ওই ফোরম্যানের সঙ্গে তুমি যখন দেনা-পাওনা চুকিয়ে দেবে...'

নড করল হুইটি। 'পাঁচশোর চেয়ে বরং এক হাজার ডলার খুব ন্যায্য মনে হচ্ছে,' প্রস্তাবের সুরে বলল সে।

'কাজ দেখিয়ে রোজগার করো গে, তোমাকে মানা করছে কে? কিন্তু সাবধান, লুসের ব্যাপারটা যেন তোমার আর ওর মধ্যে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের মতো দেখায়। তাড়াহুড়ো করতে যেয়ো না। আর...কোনভাবেই এতে যেন বোঝা না-যায় যে এটা ষড়যন্ত্র বা পূর্বপরিকল্পিত।'

'বুঝেছি। নিশ্চিন্ত থাকো, সবদিক বিবেচনা করি আমি। কাজ করবার সময় কোন সম্ভাবনাই উপেক্ষা করি না।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল হুইটি।

পিছন থেকে ক্রূর দৃষ্টিতে তাকে দেখছে কিং। 'ঠিকই বলেছ, তুমি কারও কুকুর নও, তবে আস্ত একটা বেকুব,' বিড়বিড় করল ও। 'লুসকে যখন সরিয়ে দেবে...যদিও তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু তারপরও কি ওর ভাইরা বসে থাকবে? মোটেই না, বরং এর প্রতিশোধ নেবে। সবদিক আমিও বিবেচনা করি এবং কাজ করতে গিয়ে কোন সম্ভাবনাই উপেক্ষা করি না।'

দশ

আজ রাতে লাকি চান্সের ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠেছে। সকালে নিজের ক্লেইমে একটা পকেট* আবিষ্কার করেছে রিচার্ড ভেইন। খবরটা বিকালের মধ্যে চৌহদ্দিতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সন্ধ্যা নাগাদ বহু মানুষ, বিশেষ করে মাইনাররা এসে জমায়েত হয়েছে

---

*পকেট: খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ খনির বিচ্ছিন্ন কোন শাখা

লাকি চান্সে। ওরা জানে এমন সুসংবাদের পর সারা রাত ধরে উদযাপন হবে। রীতিমতো উৎসব হবে।

সশরীরে উপস্থিত আছে ভেইন। ইতোমধ্যে অর্ধ-মাতাল হয়ে গেছে সে, আবোল-তাবোল বকছে। সদ্য কেনা ভারী একটা কোল্ট দেখাচ্ছে বন্ধুদের, ভাগ্য ফিরে যাওয়ার পর প্রথম এটাই কিনেছে।

'ভাগ্যের একটা ফের আছে না? আমার মন বলছিল শিগ্গিরই বড়সড় দাঁও মারতে পারব, বয়েজ, বিশেষ করে যেভাবে আমার সোনার গুঁড়ো ছিনতাই হয়েছে,' টেনে টেনে বলল ভেইন। মজার ব্যাপার, অসংলগ্ন কথাগুলো শুনবার লোকের অভাব হচ্ছে না আজ। 'শালা হারামীর কোন বাচ্চা যদি কেড়ে নিতে আসে, এবার তার খুলি ফুটো করে ঝুলিয়ে রাখব ক্লেইমের সামনে! তাতে হয়তো ওর মতো নচ্ছার ডাকাতরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে।'

অন্য কেউ যাই মনে করুক, মাইনারদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ ও আনন্দের খোরাক জুগিয়ে চলেছে রিচার্ড ভেইন। সোনার গুঁড়ো সত্যি দুর্লভ ব্যাপার, কালে-ভদ্রে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং বলা বাহুল্য, তার জন্যে অমানুষিক খাটতে হয়। হাড়ভাঙা খাটুনির ফল যদি চোর বা ছ্যাঁচোড়ের হাতে চলে যায়, এরচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হতে পারে না। হুইস্কিতে ডুবে গিয়ে নেশাতুর হয়ে উঠছে মাইনাররা, আবেগ উথলে উঠছে ওদের মধ্যে, চড়া কণ্ঠে হুমকি দিচ্ছে অজানা চোরদের, উত্তেজিত হয়ে পড়েছে সবাই। লুস ব্লেযার যদি ঘটনাচক্রে এখানে প্রবেশ করত এখন, নির্ঘাত দুর্ঘটনা ঘটে যেত, কারণ বহু মাইনারই এখনও মনে করে রিচার্ড ভেইনকে লুসই ছিনতাই করেছে।

'পরেরবার কিন্তু মার্শালের দ্বারস্থ হবো না আমরা,' উত্তেজিত স্বরে আহ্বান জানাল গাট্টাগোট্টা এক মাইনার। 'একটা দড়ি বা গুলি দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলব। এখন থেকে সবাই একাট্টা

হলাম! ফের রিচার্ডের মতো কোন ঘটনা ঘটবে তো আসামীকে ধরে বিচারের কাজ ঝটপট সেরে ফেলব।'

'ঠিক বলেছ! আর আমাদের কাজে নাক গলানো বাইরের কাউকেও ছাড় দেব না!' বারের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যালকিনের দিকে চেয়ে মন্তব্য করল অন্য এক মাইনার।

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল জেরেমি সিস্টো, বিতৃষ্ণার সঙ্গে ঘটনা দেখছে। মার্শাল সম্পর্কিত সমালোচনা কানে এসেছে তার, কিন্তু তাতে থোড়াই পরোয়া করে। "ডার্টি ওয়াশার"দের নিয়ে অত চিন্তা নেই। বেগার খাটে এরা, মড়ার মতো ঘুমায় আর বুভুক্ষুর মতো হুইস্কি গেলে। কখনও কোন উপলক্ষ্য পেলে বেহেড মাতাল হয়ে যায়।

এদের খুব একটা গুরুত্ব না-দিলেও চলে।

'ফুর্তি দেখে মনে হচ্ছে অ্যারিজোনার সব সোনা পেয়ে গেছে ওরা!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মন্তব্য করল মার্শাল। 'লিকার কিনতে দুই মুঠো হলুদ গুঁড়ো পেলেই হলো, একেকজন রীতিমতো নায়ক বনে যায়!'

সেলুনকীপ ডার্ক টারেটের উদ্দেশে কথাটা বলেছে সে। ডার্ক উত্তর দিতে মনস্থ করেছিল, কিন্তু ব্যাটউইং দরজা ঠেলে হুইটিকে ঢুকতে দেখে ক্ষান্ত হলো।

রক্তশূন্য মুখটা দেখে মাথার পিছন দিকের চুলে হাত চালাল জন ক্যালকিন, হাত নামিয়ে আনবার সময় হ্যাট আলতো ভাবে সামনের দিকে ঠেলে দিল, ফলে ওর মুখের বেশিরভাগ ঢাকা পড়ে গেল। দেখে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরেছে লোকটাকে—আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল তন্নতন্ন করে খুঁজলেও এ চেহারার দ্বিতীয় কাউকে পাওয়া যাবে না। তবুও ফিসফিস করে প্রশ্ন করল ও।

'তোমার দোস্তটা কে?'

মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল ডার্ক টারেট, নিস্পৃহ মুখে বলল:

'বন্ধু নির্বাচনের ব্যাপারে এত বেহিসাবী নই আমি। সবাই ওকে হুইটি নামে ডাকে, অন্য কোন নাম কখনও শুনিনি। আদপে কেউ ওর আসল নাম জানে কি-না সন্দেহ! সার্কেল-বির রাইডার। শোনা যায় ওর পিস্তলে নাকি বারোটা আঁচড় আছে।'

'আণ্ডারটেকারের কাছ থেকে পার্সেন্টেজ খায় না তো?' হালকা চালে বলল জন। 'আমি তো বুঝি না প্রিয় পিস্তলটার গায়ে এভাবে খোঁচাখুঁচি করবার মানে কী?'

কথা বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়াল ও, হুইটির দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। তবে সার্কেল-বি গানম্যানের উপর থেকে নজর সরায়নি। দেয়ালে লাগানো আয়না শুধু সৌন্দর্যই বর্ধন করছে না, বরং প্রায় পুরো সেলুনের প্রতিবিম্বও ফুটিয়ে তুলেছে। তাই চাইলে আয়নায় চোখ রেখে সেলুনের বেশিরভাগ লোকের উপর সারাক্ষণ দৃষ্টি রাখা সম্ভব, অথচ নিজে তাদের অগোচরে রয়ে যাবে।

কয়েকজনের উদ্দেশে দায়সারা গোছের নড করল হুইটি, মুখে সামান্য অভিব্যক্তিও নেই, যেন পাথরে তৈরি। সোজা বারে এসে দাঁড়াল সে, হুইস্কির ফরমাশ দিল।

একটা বোতল আর গ্লাস তার দিকে ঠেলে দিল বারকীপ। জন খেয়াল করল গ্লাসে পানীয় ঢালবার ঝামেলায় গেল না হুইটি, বরং সরাসরি বোতল থেকে একটু পর পর চুমুক দিতে থাকল।

'আমাকে চিনতে পারেনি,' মনে মনে ভাবল জন। 'কয়েক বছরে নিশ্চয়ই আমার চেহারায় কিছু পরিবর্তন এসেছে। যাক্‌গে, আমিও ওকে মনে করিয়ে দিতে যাচ্ছি না।' ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের তাগিদ টের পেল ও–সতর্ক থাকতে হবে! বিপদে অভ্যস্ত মানুষ সহজাত প্রবৃত্তি বশে এ ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে। হুইটি ওকে চিনতে না-পারলেও ঝামেলা হতে পারে। যেহেতু সার্কেল-বির রাইডার সে, আর জন সি-পির ফোরম্যান। দুই র‍্যাঞ্চের শত্রুতায় শামিল হয়ে গেছে ওরা।

সেকেণ্ড কয়েক পর দেখল আরও কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে হুইটি এবং এ মুহূর্তে সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'অনুমান করছি তুমি নিশ্চয়ই ক্যালকিন-সি-পি র‍্যাঞ্চের নতুন ফোরম্যান,' নিস্পৃহ স্বরে বলল হুইটি। 'ড্রিঙ্ক চলবে একটা?' নিজ থেকে কারও সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় আন্তরিকতা না-থাকুক, ন্যূনতম কিছু আগ্রহ প্রকাশ করা সৌজন্যের মধ্যে পড়ে, হুইটি ওকে ড্রিঙ্কও অফার করছে; কিন্তু তার কণ্ঠে বা চেহারায় সামান্যও আগ্রহ নেই। চরম কাটখোট্টা ও নীরস কণ্ঠ। যান্ত্রিক।

'একেবারে সঠিক অনুমান করেছ,' মৃদু স্বরে বলল জন, ওর সামনে বারের উপর রাখা প্রায় ভরা গ্লাসের দিকে ইশারা করল। 'ওটায় মাত্র দুটো চুমুক দিয়েছি। বুঝতেই পারছ, তোমার মতো ড্রিঙ্কে তেমন আসক্তি নেই আমার।'

বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্যে বেঁকে গেল হুইটির মুখ। 'দু'এক দান খেলবে নাকি? না তাসেও তোমার আসক্তি বা দক্ষতা নেই?'

'এবারও ঠিক অনুমান করেছ,' বলল সি-পি ফোরম্যান। মুখে বা কথায় প্রকাশ না-পেলেও ভিতরে ভিতরে সতর্ক ও সন্ত্রস্ত জন, বুঝতে পারছে হুইটি আসলে মওকা খুঁজছে-ঝগড়া বাধানোর তালে আছে।

জনের জবাব শুনে সামান্য বিকারও দেখা গেল মড়ার মতো নির্জীব মুখে, তবে চোখের মণি দুটো সরু হয়ে গেল-প্রায় বিন্দুর আকার পেয়েছে।

'এমন কিছু কি আছে যেটায় দক্ষ তুমি?' নির্জলা উপহাস ঝরে পড়ল হুইটির কণ্ঠে।

'একটা জিনিস খুব ভাল পারি-নিজের চরকায় তেল দেওয়া,' এবারও মৃদু স্বরে জবাব দিল জন।

পাল্টা খোঁচা খেয়েও নির্বিকার দেখাল গানম্যানকে, তবে বহু লোকই বুঝে গেছে অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটতে চলেছে। তাস

ফাটবার বা টেবিলে চিপস ফেলবার শব্দ, মৃদু স্বরের আলাপ বন্ধ হয়ে গেল; সেলুনের প্রায় সবার দৃষ্টি এখন জন আর হুইটির দিকে চলে গেছে। এমনকী উদযাপনে মহাব্যস্ত মাইনাররাও মনোযোগ দিয়েছে দু'জনের দিকে। গাম্ভীর্যের এক পর্দা নেমে এসেছে সর্বত্র; এবং ঘরের প্রতিটি মানুষ, কেবল বারের উপর এক কনুইয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সি-পি ফোরম্যান বাদে, আঁচ করতে পারছে কী ঘটবে এরপর।

আসন্ন ঝড়কে এড়ানোর প্রয়াস পেল সেলুনকীপ ডার্ক টারেট। দ্রুত হাতে বারের নীচ থেকে একটা বোতল বের করে ঠেলে দিল সে, শান্ত স্বরে বলল: 'হুইটি, অযথা ঝামেলায় জড়িয়ো না তো! এই যে, আমার পক্ষ থেকে একটা বোতল–তোমাদের দু'জনের জন্যে।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল গানম্যান। 'এই ভদ্রলোকের উপদেশটা গ্রহণ করে নিজের চরকায় তেল দাও,' উপহাসের স্বরে বলল সে, তারপর টারেটকে বাতিল করে দিয়ে জনের মুখোমুখি হলো। 'হঠাৎ কোত্থেকে এসে জুটেছ, একটা ভাল কাজও জুটিয়ে নিয়েছ। আমাদের থেকে তুমি কি বিশেষ আলাদা? ড্রিঙ্ক করতে চাও না, খেলতেও অনিচ্ছুক। এত নাক উঁচু কেন তোমার? পছন্দ হয় না আমাদের?'

স্মিত হাসল জন, ধৈর্য হারায়নি। হুইটির উস্কানি বা গায়ে পড়া ভাবে স্পষ্ট যে ঠিকই সন্দেহ করেছিল–ওকে খুন করতে চায় সে, এবং সম্ভবত নেপথ্যে কিং ব্লেযারের ইশারা রয়েছে। 'হাতে সময় কম, তাই খেলতে চাইনি, এতে পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার নেই,' গম্ভীর স্বরে বলল ও। 'বেশ, তোমার যখন এতই ইচ্ছে, কয়েক দান হয়ে যাক।'

গানম্যানের চোখে বিরক্তি ফুটে উঠল, জনের এমন জবাব আশা করেনি। বাস্তবতা হচ্ছে, কিছুটা নিরাশ হয়েছে হুইটি। শুরু

থেকে সব ঠিকঠাক চলছিল, ওর অনুকূলে ছিল, কিন্তু শিকার আচমকা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। ধ্যেৎ! ভড়কে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না, লোকটার পরিষ্কার অন্তর্ভেদী চাহনি দেখলে বোঝা যায় দুনিয়ার কাউকে ডরায় না। তা হলে হঠাৎ খোলসে ঢুকে গেল কেন?

গ্লাস তুলে নিয়ে সবটা গলায় ঢালল হুইটি, শূন্য গ্লাস সশব্দে নামিয়ে রাখল বারের উপর। দেহের পাশে নেমে এসেছে ওর ডান হাত। 'শুভ বুদ্ধির উদয় হয়ে গেল এখন?' প্রবল তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল হুইটির কণ্ঠে। 'উঁহুঁ, লাভ হবে না তাতে। কারও কাছ থেকে উপকার নিই না আমি, শালা...'

এ ধরনের গাল বুলির মতো উচ্চারিত হয় পশ্চিমে। প্রায় সবাই কম-বেশি ব্যবহার করে, বিশেষ করে অন্তরঙ্গ আড্ডা কিংবা আলাপে। সবই সাদা চোখে দেখা হয়, যদি সঙ্গে হাসি থাকে। হুইটির পাথুরে ও মড়া মুখে হাসির লেশমাত্র নেই, বরং শব্দগুলো উচ্চারণ করতে করতে সামান্য ঝুঁকে পড়ল সে, যেন এখনই লাফ দিয়ে পড়বে জনের উপর, ডান হাতে ছোবল মারল হোলস্টারে।

হুড়মুড় করে সরে যেতে শুরু করল লোকজন, দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চায়। পরপরই শ্বাসরুদ্ধকর, কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এল পুরো সেলুনে।

'পিস্তল বের কর্, ব্যাটা কাপুরুষ!' কর্কশ স্বরে হুঙ্কার ছাড়ল হুইটি।

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো শিকার পিঠটান দিচ্ছে, কারণ সি-পি ফোরম্যান সামান্য পাশ ফিরে দাঁড়িয়েছে, যেন চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করবে না। তখনই বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে পড়ল, সুদূর অতীত ফিরে এল–একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি দেখতে পেল হুইটি–আশঙ্কা ও উদ্বেগের তীব্র গ্রাস খামচে ধরল ওর হৃৎপিণ্ড। এ ভঙ্গি পরিচিত ওর, খুব পরিচিত! দুঃস্বপ্নে কতবার যে দেখেছে! হুইটি মনে-প্রাণে

উপলব্ধি করল, অন্তস্তল থেকে টের পেয়ে গেল, এবারও একই পরিণতি ঘটবে; অথচ গত কয়েক বছরে কত পরিকল্পনা করেছে, নিখুঁত অনুশীলনে চোখ ধাঁধানো ড্র আয়ত্ত করেছে; ভেবেছে তিক্ত অতীতের ভুতুড়ে এ লোককে পেলে পিস্তলের জাদু দেখিয়ে দেবে: শোধ নেবে চরম অপমানের।

কিন্তু হায়! একই ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে আবারও, এমনকী নিজে আগে পিস্তলে হাত দেওয়ার পরও! এখন আর ফিরে আসবার সময় নেই, অনেক দেরি হয়ে গেছে–পিস্তলটা হোলস্টারমুক্ত হয়ে গেছে। মরিয়া চেষ্টায় কোল্ট বের করল সে, কোমর বরাবর রেখে মাযল সামান্য উঁচু করল, একইসঙ্গে হ্যামার টানল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফোরম্যানের কোমরের কাছ থেকে আগুন ওগরাল তার বাম দিকের পিস্তল। টলে উঠল হুইটি। ভারসাম্য ধরে রাখতে এক পা আগে বাড়ল, প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে পিস্তল তুলল। কিন্তু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল বোর্ডের তৈরি মেঝেয়। শিথিল মুঠি থেকে খসে পড়েছে পিস্তলটা। বার কয়েক খিঁচ উঠল দেহে, তারপর পুরোপুরি নিথর হয়ে গেল।

পরে এক দর্শক ডুয়েলের গল্প বলছিল: 'কসম খেয়ে বলছি, ড্র করতে দেখিনি ক্যালকিনকে! কখন যে পিস্তল তুলে নিল, ঈশ্বরই জানেন! শুধু ফাস্ট? বিদ্যুতের গতি ওর আঙুলে, চোখের পলকে ড্র করল, অথচ ওর অন্তত এক সেকেণ্ড আগে হুইটি পিস্তল বের করেছে!'

মাত্র একটা গুলির শব্দ হয়েছে এবং তাতেই সব উত্তেজনা শেষ হয়ে গেছে। খেলা ছেড়ে ঘটনাস্থলে চলে এল জুয়াড়ীরা, বার ঘিরে দাঁড়াল। ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে ওদের মধ্যে, একনজর দেখে নিতে চায় মৃত হুইটিকে। পড়ে থাকা রিভলভারটা তুলে নিল একজন, বাঁটে হাত বুলাল।

'দাগ কেটে হিসাব রেখেছিল–ছয়টা,' বলল লোকটা। 'জোড়া

পিস্তলের অন্যটায় যদি একই সংখ্যক দাগ থাকে, সেক্ষেত্রে হুইটি পরপারে মোট বারোজনকে পাঠিয়ে দিয়েছে। এবার নিজেই চলে গেল।'

'একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল,' মন্তব্য করল টবিন ওয়াকার। 'অন্যদের কথা জানি না, তবে আমি কিছু সংস্কার অনুসরণ করি। এক ডজন লোককে খুন করতে পারলে আমি ক্ষান্ত হতাম, অস্ত্রের কারবার ছেড়ে দিতাম চিরতরে। বারো সংখ্যাটা যথেষ্টরও বেশি। মৃত্যুর মুখোমুখি এতবার দাঁড়ানোর পরও যে বেঁচে আছি, এ নিয়ে শোকরিয়া আদায় করতাম।'

মৃত্যুর উপস্থিতি সত্ত্বেও ওয়াকারের কথায় হেসে উঠল কেউ কেউ। মৃত্যু নিয়ে যাদের কাজ-কারবার, একসময় মৃত্যুতে যখন প্রায়শ্চিত্ত করে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তখন সহানুভূতি খুব কমই পায়। এটাই বাস্তবতা। পশ্চিমের রীতিতে *খুনোখুনি খেলায়* একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল হুইটি, মৃত্যুটা তার প্রাপ্য ছিল।

মার্শালের কাছে চলে গেল জন, কাছ থেকে হুইটির লাশ তখন পর্যবেক্ষণ করছে ল-ম্যান। 'দরকার হলে আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে জানো তুমি,' বলল ও।

'এটা ওর প্রাপ্য ছিল,' মন্তব্য করল জেরেমি সিস্টো। 'আমার তোমাকে দরকার হবে না, তবে অন্য কেউ হয়তো খোঁজ করতে পারে,' অর্থপূর্ণ স্বরে যোগ করল সে।

শ্রাগ করে সরে এল জন। বিল মিটিয়ে পরপরই সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল।

জুয়াড়ীরা যার যার জায়গায় চলে গেল, মেঝে থেকে লাশ সরিয়ে ফেলা হলো। মিনিট কয়েক পর স্বাভাবিক হয়ে গেল পরিবেশ। একটু পর যখন কার্ল ব্লেয়ার ঢুকল সেলুনে, কোথাও এমন কোন চিহ্ন বা প্রমাণ থাকল না যেটা দেখে মনে হবে একটা লোক একটু আগে প্রাণ হারিয়েছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চঞ্চল

চোখে পুরো সেলুন নিরীখ করল সে।

'হুইটি কোথায়, জানো নাকি?' কামারকে জিজ্ঞেস করল সে।

'নরকে যেতে কতক্ষণ লাগে জানি না, তবে এতক্ষণে নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে সে, কারণ আরও আধ-ঘণ্টা আগে যাত্রা করেছিল।'

হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কার্ল, মুখে কথা সরছে না। দুই চোখে রাজ্যের বিস্ময়। 'বলতে চাইছ...হুইটি মারা গেছে?'

'মরে ভূত হয়ে গেছে,' জানাল ওয়াকার। 'উঁহুঁ, শুধরে নিচ্ছি। মরে নরকের বাসিন্দা হয়ে গেছে।'

ভ্রূ কুঁচকে গেছে কার্লের, চোখে সন্দেহ। 'কীভাবে মারা গেল ও?' ফের জানতে চাইল সে, প্রবল কর্তৃত্ব আর দাপট তার কণ্ঠে।

'সি-পি ফোরম্যানের সঙ্গে চোটপাট দেখাতে গিয়েছিল,' বলল কামার। 'কিন্তু ও তো জানত না এবার ভুল লোকের খপ্পরে পড়ে গেছে।'

'ক্যালকিন ওকে ডুয়েলে পরাস্ত করেছে?' অবিশ্বাস ফুটল কার্ল ব্লেযারের কণ্ঠে।

'পরাস্ত মানে? একেবারে নাকাল করে ছেড়েছে!' সন্তুষ্ট স্বরে বলল টবিন ওয়াকার। ব্লেযারদের পছন্দ করে না ও, একচোট নেওয়ার সুযোগ ফস্কে দিতে রাজি নয়। স্রেফ ঘটনা বর্ণনাও যে উপভোগ্য হতে পারে, কার্ল ব্লেযারকে হতাশ, বিমূঢ় ও বিস্মিত হতে দেখে সেই অপার আনন্দ অনুভব করছে। 'হুইটিকে পিস্তল বের করবার সুযোগ দিল ক্যালকিন, অপেক্ষায় ছিল...তারপর ঠিক হুইটি যখন পিস্তল বের করেছে, তখনই ভেল্কি দেখাল—নিজেরটা বের করে এক গুলিতে হুইটির কপালে আরেকটা চোখ তৈরি করে দিল!'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল কার্ল, এক মুহূর্তও দেরি করল না। মুখ শক্ত হয়ে গেছে।

পিছন থেকে তাকিয়ে থাকল টবিন ওয়াকার, দু'কান পর্যন্ত

বিস্তৃত হয়েছে হাসি। দারুণ আমোদ পাচ্ছে। হুইটির মতো আপদ বা যন্ত্রণার বিদায় ওকে যতটা না আনন্দ দিয়েছে, কার্ল ব্লেযারের হতভম্ব মুখ দেখে এরচেয়ে ঢের বেশি আনন্দ পেয়েছে।

বলা বাহুল্য, একই অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ আরও আছে। কেউ হয়তো স্বীকার করবে না, কিন্তু ব্লেযারদের বিপদে আনন্দ পাওয়ার লোকের অভাব হবে না। না অন্য সেলুনে, উইণ্ডি বা চৌহদ্দিতে।

'কার্লকে দেখে মনে হলো মায়ের পেটের ভাইকে হারিয়েছে,' সঙ্গীর উদ্দেশে বলল ওয়াকার। 'জানতাম না র‍্যাঞ্চের রাইডারদের জন্যে এত দরদ আছে ব্লেযারদের।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে সামান্য ইতস্তত করল কার্ল, বারের কাছে বসে থাকা মার্শালকে দেখে সেদিকে এগোল।

কার্লের হতাশ এবং বিরক্ত মুখ দেখে প্রমাদ গুনল মার্শাল।

'শুনলাম হুইটিকে খুন করেছে ক্যালকিন,' দ্রুত কাজের কথায় চলে গেল কার্ল। 'এ ব্যাপারে কী করছ তুমি?'

'লাশ সৎকারের ব্যবস্থা করছি,' নিস্পৃহ স্বরে বলল মার্শাল। 'সত্যি কথা হচ্ছে বহুদিন ধরে এমন একটা কিছু পাওনা ছিল ওর এবং পিস্তলে সেই আগে হাত দিয়েছিল।'

ভুরু কোঁচকাল কার্ল। 'কিংকে এটাই বলব তা হলে?' প্রচ্ছন্ন হুমকি প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠে।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সঙ্গে অবশ্য এটাও যোগ করতে পারো জন ক্যালকিনের তুলনায় হুইটির দক্ষতা যথেষ্ট ছিল না,' অর্থপূর্ণ স্বরে বলল সে, ধূর্ত চোখে সন্তুষ্টি ফুটে উঠেছে।

আগেই ইশারা করেছিল কার্ল। বারকীপ এক গ্লাস হুইস্কি দিতে দ্রুত সেটা গলায় ঢালল, তারপর সেলুন থেকে বেরিয়ে বড় ভাইয়ের তালাশ করল। শহরেই আছে সে। সম্ভাব্য জায়গা হচ্ছে প্লাযা সেলুন। শহরে এলে বেশিরভাগ সময় সেখানে কাটায় কিং।

বারে বসে সুন্দরী মালিকের সঙ্গে গল্প করছে কিং, ভিতরে

ঢুকে দেখতে পেল কার্ল। ভাইকে এক পাশে সরিয়ে এনে ঘটনা খুলে বলল, মার্শালের বলা কথাগুলোও বাদ দিল না। শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে গেল কিং, কপালে গভীর ভাঁজ পড়েছে।

'হুইটির পিস্তল নিশ্চয়ই আটকে গিয়েছিল,' অবিশ্বাসের সুরে বলল কিং ব্লেযার।

'আরে দূর, সব না-জেনে মন্তব্য করছ!' শুধরে দিল কার্ল। 'হুইটির পিস্তল আটকে যায়নি, বরং ঠিকই বের হয়েছিল। ওই জন ক্যালকিন ওকে পিস্তল বের করতে দিয়েছিল আগে, তারপর নিজে ড্র করেছে। বিশ্বাস করতে পারো, আগে পিস্তল বের করবার পরও ধরা খেয়েছে হুইটি? অথচ ওর চেয়ে ক্ষিপ্র কোন বন্দুকবাজ আজ পর্যন্ত দেখিনি। অবশ্য তোমার কথা বাদ দিলে।'

'ক্যালকিন যদি এতটাই ক্ষিপ্র ও দক্ষ হয়ে থাকে, বোধহয় অন্য কোন ব্যবস্থা করা উচিত হবে,' চিন্তিত স্বরে বলল কিং।

'জ্যাকের ক্ষেত্রে যেমন করেছিল, লুসকে ওর পিছনে লাগিয়ে দাও, পিঠে একটা গুলি করে ল্যাঠা চুকিয়ে দিক!'

'দারুণ আইডিয়া তো!' কিং-এর টিটকারি।

কার্ল ভেবে-চিন্তে বলেনি, মাথায় আসা মাত্র ধারণাটা মুখ ফুটে বলে ফেলেছিল, কিন্তু কিং-কে সেটা নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে বাতিল করে দিতে দেখে বোধোদয় হলো 'দূর, এমনিতে বলেছি কথাটা!' তাড়াতাড়ি শুধরে নিল ও। 'ক্যালকিন আর লুস তো প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে এখন।'

'তুমি আসলে একটা বেকুব, কার্ল,' সহাস্যে বলল কিং, তবে আশ্বস্ত করবার ভঙ্গিতে হাত রাখল কার্লের কাঁধে। 'ভাগ্য ভাল যে চিন্তা-ভাবনা আর পরিকল্পনা করবার জন্যে ব্লেযারদের জন্যে আমি আছি, নইলে যে কী ঘটত!'

হাসি মুখে বারের কাছে গিয়ে বসল কিং ব্লেযার, রোজার সঙ্গে গল্প করবে। মনে মনে আত্মসমালোচনা করল সে। এ পর্যন্ত বেশ

কয়েকটা ঝুঁকি নিয়েছে, কিন্তু কাজে আসেনি–সবক'টাই হেরেছে। তবে এবার বুঝে-শুনে চাল দেবে, যাতে হারতে না-হয়।

'হানি,' রোজার উদ্দেশে নিচু স্বরে জানতে চাইল কিং। 'কী মনে হয়, এক ঢিলে দুটো পাখি শিকার করা সম্ভব?'

হেসে উঠল রোজা, কৌতুক ফুটে উঠেছে চোখে। 'খুব কঠিন কাজ, তবে পাখি দুটো খুব কাছাকাছি থাকলে সম্ভব হতে পারে।'

'যে-কাজের কথা ভাবছি, এখানে পাখি দুটো বেশ দূরত্বে আছে, কিন্তু এতে বাড়তি একটা উপকারও আছে,' নিঃশব্দে হাসল কিং, আর কিছু বলল না।

বলবার ইচ্ছেও নেই তার।

এগারো

সাইডওঅক ধরে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলেছে মিসেস রোজা মেলিন। চওড়া, কিনারা ঝুলে পড়া প্রকাণ্ড খড়ের হ্যাটের ছায়া পড়েছে মুখে, তপ্ত সূর্যের আঁচ লাগছে না; তবে কোনভাবে ওর সৌন্দর্য ঢাকতে পারেনি। একে সুন্দরী, তায় উইণ্ডির সবচেয়ে জনপ্রিয় সেলুন "প্লাযা"র মালিক হিসাবে অন্তত পুরুষদের প্রিয়পাত্র ও, স্বভাবতই রাস্তায় বেরোলে সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ে। আজও ব্যতিক্রম হচ্ছে না। চারপাশ থেকে উৎসুক দৃষ্টি অনুসরণ করছে ওকে সারাক্ষণ, সহাস্যে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে সবাই, কিংবা দূর থেকে চোস্ত ভঙ্গিতে নড করছে।

তাই, চেনা একজন যখন মাথা নিচু করে, হ্যাটের ব্রিম নামিয়ে

দিয়ে কোনরকম সম্ভাষণ ছাড়াই ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, বেশ অবাক হলো রোজা। তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে তার বাহু চেপে ধরল।

'লুস ব্লেযার!' তীক্ষ্ণ শোনাল রোজার কণ্ঠ। 'কী হারিয়ে ফেলেছ তুমি–দৃষ্টিশক্তি না সৌজন্যবোধ?'

থমকে দাঁড়াল ছেলেটা, ঝটিতি মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে হাতে নিল। 'লোকজন ইদানীং আমাকে এড়িয়ে চলতে পারলেই যেন বাঁচে, রোজা,' বিষণ্ন স্বরে বলল লুস। 'আমার সঙ্গে কথা বলে তোমার কোন উপকার তো হবেই না, বরং বিপদ বা ঝামেলা হতে পারে। কিং নিশ্চয়ই সেটা পছন্দ...'

'আচ্ছা,' বাতিলের ভঙ্গিতে বাতাসে হাত নাড়ল রোজা। 'কারও বুদ্ধিতে বন্ধু বাছাই করি না আমি। যার সঙ্গে খুশি কথা বলব বা মিশব, তাতে কার কী? কিং ব্লেযারের পছন্দ-অপছন্দের থোড়াই পরোয়া করি! সত্যি বলতে কী, আমার নিজের বদনামও কম নয়,' তিক্ত হাসল ও। 'জানোই তো, মেয়েমানুষের চরিত্রে একবার কালিমা পড়লে সেটা কিছুতে মোছা যায় না।'

সহানুভূতির চোখে লুসকে দেখছে রোজা। তরুণের মুখে সদ্য পড়া কয়েকটা ভাঁজ বা চাহনির গভীরে লুকিয়ে থাকা বেদনা কিংবা হতাশাও ওর দৃষ্টি এড়ায়নি।

'যে যাই বলুক, রোজা, তুমি খুব ভালমানুষ,' আন্তরিক স্বরে বলল লুস। 'কেউ যদি এর অন্যথা বলে, ব্যাটার ভুল ধরিয়ে দিতে যতকিছু করা লাগবে...'

'ধন্যবাদ, লুস,' তরুণকে থামিয়ে দিল রোজা মেলিন। 'কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে পুরুষদের কাছ থেকে আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু কমই শুনতে পাবে। বরং মেয়েরাই মেয়েদের সর্বনাশ করে।'

'আর পুরুষরা সর্বনাশ করে পুরুষদের,' বিষণ্ন স্বরে বলল লুস ব্লেযার। 'যাক, একজন বন্ধু আছে এটা ভেবে কিছুটা হলেও শান্তি

পাচ্ছি মনে, রোজা। ধন্যবাদ তোমাকে।'

'একজন কেন, এরচেয়ে বেশিই আছে, বয়। আমার অনুমানে ভুল না-হলে রাস্তার ওপাশে এ মুহূর্তে আরও একজন বন্ধু আছে তোমার। দুঃখিত, তোমাকে থামিয়ে দিয়ে আটকে ফেলেছি...'

ধূলিমলিন রাস্তার ওপাশে, জেনারেল স্টোর থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপেছে এমিলি পার্কার, ধীর গতিতে যাত্রা করেছে। মুখোভাব বা আচরণে বোঝা গেল না লুস কিংবা ওর সঙ্গিনীকে দেখতে পেয়েছে।

তরুণের মুখের পরিবর্তন দৃষ্টি এড়ায়নি রোজার। 'তোমাকে বোধহয় দেখতে পায়নি,' স্মিত হেসে বলল ও, যদিও প্রায় নিশ্চিত জানে কথাটা মিথ্যে। 'ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে এগিয়ে যাও, আমার কথা ভাবতে হবে না।'

মাথা নাড়ল লুস। 'কোন ব্লেযারের ব্যাপারে আগ্রহ নেই মিস্ পার্কারের।'

হেসে উঠল রোজা। 'কী যে বলো! মেয়েদের সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণাই নেই তোমার, লুস। এখনও বয়স কম তো, তবে একসময় শিখে ফেলবে যে পছন্দের পুরুষের চরিত্রে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও দিব্যি মেনে নেয় মেয়েরা, এমনকী সেটা কখনও কখনও উপভোগও করে। যাহ্, অযথা বকবক করছি! আসল কথাই বলা হয়নি, যে-জন্যে তোমাকে থামিয়েছি। তোমার বন্ধু ক্যালকিনকে বোলো যে সেরা গানফাইটারকে হারিয়ে মহা খেপে গেছে একটা আউটফিট এবং যে-কোন মূল্যে হিসাব চুকাতে চাইছে ওরা।'

'খবরটা জানাব ওকে, কিন্তু কিং যদি জানতে পারে তুমি...'

'দূর!' লুসকে থামিয়ে দিল রোজা। 'তোমার বড় ভাই হয়তো উইগুিকে কব্জা করে রেখেছে, কিন্তু আমি ওকে মোটেও ভয় পাই না।'

'খুবই চমৎকার কথা!' কর্কশ একটা কণ্ঠ বলল পিছন থেকে।

যে স্টোরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ওরা, ভিতর থেকে মাত্র বেরিয়ে এসেছে কিং ব্লেযার। সে কতক্ষণ এখানে ছিল বা ওদের কথাবার্তা কতটা শুনতে পেয়েছে দু'জনের কারোই ধারণা নেই।

মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে মূড খারাপ কিং-এর। থমথমে চেহারা দেখেও ভয় পেল না রোজা, বরং পাশ ফিরে সাহসিকতার সঙ্গে মুখোমুখি হলো। 'হ্যালো, কিং! আড়ি পেতেছ নাকি?' বিদ্রূপের স্বরে জানতে চাইল রোজা। 'জানো তো, মেয়েলি এই অভ্যাসটা কত খারাপ চোখে দেখে লোকে?'

কিন্তু রোজাকে পাত্তা দিল না কিং, বরং ভাইয়ের দিকে ফিরল। 'তুমি তা হলে যাওনি এখনও?'

'দেখতেই পাচ্ছ,' পাল্টা ঝাঁঝ প্রকাশ পেল লুসের কণ্ঠে। 'পিস্তল আর গানবেল্ট নিয়েছ তা হলে?'

অপমানে লালচে ছোপ দেখা গেল কিং-এর গালে। 'বোকার হদ্দ, আমার সঙ্গে বারবার টক্কর লাগাতে চাইছ, এর পরিণাম কিন্তু ভাল হবে না। এবার মানে মানে কেটে পড়ো, জরুরি কথা বলবার আছে এই...লেডিকে।'

কিং-এর বলা বিদ্রূপাত্মক শেষ শব্দটা শুনে জ্বলে উঠল রোজা মেলিনের চোখ। তবে আগে লুসকে বিদায় দিতে মনস্থ করল। মিষ্টি হেসে হাত বাড়িয়ে দিল তরুণের দিকে। 'তা হলে বিদায়, লুস। তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি। যখন ইচ্ছে এসে দেখা কোরো আমার সঙ্গে।'

করমর্দন করে চলে গেল লুস।

কিং-এর দিকে ফিরল রোজা। 'জরুরি কী যেন বলবেন, মহামান্য?'

নীরবে, নিদারুণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে রোজাকে নিরীখ করছে কিং,

মুখ বা চাহনি দেখে বোঝা গেল না মনে মনে কী ভাবছে। মেয়েটির অনাবিল সৌন্দর্য, অপূর্ব কালো চোখ, মৃদু-মন্দ বাতাসে গায়ের সঙ্গে চেপে বসা রেশমী পোশাকে জড়ানো ভরাট যৌবন বা দেহসৌষ্ঠব…সন্ন্যাসীর ধ্যানও ভেঙে যাবে। কিন্তু কিং ব্লেযার সন্ন্যাসী নয়। একটা শিক্ষা পাওয়া উচিত রোজার। ঘোড়া আর মেয়েমানুষে আদপে তেমন পার্থক্য নেই, এদেরকে সবসময় চাপে রাখতে হয়। বেয়াড়া আচরণ করলে মাঝে মধ্যে শাস্তিও দিতে হয়।

সমীহের আলগা একটা পর্দা চোখে ধারণ করল কিং, কোমল স্বরে জানতে চাইল: 'গাধাটাকে কী বলেছ?'

'তুমি তা হলে শুনতে পাওনি?'

'স্টোরের পিছন দিকে ছিলাম। বেরিয়ে এসে শুনলাম সারা শহরকে বলছ তুমি কতটা সাহসী মেয়ে,' গম্ভীর মুখে বলল কিং।

'তোমার কথায় ওঠ-বস করতে না-চাওয়াকে যদি সাহস বলো তা হলে সেটা আছে আমার,' জবাব দিল রোজা। 'যাক্‌গে, আসল কথা শুনে নাও, বলতে আপত্তি নেই। বেচারী লুসের মন খানিকটা চাঙা করতে চেয়েছিলাম, এমন মনমরা হয়ে আছে! আর জন ক্যালকিনকে সতর্ক করে দিতে বলেছি যে তোমার আউটফিট ওর সঙ্গে লেনদেন চুকিয়ে ফেলতে অধীর হয়ে পড়েছে।'

'তোমার সেই সাহস হলো?' দাঁতে দাঁত পিষল কিং। মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো সত্যি সাহস আছে এই মেয়ের। সারা উইণ্ডি খুঁজলে বোধহয় রোজার মতো এমন দুঃসাহসী চারজন লোক পাওয়া যাবে না। কথাটা শুধু বলেইনি, বরং নির্বিকার মুখে ওকে জানাচ্ছেও। এমন সৎসাহস সব পুরুষদের মধ্যেও নেই

'ওহ্, আমি তো সাহসী! একটু আগে তুমিই সনদ দিয়েছ,' ম্লান স্বরে বলল রোজা। 'তবে আমার সৎ গুণ ওই একটাই।'

'ওই পাঞ্জারের মধ্যে আগ্রহের কী দেখেছ তুমি?' হঠাৎ প্রসঙ্গ

পাল্টে ফেলল কিং।

স্মিত হাসল রোজা। ঈর্ষা বোধ করছে কিং, তারমানে নৈতিক জয় হয়েছে ওর! 'ওকে ভাল লাগে আমার,' অকপট স্বরে বলল ও। 'একটা ব্যাপারে মিল আছে আমাদের–দু'জনেই আমরা খুব সাহসী। তোমার ভাড়াটে খুনিকে ন্যায্যর চেয়েও বেশি সুযোগ দিয়েছে ক্যালকিন।'

'ধ্যেৎ! ওসবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, এটা দু'জনের ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। আমার তো মনে হয় অতীতেও দেখা হয়েছিল ওদের।'

'হ্যাঁ, হতে পারে,' বিড়বিড় করল রোজা।

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না?'

কৌতুক ফুটল রোজার চোখে। 'আমি সন্দেহ বা অবিশ্বাস করলেও যেন কিছু যায়-আসে, জর্জ ওয়াশিংটন ব্লেযার?' উপহাস ওর কণ্ঠে।

শক্ত হয়ে গেল কিং-এর চোয়াল, চিবিয়ে চিবিয়ে পরের কথাগুলো বলল সে। 'রোজা মেলিন, কবে যে তোমার সুন্দর ওই ঘাড়টা দু'হাতে চেপে ধরে মটকে দিই!'

'সেটা খুবই দুঃখজনক হবে, যেহেতু বহু মানুষ ওই ঘাড়টা পছন্দ করে,' স্মিত হাসল রোজা। 'য্াক্‌গে, বেশ কিছু কেনাকাটা আছে আমার। মহামান্যের যদি আর কোন চাওয়া বা জিজ্ঞাসা না-থাকে, অনুমতি দিলে এবার নিষ্ক্রান্ত হই...' নিচু হয়ে বাউ করল ও, একান্ত বাধ্য প্রজার মতো অপেক্ষায় থাকল। তেরছা চোখে চেয়ে আছে। পুরোটাই ভান।

মেজাজ সামলে নিয়েছে কিং। 'তুমি আসলে আমাকে খেপিয়ে তুলতে চাইছ, দুষ্টু মেয়ে। চলো, কেনাকাটায় তোমাকে সাহায্য করব।'

মেকী আতঙ্কে দু'হাত উপরে তুলল রোজা। 'মাফ করো!

সুনাম যাও-বা কিছু অবশিষ্ট আছে, সব ধূলিস্যাৎ করে দেবে? কী ভাববে সবাই? সারা শহরে চাউর হয়ে যাবে যে আমরা একসঙ্গে হাউসকীপিং করছি।'

'অসুবিধা কী?' আগ্রহী ও সন্তুষ্ট কণ্ঠে বলল কিং, সম্ভাবনাটা আলোচনায় উঠে আসায় চমৎকৃত হয়েছে। 'সার্কেল-বিতে চলে এসো এবং...'

'অনন্যা মিস্ পার্কারের দেখাশোনা করে শেষ জীবন কাটিয়ে দিতে হবে, এই বলতে চাইছ?' মধুর কণ্ঠে কথাটা শেষ করল রোজা।

কিং-এর মুখ বা আচরণে পরিবর্তন দেখে চরম বিস্মিত হলো রোজা। প্রচণ্ড রেগে গেছে সে, চোখের তারায় হিংস্র ও অশুভ কী যেন ফুটে উঠল—রীতিমতো কুৎসিত বলা চলে সেটাকে। দাঁতে দাঁত চাপল সে, চাপা হিসহিস শব্দে বলল: 'হারামীটা তা হলে পেটের সব খবর উগরে দিয়েছে? হ্যাঁ, ওর পক্ষে এই স্বাভাবিক। কিন্তু এটাই শেষ! এরপর আর...'

অন্ধকারে ছুঁড়ে মারা ঢিলটা যে একেবারে চাঁদির উপর গিয়ে আঘাত হানবে, কল্পনাও করেনি রোজা। প্রচণ্ড খেপে গেছে কিং, এত খেপতে তাকে কখনও দেখেনি। তাজা ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার তাগিদ বোধ করল ও। 'তুমি কি লুসের কথা বলছ? তোমার বা মিস্ পার্কারের ব্যাপারে আমাকে কিছু জানায়নি ও, আদপে এ সম্পর্কে কোন আলাপই হয়নি আমাদের। স্রেফ অনুমানে বলেছি, তোমাকে খোঁচা মারতে চেয়েছিলাম। আমি আন্তরিক দুঃখিত, কিং।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল কিং ব্লেযার, মনে ক্ষোভ আর রাগের দ্বৈরথ চলছে। রক্তে উন্মত্ত আক্রোশ বোধ করছে সে। স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটি, দৃষ্টিতে সামান্য পলকও পড়ছে না; পরিষ্কার ও নিষ্কম্প চাহনি। কিং বুঝল, রোজা মেলিন যত বড়

অপরাধই করুক, মিথ্যুক নয়। সামান্য নড করল কিং, যেন নিজস্ব ভাবনার উত্তরে।

'বেশ, তোমার কথা বিশ্বাস করলাম,' শেষে বলল সে, কর্কশ শোনাল কণ্ঠ। 'কিন্তু একটা কথা সাফ জানিয়ে দিচ্ছি, যদি লুসের ভাল চাও তো ওকে এখান থেকে চলে যেতে বলো। উইণ্ডি বা এ চৌহদ্দি একসঙ্গে আমাদের দু'জনের জন্যে খুবই ছোট জায়গা। আমি এখান থেকে যাব না, যাওয়ার চিন্তাও করি না। সেক্ষেত্রে, ওকেই যেতে হবে। যাক্‌গে, রাতে দেখা হবে?'

'ব্যবসার খাতিরে সেলুনে বসতে হয়, তুমি এলেই তো দেখা হবে। প্লাযায় তুমি কেন, কারও আসাই ঠেকাতে পারব না আমি।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল রোজা।

রাস্তা ধরে এগোল কিং ব্লেযার, দুই মহিলাকে নিয়ে ভাবছে। মধুরঙা চুল ও নীল চোখের বিপরীতে কালো চুল ও কালো চোখের মধ্যে কাকে বেছে নেবে, ঠিক করা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড্ড কঠিন বাছাই! মনে মনে একচোট হেসে নিল কিং। বাছাই করবার বাধ্যবাধকতা কোথায়? কে ওই ঝামেলায় যায়? বরং সহজ কাজটা করতে পারে সে—দু'জনকেই লাগবে ওর!

'আজ পর্যন্ত কিছু চেয়ে না-পায়নি কিং ব্লেযার,' বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল সে, চওড়া হাসি ফুটেছে মুখে, তলে তলে সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন বোধ করছে। কঠিন সমস্যার দারুণ এক সমাধান করে ফেলেছে। ষোলোআনা কেন, বত্রিশ আনা প্রাপ্তি!

তবে পথে দুটো কাঁটা আছে—লুস আর বেয়াড়া ওই পাঞ্চার। বাধা দুটো উপড়ে না-ফেললে আশা পূরণ হবে না। হুইটির ফেল মারাটা এমনকী এখনও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, অথচ তাকে অজেয় ভেবেছিল। আশ্চর্য ব্যাপার, ক্যালকিনের কাছে পাত্তাই পায়নি সে!

মনে মনে কঠিন শপথ করল কিং ব্লেযার, শক্ত হয়ে গেল দুই চোয়াল। খেল্ এখনও শুরুই করেনি, ঠিকমতো যখন চাল দেবে,

দিশেহারা হয়ে পড়বে ক্যালকিন। 'ব্যাটা, খাঁদা, নাকটা টেনে লম্বা করে দেব!' প্রবল বিদ্রূপের সঙ্গে বিড়বিড় করল কিং। 'এমন খেল্ দেখাব যে ভুরু কপালে উঠে যাবে!'

হুইটির মৃত্যুর খবর পৌঁছাতে সি-পি র‍্যাঞ্চে উৎসবের আমেজ শুরু হলো। সবার মধ্যমণি হয়ে গেল নতুন ফোরম্যান। হুইটির সামর্থ্য নিয়ে কারোই সন্দেহ ছিল না, কারণ তার পিস্তলের দুটো দাগ তৈরি হয়েছিল উইণ্ডিতে আসবার পর এবং দুই শিকারের প্রত্যেকে পিস্তলে যথেষ্ট দক্ষ ছিল। এরপর প্রায় সবাই একমত হয়েছে যে হুইটির সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার মতো লোক চৌহদ্দিতে শুধু একজনই আছে। লোকটা কিং ব্লেযার। যদিও দু'জনের মধ্যে কার ক্ষিপ্রতা বেশি জানবার উপায় ছিল না, তবে অনেকেই মনে করত কিংই অপেক্ষাকৃত ক্ষিপ্র। রাতে সাপারের সময়, হুইটির সঙ্গে ক্যালকিনের ডুয়েলের পরের রাতের ঘটনা, এ নিয়ে আড্ডা জমে গেল।

'কিং ক্ষিপ্র তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এও মনে রাখতে হবে হুইটিকে পিস্তল বের করতে দিয়েছে জন,' মনে করিয়ে দিল জিম বার্নেস। 'হুইটি পিস্তল খাপমুক্ত করবার পর জন নিজে ড্র করেছে। তার আগে স্রেফ অপেক্ষায় ছিল। এ থেকে বুঝতে পারছ না আসলে কতটা ক্ষিপ্র ও?'

'এবং শুধু বাম হাতের পিস্তলটা ড্র করেছে। দুই চোখের ঠিক মাঝখানে গুলিটা বিঁধেছে, যেন মেয়েদের টিপ,' যোগ করল মুডি। 'এত নিখুঁত শ্যুটিং করা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়, যেখানে প্রতিপক্ষ আগেই পিস্তল বের করে আছে।'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে,' জানাল ফ্ল্যাটি। 'আচ্ছা, বেন, তোমার বন্ধু যে পিস্তলের জাদুকর এটা আমাদের আগে থেকে জানালে না কেন? প্রথমদিন ওকে যে অভ্যর্থনার আয়োজন করা

হয়েছিল, এর ফলশ্রুতিতে কারও সঙ্গে তর্কাতর্কি বা ঝগড়া বেধে গেলে কেউ যদি ওকে চ্যালেঞ্জ করে বসত?'

'তোমার কান দুটো মলে দিত,' হাসতে হাসতে বলল বেন। 'দূর! তোমরা যা ভাবছ, জন কিন্তু অত চালু নয়। তবে একেবারে শ্লথও বলা যাবে না...'

গলা ফাটিয়ে প্রতিবাদ করল সব পাঞ্চার। সমানে চেঁচাচ্ছে, তীব্র শোরগোলে চাপা পড়ে গেল বেন ব্লকারের শেষ কথাগুলো। রীতিমতো খেপে গেছে এরা, টের পেল বেন...যত চেষ্টাই করুক, ওর মিথ্যাকে উড়িয়ে দিয়েছে। মনে মনে সন্তুষ্টি বোধ করল, চাপা হাসি ফুটল ওর রুক্ষ মুখে।

প্রায় জাদু দেখিয়েছে ক্যালকিন। সি-পি র‍্যাঞ্চে যোগ দেওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে সব কাউহ্যাণ্ডের মন জয় করে নিয়েছে, বিনা বাক্যব্যয়ে এখন জনের যে-কোন নির্দেশ মেনে নেয় এরা, কোন ব্যাখ্যা দাবি করে না। জন নরকে যেতে বললেও নির্দেশটা তামিল করবে বোধহয়। জনের একচ্ছত্র কর্তৃত্বে কার্যত হ্রাস. পেয়েছে বেনের ক্ষমতা। এখন আর ওকে তত ভয়ঙ্কর বা মারকুটে বলে মনে করে না সহকর্মীরা, তাই পাত্তাও দেয় কম। তবে তাতে মোটেও অখুশি নয় বেন ব্লকার।

আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। সাপ সম্পর্কিত এক ঘটনা বলতে লাগল মূডি। পুবে যেমন মাছ শিকারের গল্প খুব জনপ্রিয়, তেমনি পশ্চিমে সাপের গল্পও ব্যাপক প্রচলিত; এবং কম-বেশি বিশ্বাস করে সবাই। মূডির গল্পের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হলো না।

'লাইন-কেবিন থেকে প্রায় আধ-মাইল দূরে তখন, হঠাৎ ঘাসের উপর দুটো প্রকাণ্ড র‍্যাটলারকে ধস্তাধস্তি করতে দেখলাম,' বলতে শুরু করল মূডি। 'মজার ব্যাপার হচ্ছে, যদিও ওরা লড়াই করছে কিন্তু একইসঙ্গে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইছিল। আরেকটু কাছে যেতে আসল ঘটনা বুঝতে পারলাম:

দুটোয় মিলে নিশ্চয়ই বিস্তর হুড়োহুড়ি করেছে এবং কোন এক ফাঁকে ওদের লেজে প্যাঁচ খেয়ে গেছে। বুঝতে পারছ তা হলে? যত সরে যেতে চায় ততই গিঁট শক্ত হয়ে বসে, সর্বশক্তি খাটিয়েও বিচ্ছিন্ন হতে পারছিল না ওরা।'

'তুমি কী করেছ?' জানতে চাইল জিম বার্নেস। 'স্যাডল থেকে নেমে ওদের প্যাঁচ বা গিঁট খুলে দিয়েছ? তারপর ওরা কী করেছে, তোমাকে বাউ করে চোস্ত স্যালুট ঠুকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিদায় নিয়ে গেছে?'

'মোটেই না,' দৃঢ় স্বরে বলল গল্প-বলিয়ে। 'গুলি করে দুটো সাপেরই মাথা উড়িয়ে দিয়েছি। বিশ্বাস না-হলে জর্জকে জিজ্ঞেস করো, পরে ওই জায়গা পেরোনোর সময় সাপের খণ্ডিত মাথা আর গিঁট লাগানো লেজ ওকে দেখিয়েছি। কী, জর্জ, ঠিক বলিনি?'

চওড়া হাসি ফুটল জর্জ ডিঙ্গলারের মুখে। 'হ্যাঁ, দেখিয়েছ, কিন্তু আমার ধারণা আগে সাপ দুটোকে গুলি করেছ তুমি, তারপর লেজে গিঁট লাগিয়ে ট্রেইলের পাশে ফেলে রেখেছ।'

হৈহৈ করে উঠল সবাই, ডিঙ্গলারের কথাটা খুব মনে ধরেছে। পরপরই গম্ভীর ও স্বল্পভাষী পাঞ্চারের দিকে ছুটে গেল সবাই, মূড়ির মতো *চাপাবাজকে* কিছু নগদ *সবক* না-দিলে চলছে না। হৈহল্লা ও ধস্তাধস্তির এক ফাঁকে অন্যদের অগোচরে সটকে পড়ল বেন ব্লকার, বাঙ্ক হাউস থেকে বেরিয়ে ফোরম্যানের খোঁজ করল।

সি-পি র‍্যাঞ্চে ফোরম্যানের জন্যে আলাদা কোয়ার্টার রয়েছে। কোয়ার্টারের পোর্চে বসে আছে জন, প্রেয়ারির দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে সিগারেট ফুঁকছে। পশ্চিম দিগন্তে গোধূলির সূর্যরশ্মি প্রকাণ্ড রক্তলাল বলয়ের তৈরি করেছে, অপূর্ব সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছে।

জনের পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল বেন, নীরবে সিগারেট রোল করল। ওকে দেখেছে জন, কিন্তু নীরবতা ভাঙল না কেউ। মিনিট কয়েক পর, যখন রক্তলাল চাকতিটা টুপ করে ওল্ড স্টর্মির

ঘাড়ের ওপাশে হারিয়ে গেল, পাহাড়ি খাদে গাঢ় হতে শুরু করল ছায়ারা, তখন মুখ খুলল বেন:

'এটা নিশ্চয়ই পূর্বপরিকল্পিত ছিল, জন,' দৃঢ় স্বরে বলল বেন ব্লকার। 'তোমাকে নিকেশ করতে হন্যে হয়ে উঠেছে ব্লেযাররা।'

পাশ ফিরে বন্ধুকে দেখল জন। 'আজ দেখছি তোমার মাথাটা দারুণ খেলছে, বেন! গল্প লেখা শুরু করে দাও। খ্যাতি পেয়ে যাবে নির্ঘাত।'

জনের ব্যঙ্গে গ্রাহ্য করল না বেন। 'দূর, অযথাই চেষ্টা করছ! আমাকে বোকা বানাতে পারবে না, জন। ব্লেযাররা আবার চেষ্টা চালাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। চোখ-কান খোলা রাখতে হবে তোমার।'

'লুসের কাছ থেকে তেমন একটা খবরই পেলাম।'

'লুস ব্লেযারের কাছ থেকে?' বিস্মিত স্বরে জানতে চাইল বেন।

'ওর কাছ থেকে পেলেও লুসকে মাধ্যম বলা চলে। আসলে খবরটা দিয়েছে মিসেস মেলিন।'

ঘোঁৎ করে বিতৃষ্ণার একটা আওয়াজ ছাড়ল বেন। 'ধ্যেৎ! তুমি নিশ্চয়ই *পেটিকোটের* সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছ না, জন?'

'উঁহু, এখন পর্যন্ত তেমন কোন উদ্দেশ্য নেই,' বন্ধুকে আশ্বস্ত করল জন।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকল বেন, তারপর অধৈর্য স্বরে বলল: 'সবাই বলে মিসেস মেলিন আসলে কিং-এর মেয়েমানুষ।'

'এ ধরনের জায়গায় মিথ্যা বা গুজব রটানোর মতো মানুষের অভাব হয় না,' গম্ভীর স্বরে বলল জন, তারপর বন্ধুর উদ্দেশে মন খুলে হাসল। 'থাকগে, আসল কথা হচ্ছে ওই মহিলা আমাকে সতর্ক করে দিতে খবরটা পাঠিয়েছে। সে কার কী, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না।'

জবাবে কিছু বলতে চেয়েছিল বেন, কিন্তু হঠাৎ মেয়েকে নিয়ে র‍্যাঞ্চার উপস্থিত হওয়ায় ক্ষান্ত হলো। উঠে দাঁড়াল দু'জন। ওদের উদ্দেশে নড করল মাইক পার্কার।

'একটা সাপ মেরে ফেলতে সক্ষম হয়েছ, জন,' বলল সি-পি মালিক। 'কিন্তু গর্তে আরও সাপ আছে। ওদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে তোমার।'

'থাকব,' হেসে বলল জন। 'কিন্তু সবাই মিলে দেখছি আমাকে ভড়কে দেবে। তোমার আগে বলতে বলতে আমার কান পচিয়ে দিচ্ছিল বেন, আর তারও আগে বলেছে লুস ব্লেযার। যেখানেই যাচ্ছি, সবাই একই জ্ঞান দিচ্ছেঃ ব্লেযাররা আমাকে ছাড়বে না, সতর্ক থাকতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি...'

'*লুস* তোমাকে সতর্ক করেছে?' বিস্ময়ে ভুরু কুঁচকে গেছে মাইক পার্কারের। 'কেন, ওর কী এমন দায় পড়েছে?'

'ভাইদের সঙ্গে যদি ঝগড়া হয় লুসের,' সম্ভাবনা বাতলাল এমিলি। 'এবং তার পরিণতিতে যদি সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়...'

'উঁহুঁ,' মেয়েকে থামিয়ে দিল বুড়ো। 'এরচেয়ে জোরাল কারণ থাকতে বাধ্য।'

আর কিছু বলল না এমিলি। সঙ্গত কারণে পাহাড়ী চাতালের ঘটনা খুলে বলতে পারছে না, যেহেতু পুরো ঘটনা শুনলে কিং-কে কখনোই ক্ষমা করতে পারবে না পার্কার কিংবা ওই ঘটনা ভুলেও যাবে না।

অগত্যা উত্তরটা জনকেই দিতে হলো।

'আমার মনে হয় এখনও লুস সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে আছ, পার্কার,' মৃদু স্বরে বলল জন, টের পেল কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে এমিলি। চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে এক লোককে খুন করেছে ও, কিন্তু এমিলি পুরোদস্তুর পশ্চিমের মেয়ে এবং এখানকার জীবনযাত্রার ধরনে অভ্যস্ত; ও জানে যেচে পড়ে

লড়াই করেনি জন, বরং আত্মরক্ষার খাতিরে ডুয়েল লড়তে বাধ্য হয়েছে। পাষণ্ড এক লোককে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিয়েছে।

'ওটা তোমার ধারণা, কিন্তু আমি এখনও সন্দেহমুক্ত নই, বরং লুস পিছনে থাকলে সতর্ক থাকবার পরামর্শ দেব তোমাকে,' কর্কশ স্বরে বলল পার্কার, জনের সঙ্গে একমত হতে পারেনি। 'যাক্‌গে, মার্শাল কী বলেছে তোমাকে?'

'বলল আমাকে দরকার নেই ওর,' স্মিত হেসে বলল জন।

'হুইটির কাঁচা কাজ তা হলে সিস্টোও সামাল দিতে পারেনি? তোমাকে ঘাঁটানোর সাহস যেহেতু করেনি, নির্ঘাত ভড়কে গেছে ও,' বিদ্রূপের স্বরে বলল র‍্যাঞ্চার। 'কিন্তু ভুলেও ওকে হালকাভাবে দেখো না। পিছলা নাম হতে পারে কিংবা ব্লেয়ারদের নির্দেশে ওঠ-বস করতে পারে, কিন্তু তোমার বা আমাদের জন্যে মূর্তিমান বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে মার্শাল।'

গুডনাইট জানিয়ে মেয়ে সহ এবার চলে গেল পার্কার।

'খুবই একগুঁয়ে লোক,' মন্তব্য করল বেন ব্লকার। 'এবং একটু চরমপন্থীও নয় কি? বন্ধু হিসাবে দারুণ নির্ভরযোগ্য, বিপদে পাশে এসে দাঁড়াবে, কিন্তু যাকে একবার ঘৃণা করবে...লুস ব্লেয়ারের ব্যাপারটা ভেবে দেখো, প্রথম থেকে যে ধারণা করেছিল বস্‌ সেটা থেকে সরে আসেনি এখনও এবং আমি একমাসের বেতন বাজি রাখতে রাজি আছি, লুসের প্রতি বসের মনোভাব এতটুকু বদলাবে না!'

'বেশ, বাজি ধরলাম,' মৃদু হেসে বলল জন। 'তা হলে উঠি, বেন। ঘুমিয়ে পড়ব।'

একা হয়ে পড়ল বেন। ফোরম্যান'স শ্যাকের বন্ধ দরজার দিকে তাকাল চিন্তিত দৃষ্টিতে। 'ঘটনা কী? প্রস্তাব দিতে না-দিতেই যে বাজিটা ধরে ফেলল?' সন্দিহান মনে বিড়বিড় করল ও। 'এমন কী জানে ও যেটা আমি জানি না? সম্ভবত মাসিক কামাইটা খোয়া

যাবে, কিন্তু ওর মতি-গতি বোঝা তো আরও কঠিন!'

দরজার পিছনে দাঁড়ানো জন ক্যালকিন সব কথাই শুনতে পেল। স্মিত হাসল ও। জীবনের সবচেয়ে বড় উপহার বোধহয় অকৃত্রিম কোন বন্ধু। বেন ব্লকার একজন। জনের জন্যে নির্দ্বিধায় মৃত্যুপুরীতে হানা দেবে, যে-কোন বিপদ তুচ্ছজ্ঞান করবে; আমরণ লড়ে যাবে।

পশ্চিমের বৈরী জীবনে অভ্যস্ত মানুষগুলোর মাঝে এমন দৃঢ়, নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি হওয়া সত্যি বিস্ময়কর, অথচ কত সহজে বা ক্ষুদ্র কারণে একজন আরেকজনের জন্যে মৃত্যুবরণ করে!

বারো

উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়া আরও এক সপ্তাহ কেটে গেল। চুপ মেরে আছে সার্কেল-বি, কারও ব্যাপারেই যেন কোন মাথাব্যথা নেই। জন আঁচ করল এটা স্রেফ ভাঁওতা বা সময় ক্ষেপণ, মোক্ষম একটা চাল দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ভিতরে ভিতরে। মাইক পার্কারের মতে হুইটির পদক্ষেপ ছিল কিছুটা *কাঁচা কাজ*, এবং তা ভাল করেই জানে কিং ব্লেযার। যদিও বরাবরই অস্বীকার করেছে সে, কিন্তু বেসিনের প্রায় সবার বদ্ধমূল ধারণা আসলে হুইটিকে জনের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একটু অতিমাত্রায় অস্থির হলেও উইণ্ডির চৌহদ্দিতে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে পুরোমাত্রায় সচেতন কিং, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে জনরোষের কারণ হতে চায় না,

কারণ তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

'অপেক্ষায় থাকো এবং শত্রুকে ভুল করতে দাও, সে-সুযোগে চড়াও হলে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা সম্ভব,' ভাইদের জানাল কিং, নিষ্কর্মা বসে থাকবার অভিযোগ করছে ওরা।

'যত আশাই করি না কেন, হাত-পা গুটিয়ে এখানে অপেক্ষায় থাকলে ক্যালকিনের ভূত আমাদের ছেড়ে যাবে না!' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রতিবাদ করল কার্ল।

'বসে আছ কেন? তোমার পিস্তলটা নিয়ে ক্যালকিনকে চেপে ধরো গে!' উপদেশ দিল কিং। 'আমার তো মনে হয় তোমাকে দেখতে পেলে খুশিই হবে হুইটি।'

'এভাবে আবোল-তাবোল বলে তো কাজের কাজ কিছু হবে না,' বলল অন্যজন। 'শুধু শুধু নিজেদের মধ্যে মন কষাকষি হবে। তারচেয়ে বরং ঠাণ্ডা মাথায়, আরেকটু ভেবে-চিন্তে কথা বলা উচিত হবে।'

'ঠিক,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল কিং। 'ভেবে-চিন্তেই বলছি। প্রথম কথা হচ্ছে: ছোট্ট খরগোশের সমান বুদ্ধিও নেই তোমাদের কারও মাথায়! তাই পরিকল্পনার ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও। তোমাদের দিয়ে যদি কোন কাজ করিয়ে নিতে চাই, আগে থেকে বলব। মোটা মাথায় কথাটা ঢুকিয়ে নাও...আমি ঘুমাচ্ছি না, পূর্ণ সজাগ এবং মাথা খাটাচ্ছি। বুঝেছ?'

দু'দিন পর এর প্রমাণ পাওয়া গেল।

সি-পি র‍্যাঞ্চের পুব সীমানা বরাবর গভীর ক্যানিয়নের কিনারা ধরে রাইড করছিল জন ক্যালকিন, লাইন-কেবিনের দিকে যাচ্ছে। তীব্র গরম পড়ছে বলে তাড়াহুড়ো করছে না ও, বরং হালকা চালে ঘোড়া ছোটাচ্ছে। হঠাৎ নিচু এক টিলার উপর থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল, ধোঁয়া উঠল। রাইফেলের গর্জন কানে আসবার পরপরই মাথায় প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করল জন, বুলেটের ধাক্কায়

স্যাডল থেকে খসে পড়ল। তারপর আর কিছু মনে নেই ওর।

পরে যখন সচেতনতা ফিরে এল, টের পেল ক্যানিয়নের কিনারে এক ফাটলের ঘেসো তলায় পড়ে আছে। মাথায় লাগাতার দপদপে ব্যথা হচ্ছে, চাঁদি থেকে রক্ত গড়িয়ে এসে পড়েছে গালে। এক হাতে মাথায় আলতোভাবে আঙুল চালাল, বাম দিকে কানের সামান্য উপরে প্রমাণ সাইজের ঠুলি তৈরি হয়েছে এবং চাঁদির চামড়া কেটেছে। কতক্ষণ এখানে পড়ে আছে জানে না, কিন্তু মুখ তুলে সূর্যের অবস্থান দেখে অনুমান করল প্রায় ঘণ্টাখানেক হবে।

যেমন আছে, পড়ে থাকবার সিদ্ধান্ত নিল। অদৃশ্য খুনি হয়তো পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেনি, অর্থাৎ ওর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত নাও হতে পারে; সেক্ষেত্রে অপেক্ষায় আছে সে-লোকটা যেই হোক, তাকে দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না।

গলা থেকে ব্যাণ্ডানা খুলে মাথায় পেঁচাল জন, ব্যাণ্ডেজের কাজ চালিয়ে নেবে। তারপর সন্তর্পণে সরে এল কয়েক গজ, ফাটলের প্রায় কিনারে পৌঁছে গেছে। হাঁটু সমান লম্বা লম্বা ঘাস জন্মেছে এখানে। আলগোছে ঘাসের কাণ্ড সরিয়ে উঁকি দিল, আশা করছে পাহাড়ী চাতালটা দেখতে পাবে। অদৃশ্য ঘাতক কোথায় ছিল জানে ও, মাথায় বুলেট লাগবার ঠিক আগ মুহূর্তে সেদিকেই তাকিয়েছিল-ধোঁয়া দেখতে পেয়েছিল।

উদ্দিষ্ট জায়গা নিরীখ করল জন। পাহাড়ী চাতাল, গিরিখাতের দেয়াল ও উঁচু উপত্যকাগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজল, অনেকক্ষণ ঠায় অপেক্ষায় থাকল, কিন্তু কারও উপস্থিতির প্রমাণ দেখতে পেল না।

খুনি বোধহয় কেটে পড়েছে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল জন। নেহাত ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে। একটু হলেও খামখেয়ালী হয়ে পড়েছিল, কারণ খোলা জায়গা ধরে যেভাবে প্যারেড করছিল, শত্রুদের হাত যে নিশপিশ করবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ভাগ্যিস, হ্যাটের বাকলে আঘাত

করেছে বুলেট, সামান্য দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে চাঁদিতে আঁচড় কেটেছে। ওই মুহূর্তে সামান্য পাশ ফিরে তাকিয়েছিল পাহাড়ের দিকে, নাক বরাবর দৃষ্টি থাকলে ঠিক চাঁদি ফুটো করত বুলেট। তা হলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্বর্গের সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকত।

লোকটা কে? ডিঙ্গলারকে অ্যাম্বুশ করেছিল যে-লোক, সে-ই? ব্যাটা চেহারা দেখালেই ভাল হতো!

ফাটলের কিনারায় এসে দাঁড়াল জন। তখনই দেখতে পেল কত অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছে। স্যাডল থেকে গড়িয়ে পড়েছিল ওর দেহ, ঢাল বরাবর নেমে যাওয়ার সময় ফাটলে ঢুকে পড়েছে; সামান্য এদিক-ওদিক হলে সরাসরি কয়েকশো গজ নীচের গভীর ক্যানিয়নের পাথুরে জমিতে আছড়ে পড়ত।

সন্তর্পণে ঢাল ধরে উঠে এল ও, মাথা তুলল পিছনে আকাশের পটভূমি রেখে। কোন গুলি স্বাগত জানাল না ওকে। স্পষ্টত, খুনি সটকে পড়েছে।

হ্যাট ও ঘোড়া দুটোই হারিয়েছে। হ্যাট ছাড়াও চলবে, কিন্তু ঘোড়া অপরিহার্য, যেহেতু এখনও সম্পূর্ণ সচেতনতা ফিরে পায়নি, দুর্বল বোধ করছে এবং হাঁটতে গেলে চক্কর খাচ্ছে মাথা। পা আর মস্তিষ্কের সঙ্গে সমন্বয় নেই। অসহ্য ব্যথা হচ্ছে খুলির ভিতর। তা ছাড়া, স্যাডল স্ক্যাবার্ডে রাখা রাইফেলটাও অপরিহার্য মনে হচ্ছে এখন। কে বলতে পারে আবার আক্রান্ত হবে না?

খালি পায়ে হাঁটছে এবং দূরের রেঞ্জে গুলি করবার মতো অস্ত্র নেই সঙ্গে, এ ধরনের পরিস্থিতি জনের খুবই অপছন্দ। নিগার বেশি দূরে যাবে না, জানে ও, গুলির প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠে ঠিকই ওকে খুঁজতে বেরোবে। ঘোড়াটাকে তেমন প্রশিক্ষণ দেওয়া আছে।

পঞ্চাশ গজ দূরে এক গুচ্ছ ঝোপ রয়েছে, আড়াল পাবে বলে সেদিকে এগোল জন। হামাগুড়ি দিতে যথেষ্ট আয়াস লাগছে,

ব্যথা পাচ্ছে। শরীরের সঙ্গে মস্তিষ্কের সমন্বয় নেই। যতটা সম্ভব ঘাসের আড়াল ব্যবহার করছে ও।

নিরাপদে সেখানে পৌঁছাল। আড়াল থেকে নজর রাখল নীচের ট্রেইলে। নিচু স্বরে শিস বাজাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চিঁহি ডাক শোনা গেল এবং পরপরই নিচু খাদ থেকে বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড কালো ঘোড়াটা। মাথা উঁচিয়ে রেখেছে, নাকের পাটা ফুলে গেছে; বাতাসে গন্ধ শুঁকে মনিবের অবস্থান বুঝতে চাইছে।

ফের শিস বাজাল জন, তারপর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তীক্ষ্ণ চিঁহি ডাক ছেড়ে ওর দিকে ছুটে এল নিগার, কাছে এসে নাক-মুখ ঘষল জনের কাঁধে।

'আমাকে দেখে খুশি হয়েছিস, না? কিন্তু ছেড়ে গেলি কেন?' নিগারের দুই কান ধরে টানছে জন, হাসছে। 'আস্ত বেকুব দেখি! আরেকটু হলে তোর মনিব মরতে বসেছিল!' কষ্টে-সৃষ্টে স্যাডলে চাপল ও, সঙ্গে সঙ্গে জোর গতিতে আগে বাড়ল নিগার। 'ধেত্তেরি, এত জোরে ছুটছিস কেন? আমার মাথা ছিঁড়ে যাওয়ার অবস্থা! অত তাড়া নেই, ধীরে ধীরে যা।'

ভর দুপুর। তীব্র খরদাহে পুড়ছে উইণ্ডি। মূল রাস্তা প্রায় জনশূন্য দেখাচ্ছে, কেউ নেই বললে চলে। লাকি চান্সের পোর্চের ছায়ায় বসে আছে দু'তিনজন বয়স্ক শহরবাসী, সিগারেট ফুঁকে আর গল্প করে অলস সময় কাটাচ্ছে। তীব্র গরমে অসহ্য লাগছে বলে ভিতর থেকে চেয়ারটা ল-অফিসের পোর্চে নিয়ে এসেছে মার্শাল জেরেমি সিস্টো, আয়েশ করে বসেছে তাতে। যদিও এক ফোঁটাও বাতাস নেই, কিন্তু গুমট গরম নেই পোর্চে, কিছুটা হলেও তাই স্বস্তিকর।

লাকি চান্স-এর পোর্চে বসে থাকা এক বুড়ো থোক্ করে মুখ থেকে তামাকের রস ছুঁড়ে ফেলল এক পোস্টে, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখল প্রখর সূর্যতাপ মুহূর্তের মধ্যে ওই আর্দ্রতাটুকু শুষে নিল।

‘নরকের গরম পড়ছে!’ বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল লোকটা। ‘আর সবকিছু কেমন স্থবির হয়ে পড়েছে না? একটা কিছু না-ঘটলে নয় এখন!’

খুরের শব্দ শুনতে পেল ওরা, তুফান বেগে শহরে ঢুকেছে এক রাইডার। অলস দৃষ্টি মেলে রাস্তার দিকে চাইল অন্য এক বুড়ো। ‘মনে হচ্ছে তোমার আশা পূরণ হয়েছে!’ খুশি খুশি গলায় বলল সে। ‘এক পাগল এসে হাজির হয়েছে!’

পুবের ট্রেইল ধরে ছুটে আসছে এক লোক। লেজে আগুন ধরে গেছে যেন, এমনভাবে ছুটছে ঘোড়াটা। প্রাণান্ত চেষ্টা করছে ওটা, কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট নয় রাইডার, সমানে কোয়ার্ট চালাচ্ছে বাহনের পাছায়।

‘কয়েক বছর আগে হলে ভাবতাম নির্ঘাত ইনজুনদের তাড়া খেয়ে ছুটছে ব্যাটা,’ মন্তব্য করল তৃতীয়জন। ‘কিন্তু ইদানীং পুরো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ওরা, শান্তিপূর্ণ জীবন ওদেরও উপভোগ্য লাগছে এখন।’

‘দূর! ও হচ্ছে সার্কেল-বির জনি মেসনর। নিশ্চয়ই খুব তেষ্টা পেয়েছে বেচারার, নইলে এভাবে ছুটে আসত না!’

ততক্ষণে রকেটের গতিতে ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল উর্ধ্বশ্বাসে ছুটন্ত ঘোড়াটা, ধুলোর মেঘ তুলল, এবং একটু পর ল-অফিসের সামনে থামল। লাফিয়ে স্যাডল ছাড়ল ছোটখাট গড়নের রাইডার। পা সামান্য বাঁকানো তার, কর্কশ চেহারা, চোখজোড়া শঠ ও ধূর্ত। হাতের চেটো দিয়ে ধুলোয় একাকার হয়ে যাওয়া মুখ মুছল সে, চড়া স্বরে হাঁক ছাড়ল:

‘এই যে, পিছলা, ঘুমাচ্ছ নাকি? ওঠো, ওঠো, এখন ঘুমানোর সময় নয়, কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ো!’

চোখ মেলে তাকাল মার্শাল, চেয়ার সিধে করে বক্তাকে নিরীখ করল। ব্লেযারদের চোটপাট সহ্য করে বটে, বিদ্রূপ বা উপহাস

গ্রাহ্য করে না, কিন্তু তাই বলে সার্কেল-বির চুনোপুঁটিরাও যা খুশি বলবে ওকে? আর যাই হোক, বিরক্তকর ওই উপাধি অন্য কারও মুখে শুনতে পছন্দ করে না সিস্টো।

'তোমার সমস্যা কী?' বিরক্তি চেপে রেখে জানতে চাইল সে, আগে ঘটনা জানতে ইচ্ছুক–অবস্থা বুঝে চোটপাট দেখাবে। কে বলতে পারে কিং ব্লেযারের কাছ থেকে গরম খবর নিয়ে আসেনি মেসনর? 'কেউ কিং-এর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে নাকি?'

'যদি তাই হতো, তোমাকে জানানোর ঝামেলায় যেত না সার্কেল-বি,' চাঁছাছোলা স্বরে বলল জনি মেসনর। 'কিং নয়, বরং আমার মনে হচ্ছে সি-পি ফোরম্যানের মাথাটা ফেটেছে। ব্যাটা হয়তো পটলই তুলেছে।'

কথাটা বলতে দেরি, মুহূর্তে সচেতন ও সতর্ক হয়ে গেল মার্শাল। উৎসুক লোকজন এগিয়ে আসছে। প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল কেউ কেউ, একটা হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিল মেসনর।

'অত চেঁচাতে হবে না! ঘটনা জানতে চাও তো? বেশ, বলছি। তোমার রেঞ্জ হয়ে শহরে আসছিলাম, মার্শাল, ঘণ্টাখানেক আগের ঘটনা। ডার্ক ক্যানিয়নের মাঝামাঝি এসেছি, তখনই উল্টোদিকে জন ক্যালকিনকে দেখতে পেলাম। অমন কুচকুচে কালো ঘোড়া আর কারও নেই তল্লাটে, সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে বলা যায় দেখতে ভুল হয়নি আমার। লোকটা ক্যালকিনই।

'ধীর গতিতে যাচ্ছিল সে, দেখে মনে হলো সি-পি লাইন-হাউসের দিকে যাচ্ছে। স্বভাবতই, আমার আগ্রহী হওয়ার কথা নয়, তাই ঘোড়াটা ছুটিয়ে নিজের পথে আসছিলাম, তখনই গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দ শুনে মনে হলো ক্যানিয়নের পুব দেয়াল বরাবর কোন জায়গা থেকে গুলিটা করা হয়েছে, ওদিকে আড়ালও আছে বেশ। হঠাৎ স্যাডল থেকে পড়ে গেল ক্যালকিন, ওর ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্যানিয়নের কিনারে ছিল বলে ঢাল

বরাবর গড়িয়ে গেছে ফোরম্যানের শরীর।

'দ্রুত একটা আড়াল নিলাম। মনে হলো খুনির কাছে নিশ্চয়ই একাধিক বুলেট আছে। অযথা নিজের প্রাণ বিসর্জন দেব কেন? বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, কিন্তু ক্যালকিনকে উঠে আসতে দেখিনি। যদ্দূর জানি ওখানে গভীর খাদ আছে, ক্যালকিন নিশ্চয়ই সেখানে পড়েছে। গুলিতে প্রাণ না-হারালেও খাদে পড়লে আর রক্ষা নেই! খুনিও নিশ্চয়ই একই অনুমান করেছিল, ধরে নিয়েছে আর কোন গুলি খরচ করতে হবে না, কারণ একটু পর দেখলাম ক্যানিয়নের পুব দেয়ালের লাগোয়া আড়াল থেকে বেরিয়ে তুফান বেগে ঘোড়া ছোটাল পাইন বনের দিকে।'

'চিনতে পেরেছ লোকটাকে?' জানতে চাইল মার্শাল।

'অনেক দূরে ছিল, পিছন দিকটা দেখেছি শুধু। ধূসর একটা ঘোড়ায় চড়ছিল লোকটা আর ওর মাথায় ছিল লাল চুল।'

'কিন্তু এত দূর থেকে তুমি কীভাবে বুঝলে...?' মার্শালের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন।

'মাথায় হ্যাট ছিল না লোকটার,' ব্যাখ্যা করল সার্কেল-বি পাঞ্চার। 'হ্যাটটা হয় অকুস্থলে ফেলে গেছে, নয়তো স্যাডল-ক্যান্টারের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল।'

'অস্বাভাবিক ব্যাপার,' গম্ভীর মুখে মন্তব্য করল মার্শাল। 'তো, মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা উচিত। বয়েজ, তোমরা যাবে কেউ?' উৎসুক জনতার উদ্দেশে জানতে চাইল সে। ততক্ষণে অন্তত দুই ডজন লোক জমায়েত হয়ে গেছে ল-অফিসের সামনে।

আগ্রহীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ছুটল যার যার ঘোড়া ও রাইফেল আনতে। যত গরমই হোক, উত্তেজনার খোরাক পেয়ে হারাতে রাজি নয়। মিনিট পনেরোর মধ্যে মেসনর সহ মার্শালের নেতৃত্বে দশজনের দলটা যাত্রা করল ডার্ক ক্যানিয়নের উদ্দেশে।

'লালচুলো লোকটা ধূসর ঘোড়ায় চেপেছিল?' জানতে চাইল

জেরেমি সিস্টো, সরু চোখে দেখছে মেসনরকে। 'অথচ তুমি ওকে চিনতে পারোনি। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক নয়?'

'আমি তো অস্বাভাবিকতার কিছু দেখছি না,' তর্ক করল ধূর্ত মেসনর। 'একে দূরে ছিলাম, তায় প্রচণ্ড গরমে তাপতরঙ্গ ছিল। এ অবস্থায় কি স্পষ্ট দেখা সম্ভব? কে জানে, হয়তো আমার চোখই কিছুটা খারাপ। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, স্রেফ অনুমানের বশবর্তী হয়ে কাউকে দোষারোপ করতে রাজি নই আমি।'

মেসনরের ব্যাখ্যায় মোটেও সন্তুষ্ট হলো না মার্শাল, বরং তার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হলো। মুখে ভালমানুষ সাজছে পাঞ্চার, কিন্তু আদপে সন্দেহ উস্কে দিচ্ছে। নির্দিষ্ট একজন মানুষকে ইঙ্গিত করছে সে, অথচ মুখে সেটা স্বীকার করছে না। চায় অন্য কেউ নামটা উচ্চারণ করুক।

তৎকালীন সময়ে পশ্চিমে আইনের মানুষদের জনপ্রিয়তা ছিল না বললে চলে। ল-ম্যানদের মধ্যে বহু লোকই ছিল যারা দুঃসাহস ও সততার সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করত, বৈরী পশ্চিমে শান্তি স্থাপনে নিরলস পরিশ্রম করেছে এরা, শান্তিপূর্ণ এক সমাজ তৈরি হয়েছে এবং পরে এর উপর ভিত্তি করে প্রায় আধুনিক সমাজ ও শহর গড়ে উঠেছে। বুনো পশ্চিমে এদের ভূমিকা ছিল শান্তিদূতের মতো, কিংবা শান্তির ধারক ও বাহক হিসাবে।

বিপরীত চিত্রও বিস্তর দেখা গেছে। বহু ল-অফিসারই ছিল অসৎ ও সুবিধাবাদী। ল-ম্যান হিসাবে সাফল্যের মূলে ছিল এদের নিষ্ঠুরতা, অস্ত্রে দক্ষতা—আউট-ল বা দুর্বৃত্তের চেয়ে ঢের ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গুলি চালাতে পারঙ্গম ছিল এরা।

জেরেমি সিস্টো দু'দলের কোনটার মধ্যেই পড়ে না। সার্কেল-বি তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে, এবং সবাই কম-বেশি জানে যে কিং ব্লেযার শিস দিলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় মার্শাল, বিনা তর্কে যে-কোন নির্দেশ তামিল করে।

নীরবে পথ চলছে মার্শাল। আঁচ করতে চাইছে ঘটনার নেপথ্য তাৎপর্য। দৃশ্যত, লুসকে সার্কেল-বি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে; ব্লেয়াররা ওকে স্পষ্ট কিছু জানায়নি বটে, কিন্তু খবর পাওয়ার নিজস্ব সূত্র বা উৎস আছে সিস্টোর। আশপাশে ঘটে গেছে অথচ ওর কানে আসেনি–এমন ঘটনা কমই ঘটেছে। যেমন, কিং ব্লেয়ারের গানবেল্ট লাকি চান্স সেলুনে রেখে গেছে লুস। এ খবর শুনে খুশিতে নিজের উরুতে চাপড় মেরেছে সিস্টো, চরম উল্লাস বোধ করেছে। পরে জেনেছে লুসকে পরিত্যাজ্য ঘোষণা করেছে কিং। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখছে না কেউ। সার্কেল-বি রাইডারদের কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্লেয়ারদের অনুগ্রহের দাসে পরিণত হয়েছে বলেই বোধহয়, মন থেকে তাদের ঘৃণা করে সিস্টো। কিং-এর তাচ্ছিল্য বা বিদ্রূপ ওর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়, কিন্তু মুখ বুঝে হজম করতে হয়। আদপে ব্লেয়ার পরিবারের কাউকে সহ্য হয় না ওর।

মেসনরের কথায় সংবিৎ ফিরে পেল মার্শাল।

'ওই যে, ওখান থেকে গুলিটা করা হয়েছে,' আঙুল তুলে উঁচু একটা জায়গা দেখিয়ে দিল সে। 'আর ক্যানিয়নের দেয়াল বরাবর এদিকে ছিল ক্যালকিন।'

ক্যানিয়নের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা, কিনারা ধরে এগোচ্ছে এখন। ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে গতি কমাল স্যাডল থেকে কাত হয়ে খুঁটিয়ে জমি দেখছে জনি মেসনর, হঠাৎ মাটিতে নামল সে। 'জায়গামতো পৌঁছে গেছি! এই যে, দেখেছ, ঘোড়াটা এখানে ভড়কে গিয়ে পিছিয়ে যেতে চেয়েছিল?'

ছোট্ট চাতালের মাটিতে খুরের একাধিক গভীর ছাপ দেখাল সে। ঘাসের পাতায় ক্ষুদ্র লালচে-বাদামি ছোপ নজর কাড়ল ওর, দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেল। কৌতূহলী হয়ে অন্যরাও চলে গেল মেসনরের পাশে। ছোট্ট একটা ফাটল দেখাল সার্কেল-বি পাঞ্চার,

ক্যানিয়নের দেয়ালের কিনারায় প্রমাণ সাইজের একটা খাঁজ। খাঁজের চেরা দিয়ে নীচের জমিনে সবুজ ঘাস চোখে পড়ছে, কিছু ঘাস চ্যাপ্টা হয়েছে, কিছু নুয়ে পড়েছে এবং কয়েক জায়গায় শুকনো রক্ত লেগে আছে।

'নিশ্চিতভাবে বলা যায় এখানে পড়ে গিয়েছিল ক্যালকিন,' দৃঢ় স্বরে বলল সিস্টো। 'কিন্তু এরপর গেল কোথায়?'

'গড়িয়ে পড়েছিল বোধহয়,' বলল সঙ্গে আসা একজন। 'যদ্দূর মনে হচ্ছে ফাটলটা ঢালু হয়ে অনেক নীচে চলে গেছে। উপর থেকে এর কিছু অংশ চোখে পড়ছে।'

'ওখানে নামতে গেলে যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হবে!' বিরক্তি প্রকাশ করল মার্শাল। 'ওখানে না-নেমেও তো উপায় দেখছি না।'

কষ্টেসৃষ্টে নীচে নেমে গেল চারজন–মার্শাল ও মেসনর সহ আরও দু'জন। কিন্তু নিখোঁজ ব্যক্তিটিকে পাওয়া গেল না। অগত্যা ক্যানিয়নের মুখে চলে এল পাসি।

'এত যন্ত্রণা না-করে আগে এখানে এলেই হতো!' বিরক্তি প্রকাশ করল একজন।

'যার যার ইচ্ছেমতো যদি সবকিছু করা যেত, তা হলে বহু আগেই তোমার চাঁদিতে গজব নামত, ফ্রেড!' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল মার্শাল

সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল ফ্রেড নামের লোকটা। মার্শালের কাছে টাকা দেনা আছে সে, আরও কিছু বলতে গিয়ে সিস্টোকে খেপিয়ে দিতে চায় না। নীরবে হজম করল অপমান। অন্যদেরও, কেবল জনি মেসনর ছাড়া, কোন-না-কোনভাবে মার্শালের কাছে দায়বদ্ধ নীরবে পাহাড়ী চাতাল ধরে এগোল পাসি।

মেসনরই দেখতে পেল হ্যাটটা। ঘোড়া দাবড়ে ছুটে গেল সে, নিচু হয়ে মাটি থেকে তুলে নিল হ্যাটটা, তারপর মার্শালের জন্যে অপেক্ষায় থাকল। ভাঙা বাকল এবং বুলেটের সরু গর্তের সঙ্গে

কিনারায় লেগে থাকা রক্তের উপস্থিতিতে পরিষ্কার বোঝা গেল পুরো ঘটনা।

'মনে হচ্ছে জুত মতো ক্যালকিনকে পেয়ে গিয়েছিল খুনি, হ্যাট ফুটো করে চাঁদিতে লেগেছে বুলেট,' মন্তব্য করল সিস্টো। 'কিন্তু লাশটা কোথায় গেল? বুলেটের ঘায়ে যদি মৃত্যু নাও ঘটে থাকে, ক্যানিয়নের কিনারা ধরে নীচের খাদে পড়লে শরীরের একটা হাড়ও আস্ত থাকবার কথা নয়।'

ঝুলন্ত চাতাল, লাগোয়া খাদ ও পাহাড়ী ফাটল, সব জায়গায় তালাশ করল ওরা। শেষে সম্ভাবনা বাতলে দিল ফ্রেড থম্পসন। 'আমার মনে হয় সরাসরি নীচের খাদে পড়েনি ক্যালকিন, বরং ঢাল ধরে গড়িয়ে যাওয়ার সময় ওই ফাটল বরাবর চাতালে পড়ে গেছে।'

এটাই রহস্যের সম্ভাব্য সমাধান বলে মনে হলো; বিশেষ করে, ঢালু জমির ফাঁকে লম্বা হাঁ করা ফাটলটা দেখে বিশ্বাসটা দৃঢ় হলো সবার—একজন মানুষ বা একটা লাশের জায়গা হওয়ার মতো যথেষ্ট চওড়া।

'সম্ভবত তাই ঘটেছে,' ত্যক্ত মনে উপসংহারে পৌঁছাল মার্শাল, আরও তল্লাশি করতে আগ্রহ পাচ্ছে না। 'ক্যালকিন যদি ওখানে পড়ে মরে থাকে, চোস্ত একটা কবর হয়ে গেছে! এরচেয়ে ভাল কবর আমরাও বানাতে পারতাম না। চলো, শহরে ফিরি। এখানে যতক্ষণ ছিলাম, সারাক্ষণই অস্বস্তি লেগেছে।'

আবারও চিহ্ন অনুসরণ করে এগোল ওরা, খোলা জায়গা হয়ে নিচু টিলার উপর চলে এল। এখান থেকে গুলি করা হয়েছে। এক চিলতে খোলা জায়গার কিনারে, ক্যানিয়ন থেকে আড়াল তৈরি করেছে ঘন স্প্রুস, ক্যাকটাস ও ক্যাটক্লর সারি। অ্যামবুশ করবার জন্যে জুতসই জায়গা। খুরের চিহ্ন দেখে বোঝা গেল কোথায় ঘোড়া রাখা হয়েছিল। প্রকাণ্ড এক স্প্রুসের নীচে, ক্যাটক্ল ঝোপের

এপাশে একটা ধূসর রঙের জীর্ণ স্টেটসন পড়ে আছে। ওটা তুলে নিল মার্শাল। ভুরু কুঁচকে উল্টেপাল্টে দেখল। সুয়েটব্যাণ্ডে দুটো অক্ষর লেখা: LB। বহুদিনের ব্যবহারে কালির লেখা অস্পষ্ট হয়ে এলেও দিব্যি পড়া যাচ্ছে

'লুস ব্লেযার না-হয়ে যায় না,' বিড়বিড় করল মার্শাল। 'কিন্তু কী মনে করে হ্যাট ফেলে গেল?'

হ্যাট যেখানে পড়ে ছিল, জায়গাটার আশপাশে সিগারেটের কয়েকটা গোড়া পড়ে আছে। 'এখানে অপেক্ষা করেছে কিছুক্ষণ. প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়েছে,' পর্যবেক্ষণের ফলাফল ব্যাখ্যা করল জেরেমি সিস্টো। 'কোন এক ফাঁকে বোধহয় হ্যাট খুলে রেখেছিল, কিন্তু কাজ শেষে ওটা নিতে মনে ছিল না, তাড়াহুড়ো করে ভেগে গেছে।' ঘাসের ফাঁকে পড়ে থাকা চকচকে পেতলের ছোট্ট একটা জিনিস পেয়ে তুলে নিল সে 'পয়েন্ট থ্রি-এইটের খোসা। এতেই বোধহয় নিশ্চিত হয়ে গেল! আর কি কোন আলামতের দরকার আছে? আমার মনে হয় যত শীঘ্রি সম্ভব মি. লুস ব্লেযারকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

'তোমাকে দেখা দিতে সে বসে আছে ভাবছ?' বিদ্রূপের স্বরে বলল ফ্রেড থম্পসন। 'গিয়ে দেখবে আগেই পগার পার হয়ে গেছে লুস! এ জীবনে আর ওর দেখা পাবে কি-না সন্দেহ

সরু চোখে তাকে দেখল মার্শাল। 'কত ডলার হারাতে রাজি আছ? আমি বলছি শহরে গিয়ে ওকে খুঁজে পাব। দশ ডলার বাজি ধরবে?'

'মাত্র দশ ডলার? আমি তো জীবনটাই বাজি ধরতে রাজি!' হো হো করে হেসে উঠল ফ্রেড থম্পসন 'শুধু শুধু মূল্যবান দশটা ডলার খোয়াবে, জেরেমি!'

'উঁহুঁ, ভুল করছ,' নিচু স্বরে বলল এক বন্ধু। 'জেরেমির কাছ থেকে টাকা খসানো এত সহজ নয়

নাগাড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে উইণ্ডিতে ফিরে এল পাসি। পুরো দলই হোটেলে চলে এল। ততক্ষণে খবর চাউর হয়ে গেছে, প্রায় পুরো শহরের লোকজন হাজির হয়ে গেছে। যাকে ধরতে আসা, দেখা গেল নির্বিকার মুখে, শান্ত ভঙ্গিতে ডাইনিংরুমে বসে খানা খাচ্ছে। উল্লসিত চাহনিতে একবার থম্পসনকে দেখল মার্শাল, দশ ডলার জিতে গেছে সে; তারপর ব্যক্তিগত লেনদেন বাদ দিয়ে দায়িত্বে মনোনিবেশ করল—লুস ব্লেযারের দিকে এগোল।

'দুপুরে কোথায় ছিলে তুমি?' কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করল সে।

কেউ কিছু না-বললেও ঝামেলার গন্ধ পেয়ে গেছে লুস, বুঝল কোথাও একটা ঘাপলা হয়েছে। মনটা তেতো হয়ে গেল ওর, আবার কোন্ ফিকির করতে এসেছে মার্শাল, কে জানে! 'আমি কী করছিলাম জানা যদি তোমার এত জরুরি হয়ে থাকে,' বিরক্ত স্বরে বলল ও, মনে শঙ্কা: কী বিপদে না-জানি ওকে ফেলে দেয় হারামী মার্শাল! 'নদীর দক্ষিণে প্রসপেক্টিং করছিলাম।'

অ্যাম্বুশের জায়গার ঠিক বিপরীতে এ স্থান। খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে! ক্রূর ভঙ্গিতে বেঁকে গেল সিস্টোর ঠোঁটজোড়া, চোখে অশুভ চাহনি ফুটল। 'কেউ তোমার সঙ্গে ছিল যে অ্যালিবাই দিতে পারবে?'

'না। কারও সঙ্গে দেখা হয়নি আমার, কাউকে দেখিওনি। কী ঘটনা, বলো তো?'

'সময় হলেই জানতে পারবে। এখনও কি পয়েন্ট থ্রি-এইট ব্যবহার করছ?' লুস মাথা ঝাঁকাতে পরবর্তী প্রশ্ন করল মার্শাল। 'এ মুহূর্তে সঙ্গে আছে ওটা?'

'নিশ্চয়ই! যেখানে প্রসপেক্টিং করছি, নিরস্ত্র থাকলে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা। অ্যাম্বুশে খুনোখুনি এলাকায় পানি-ভাত হয়ে গেছে ইদানীং। অযথা ঝুঁকি নেয় কে?'

'কথাটা তুমি নিজেই স্বীকার করলে,' চালিয়াতির সুরে বলল

মার্শাল, তারপর ক্যানিয়নে পাওয়া জীর্ণ হ্যাটটা বাড়িয়ে ধরল। 'এটা কার, জানো নাকি?'

হতভম্ব দেখাল লুসকে। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে বলল: 'আমার। কিন্তু এটা তো ফেলে এসেছিলাম...'

'হ্যাঁ, জানি আমরা!' রূঢ় কণ্ঠে বাধা দিল মার্শাল, লুসের কথা শেষ করল। 'ক্যালকিনকে যেখানে অ্যাম্বুশ করেছ, সেখানে ফেলে এসেছ।'

ঝটিতি উঠে দাঁড়াল লুস ব্লেযার, চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে। চারপাশে তাকিয়ে দেখল ঘরের প্রতিটি মানুষ পিস্তল হাতে কাভার করছে ওকে, কেউ কেউ যেন একটু বেশিমাত্রায় উৎসাহী! নিজের পিস্তল থেকে হাত দুটো যথেষ্ট দূরে রাখল ও।

'ক্যালকিনকে অ্যাম্বুশ করেছি?' রাজ্যের বিস্ময় প্রকাশ পেল লুসের কণ্ঠে, একই সঙ্গে বন্ধুর জন্যে উদ্বিগ্নও বোধ করছে। 'ভাবছ আমি ওকে অ্যাম্বুশ করেছি? অসম্ভব! মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে তোমার, নইলে এ মুহূর্তে পুরো বেসিনে একমাত্র বন্ধুকে অ্যাম্বুশের অভিযোগ কেন করবে আমার বিরুদ্ধে?'

'পয়েন্ট থ্রি-এইটের গুলিতে ঘায়েল করা হয়েছে ক্যালকিনকে; ধূসর ঘোড়ার এক রাইডার করেছে গুলিটা,' কর্তৃত্বের স্বরে ব্যাখ্যা দিল মার্শাল, কণ্ঠে বোঝা গেল স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা মনে করছে এটাকে। 'আর অকুস্থলে এই হ্যাটটা খুঁজে পেয়েছি আমরা।'

'এ হ্যাটটা আমার বটে, তবে অনেক দিন ব্যবহার করি না। সার্কেল-বি ছেড়ে আসবার সময় তাই ওটা সঙ্গে আনিনি,' ব্যাখ্যা দিল লুস। পাশের চেয়ারে পড়ে থাকা আরেকটা হ্যাটের দিকে ইশারা করল। 'এই যে, এটা ব্যবহার করছি এখন।'

কুৎসিত ভঙ্গিতে হাসল মার্শাল। 'দারুণ চালাক, না?' বিদ্রূপ ওর কণ্ঠে। 'কিন্তু অতি চালাকের গলায়ও দড়ি পড়ে, তাই না? দুই দু'বার পার পেয়ে গেছ, তবে এবার ঠিকই খাঁচায় আটকা পড়বে!'

সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে পুরো ঘরে দৃষ্টি চালাল সিস্টো, ভিতরকার উল্লাস চেপে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। 'তোমাদের কেউ কেউ হয়তো সব জানো না এখনও। সবার সুবিধার জন্যে বলছি,' সাধারণ শহুরে লোকদের উদ্দেশে পুরো ঘটনা ব্যাখ্যা করল সে, শেষে উপসংহার টানল এভাবে: 'আমার মনে হয় লুস ব্লেযারের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ বা আলামত পেয়েছি আমরা এবং ট্রায়ালের জন্যে ওগুলোই যথেষ্ট দেশের যে-কোন নাগরিকের মতো ন্যূনতম সুবিধা পাবে ও—নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করবার সুযোগ পাবে, কোর্টে: তবে ট্রায়াল পর্যন্ত গরাদেই থাকতে হবে।'

'ট্রায়াল হবে?' কর্কশ স্বরে চেঁচাল একজন। 'অত ঝামেলার কী দরকার? ঝুলিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়! ট্রায়ালে সুযোগ দেওয়া মানেই হচ্ছে সত্য-মিথ্যে মিলিয়ে ঠিক বেরিয়ে যাবে ও। কিন্তু আড়াল থেকে অ্যাম্বুশ করে এমন ঘৃণ্য কাউকে কি এ সুযোগ দেওয়া উচিত, মার্শাল? আমার তো মনে হয় নামের শেষে ব্লেযার আছে বলে ওকে এ খাতির করছ তুমি!'

বক্তা হচ্ছে রিচার্ড ভেইন। সোনার গুঁড়ো হারানোর কথা ভুলে যায়নি এখনও এবং লুসের প্রতি চরম বিদ্বেষ বোধ করছে। হৈহৈ করে ভেইনকে সমর্থন জানাল কয়েকজন, বোঝা গেল দলে যথেষ্ট ভারী এ পক্ষ।

প্রমাদ গুনল মার্শাল। মুখ শক্ত হয়ে গেছে, চাহনি কঠোর। একটা ব্যাজ পরলে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা বা দৃষ্টিভঙ্গির কোন মূল্য থাকে না, তাই না-চাইলেও লিঞ্চিং মবের মুখোমুখি হতে হয় ল-ম্যানদের এবং জাতশত্রুকেও লিঞ্চ হতে দিতে পারে না; এ মুহূর্তে নাচার জেরেমি সিস্টো।

'ব্লেযার বা পার্কার যাই হোক, আইনের চোখে সবাই সমান,' কর্তৃত্বের স্বরে ঘোষণা করল মার্শাল। 'কারও প্রতি বিশেষ খাতির নেই! আমি যতক্ষণ আছি সবকিছু আইন-মাফিক চলবে, কারও

নেক-টাই পার্টি হবে না!'

মার্শালের চড়া কণ্ঠ নিরুৎসাহিত করতে পারল না সবাইকে, বরং কেউ কেউ নিচু স্বরে প্রতিবাদ করছে। অসন্তোষ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। নিজের অবস্থান ঘোষণা করে ফেলেছে মার্শাল, যে-কোন মূল্যে লিঞ্চিং ঠেকাতে চাইবে। আর আমজনতা যদি সত্যি লুস ব্লেয়ারকে ঝুলিয়ে দিতে চায়...আগে লুসকে মার্শালের কাছ থেকে কেড়ে নিতে হবে...

দশ-বারোজনের একটা জটলা একপাশে সরে গেছে, আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে; সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে মার্শাল। জানে ঝামেলা করলে এরাই করবে। লুসকে প্রায় নির্বিকার দেখাচ্ছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দারুণ উৎকণ্ঠিত। অস্বীকার করা যাবে না এ ধরনের পরিস্থিতিতে মানুষ মাত্রই উদ্বেগ বোধ করবে। লোকজন এখনও উন্মত্ত হয়ে ওঠেনি, তবে হয়ে যেতে পারে, বিশেষ করে কেউ যদি উস্কানি দেয়।

মাত্র ভিতরে ঢুকেছে ডার্ক টারেট। এক নজরে পরিস্থিতি বুঝে ফেলল অভিজ্ঞ সেলুনকীপ। অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ মাইনারদের দলটাকে থামানোর প্রয়াস পেল। 'মাথা গরম কোরো না, দোস্তরা,' দু'হাত উঁচিয়ে সবাইকে শান্ত থাকবার ইশারা করল ও। 'ছেলেটাকে একটা ট্রায়ালের সুযোগ দিতে আপত্তি কীসের? আমি তো এতে কোন অসুবিধা দেখছি না। সেদিন ক্যালকিন ওর জীবন বাঁচিয়েছিল, আর আজ সে ক্যালকিনকে অ্যাম্বুশ করবে, ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। তা ছাড়া, ফেলে যাওয়া ওই হ্যাটটাও প্রমাণ হিসাবে জোরাল নয়।'

টারেট যতই জনপ্রিয় হোক না কেন, আবিষ্কার করল হুজুগে মানুষগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে পারেনি, ওর কোন কথাই কাজে আসেনি। দু'একজন যে ওর কথায় সায় দেয়নি তা নয়, তবে সংখ্যাটা নেহাতই কম। বিপরীতে অন্তত কয়েক গুণ লোক,

এবং এরা ক্রমে মারমুখী হয়ে উঠছে।

'আফসোস কোরো না, ডার্ক, একজন খদ্দের কমে গেলে এমন কিছু যাবে-আসবে না তোমার, ' হাসতে হাসতে বলল এক মাইনার। 'পুষিয়ে দেওয়ার জন্যে আমরা তো আছিই!'

কথাটা শুনে সমস্বরে হেসে উঠল সবাই।

অবস্থা সঙ্গীন, বিলক্ষণ টের পাচ্ছে লুস ব্লেযার। ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ওর, জিভ চালিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নেওয়ার প্রয়াস চালাল। চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলল মুখে। এটা এমন এক দেশ যেখানে হুজুগের পরিণতিতে কারও করুণ মৃত্যুও হতে পারে। পশ্চিমের অলিখিত আইনের চর্চা করতে অধীর হয়ে পড়েছে এরা, নিজস্ব বুদ্ধি আর বিবেচনা থেকে ওকে দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং এর পরিণামে ঝুলিয়ে দেবে ফাঁসিতে। বিষধর একটা র‍্যাটলারকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে যেমন কারও অনুতাপ বা দুঃখ হয় না, ওর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটবে না। বাইবেলের বহু পুরানো একটা রীতি রয়েছে: চোখের বদলে চোখ, জানের বদলা জান। হয়তো শুধু ওই একটা নীতি বা আইনের প্রতি এখন শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে ওদের।

দু'জন এগিয়ে এসে যখন দু'দিক থেকে লুসের বাহু ধরে টেনে নিয়ে গেল দরজার দিকে, অসম সাহসিকতার সঙ্গে দুর্ভাগ্যজনক নিয়তি মেনে নিল লুস ব্লেযার। বাধা দিল না, কিংবা প্রতিরোধের চেষ্টাও চালাল না।

'বন্দিকে আমার হাতে তুলে দাও,' খেঁকিয়ে উঠল মার্শাল। পিস্তল তুলে নিতে হোলস্টারে হাত বাড়াল সে, কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করল কোন এক ফাঁকে অতি সতর্ক এক মাইনার ওটা তুলে নিয়েছে।

'ঝামেলা পাকিয়ো না, মার্শাল,' লালচুলো এক টিমস্টার সাফ জানিয়ে দিল সিস্টোকে। 'পস্তাবে তা হলে। চুপচাপ দেখে যাও।

পার্টি শেষ হলে তোমার পিস্তল ফেরত পাবে।'

অসহায় ভঙ্গিতে শ্রাগ করল মার্শাল, হাল ছেড়ে দিয়েছে। আর কিছু করবার নেই। প্রথম থেকে মার্শালকে একমাত্র বাধা মনে করেছিল, তাকে নিরস্ত্র করে দিতে সক্ষম হওয়ায় প্রাথমিক রাউণ্ডে জিতে গেছে লোকজন; বুঝে গেছে জমজমাট নেক-টাই পার্টি আজ হবেই–বাধা দেওয়ার কেউ নেই। উত্তেজনার আতিশয্যে অস্থির হয়ে পড়েছে লোকজন, পনেরো-ষোলোজনের একটা ভিড় টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেল লুসকে। শোরগোল তুলেছে এরা, সমানে হৈহুল্লোড় করছে। পিছন থেকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ডার্ক টারেট।

এদিকে বসে নেই মার্শাল। দ্রুত পায়ে লোকজনকে অনুসরণ করল। শেষ চেষ্টা চালাতে চায়। তবে অভিযুক্ত লুসকে বাঁচাতে নয়, বরং নিজের ইজ্জত রক্ষা করতে চায়। এমন অনৈতিক ঘটনা ঘটবে কিন্তু মার্শাল নীরব সাক্ষী হয়ে থাকবে এটা কোনভাবে মেনে নেবে না কাউণ্টি কর্তৃপক্ষ। যাই ঘটুক, যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়েছে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করতেই হবে। একটু আগে যেমন করেছে–কেউ বলতে পারবে না উন্মত্ত মবকে ঠেকানোর চেষ্টা করেনি, কিন্তু এও ঠিক যে ওর চেষ্টায় যথেষ্ট আন্তরিকতা বা জোর ছিল না। লোকজন এখন মনে করছে মার্শালকে হারিয়ে দেওয়া গেছে, অথচ আদপে এরা সিস্টোর মনের গোপন ইচ্ছেরই বাস্তব রূপ দিচ্ছে। বোকার হদ্দ সবগুলো, মনে মনে ভাবল মার্শাল।

হৈহল্লা করতে করতে এগোচ্ছে দলটা। আশপাশ থেকে ছুটে আসছে লোকজন, কেউ বোধহয় আর বাকি নেই। মুহূর্তের মধ্যে প্রায় পুরো শহরে চাউর হয়ে গেছে খবরটা–লুস ব্লেযারকে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে!

একসময় থামল লোকজন। ততক্ষণে কয়েকশো লোকের ভিড় জমে গেছে। পুরুষ তো বটেই, কয়েকজন মহিলাও চলে এসেছে।

এমন জমজমাট নাটক থেকে বঞ্চিত হতে নারাজ।

শহরের কিনারায় চলে এসেছে ওরা। শেষ শ্যাকের পাশে এক কটনউডের নীচে জমায়েত হয়েছে। কটনউড আরও কয়েকটা আছে বটে, কিন্তু অন্য কোনটাই নেক-টাই পার্টির জন্যে জুতসই নয়। গাছটা প্রকাণ্ড, মোটাসোটা গুঁড়ি আর মজবুত ডাল রয়েছে।

গাছের নীচে দাঁড় করানো হয়েছে লুস ব্লেযারকে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ছেলেটার মুখ, উদ্বেগ বা আশঙ্কা চাইলেও তাড়াতে পারছে না। কিন্তু তার গলায় যখন ফাঁস নামিয়ে দেওয়া হলো, বুক টানটান করে দাঁড়াল সে; নিশ্চিত ভরাডুবি জেনেও অসামান্য দৃঢ়তা নিয়ে বাস্তবতার মুখোমুখি হলো।

দড়ির অন্য প্রান্ত নিচু এক শাখার উপর দিয়ে বেড় দেওয়া হলো, তারপর তিনজন শক্তিশালী মাইনার চেপে ধরল। তিনজন দড়িতে হ্যাঁচকা টান দিলে মুহূর্তে শূন্যে উঠে যাবে লুসের শরীর, দু'চার সেকেণ্ডের মধ্যে নেক-টাই পার্টির চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়ে যাবে।

'কিছু বলবার আছে, ব্লেযার?' খরখরে স্বরে জানতে চাইল রিচার্ড ভেইন, খুশি চেপে রাখতে পারছে না। প্রতিশোধস্পৃহায় কেঁপে যাচ্ছে কণ্ঠ। লিঞ্চিং পার্টির অঘোষিত নেতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে সে। 'চুরি করা সোনার গুঁড়ো কোথায় রেখেছ, বলে যেতে পারো আমাকে। তুমি যেখানে যাচ্ছ, ওসবের কিছুই লাগবে না সেখানে।'

হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে লোকজনের মধ্যে, বড়সড় বৃত্তের মতো ঘিরে দাঁড়িয়েছে সবাই। চেষ্টা করছে আরেকটু কাছ থেকে ঘটনা দেখতে, কিছু স্বেচ্ছাসেবীরা বেশি কাছে আসতে দিচ্ছে না।

চারপাশে নিরাসক্ত দৃষ্টি চালাল লুস ব্লেযার, উত্তেজিত ও রুক্ষ মুখগুলো দেখল—নেক-টাই পার্টির আনুষ্ঠানিকতা উপভোগ করতে উন্মুখ হয়ে পড়েছে; বুনো ও বিকৃত এবং উন্মত্ততা কাজ করছে

এদের মধ্যে।

'তোমার সোনা আমি চুরি করিনি, ভেইন, আর ক্যালকিনকেও গুলি করিনি,' দৃঢ় স্বরে বলল লুস। 'নিরপরাধ একজন মানুষকে ফাঁসিতে ঝোলাচ্ছ তুমি।'

ডার্ক টারেট এবং গুটিকয়েক মানুষ বিশ্বাস করেছে লুসকে, কিন্তু বিরুদ্ধ-মতে বিশ্বাসী প্রায় শত মানুষের বিপক্ষে কিছু করবার নেই ওদের, অসহায় দৃষ্টিতে ঘটনা চাক্ষুষ করছে। ঘটনা চূড়ান্ত পরিণতির কাছাকাছি চলে গেছে, খুনের নেশায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছে লোকজন—যদিও এরা এটাকে খুন মনে করছে না, সুস্থির চিন্তা-ভাবনার ঊর্ধ্বে চলে গেছে সবাই। অবিশ্বাস্য ও দৈবাৎ কিছু না-ঘটলে ফাঁসির দড়ি থেকে রেহাই নেই ব্লেযারের। কেউ ঠেকাতে পারবে না মবকে।

মার্শালও জানে। নিষ্ঠুর লিঞ্চিংয়ের ঘটনা এই প্রথম চাক্ষুষ করছে না সে। জানে ব্যর্থ হবে, তবুও শেষ চেষ্টা চালাল।

'বয়েজ, আমি এটা ঘটতে দিতে পারি না,' চড়া স্বরে বলল সিস্টো। 'এতে আইনের লেশমাত্র নেই, বরং আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছ তোমরা!'

'তোমার আইনকে নিয়ে নরকে চলে যাও,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল টিমস্টার, হোটেলে এ-ই হুমকি দিয়েছিল মার্শালকে। 'ওই শাখাটা দেখেছ? অনায়াসে দু'জনের ভার সামলাতে পারবে। আর আরেকটা দড়ি জোগাড় করাও কঠিন হবে না।'

প্রবল হতাশায় দুই কাঁধ নুয়ে পড়ল যেন, অসহায় ভঙ্গি করল জেরেমি সিস্টো। যথেষ্টরও বেশি চেষ্টা করেছে, কেউ ওকে দোষ দিতে পারবে না।

দড়িটা টেনে-টুনে শেষবারের মতো পরীক্ষা করল টিমস্টার। নিশ্চিন্ত মনে এবার দু'হাত দূরে গিয়ে দাঁড়াল, অনুমোদনের চাহনিতে দেখল উত্তেজিত ও উন্মুখ দর্শকদের। বুনো উল্লাস বোধ

করছে, দড়িতে টান দেওয়ার নির্দেশটা সে-ই দেবে—জল্লাদের দায়িত্বটা আপনাআপনি তার ঘাড়ে বর্তেছে।

প্রতিটি চোখ এখন ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা লুস ব্লেযারের উপর। ছিপছিপে তরুণের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, উদ্ভ্রান্ত চাহনি চোখে। আপাত সহজ-সরল মানুষগুলোর আচমকা নিষ্ঠুর ও হিংস্র হয়ে যাওয়া এখনও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে ওর কাছে। প্রবল হতাশা আর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে মন, জেদ ও অভিমানও লাগছে…

দুই রাইডারের উপস্থিতি কারও চোখে পড়েনি। শহরে ঢুকবার মুখে ভিড় দেখে এগিয়ে এসেছে ওরা।

রিচার্ড ভেইনের দিকে তাকিয়ে আছে জল্লাদ টিমস্টার, ইশারা পাওয়া মাত্র দড়িতে টান দেওয়ার নির্দেশ দেবে সে। এ ধরনের জমজমাট অনুষ্ঠানে ভাব-গাম্ভীর্য বা নাটকীয়তা থাকবে না, তা হয় কী করে? ইচ্ছে করে তাই দেরি করছে ভেইন। বলা বাহুল্য, সেটা দারুণ উপভোগও করছে সে। সোনার গুঁড়ো ছিনতাই হওয়ার পর যে এত তাড়াতাড়ি প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ এসে যাবে কল্পনাও করেনি। আজ ইতিহাস রচিত হবে উইণ্ডিতে…

কিন্তু ভেইন ইশারা করবার আগেই তীক্ষ্ণ ও কর্তৃত্বপূর্ণ একটা কণ্ঠের নির্দেশ শোনা গেল: 'দড়িটা ফেলে দাও!'

কণ্ঠের মালিকের দিকে ঘুরে গেল সবক'টা চোখ। প্রচণ্ড বিস্ময় নিয়ে সবাই দেখল যার খুনের প্রতিশোধ হিসাবে তরুণকে ঝুলিয়ে দিতে যাচ্ছিল, সে-ই বসে আছে কালো ঘোড়ার পিঠে! রা নেই কারও মুখে, হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

সি-পি ফোরম্যানের চোখে জ্বলন্ত চাহনি, তীক্ষ্ণ চোখে রেখেছে তিন মাইনারকে, যাদের হাতে দড়ির প্রান্ত ধরা। নিশ্চিতভাবে বলা চলে পিস্তলের কাছে চলে গেছে তার হাত, সেটা স্বচক্ষে দেখবার গরজ কেউ অনুভব করল না। প্রতিটি লোক জানে পিস্তলে কতটা দক্ষ সি-পি ফোরম্যান। দড়িতে টান দিলেও মুহূর্তের মধ্যে নরক

নামিয়ে আনতে পারবে সে।

দড়ি ধরে যেন তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা খেয়েছে, এমনভাবে ওটা হাত থেকে ছেড়ে দিল তিনজনই। ভ্যাবাচেকা খায়নি কেউ, বরং প্রাণ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে–বুঝতে পারছে সামান্য বেতাল হলেই সি-পি ফোরম্যানের পিস্তল থেকে মরণ-বুলেট ছুটে আসবে তাদের দিকে। উইণ্ডিতে কার সাধ্য আছে তার ক্ষিপ্রতাকে চ্যালেঞ্জ করে?

'এবার কী করেছে ব্লেযার?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল জন।

হড়বড় করে বলতে শুরু করল কয়েকজন, অন্তত দশজন হবে। সব শুনে বিতৃষ্ণা বোধ করল জন। অদূরে মূর্তির মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা মার্শাল আর ক্ষুব্ধ রিচার্ড ভেইনের দিকে পলকের দৃষ্টি চালাল। খেয়াল করল সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তৎপর হয়ে উঠেছে সেলুনকীপ ডার্ক টারেট ও তার কয়েক সঙ্গী, পিস্তলে হাত রেখে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে, নিশ্চিতভাবে বলা যায় জনের পক্ষ নেবে।

'যা বুঝলাম, আমার খুনের দায়ে ফাঁসিতে ঝোলানো হচ্ছিল লুস ব্লেযারকে,' শেষে বলল জন 'তো, দেখতেই পাচ্ছ, সশরীরে খাড়া আছি আমি সেক্ষেত্রে ওর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ ধোপে টেকে না। সসম্মানে ওকে ছেড়ে দাও এবার

তুফান বেগে ছুটে এল একটা ঘোড়া, জনের কাছাকাছি এসে থামল রাইডার মিসেস রোজা মেলিন। জনকে দেখে উদ্বিগ্ন মুখে স্বস্তি ফুটল। 'মাত্রই শহরে ফিরেছি! এসেই শুনলাম তোমাকে খুন করবার দায়ে নাকি লুস ব্লেযারকে ফাঁসিতে চড়ানো হচ্ছে! শুনে আর দেরি করিনি!' একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সি-পি সেগুণ্ডো বেন বুকারের মুখে চওড়া হাসি দেখে অজান্তে আরক্ত হয়ে গেল রোজা মেলিনের গাল

'সামান্য ভুল বোঝাবুঝি, মিসেস মেলিন,' স্মিত হেসে বলল

জন। 'দেখতেই পাচ্ছ আমি খুন হইনি। সেক্ষেত্রে...লুসের পার্টিও শেষ হচ্ছে না।'

নিজস্ব কর্তৃত্ব ফলানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে, মনে হলো মার্শালের, সুযোগটা লুফে নিল সে। 'সবকিছুর নিষ্পত্তি এখনও হয়নি, ক্যালকিন। তোমার মুখের কথায় তো বন্দিকে মুক্তি দিতে পারি না লুস ব্লেযার তোমাকে খুন করতে না-পারলেও অ্যাম্বুশের চেষ্টা চালিয়েছে এবং শুধু এ অপরাধে ওকে গারদে পুরে রাখতে হবে।' হৈহৈ করে মার্শালকে সমর্থন করল কয়েকজন, আর তাতে উৎসাহিত বোধ করল সিস্টো। খেই ধরল সে, 'উইণ্ডির মার্শাল হিসাবে আমি...'

'তুমি আসলে মেরুদণ্ডহীন এক ল-ম্যান,' তীক্ষ্ণ স্বরে তাকে থামিয়ে দিল জন। 'তোমার চোখের সামনে কোন বিচার ছাড়াই একজন নিরপরাধকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল লোকজন! অথচ তুমি ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে তা দেখছিলে!' মার্শালের কোমরে শূন্য হোলস্টারটা চোখে পড়ল জনের, তির্যক হাসি ফুটল ওর মুখে। 'আচ্ছা! তোমার পিস্তল কেড়ে নিয়েছে ওরা? তুমি আসলে স্রেফ অথর্ব একটা মার্শাল, তাই না? দর্শকদের দিকে ফিরল ও, মুখে চাপা হাসি। 'বয়েজ, এটা বোধহয় ঠিক হলো না! আইনের প্রতি সবার সম্মান প্রদর্শন তো বটেই, যথাসম্ভব সহযোগিতাও করা উচিত। এভাবে মার্শালের অস্ত্র কেড়ে নিলে কীভাবে কারও সঙ্গে তর্ক করবে ও কিংবা চ্যালেঞ্জ করবে?'

জনের কথায় হো হো করে হেসে উঠল কয়েকজন। মুহূর্তের মধ্যে অবস্থা বদলে গেছে বেশিরভাগ মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছে অল্পের জন্যে বিরাট একটা ভুল করতে যাচ্ছিল যা কোন ভাবে শুধরে নিতে পারত না। ঘটনাটা ভুলে যেতে পারলেই স্বস্তি পাবে এরা।

'পিস্তলটা দিয়ে দাও ওকে,' বিদ্রূপের স্বরে বলল একজন।

'অস্ত্র ছাড়া মার্শালের দাম কী?'

'অস্ত্র থাকলেও কোন কোন মার্শালের এক ফোঁটা দাম নেই!' মন্তব্য করল আরেকজন।

মার্শালের দিকে ফিরল জন, এখনও শেষ হয়নি ওর কথা। 'কেউ একজন আজ আমাকে খুন করতে চেয়েছিল, সিস্টো, তবে সেটা লুস ব্লেযার নয়,' বলল ও। 'মার্শাল হিসাবে কারও উস্কানি বা প্ররোচনায় চাল দেওয়া তোমাকে একেবারে মানায় না। অল্পের জন্যে শেষরক্ষা হয়েছে, সময়মতো এসেছিলাম আমি, নইলে চরম মাশুল দিতে হতো তোমাকে। বুঝতে পেরেছ?'

জনের কণ্ঠে যেন বরফের শীতলতা ছিল, অজান্তে শিহরিত হলো মার্শাল। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিল সে। বোকার মতো মাথা ঝাঁকাল।

এবার লুসের দিকে ফিরল জন। 'হোটেলে যাচ্ছি। তুমিও চলে এসো। আমার মনে হয় না কেউ আপত্তি করবে।'

আপত্তি করল না কেউ। দীর্ঘদেহী, সুদর্শন কিন্তু কঠিন-মুখো এ যুবকের সঙ্গে তর্কে যাওয়ার সাহস কারও নেই, হুইটিকে ড্রতে হারানো লোকের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে বুকের পাটা অর্ধ-শত ইঞ্চি চওড়া হওয়া লাগবে! তা ছাড়া, বেয়াড়া এক সঙ্গীও জুটিয়েছে সে। বেন ব্লকার শহরে না-এলেও তার সম্পর্কে কম-বেশি জানে সবাই। হাসি-হাসি মুখে, চোখে প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে আছে সে; আশা করছে কেউ হয়তো বেয়াড়া হয়ে উঠবে এবং এর পরিণতিতে শোডাউন হলে কিছু উত্তেজনার খোরাক পাবে। এমনিতে শান্ত ও আমুদে স্বভাবের লোক ব্লকার, কিন্তু খেপে গেলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, তখন কোন কিছুরই পরোয়া করে না। একে হুইটির ঘাতক জন ক্যালকিন রয়েছে, উপরন্তু বেয়াড়া ও বিপজ্জনক টেক্সান পাঞ্চারের ভাব-গতিও সুবিধার মনে হচ্ছে না। কে যায় তাদের ঘাঁটাতে?

অগত্যা ভিড় আলগা হয়ে গেল। পথ থেকে সরে গিয়ে লুসকে জায়গা করে দিল লোকজন, অথচ একটু আগে ওকেই ফাঁসিতে ঝোলাতে নিয়ে এসেছিল। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে পরিস্থিতি আমূল বদলে গেছে–গম্ভীর হয়ে গেছে মুখ, সহানুভূতি ও দুঃখ বোধ করছে লুসের জন্যে, সম্মিলিত ভুলের কারণে এক তরুণকে অসময়ে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়নি বলে তলে তলে স্বস্তিও বোধ করছে।

'আরেকটু হলে তোমাকে ও-পারে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, লুস,' আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করল এক মাইনার। 'আমার তো মনে হয় ঘোড়াটা তোমার বেচে দেওয়া উচিত। ধূসর রঙটাই যত কাল হয়েছে! কত পেলে বিক্রি করে দেবে?'

'না, ওটা বিক্রি করব না,' গম্ভীর মুখে জানিয়ে দিল লুস। দু'পা এগিয়ে মার্শালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'তোমার বস্ কিং ব্লেযারকে জানিয়ে দিয়ো এবারও ব্যর্থ হয়েছ, আমাকে নিকেশ করবার বন্দোবস্ত বা আয়োজন করতে পারোনি। যত যাই হোক, আমি থাকছি।'

ক্ষুব্ধ ও খেপা ল-ম্যানের উত্তরের অপেক্ষা করল না সে, ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে চলে গেল জনদের কাছে। জনের সঙ্গে বেন ব্লকার ও মিসেস রোজা মেলিন রয়েছে। ধীর গতিতে রাস্তা ধরে এগোল ওরা।

প্লাযার দরজার কাছে এসে থামল রোজা। 'তুমি কি আগাম কোন সঙ্কেত পাওনি? আমি নিজেই তো পাঠিয়েছিলাম।'

'পেয়েছি, আর ধন্যবাদ তোমাকে, ম্যাম,' বলল লুস। 'তবে সমস্যা হচ্ছে আমার ঘাড়টা একটু মোটা, কিছুটা অসতর্কও হয়ে পড়েছিলাম। যাকগে, ভাগ্যটা ভাল বলে এ যাত্রা বেঁচে গেছি।'

'ভাগ্যের উপর বেশি জোর খাটানো ঠিক না,' অর্থপূর্ণ স্বরে বলল রোজা। 'কারণ সেটা একচেটিয়া কারও ভাগে যায় না।' মৃদু

নড়ে বিদায় নিয়ে সেলুনে ঢুকে পড়ল মহিলা।

পিছন থেকে চেয়ে থাকল বেন ব্লকার। 'ব্লেযার ওর নখেরও যোগ্য নয়!' মন্তব্য করল সেগুণ্ডো। 'আর সাহস আছে মেয়েটার! বহু পুরুষ মানুষেরও যা নেই। আজই তো প্রমাণ পেলে।'

সরু চোখে বন্ধুকে দেখল জন, তারপর মুচকি হাসল। 'লুস, আমার দোস্তকে দেখো! ব্যাটা বুড়ো বয়সে প্রেমে পড়েছে! অথচ সারাজীবন মেয়েদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এসেছে! কিন্তু ভাগ্যে যে শিকে ছিঁড়বে না, কারণ যেন-তেন লোক নয়, স্বয়ং কিং ব্লেযার ওই মেয়ের পিছু নিয়েছে। তবে দুঃখ করে লাভ নেই, নতুনভাবে শুরু করো...অমন সুন্দরী মেয়ে তো একজন নয়, আরও আছে!'

'গোল্লায় যাও তুমি!' অপ্রতিভ দেখাল বেনকে, খেপে গেছে।

'উঁহুঁ, ওখানে যাওয়া যাবে না, যদ্দূর শুনেছি নরকে ইচ্ছেমতো ড্রিঙ্ক খাওয়া যায় না। ভিতরটা একেবারে শুকিয়ে গেছে আমার! তারচেয়ে বরং হোটেলে যাই।'

তেরো

একই দিন বিকাল। সি-পি র‍্যাঞ্চ হাউস। বারান্দায় বসে র‍্যাঞ্চার আর তার মেয়েকে শহরের ঘটনা খুলে বলল জন

ফোরম্যানকে অ্যাম্বুশ করা হয়েছে শুনেই খেপে গেল পার্কার। 'এরপরও মুখ বুজে থাকবে? একটু বেশিই ধৈর্য দেখাচ্ছ তুমি! আমার তো মনে হয় এবার সার্কেল-বিকে চেপে ধরবার সময় হয়েছে! ছেলেদের একত্র করে হামলা করা উচিত ওদের র‍্যাঞ্চে,

ব্লেযারদের গুঁড়িয়ে দেওয়া উচিত!'

'ঠিক এটাই চাইছে ওরা,' শান্ত স্বরে বাধা দিল জন। 'উঁহুঁ, গাঁট হয়ে বসে থাকব আমরা। ছোটাছুটি ওরাই করুক। পুরো ঘটনা তুমি শোনোনি।' এবার লিঞ্চ সম্পর্কে জানাল ও, পার্কার বাধা না-দিলেও পুরোটা শুনবার পর যথারীতি বিস্ফোরিত হলো।

'আহা রে, আরেকটু দেরিতে পৌঁছালেই ভাল হতো!' নিষ্ঠুর মন্তব্য করল সি-পি মালিক।

'কিন্তু বাবা, লুস তো নির্দোষ ছিল,' প্রতিবাদ করল এমিলি, চাপা আবেগে কণ্ঠ কেঁপে গেছে।

লুস ব্লেযারের নিশ্চিত ফাঁসি থেকে উদ্ধারের গল্প শুনবার সময় মেয়ের প্রতিক্রিয়া খেয়াল করেনি পার্কার—প্রথমে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল এমিলির মুখ, তারপর স্বস্তির ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে নড়েচড়ে বসেছিল; সি-পি মালিকের চিন্তা-ভাবনা শুধু এক দিকেই কেন্দ্রীভূত—উচিত সাজা থেকে নিস্তার পেয়ে গেছে এক ব্লেযার।

'ফাঁসিটা অনেক আগেই পাওনা হয়ে গিয়েছিল ওর!' কর্কশ স্বরে বলল মাইক পার্কার। দুই শ্রোতা বুঝল নিজের ছেলের চিন্তা করছে সে।

মাথা নাড়ল ফোরম্যান। 'এখনও তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না, পার্কার। আজকের ঘটনাও স্রেফ সাজানো, কুৎসিত ষড়যন্ত্র বলা চলে, যদিও প্রায় সফল হয়ে গিয়েছিল। বুলেটটা যদি আমার মাথায় ঠিক জায়গায় লাগত, লুসকে বাঁচাতে পারত না কেউ। ছোট্ট একটা প্রশ্ন করো নিজেকে আর ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে উত্তর দাও: লুস যদি ওর ভাইদের সঙ্গে একাট্টা থাকবে, তা হলে কেন ওকে ফাঁসাতে চাইছে ব্লেযাররা?'

'জানি না,' একটু ভেবে বলল পার্কার, কণ্ঠে একগুঁয়ে ভাব। 'তবে তারপরও সন্দেহের তালিকায় প্রথম নামটা লুস ব্লেযারেরই থাকবে।'

‘মোটেই না,’ দৃঢ় স্বরে বলল জন। ‘লুস এত বোকা নয় যে এভাবে আলামত ফেলে যাবে।’

‘অযথাই ছেলেটাকে গুরুত্ব দিচ্ছ তুমি! ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করবার পর একটা হ্যাট ফেলে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এমন হতেই পারে। খুব বড় অপরাধীরাও তাই করে। আর সত্যি যদি তোমাকে খুন করতে পারত ও, কোত্থেকে গুলি করেছে সেটা হয়তো প্রকাশই পেত না। নেহাত কাকতালীয়ভাবে মেসনর উপস্থিত হয়েছিল বলে...’

‘কাকতালীয়ভাবে?’ তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল জন। ‘একটু বেশি কাকতালীয় হয়ে গেল না? সার্কেল-বির পাঞ্চার সে, শহরে আসছিল। নিজেদের র‍্যাঞ্চ থেকে এতদূরে কী করছিল?’

‘তুমি বলতে চাইছ সে-ই গুলিটা করেছে?’

‘না, বরং বলতে চাইছি ওর দায়িত্ব ছিল খবরটা শহরে পৌঁছে দেওয়া এবং পাসিকে পথ দেখিয়ে অকুস্থলে নিয়ে যাওয়া।’

‘যাই বলো, আমি কিন্তু এখনও মেনে নিতে পারছি না,’ জেদী স্বরে ঘোষণা করল পার্কার, তবে আগের মতো জোর নেই গলায়। ‘নিজের দিকে খেয়াল রেখো, জন, ব্লেযাররা হাল ছাড়তে জানে না। ওদের সম্পর্কে ওই একটা ভাল গুণই জানা আছে আমার।’

উঠে বাড়ির ভিতরে চলে গেল পার্কার। এমিলি অনুসরণ করল বাপকে। চলে যাওয়ার আগে বিড়বিড় করে “ধন্যবাদ” জানাল জনকে। লুস ব্লেযারের কথা ভেবে স্মিত হাসল জন। এ মুহূর্তে হয়তো দুঃসময় যাচ্ছে তার, কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে সুসময় রয়েছে নিশ্চয়ই। বিধাতা পুষিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

প্লাযায় ঢুঁ মারবার ভাবনা ঢুকল ওর মাথায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। উঠে নিজের কোয়ার্টারের দিকে চলে গেল জন।

নিজস্ব কারণে র‍্যাঞ্চে ফিরে যায়নি জনি মেসনর, উইণ্ডিতে রয়ে গেছে। তবে প্লাযা-র ধারে-কাছেও যায়নি, সযত্নে এড়িয়ে চলছে। সার্কেল-বি বসের বদমেজাজ সম্পর্কে ধারণা আছে ওর, মেজাজ খারাপ হলে সামনে যাকে পাবে তার উপর গায়ের ঝাল ঝাড়বে কিং ব্লেযার, অতীতে বহুবার তাই দেখেছে জনি।

আউটফিটের অন্য কেউও শহরে আসেনি আজ। তাই সন্ধ্যার পরপরই উইণ্ডিতে যখন পা রাখল কিং ব্লেযার, দুপুরের ঘটনার কিছুই সে জানে না। কী শুনতে পাবে জানে, তাই ভিতরে ভিতরে বুনো উল্লাস বোধ করলেও সেটা সুদর্শন মুখে প্রকাশ পাচ্ছে না, বরং আবেগ সামলে রেখেছে শক্ত হাতে, যদিও প্লাযা-র সামনের হিচিং রেইলে ঘোড়া বেঁধে রাখবার সময় চাপা সন্তুষ্টি দেখা গেল ওর মুখে।

ভিতরে ঢুকল কিং।

সচরাচর স্মিত হাসিতে ওকে অভ্যর্থনা জানায় রোজা মেলিন, আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। বার ঘিরে থাকা তিনজন খদ্দের গল্প করছিল রোজার সঙ্গে, কিং-কে সেলুনে ঢুকতে দেখে তখনই অন্য দিকে সরে পড়ল।

বারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে রোজার মুখে বিষণ্ণতা বা হতাশা খুঁজল কিং, কিন্তু দেখতে পেল না; বরাবরের মতোই হাসি-খুশি, আমুদে ও সন্তুষ্ট অভিব্যক্তি। অতিরিক্ত উৎসাহ নেই, আবার গোমড়ামুখোও নয়। বোতল থেকে হুইস্কি ঢেলে কিং-কে পরিবেশন করল, সামান্য কাঁপনও নেই ওর হাতে।

'সোনাপাখি, শহরের খবর বলো তো?' হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে আগ্রহী স্বরে জানতে চাইল কিং, স্মিত হাসল রোজার উদ্দেশে।

পাল্টা স্মিত হাসল রোজা। 'মহামান্যকে সবচেয়ে বড় খবর যেটা দিতে পারি তা হচ্ছে এক কাপুরুষ মি. ক্যালকিনকে অ্যাম্বুশ করতে চেয়েছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে বেচারা—বহাল তবিয়তে আছে

জন ক্যালকিন। গুলিটা ওর মাথায় সামান্য আঁচড় কেটেছে। আর জঘন্য কাপুরুষের অন্য একটা দল দুপুরে লুসকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে চেয়েছিল, তবে এরাও ব্যর্থ হয়েছে।'

হাসি মুখে কথা বলছে রোজা, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে কিং ব্লেযারের উপর। এক ঢিলে দুই পাখি শিকারের কথাটা মনে আছে ওর। হয়তো আজকের ঘটনার কথাই বুঝিয়েছিল কিং।

ঘাঘু পোকার খেলোয়াড় কিং, যদিও খবরটা তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বার মতো হয়েছে, কিন্তু সামান্য বিকারও দেখা গেল না মুখে, একটা মাংসপেশিও কাঁপল না; বরং মুখের হাসি ধরে রেখে, নিরীহ স্বরে বলল: 'তা হলে দুর্ধর্ষ ক্যালকিনকে অ্যাম্বুশ করতে চেয়েছিল কেউ? সেক্ষেত্রে, বলতেই হবে সাহস আছে ওই লোকের। আরও একটা ব্যাপার, এমনকী হুইটির মতো লোকেরও বন্ধু আছে এখানে!'

'ক্যালকিনকে অ্যাম্বুশ করবে ভাল কথা, কিন্তু দোষটা কেন লুসের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিল লোকটা?'

'লুসের ব্যাপারে যেহেতু খুনের অভিযোগ এমনিতে আছে, এ দোষটা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ। নিজে সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকা যায়। লুসের ব্যাপারে বলছি, আমি দুঃখিত যে...'

একটা হাত বাড়িয়ে দিল রোজা, উষ্ণ স্বরে বলল: 'শুনে খুশি হলাম, কিং।'

'বলতে চেয়েছি আমি দুঃখিত যে ওকে ঝুলিয়ে দিতে পারেনি লোকজন!' কর্কশ স্বরে কথাটা শেষ করল কিং, রোজা বাধা দেওয়ায় বিরক্ত হয়েছে।

'কিন্তু...যত যাই হোক, সে তোমার ভাই।'

'আমি তা মনে করি না!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল কিং। 'যেদিন সার্কেল-বি থেকে বেরিয়ে গেছে লুস, সেদিন থেকে সব সম্পর্ক

ঢুকে-বুকে গেছে, ব্লেযার পরিবারের কেউ নয় ও! লিঞ্চিং পার্টির সময় যদি আমি উপস্থিত থাকতাম, সেটা ঠেকানোর জন্যে সামান্য চেষ্টাও করতাম না।'

রোজা জানে একটুও বাড়িয়ে বলেনি কিং; ক্ষুব্ধ, বিরক্ত ও তপ্ত কণ্ঠে বোঝা যাচ্ছে এগুলোই তার মনের কথা। চরমপন্থী একজন মানুষ, অন্যের অনুভূতির ধার ধারে না; বরং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তায় অটল থাকে সবসময়। ব্যাপারটা একইসঙ্গে রোজার জন্যে কৌতূহলদ্দীপকও।

একই সীমাবদ্ধতা ওর চরিত্রেও রয়েছে। আগুন আর বরফের মিশেল। আবেগের ক্ষেত্রে আদিম, সভ্যতার রীতি-নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে ঘোর আপত্তি বোধ করে। ব্লেযারের চরিত্রে বড়সড় ত্রুটি এটা, অথচ একইসঙ্গে আকর্ষকও বটে।

'গোল্লায় যাক সবাই,' হাল্কা চালে বলল কিং। 'আমি তোমার কাছে এসেছি, হানি। সময়টা উপভোগ্য না-হলে দুঃখ নিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরে যেতে হবে।'

কিং-কে খোঁচানোর সুযোগ ছাড়ল না রোজা। 'তাই?' বাঁকা স্বরে জানতে চাইল ও, কণ্ঠে গভীর সন্দেহ। 'এমিলি পার্কার তা হলে তোমাকে মুখের উপর মানা করে দিয়েছে?'

মুহূর্তে প্রচণ্ড রাগ ফুটে উঠল কিং-এর চোখে, মুখ থমথমে হয়ে গেছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবার যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও সামলে রাখতে পারেনি। কুৎসিত ও অশুভ কী যেন ঝিলিক মারল কিং ব্লেযারের চোখে। পরপরই সামলে নিল, হেসে উঠল আন্তরিক ও উষ্ণ ভঙ্গিতে। 'ধেত্তেরি!' আমুদে স্বরে বলল সে। 'তা হলে ঈর্ষায় পুড়ছ তুমি? না, সোনা, অস্থির হওয়ার কিছু নেই। নিশ্চিন্ত থাকো। সাধারণ দুধ-পানিতে চলবে না আমার, আরও শক্তিশালী কিছু চাই।'

যথেষ্ট হয়েছে, ভাবল রোজা। স্রোতের সঙ্গে তাল মেলাল ও,

কিং-এর সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে গেল। হাসছে ওরা, বিব্রতকর কোন প্রসঙ্গ কেউই তুলছে না। দু'জনকে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে হাসতে দেখতে পেল উপস্থিত খদ্দেররা, অর্থপূর্ণ শ্রাগ করল, তারপর যার যার ধান্ধায় মনোযোগ দিল।

'মহা ধড়িবাজ,' মন্তব্য করল একজন। 'স্বর্গে চলে এসেছে যেন! ওকে দেখে কি মনে হয় দুপুরে ওর ভাইকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল লোকজন?'

'যদি সত্যি ঝুলিয়ে দিত, আমার তো মনে হয় না তাতে এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলত,' বলল পাশের লোকটি। 'যদ্দূর জানি ঝগড়ার পর লুসকে ত্যাজ্য ঘোষণা করেছে কিং। এটাই হচ্ছে ব্লেযারদের বিশেষত্ব। বুড়োও এমন ছিল, ছেলেদের কেউ যদি ওর নির্দেশ অমান্য করত, পিটিয়ে বা চাবকে তাকে শায়েস্তা করত। আমার ধারণা বেঁচে থাকলে ছেলেদের কারও হাতে মারা পড়ত বুড়ো। ব্লেযারদের জাতই আলাদা, আর কারও সঙ্গে ওদের স্বভাব-চরিত্রের মিল খুঁজে পাবে না।'

'এই, জিম, তোমার কাছে দশ ডলার পাওনা আমি,' বলল তৃতীয়জন। 'এবার দেখাও, কী তাস পেয়েছ।'

'টাকার মায়ায় ঘাম ছুটে গেছে?' অসন্তুষ্ট স্বরে বলল জিম নামের লোকটা। 'বলেছি না কালই সব শোধ করে দেব?'

'কিন্তু এভাবে বোকার মতো যদি মুখে যাই আসে বলতে থাকো, তা হলে *কাল* বলে কিছু আসবে না তোমার জীবনে,' উত্তর এল। বারের উপর ঝুঁকে পড়া ব্লেযারের দশাসই কাঠামোর দিকে ইশারা করল লোকটা।

কিন্তু সামনে উপস্থিত অনিন্দ্যসুন্দরী ছাড়া অন্য কোন দিকে মনোযোগ নেই সার্কেল-বি বসের। সে জানে উইণ্ডির বহু মানুষ ওকে ঘৃণা করে, অথচ ব্যাপারটা নেহাত আনন্দদায়ক ওর জন্যে। এরা ওকে ভয় পায় বলেই কোন কিছু করবার সাহস করে না।

আর ভয়ই হচ্ছে কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

প্লাযা ছেড়ে একটু আগে-ভাগে বেরিয়ে গেল কিং, রাস্তা পার হয়ে লাকি চান্স-এ ঢুকল। জনি মেসনরকে খুঁজে পেল এখানে, দেদার হুইস্কি গিলে বেসামাল হয়ে গেছে।

'তোমাকে খুঁজে বের করতে হলো যে?' ত্যক্ত স্বরে বলল কিং, পাঞ্চারকে নিয়ে সেলুনের পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। আশপাশে কেউ নেই নিশ্চিন্ত হয়ে এবার ফিরল বেয়াড়া কাউবয়ের দিকে, ক্ষিপ্ত স্বরে বলল: 'র‍্যাঞ্চে ফিরে গিয়ে আমার কাছে রিপোর্ট করলে না যে?'

'ইয়ে...' আমতা আমতা করল পাঞ্চার, নেশার ঘোর কাটেনি এখনও। 'সব আয়োজন ভেস্তে গেল যে, ভাবলাম...'

'দ্রুত পরিস্থিতি আমাকে না-জানিয়ে এখানে বসে পাঁড় মাতাল হয়েছ?' খেঁকিয়ে উঠল কিং, খেপে গেছে।

'তোমার চাকরি করি ঠিক আছে, কিন্তু গলা ভেজাতে হলেও কি অনুমতি নিতে হবে?' উদ্ধত স্বরে জানতে চাইল মেসনর।

মুহূর্ত খানেক শীতল চোখে পাঞ্চারকে দেখল সার্কেল-বি বস্, দু'জনের দূরত্ব মেপে নিল, তারপর হাত চালাল। পরপর দুই ঘুসি খেয়ে ভূপতিত হলো অর্ধ-মাতাল মেসনর। দিশে হারিয়ে ফেলেছে সে, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসবার সময় হোলস্টারে হাত বাড়াল।

দুই লাফে তার সামনে হাজির হয়ে গেল কিং, গায়ের জোরে ঝাঁকাল পাঞ্চারকে, তারপর আবার প্রচণ্ড ঘুসি হাঁকাল। ঢলে পড়ল মেসনর।

'পিস্তলটা বের করো দেখি! নরকে যাওয়ার খায়েশ হয়েছে?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল কিং। 'আমার সঙ্গে তর্ক করছ, না? হুইস্কি পেটে না-পড়লে মেরেই ফেলতাম আজ!'

পিস্তল বের করবার কোন তাগিদ বা ইচ্ছে দেখা গেল না জনি মেসনরের মধ্যে, ধীরে ধীরে সিধে হলো সে, ব্যথায় কুঁচকে গেছে

মুখ। মারের চোটে নেশা উধাও হয়ে গেছে। বেদান মুখে দাঁড়িয়ে থাকল।

'দুঃখিত, কিং,' শেষে বলল সে, কণ্ঠে আপসের সুর। 'পেটে বোধহয় বেশি পড়ে গিয়েছিল, মাথার ঠিক ছিল না। কী করতে হবে আমাকে?'

'ঘোড়া কোথায় রেখেছ? ওটা খুঁজে বের করে সরাসরি র‍্যাঞ্চে চলে যাও,' নির্দেশ দিল কিং। 'আর দয়া করে মুখটা বন্ধ রেখো, নইলে...'

হুমকিটা শেষ করল না ও, কিংবা হোলস্টারমুক্ত পিস্তলটাও যথাস্থানে ফেরত পাঠাল না। ঘাড় ঝাঁকিয়ে বিদায় নিল মেসনর, সে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার পর সেলুনের সামনে চলে এল কিং, স্যাডলে চেপে শহর থেকে বেরিয়ে এল।

প্রচণ্ড খেপে গেছে ও। সব অপদার্থ জুটেছে! একটা কাজও ঠিকমতো করতে পারে না। তুফান বেগে ছোটাল ঘোড়া, বারবার স্পার দাবাল। সংক্ষিপ্ত সময়ে যখন সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চে পৌঁছাল ও, ততক্ষণে ঘোড়ার পাছা বিক্ষত হয়ে গেছে, স্পার থেকে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

লিভিংরূমে পেল কার্লকে। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়েছে সে, ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট আর পাশের টেবিলে হুইস্কির বোতল।

সবক'টা দাঁত কেলিয়ে ভাইকে সম্ভাষণ জানাল সে। 'জলদি ফিরে এলে যে?' পরক্ষণে কিং-এর থমথমে মুখ দেখে বুঝে গেল একটা ঘাপলা হয়েছে কোথাও। 'কী ব্যাপার?'

'ক্যালকিনকে কত দূর থেকে গুলি করেছিলে?'

'একশো গজের সামান্য বেশি হবে।'

'গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জানাল কিং।

'অসম্ভব! নিজের চোখে ওকে ক্যানিয়নে পড়ে যেতে দেখেছি! গুলিতে না-মরলেও অত উপর থেকে পড়েছে বলে ঘাড় মটকে

মরে যাওয়ার কথা ওর।'

'তোমার গুলিতে বা ঘাড় মটকে…কোনভাবেই মরেনি সে! গুলিটা স্রেফ আঁচড় কেটেছিল আর ক্যানিয়নের কিনারে বিস্তর ঘাসঅলা এক ফাটলে গিয়ে পড়ে ক্যালকিন। ঘাসের বিছানায় গিয়ে পড়েছে, বুঝেছ? ওখান থেকে শহরে গিয়ে নেক-টাই পার্টি ভেস্তে দিয়েছে। লুসকে মবের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। শিকার মারা পড়েনি এমন খুনের দায়ে নিশ্চয়ই কারও বিচার করা যায় না? তাই লুসও দিব্যি ছাড়া পেয়ে গেল। সি-পি আর বেসিনের অর্ধেক মানুষ এখন হাসছে আমাদের দিকে চেয়ে!'

হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিশালদেহী কার্ল। 'এ কীভাবে সম্ভব? ওকে পড়ে যেতে দেখলাম!'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল কিং। 'প্রতিটা কাজ নিজে না-করলে বোধহয় শান্তি নেই আমার! তোমরা যে কেন আছ, তাই বুঝি না! কাউকে দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবার উপায় নেই। সব তালগোল পাকিয়ে ফেলছ।'

'অন্যের পরিকল্পনামাফিক কাজ করতে গেলে হয়তো গলদ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে,' শুকনো স্বরে বলল কার্ল।

'বাজে কথা! প্ল্যানটা ঠিকই ছিল, কিন্তু তোমার উপর ভরসা করাই ভুল হয়েছে। কীভাবে জানব এত কাছ থেকেও মিস্ করবে! নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আরও কত কাছে যেতে হতো তোমার?'

ভাইয়ের বিদ্রূপে গায়ে জ্বালা ধরে গেল কার্লের, মুখে গরম রক্তপ্রবাহ হলো। অসহ্য অপমান! শক্ত হয়ে গেল ওর চোয়াল। 'আমি ওকে ঠিকই নিকেশ করব!' দৃঢ় কণ্ঠে শপথ করল। 'যীশুর কসম, আমি যদি ওকে ফেলতে না-পারি তা হলে নামটাই পাল্টে দিয়ো!'

খরখরে স্বরে হেসে উঠল কিং। 'হুইটিও এমন বড়াই করেছিল!' ফোড়ন কাটল ও।

'না, ওভাবে নয়,' ব্যাখ্যা করল কার্ল। 'পিস্তলে ক্যালকিনের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারব না, কিন্তু শক্তিতে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে পারবে না সে?' বিশাল দুই বাহু দেখাল সে, এমন ভঙ্গি করল যেন দু'হাতে ক্যালকিনের গলা টিপে ধরেছে। বাহুতে নীল শার্টের নীচে কিলবিল করছে সুগঠিত পেশি। বুদ্ধি বা কৌশলের বেলায় কিং অদ্বিতীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু শারীরিক শক্তির ক্ষেত্রে কার্ল রীতিমতো দৈত্য। ষণ্ডা বলা চলে। গায়ে অসুরের মতো শক্তি। গড়পড়তা যে-কোন লোককে পিটিয়ে ছাতু বানিয়ে ফেলতে পারে কয়েক মিনিটের মধ্যে। ছেলেবেলা থেকে মারমুখী চরিত্রের কারণে সবাই এড়িয়ে চলত ওকে, আর গত কয়েক বছরে ছয়-সাতজনকে ধোলাই দেওয়ার পর চৌহদ্দিতে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে আর যাই হোক, মল্লযুদ্ধে কেউ হারাতে পারবে না কার্ল ব্লেযারকে। সে অজেয়।

সরু চোখে ভাইকে দেখল কিং, আইডিয়াটা নিজের মনে উল্টে-পাল্টে দেখছে। এগিয়ে এসে বোতল থেকে এক চুমুক গলায় ঢেলে কার্লের দিকে ফিরল। কিছুটা কোমল হয়ে গেছে চাহনি। 'বুদ্ধিটা মন্দ নয়, তবে এখনই ব্যবহার করতে চাই না, শেষ অস্ত্র হিসাবে জমা থাকুক। আমার মনে হয় অন্য কোন উপায় খুঁজে বের করে ফেলব।'

'তোমার যা মর্জি,' দায়সারা কণ্ঠে বলল কার্ল। 'যখন দরকার হবে আওয়াজ দিয়ো শুধু।' বোতলটা এবার চেয়ে নিল ও, ঢকঢক করে অনেকটা পানীয় গলায় ঢালল। তরল আগুন গলা দিয়ে নীচে নেমে যেতে কুঁচকে গেল মুখ। একটা ঢেকুর তুলে বলল, 'সকালে পার্কারের মেয়েটাকে শহরে দেখলাম। ওকে দেখেছ ইদানীং? কী যে সুন্দর হয়ে গেছে! চোখের সামনে দিয়ে বড় হয়ে গেল, অথচ খেয়ালই করলাম না! আমার তো মনে হয় সারা কাউণ্টিতে অমন সুন্দরী কোন মেয়ে নেই। ওকে নিয়ে বিশেষ একটা পরিকল্পনা

আছে আমার…'

জ্বলে উঠল কিং-এর চোখ। 'ওর দিকে হাত বাড়িয়েছ তো বুলেটে পেট ভরে দেব! ও তোমার জন্যে নয়, অন্য কারও কথা চিন্তা করো।'

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কার্ল, শেষে অনুমান করে নিল আসল ঘটনা। 'আচ্ছা! কিন্তু রোজা মেলিনের কী হবে? দিনের অর্ধেক সময় তো ওর পিছনে ঘুরঘুর করতে দেখি তোমাকে!'

'এমিলি পার্কারকে নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা আছে আমার,' সাফ জানিয়ে দিল কিং।

'আমারও আছে,' কর্কশ স্বরে বলল কার্ল, শরীর দুলিয়ে হেসে উঠল।

'তুমি বরং ওর কথা ভুলে যাও। এমনি এমনি বলছি না, আমি মীন করছি। ওর দিকে কেউ হাত বাড়ালে, সে আমার ভাই হলেও পার পাবে না!' বলে আর দাঁড়াল না কিং, গটগট করে হেঁটে নিজের কামরার দিকে চলে গেল।

শ্রাগ করল কার্ল, বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে ভাইকে দেখল পিছন থেকে। 'সব সেরা জিনিসে দেখছি ওর কুনজর পড়েছে!' বিড়বিড় করল ও। 'যাক্‌গে, নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করবার মানে হয় না, বিশেষ করে কোন মেয়েকে নিয়ে, তা সে যত সুন্দরী হোক! কিন্তু ওই হারামী পাঞ্জারটাকে কীভাবে মিস্ করলাম? এত সময় নিয়ে, যত্ন করে নিশ্চিত নিশানায় গুলি করেছি, অথচ…'

চোদ্দ

ঘোড়ায় চেপে করাল থেকে সরে আসছিল জন ক্যালকিন, তখনই উদয় হলো বেন ব্লকার।

'কোথায় যাচ্ছ, জন?' আগ্রহী স্বরে জানতে চাইল সে।

'নিজের চরকায় তেল দাও,' উত্তর এল। 'আমার সঙ্গে ভিড়ে যাওয়ার ফন্দি এঁটেছ নাকি?'

'নাহ্, হাতে অনেক কাজ। বাইরে যাওয়ার ফুরসত হবে না। কোথায় যাচ্ছ জানতে চাইছি এ কারণে যে সময়মতো যদি ফিরে না-আসো তা হলে জানা থাকল কোথায় খুঁজতে হবে।'

'বুদ্ধিটা খারাপ না, দরকারের মুহূর্তে বহু সময় আর আয়াস বেঁচে যাবে,' একমত হলো জন। 'যা দিনকাল পড়েছে, কখন বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় আগে থেকে বুঝবার উপায় নেই। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাচ্ছি, এখন পর্যন্ত রেঞ্জের ওই অংশ ঘুরে দেখিনি।'

'রুক্ষ ও বৈরী এলাকা—তৃণভূমি নেই বলতে গেলে। খুবই বিপজ্জনক জায়গা, বিশেষ করে নতুন কারও জন্যে।'

স্মিত হেসে বন্ধুকে ধন্যবাদ জানাল জন, জানে ওকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছে বেন। র‍্যাঞ্চ হাউস পেরিয়ে ডানে মোড় নিল ও, পাহাড়শ্রেণীর নিচু ঢাল ধরে উঠতে শুরু করল। প্রথমে ক্ষীণ এক ট্রেইল অনুসরণ করল, তারপর বেশ উঁচুতে পাইনসারির দিকে এগোল। প্রেয়ারি থেকে জায়গাটা স্পষ্ট করেছে। আশপাশে

স্প্রুস, অ্যাসপেন আর অ্যাল্ডার রয়েছে বিস্তর, কিন্তু ওগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে পাইনের ঝাড়; এমনকী নীচ থেকেও স্পষ্ট চোখে পড়ে। খেয়াল করেছে লতাপাতা বা ঘাস নেই বললে চলে, যা আছে প্রায় জীর্ণ। মাঝে মধ্যে দু'একটা গরু চোখে পড়ছে। গরুর র‍্যাঞ্চে এটাই হয়–খাবার যেখানে বেশি, তুলনামূলক রেঞ্জের সেই অংশে গরুর আনাগোনা বেশি থাকে।

এগিয়ে চলল জন। অচিরেই নিজের ভুল বুঝতে পারল। যত কাছে ভেবেছিল, আসলে তত কাছে নয় পাইনসারি; বরং বেশ উঁচু জমিতে। এখন অপেক্ষাকৃত বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে। বিচ্ছিন্ন পাথরখণ্ড, বোল্ডার আর গ্র্যানিটের চাঙড়ের ফাঁকফোকর গলে এগোচ্ছে, সঙ্গে রয়েছে প্রিকলি পিয়ারের গুচ্ছ–ওগুলোকে এড়িয়ে পথ চলা ভারী মুশকিল।

একসময় পাইনসারির কাছে পৌঁছাল ও এবং সেখানে বসতি দেখে অবাক হলো। এক চিলতে খোলা জায়গায় বাকলহীন লগ ও মাটির তৈরি ছাদের ছোট্ট কেবিন। ছাদের এক কোণে ফুটো রাখা হয়েছে যা চিমনি হিসাবে কাজ দিচ্ছে, এ মুহূর্তে চিমনি দিয়ে ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা উঠে যাচ্ছে। কেবিনের পিছনে ছোট্ট পোল-করালে একটা শ্রীহীন রোয়ান চরছে। জনের ঘোড়াকে দেখে চিঁহি ডাক ছাড়ল ওটা। জবাবে নিগারও *সম্ভাষণ* জানাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল হাতে খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল এক বুড়ো। চওড়া ব্রিমের হ্যাটের নীচে সন্দিহান চোখে তাকাল।

'ওখানেই দাঁড়াও, নইলে ঠিক ফুটো করে ফেলব!' গর্জে উঠল বুড়ো।

এক হাত তুলল জন, হাতের তালু দেখাল–সঙ্কেত: শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। ঘোড়াকে হাঁটিয়ে এগিয়ে চলল ও।

কাছাকাছি যেতে ওকে চিনতে পারল বুড়ো। রাইফেল নামিয়ে ফেলেছে, নিঃশব্দ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়েছে মুখ। 'বিশ্বাসই হচ্ছে

না, তুমি এসেছ! কিছু মনে কোরো না, বয়স হয়েছে তো, আগের মতো দেখতে পাই না, তাই যে-কেউ এলে সন্দিহান হয়ে পড়ি। স্যাডল ছেড়ে নেমে এসো, মিস্টার, কফির পানি চড়িয়েছি মাত্র!'

বুড়োকে চিনতে পারল জন। প্রসপেক্টর ক্যালিফোর্নিয়া। স্যাডল ছেড়ে ঘোড়াকে ছেড়ে দিল ও, তারপর শ্যাকের বাইরে ফালি কাঠের তৈরি বেঞ্চিতে এসে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যে ওর সঙ্গে যোগ দিল বুড়ো। দু'হাতের দুই টিনের মগ থেকে কফির ধোঁয়া উঠছে।

কালো, আগুনগরম কফি।

'দুঃখিত, দুধ শেষ হয়ে গেছে,' জানাল সে। 'তবে আরও চিনি লাগলে দিতে পারব।'

কফিতে চুমুক দিল জন, জানিয়ে দিল দারুণ হয়েছে স্বাদ। শুনে বুড়োর ভাঁজঅলা মুখে সন্তুষ্টির চওড়া হাসি ফুটল।

'কফিটা তা হলে ভালই তৈরি করতে পারি,' স্বগতোক্তির সুরে বলল প্রসপেক্টর। 'হবে না কেন? কত বছর ধরে এই জিনিস তৈরি করছি!'

'রেঞ্জের এদিকে ঘুরে-ফিরে দেখতে এলাম,' জানাল জন। 'জানতাম না পাহাড়ের এত উপরে কেউ থাকে। তোমার জমি কতটুকু, কোয়ার্টার-সেকশন?'

'উঁহুঁ, আমি নেস্টর নই...জমি-টমিতে আমার পোষায় না,' ব্যাখ্যা করল ক্যালিফোর্নিয়া। 'কোন জায়গায় বেশিদিন থাকি না। যে-কোন মুহূর্তে হয়তো চলে যেতে পারি। পার্কারের অনুমতি নিয়ে আছি এখানে, নিজের কাজের ফাঁকে আশপাশে নজর রাখি। তবে এখানে থাকতে ভালই লাগে। কোনরকম কোলাহল বা ঝুট-ঝামেলা নেই।'

স্মিত হাসল জন। পাইনের সারিতে নাচন তুলেছে জোরাল বাতাস, শোঁ শোঁ শব্দ তুলছে। দামাল বাতাস লাগছে গায়ে। চাপা

গর্জনের মতো একটা শব্দ কানে আসছে, যেন তীব্র স্রোতের সঙ্গে বইছে কোন জলরাশি, সাগরতীরে যেমন হয়–উদ্দাম ঢেউ তীরে আছড়ে পড়বার মতো শব্দ হচ্ছে, তবে তুলনামূলক চাপা।

'থাণ্ডার নদী?' জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ, প্রাচীন থাণ্ডার,' দাঁত বের করে হাসল মাইনার। 'তুমি নতুন বলে কানে লাগছে, তবে কিছুদিন গেলে অভ্যস্ততার কারণে গা সওয়া হয়ে যায় শব্দটা। চিরযৌবনা নদী। শীতে স্টর্মিকে ঘিরে যখন তুষারপাত হয়, তখনও এই শব্দ শোনা যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নদীর দিকে তাকিয়ে উথাল-পাতাল স্রোত দেখি, স্লুইস পার হওয়ার সময় কী যে দামাল হয়ে ওঠে! অথচ এমন বিক্ষুব্ধ নদীতেই রয়েছে আসল জিনিস–সোনা।'

'কেন মনে হলো তোমার?' জানতে চাইল জন।

'মনে হয়নি, নিশ্চিত জানি,' আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলল বুড়ো। 'অভিজ্ঞ যে-কোন মাইনারই বুঝতে পারবে। আরে, নীচের ওই,' প্রবল অবজ্ঞার সঙ্গে একটা হাত তুলে উইণ্ডিকে নির্দেশ করল সে। 'গাধাগুলোর কেউ কেউও সন্দেহ করছে! থাণ্ডার নদীর তীর ধরে বিভিন্ন জায়গায় সোনার গুঁড়ো পাওয়া গেছে, কোথাও কোথাও পলিজ দানা বা উপত্যকায় *পকেট*ও পাওয়া গেছে। কিন্তু এর সবই আসলে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে জমা হওয়া সোনা। গভীরে যদি খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়, দেখবে গর্ত ছাড়া কিচ্ছু নেই। কিন্তু তাই যদি হবে, তা হলে ওগুলো এল কোত্থেকে? আকাশ থেকে পড়েনি নিশ্চয়ই? হ্যাঁ, ওগুলো আসলে পানি দ্বারা প্রবাহিত হয়ে দূরে সরে গেছে মূল জায়গা থেকে। হয়তো হাজার বছর আগে, ঝর্নার দিক বদল করবার আগে; তখনও এখানে নদী প্রবাহিত হয়নি, বরং পুরোটাই বিশাল জলরাশির অংশ ছিল এবং পানির সঙ্গে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে গুঁড়ো সোনা। স্থানে স্থানে জমাট বাঁধে। আমি বিজ্ঞানী নই, কিন্তু যদ্দূর বুঝি এভাবেই মূল উৎস থেকে সোনা

নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে,' স্বীকার করল জন। 'আমার মনে হচ্ছে হয়তো ঠিক এটাই ঘটেছে। সেক্ষেত্রে, নদীর পানিতে মিশে যাওয়া সোনার গুঁড়োর আসল উৎসটা খুঁজে বের করতে হবে...'

শব্দহীন হাসল প্রসপেক্টর। 'কাজটা খুবই কঠিন। দু'একটা শাখা হয়তো খুঁজে পাবে, বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ নদী বা ঝর্না বয়ে চলে যেহেতু, কিন্তু কী করে বুঝবে ঠিক কোন্ জায়গায় পানির সঙ্গে মিশছে সোনার গুঁড়ো? উঁহুঁ, ওভাবে আসল উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, সেটা এই ওল্ড স্টর্মির কোথাও আছে।'

'তা হলে এ মুহূর্তে সোনার খনির উপর বসে আছি আমরা,' স্মিত হেসে বলল জন।

'ঠিক তা নয়, আমার ধারণা ওটা পাহাড়ের আরও উপরে কোথাও আছে,' নিজের মতামত প্রকাশ করল বুড়ো। 'ওল্ড স্টর্মির পুরোটা যদি খোঁড়া যেত, এক জায়গায় দেখা যেত পাথরের সঙ্গে স্বর্ণ মিশে আছে!' শ্রোতার চোখে বিস্ময় দেখে ভুরু কোঁচকাল। 'বিশ্বাস হচ্ছে না?' চিৎকার করে জানতে চাইল সে, কোন কারণে অপমান বোধ করছে। ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে, কেবিনের ভিতর গিয়ে ঢুকল। মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই ফিরে এল। 'এটা দেখে কী মনে হয়, বলো তো?' উল্লসিত স্বরে জানতে চাইল বুড়ো প্রসপেক্টর, কণ্ঠে চাপা অহঙ্কার।

আগ্রহ নিয়ে জিনিসটা দেখল জন। বড়সড় ডিমের আকারের একটা পাথর, গঠনশৈলীতে স্ফটিক বলে মনে হয়; নির্দিষ্ট আকৃতি নেই, কিনারা অসমান ও খাঁজকাটা। প্রবল যত্নের সঙ্গে দু'জনের মাঝে বেঞ্চিতে ওটা নামিয়ে রাখল বুড়ো।

জিনিসটা তুলে নিল জন। হাতে ওজন পরখ করল। সাধারণ পাথরের তুলনায় একটু ভারীই মনে হচ্ছে। কাছ থেকে দেখল।

শিরার মতো আঁকাবাঁকা, পুরু ও হলদেটে রেখা পুরো পাথরকে বিদীর্ণ করেছে নানা দিক থেকে। চরম বোকাও বুঝবে এটা স্বর্ণ ও পাথরের মিশ্রণে তৈরি স্ফটিক।

'খাইছে!' বিস্ময়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ল জন, তীক্ষ্ণ শোনাল কণ্ঠ। 'দেখে মনে হচ্ছে এর অর্ধেকই নিরেট সোনা!'

সন্তুষ্টির হাসি হাসল বুড়ো। 'একটুও বাড়িয়ে বলোনি। এরকম এক টন পাথর যদি কেউ পায়, বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলে কাটিয়ে দিতে পারবে সে।'

স্বাভাবিক প্রশ্নটা এল। 'এটা কোথায় পেয়েছ?'

'কী আশা করো আমার কাছে, তুমি জানতে চাইলে আর বলে দেব?'

মাথা নাড়ল জন। 'প্রশ্নটা এমনিতে করেছি। কথার পিঠে কথা। তুমি একটু বেশিই কথা বলছ। এর কিছুটাও যদি উইণ্ডিতে পৌঁছে যায়, অগুনতি প্রতিবেশী জুটে যাবে তোমার। যাক্‌গে, বোবা বলে ধরে নিতে পারো আমাকে।'

'ঠিকই বলেছ, মিস্টার। ধন্যবাদ তোমাকে,' আন্তরিক স্বরে বলল বুড়ো। 'আসলে সোনা নিয়ে কথা বলতে গেলে স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলি, সতর্কতাবোধ মনে থাকে না।'

উঠে স্যাডলে চাপল জন। শ্যাকের পিছনে একটা ছায়ার সরে যাওয়া দু'জনের কেউই খেয়াল করল না। সন্তর্পণে ও নিঃশব্দে করালের রেইল ধরে সরে গেল লোকটা, তারপর পিছনের ঝোপে অদৃশ্য হয়ে গেল। আড়াল থেকে প্রসপেক্টরের অতিথিকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে দেখতে পেল সার্কেল-বি রাইডার জনি মেসনর। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে সে, তর সইছে না–কখন গিয়ে গরম খবরটা জানাবে কিং ব্লেয়ারকে। ওর উপর নির্দেশ ছিল জন ক্যালকিনের উপর নজর রাখতে হবে, সে-অনুযায়ী সি-পি র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি ছিল এবং জনকে বেরোতে দেখে নিরাপদ দূরত্বে থেকে

অনুসরণ করে এখানে চলে এসেছে। ভাগ্যিস, সময়মতো উপস্থিত হয়েছিল! দু'জনের আলাপের আসল কথাগুলো ভালমতো শুনতে পেয়েছে এবং বিশেষ "নমুনা"টাও দেখতে পেয়েছে।

'বুড়ো ভামটা কী মনে করে মুখ খুলল ওর কাছে?' স্বগতোক্তি করল জনি মেসনর। 'আমি পৌঁছানোর আগে না-জানি কী বলে ফেলেছে! ধেত্তেরি! এখন কী করব আমি? কিং-কে খবর দেব, না ক্যালকিনকে অনুসরণ করব? এমনও হতে পারে হয়তো সোনা খুঁজতে যাচ্ছে ও! কে বলতে পারে বুড়ো ওকে আসল জায়গার কথা বলে দেয়নি? বোধহয় ক্যালকিনকে অনুসরণ করাই উচিত। ক্যালিফোর্নিয়া তো পালিয়ে যাচ্ছে না, ওকে পরেও পাওয়া যাবে।'

দ্রুত পা চালিয়ে লুকিয়ে রাখা ঘোড়ার কাছে চলে এল জনি, পড়িমরি করে স্যাডলে চেপে সি-পি ফোরম্যানকে অনুসরণ করল। নিজের উপস্থিতি প্রকাশ করা যাবে না বলে আড়াল ব্যবহার করা লাগছে, তাই চাইলেও দ্রুত এগোতে পারছে না। তাড়ার চেয়ে বরং নিজেকে লুকিয়ে রাখাই বেশি দরকার।

জনি দেখল স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়েছে ফোরম্যান, প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখছে। প্রকাণ্ড খোঁড়লের মতো একটা জায়গায় পাহাড়ী ঢাল থেকে পিছলে নেমে গেছে ঝর্না—দৈত্যাকার কোন কুড়াল দিয়ে যেন ঢালে ফাটল তৈরি করা হয়েছে—কয়েক ফুট নীচ থেকে নদীর জন্ম দিয়েছে। নদীর দুই তীরের বেশিরভাগ জায়গায় প্রিকলি পিয়ার, ক্যাটক্লু ও নানা জাতের গুল্ম জন্মেছে, তবে উন্মুক্ত জায়গাও আছে।

নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে আছে জন ক্যালকিন। সামনে বিস্তীর্ণ প্রেয়ারি। দূরে সি-পি র‍্যাঞ্চ হাউসের কাঠামো চোখে পড়ছে, আর দিগন্তের একেবারে সীমানা ছুঁয়েছে উইণ্ডির অস্পষ্ট অবয়ব। ঢেউ খেলানো জমির সবুজ ঘাসে শিহরণ বইয়ে দিয়েছে দামাল বাতাস, বহতা সাগর যেন! দেখতে অপূর্ব লাগে।

স্লুইস। ঝর্না থেকে খসে পড়া জলরাশিকে নিয়ন্ত্রণ করবার প্রাকৃতিক ট্রাফটাকে যৌক্তিক নামই দেওয়া হয়েছে। পাথরে তৈরি দীর্ঘ, সরু চ্যানেলের দেয়ালগুলো একেবারে খাড়া ও ছড়ানো। পানি যেখানে পাথুরে গহ্বরে ঢুকেছে, সামনে ঝুঁকলে জায়গাটা দেখা যায়–প্রায় বিশ ফুট উঁচু জলপ্রপাত তৈরি করেছে। স্বচ্ছ ও টলটলে পানি আছড়ে পড়েছে নীচের পাথুরে ট্রাফে, ছিটকে পড়া পানিকে মনে হচ্ছে স্ফটিকের ফোয়ারা, সূর্যের আলোয় জ্বলজ্বল করছে রত্নের মতো! প্রপাতে ফেনা তৈরি হয়েছে, যেটা কয়েক পাক ঘুরে আরও নীচে নেমে গেছে সবেগে, তারপর সরীসৃপের মতো নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে এঁকেবেঁকে চলে গেছে প্রেয়ারির বুকে।

'শীতের শেষে যখন স্টর্মির বরফ গলতে শুরু করে, নিশ্চয়ই এর সৌন্দর্য কয়েকগুণ বেড়ে যায়,' স্বগতোক্তি করল মুগ্ধ জন। চল্লিশ ফুট নীচে আছড়ে পড়া পানির চক্কর, ফেনা ও শীকর দেখল সবিস্ময়ে। তারপর সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'মনে হয় না শুধু এ প্রপাতের কারণে এত তীব্র স্রোত তৈরি হয়েছে নদীতে, বরং নীচে নিশ্চয়ই আরও একটা প্রপাত আছে।'

এদিকে জনি মিসনরও স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়েছে, ক্রমে জনের কাছাকাছি চলে আসছে। জলপ্রপাতে পানি আছড়ে পড়বার শব্দে আশপাশের সব আওয়াজ চাপা পড়ে গেছে। এখানে আরও কেউ থাকতে বা আসতে পারে, এমন ভাবনা এ মুহূর্তে নেই সি-পি ফোরম্যানের মাথায়। ক্রূর দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকিয়ে আছে মেসনর, ঝড়ের বেগে ভাবনা চলছে মাথায়।

'মনে হয় না আর কারও সঙ্গে মুখ খুলেছে বুড়োটা,' মনে মনে ভাবছে সার্কেল-বি পাঞ্চার। 'ক্যালকিনের মুখ যদি বন্ধ করা যায়, ক্যালকে চেপে ধরলেই সব গড়গড় করে বলে দেবে। এলাহী কাণ্ড হবে! ইশশ, আমি একাই যদি কাজটা সারতে পারতাম, কিন্তু এত

বড় কাজ একা পারব না! কিং-কে জানাতেই হবে।' হঠাৎ সচেতন হলো যে একটু জোরেসোরে বলে ফেলেছে কথাগুলো, চকিত দৃষ্টি চালিয়ে চারপাশ দেখে নিল। দূর, ঝর্নার শব্দে সব চাপা পড়ে গেছে। 'আমি আসলে একটা গাধা! সোনার স্বপ্নে সব ভুলে গেছি। চিৎকার করে গলা ফাটালেও শুনতে পাবে না, বড়জোর মনে হতে পারে কেউ ফিসফিস করে কথা বলছে।'

এগোল জনি। শক্ত হয়ে গেছে চোয়াল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে ওর। 'এবার হুইটির দেনা চুকিয়ে দেব! সেই সঙ্গে আমিও নাম কিনে ফেলব!'

শেষ গুল্মের কাছে চলে এসেছে ও, এরপর খোলা জায়গা এবং এর বিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে ক্যালকিন। এখন পর্যন্ত কিছুই টের পায়নি বা সন্দেহ করেনি সি-পি ফোরম্যান, তন্ময় হয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখছে।

মুহূর্তের জন্যে থামল জনি, বুনো উল্লাসে বেঁকে গেল ঠোঁটের কোণ, যা করতে যাচ্ছে তার ফলাফল চিন্তা করে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করল। দারুণ পেশাদারিত্বের সঙ্গে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করল ও, কাজে পূর্ণ মনোযোগী হলো। শিকারের সঙ্গে নিজের দূরত্ব মেপে নিল।

ঝর্নার একেবারে কিনারে দাঁড়িয়ে আছে জন ক্যালকিন্স, এ মুহূর্তে একটা সিগারেট রোল করছে, মনে মনে প্রসপেক্টরের বলা কথাগুলো ভাবছে। ব্লেযাররা যদি জানতে পারে যে ওল্ড স্টর্মিতে খনি রয়েছে, যে-কোন মূল্যে সি-পি র‍্যাঞ্চের দখল নেবে। পার্কার বা অন্য কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ক্যালিফোর্নিয়াকে এ ব্যাপারে মুখ খুলতে নিষেধ করেছে বটে, কিন্তু এ ধরনের মানুষ সম্পর্কে জানে ও। পেটে খানিকটা হুইস্কি পড়লে জিভ আলগা হয়ে যাবে। বহু মাইনারই ভাগ্যদেবীর কৃপা পেয়ে সোনা বা অমূল্য রত্ন খুঁজে পেয়েছে এবং এরপর আলগা

জিভের পরিণতিতে তা খুইয়ে বসেছে; কেউ কেউ জীবন দিয়ে মুখ বন্ধ রাখতে না-পারবার খেসারত দিয়েছে।

দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল জন, সিগারেটে আগুনের ছোঁয়া দেবে, তখনই পিছন থেকে কেউ ধাক্কা দিল ওকে। চমক সামাল দেওয়ার আগেই টের পেল হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, স্রেফ রিফ্লেক্সবশত ভারসাম্য ফিরে পেতে চাইল–শূন্যে হাতড়াল, কিন্তু ধরবার মতো কিছু নেই! পরমুহূর্তে উপলব্ধি করল–পড়বেই যখন, মাথা নীচের দিকে দিয়ে পড়াই ভাল।

উপর থেকে জনকে পড়তে দেখল জনি মেসনর, যেন একটা পাথর খসে পড়ছে! এত সহজে কাজ সারতে পারবে ভাবেনি। দ্রুত তিন কদম ফেলেছে, ঠিক পিছনে এসে গায়ের জোরে ধাক্কা দিয়েছে জনকে। তারপর মামলা খতম!

ছপাৎ শব্দে প্রপাতে আছড়ে পড়ল জনের দেহ। উপরে পিস্তল হাতে অপেক্ষায় থাকল জনি, পানির উপর জনের মাথা ভেসে ওঠা মাত্র পরপর দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল। দেখল বাতাসে খামচি মারল জনের দু'হাত, তারপর নেতিয়ে পড়ল শরীর। ডুবে গেল কয়েক মুহূর্ত পর, পানির স্রোত টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে কিনারার দিকে। হাঁটু গেড়ে বসল জনি, হাতে উদ্যত পিস্তল; তীক্ষ্ণ চোখে প্রপাতের পুরোটা নিরীখ করছে। উঁহুঁ, কোথাও দেখা যাচ্ছে না শিকারকে।

উঠে দাঁড়াল জনি মেসনর, উত্তেজনায় হাত কাঁপছে। 'মনে হচ্ছে তোমার মামলা খতম করে দিয়েছি, মি. ক্যালকিন,' কর্কশ স্বরে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল। 'খবরটা এখনই দিতে হবে কিং-কে। শুনে নিশ্চয়ই স্বস্তি ও আনন্দ পাবে বস্।'

জনি যখন মৃত ক্যালকিনকে ফেলে ঘোড়ার পিঠে চাপল, ঠিক তখন পানির উপর মাথা তুলল জন, খাবি খাওয়ার মতো বাতাস টেনে নিল শূন্য ফুসফুসে। বাতাসের অভাবে বুক ফেটে যাওয়ার দশা হয়েছিল, তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল পাঁজরের গভীরে। যতটা

সম্ভব পানিতে ডুবিয়ে রেখেছিল নিজেকে; যা হওয়ার হবে, আর এক মুহূর্তও ডুবে থাকতে পারবে না–মরণ এভাবে নয়তো ওভাবে হবে, ভেবে শেষপর্যন্ত পানির উপর মাথা তুলেছে।

প্রপাতের ঠাণ্ডা পানিতে পতনের ফলে ফুসফুসের সব বাতাস বেরিয়ে গিয়েছিল ওর, সঙ্গে সঙ্গে পানির উপর মাথা তুলে নিঃশ্বাস নিতে বাধ্য হয়েছিল। এরপর গুলির শব্দ শুনতে না-পেলেও মাথার পাশে পানি কেটে বুলেটের চলে যাওয়া দেখেছে, বুঝেছে কাজ সম্পূর্ণ করতে এটা খুনির শেষ চাল। তৎক্ষণাৎ পানিতে ডুব দিয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করেছিল, পানির স্রোতের সঙ্গে ওর প্রচেষ্টায় যথেষ্ট দূরে সরে আসতে সক্ষম হয়েছে। সাঁতারু হিসাবে যথেষ্ট দক্ষ ও, পানির প্রতিও কোন ভীতি নেই। পানিতে ডুবে থেকে নিক্ষিপ্ত বুলেটের "প্লপ" শব্দ শুনবার অপেক্ষায় থাকল, কিন্তু আর এল না।

নিঃশব্দে হাসল ও, যতটা সম্ভব পানির নীচে রাখল নিজেকে। এবং একসময় যখন বাতাসের অভাবে যন্ত্রণা আর হাহাকার শুরু হলো ফুসফুসে, তখন উঠে এল।

লাল-চুলো বা টাক্কু হলে বোধহয় ঠিকই আমাকে ওপারে পাঠিয়ে দিত লোকটা, ভাবল জন। পানির উপর থেকে মাথাটা দেখতে পেত। কিন্তু কে ও? ক্যালিফোর্নিয়া? বেশি বকবক করে পরে আফসোস হয়েছে এবং সেটা পুষিয়ে নিতে জনের মুখ বন্ধ করতে চেয়েছে এভাবে? উঁহুঁ, মনে হয় না। যতটা জোরে ওকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে, ষাটোর্ধ্ব এক বুড়োর অতটা শক্তি থাকবার কথা নয়। বরং, জন নিশ্চিত, অচেনা খুনি ক্যালিফোর্নিয়ার চেয়ে ঢের কমবয়সী ও শক্তিশালী।

খুনি চলে গেছে নিশ্চিত হয়ে মাথা তুলে চারপাশে তাকাল ও। পাহাড়ি দেয়াল একেবারে খাড়া, খাঁজ-ভাঁজ নেই বলা চলে, যা ধরে উঠে যাবে। পাথুরে কয়েকটা কোণা বেরিয়ে আছে বটে, তবে

সেগুলো অন্তত দশ ফুট উপরে। দুটো ডানা না-গজালে ওখানে যাওয়া সম্ভব হবে না।

তারচেয়ে বরং পানির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ভাল, ভাবল ও। স্রোত যেখানে নিয়ে যায়, যাক, হয়তো উঠে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবে। সাঁতার কাটতে গিয়ে শক্তিক্ষয় করল না জন, বরং স্রোতের অনুকূলে শরীর ছেড়ে দিল। পানির উপর শরীর ভাসিয়ে রাখবার কষ্টটুকু করছে কেবল। শিগ্গিরই খেয়াল করল নদীর গর্জন জোরাল হচ্ছে। এর তাৎপর্য একটাই: সামনে আরও একটা প্রপাত আছে। এবং এটা নির্ঘাত আগেরটার চেয়ে বড়।

দেয়ালের কিনারে সরে এল ও, ধরতে পারবে এমন কিছুর খোঁজে মরিয়া চেষ্টায় হাতড়ে চলল; কিন্তু হাত বা পা আটকাতে পারবে বা ধরবে এমন খাঁজ, ফাটল বা বেরিয়ে আসা কোণা কিছুই পেল না।

তারপর, মোড় ঘুরতে প্রায় একশো গজ দূরে সম্ভাব্য একটা জায়গা দেখতে পেল, যদিও দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃসাহসী মানুষেরও ওই পথ বেয়ে উঠতে গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাবে।

দু'পাশের পাহাড়ি দেয়াল সরে এসেছে পরস্পরের দিকে, সরু টানেলের মতো পথ তৈরি করেছে যা দিয়ে পানির তীব্র স্রোত বয়ে চলেছে। পানির নির্গম-পথের ঠিক মাঝখানে ক্ষুদ্র কিন্তু শক্তিশালী ঘূর্ণি তৈরি হয়েছে, পানির তোড়ে ফেনা ঘুরপাক খাচ্ছে; যেন প্রকাণ্ড কোন ঘোড়ার কেশর নিয়ে হুটোপুটি খাচ্ছে ঝড়ো বাতাস। এর তাৎপর্য বুঝতে পারছে জন—পাথর আছে ওখানে। চোখা, চাঁইপূর্ণ বা খাঁজকাটা ধারাল পাথর।

তীব্র স্রোতে ওখানে গিয়ে যদি পড়ে, ফালাফালা হয়ে যাবে পুরো দেহ, হাড়-মাংস আলাদা করা যাবে না। আর ডুবন্ত পাথর যদি এড়াতেও পারে, এরপর গিয়ে পড়বে আরও ভয়ঙ্কর এক প্রপাতে: পানির জোরাল গর্জন ও স্রোতের তীব্রতায় সেটা স্পষ্ট

বোঝা যাচ্ছে।

সামনে সমূহ বিপদ দেখে সক্রিয় হলো জন, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সাঁতার কেটে পাহাড়ি দেয়ালের দিকে সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল। আশা করছে দেয়ালের কাছে স্রোতের তীব্রতা কম হবে।

প্রাণপণ চেষ্টাও পণ্ডশ্রম বলে মনে হলো। গায়ে-গতরে যথেষ্ট শক্তিশালী জন, দমও আছে, কিন্তু ভেজা কাপড় গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকায় এবং হিমশীতল ঠাণ্ডা পানির কারণে সাঁতরে জুত করতে পারছে না; স্রোতের তীব্রতা এত বেশি যে প্রায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ওকে ডুবন্ত পাথরস্তূপ–নিশ্চিত মরণের দিকে!

প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জন, হাল ছাড়তে নারাজ। হঠাৎ ছড়িয়ে দেওয়া হাতে কী যেন ঠেকল, মরিয়া চেষ্টায় সেটা আঁকড়ে ধরল। পাথুরে খাঁজ। স্রোতের সঙ্গে যুজে অন্য হাতটা নিয়ে এল ও, এবার দু'হাতে চেপে ধরল পাথুরে খাঁজ। তীব্র স্রোত ওকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে–টানছে প্রবল আকর্ষণে। এত তীব্র টান যে মনে হচ্ছে কাঁধের সন্ধি থেকে হাড় খুলে যাবে! ক্লান্তিতে পর্যুদস্ত বোধ করছে ও। সচেতন যে চরম ক্লান্তির কাছে শিগ্‌গিরই পরাজিত হবে, সেক্ষেত্রে স্রোত অমোঘ নিয়তির কাছে টেনে নিয়ে যাবে ওকে।

হাঁচড়েপাঁচড়ে শরীর তুলল জন, স্রোতের সঙ্গে যুজতে গিয়ে অমানুষিক ধকল টের পেল, কিন্তু শেষপর্যন্ত পাথরের স্তূপে উঠে আসতে সক্ষম হলো। এবার ক্লান্ত শরীর বিছিয়ে দিল, শরীরে স্রোতের ক্রমাগত টান বা চাপ অনুভব করছে বটে, তবে পাথরের স্তূপের উপর উঠে এসেছে বলে আচমকা হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। টিকে থাকতে পারবে এখানে।

শরীরের সমস্ত পেশি ক্লান্তিতে ব্যথা করছে। ওগুলোকে বিশ্রাম দিতে মনস্থ করল জন। আপাতত কিছুক্ষণ এখানেই থাকবে, পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

স্যাণ্ডউইচে দুই রুটির মাঝখানে মাংসের কাহিল দশার মতো অবস্থা হয়েছে ওর, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে বুক। লম্বা দম নিয়ে দুই ফুসফুস ভরে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এদিকে তীব্র পানির স্রোত কখনও টানছে ওকে, কখনও উন্মত্ত আক্রোশে গায়ের উপর এসে পড়ছে, ঠেলে দিচ্ছে অমসৃণ পাথুরে পৃষ্ঠের উপর।

সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গাটা বেশি দূরে নয়। অলস চোখে দেখল গাছের একটা বড়সড় ডাল পানির তোড়ে খাবি খেল কয়েক বার, তারপর ক্ষণিকের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পর অবশ্য ওটার ছিন্নভিন্ন টুকরো দেখা গেল, ধারাল পাথরের সঙ্গে সংঘর্ষে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে মুহূর্তেই। একই পরিণতি বোধহয় ওর ক্ষেত্রেও ঘটবে, যদি না...

পানির উপর মাথা তুলে চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল জন। বিশ গজ দূরে, হাতের বামে পাহাড়ি দেয়ালের কাছাকাছি ছোট্ট একটা চাতাল দেখতে পেল, পানির কয়েক ইঞ্চি নীচে ডুবে গেছে; দৈর্ঘ্য খুব বেশি না-হলেও বেশ প্রশস্ত। কোনভাবে যদি ওখানে পৌঁছাতে পারে, তীব্র স্রোত ওকে প্রপাতে নিয়ে আছড়ে ফেলতে পারবে না। কিন্তু সেজন্যে বিশ ফুট উত্তাল ঢেউ ও পানির টানের সঙ্গে লড়ে জয়ী হতে হবে। এবং আরও সমস্যার কথা হচ্ছে প্রায় আড়াআড়ি পেরোতে হবে পথটুকু। সামান্য বিশ ফুট হলেও যা পরিস্থিতি, সেটা প্রায় বিশ মাইলের সমান বলা চলে।

ঝুঁকিটা না-নিয়ে উপায় নেই। বাঁচবার এটাই একমাত্র পথ। উন্মত্ত প্রপাতের দয়ার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। কেবল চেষ্টাই চালাতে পারে, ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই...

সামান্য হিসাব-নিকাশ করল জন, তারপর সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে খাটিয়ে পাথরস্তূপ থেকে নেমে যাত্রা করল চাতালের দিকে। একটু কোণাকুণি এগোচ্ছে, স্রোত এখন ওকে আংশিক টেনে নিয়ে

যাচ্ছে। বিক্ষুব্ধ সাগরে সাঁতার কাটছে যেন, পানির ধাক্কায় দিক্‌ভ্রান্ত হওয়ার দশা, কিন্তু অসামান্য দৃঢ়তায় চেষ্টা চালিয়ে গেল ও। পরাজিত হওয়ার আগে হাল ছাড়তে নারাজ। এখন অন্তত একটা সুবিধা পাচ্ছেঃ স্রোতের বিপরীতে এগোতে হচ্ছে না, বরং স্রোতকে নিজের সুবিধামতো কাজে লাগাচ্ছে। স্রেফ খেয়াল রাখতে হচ্ছে যাতে উদ্দিষ্ট দিক থেকে সরে না-যায়।

মাত্র কয়েক গজ দূরত্ব, কিন্তু টানা পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠল। ওর মনে হচ্ছে পথ যেন ফুরাচ্ছে না, সময় আটকে আছে। শরীরের সব পেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সামান্য শক্তিও অবশিষ্ট নেই। আর এক হাতও বোধহয় এগোতে পারবে না। তখনই, সৌভাগ্যক্রমে, প্রবল ঢেউ ওকে পৌঁছে দিল চাতালের কিনারে। শরীরের শেষ শক্তিটুকু ব্যয় করে চাতালের উপর শরীর তুলে নিল জন।

প্রপাতের সঙ্গে লড়াইয়ের পর ছোট্ট এ চাতালের উপর পৌঁছে ওর কাছে মনে হচ্ছে স্বর্গে এসে পড়েছে। নিরাপদ ও স্বস্তি বোধ করছে। দীর্ঘক্ষণ নিথর পড়ে থাকল, শুধু একটা ব্যাপারে সচেতন—চরম বিপজ্জনক পথ পার হয়ে এসেছে, এখন আর বিপদের অত ভয় নেই। সিঁড়ি ভাঙা পথ ধরে যে প্রপাত থেকে উঠে যেতে পারবে তা নয়, কিন্তু কিছুক্ষণ চেষ্টা চালালে অক্ষত দেহে উঠে যেতে পারবে। চাতালের কাছে দেয়াল দেখে ওর মনে হয়েছে নিশ্চিন্তে উঠে যেতে পারবে। ঝুলন্ত মোটাসোটা লতা রয়েছে, পাহাড়ি দেয়ালের গায়ে কিছু আগাছাও জন্মেছে, ওগুলো ধরে অনায়াসে উঠে যেতে পারবে। চোখ বন্ধ করে ঠায় পড়ে আছে ও, ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেহে দোলা দিয়ে যাচ্ছে পানির স্রোত। বিশ্রাম ছাড়া অন্য কিছু নেই ভাবনায়। আগে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে নিক, তারপর যাত্রা করবে।

হঠাৎ গালে কী যেন লাগতে চমকে চোখ মেলে তাকাল ও।

ভেবেছে পাহাড়ি দেয়াল থেকে হয়তো কোন সাপ এসে পড়েছে! ঝটিতি উঠে বসল জন। দেখল এক প্রান্তে ফাঁস বাঁনানো একটা দড়ি এসে পড়েছে ক্লিফের উপর থেকে। প্রপাতের একেবারে কিনারায়, বেরিয়ে পড়া পাথুরে চাঙড়ের কারণে দেখা যাচ্ছে না দড়ির অন্য প্রান্ত কার হাতে আছে।

'গলায় দড়ি লাগিয়ে ফাঁসিতে ঝুলে পড়বার উৎসাহ আমাকে দিচ্ছে কেউ,' স্বগতোক্তি করল জন, কৌতুক বোধ করল নিজের অদ্ভুত ভাবনায়।

সতর্কতার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল ও, তারপর দড়ির ফাঁসটা গলা দিয়ে নীচে নামিয়ে দুই বগলের সঙ্গে জুত করে বসিয়ে দিল। এবার দড়ি নেড়ে সঙ্কেত দিল। মিনিট কয়েকের মধ্যে ওকে টেনে তোলা হলো, পাহাড়ি চাতালের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল জন। দেখল দড়ির অন্য প্রান্ত ওর ঘোড়ার লাগামের সঙ্গে বাঁধা, ওটার পিঠে চেপে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বেন ব্লকার। দড়ির ফাঁস থেকে নিজেকে মুক্ত করে জন উঠে দাঁড়াতে সবক'টা দাঁত বের করে হাসল সে।

'যেখানে-সেখানে গোসল সেরে নেওয়ার অভ্যাসটা বোধহয় শেষ পর্যন্ত তোমার মরণ ডেকে আনবে!' বিদ্রূপের সুরে মন্তব্য করল বেন, হাসছে এখনও।

'তুমি একটা আস্ত গাড়ল!' পাল্টা বিদ্রূপ করল জন। 'আমাকে খুঁজে পেলে কীভাবে?'

'নেহাত ভাগ্যক্রমে। ক্যালিফোর্নিয়ার ওখানে গিয়েছিলাম কফি খেতে। মাঝে মধ্যে ওর ওখানে যাই, দু'চার মিনিট গল্প করি। ওর কাছে শুনলাম তুমি গিয়েছ। ফিরে যাওয়ার সময় নিগারের দেখা পেলাম, স্যাডল-হর্নের সঙ্গে লাগাম পেঁচানো। জানতাম ওভাবে ওটাকে ফেলে কোথাও তোমার যাওয়ার কথা নয়। তো, সন্দেহ হওয়ায় কিছু তালাশ চালালাম। ট্র্যাকিং করে

চলে এলাম সেই জায়গায়, যেখান থেকে ডাইভ দেওয়ার পাঁয়তারা করেছ। নীচে প্রপাতে তোমাকে দেখে চিন্তা হলো। ভাটি ধরে এগিয়ে এলাম, ভাবলাম হয়তো তোমার হাড়-মাংসের কিছু অংশ হলেও খুঁজে পাব।'

'আহা, নিশ্চয়ই হতাশ হয়েছ!' গম্ভীর স্বরে বলল জন।

'তা তো কিছুটা হয়েছিই,' স্বীকার করল বেন। 'তোমার অস্ত্র দুটোর উপর তো খুব লোভ। মরে গেলে ওগুলো আমার হয়ে যেত। এবারেও হলো না আর কী!'

কেউ যদি ওদের গল্প শুনতে পায়, ধরে নেবে অকৃতজ্ঞ বন্ধুর সঙ্গে খুনসুটি করছে ধান্ধাবাজ এক বন্ধু। কিন্তু পরস্পরকে জানে ওরা। বোঝাপড়াও চমৎকার। জন জানে বিপদের আশঙ্কায় শুরু থেকে ওকে নিরাপদ দূরত্ব থেকে অনুসরণ করেছে বেন, আর সেগুণ্ডোও জানে তার জন্যে যে-কোন বিপদ তুচ্ছজ্ঞান করবে জন ক্যালকিন, এমনকী মৃত্যুও মেনে নিতে দ্বিধা করবে না। তবে মুখে কেউই তা স্বীকার করবে না।

বেনের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে একটার পর একটা সিগারেট ধরাল জন, কিছুটা হলেও উষ্ণতা তৈরি হচ্ছে দেহে। ভেজা কাপড় শুকিয়ে আসছে ধীরে ধীরে, শরীরের তাপমাত্রায় ক্রমে শুকাচ্ছে।

মিনিট বিশ পর যাত্রা করল ওরা। স্লুইসের প্রান্তে এসে উপর থেকে প্রপাতটা দেখল। পঞ্চাশ ফুট জায়গা জুড়ে স্রোতের তাণ্ডব চলছে এখানে, না-দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ক্রুদ্ধ আক্রোশে যা কিছু পড়ছে পথে, চুরমার করে দেবে যেন স্রোত। ভরা জোয়ারে সাগরতীরে কান ফাটানো শব্দে একের পর এক বিক্ষুব্ধ ঢেউ যেমন আছড়ে পড়ে, এখানেও তেমন আবহ তৈরি হয়েছে। স্রোতের মুখে যা কিছু পড়ছে—দুমড়ে-মুচড়ে নিয়ে যাচ্ছে, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, কিংবা খড়কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে মুহূর্তে। এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য!

চল্লিশ ফুট নীচে সগর্জনে আছড়ে পড়ছে পানির অবিরাম

ধারা। ঘূর্ণন এখানেও তৈরি হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে ফেনা আর মিহি পানির ধারা, যেন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে বা কৃত্রিম ফোয়ারা তৈরি করা হয়েছে।

প্রপাতের দিকে চেয়ে অজান্তে শিউরে উঠল জন। মুখে কিছু না-বললেও বিধাতার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, ভাগ্য সহায় না-হলে বোধহয় নদীর ভাটিতে ওর দুমড়ানো লাশটা ভেসে থাকত এখন।

প্রপাতের গর্জন এত তীব্র ও চড়া যে চিৎকার করলেও শুনতে পাচ্ছে না অন্যজন, অগত্যা নীরব থেকে এগিয়ে চলল ওরা। প্রায় সিকি-মাইল আসবার পর আসল ঘটনা খুলে বলল জন।

'আরও সতর্ক থাকতে হবে, দোস্ত,' মন্তব্য করল বেন। 'যেভাবে তোমার পিছনে লেগেছে ওরা, দুশ্চিন্তায় বোধহয় ঘুমই হারাম হয়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যে!'

পনেরো

ধৈর্য ধরে মনিবের অপেক্ষায় থাকা ঘোড়াটার দিকে রাজ্যের সন্তুষ্টি নিয়ে মনোযোগ দিল জনি মেসনর। ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করছে সে, কাজের মতো একটা কাজ করেছে! সব শুনে নিশ্চয়ই দারুণ খুশি হবে কিং ব্লেযার। হবে না কেন? তার ঝামেলা কমিয়ে দিয়েছে জনি। বিনিময়ে ওকে পুরস্কৃতই করবে বোধহয়। অন্তত করা উচিত।

কিছুক্ষণ ক্যালকিনের ঘোড়ার সঙ্গে জনিও অপেক্ষা করল।

জনির ক্ষেত্রে বলা চলে সময় ক্ষেপণ মাত্র, কারণ ও নিশ্চিত জানে কালো ঘোড়ার মনিব আর ফিরে আসবে না। মিনিট কয়েক পর ঘোড়াটার কাছে চলে গেল ও, ঝুলন্ত লাগাম তুলে স্যাডল হর্নের সঙ্গে পেঁচিয়ে রাখল। অপেক্ষা করতে করতে যখন বাস্তবতা আঁচ করতে পারবে, একসময় সি-পি র‍্যাঞ্চে ফিরে যাবে ঘোড়াটা। কিংবা এদিক-ওদিক ঢুঁ মারবে উদ্দেশ্যহীনভাবে, যেহেতু এলাকায় এখনও ঘোড়া বা তার সওয়ারী প্রায় অপরিচিত বলা চলে।

'পরে হয়তো তোকে খুঁজে পাব আমি,' লোভী দৃষ্টিতে একবার ঘোড়াটাকে দেখল জনি। 'এ মুহূর্তে তোর দখল নিতে গেলে সমূহ বিপদে পড়ে যাব নির্ঘাত।'

কোয়ার্টের খোঁচায় ঘোড়াটাকে যাত্রা করিয়ে দিল ও, তারপর নিজের ঘোড়ার পিঠে চেপে সার্কেল-বির দিকে ঘোড়া ছোটাল।

বিশাল স্টাডিরুমে কিং ব্লেযারকে পেল জনি। ওকে দেখেই মুখে রাজ্যের বিরক্তি ও অসন্তোষ ফুটল কিং-এর এবং সেটা চেপে রাখবার কোন চেষ্টাই দেখা গেল না তার মধ্যে। মনে মনে এক চোট হেসে নিল জনি, ভাবছে বোমা ফাটালে ওই মুখের পরিবর্তন হতে এক মুহূর্তও লাগবে না, জামাই আদর শুরু করবে ওকে।

কাজটা যখন করেছেই, এর ষোলোআনা সুবিধা নিজের স্বার্থে লাগানো উচিত, নিজেকে মনে করিয়ে দিল জনি। হুইটি যেখানে ফেল মেরেছে, সেখানে কাজটা সমাধা করেছি আমি...হুইটির পুরস্কার আমাকেই দেওয়া উচিত। দিতে চাক বা না-চাক, উসুল করে নেব!

'কেন এসেছ এখানে?' খেঁকিয়ে উঠল কিং।

অপমান গায়ে মাখল না জনি। জানালার কাছে গিয়ে টেবিলের উপর পাছা বিছিয়ে বসল ও, পকেট থেকে তামাক-কাগজ বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল। আয়েশী ভঙ্গিতে এক পায়ের উপর আরেক পা রেখেছে। মুখ নির্বিকার দেখালেও

ভিতরে ভিতরে উল্লসিত ও। কিং-এর ঘুসির দাগ এখনও আছে ওর মুখে, তবে এ মুহূর্তে ভিন্ন মানুষ জনি মেসনর। চুটিয়ে সময়টা উপভোগ করছে।

কিছু একটা ঘটেছে, টের পেল কিং ব্লেযার। সরু চোখে জনি মেসনরকে দেখল সে।

'খবর আছে আমার কাছে,' সিগারেট ধরিয়ে বলল জনি। 'সি-পি র‍্যাঞ্চে ফোরম্যান লাগবে একজন।'

ঝটিতি পিঠ সোজা করে বসল কিং। 'কেন? ক্যালকিন কি চলে গেছে?'

'এক হিসাবে তাই বলতে পারো। চলে গেছে। সকালে স্লুইসে পড়ে গিয়েছিল সে।'

'স্লুইসে...পড়ে গিয়েছিল?' চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে কিং-এর। 'সেখানে কী করছিল সে?'

'বোধহয় প্রপাতের সৌন্দর্য দেখছিল,' জনির নিরাসক্ত জবাব। 'মনে হয় দেখতে দেখতে ঝিমুনি এসে পড়েছিল ওর, কিংবা অমন নির্মল পানিতে গোসল করবার খায়েশ হয়েছিল।'

বাঁকা হয়ে গেল কিং ব্লেযারের ঠোঁট, চোখে বিদ্রূপ ফুটল। 'কে তোমাকে দিল খবরটা?' স্পষ্টত, বিশ্বাস করেনি মেসনরের গল্প।

'কেউ বলেনি আমাকে। নিজের চোখে ঘটনাটা দেখেছি।'

এবার আর গুরুত্ব না-দিয়ে উপায় নেই। আবারও সরু চোখে জনিকে দেখল কিং, গম্ভীর হয়ে গেছে। মুচকি হাসল সে খবরটার তাৎপর্য অনুধাবন করে। তবে উল্লসিত হওয়ার আগে নিশ্চিত হতে হবে। স্লুইস সম্পর্কে জানে সে, এও জানে ত্রিশ-চল্লিশ ফুট উপর থেকে কেউ প্রপাতে পড়লে তার পরিণতি কী হতে পারে। 'কে জানে, ও হয়তো কাউন্টির সবচেয়ে দক্ষ সাঁতারু।'

'উঁহুঁ, অত উপর থেকে পড়লে হাড়গোড় আস্ত থাকবার কথা

নয় কারও,' জোর গলায় বলল জনি। 'তা ছাড়া, গুলি খাওয়ার পর ক'জনই বা ঠিকমতো সাঁতার কাটতে পারে?'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিং, এবার আসল ঘটনা বুঝতে পেরেছে। 'কিন্তু নদী বা প্রপাতের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল ছিল,' শেষে মন্তব্য করল সে। 'লাশের গায়ে বুলেটের জখম পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই বোকার হদ্দও সন্দেহ করবে।'

'মানুষের পেটে কি দাঁত থাকে?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল জনি। 'অথচ দিব্যি সব হজম হয়ে যায়, তাই না? অত উপর থেকে পড়বার পর, দুটো প্রপাতে তোলপাড় হওয়ার পর মি. ক্যালকিনের শরীরের কতটা আস্ত থাকে, সেটাই গবেষণার বিষয় হতে পারে।'

নড করল কিং। 'বেশ। ভাল কাজ দেখিয়েছ, জনি, তোমার কথা আমার মনে থাকবে। হুইটি...'

'হ্যাঁ, পাঁচশো ডলার পাওয়ার কথা ছিল ওর,' কিং-এর মুখের কথা কেড়ে নিল জনি, নগদ দাবি আদায়ের সুযোগ ছাড়তে রাজি নয়। 'কিন্তু আমি এরচেয়ে বেশিই চাই।'

অনুমানে বলেছে জনি, আসলে হুইটির সঙ্গে কিং-এর কততে রফা হয়েছিল জানে না। তবে আঁচ করেছে এরকম কিছুই হবে।

'বলে ফেলো,' অস্বীকার করবার ঝামেলায় গেল না কিং।

তাড়া নেই পাঞ্জারের। 'যে-কাজে হাত দেব, ওটা আমার একার জন্যে অনেক বড় হয়ে যায় এবং ঠিক এজন্যেই তোমাকে বলছি,' সিগারেটে কষে কয়েকটা টান দিয়ে বলল জনি। 'কিন্তু সব শুনবার আগে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে...না, ঈশ্বরের নামে শপথ করতে হবে যে কার্ল, শেন আর তোমার সঙ্গে সমান ভাগাভাগি হবে। কথা দিচ্ছ?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না কিং। মেসনরের মধ্যে চাপা উত্তেজনা আঁচ করতে পারছে, কণ্ঠে এমন কিছু রয়েছে যে অগ্রাহ্য

করতে পারছে না। সম্ভবত বিশেষ কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে সে বা আবিষ্কার করে বসেছে। কৌতূহল বোধ করছে কিং। জনির প্রস্তাবে সম্মতি জানালে এমন কোন ক্ষতি হবে না। জনি মেসনর স্রেফ একটা হাতিয়ার মাত্র এবং আজীবনই তাই থাকবে; যখন-তখন সেটাকে বাতিলও করে দিতে পারবে। সেক্ষেত্রে, আগে শোনা যাক কী বলে গাধাটা!

'বেশ, আপত্তি নেই আমার, জনি,' শেষে বলল ও। 'ভাইদের পক্ষ থেকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি। যা-ই পাই, সমান ভাগে ভাগ করব আমরা।'

ক্যালকিনের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ার আলাপের বৃত্তান্ত বয়ান করল জনি। প্রসপেক্টরের দেখানো নাগেটের বর্ণনা দিতে গিয়ে উত্তেজনায় কেঁপে গেল ওর কণ্ঠ, প্রায় বুজে এল কখনও কখনও। 'ঈশ্বর জানেন, এক বিন্দু বাড়িয়ে বলছি না! কিং, জীবনেও তুমি এত বড় নাগেট দেখোনি! আমার হাতের মুঠোর সমান এবং এর অর্ধেকটারও বেশি ছিল খাঁটি সোনা! অন্তত অর্ধেকও যদি সোনা হয়, ভাবো একবার!'

'পানিতে ভেসে আসা নাগেট পাওয়া মানেই যে খনি আবিষ্কার করে ফেলেছে, তা কিন্তু নয়,' বাস্তবতা মনে করিয়ে দিল কিং, তবে আগ্রহী হয়ে উঠেছে, যদিও তা চেপে রেখেছে সযত্নে। জনির কাছ থেকে আরও তথ্য আদায়ের জন্যে প্রশ্নটা তুলেছে।

'ভুল বলোনি, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার পেটে সেই খবর আছে,' জানাল জনি। 'আলাপের শুরুতেই হয়তো সেটা ক্যালকিনকে জানিয়ে দিয়েছিল। দুর্ভাগ্য যে শুরু থেকে ওদের আলাপ শুনতে পারিনি।'

'গরম খবর সন্দেহ নেই,' উপসংহারে পৌঁছাল কিং। 'আমার কাছে এসে ঠিক কাজটাই করেছ, জনি। ন্যায্য হিস্যা পাবে তুমি। অবশ্য এমন একটা সন্দেহ সবসময়ই মনে ছিল আমার, আর ঠিক

এ জন্যেই সি-পির উপর চড়াও হয়ে আছি গত কয়েক বছর ধরে। তোমার কী মনে হয়, শুধু শুধু ওদের জমির উপর লোভ হয়েছে?' ক্ষণিকের জন্যে থামল সে, চোখে নির্জলা সন্তুষ্টি ফুটে উঠেছে। 'এবার দু'পক্ষকেই মুঠিতে ভরে ফেলব আমরা। তবে আগের কাজ আগে—ক্যালিফোর্নিয়াকে পাকড়াও করে এমন জায়গায় রাখব যাতে কারও সঙ্গে কথা বলতে না-পারে। যা বলবার শুধু আমাকে বলবে।'

পশ্চিম আকাশে ডুব দিচ্ছে সূর্য, দিগন্তকে অপূর্ব লাল ও সোনালি রঙের শোভা দান করেছে। উপত্যকায় অবশ্য ইতোমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, ছায়াদের রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে, পাহাড়ি ঢালে আঁধার দ্রুত জাঁকিয়ে বসছে। ত্রস্ত হাতে রাতের খাবার তৈরি করছে ক্যালিফোর্নিয়া, কোন দিকে তাকানোর ফুরসত নেই। তা ছাড়া, প্রতিদিনই এ দৃশ্য দেখে সে, স্বভাবতই এর বিশেষত্ব বা সৌন্দর্যের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছে। ব্যস্ততার কারণে দেখতে পেল না গাছের ছায়া আর অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত কয়েকটা ছায়া এগিয়ে আসছে, একেবারে কেবিনের কাছে পৌঁছে গেল।

'হাত খালি করো, জলদি!' কর্কশ স্বরের এক নির্দেশ শুনবার আগে কারও উপস্থিতি টেরই পেল না সে।

একটা স্কিলেট তুলছিল ক্যালিফোর্নিয়া, বাজখাঁই কণ্ঠের নির্দেশ শুনে হাত থেকে স্কিলেটটা এমনভাবে ফেলে দিল যেন তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা খেয়েছে। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল সে, মাথার উপর দু'হাত তুলে রেখেছে। দেখল কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মুখোশ পরা দীর্ঘদেহী এক লোক, হাতে একটা পিস্তল শোভা পাচ্ছে।

একা নয় সে। অন্তত পাঁচজন সঙ্গী রয়েছে। ব্যাণ্ডানা মুখে

পেঁচিয়ে চেহারা আড়াল করে ফেলেছে এবং প্রত্যেকেই সশস্ত্র। নেতাকে আগে বাড়তে দেখে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সবাই, অর্ধবৃত্তের আকারে ঘিরে ফেলল ক্যালিফোর্নিয়াকে।

'ব্যাপার কী?' কণ্ঠে জোর ফুটানোর প্রয়াস পেল মাইনার, কিন্তু জুত হলো না।

'চাপাটা বন্ধ রাখো, আমি কিছু জিজ্ঞেস না-করলে খুলবার দরকার নেই,' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল মুখোশধারী। 'আর ভালয় ভালয় আমাদের সঙ্গে যাবে। সব নির্দেশ মানলে কোন ক্ষতি করা হবে না তোমার। নিশ্চিন্ত থাকো, আমাদের কাজ শেষ হলে ঠিক ছেড়ে দেব তোমাকে...'

মুখে না-বললেও চলত। লোকটার গুরুগম্ভীর কণ্ঠ শুনেই বুঝে গেছে কপালে খারাবি আছে। এ মুহূর্তে পুতুল হয়ে যেতে হবে। বাধা দেওয়ার প্রশ্ন অবান্তর। আগাগোড়া নিরীহ মানুষ সে, চারজন শক্তিশালী লোকের বিরুদ্ধে কীই-বা করতে পারবে? বাধা দিলে কাজের কাজ কিছু তো হবেই না, স্রেফ নিজের মৃত্যুকে এগিয়ে আনা হবে।

প্রথমে চোখে ব্যাণ্ডানা পেঁচিয়ে অন্ধ করে দেওয়া হলো তাকে, তারপর পিছমোড়া করে দু'হাত বেঁধে ফেলা হলো; শেষে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হলো ঘোড়ার কাছে। স্যাডলে চড়ল মাইনার।

অন্যদের জিম্মায় বন্দিকে রেখে কেবিনে গিয়ে ঢুকল নেতা, তালাশ শুরু করল। মিনিট কয়েক পর কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা পেয়ে গেল। পানিতে ভেসে আসা সেই নাগেট। সন্তুষ্ট মনে এবার সঙ্গীদের সঙ্গে যোগ দিল লোকটা। যাত্রার নির্দেশ দিতে উপত্যকার দিকে এগোল সবাই। মাঝখানে বন্দিকে রেখে এক সারিতে এগোচ্ছে। গন্তব্য যেখানেই হোক, শহর এড়িয়ে যাবে তা স্পষ্ট বোঝা গেল।

কতক্ষণ রাইড করেছে বলতে পারবে না বুড়ো মাইনার, দিক

সম্পর্কে ধারণা হারিয়ে ফেলেছে। একসময় থামল সবাই। প্রায় হ্যাঁচকা টানে স্যাডল থেকে নামানো হলো ওকে, চোখে ব্যাণ্ডানার পট্টি সরিয়ে ছোট্ট একটা লগের শ্যাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো।

'পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল নেতা। পরপরই সশব্দে দরজা আটকানোর শব্দ হলো। বাইরে থেকে তালা আটকে দেওয়া হলো।

মনের সমস্ত ক্ষোভ, হতাশা আর অসন্তোষ ঝাড়তে শুরু করল বন্দি। খিস্তির তুবড়ি ছোটাল। সারা জীবন ধরে বিভিন্ন মাইনিং ক্যাম্প ও বুনো শহরে কাটিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া, বেপরোয়া সব মানুষের সঙ্গে উঠ-বস করেছে; স্বভাবতই, তার গালাগালের ভাণ্ডার খুব সমৃদ্ধ। নির্বিচারে গালাগাল করছে। রহস্যময়, অচেনা যে লোকগুলো ওকে বন্দি করে এনেছে, তাদের দিয়ে শুরু হলেও ক্রমে উইণ্ডি এবং চৌহদ্দির কোন লোকই বাদ পড়ল না, এমনকী নিজেকেও উদার মনে শূলে চড়িয়ে ফেলল ক্যালিফোর্নিয়া। আসল তোপটা গেল সি-পি ফোরম্যানের উপর দিয়ে।

'এ জীবনে আর এটাই বাকি ছিল?' নিজের উপর তীব্র অসন্তোষ বোধ করছে ও। 'সেধে বিপদ ডেকে আনলাম! কোন্ কুক্ষণে হারামী পাঞ্চারটাকে সব খুলে বললাম! শালা! অকৃতজ্ঞ শয়তান! হারামীর মুখটা দেখে মনে হচ্ছিল কত নির্ভরযোগ্য, নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করা যায়, অথচ একটা দিন পেরোনোর আগেই আমাকে ওর আসল রূপ দেখিয়ে দিয়েছে!

'পার্কারকে বিশ্বাস করেছ, না? তুমি একটা বোকার হদ্দ, ক্যাল! প্রসপেক্টিং করতে দিয়েছে খনির খবর বের করতে, তারপর ফোরম্যানকে পাঠিয়ে জেনে নিয়েছে সবকিছু! এবার বন্দি করেছে। কিন্তু অত সহজে মুখ খুলছি না! যত যাই করুক, মুখে তালা এঁটে রাখলাম! হতচ্ছাড়া ওই পাঞ্চার কেন, স্বয়ং শয়তান

এলেও আমার মুখ খুলতে পারবে না আর!'

দরজার বাইরে দীর্ঘদেহী এক লোক দাঁড়িয়ে এতক্ষণ বুড়োর কথা শুনছিল। সব শুনে চওড়া হাসি ফুটল তার মুখে।

'বুড়ো বাকোয়াজ,' বিড়বিড় করল সে। 'ক্যালকিনকে আসামী ঠাউরে বসে আছ। ভালই হলো। তোমার ভুল ভাঙাতে কার ঠেকা পড়েছে? সকালে নিশ্চয়ই রাক্ষুসে ক্ষুধা অনুভব করবে, দোস্ত, তখন দেখা যাবে মুখ না-খুলে যাও কোথায়!'

ক্যালিফোর্নিয়ার সঙ্গে দেখা করবার পর দ্বিতীয়দিন শহরে গেল জন ক্যালকিন। স্লুইসের ঘটনা সম্পর্কে কাউকে বলেনি ও, বেন ব্লকারকেও গোপনীয়তা রক্ষার শপথ করিয়েছে। তাই প্লাযায় যখন ঢুকল, কাউকেই বিস্মিত দেখাল না। কেউ কেউ বন্ধুত্বপূর্ণ নড করল ওর উদ্দেশ্যে, অন্যরা স্রেফ নিস্পৃহ মুখে ওকে বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে দেখল। প্লাযার সুন্দরী মালকিনকে শুভেচ্ছা জানাল জন। দৃশ্যত, ওর *মৃত্যুর* খবর চাউর হয়নি এখনও। যেই ওকে ধাক্কা দিয়ে প্রপাতে ফেলে থাকুক, অদ্ভুত কোন কারণে ওর মৃত্যুর খবর চেপে গেছে। নাকি ওর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না?

হাসি মুখে জনকে সম্ভাষণ জানাল রোজা মেলিন, তবে তার চাহনির গভীরে ক্ষীণ ছায়া ঠিকই দেখা গেল।

'আমাকে দেখে বোধহয় খুশি হওনি তুমি,' সোজাসাপ্টা বলল জন।

'কথাটা সত্যি নয় তুমিও জানো,' ঠোঁট উল্টে বলল রোজা। 'সেধে ঝামেলায় জড়াতে এসেছ এখানে?'

কুঁচকে গেল জনের চোখের কোণ। 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে শ্রাগ করল মেয়েটি। 'প্রতিদিন সকালে ওল্ড স্টর্মির দিকে ঘুরে আসা আমার বহুদিনের অভ্যাস।'

‘বেশ, মনে রাখব কথাটা,’ সহাস্যে বলল জন, আমুদে শোনাল কণ্ঠ। ‘কে জানে, ফের হয়তো ঘোড়াটা তোমাকে ফেলে দৌড় দেবে, আর তখন *মিস্ আনকোরা* আমার সাহায্য চাইবে।’

না-হেসে পারল না রোজা, তবে হাসিটা মুহূর্তে বিদায় নিল মুখ থেকে। দরজার উপর দৃষ্টি পড়েছে ওর, বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করল। সাধারণত শিশুসুলভ ঢঙে বিরক্তি প্রকাশ করে ও, তবে এখনকার ব্যাপারটা অকৃত্রিম।

নিজের জায়গা থেকে নড়ল না জন, বারের পিছনের আয়নায় চলে গেছে চোখ। স্যুইং দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে দেখতে পেল কিং ব্লেযারকে। দ্রুত পায়ে বারের দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা। মাথা নিচু করে একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল জন, তারপর ব্লেযার কাছে আসতে মুখ তুলে সরাসরি তাকাল তার দিকে।

‘ঈশ্বর!’

হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিং ব্লেযার, চোখের পলক পড়ছে না–চাহনিতে রাজ্যের অবিশ্বাস। একেবারে বেকুব বনে গেছে। থাণ্ডার নদীতে যার বিকৃত ও ছিন্নভিন্ন লাশ ভেসে যাওয়ার কথা, তাকে চোখের সামনে আস্ত দেখতে পাচ্ছে! ভূত দেখছে না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা হলে ব্যাপারটা আদপে কী ঘটল?

তবে প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেল না কিং, বরং প্রায় তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নেওয়ার প্রয়াস পেল। বিস্ময়ের জায়গা দখল করল কুৎসিত ক্রোধ। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রোজা মেলিনের দিকে ফিরল ও। ‘এই ব্যাটা কী করছে এখানে?’ কর্কশ শোনাল কিং-এর কণ্ঠ।

স্মিত হাসি ফুটল জনের ঠোঁটে। কিং ব্লেযার সেয়ানে লোক তাতে কোন সন্দেহ নেই, নিজের বিস্ময় লুকিয়ে রাখতে পেরেছে চরম মুন্সিয়ানার সঙ্গে; কিন্তু ওই কয়েক মুহূর্তে যা জানবার ছিল জানা হয়ে গেছে ওর–কিং ব্লেযারের মুখ দেখেই বুঝে নিয়েছে:

স্লুইসে পড়ে জান খোয়াতে পারে জন—এমন কিছু আশা করেছিল সে। এর ব্যত্যয় ঘটতে দেখে চরম বিস্মিত হয়েছে।

‘প্রশ্নটা ওকে করে কী লাভ? *আমাকে* জিজ্ঞেস করো!’ বলল জন।

কিং-এর জ্বলন্ত দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে রোজা মেলিনের উপর, শক্ত হয়ে গেছে চোয়াল। জনের দিকে ফিরল না সে, খেপে বোম হয়ে যাচ্ছে।

উত্তরটা রোজাই দিল। ‘সবার জন্যে উন্মুক্ত জায়গা এটা। তাই তোমার বা অন্য যে-কারও মতো এখানে আসবার ষোলো আনা অধিকারই রয়েছে ওর।’

প্লাযা মালিকের কথায় চটে গেল ব্লেযার। ‘এই তা হলে ব্যাপার! নতুন নাগর জুটিয়ে ফেলেছ? কিন্তু আমার খায়েশ তো এখনও মেটেনি…’

শীতল, কর্তৃত্বপূর্ণ একটা কণ্ঠ থামিয়ে দিল তাকে। সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে এসেছে জন ক্যালকিন, দু'হাত শিথিলভাবে ঝুলছে দেহের দু'পাশে, ওর চাহনিতে মৃত্যুর ডাক।

‘অনেক বলে ফেলেছ, ব্লেযার, এই শেষ!’ ঘোষণা করল জন, অপেক্ষায় থাকল।

ধীরে ধীরে ওর দিকে ফিরল ব্লেযার, চাহনিতে স্পষ্ট অসন্তোষ ঝরে পড়ছে। ‘তোমাকে শুধু একটা কথাই বলবার আছে আমার। ভাগ্যের উপর খুব বেশি ভরসা করতে নেই। ইতোমধ্যে দু'বার অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে গিয়ে বেঁচে গেছ…’

‘তিনবার,’ শুধরে দিল সি-পি ফোরম্যান। ‘এবং ওটাই আমার শেষ সীমা ছিল।’ কিং ব্লেযারের চোখে ক্ষণিকের জন্যে ফুটে ওঠা বিস্ময় ঠিকই খেয়াল করল জন। ‘তুমি যদি চতুর্থবার চেষ্টা চালাতে চাও, আপত্তি নেই আমার।’

দ্বিধায় ভুগছে কিং। অন্তস্তলে বিতৃষ্ণা বা অসন্তোষের ঘাটতি

নেই; জন ক্যালকিনের উপস্থিতি, বরফশীতল কণ্ঠ বা নির্লিপ্ত মুখ নির্জলা অ্যাসিডের মতো ক্রিয়া করছে মনে, বুকে অবাধ্য ইচ্ছে ধুকপুক করছে–কুকুরের মতো গুলি করে মারে লোকটাকে! কিন্তু একইসঙ্গে দ্বিধায়ও ভুগছে। ক্যালকিন যে সেয়ানে লোক তাতে কোন সন্দেহ নেই। একই ইচ্ছে হুইটিরও হয়েছিল এবং ভয়াবহ খেসারতও দিয়েছে। হুইটির মতো একই ভাগ্য বরণ করবার ইচ্ছে নেই ওর, বিশেষ করে এখন যেহেতু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে এবং অবিশ্বাস্য মূল্যের সমৃদ্ধি হাতের মুঠোয় চলে এসেছে! কিন্তু প্রায় সরাসরি ওকে চ্যালেঞ্জ করেছে ক্যালকিন, জেনে-শুনে তা উপেক্ষা করা যায় না। সি-পি ফোরম্যানের বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠ প্রায় চাবুকের মতো আঘাত করেছে গায়ে, জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে।

'অফুরন্ত সময় আছে তোমার হাতে, ব্লেযার, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নাও,' চালিয়াতির সুরে বলছে ক্যালকিন।

ধৈর্যের বাধ ভেঙে গেল কিং ব্লেযারের, তীব্র আক্রোশ ও প্রতিহিংসা নিয়ে ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল সে, ক্যালকিনের মুখোমুখি হলো। খুনে দৃষ্টি ফুটে উঠেছে চোখে। হাত চলে গেছে পিস্তলের কাছাকাছি। যে-কোন মুহূর্তে ছোবল মারবে। একটা বা দুটো শব্দ খরচ করবে, পরপরই পিস্তল আগুন ওগরাবে আর তপ্ত বুলেট ছুঁড়ে দেবে...

কিন্তু বাধ সাধল নতুন একটা কণ্ঠ।

'এখানে কোন বন্দুকবাজি চলবে না, ভাইসব! যে আগে অস্ত্রে হাত দেবে তাকেই গুলি করে শুইয়ে দেব!'

মার্শাল জেরেমি সিস্টো। এতক্ষণ সেলুনে ছিল সে, পোকার খেলছিল। কিন্তু কিং আর জনের আলাপের কোন এক ফাঁকে উঠে এসেছে খেলা ছেড়ে। দু'জনের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে কিন্তু জুত মতো দাঁড়িয়ে গেছে। হাতে উদ্যত পিস্তল। শক্ত চোয়াল জানান দিচ্ছে ব্লাফ দিচ্ছে না সে, বরং যা করবে বলেছে তাই করে

দেখাবে।

চকিত দৃষ্টিতে কিং-কে দেখে নিল জন, লোকটার মুখে স্বস্তি ওর নজর এড়াল না। খরখরে স্বরে হেসে উঠল সে।

'বাহ্বা দেওয়ার মতো একটা কাজ করেছ, মার্শাল!' বিদ্রূপের স্বরে বলল কিং। 'তুমি ধরে নিয়েছ আমি ওকে ডুয়েলে হারিয়ে দেব এবং পরে তা হলে আমাকে শিকের ভিতর ঢোকাতে পারবে? নাহ্, তোমার বুদ্ধি এখনও খোলেনি, পিছলা। আর যাই করি, তোমার মর্জির উপর নির্ভর করতে রাজি নই। আমাদের খেলায় যোগ দিতে একটু দেরি হয়ে গেল না?'

'একটা মেয়েলোককে নিয়ে ঝগড়ার পরিণতিতে দু'জন লোক ড্র করবে, এটা কোনভাবেই বরদাশত করব না আমি, বিশেষ করে যখন নিজে উপস্থিত আছি,' দৃঢ় স্বরে বলল মার্শাল।

কঠিন হয়ে গেল জনের চাহনি। 'তুমি নিশ্চয়ই লেডি বলতে চেয়েছ, তাই না, মার্শাল?' জানতে চাইল ও, কণ্ঠ নিস্পৃহ। 'নাকি মিসেস মেলিনকে লেডি মনে করো না?'

অস্বস্তি ফুটে উঠল মার্শালের মুখে, নড়েচড়ে দাঁড়াল সে।

সিস্টোকে চরম অসম্মান থেকে বাঁচাল সেই "লেডি"।

'ধন্যবাদ, মি. ক্যালকিন,' নিচু, কিন্তু অনুত্তেজিত স্বরে বলল রোজা মেলিন। 'কে আমাকে কী মনে করল তার পরোয়া করি না, বিশেষ করে সে যদি কুকুর-বেড়ালেরও অধম হয়। এরা প্রশংসা করলে সেটাকে অপমান বলে ধরে নিই আমি।'

'খাসা বলেছ, রোজ!' চিৎকার করে সমর্থন করল একজন। সারা সেলুনে হাসির রোল পড়ল।

তেতো হয়ে গেছে মার্শালের মুখ। ভরাডুবি হয়ে গেছে তার। সামলে নিতে দ্রুত বলল, 'কাউকে অপমান করবার জন্যে কথাটা বলিনি আমি,' বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকাল সে "লেডি"র দিকে, দৃষ্টির আগুনে যদি জ্বালা থাকত, সত্যি বোধহয় জ্বলে যেত রোজা

মেলিন। 'এ শহরে আইনের মানুষ হিসাবে সম্ভাব্য হানাহানি কিংবা গোলমাল ঠেকানো আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।'

'সন্দেহ নেই তাতে তোমার বস্ খুব খুশি এবং কৃতজ্ঞ বোধ করছে,' টানটান স্বরে বলল জন, তারপর ব্লেযারের দিকে ফিরল। 'ধরে নিচ্ছি শেষ চালটা দিয়ে ফেলেছ তুমি।'

'শেষ না শুরু সেটা আমি নির্ধারণ করি। তুমি বলবার কে?' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জনকে দেখল কিং। 'তবে একটা কথা বলতে পারি: তোমার ক্ষেত্রে কোন সীমা বা শেষ নেই।' বলেই ঘুরে দাঁড়াল সে, জনকে একরকম বাতিল করে দিল যেন, বারের দিকে ফিরে ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিল।

বাইরে থেকে একেবারে শান্ত ও নির্বিকার দেখাচ্ছে এখন কিং ব্লেযারকে, কিন্তু ভিতরে অগ্ন্যুৎপাত চলছে যেন–পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে সব! জীবনে এই প্রথম নিজের উপর থেকে পুরো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে সে, রীতিমতো দিশেহারা বোধ করছে। কখনও এমন হয়নি। ক্যালকিনের চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে পিছিয়ে গেল কেন? লোকটাকে ভয় পায় না, ঠিক, কিন্তু তারপরও কেন ডুয়েল লড়ল না? ক্যালকিন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা নেই, শুধু জানে যে দুই পিস্তলে অসম্ভব ক্ষিপ্র সে। প্রতিপক্ষের ক্ষিপ্রতার কারণে অনীহা বোধ করেছে, না অন্য কোন কারণ কাজ করেছে মনে? অবচেতন মন সায় দিচ্ছিল না। কী যাদু বলে ভয়ানক স্লুইসে পড়েও বেঁচে গেছে ক্যালকিন? জনি মেসনরের গুলি নিশ্চয়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, কিন্তু জায়গাটা সম্পর্কে জানা আছে কিং-এর, খাড়া দেয়ালে ঘেরা বিক্ষুব্ধ প্রপাতটা যে আসলে ভয়ঙ্কর এক মৃত্যুর উৎস–তাতে কোন সন্দেহ নেই। একবার কেউ পড়ে গেলে জীবিত উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললে চলে।

ক্যালকিন ভেবে ভুল করে কাউকে ধাক্কা দিয়ে প্রপাতে ফেলে দেয়নি তো জনি? উঁহুঁ, দিনে দুপুরে এমন ভুল করবে না সে। তা

ছাড়া, ক্যালকিন নিজ মুখে ওকে "তিনবার" বলেছে।

কিং সচেতন যে ওর শেষ কথার জবাব না-দিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেছে ক্যালকিন। গ্রাহ্য করেনি কেন, কে জানে! সম্ভবত মার্শালের উপস্থিতিতে তর্কাতর্কি করতে অনীহা বোধ করেছে।

আরও একটা ব্যাপারে সচেতন কিং। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আজ যথেষ্ট সম্মান হানি হয়েছে ওর। বহু লোকের সামনে ওকে *সবক* দিয়ে গেছে ক্যালকিন। বেশিরভাগ খদ্দের নীরবে শুনে বা দেখে গেছে ঘটনা, কিন্তু কেউ কেউ সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নেড়েছে। স্পষ্টত, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পুরো শহরে চাউর হয়ে যাবে খবর–কিং ব্লেযারকে একহাত দেখে নিয়েছে ক্যালকিন! বহু মানুষের আগ্রহী হওয়ার মতো খবরই বটে।

মার্শাল জেরেমি সিস্টোর মধ্যেও এর প্রভাব পড়েছে। চিন্তিত ভঙ্গিতে কিং-কে দেখছে সে এ মুহূর্তে।

ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকে দেখল কিং। 'ভাবছ কেন ওর বিরুদ্ধে ড্র করলাম না, তাই না, জেরেমি?' বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইল ও। 'অবস্থাটা ভেবে দেখেছ? খ্যাতির জন্যে অস্থির যে-কেউ চ্যালেঞ্জ করলেই কি শোডাউনে যেতে হবে? আমি অন্তত এতে রাজি নই! তা ছাড়া, আরও একটা কারণ আছে।' বেশ জোরেসোরে বলছে যাতে ঘরের সবাই শুনতে পায়। 'কিছু করবার আগে আমি জানতে চাই কেন উইগুিতে এসেছে ও। এমনি ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে, কথাটা মোটেও বিশ্বাস করি না! বাজি ধরে বলতে পারি, গূঢ় কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। ওটা জানবার আগে শোডাউন হবে না। আচ্ছা, রোজা গেল কোথায়? ওকে যে দেখছি না?'

বারটেণ্ডারকে প্রশ্নটা করেছে কিং।

'ওর রুমে চলে গেছে, মি. ব্লেযার,' জানাল লোকটা। 'মিযের মাথা ব্যথা করছিল।'

বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াল কিং, কেউই শুনতে পেল না।

অসন্তুষ্ট মনে আবার মার্শালের দিকে ফিরল।

পাশে চলে এসেছে জেরেমি সিস্টো, নিচু স্বরে বলল: 'একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। এক মাইনারের ঘটনা শুনেছ?'

'না তো,' নির্বিকার স্বরে বলল কিং। 'কার কথা বলছ?'

'ক্যালিফোর্নিয়া। দু'দিন ধরে ওর পাত্তাই নেই! কেউ দেখেনি ওকে, বলতেও পারছে না কিছু।'

'বুড়ো মানুষ তো। হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কিংবা পাহাড়ে বালি ধুতে ব্যস্ত।'

'উঁহুঁ, কেবিনে নেই ও। মাইনিং-এর সব মালপত্রও কেবিনে পড়ে ছিল। রিচার্ড ভেইন গিয়েছিল ওর শ্যাকে।'

'হয়তো নতুন ক্লেইম খুঁজতে পাহাড়ে ঢুঁ মারছে। ঠিকই দেখা দেবে পরে। আজ পর্যন্ত কোন মাইনারের উধাও হয়ে যাওয়ার কথা শুনিনি, বিশেষ করে যখন পর্যাপ্ত সোনার গুঁড়ো তুলছে।'

'আমিও তাই মনে করি,' বিরস মুখে বলল মার্শাল। 'কিন্তু ওর দোস্তরা হাউকাউ শুরু করেছে একটা সার্চ-পার্টি বের করবার জন্যে। নাখাস্তা মাইনাররা এমন ভাব করছে যেন ওরাই শহরের মালিক।'

'ওরা নিজেরাই খুঁজতে যাক না,' উপহাসের সুরে বলল কিং। 'কেউই তো নাবালক নয়, তাই না?'

'ভাল বলেছ!' স্বস্তি দেখা গেল মার্শালের মুখে। 'তাই বলে দেব ওদের।'

খুশি মনে চলে গেল মার্শাল।

ড্রিঙ্কটা শেষ করল কিং ব্লেযার। মিনিট কয়েক অপেক্ষা করল, আশা করেছিল ফিরে আসবে রোজা মেলিন, কিন্তু আশা পূরণ না-হওয়ায় অগত্যা প্লাযা ছেড়ে বেরিয়ে এল ও। মুখ নির্বিকার হলেও ভিতরে ভিতরে ক্যালিফোর্নিয়ার উধাও হওয়ার পরবর্তী ফলাফল সম্পর্কে ভাবছে। একটা ব্যাপার নিশ্চিত: উইণ্ডিতে মাইনারদের

মধ্যে আন্তরিক ও দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। নিজস্ব স্বার্থে একাট্টা এরা। অন্য পেশাজীবীর চেয়ে সংখ্যায় যেমন বেশি, তেমনি ওদের মধ্যে শক্তিশালী বন্ধনও রয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া সম্পর্কিত সত্য কোন ভাবে জানতে দেওয়া যাবে না। তা হলে হুলস্থুল পড়ে যাবে। ফুঁসে উঠবে মাইনাররা।

সার্কেল-বির উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল ও। অন্ধকারে পথ চলতে চলতে বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে ভাবল। আচমকা বুদ্ধিটা এল মাথায়, নিঃশব্দ হাসিতে উদ্ভাসিত হলো কিং-এর মুখ।

'পেয়েছি!' সবিস্ময়ে নিজের বুদ্ধির তারিফ করল ব্লেযার। 'সব এবার পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং একইসঙ্গে মি. ক্যালকিনের ঘাড়ে দায়টাও চাপানো যাবে।'

প্লাযা সেলুনের ঘটনাটা মনে পড়তে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল ওর, মনে মনে কঠিন একটা প্রতিজ্ঞা করল। দেখে নেবে হারামী ক্যালকিনকে! বলা চলে পুরো শহরের সামনে ওকে হেয় প্রতিপন্ন করে ছেড়েছে, ব্লেযারদের সামর্থ্য ও শক্তিমত্তাকে চ্যালেঞ্জ করবার স্পর্ধা দেখিয়েছে। এই প্রথম কেউ এ দুঃসাহস করেছে এবং পারও পেয়ে গেল অবলীলায়। শোডাউনের প্রতি নিজের নিষ্ক্রিয়তা বা অনীহার আসল কারণটা এখনও নিজের কাছেই ওর পরিষ্কার নয়, বুঝতে পারছে না আদপে কেন দ্বিধা করছিল। ভাগ্য ভাল যে মার্শাল নাক গলিয়েছিল, নইলে হয়তো...আবার একই কারণে সিস্টোর উপর বিরক্তি বোধ করছে, কিন্তু এও ঠিক স্বস্তি বা কৃতজ্ঞতাও বোধ করছে।

কিন্তু রোজা মেলিনের ব্যাপারটা কী? হঠাৎ এভাবে চলে গেল কেন?

'নিকুচি করি ওদের!' বিড়বিড় করে গাল বকল কিং ব্লেযার। বিক্ষিপ্ত মনে স্পার দাবাল, অন্ধকারে তুফান বেগে ছুটল ঘোড়াটা।

ষোলো

ক্যালিফোর্নিয়ার উধাও হওয়ার খবর পরদিন সকালেই পৌঁছে গেল সি-পি র‍্যাঞ্চে। উইণ্ডির মতো র‍্যাঞ্চেও এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হলো, একেকজন একেক মত দিচ্ছে। তবে খবরটা শুনবার পরপরই কু গাইল জন ক্যালকিনের মন। অবচেতন মনের ইশারা থেকে টের পাচ্ছে বোধহয় খারাপ কিছু ঘটেছে ক্যালিফোর্নিয়ার ভাগ্যে। সন্দেহ নেই এমনিতে নিরীহ মানুষ লোকটা, কিন্তু পেটে যে খবর বয়ে চলেছে, স্রেফ তার কারণে সারাক্ষণই বিপদের ভয় রয়েছে মাইনারের। এটা কোনভাবে অস্বীকার করা যাবে না।

বেন ব্লকারকে নিজের আশঙ্কার কথা জানাল জন। এও বলল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যালিফোর্নিয়ার শ্যাকে একবার ঢুঁ মারবে।

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে,' ঘোষণা করল বেন।

বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুকে দেখল জন। 'এমন আচরণ করছ যেন আমি একটা বাচ্চা ছেলে, সারাক্ষণ আগলে রাখতে চাইছ।'

'বরং তুমিই বাচ্চা ছেলের মতো আচরণ করছ,' চাঁছাছোলা কণ্ঠে বলল সেগুণ্ডো। 'ক্লেযারদের সম্পর্কে কীই-বা জানো তুমি! এই সেদিন এলে, এত তাড়াতাড়ি জানবার কথাও নয়। একবার কারও পিছনে লাগলে হাল ছাড়ে না ওরা। মরে গেলেও নয়! দু'-চারবার চেষ্টা চালিয়েছে বটে, কিন্তু মনে রেখো সফল হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়েই যাবে। কোন কিছুতে ক্ষান্ত হবে না। এটাই হচ্ছে

প্লেয়ারদের বিশেষত্ব। এ পর্যন্ত ভাগ্য তোমার পক্ষে ছিল, একটু বেশিই খাতির করেছে তোমাকে ভাগ্যদেবী। কিন্তু আর কত?'

'র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম বোধহয় ভাল লাগছে না তোমার?' শ্রাগ করে জানতে চাইল জন, বুঝতে পেরেছে ওকে নিয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করছে বেন, তাই একাকী ছাড়তে নারাজ। 'চাকরিটা ছেড়ে দিলেই পারো এবার।'

'ছাড়ব। তুমি যখন চলে যাবে, আমিও আর থাকব না।'

মিনিট ত্রিশ পর যাত্রা করল ওরা। রেঞ্জের খুঁটিনাটি নিয়ে দুই বন্ধুতে আলাপ করল। ক্যালিফোর্নিয়ার শ্যাকের কাছে পৌঁছাল যখন, করাল থেকে মাথা বের করে দিল মাইনারের খচ্চরটা, হাঁক ছাড়ল ওদের উদ্দেশে।

'তোমার আত্মীয়কে *হাউডি* বলো, বেন,' মৃদু হেসে বলল জন। 'বাচ্চা বলাতে যেভাবে হাঁক-ডাক ছেড়েছ!'

দেখবার মতো হলো বেনের মুখ, একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে গেছে।

শ্যাকের লাগোয়া বার্ন থেকে ফর্ক দিয়ে কিছু খড় তুলে এনে খচ্চরটাকে দিল বেন। খাবারের জন্যে অধীর হয়ে ছিল ওটা। মাটি দিয়ে তৈরি ওঅটর-ট্রাফটা পানিতে ভরে দিল জন, তারপর শ্যাকের ভিতরে ঢুকল। নিভে যাওয়া আগুনের কাছে একটা কড়াই পড়ে আছে, তাতে আধা-সেদ্ধ বেকন। পাশে কফির পাত্র, অর্ধেক ঠাণ্ডা কফিতে ভরা। চুলোয় চাপানো হয়েছিল, ঠিকমতো ফুটবার আগেই নামিয়ে ফেলা হয়েছে। স্পষ্টত, তাড়াহুড়ো করে কেবিন ছেড়ে গেছে ক্যালিফোর্নিয়া। রান্নার কাজ সম্পূর্ণ করেনি, কিংবা করতে পারেনি।

শ্যাকের এক কোণে কয়েকটা কম্বল ভাঁজ করে রাখা ছিল, তোষক হিসাবে ব্যবহার করত ক্যালিফোর্নিয়া। ওগুলো সরিয়ে রাখা হয়েছে এক পাশে। বিছানা যেখানে ছিল, মাঝ বরাবর মাটির

মেঝেয় একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। গর্তটা বেশ পুরানো। বহু আগে খোঁড়া হয়েছে।

'বোঝা গেল এখানেই সোনার গুঁড়ো বা টাকা-পয়সা রাখত ক্যাল,' বলল বেন। 'গর্তে দেখছি কিছু নেই। যাক্‌গে, এবার জানা গেল স্বেচ্ছায় কেবিন ছেড়ে যায়নি ও।'

'আরও একটা কিছু হারানো গেছে,' যোগ করল জন, তারপর সোনার নাগেটের কথা খুলে বলল্।

বিস্ফারিত হয়ে গেল বেনের চোখ। 'কেউ বোধহয় সবজান্তা বনে গেছে।'

অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জন, তারপর কেবিন থেকে বের হয়ে বাইরের নরম মাটি নিরীখ শুরু করল। বিস্তর ট্র্যাক পড়েছে। বেশ কিছুক্ষণ পর সব ছাপের অর্থোদ্ধার করতে সক্ষম হলো। ক্যালিফোর্নিয়ার খোঁজে কয়েক বন্ধু সহ রিচার্ড ভেইন এসেছিল এখানে, কেবিন ও করালে ঢুঁ মারলেও বোধহয় আসল ঘটনা আঁচ করতে পারেনি কেউ, কারণ এখানে খুব বেশি সময় কাটায়নি ওরা কিংবা তালাশও চালায়নি।

বড়সড় একটা বৃত্তের আকারে তালাশ চালাতে কয়েকজনের অন্য এক দলের ছাপ খুঁজে পেল জন। মাইনারদের পরে এসেছিল এরা, সংখ্যায় প্রায় ছয়জন। উইণ্ডি থেকে এখানে এসেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব ছাপ নিরীখ করল জন, তারপর চিন্তিত মনে কেবিনে ফিরে এল।

দামি জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখা যায় এমন সম্ভাব্য আরেকটা জায়গা খুঁজছিল বেন ব্লকার, বন্ধুর উপস্থিতিতে মুখ তুলে তাকাল।

'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে,' জানাল জন। 'আমাকে অনুসরণ করে সেদিন এখানে চলে এসেছিল কেউ। ক্যালিফোর্নিয়ার সঙ্গে আমার আলাপ শুনতে পেয়েছে। বুড়ো মাইনার খোশমেজাজে ছিল বলে একটু জোরেসোরে কথা বলছিল। শ্যাকের কিনারে বুটের

ছাপ আর সিগারেটের গোড়া পড়ে আছে…বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে লোকটাকে। পরে আমাকে স্লুইস থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল কেউ… এর ঠিক পরপরই ছয়জন রাইডার এসে ধরে নিয়ে গেছে ক্যালিফোর্নিয়াকে। সম্ভবত ওকে আটকে রেখে মুখ খোলানোর ইচ্ছে তাদের।'

'কী মনে হয়, সার্কেল-বিতে নিয়ে গেছে ওকে?' অনুমানে ঢিল ছুঁড়ল বেন।

'ব্লেযাররা অত বোকামি করবে না,' সামান্য ভেবে বলল জন। 'ধরা পড়লেই তো সব ফাঁস হয়ে যাবে। উঁহুঁ, আমার মনে হয় না। তবে যাই হোক, ওই ছয় রাইডারের ট্র্যাক অনুসরণ করব আমরা।'

'এবারও সাঁতার কাটবে নাকি?' নিরীহ সুরে জানতে চাইল বেন, মুখে মুচকি হাসি লেগে আছে।

উত্তরে এমন একটা নির্দেশ দিল জন যেটা মানতে অস্বীকার করল সেগুণ্ডো।

'বেশ গরম পড়ছে এখানে,' বলল ও। 'যত চেষ্টাই করো, ট্রেইলে ওদের চিহ্ন খুঁজে পাবে না। এক ডলার বাজি! পিছনে চিহ্ন রেখে যাওয়ার মতো বোকা নয় ওরা। নিশ্চয়ই মুছে ফেলেছে।'

ছয় রাইডারের চিহ্ন অনুসরণ করে যাত্রা করল ওরা। প্রথম মাইল কয়েক যেতে সমস্যা হলো না, স্পষ্ট ট্র্যাক; কিন্তু উইণ্ডি থেকে কিছুটা উত্তরে শক্ত ও পাথুরে জমিতে এসে খেই হারিয়ে ফেলল। একে বিরূপ পরিবেশ, তায় অন্তত দু'দিন আগের ট্র্যাক, স্বভাবতই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আরও এক ঘণ্টা চেষ্টা চালাল ওরা, কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম বলে প্রতীয়মান হলো।

'লোকগুলো জানত ট্র্যাক লুকাতে হলে কোথায় যেতে হবে,' ত্যক্ত মনে বলল জন। 'যা এলাকা, এক রেজিমেণ্ট সৈন্যও যদি

যাতায়াত করে, কোন ইনজুনের পক্ষেও ট্র্যাক খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সার্কেল-বি থেকে দূরে সরে গেছে ওরা, কিন্তু এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। উইণ্ডিতে গিয়ে দেখি, হয়তো ওখান থেকে কোন সূত্র পাওয়া যাবে।'

'চোখ-কান খোলা রাখব,' প্রতিশ্রুতি দিল বেন।

স্মিত হাসল জন। 'সেক্ষেত্রে কোন সূত্রই মিস্ করা যাবে না, যদি সেটা কারও ফিসফিসানিও হয়!' হালকা চালে বলল ও, বাঁকা চোখে তাকাল বেনের শ্রুতিযন্ত্রের দিকে। ওগুলোর উপর খুব যে আস্থা রয়েছে ওর, তা নয়।

কিন্তু উইণ্ডিতে বেশিক্ষণ থাকা হলো না ওদের। র‍্যাঞ্চে বিস্তর কাজ পড়ে আছে। কিছুক্ষণ খোঁজখবর নেওয়ার পর ফিরে এল সি-পিতে। রেঞ্জে কয়েকটা কাজ সেরে সন্ধ্যার ঠিক আগেভাগে যখন ফিরে এল, বাঙ্কহাউসে যাওয়ার সময় র‍্যাঞ্চ হাউসে ডাক পড়ল জনের। কৌতূহলী হয়ে উঠেছে মাইক পার্কার, মাত্রই শহর থেকে ফিরেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার উধাও হয়ে যাওয়ার খবর শুনতে পেয়েছে।

'বুড়োর কী হয়েছে বলে মনে হয় তোমার?' জানতে চাইল সি-পি মালিক। 'তুলে নিয়ে যাওয়া দূরে থাক, কখনও কল্পনাও করিনি ছিনতাই হওয়ার মতো যথেষ্ট সোনার গুঁড়ো তুলতে সক্ষম হয়েছে ও।'

মাইনারের সঙ্গে দেখা হওয়া এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ খুলে বলল জন। শুনে চোখ বড়বড় হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের।

'স্লুইসে পড়ে যাওয়ার পর জীবিত উঠে এসেছ তুমি?' বিস্ময়ে তীক্ষ্ণ হয়ে গেল পার্কারের কণ্ঠ।

'বেন সাহায্য করেছিল।'

'কিন্তু যা তীব্র স্রোত আর ঘূর্ণি ওখানে! লক্ষ ডলার পেলেও ওই প্রপাতে নামতে রাজি নই আমি! তুমি নিশ্চয়ই আধা-মৎস্য,

জন, নইলে স্লুইসে পড়ে গিয়েও টিকে থাকলে কীভাবে?'

স্মিত হাসল জন। 'সাঁতারটা ভালই জানি। তা ছাড়া, প্রাণপণ চেষ্টা ছাড়া উপায়ও ছিল না। নিশ্চিত মৃত্যু দেখলে বহু মানুষই দুঃসাহসিক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে।'

'কাউকে সন্দেহ হয় যে তোমাকে ধাক্কা দিয়েছিল?'

'না। কিন্তু এ সম্পর্কে জানত কিং ব্লেযার। গতকাল প্লাযায় যখন আমাকে দেখতে পেল সে, মনে হলো যেন ভূত দেখেছে। এ থেকে একটা জিনিসই বোঝা যায়–সে নিজে জড়িত না-থাকলেও এর হোতাকে বোধহয় চেনে কিংবা ঘটনাটা সম্পর্কে জেনেছে। যাক্‌গে, তোমার কী মনে হয়, সত্যি সমৃদ্ধ একটা উৎস আবিষ্কার করে বসেছে ক্যালিফোর্নিয়া?'

'অসম্ভব কিছু নয়। এমনও শোনা যায় যে স্টর্মির উপর নাকি হারানো এক খনি আছে। আমি কখনও এ ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করিনি। তবে ক্যাল বা অন্য কেউ যদি খুঁজে পায়, ভালই হবে তা হলে।'

'যদি সেই সৌভাগ্যবানরা সার্কেল-বি হয়?' জানতে চাইল জন।

ঝট করে সিধে হলো র‍্যাঞ্চার। 'উঁহুঁ, ভুল বলেছি। ওই চোট্টা ব্লেযাররা সোনা পেয়ে গেলে আমি খুব হতাশ হবো! খুনির দল ছাড়া আর কী বলা যায় ওদের? প্রকৃতির এমন একটা উপহার অন্তত ওদের হাতে মানায় না।' ভুরু কোঁচকাল সে, চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'তোমাকে বোধহয় এসবের সঙ্গে জড়ানো ঠিক হয়নি আমার।'

'ধ্যেৎ!' হেসে উঠল ফোরম্যান। 'কাউকে যদি দোষ দিতে হয়, তা হলে জুনিপারে দেখা সেই ছোটখাট লোকটাকে দিতে হবে। যাক্‌গে, তোমার কী মনে হয়, এবার কী চাল দিতে পারে ওরা?'

যেন জনের কথার উত্তর দিতেই, ছয়শো গজ দূরের পাইন সারির কাছে কমলা আগুন ওগরাল একটা রাইফেল। দমকা বাতাসের মতো ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা দিয়ে গেল বারান্দায় বসা দু'জনের মুখে; ভোঁতা একটা শব্দ হলো—র‍্যাঞ্চহাউসের ভারী কাঠে বিদ্ধ হয়েছে বুলেট। পরপরই রাইফেলের গর্জন শোনা গেল।

হতভম্ব দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার, প্রথমে বুঝতে পারল না কী ঘটেছে। পরে উপলব্ধি করা মাত্র মাথা নিচু করে ফেলল সে, বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকাল পাহাড়ের দিকে।

'অবস্থা চিন্তা করেছ?' বিষোদ্গার করল পার্কার। 'নিজের র‍্যাঞ্চে বসে খোশগল্প করবারও উপায় নেই আমার! যখন-তখন মরণ বুলেট এসে হানা দিচ্ছে। নাহ্, এর একটা বিহিত না-করলে নয়!'

প্রায় ছুটে বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এসেছে কয়েকজন ক্রু, দ্রুত পরিস্থিতি আঁচ করে নিল ওরা। রাইফেল থেকে পাল্টা দুটো গুলিও করল কে যেন। রণেভঙ্গ দিতে দেরি করল না অদৃশ্য খুনি, ঘোড়ায় চেপে তুফান বেগে ছুটিয়ে দিয়েছে। পাহাড়ী ট্রেইল ধরে দূরে সরে যাচ্ছে। পরপরই করাল থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল এক পাঞ্চার, কাঠামো দেখে জন অনুমান করল মূডি।

'আরেকটু হলে গেছিলাম!' চিন্তিত স্বরে বলল জন। 'অল্পের জন্যে আমাদের কারও গায়ে বেঁধেনি বুলেট। যাক্‌গে, মূডি অবশ্য ছুটে গেছে, কিন্তু মনে হয় না সুবিধা করতে পারবে। ওকে চেহারা দেখাতে নিশ্চয়ই ওখানে বসে থাকবে না খুনি।' আবার চেয়ারে বসে পড়ল জন। 'এমন কিছু হতে পারে এমন আশঙ্কা করছিলাম আমি। যা অবস্থা, পালা করে পাহারা বসানো ছাড়া উপায় নেই।'

বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে আসা ক্রুদের দিকে ফিরল জন, আশ্বস্ত করল ওদের। 'চিন্তা কোরো না, বয়েজ, গুলি কারও গায়ে লাগেনি। খেয়ে-দেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়ো, আপাতত কিছু করবার

নেই আমাদের। অবশ্য সবাই যেভাবে কাছাকাছি থাকছ তোমরা, টার্গেট হিসাবে নিশ্চয়ই লোভনীয়।'

ইঙ্গিতটা ধরতে পারল সবাই। আপাতত যেহেতু কিছু করবার নেই, বাঙ্কহাউসে ফিরে গেল ক্রুরা। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি যায় ওদের, সন্ধ্যার পর খুব ক্লান্ত বোধ করে। পেটে খানিকটা পড়লে আর দেরি করে না, শ্রান্ত শরীরটাকে বিশ্রাম দিতে তৎপর হয়ে পড়ে বেশিরভাগ পাঞ্চার। কেউ কেউ অবশ্য দু'এক দান পোকার খেলে, কেউ গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। তবে রাত জাগবার অভ্যাস ওদের নেই বললে চলে।

তবে আজকের ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। এভাবে আক্রান্ত হওয়ার তাৎপর্য হতে পারে দুই বাথানের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা, চরম বোকাও এর অর্থ ধরতে পারবে। এটা যে ক্রুদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে বুলেটের গর্ত থেকে সীসাটা বের করল জন। খেয়াল করল ইতোমধ্যে ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে এমিলি পার্কার।

সীসার টুকরোটা দেখল জন। 'পয়েন্ট থ্রি-এইট,' বিড়বিড় করল ও। 'এখানেও দেখছি একই লোক দায়ী, কিংবা দায়টা নির্দিষ্ট কারও উপর চাপানোর পাঁয়তারা চলছে।'

এমিলি হয়তো প্রশ্নটা করত, কিন্তু তার আগেই উত্তরটা দিয়ে দিল ওর বাবা। 'লুস ব্লেযার! জ্যাকের পাশে আমাকে শোওয়াতে অস্থির হয়ে পড়েছে!' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল র‍্যাঞ্চার। 'হাড়ে হাড়ে শয়তান ছেলে! জঘন্য বুশহোয়্যাকার!'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল এমিলির মুখ, তবে নিজেকে সামলে নিল; জবাবও দিল না।

দায়িত্বটা জন নিজের কাঁধে তুলে নিল। 'ছেলেটাকে ফাঁসাতে চাইছে কেউ, পার্কার,' বলল ও। 'তা ছাড়া, তোমাকে খুন করতে

নয় বরং আমাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যেই গুলি করেছে। ওরা তো জানে না ক্যালিফোর্নিয়া আমাকে কতটা বলেছে, তবে ঝুঁকি নিতে চায়নি। মাইনারকে যারা কব্জা করেছে, তারাই আছে এসবের মূলে।'

শ্রাগ করল সি-পি মালিক, জনের কথায় যে খুব প্রভাবিত হয়েছে তা বলা যাবে না। তবে আগের মতো একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছে না। একের পর এক হামলা প্রায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটানোর মতো।

অন্ধকার থেকে ছুটে আসা গুলিটা এমিলির গায়েও লাগতে পারত, চিন্তাটা ক্রুদ্ধ করে তুলল পার্কারকে। ইচ্ছে করছে সব ক্রুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, শক্তি বা সামর্থ্যের পাল্লা দেয় সার্কেল-বির সঙ্গে; সার্কেল-বিকে গুঁড়িয়ে দিতে পারলে শান্তি পেত। পশ্চিমের বৈরী জীবনে নিরন্তর লড়াইয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়া একজন সন্তানহারা বাবার কাছে এটাই শোধবোধ, প্রতিবাদ জানানো বা ন্যায় প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়।

কিন্তু ফোরম্যান যে সেটা মেনে নেবে না বা হতে দেবে না, পরিষ্কার বুঝতে পারছে র‍্যাঞ্চার। আপাতত রহস্যময় এ তরুণের উপর নির্ভর করতেই হচ্ছে।

'ঠিক এটাই চাইছে শত্রুপক্ষ,' যুক্তি দেখাল জন। 'শেষপর্যন্ত এই ঘটবে, তবে সেটা একেবারে শেষে, এখন অন্য কিছু ভাবতে হবে। চূড়ান্ত বোঝাপড়ার আগেই সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে পারি না আমরা, যদি ব্যর্থ হই তা হলে বুক সোজা করে আর দাঁড়াতে পারব না। এখনই এসপার-ওসপার হয়ে যাবে।

'আপাতত ওরাই দৌড়-ঝাঁপ দিক, আমরা শুধু দেখে যাব। অতিষ্ঠ যাতে না-হই, সুযোগ বুঝে পাল্টা দু'একটা মারও দেব। কিন্তু কখনোই মরিয়া হওয়া যাবে না।'

আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে জনকে। দৃঢ় অভিব্যক্তি ওর, নিষ্পলক চাহনি; কোনরকম দ্বিধা বা সংশয় নেই। কী করতে যাচ্ছে জানে

সে, সুবিধা-অসুবিধা বা পরিণতি বিবেচনা করেই পরামর্শ দিয়েছে পার্কারকে।

ইতোমধ্যে তরুণের উপর যথেষ্ট আস্থা তৈরি হয়েছে, বিনা শর্তে বিশ্বাস করছে, যতটা এমনকী নিজের ছেলেকেও করত না মাইক পার্কার। নামে মালিক সে, কিন্তু কার্যত সি-পি র‍্যাঞ্চের প্রায় সবকিছু জন ক্যালকিনই চালাচ্ছে, সে-ই গুরুত্বপূর্ণ নানা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। বিস্ময়ের ব্যাপার, পার্কারের তাতে মোটেও খারাপ লাগছে না, বরং স্বস্তি ও নির্ভার বোধ করছে সে। এও অনুভব করছে বয়স হয়েছে, ছেলে বা অন্য কারও উপর সবকিছুর ভার অর্পণ করে বিশ্রামে চলে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পরিস্থিতি তাকে সি-পির হাল ধরতে বাধ্য করেছে, তাও এমন এক সময়ে যখন সার্কেল-বি চারদিক থেকে নানাভাবে গ্রাস করতে চাইছে।

এ অবস্থায় জন ক্যালকিনের মতো ঠাণ্ডা মাথার, কৌশলী আর মারকুটে লোকেরই প্রয়োজন; যে জানে কখন হাত গুটিয়ে রাখতে হবে আর কখন শত্রুর গায়ে থাবা বসাতে হবে। যদ্দূর মনে হচ্ছে এসব বিষয়ে ক্যালকিনের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার জুড়ি নেই।

লাকি চান্স-এর দীর্ঘ বারের সঙ্গে ঠেস দিয়ে, আয়েশ করে দাঁড়াল মার্শাল জেরেমি সিস্টো, সদ্য শেষ করা হুইস্কির গ্লাসে অন্যমনস্ক ভাবে হাত বুলাল; তারপর শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে চারপাশে তাকাল।

লোকে গিজগিজ করছে পুরো সেলুন। নির্দিষ্ট একজনকে চাই মার্শালের, কিন্তু তাকে দেখতে পেল না ভিড়ের মধ্যে। তবে কার্ল ব্লেযার আছে। কাছাকাছি এক চেয়ারে বসে পানীয়ের সদ্ব্যবহার করছে। চোখাচোখি হতে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হলো দু'জনের মধ্যে।

'ইভ্‌নিং, জেরেমি,' শুভেচ্ছা জানাল সেলুনকীপ। 'বুড়ো ক্যালিফোর্নিয়ার কোন খবর পেয়েছ?'

'নাহ্,' নির্বিকার মুখে জানাল অফিসার। 'তবে একজনের কাছ থেকে বিশেষ একটা খবর পাওয়ার কথা। ওই যে, চলে এসেছে সে!'

'ক্যালকিন তোমার সেই লোক?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল লাকি চান্স মালিক, ডার্ক টারেট, চোখ কপালে উঠে যেতে বসেছে প্রায়। দৃষ্টি চলে গেছে মাত্র ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করা সি-পি ফোরম্যান ও সেগুণ্ডোর দিকে। 'এ ব্যাপারে তোমাকে কী খবর দেবে সে? আমার তো মনে হয় তুমি ওর কাছে খবর আশা করছ এ কথা জানবার পর…'

'দেখাই যাক না,' বিড়বিড় করে টারেটকে থামিয়ে দিল মার্শাল, তারপর চড়া স্বরে সি-পি ফোরম্যানের মনোযোগ আকর্ষণ করল। 'এই যে, ক্যালকিন? তোমাকে খুঁজছিলাম।'

মার্শালের কণ্ঠে চাপা বিদ্বেষ চাপা থাকেনি, ধরতে পারলেও মৃদু হাসল জন। 'কীসের অভিযোগ এনেছ আমার বিরুদ্ধে, মার্শাল?'

'এখনও কোন অভিযোগ নেই…তবুও,' পাল্টা নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল সিস্টো। 'দু'চারটা প্রশ্ন করবার ছিল তোমাকে। আর কিছু না। সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে যেখানে খুশি চলে যাও।'

'শিং শানিয়ে এগিয়ে এসো, দেখি কেমন গুঁতোতে পারো,' হালকা সুরে বলল জন, মার্শালের পাশে বার ঘেঁষে দাঁড়াল। ডার্ক টারেট এক গ্লাস হুইস্কি এগিয়ে দিল ওকে।

'ক্যালের ব্যাপারে,' নিস্পৃহ স্বরে বলল মার্শাল। 'শুনেছি জীবিত অবস্থায় তুমিই শেষ দেখেছ ওকে।'

ভুরু কোঁচকাল জন। 'তা হলে মারা গেছে ও?'

'হয়তো মারা গেছে কিংবা মারা যায়নি,' কর্তৃত্বপূর্ণ স্বরে বলল মার্শাল। 'প্রশ্ন আমি করব, তুমি নও। তুমি স্রেফ উত্তর দেবে। এখন সাফ সাফ বলো তো ক্যালিফোর্নিয়া যেদিন নিখোঁজ হয়ে

যায়, সেদিন তুমি ওর শ্যাকে গিয়েছিলে কি-না?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না জন, মার্শালের প্রশ্নে কিছুটা হলেও থমকে গেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার সঙ্গে ওর দেখা হওয়া বা শ্যাকে যাওয়ার খবর মার্শাল জানল কীভাবে?

নীরব সেলুনে ফিসফিসানি শুরু হয়েছে। আগ্রহ নিয়ে ঘটনা চাক্ষুষ করছে সবাই। মার্শালের ব্যগ্রতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখে এরা, এ ক'দিনে জনকে দেখেছে কময়সেও যথেষ্ট পরিণত ও পোড়খাওয়া মানুষ হিসাবে; দু'জনের দ্বৈরথ যে দেখবার মতো দৃশ্য হবে...অনায়াসে অনুমান করে নিয়েছে সবাই। লোকজন আগ্রহ ভরে দেখছে কীভাবে এবারকার বিপদ সামাল দেয় জন ক্যালকিন।

ফিসফিসানিটা একটু দ্রুত শুরু হয়েছে। খটকা লাগল জনের। সম্ভবত মার্শালের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে আগে থেকে জানে কেউ কেউ, অন্তত কিছু মানুষ তো অবশ্যই। আগে থেকে তাদের জানিয়ে রাখা হয়েছে এবং হয়তো সে-মোতাবেক প্রতিক্রিয়া দেখানোর নির্দেশও দিয়ে রাখা হয়েছে।

মাইক পার্কার, বেন ব্লকার, প্রসপেক্টর আর জনকে ধাক্কা দিয়ে স্লুইসে ফেলে দিয়েছিল যে-লোকটা...ওই চারজন ছাড়া বুড়ো ক্যালিফোর্নিয়ার সঙ্গে জনের সাক্ষাতের খবর অন্য কারও জানবার কথা নয়। প্রথম তিনজন মুখ খোলেনি। সেক্ষেত্রে, চতুর্থজন যদি মুখ খুলে থাকে, নিশ্চয়ই সুনির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য কাজ করেছে তার পিছনে।

'সেদিন সকালে ক্যালের সঙ্গে দেখা করেছিলাম ঠিকই,' শেষে বলল জন, খেয়াল করল ওর কথা শুনে জেরেমি সিস্টোর ছোট ও কুঁতকুঁতে চোখে উল্লাস ফুটে উঠল।

'ওখানে গিয়েছিলে কেন?' মার্শালের পরের প্রশ্ন।

'জায়গাটা আমাদের রেঞ্জের অংশ,' জানাল জন। 'রেঞ্জ ঘুরে

দেখতে বেরিয়েছিলাম, জানতাম না যে পাহাড়ের উপর থাকে বুড়ো। ঘটনাচক্রে দেখা হওয়ায় কফি খাওয়ার ফাঁকে কিছুক্ষণ গল্প করেছি আমরা। ফিরে আসবার সময় বহাল তবিয়তে দেখেছি ওকে।'

সামনে ঝুঁকে এল মার্শাল, কুৎসিত হাসি খেলে যাচ্ছে প্রায় মড়ার মতো ফ্যাকাসে ঠোঁটে। 'তুমি তা হলে স্বীকার করলে!' বিদ্রূপ তার কণ্ঠে। 'স্লুইসে কাউকে ফেলে দেওয়ার আগ পর্যন্ত তার বহাল তবিয়তেই থাকবার কথা!'

উৎসুক দর্শকদের মধ্যে কে যেন তপ্ত স্বরে সমর্থন করল কথাটা, কণ্ঠে উস্কানি। খানিকটা বিস্ময় নিয়ে সেদিকে তাকাল জন ক্যালকিন, অবচেতন মনে বিপদের ঘণ্টা বাজছে। আঁচ করছে ঘোঁট পাকাচ্ছে একাধিক লোক মিলে, সম্ভবত একটা ফাঁদে ওকে ফেলতে চাইছে এরা।

'তুমি তা হলে ভাবছ ক্যালিফোর্নিয়াকে নদীতে ফেলে দিয়েছি আমি?' অধৈর্য হয়ে গেছে জনের কণ্ঠ, অসন্তোষ ও ক্ষোভ উস্কে দিতে চাইছে রক্ত, কিন্তু নিজেকে কঠোর হস্তে সামাল দিল। 'তুমি বোধহয় একটু বেশি টেনে ফেলেছ, মার্শাল, কিংবা জেগে থেকে স্বপ্ন দেখছ।'

'ভাবছি না, বরং বলছি ওই জঘন্য কাজটা তুমি করেছ,' সমান তেজে বলল ল-ম্যান। 'ক্যালকে নদীতে ফেলে দিয়ে ওর শ্যাকে ফিরে গেছ তুমি, ক্যালের সোনার গুঁড়ো চুরি করেছ।'

চকিত দৃষ্টিতে উত্তেজিত দর্শকদের একবার দেখে নিল জন। স্পষ্ট যে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ। সিস্টো ভালই চাল দিয়েছে। সহজে পার পাওয়া যাবে না। সেলুনের অর্ধেক লোক এরইমধ্যে বিশ্বাস করে ফেলেছে অভিযোগটা। এদের চাহনিতে অসন্তোষ ও ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে।

'কেউ নিশ্চয়ই তোমার কান পচিয়ে দিয়েছে,' বিদ্রূপের স্বরে

বলল জন, দর্শকদের গম্ভীর চাহনি গ্রাহ্য করছে না। 'ভুল কিছু তথ্য দিয়েছে তোমাকে।'

'তুমি যে স্বীকার করবে না, সেটা আগে থেকে জানি,' ক্রূর হেসে বলল মার্শাল, নিজের ভূমিকা খুব উপভোগ করছে। বুঝতে পেরেছে কায়দামতো পাওয়া গেছে ক্যালকিনকে। সব চাল যদি ঠিকঠাক মতো দিতে পারে... 'কেউ আমার কান পচায়নি। জনি মেসনর নিজ মুখে বলেছে কথাটা। আর তুমি যখন ক্যালকে ধাক্কা দিয়ে স্লুইসে ফেলে দাও, ওই মুহূর্তে নদীর উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে ছিল জনি। পুরো ঘটনাই দেখেছে ও।'

ঘটনা এবার অনেক পরিষ্কার হয়ে গেল জনের কাছে। নামটা জানা দরকার ছিল। 'আচ্ছা, জনি মেসনর!' স্মিত হেসে বলল ও। 'এই মেসনরই ছিল চাক্ষুষ সাক্ষী—আমাকে যখন অ্যাম্বুশ করতে চেয়েছিল লুস ব্লেযার, তাই না?' মার্শাল নড করতে খেই ধরল ও। 'খুব কাজের লোক তো! একেবারে সঠিক জায়গায় সবসময় উপস্থিত হয়ে যায়। সার্কেল-বি নিশ্চয়ই খুব ভাল বেতন দেয় ওকে। এমন করিৎকর্মা লোক ক'জন আছে!'

উত্তর দিল না মার্শাল, আসলে বুঝতে পারছে না কী বলবে। তবে অন্য একজন জনের কথার জবাব দিল। প্রকাণ্ড শরীরটা চেয়ার থেকে তুলে উঠে দাঁড়াল সে, কুৎসিত ও আগ্রাসী মুখ বাড়িয়ে দিল সামনে। 'মানে?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠে জানতে চাইল কার্ল ব্লেযার।

এবার জন নিশ্চিত হয়ে গেল আসলে পুরো ব্যাপারটাই পূর্ব-পরিকল্পিত। ষড়যন্ত্র। সার্কেল-বির কূটচাল। ওকে ফাঁসাতে প্রায় নিখুঁত একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আসল ঘটনা যাই হোক, নিজের মনোভাব বা অবস্থানের হেরফের করতে রাজি নয় জন। সামান্য পাশ ফিরে কার্ল ব্লেযারের মুখোমুখি হলো, চোখে চোখ রাখল। তারপর স্পষ্ট, নিষ্কম্প সুরে

বলে দিল কথাগুলো: 'তোমাদের ওই মেসনর হচ্ছে একটা ডাহা মিথ্যুক! আর সেটা ব্লেযারদের না-জানবার কথা নয়।'

সবাই জানে এ কথায় সরাসরি লড়াই ঘোষণা করা হলো। হয় পিস্তলে ডুয়েল, নয়তো মল্লযুদ্ধ। আত্মসম্মান বজায় রাখতে হলে লড়তে হবে ব্লেযারকে, নইলে কাপুরুষ বলে পরিগণিত হবে সে।

কার্লকে নিরস্ত্র দেখে ভুরু কোঁচকাল জন। এটা একটা বিস্ময় বটে। কুলাঙ্গার এক ব্লেযার, অথচ কোমরে হোলস্টার নেই! চৌহদ্দিতে এটা অভূতপূর্ব ঘটনা। ইতিহাস তৈরি হলো।

ব্লেযারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল জন। খুবই স্বাভাবিক দেখাচ্ছে কার্লের মুখ, সামান্য চমক দূরের কথা, বরং বিশালদেহী মানুষটার চোখের গভীরে এক ধরনের বুনো আনন্দ ও সন্তুষ্টি লক্ষ্য করেছে ও। দৃশ্যত, এমন একটা কিছুই প্রত্যাশা করছিল কার্ল।

আপাতত প্রমাণ করবার উপায় নেই, কিন্তু জনের বদ্ধমূল ধারণা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে ওকে প্ররোচিত করা হয়েছে। নিখুঁত একটা সেট-আপ তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে নিজের অজান্তে চাল দিয়ে ফেলেছে জন এবং শত্রুপক্ষের প্রত্যাশা মাফিক চ্যালেঞ্জ করে বসেছে দৈত্যাকার কার্ল ব্লেযারকে। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের মীমাংসা যাতে মল্লযুদ্ধে হয়, সেটা নিশ্চিত করবার জন্যেই আজ ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কোমরে পিস্তল ঝোলায়নি সে?

ক্রূর ভঙ্গিতে বেঁকে গেছে কার্লের ঠোঁটের কোণ, চাহনিতে বুনো আমোদ। 'পিস্তল থাকলে নিরস্ত্র লোকের সঙ্গে বড় বড় কথা বলা খুব সহজ,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল কার্ল, সেলুনের সব লোক শুনতে পাচ্ছে কথাগুলো। 'অমন কাজ বাচ্চারাও পারে। হিম্মত থাকলে গানবেল্ট খুলে এগিয়ে এসো। খালি হাতে তোমাকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলব!'

কথা বলতে বলতে দু'হাত ছড়িয়ে দিল কার্ল ব্লেযার, মুঠি এমনভাবে খুলছে ও বন্ধ করছে যেন নিকৃষ্ট একটা কীট দেখতে

পাচ্ছে এবং ওটাকে পিষে মারতে হাত নিশপিশ করছে। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পরিষ্কার তার। দৈত্যাকৃতির কারণে অন্যদের উপর শক্তি খাটিয়ে স্বার্থ হাসিলে পুরোপুরি অভ্যস্ত একজন মানুষ কার্ল, এবং হামেশা এর অনুশীলনে সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে; এতটাই যে এটা তার মানসিক বিকৃতির অংশ হয়ে গেছে। কাউকে পেটাতে পারলে সীমাহীন আনন্দ পায়। দুনিয়ার আর কিছুতে এত আনন্দ পায় না।

পরিস্থিতি জনের বিরুদ্ধে চলে গেছে। পাল্টা ওকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। খালি হাতে লড়তে হবে দৈত্যের সঙ্গে। পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। জনের অবশ্য তেমন ইচ্ছেও নেই। কার্ল ব্লেযারের ষড়যন্ত্রের অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে ও, কিন্তু প্রতিবাদ করে লাভ হবে না, বরং সেটা ওর মুখে চুনকালি দেবে। এড়িয়ে যাওয়ার অজুহাত হিসাবে দেখবে সবাই।

পিস্তলে দক্ষতা দেখিয়ে ব্লেযারদের ভড়কে দিয়েছিল ও, এখন নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে শত্রুপক্ষ। দুই মানুষ সমান এক দানবকে ঠেলে দিয়েছে ওর দিকে।

আরেকটা পরীক্ষা না-দিলে নয়, স্মিত হেসে ভাবল জন। 'গানবেল্ট পরতে ভুলে গেছ?' বিদ্রূপের স্বরে জানতে চাইল ও। 'নাকি জেনে-শুনে পরোনি? যাই হোক, তোমাকে দুষতে পারবে না কেউ।'

ততক্ষণে পুরো সেলুনের সমস্ত খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। উৎসুক লোকজন টেবিল ও চেয়ার সরিয়ে নিয়েছে এক পাশে, বড়সড় একটা বৃত্তাকার জায়গা খালি হয়ে গেছে। বৃত্তের প্রায় মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, দূর থেকে তাদের ঘিরে রেখেছে দর্শকরা। উত্তেজিত হয়ে পড়েছে তারা, বাজি ধরতে শুরু করেছে। পছন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে অনুমাননির্ভর আলোচনাও শুরু করে দিয়েছে। বেশিরভাগ মানুষ দৈত্যাকার কার্ল ব্লেযারের পক্ষে, প্রায় নিশ্চিত

জানে সেই জিতবে। আজ পর্যন্ত কোন লড়াইয়ে হারেনি কার্ল, বরং অন্তত ছয়জনকে পিটিয়ে ছাতু বানিয়েছে। গত দুই বছরের মধ্যে মাত্র দুটো লড়াই করেছে সে, যেহেতু ইদানীং কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ করবার দুঃসাহস করে না; কিন্তু তার আগের চার বছরের মধ্যে অন্তত পাঁচ-ছয়জন বেধড়ক মার খেয়েছে কার্লের হাতে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে কোন লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীরা বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি, একতরফা মার খেয়েছে কার্লের কাছে। শুধু উইণ্ডি কেন, আদপে চৌহদ্দিতে সেরা লড়িয়ে হিসাবে নাম কিনে ফেলেছে সে, সমকক্ষ কেউ নেই বললে চলে। প্রকাণ্ড দেহ, পুরুষ্ট পেশি আর সাবলীল নড়াচড়া সেই সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তুলনায় জনের ছিপছিপে দেহে রয়েছে অসামান্য ক্ষিপ্রতা, মাপা শক্তি ও সহজাত স্বতঃস্ফূর্ততা—কারও কারও চোখে তা ঠিকই ধরা পড়েছে।

'যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলব ওকে,' বলছে কামার টবিন ওয়াকার। 'জবর লড়াই হবে! ক্যালকিনকে দেখে মোটেই আনাড়ি মনে হচ্ছে না, বরং আমি নিশ্চিত এর আগেও লড়েছে। ওর পক্ষে বিশ ডলার বাজি ধরছি।'

'রাজি!' জবাবে বলল অন্যজন। 'নিশ্চিত থাকো, ব্লেযার ওকে দুই টুকরো করে ফেলবে, যদি কোনভাবে সাঁড়াশির মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলতে পারে!'

'হ্যাঁ, যদি ঢুকিয়ে ফেলতে পারে,' অর্থপূর্ণ স্বরে বলল কামার। 'সুযোগ পাবে সে, দেখা যাক সফল হতে পারে কি-না।'

এদিকে কোমর থেকে গানবেল্ট খুলে সেগুণ্ডোর হাতে ধরিয়ে দিল জন। বেনের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে জনের এভাবে গায়ে পড়ে একটা লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়া পছন্দ করতে পারছে না। তাও যে-সে লোক নয়, চৌহদ্দির সবচেয়ে মারমুখো ও দৈত্যাকার কার্ল ব্লেযারের সঙ্গে। দুশ্চিন্তায় ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে পড়েছে,

এমনকী জন সম্পর্কে জানা থাকবার পরও। বিশাল দেহ কার্লের জন্যে বিশেষ সুবিধা হিসাবে কাজ করবে...

'তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে, জন,' বিড়বিড় করে অসন্তোষ ও উদ্বেগ প্রকাশ করল বেন। 'তোমাকে স্রেফ গিলে ফেলবে ও!'

'অত সহজ হবে না,' স্মিত হেসে বলল জন। 'কী করতে বলো আমাকে—পালিয়ে যাব?'

'তা নয়। কিন্তু এটা কি বুঝতে পারোনি তোমার জন্যে ফাঁদ পেতে অপেক্ষায় ছিল ওরা? নিশ্চয়ই বুঝেছ! তারপরও সেধে ঘাড়ে বিপদ ডেকে এনেছ। এড়িয়ে গেলেই হতো!'

'মানছি আমাকে ফাঁপরে ফেলে দিয়েছে ওরা,' সহজ কণ্ঠে বলল জন। 'কিন্তু এটা নিশ্চয়ই জানো কেউ কামড় দিতে এলে পাল্টা কামড়ও খেতে পারে?'

মাথা নাড়ল বেন। 'কামড়াবে না, তোমাকে স্রেফ গিলে ফেলবে সে,' গানবেল্ট নিয়ে নিজের কোমরে জড়াল ও, তারপর সিরিয়াস ভঙ্গিতে ফিরল জনের দিকে। 'জানো তো, এ ধরনের লড়াইয়ে সবকিছুই চলে, টেবিল-চেয়ার সবই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।'

করুণার দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকাল জন। 'আচ্ছা, বেন, দাদীকে দেখেছ তুমি কখনও?'

বিমূঢ় দেখাল বেনকে। 'হ্যাঁ। কেন জানতে চাইছ?'

'তোমার দাদীকে যেমন চুষে চুষে ডিম খেতে বলা যা, তাই বলছ আমাকে এখানে,' আবারও স্মিত হাসল জন, নিখাদ কৌতুক ওর চোখের তারায়। 'ধ্যেৎ, অত দুশ্চিন্তা করছ কেন? মুখখানা যা হয়েছে তোমার, অত চিন্তা করলে কিন্তু মাথার চুল আরও পড়ে যাবে। এমনিতে চাঁদি খালি হয়ে যাচ্ছে।'

'এটা হাসির কোন বিষয় নয়!' অসন্তুষ্ট স্বরে গজগজ করল

বেন ব্লকার।

'কেন নয়, বুড়া?' এখনও হাসছে জন। 'মুখ গোমড়া রেখে বা মন খারাপ করে জীবনের আনন্দ নষ্ট করবার মানে হয়? প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। কে জানে, একটু পরে হয়তো হাসবার মতো থাকবে না মুখটা, দু'চার ঘা তো পড়বেই, তাই না? তাই আগেই একটু হেসে নিচ্ছি!'

কর্কশ, তাচ্ছিল্যভরা একটা কণ্ঠে নীরবতা নেমে এল পুরো সেলুনে। 'তোমার শেষ ইচ্ছে যদি বলা হয়ে গিয়ে থাকে, সামনে চলে এসো! আমরা তা হলে লড়াই শুরু করতে পারি!'

আয়েশী ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছে কার্ল ব্লেযার। লড়তে উন্মুখ, জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। সামান্য দ্বিধাও নেই মনে। দশাসই দেহের সুবিধা নিয়ে পিটিয়ে ছাতু বানাবে নচ্ছার ক্যালকিনকে। ভেস্ট খুলে রেখেছে সে, জামার আস্তিন গুটিয়ে রাখায় শক্তিশালী দুই বাহু উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। বাহুর পেশি এত ফোলা যেন বডি বিল্ডারের মতো পোজ দিয়ে বুক টানটান করেছে বা দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করেছে। ওগুলো এত মোটা যে কারও কারও উরুর চেয়েও পুরু।

ভেস্ট খুলল জন, মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে বেনের হাতে ধরিয়ে দিল। তারপর এগিয়ে গেল দুই কদম। পিনপতন নীরবতা নেমে এসেছে সেলুনে। খোলা জায়গায় যখন পরস্পরের মুখোমুখি হলো দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, দু'জনের শারীরিক বৈষম্য বা তারতম্য স্পষ্ট ফুটে উঠল।

জনের চেয়ে আকারে দেড় গুণ চওড়া হবে কার্ল। লম্বায় তিন ইঞ্চি বেশি, তেমনি ওজনও অন্তত ষাট পাউণ্ড বেশি হবে। মোটা হলেও চর্বিবহুল বলা যাবে না কার্লকে, বরং তাবৎ দেহ শক্তিশালী পেশি ও অস্থির মিশেল। চলাফেরা স্বতঃস্ফূর্ত, স্থূলদেহী হিসাবে মোটেও শ্লথ বলা যাবে না। তবে আর সব বিশালদেহীর মতোই,

লড়াইয়ের সময় দুই বাহুর শক্তিকে কাজে লাগানোর তীব্র দুর্বলতা রয়েছে কার্লের–জনের অনুমান–সাঁড়াশি বাঁধনে একবার পেলে ওর দফা রফা করে দেবে প্রচণ্ড চাপে।

'কার্লের পক্ষে দুই-একে বাজি ধরছি,' ঘোষণা করল একজন, এক টেবিলের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। পিছনে থাকায় ভাল মতো দেখতে পাচ্ছিল না।

'বাজির অঙ্ক দ্বিগুণ করতে পারো,' হাসতে হাসতে বলল কার্ল ব্লেযার। 'এ ব্যাটাকে জনমের একটা শিক্ষা দেব আজ! বুঝিয়ে দেব কোমরে পিস্তল না-থাকলে আসলে ফুটো পয়সারও দাম নেই ওর!'

হঠাৎ মাথা নিচু করে ফেলল কার্ল, তারপর ঈর্ষণীয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ছুটে এল। জনকে চমকে দিয়ে ফায়দা লুটবার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু হতাশ হতে হলো। বাউলি কেটে পাশে সরে গেছে জন ক্যালকিন, পাশ থেকে জবর একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ব্লেযারের অরক্ষিত চওড়া গলায়। জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল ও, ক্ষীণ আমুদে হাসি ঝুলে রয়েছে ঠোঁটের কোণে।

উন্মত্ত ষাঁড়ের মতো মাথা নিচু করে বারবার ছুটে এল ব্লেযার, কিন্তু প্রতিবারই অসামান্য ক্ষিপ্রতায় তাকে ফাঁকি দিল জন এবং পাল্টা জোরাল ঘুসি বসিয়ে দিল প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহে। নিজে অক্ষত রয়ে গেল।

এ কৌশলে কাজ হচ্ছে না দেখে অসন্তুষ্ট ও অধৈর্য হয়ে পড়ল ব্লেযারের সমর্থকরা। এ পর্যন্ত জনকে তেমন কোন মারই দিতে পারেনি কার্ল, উল্টো বেশ কয়েকটা খেয়ে বসেছে। কেটে গেছে মুখের কয়েক জায়গায়, ফুলে গেছে ঠোঁটের কোণ। মুখের রক্তের নোনা স্বাদ অনুভব করেছে কার্ল। দশাসই শরীরের কারণে এসব তার কাছে মামুলি মার হলেও সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জায়গায় দাঁড়িয়ে লড়বে, একে অন্যকে সমানে

আঘাত করবে–এমন লড়াই দেখতে অভ্যস্ত পশ্চিমের মানুষ। তাই কেউ বাউলি কেটে সরে গেলে বিরক্তি অনুভব করে। কার্লের সব অনুসারী গালাগাল শুরু করেছে জনের উদ্দেশে।

'আরে, জায়গায় দাঁড়িয়ে ওর মুখোমুখি হও, কাউবয়!' চেঁচিয়ে পরামর্শ দিল একজন। 'এটা হাতাহাতি লড়াই, কানামাছি খেলা নয়!'

'কাউবয় দেখছি নাচছে!' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল একজনের কণ্ঠে। 'অদ্ভুত তো! হিম্মত থাকলে কার্লের সামনে গিয়ে দাঁড়াও। তখন দেখা যাবে কত জোর আছে তোমার বাহুতে।'

'পিছিয়ে যাও, আর মুখটা বন্ধ রাখো!' পিস্তল হাতে হুমকি দিল বেন ব্লকার। উত্তেজিত দর্শকরা চারপাশ থেকে ঘিরে আসায় মাঝখানে জায়গা কমে গেছে। 'পিছিয়ে যাও সবাই, দু'জনকে লড়বার মতো জায়গা দাও। কথা না-শুনলে দু'চারজনের বুটের আগা উড়িয়ে দেব!'

'তুমি চুপ থাকো!' পাল্টা দাবড়ানি দিল একজন। 'মারপিটের জন্যে যথেষ্ট জায়গা আছে দু'জনের!'

সি-পি সেগুণ্ডোর হুমকি সত্ত্বেও ক্রমে এগিয়ে আসছে দর্শকরা, নিজেদের অজান্তে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর দশ গজের মধ্যে চলে এসেছে এরা।

দুটো কারণে লড়াইয়ের মতি-গতি পাল্টে গেল। প্রথমত দর্শকরা এগিয়ে আসায় লড়াইয়ের ক্ষেত্র ছোট হয়ে গেছে, এখন পরস্পরের প্রায় নাগালের মধ্যে পৌঁছে গেছে দুই লড়িয়ে; আর দ্বিতীয়ত, কার্ল ব্লেযার বুঝতে পেরেছে এভাবে চঞ্চল ও মারকুটে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করতে পারবে না। তাই নতুন কৌশল ধরল সে। জনকে এড়িয়ে যাওয়ার ভান করছে, কিন্তু একইসঙ্গে সুযোগ খুঁজছে মোক্ষম মার দিতে।

ব্যাপারটা খেয়াল করল বেন ব্লকার এবং দেখল ব্লেযারের

নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিতে চড়াও হলো জন। সাবধান করে দিতে চেঁচাল ও, কিন্তু কে শোনে কার কথা!

জন তখন ক্রুদ্ধ আক্রোশে একের পর এক ঘুসি মারছে কার্ল ব্লেযারকে, বেহাল করে তুলেছে তাকে। নিজেও খাচ্ছে, কিন্তু গ্রাহ্য করছে না। পিস্টনের মতো দু'হাত সমানে চলছে ওর, দশাসই দেহে একের পর এক আঘাত করছে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এখন অন্ধের মতো লড়ছে, ঘুসির পর ঘুসি হাঁকিয়ে পরস্পরকে পর্যুদস্ত করতে ব্যস্ত, কিন্তু উল্টো নিজে ক'টা খাচ্ছে সে-খেয়াল নেই।

দানবের মতো আসুরিক শক্তি রয়েছে ব্লেযারের বাহুতে, কিন্তু শুরু থেকে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সে, জনের ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারেনি। দুই হাতের বেড়ের মধ্যে জনকে আটকে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কোন সুযোগ পায়নি। এ মুহূর্তে স্রেফ ঘুসির ঝড় চলছে, যদিও দু'জনের গতিই শ্লথ হয়ে এসেছে; কিন্তু জনকে জাপটে ধরবার মতো অবস্থা নেই। তিনবার চেষ্টা চালিয়েছিল কার্ল, তবে জনের বেমক্কা ঘুসিতে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। যত ছিপছিপেই দেখাক, ছোকরার বাহুতে জোর আছে! আর মোক্ষম জায়গা বেছে ঘুসি মারতেও জানে। এত অল্প বয়সে মারপিটে এমন দক্ষতা রীতিমতো বিস্ময়ের ব্যাপার, কোত্থেকে শিখেছে আল্লা মালুম!

জীবনে কখনও এভাবে মার খায়নি কার্ল। নাক-মুখের ভূগোল পাল্টে গেছে। এখন সম্ভবত ওর মায়ের পেটের ভাইরাও দেখলে চিনতে পারবে না। না-দেখলেও কার্ল বুঝতে পারছে ফুলে গেছে ঠোঁট, একটা চোখ, কপাল আর চিবুক। ঘুসি লেগে গাল ও কপাল কেটে গেছে কয়েক জায়গায়। রক্ত গড়াচ্ছে অন্তত এক ডজন ক্ষত থেকে। পাঁজরে ব্যথা অনুভব করছে। কষে কয়েকটা ঘুসি মেরেছে হারামীটা, এবং প্রতিবার একই জায়গায় লেগেছে! ফুলে গেছে একটা চোখ, তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গে ডান কানটা ঝাঁঝাঁ করছে—জনের

জোরাল ঘুসি এসে পড়েছিল—কানের পর্দা ফেটে গেছে কি-না কে জানে! ক্যালকিন যে তুখোড় লড়িয়ে, ক্ষীণ যে সন্দেহটুকু ছিল সেটা অনেক আগেই মন থেকে বিদায় নিয়েছে। এখন স্রেফ নিজের মর্যাদা রক্ষা করতে সচেষ্ট কার্ল ব্লেযার। মওকা খুঁজছে ও, ব্যাটাকে যদি একবার দুই বাহুর মধ্যে পায়!

মার জনও কম খায়নি। বাহু ও পাঁজরে ঘুসি খেয়েছে; মুখে ল্যাণ্ড করেছে অন্তত পাঁচটা ঘুসি। প্রতিটি মারে ওর শরীর কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে কার্ল, কিন্তু মনের জোরে টিকে আছে জন এবং নিজের ক্ষিপ্রতাকে কাজে লাগিয়েছে। খুব ভাল করে জানে ওকে বাগে পেলে মিনিট খানেকের মধ্যে খুন করে ফেলবে ব্লেযার; কোন সুযোগই দেবে না। অন্ধ আক্রোশে সে লড়ছে এখন। চোখে খুনের নেশা। এ দৈত্যের বিরুদ্ধে জিততে হলে ক্লান্তিহীন আঘাত করতে হবে, ন্যূনতম সুযোগের বেশি দেওয়া যাবে না।

রক্তাক্ত শরীরে লড়ে যাচ্ছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। ঘামে ভিজে গেছে ওদের দেহ। মাংসে ঘুসি ল্যাণ্ড করবার ভোঁতা শব্দ হচ্ছে, যন্ত্রণায় অজান্তে গুঙিয়ে উঠছে, নিচু স্বরে তীব্র গাল বকছে। দুনিয়া বিস্মৃত হয়েছে ওরা। আশপাশে কী হচ্ছে এ সম্পর্কে সচেতন থাকা দূরে থাক, কখনও কখনও গায়ে যে ঘুসি এসে পড়ছে তাই টের পাচ্ছে না। যন্ত্রণাকাতর অনুভূতির ঊর্ধ্বে চলে যাচ্ছে কোন কোন মুহূর্তে। উন্মত্ত আক্রোশ, নগ্ন প্রতিহিংসা, নির্জলা ঘৃণা আর বুনো হিংস্রতা নিয়ে লড়ছে ওরা।

লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলো ম্লান হয়ে গেছে তামাকের ধোঁয়া এবং দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্থির পদচারণায় বোর্ডের মেঝে থেকে উঠে আসা ধুলোয়। উত্তেজিত দর্শকরা চেঁচাচ্ছে, কখনও উল্লাস প্রকাশ করছে কিংবা ক্ষুব্ধ হতাশা প্রকাশ করছে। দম বন্ধ করা লড়াই যতটা না উপভোগ করছে, তারচেয়ে বরং বাজি ধরা টাকা নিয়ে উৎকণ্ঠায় ভুগছে প্রায় সবাই। গুটিকয়েক সার্কেল-বি রাইডার ও ব্লেযারদের

সুবিধাভোগী লোক ছাড়া কাউকে কার্ল ব্লেযারের সুহৃদ বলা যাবে না, স্রেফ তার জয়ের পাল্লা ভারী মনে করেছে বলে এরা পকেটের টাকা বাজি ধরেছে কার্লের পক্ষে; বরং বেশিরভাগ মানুষ চায় কার্ল হেরে যাক। হিসাবী কিছু মানুষ জনের পক্ষে বাজি ধরেছে বটে, কিন্তু এর নেপথ্যে আবেগও কাজ করেছে—একজন ব্লেযারের পতন দেখতে চায় এরা।

জন জানে একটা ভুল করে ফেলেছে—বন্ধুর নিষেধ সত্ত্বেও কার্ল ব্লেযারের আয়ত্তের মধ্যে আসা মস্ত বোকামি হয়েছে। কিন্তু অন্তত একবারের জন্যে হলেও আবেগের কাছে পরাজিত হয়েছে ওর ধৈর্য; দৈত্যাকার মানুষটিকে তারই নিজস্ব ও পছন্দের রীতিতে পিটিয়ে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার বিলাসিতা দিয়েছে নিজেকে।

দানবীয় দেহ ও অমিত শক্তির অধিকারী ব্লেযারকে নিষ্ঠুরভাবে মার দিয়ে সন্তুষ্টি বোধ করছে জন। পাল্টা মাঝে মধ্যে মার খাচ্ছে, যদিও এর কোনটাই কম গুরুতর নয়, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করছে না, বরং কার্ল ব্লেযারের প্রকাণ্ড দেহ কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আঘাতের তাণ্ডব চালিয়েছে জন, মুগুরের মতো চলছে হাত দুটো, মুহূর্তের জন্যেও সামলে নিতে দিচ্ছে না ব্লেযারকে, প্রায় অসহায় করে তুলেছে তাকে।

এদিকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে বেন ব্লকার, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় ঘামছে দরদর করে। সারাক্ষণই আশঙ্কা করছে এই বুঝি জনকে দৈত্যাকার দু'হাতে চেপে ধরল ব্লেযার! একবার যদি সাঁড়াশির মধ্যে পেয়ে যায়, কেল্লা ফতে হয়ে যাবে।

একটু পর বেনের আশঙ্কাই ফলে গেল।

বোর্ডের মেঝেয় পড়ে থাকা ধুলোয় পিছলে গেল জনের বুট। ক্ষণিকের জন্যে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল ও, সামলে নেওয়ার আগেই টের পেল ভালুকের মতো সাঁড়াশি বাঁধনে আটকা পড়ে গেছে। শক্তিশালী দু'বাহু দিয়ে ওকে জাপটে ধরেছে ব্লেযার। বুনো

আনন্দ তার চোখে, এমনকী ঘৃণা ও প্রতিহিংসা ছাপিয়েও উঠেছে সেটা; এই প্রথম জনকে কায়দামতো পেয়েছে! যেভাবে চেয়েছিল এতক্ষণ।

আসুরিক শক্তি প্রয়োগ করছে ব্লেযার। জন কল্পনাই করেনি তার বাহুতে এত শক্তি রয়েছে। এরইমধ্যে হাঁসফাঁস করতে শুরু করেছে, টের পাচ্ছে পাঁজরের হাড় বাঁকা হতে শুরু করেছে প্রবল চাপে। বার কয়েক চেষ্টা করল সাঁড়াশি বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে, এমনকী সর্বশক্তি খাটিয়েও এতটুকু ঢিলে করতে পারল না।

দৈত্যের দিকে তাকাল জন। তার চোখে উল্লাস। বিক্ষত ও বিকৃত হয়ে যাওয়া মুখটা প্রতিহিংসায় আরও কদাকার দেখাচ্ছে। চাহনিতে খুনে আমোদ। হাসতে থাকায় বুনো পশুর মতো বড়বড় দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, বিক্ষত দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গরম নিঃশ্বাস এসে পড়ছে জনের মুখে। ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে বাহুর চাপ বাড়াচ্ছে কার্ল ব্লেযার, তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে প্রায় হাতের নাগালে চলে আসা বিজয়। বুঝে গেছে ব্যর্থ চেষ্টা করছে জন, কিন্তু আদপে সাঁড়াশি বাঁধন থেকে মুক্ত হতে পারবে না, তাই নিশ্চিন্ত মনে চাপ বাড়াচ্ছে সে, সময় নিয়ে জনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কাজটায় বুনো আনন্দ পাচ্ছে।

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে জনের, ইতোমধ্যে প্রায় পুরো বুক জুড়ে তীব্র যন্ত্রণাও বোধ করছে। উপলব্ধি করল গায়ের জোরে পারবে না দৈত্যের সঙ্গে—মুক্ত হতে পারবে না; তাই ভিন্ন পথ ধরল ও—আচমকা পুরো দেহ শিথিল করে ফেলল, যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে।

'কায়দামতো ওকে পেয়ে গেছ, কার্ল,' ভিড় থেকে বলে উঠল উল্লসিত একটা কণ্ঠ। 'ব্যাটার মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দাও!'

চকিতে দৃষ্টি চলে গেল জনের, মুহূর্তের জন্যে জনি মেসনরের

উত্তেজিত মুখটা দেখতে পেল।

জনের শিথিল ও ছেড়ে দেওয়া শরীরের নিম্নমুখী টানে ভড়কে গেছে ব্লেযার, ভারসাম্য হারিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। পা হড়কে যাওয়ায় দু'জনেই ঢলে পড়ল। আড়াইমণী দেহটা ওর উপর এসে পড়ছে এবং মেঝে আর দৈত্যের মাঝে পিষ্ট হলে দেহে আর কোন হাড়ই আস্ত থাকবে না বুঝতে পেরে শেষ মুহূর্তে শরীরে মোচড় তুলে সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল জন ক্যালকিন। সাঁড়াশি বাঁধন আলগা হয়ে গেছে বলে সফলও হলো। বুক ভরে বাতাস টেনে নিল ও। পরমুহূর্তে বোর্ডের মেঝেয় আছড়ে পড়ল। ভারী ও ভোঁতা শব্দে ওর ঠিক পাশেই ভূপতিত হলো কার্ল ব্লেযার। থরথর করে কেঁপে উঠল বোর্ড।

মুহূর্ত কয়েক পর আহত দুই পশুর মতো পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা, একে অন্যকে কুপোকাত করতে চাইছে। জন টের পেল ওর মুখ খামচে ধরেছে একটা হাত, বুড়ো আঙুলে এক চোখ উপড়ে ফেলতে সচেষ্ট। ক্রুদ্ধ আক্রোশ বোধ করল ও, সপাটে ঘুসি হাঁকাল দৈত্যের চিবুকের নীচে। গুঙিয়ে উঠল ব্লেযার, ঘুসির ধাক্কায় ঢলে পড়ল এক পাশে। তীব্র যন্ত্রণায় মুহূর্তের জন্যে হলেও প্রায় অবশ হয়ে গেছে গলাটা। খকখক করে কাশছে সে, কাশির দমকে ফুলে উঠছে চওড়া বুক।

ঝটিতি উঠে দাঁড়াল জন। দুর্বল বোধ করছে ও, মাথা ঘুরছে। জুত হয়ে দুই পায়ে দাঁড়াল, অপেক্ষায় থাকল প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে।

এতক্ষণ পর্যন্ত জনের টিকে যাওয়া বা দৈত্যাকার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা প্রায় সবারই বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে।

'এবার তোমার সুযোগ, বয়,' চড়া কণ্ঠে জনকে উৎসাহ দিল কামার লোকটা। 'পিটিয়ে ছাতু বানিয়ে দাও তো ওকে!'

মল্লযুদ্ধের নিয়মের মধ্যে পুরোপুরি পড়ে ব্যাপারটা, কিন্তু

সি-পি ফোরম্যান ক্ষীণ হাসল শুধু। এভাবে লড়াই করা ওর ধাতে নেই, প্রতিদ্বন্দ্বীর দুর্বলতাকে পুঁজি করে জয়ী হতে শেখেনি। বন্ধুর মানসিকতা জানে বেন ব্লকার, জনকে মনে মনে আচ্ছামতো গাল দিলেও মুখে কিছু বলল না। এটা একান্ত তার ব্যাপার। কার্ল ব্লেযারকে যদি ন্যায্যের চেয়েও বেশি সুযোগ দেয়, ওর কী করবার আছে? জন যা গোঁয়ার, কারও কথা যেমন শুনবে না, তেমনি নিজস্ব রীতি বা দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাবে না। কোন অবস্থাতেই নয়।

টলমল পায়ে, খিস্তি করতে করতে উঠে দাঁড়াল কার্ল ব্লেযার। অনেকটা সামলে নিয়েছে নিজেকে। গলায় প্রচণ্ড ঘুসিতে ক্ষণিকের জন্যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছিল, তবে ব্যথা কমে এসেছে এখন; আগের মতো অসহ্য মনে হচ্ছে না।

'হারামীর বাচ্চা! তোকে যদি ছিঁড়ে কুটি কুটি না করি,' তীক্ষ্ণ স্বরে শপথ করল সে। 'মরেও শান্তি হবে না আমার! আয়, এবার দেখে নেব তোকে!'

মাথা নিচু করে ফেলল কার্ল, তারপর উন্মত্ত মোষের মতো ছুটে এল। একেবারে সামনে এসে ঘুসি হাঁকাল ডান হাতে—ওতে এত জোর যেন মিউলের লাথি—ঠিকমতো লাগলে ওই এক ঘুসিতে কার্যোদ্ধার হয়ে যেত। কিন্তু সতর্ক জন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও রেখেছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে বিদ্যুৎ গতিতে ঝলসে উঠল ওর দু'হাত, অসামান্য ক্ষিপ্রতায় কার্ল ব্লেযারের কব্জি চেপে ধরল জন, নিজের শরীরে মোচড় তুলে দৈত্য কিছু বুঝে উঠবার আগেই কাঁধের উপর নিয়ে এল তার প্রকাণ্ড হাত; মুচড়ে ধরল গায়ের জোরে, তারপর দুই সেকেণ্ডের মধ্যে তীব্র টানে দৈত্যকে আছড়ে ফেলল মেঝেয়। কী থেকে কী হলো কিছুই বুঝতে পারেনি কার্ল, স্রেফ বেকুব বনে গেছে। ভারী দেহটা এত জোরে মেঝেয় পড়েছে যে পুরো দালান কেঁপে উঠেছে।

নিথর পড়ে থাকল কার্ল। প্রকাণ্ড শরীরে প্রাণের চিহ্ন বলতে

শুধু চওড়া বুকের ওঠা-নামা। দ্রুত গতিতে হলেও চলছে। তারপর ফুলে যাওয়া চোখ মেলল সে, পাশ ফিরে এক কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠল; বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হয়ে যাওয়া দর্শকদের দিকে। প্রবলভাবে মাথা নাড়ল বার কয়েক, পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে এখনও বোধহয় পুরো সচেতন হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত সব উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো। বেদম মার খেয়েছে। মার খেয়ে পর্যুদস্ত হয়েছে ছিপছিপে দেহের সি-পি ফোরম্যানের হাতে, অথচ শক্তির বিচারে ওর কাছে সে নস্যি। একটু দূরে অনড় দাঁড়িয়ে আছে জন ক্যালকিন নামের শয়তানটা, ও কিছু করবে এ অপেক্ষায় আছে। মুখের কয়েক জায়গায় কেটে গেছে তার, ফুলে গেছে ঠোঁট আর একটা চোখের কোণ। ছড়ে যাওয়া আঙুলের গাঁট ছাড়াও শরীরের বেশ কয়েক জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তবে কোনটাই মারাত্মক কিছু নয়।

তীব্র ঘৃণায় ছেয়ে গেল কার্লের পুরো শরীর। জ্বলে উঠল ওর চোখ। কোমরে চলে গেছে হাত, বেল্ট হাতড়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ছোট্ট একটা পিস্তল বের করে ফেলল। বিস্মিত ও বিমূঢ় দর্শকদের চোখের সামনে অবলীলায় সেটা তাক করল জন ক্যালকিনের দিকে।

'যেভাবে হোক, ঠিকই খুন করব তোকে!' নিচু স্বরে ঘোষণা করল কার্ল, বিক্ষত ঠোঁটের কারণে কথাগুলো বিকৃত হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিল জন। ট্রিগার টেনে দিয়েছিল কার্ল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে জনের হাতের ধাক্কায় ছাদ ফুটো করল গুলিটা।

'ফাঁপা একটা পিপে দেখছি তুমি, ব্লেযার!' সরোষে বলল জন, খেপে গেছে। 'কাপুরুষ! আমার জন্যে একটা পিস্তলও লুকিয়ে রেখেছ!' গায়ের জোরে কার্লের কব্জিতে মোচড় দিল ও, যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল দৈত্য, পিস্তল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো।

কার্লের খুলির সঙ্গে পিস্তলটা চেপে ধরল জন।

এবার অসহায় অবস্থায় পড়ে গেছে কার্ল। জ্বলন্ত চোখজোড়া দেখে ভড়কে গেছে সে, খুলির হাড়ে ইস্পাতের ব্যারেলের চাপ ওকে মনে করিয়ে দিচ্ছে ছোট্ট ট্রিগারে সামান্য চাপ পড়লেই গুলি বেরিয়ে যাবে...ওপারের যাত্রা নিশ্চিত হয়ে যাবে। দৈত্যাকার দেহ থেকে সমস্ত সাহস উবে গেল মুহূর্তে। গুলি খেয়ে ধড়াস করে আছড়ে পড়বে ওর ভারী দেহ, তীব্র যন্ত্রণা বোধ করবে...এরপর কী হবে?

আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল কার্ল ব্লেযার।

'গুলি করো না!' সন্ত্রস্ত কণ্ঠে অনুরোধ করল ও, দু'হাত মাথার উপর তুলে ধরেছে। হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে।

সামান্য ইতস্তত করল জন, তারপর পিস্তলটা ওয়েস্ট-ব্যাণ্ডে গুঁজে রাখল। 'বেশ,' গম্ভীর কিন্তু তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল। 'এবার রওনা দাও। তল্লাট ছেড়ে চলে যাবে। হয় নিজে যাবে, নয়তো আমিই তোমাকে দেশছাড়া করব—কফিনে করে।'

সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল কার্ল ব্লেযার, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে স্খলিত পায়ে নিজের জিনিসপত্রের কাছে চলে গেল। ওগুলো তুলে নিয়ে এগোল দরজার দিকে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। ভিড় করে থাকা লোকজন সরে গিয়ে জায়গা করে দিল তাকে।

দৃষ্টি নিচু হয়ে আছে কার্লের। চোখ তুলে তাকানোর সাহস নেই, জানে কারও মুখে সহানুভূতি দেখতে পাবে না, বরং প্রায় প্রত্যেকে নিশ্চয়ই ভিতরে ভিতরে উল্লসিত বা রোমাঞ্চিত। কঠিন, কাটখোট্টা জীবনে অভ্যস্ত মানুষগুলোর প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু রীতি-নীতি রয়েছে এবং বরাবরই তা অগ্রাহ্য করে এসেছে সে। স্বভাবতই, এদের মনে অসীম ক্ষোভ ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

ন্যায্যভাবে লড়ে হেরে গেলে ক্ষতির পরিমাণ কম হতো, বহু মানুষ বাহবা দিত ওকে, অন্তত বিদ্রূপ করত না; কিন্তু এখন সবার

তাচ্ছিল্য ও উপহাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ও···কার্লের আচ্ছন্ন মস্তিষ্কে শুধু একটা জিনিসই কাজ করছে এখন—এখান থেকে চলে যেতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। যত দূরে সম্ভব চলে যেতে হবে, নইলে আজকের ঘটনা ঠিকই ওর পিছু নেবে। লোকজন রসিয়ে রসিয়ে অন্যায় সুবিধা নিয়ে লড়েও হেরে যাওয়ার গল্প করবে। এদের অবজ্ঞা বা বিদ্রূপ সহ্য করা মুশকিল হবে। তা ছাড়া, সি-পি ফোরম্যান ধাপ্পা দেয়নি। মুখ দেখেই কার্ল বুঝেছে যা বলেছে অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করবে সে।

চলে যাওয়ার আগে কিং-এর সাথে দেখা করতে হবে, যদিও বড় ভাইয়ের রাগ ও বিদ্রূপ মুখ বুজে সহ্য করা কঠিন হবে···

বিধ্বস্ত দেহটা স্যাডলে চাপাল কার্ল ব্লেযার, তারপর অন্ধকারে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। আজীবন বুক ফুলিয়ে এ শহরে ঢুকেছে সে, কিন্তু আজ চোরের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে···

সেলুনে তখন সিংহভাগ দর্শকের অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছে জন ক্যালকিন। প্রবল এক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে অসম লড়াইয়ে শুধু জিতেইনি ও, বরং ব্লেযারদের একচ্ছত্র আধিপত্যকে খর্ব করেছে; সার্কেল-বির আরও একটা আগ্রাসনকে রুখে দিয়েছে মুন্সিয়ানার সঙ্গে—উপস্থিত দর্শক তো বটেই, বেসিনের বেশিরভাগ লোকই সন্তুষ্ট হয়েছে তাতে। তবে ব্যতিক্রম নেই যে তা নয়। এমনকী এখানেও রয়েছে দু'একজন, যাদের একজন মার্শাল জেরেমি সিস্টো। কার্ল ব্লেযারের পতন নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার অলক্ষে সরে পড়েছে সে।

'মার্শাল দেখছি চলে গেছে,' বলল জন। 'ভেবেছি ক্যালের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে আসল সত্য শুনতে পাবে সে। যাক্‌গে, বেন, তুমি সবাইকে ঘটনা খুলে বলো তো। আমি এই ফাঁকে সাফ-সুতরো হয়ে নিই।'

বেনের কাছ থেকে সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারল

সবাই। স্লুইসে পড়েও জন বেঁচে গেছে শুনে কারও কারও চোখ কপালে উঠল।

'তা হলে এটা স্পষ্ট যে জনের পক্ষে তখন ক্যালকে গুম করে দেওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ আমি নিজে ওকে স্লুইস থেকে উদ্ধার করেছি,' উপসংহার টানল বেন ব্লকার। বুড়ো মাইনারের আবিষ্কার সম্পর্কে কিছুই বলল না।

'তা হলে ক্যালকিনকে ধাক্কা দিল কে?' জানতে চাইল টবিন ওয়াঁকার।

'এর সঠিক জবাব দিতে পারবে মিস্টার মেসনর,' জানাল বেন।

কিন্তু উত্তেজনার কোন এক ফাঁকে মার্শালের মতোই সটকে পড়েছে সার্কেল-বি রাইডার। কেউ খেয়াল করেনি।

একটু পর ক্ষতের পরিচর্যা শেষে ফিরে এল জন। মেসনরের উধাও হওয়া নিয়ে বিস্মিত হলো না, এটাই আশা করেছিল। 'কী আশা করেছ, আমাদের জন্যে অপেক্ষায় থাকবে ও?' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল জনের কণ্ঠে, বন্ধুর উদ্দেশে হাসল। 'যাক্‌গে, ক্লান্ত লাগছে, বেন, মনে হচ্ছে সারা দিন গাধার খাটুনি গেছে! চলো, বাড়ি ফিরে যাই।'

জনের শরীরের ক্ষতগুলো খুঁটিয়ে দেখল বেন। কয়েক স্থানে ছড়ে গেছে, কালশিটে পড়েছে। ইতোমধ্যে ফুলতে শুরু করেছে। 'যা আশঙ্কা করেছিলাম তারচেয়ে ভালই মনে হচ্ছে অবস্থা,' শেষে মন্তব্য করল সেগুণ্ডো। 'তবে যাই বলো, ভূগোলটা ক'দিনের মধ্যে ঠিক চেনা যাবে না। রওনা দাও তা হলে। আমি তোমাকে ধরে ফেলব। ছোট্ট একটা কাজ সারতে হবে।'

'আরে বেকুব, আমি তোমাকে একা ছাড়লে তো!' মুখ টিপে হাসল জন। 'অযথা হুড়োহুড়ি করে লাভ নেই, মনে হয় না ওকে খুঁজে পাবে।'

সেলুন থেকে বেরিয়ে আসতে জন আবিষ্কার করল ওর ঘোড়া রেইলে নেই। বিস্মিত হলো। ঠিকমতো বাঁধেনি? তা হয় কী করে! এ কাজটা হাজারবার করেছে, কিন্তু কখনও অমন হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা, নিগার খুব বাধ্য ও প্রশিক্ষিত ঘোড়া। বাঁধন খুলে গেলেও দূরে কোথাও যাবে না। বিশ-পঞ্চাশ গজ গেলেও ঠিক ফিরে আসবে।

কার্ল ব্লেযার বিদ্বেষবশত নিগারের বাঁধন খুলে দেয়নি তো? এটা একটা সম্ভাবনা হতে পারে। কিংবা মেসনর বা সার্কেল-বির অন্য কোন রাইডারের অপকর্ম হতে পারে। নিগারকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, হয়তো কিছু দূর পর্যন্ত নেওয়ার পর ছেড়ে দিয়েছে; সেক্ষেত্রে খোঁজাখুঁজি করলে আশপাশে পাওয়া যাবে নিগারকে।

কিন্তু খুঁজতে গিয়ে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সময় লাগল। প্রায় এক ঘণ্টা পর শহরের কিনারে নিগারকে খুঁজে পেল জন। স্যাডল-হর্নের সঙ্গে লাগাম পেঁচিয়ে রাখা। এর মানে হচ্ছে কেউ অপকর্মটা করেছে। ঝুলন্ত লাগাম থাকলে প্রভুভক্ত কোন ঘোড়াই নিজ থেকে কোথাও সরে যায় না।

ক্লান্ত শরীর স্যাডলে চাপাল জন। চাপ চাপ ব্যথা অনুভব করছে সারা দেহে। অন্ধকারে ট্রেইল ধরে এগোনোর সময় বিশ্রাম ও ব্যথা কমানোর প্রয়াস নিয়ে মাথা ঘামাল ও, অযথা হয়রানি করতে অদৃশ্য শত্রুর নীচ কৌশল সম্পর্কে বেমালুম বিস্মৃত হলো।

স্যাডলের নীচে একটা স্পার বসিয়ে দেয়নি বা নিগারকে গুলি করেনি বলে বরং সন্তুষ্ট বোধ করছে। সার্কেল-বি সম্পর্কে যা বুঝতে পেরেছে, এদের পক্ষে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও হীন কাজটাও করা সম্ভব।

সতেরো

পরদিন সকালে মূড়ির ডাকে ঘুম ভাঙল জনের। বুড়ো র‍্যাঞ্চার ডেকে পাঠিয়েছে।

সমীহের চোখে ফোরম্যানের মুখে কালশিটে দাগ ও ফোলা দেখল কাউবয়, চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। 'খাইছে! তোমার যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে, দৈত্যটা না জানি কত মার খেয়েছে!' ঘোর লাগা কণ্ঠে বলল তরুণ পাঞ্চার। 'ইশ্‌শ্‌, লড়াইটা যদি দেখতে পেতাম! কার্ল ব্লেয়ারের *বড় মুখটা* ভর্তা হয়ে যেতে দেখতে এক মাসের বেতনও খরচ করতে রাজি আমি!'

'আর ওই লড়াইয়ের দর্শক হতে এর দ্বিগুণ খরচ করতে রাজি আছি আমি,' স্মিত হেসে বলল জন। 'কী জানো, লড়াই হচ্ছে এমন এক খেলা যেখানে সব মজা শুধু দর্শকদের কপালেই জোটে!'

গায়ে চাপ চাপ ব্যথা অনুভব করছে ও। নড়তে গেলে তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে। বিধ্বস্ত দেহে মড়ার মতো ঘুমিয়েছে, তাই উঠতে দেরি হয়েছে। বিশ্রামটা অবশ্য কাজে দিয়েছে, গতরাতের চেয়ে ব্যথা বেশ কম বোধ হচ্ছে, যদিও সারা শরীর ও পেশিতে আড়ষ্টতা বোধ করছে।

ঝটপট প্রাতঃকার্য শেষ করে র‍্যাঞ্চ হাউসে চলে এল ও। গরম পানিতে গোসল করতে পারলে হয়তো শরীরে ব্যথা বা আড়ষ্টতা কমে যেত, তবে এখনই নয়, আগে র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে কথা বলবে।

হয়তো জরুরি কিছু।

একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। বারান্দায় মাইক পার্কারকে দেখতে পেল, তার সামনে ঘোড়ার পিঠে আসীন দু'জন লোক—এ মুহূর্তে জনের দিকে পিঠ দিয়ে আছে। আরও কয়েক পা এগিয়ে যেতে তাদের মুখ দেখতে পেল। মার্শাল জেরেমি সিস্টো এবং জন মেসনর। সার্কেল-বি পাঞ্চারকে দেখে সরু হয়ে গেল জনের চোখ।

জড়সড় দেখাল মেসনরকে, অস্বস্তির সঙ্গে স্যাডলে নড়েচড়ে বসল। অদ্ভুত বা অজানা কোন কারণে জনকে ভয় পাচ্ছে সে এবং জনের চোখের চাহনিও দেখেছে এইমাত্র। সেটা মোটেই ভাল লাগেনি তার। অস্বস্তি তাড়াতে ভেস্টের কিনারা টেনে-টুনে বুকের উপর নিয়ে এল সে, তাই আড়ালে পড়ে যাওয়া ডেপুটির ব্যাজটা দৃশ্যমান হলো।

মেসনর তা হলে ডেপুটি বনে গেছে!

আরও কত কী যে দেখতে হবে এখানে, বিতৃষ্ণার সঙ্গে ভাবল জন। 'আমার খোঁজ করেছিলে?' বসের দিকে ফিরে জানতে চাইল ও, মুখ নির্বিকার হয়ে গেছে।

'আমিই তোমার খোঁজ করেছি, ক্যালকিন,' কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল মার্শাল।

'তোমার অধ্যবসায়ের প্রশংসা করতেই হয়, সিস্টো,' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল জনের কণ্ঠে। 'গতরাতেও আমাকে খোঁজ করেছিলে, কিন্তু শেষে লাপাত্তা হয়ে গেছ। ফের মত বদলেছ, না নদী থেকে বড়শি দিয়ে তুলে ফেলেছ ক্যালের লাশ?'

'না,' সংক্ষেপে জবাব দিল মার্শাল, মুখ ভার হয়ে গেছে। 'গত রাতে কখন সি-পিতে ফিরেছ তুমি?'

'তাতে তোমার কী মাথা ব্যথা বুঝতে পারলাম না! যাক্‌গে, ধরো সময়টা প্রায় মাঝরাতের কাছাকাছি।'

'অথচ তুমি লাকি চান্স সেলুন থেকে বেরিয়ে এসেছ রাত ন'টার দিকে। শহর থেকে র‍্যাঞ্চে পৌঁছাতে তিন ঘণ্টা লাগবার কথা নয়। পাগলেও ওই কথা বিশ্বাস করবে না।'

কঠিন দৃষ্টিতে মার্শালকে দেখল জন, ইচ্ছে করছে হোঁৎকা মুখে একটা ঘুসি বসিয়ে দেয়, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। 'আমার ঘোড়াটা খুঁজতে হয়েছিল। কে যেন ওটাকে হিচিং রেইল থেকে খুলে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। ঘোড়া খুঁজে পেতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগেছে।'

শয়তানি হাসি ফুটল মার্শালের মুখে। 'যদি বলো তোমার একটা পা ভেঙে গেছে, সেটা হয়তো বিশ্বাস করতে পারি!' কথাটা শুনে মুখ টিপে হাসল জনি মেসনর। 'কিন্তু সাক্ষী আছে যে সেলুন থেকে বেরিয়ে সার্কেল-বির ট্রেইলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছ তুমি।'

প্রবল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মেসনরকে দেখল জন। 'সবাই যা দেখতে পায় না তার অনেক কিছুই তুমি দেখতে পাও, তাই না?'

ধাপ্পা মারল মার্শাল। 'উঁহুঁ, জনি নয়, আমি নিজের চোখে তোমাকে যেতে দেখেছি।'

গম্ভীর হয়ে গেল জন। 'যা ঘটেছে তাই বলেছি আমি, বিশ্বাস না-হলে শহরের লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। একটা কথা না-বলে পারছি না, সিস্টো, টিনের যে-ব্যাজটা বুকে এঁটেছ ওটা কিন্তু বুলেট ঠেকাতে পারে না। তাই, যাই করবে বা আমার সামনে এলে বুঝে-শুনে কোরো। ব্যাজের কারণে বিশেষ খাতির পাবে না আমার কাছে। যাক্‌গে, কোন্ মতলবে এসেছ বলে ফেলো এবার।'

'মতলব আমার মনে নেই, থাকলে সেটা তোমার মনে আছে,' তর্ক করল মার্শাল, কণ্ঠ কঠিন হয়ে গেছে। 'কিংবা ছিল। শুনে নিশ্চয়ই আকাশ থেকে পড়বে যে গতরাতে পিঠে গুলি খেয়ে খুন হয়েছে কার্ল ব্লেয়ার? বলো, এখনই শুনলে কথাটা! হ্যাঁ, উইণ্ডি

থেকে কয়েক মাইল দূরে অ্যাম্বুশ করা হয়েছিল ওকে। গত রাতের ঘটনা।'

ইঁদুরের মতো কুঁতকুঁতে চোখে তাকিয়ে আছে সে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে জনের উপর–জানতে চায় খবরটা শুনে কী প্রতিক্রিয়া হয় জনের। কিন্তু মানতেই হলো, ফোরম্যানের বিস্ময় নির্ভেজাল। এত অবাক হয়েছে যে একেবারে হাঁ হয়ে গেছে, মুখে কথা সরছে না, চাহনিতে রাজ্যের অবিশ্বাস।

'কার্ল ব্লেযারকে অ্যাম্বুশ করা হয়েছে?' চমকের কারণে চড়া হয়ে গেল জনের কণ্ঠ, পরমুহূর্তে গতরাতে ওর ঘোড়া অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কারণটা বুঝতে পারল। 'আর সেজন্যে আমাকে আসামী সাব্যস্ত করেছ?'

ডেপুটির দিকে চেয়ে নড করল মার্শাল। 'বলেছি না, ওর ঘটে হলুদ পদার্থের অভাব নেই?'

'আর ওই জিনিসটারই ঘাটতি আছে তোমাদের,' বলল জন। 'কার্লকে যদি খুনই করবার ইচ্ছে থাকত, তা হলে গতরাতে লাকি চান্সেই ফেলে দিতে পারতাম! ওকে খুন করবার ষোলোআনা অধিকার ছিল আমার। কেউ কোন প্রশ্ন করত না।'

'মোক্ষম চাল! নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করেছ, কেউ যাতে তোমাকে সন্দেহ করতে না-পারে,' বিদ্রূপের স্বরে বলল মার্শাল।

'বোঝা গেল মনস্থির করে এসেছ তুমি,' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল জন। 'বুঝিয়ে-শুনিয়ে বা যুক্তি দিয়ে কোন কাজ হবে না। যাক্‌গে, এ ব্যাপারে কী করতে চাইছ তুমি?'

'তোমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাব,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল জেরেমি সিস্টো, কণ্ঠে ততটা জোর নেই। আত্মবিশ্বাসীও দেখাচ্ছে না তাকে।

'তা-ই?' গম্ভীর হয়ে গেছে জন, সরু চোখে দেখছে মার্শাল ও তার ডেপুটিকে। 'কীভাবে গ্রেফতার করবে, ভেবেছ কিছু? নিশ্চয়ই

জানো, চাইলেই আমাকে গ্রেফতার করতে পারবে না?'

মুখ দেখেই বোঝা গেল উপায়টা জানা নেই মার্শালের। এখন বুঝতে পারছে মাত্র একজন লোক নিয়ে সি-পি র‍্যাঞ্চে আসা ঠিক হয়নি, যেখানে নিশ্চিত জানত আপসে আত্মসমর্পণ করবে না জন ক্যালকিন। চরম বোকামি হয়ে গেছে। তবে এও ঠিক উইণ্ডিতে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েও একটা পাসি দাঁড় করাতে পারত কি-না সন্দেহ, কারণ বেশিরভাগ মানুষ ক্যালকিনের পক্ষ অবলম্বন করবে বা তার কথাকে যৌক্তিক মনে করবে। ফেয়ার ফাইটে যখন গুলি করে ফেলে দিতে পারত কার্ল ব্লেযারকে, তা হলে কেন রাতের অন্ধকারে পিঠে গুলি করবে? ক্যালকিনের চরিত্রের সঙ্গে ঘটনাটা যেমন খাপ খায় না, তেমনি সাধারণ মানুষও এত বোকা নয় যে মার্শাল যা-তা বললেও হুজুগে মেতে উঠবে। বরং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, বিশেষ করে ক্যালকিন চৌহদ্দিতে আসবার পর, এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যা সার্কেল-বির একচ্ছত্র আধিপত্য বা দাপটকে খর্ব করবার পাশাপাশি পরোক্ষভাবে সাধারণ মানুষকে সচেতনও করে তুলেছে। এখন আর তাদের যেনতেনভাবে বুঝ দেওয়া যাচ্ছে না, কিংবা ব্লেযারদের ভয়ও ততটা সংক্রামক মনে হচ্ছে না।

ধাপ্পা দিয়ে কাজ সারতে চেয়েছিল সিস্টো, কিন্তু বলা চলে ব্যর্থ হতে চলেছে। তবে হাল ছেড়ে দেওয়ার আগে শেষ চেষ্টা চালাতে তৎপর হলো মার্শাল।

'আইনের বিরোধিতা করে বা ল-ম্যানদের কর্তব্যে বাধা দিয়ে আসলে নিজের অপরাধ প্রমাণ করছ তুমি,' চালিয়াতির সুরে বলল সিস্টো।

'বলো কী! কখন তোমাদের কর্তব্যে বাধা দিলাম, কিংবা কীভাবেই বা আইনের বিরোধিতা করলাম?' কঠিন স্বরে জানতে চাইল জন। 'আর তুমিই বা কী করেছ এ পর্যন্ত? আষাঢ়ে একটা গল্প বলা ছাড়া তো কিছুই করোনি! স্যাডলে নিজেকে বেঁধে এসেছ

নাকি যে নামতে পারছ না?’

স্যাডলে বাঁধা না-থাকলেও মাটিতে নামতে সামান্য আগ্রহও দেখাল না মার্শাল, এ অবস্থানে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। সদ্য নিযুক্ত সহকারীর দিকে তাকাল সে। ছোট্ট করে মাথা নাড়ল মেসনর। নিজের নিরাপত্তা বা স্বার্থে আইন প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক সে, কিন্তু তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না। বুঝে গেছে ক্যালকিনের সঙ্গে সুবিধা করতে পারবে না। দেয়ালের এক খিলানের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্যালকিন, বেল্টের পিছনে দুই হাতের বুড়ো আঙুল ঢুকানো–ভঙ্গিটা যতই আয়েশী দেখাক, কিন্তু ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত চোখজোড়ায় সতর্কতার ঘাটতি নেই। বোঝাই যায় মুহূর্তের মধ্যে নরক নামিয়ে আনবে এই লোক। পিস্তলে যে সে জাদু দেখাতে জানে সেটা এরইমধ্যে প্রমাণ করেছে। চৌহদ্দিতে সবচেয়ে চালু পিস্তলবাজ ও ভয়ঙ্কর লোক হিসাবে খ্যাত হুইটি পাত্তাই পায়নি জন ক্যালকিনের কাছে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জেরেমি সিস্টো। হতাশা চেপে রেখে এবার ভিন্ন পথ ধরল, অনুরোধের সুরে র‍্যাঞ্চারকে বলল: ‘কী জানো, পার্কার, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লোক হিসাবে তল্লাটে বেশ সুনাম আছে তোমার। যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য ও নিরেট অভিযোগ নিয়ে এসেছি আমরা এবং কথাবার্তা যা কিছু হলো, সবই শুনেছ। আমার তো মনে হয় দায়িত্ব এড়াতে পারো না তুমি, বরং সৎ ও উদার নাগরিক হিসাবে ফোরম্যানকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। ক্যালকিন যদি নির্দোষ হয়, সেটা কোর্টে প্রমাণ হবে...’

‘যথেষ্ট লেকচার দিয়েছ, সিস্টো,’ মার্শালকে থামিয়ে দিল র‍্যাঞ্চার, রূঢ় শোনাচ্ছে কণ্ঠ। ‘আর যাই হোক, তোমার মুখে ওসব নীতি কথা মানায় না! আসলে কী ঘটেছে, বিলকুল বুঝতে পারছি। এবার ভালয় ভালয় কেটে পড়ো, এ নিয়ে যদি আর একটা কথাও বলো, তোমাকে ঠেঙিয়ে বিদায় করব আমার র‍্যাঞ্চ থেকে! লেজ

তুলে পালাও, সিস্টো, তোমার *ইঁদুরে মুখটা* দেখতে ঘেন্না লাগছে! সঙ্গের হোঁৎকাটাকে নিয়ে যেতে ভুলে যেয়ো না কিন্তু!'

থমথমে হয়ে গেছে মার্শালের মুখ, প্রবল অসন্তোষ ও বিতৃষ্ণা নিয়ে দেখছে র‍্যাঞ্চারকে। 'আজকের ঘটনা কিন্তু ভুলে যাব না,' হুমকির সুরে ঘোষণা করল সে। 'ঠিক মনে রাখব, পার্কার।'

'ভুলবে কেন! আমি বরং তোমাকে মনে রাখতেই বলছি,' তপ্ত স্বরে বলল মাইক পার্কার। 'তা হলে হয়তো ফের অমন অদ্ভুতুড়ে অভিযোগ নিয়ে এখানে আসবে না। অফিসার হিসাবে জঘন্য একটা লোক তুমি, সিস্টো! জানি না তোমার মতো আর কেউ ঠাণ্ডা মাথায় কারও বিরুদ্ধে এমন মিথ্যে অভিযোগ খাড়া করে কি-না, তবে আমি তোমাকে সার্টিফিকেট দিচ্ছি, এ কাজে তোমার জুড়ি নেই। কিং ব্লেযার নিশ্চয়ই তোমার বেতন বাড়িয়ে দেবে, ওর পা চেটে আর কতই বা পাও!'

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল মার্শাল, একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে; ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি র‍্যাঞ্চার তাকে এভাবে অপমান করবে। এতটা বিব্রত হয়ে পড়েছে যে মুখে কথা সরছে না। এভাবে আর কখনও হেনস্তা হয়নি, কারও কাছেই নয়। তলে তলে শীতল রাগ ও ঘৃণা বোধ করছে সে, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। সময় আসবে! এ অপমানের প্রতিশোধ ঠিকই নেবে। শক্তি-সামর্থ্য, বুদ্ধি বা কৌশল—সবই ওর পক্ষে রয়েছে। সি-পির পতন স্রেফ সময়ের ব্যাপার। ব্লেযাররা এখনও মরিয়া হয়ে ওঠেনি বলেই টিকে আছে, নইলে কবেই দেশছাড়া হয়ে যেত!

'একজন ল-ম্যানকে অপমান করবার দায়ে বোধহয় তোমাকে গ্রেফতার করা উচিত,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মার্শাল, প্রায় নিস্পৃহ হয়ে গেছে মুখ, কিন্তু কুঁতকুঁতে চোখের গভীরে জিঘাংসা।

'নির্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে একজন ল-ম্যান ষড়যন্ত্র পাকালে কী শাস্তি পেতে পারে, তুমি বরং ওটা নিয়ে ভাবতে থাকো। আমার

তো মনে হয় শিগ্‌গিরই এমন একটা কিছুর অভিযোগে তোমার বিচার হতে যাচ্ছে!' হাসতে হাসতে বলল র‍্যাঞ্চার, দুই ল-ম্যানের অপ্রস্তুত ভাব দেখে আমোদ পাচ্ছে।

ঠিক আছে, দেখে নেব—এমন একটা চাহনি ছুঁড়ে দিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে চলে গেল মার্শাল জেরেমি সিস্টো, পিছনে ছায়ার মতো অনুসরণ করল জনি মেসনর।

দুই অফিসার ট্রেইলের বাঁকে হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল জন, তারপর র‍্যাঞ্চারের দিকে ফিরে তাকে ধন্যবাদ জানাল।

'ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই এতে, জন, কর্তব্য পালন করেছি মাত্র,' সহাস্যে বলল পার্কার। 'আমি নিশ্চিত জানি যে তুমি কার্ল ব্লেযারকে খুন করোনি। সেটা সিস্টোও জানে। আমার তো মনে হয় স্রেফ বাজিয়ে দেখতে এসেছিল ওরা, আমি যদি আপসে তোমাকে ওদের হাতে তুলে দিই, তা হলে কেল্লা ফতে হয়ে যেত! একটা চান্স নিল আর কী। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এসবের পিছনে কিং ব্লেযারের হাত রয়েছে। সিস্টোকে সেই চালায়।'

'আমার মনে হয় পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠবে শিগ্‌গিরই,' আশঙ্কা প্রকাশ করল জন।

চিন্তিত দৃষ্টিতে ফোরম্যানকে দেখল পার্কার, ভুরু কুঁচকে গেছে। 'তুমি নিশ্চয়ই সি-পিতে পানসে সময় কাটানোর অভিযোগ করছ না?'

চওড়া হাসল জন। 'এটা তো ভেবে দেখিনি! যোগ দেওয়ার পর থেকে বরং নানা ঘটনায় চলে গেছে সময়। যাক্‌গে, কার্লকে হারিয়ে নিশ্চয়ই খেপে যাবে কিং। এবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠবে সে। আমাদেরও ব্যস্ততা শুরু হবে।'

সি-পি র‍্যাঞ্চ ত্যাগ করবার সময় প্রায় একই ধরনের ভাবনা খেলে

গেল মার্শাল জেরেমি সিস্টোর মাথায়। একটু আগে চরম হেনস্তা হয়েছে সত্যি, যারপরনাই বিব্রত হয়েছে–বিশেষ করে সদ্য নিযুক্ত ডেপুটির সামনে; কিন্তু ঘটনার অন্য একটা দিক সন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর জন্যে। সযত্নে ব্যাপারটা চেপে গেছে ডেপুটির কাছে।

অত প্যাঁচ বুঝবে না জনি মেসনর। একটু হলেও মাথা মোটা সে। জন ক্যালকিনের ভূত চেপে বসেছে মাথায়। এমনিতে ভয়ে ভয়ে ছিল যে স্লুইসের ওই ঘটনার মূলে নিশ্চয়ই ওকে সন্দেহ করে জন ক্যালকিন, তাই ডেপুটি হওয়ার প্রস্তাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিয়েছে সে। ভেবেছে ব্যাজের কারণে নিরাপত্তা পাবে, কিন্তু সি-পি র‍্যাঞ্চে ক্যালকিনের মুখোমুখি দাঁড়ানোর পর আর ততটা ভরসা করতে পারেনি। স্পষ্টত যে ক্যালকিন চাইলে যে-কোন মুহূর্তে হামলে পড়বে ওর উপর। মার্শাল কেন, তখন কেউই তাকে ঠেকাতে পারবে না।

দুশ্চিন্তায় প্রায় অসুস্থ বোধ করছে জনি। আদপে মার্শাল কেন সি-পি র‍্যাঞ্চে এসেছে জানা নেই ওর, ক্যালকিনকে সামনে দেখে প্রায় সবই গুলিয়ে ফেলেছিল। জেরেমি সিস্টো যদি নির্দিষ্ট কোন ফন্দি এঁটেও থাকে, সেটা খেয়াল করবার মানসিকতা তখন ছিল না ওর। ক্যালকিনের সামনে থেকে সরে যেতে পারলেই স্বস্তি পেত, এ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা ছিল না মনে।

র‍্যাঞ্চার আর মার্শালের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের সময় শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল ও, ভয় পাচ্ছিল যে-কোন মুহূর্তে হয়তো শোডাউন ঘটে যাবে। সেক্ষেত্রে ক্যালকিন যে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে, তা একরকম অবশ্যম্ভাবী মনে হয়েছিল–সি-পি ফোরম্যানের প্রথম গুলি যে ওর দিকে ছুটে আসবে এ নিয়ে সামান্য সন্দেহও ছিল না মনে। প্রবল চেষ্টায় মুখটা নির্বিকার রাখতে পারলেও ভিতরে ভিতরে ঘেমে যাচ্ছিল জনি, মনে-প্রাণে

ঈশ্বরকে ডেকেছে। সারা জীবন ধরে যতবার না ঈশ্বরকে ডেকেছে ওই কয়েকটা মিনিটে তার চেয়ে বেশি ডেকেছে!

নীরবে এগিয়ে চলল দু'জন। যার যার নিজস্ব ভাবনায় ব্যস্ত। একটু পর নীরবতা ভাঙল জনি। 'যদ্দূর মনে হলো পার্কারের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ভাল নয়, মোটেও বন্ধুত্বপূর্ণ বলা যাবে না?'

সন্দিহান চোখে ওকে দেখল মার্শাল। 'সেটা কি অন্যায় হয়ে যাবে?' অসন্তুষ্ট স্বরে জানতে চাইল সে, কণ্ঠ কর্কশ হয়ে গেছে। 'কাকে পছন্দ করব বা কে আমার বন্ধু হবে, সেটা আমার নিজের মর্জি!'

'ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন নয়, এমনিতে জানতে চাইছিলাম,' বলল জনি। 'যা বুঝেছি, মাইক পার্কারের আচমকা কিছু হয়ে গেলে তুমি একটুও দুঃখ পাবে না।'

এবার বিস্ফারিত হলো মার্শাল। 'ঠিকই বলেছ, একটুও পাব না! আমার বোন-জামাই হয় নাকি যে বোনের কষ্টে মন খারাপ হয়ে যাবে? যা ইচ্ছে করো ওকে নিয়ে, মারো কাটো বা ওর র‍্যাঞ্চ পুড়িয়ে দাও...কিচ্ছু যায়-আসে না আমার!'

'পার্কার বা সি-পি র‍্যাঞ্চের জন্যে কিছু করতে যাচ্ছি না আমি,' বিব্রত স্বরে ব্যাখ্যা করল ডেপুটি। 'সামান্য কৌতূহল হয়েছিল যে ওর কিছু হয়ে গেলে তোমার কেমন লাগবে। যাক্‌গে, কিং-এর সঙ্গে দেখা করবে এখন?'

গম্ভীর মুখে নড করল মার্শাল।

সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চে পৌঁছানো পর্যন্ত পথে আর কথা হলো না দু'জনের মধ্যে, নীরবে পথ চলেছে।

প্রকাণ্ড হলরুমে সার্কেল-বি বস্-কে পেল ওরা। সি-পি র‍্যাঞ্চে মার্শালের ভ্রমণের বৃত্তান্ত শুনে গম্ভীর হয়ে গেল কিং, কপালে ভাঁজ পড়েছে।

'এত কষ্ট করে সি-পিতে গিয়ে তা হলে বেকুব বনেছ?' বিদ্রূপ

ঝরে পড়ল সার্কেল-বি বসের কণ্ঠে। 'ভেবেছ তুমি বাঁশি বাজাবে আর ক্যালকিন সুড়সুড় করে তোমার পায়ের কাছে এসে দাঁড়াবে?'

'কিন্তু প্রাপ্তিটা কম কীসে?' তর্ক করল মার্শাল। 'আইন অমান্য করে বরং আখেরে নিজের ক্ষতিই করেছে ক্যালকিন, আইনকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ দাঁড় করানো যাবে ওর বিরুদ্ধে। একই অভিযোগে পার্কারকেও দণ্ডিত করা সম্ভব।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে বাতাসে একটা হাত নাড়ল কিং। 'উইণ্ডিতে তোমার বা তোমার আইনের পরোয়া করে কে? কেউ না!' হাত নামিয়ে পিস্তলের বাঁটে টোকা দিল সে। 'এখানে শুধু একটা আইন আছে, যার কথা শোনে লোকে। পিস্তলের আইন। সঙ্গে যদি দশ-বারোজন লোক নিয়ে যেতে...'

'অমন লোক পয়দা করব নাকি?' এবার খেপে গেল মার্শাল। 'গত রাতের ঘটনার পর বেশিরভাগ লোক ক্যালকিনের পক্ষে চলে গেছে। এক ডজন কেন, চেষ্টা চালিয়ে এক গণ্ডা লোকও জোগাড় করতে পারিনি। নাকি ভেবেছ আমি চেষ্টাই করিনি?'

'এজন্যেই তোমাকে মাথামোটা বলি!' তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলল কিং। 'লোকের অভাব আছে আমার এখানে? স্রেফ বললেই পেয়ে যেতে! যাক্গে, বোঝা গেল তোমার উপর আর নির্ভর করা চলবে না। এখন থেকে আমিই সব সামাল দেব। তুমি স্রেফ নীরবে দেখে যাবে সব, কোনরকম বাগড়া দিতে এসো না। বুঝেছ?'

ইতস্তত করছে মার্শাল। 'একটু বেশিই দাবি করছ না?'

'ধেত্তেরি! দাবি করলাম কোথায়? আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি!' গর্জে উঠল কিং, কঠিন হয়ে গেছে কণ্ঠ। 'হয় তুমি আমার নির্দেশ শুনবে, নইলে তোমার সাধের ব্যাজ গলা দিয়ে নামিয়ে দেব!'

রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল জেরেমি সিস্টোর মুখ, অপমানে না রাগে বোঝা গেল না। তবে তার আপসী কণ্ঠে স্পষ্ট হলো যে

কিং-এর হুমকিতে ভয় পেয়েছে। 'বহুদিনের সম্পর্ক আমাদের, আর যাই হোক এভাবে নিশ্চয়ই কথা বলে না বন্ধুরা?' মিনমিনে সুরে বলল সে। 'জানি কার্লের ব্যাপারে তোমার মন খুব...'

'বোকা হলে মাশুল তো দিতেই হবে,' রুক্ষ কণ্ঠে মার্শালকে থামিয়ে দিল কিং। 'এ নিয়ে আমার আফসোস নেই। যেমন কর্ম তেমন ফল! শুধু কার্ল নয়, ওর মতো বোকা আছে যারা তাদেরও মাশুল দিতে হতে পারে। আর বন্ধুর কথা বলছ? দুনিয়ায় আমার কোন বন্ধু নেই। আমি একা। নিঃসঙ্গ এক নেকড়ে, কিন্তু আমার দাঁতে ধারের অভাব নেই। খুব ধার, সিস্টো। কামড়ে দেওয়ার জন্যে আমি মুখিয়ে আছি।'

শেষ কথাটা বলবার সময় ঘোঁৎ করে বিজাতীয় একটা শব্দ করল কিং ব্লেযার, আদপে যেন কোন হিংস্র জানোয়ার সে! হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা বোতল থেকে গ্লাসে পানীয় ঢালল, দাঁড়িয়ে থাকা দুই অতিথিকে অফার করা দূরে থাক, এখন পর্যন্ত বসতেও বলেনি। এক চুমুকে গ্লাসের সবটা পানীয় টেনে নিল সে, তরল হুইস্কি বুকে জ্বালা ধরিয়ে নেমে যেতে অজান্তে মুখ কোঁচকাল।

ক্ষণিকের জন্যে চোখ বুজল কিং, কপালের ভাঁজগুলো উধাও হয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিল বোধহয়। এবার দুই পা সামনে বাড়িয়ে টেবিলের উপর তুলে দিল সে, আয়েশ করে বসল।

'ঠিক করেছি কাল সকালে কার্লের খুনের শুনানি করব,' প্রসঙ্গ পাল্টাল সিস্টো। 'চলবে না?'

'শুনানি বা তদন্তের কী আছে?' ত্যক্ত ও অধৈর্য শোনাল কিং-এর কণ্ঠ। মার্শাল মনে মনে ভাবছে মেজাজ তেতে আছে সার্কেল-বি বসের, ভুল সময়ে এসে উপস্থিত হলো বলে অনুতাপ করছে এখন। 'তাতে লাভ হবে কী, শুনি? পিছন থেকে, ঠিক ওর মাথায় গুলিটা করা হয়েছে–পয়েন্ট ফোর-ফাইভ ক্যালিবারের গুলি। এ ছাড়া আর কীই বা জানি আমরা? কেউ কিচ্ছু জানে না, কেউ

সামান্য ইঙ্গিতও দিতে পারবে না যে আসলে গুলিটা করেছে কে। সেক্ষেত্রে তোমার তদন্তে বা শুনানিতে অশ্বডিম্ব ছাড়া আর কী বেরোবে?

'তুমি অবশ্য বলে বসে আছ গুলিটা জন ক্যালকিন করেছে। আদপে কে করেছে, তাতে কী যায়-আসে আমার? ক্যালকিনকে যদি ফাঁসিয়ে দিতে পারো, আমার অন্তত আপত্তি নেই। মোদ্দা কথা হচ্ছে শুনানিতে আমি থাকছি না।'

পকেট থেকে একটা সিগার বের করে দাঁত দিয়ে গোড়া কেটে মুখে পুরল কিং ব্লেযার, তারপর চিবাতে শুরু করল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল সে, তাই খেয়াল করল না দুই অতিথি কখন বেরিয়ে গেল। শুরুতে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়নি, বিদায়ও নিয়ে যায়নি এরা।

যদিও মুখে তেমন প্রকাশ পাচ্ছে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে খেপে আছে কিং। ভাইকে হারানোর শোক বা ধাক্কা সামলে নিতে পারেনি এখনও। ঘটনাটা প্রচণ্ড রাগ ও প্রতিহিংসা জাগিয়ে দিয়েছে ওর ভিতর। খুনি শুধু কার্লকে খুনই করেনি, আসলে ওকে কষাঘাত করেছে। বোকা ছিল বটে, কিন্তু মোটেও অপাংক্তেয় ছিল না কার্ল; বহু কাজে লাগানো যেত তাকে। কার্লের অভাব হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

সীমাহীন জেদ ও প্রতিহিংসা বোধ করছে কিং। ইচ্ছে করছে সবকিছু তছনছ করে দেয়। 'নিকুচি করি সবার!' বিড়বিড় করে গাল বকল ও। 'এই শহর আর তল্লাটের প্রতিটা মানুষকে মাশুল গুনতে বাধ্য করব আমি! ওরা জানবে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে কিং ব্লেযার!'

র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বেরিয়ে ক্ষণিকের জন্যে থামল মার্শাল, ডেপুটির দিকে ফিরল। ঘাড়ের উপর দিয়ে বাড়ির ভিতর দিকে ইশারা করে বলল, 'মদে চুর হয়ে আছে। যাক্‌গে, জনি, তুমি বরং ধারে-কাছে থাকো। দেখো কী ঘটে। পরে দেখা হবে।'

স্যাডলে চেপে শহরের উদ্দেশে ফিরতি পথ ধরল সে। মনটা ভার হয়ে আছে। একে উদ্দেশ্য পূরণের ব্যর্থতা, তায় একাধিকবার অন্যের চোটপাট সহ্য করতে হয়েছে। মার্শাল হিসাবে যেন দুই পয়সার মূল্যও নেই ওর!

তল্লাটের সবচেয়ে বড় দুই বাথানে গিয়ে একই দিনে চরম তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো। সুবিধামতো ওকে পেয়েছে বলে নিষ্ঠুরতা দেখাচ্ছে কিং, কিংবা পার্কারও সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। কিন্তু এভাবে নিশ্চয়ই দিন যাবে না? সময় পাল্টাবেই! ওরও দিন আসবে...

পথ চলতে চলতে নিজেকে সামলে নিল ও, নিস্পৃহ হয়ে গেল মুখ, দেখে কেউ বলতে পারবে না গত কয়েকটা ঘণ্টা কত তিক্ত কেটেছে মার্শালের; যেন ভুলে গেছে ঘটনা দুটো। কিন্তু সিস্টোর স্বগতোক্তি শুনতে পেলে ভুল ভেঙে যাবে যে-কারও:

'একজন আমাকে র‍্যাঞ্চ থেকে কুকুরের মতো খেদাবে আর অন্যজন আমাকে ব্যাজ গিলতে বাধ্য করবে? হাহ্, আমার যেন নিজস্ব কোন ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই! এত অকম্মা ভাবছে আমাকে? ভাবুক। ভুল ভাঙতে দেরি হবে না ওদের। কিন্তু ভুলটা যখন টের পাবে, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে। শোধরানোর সময় বা সুযোগ কেউ পাবে না।

'দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি একে অন্যের সঙ্গে কামড়াকামড়ি করে মাঠ খালি করে ফেলবে দু'জন। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকলেই হলো! অতি বুদ্ধিমান হয়ে, শত্রুর সঙ্গে লড়ে মরে যাওয়ার চেয়ে বরং বোকা হয়ে লড়াইয়ের ময়দানে শেষতক টিকে থাকাই বেশি উপকারী–মালিকহীন সম্পত্তি দখলের জন্যে কাউকে না কাউকে তো থাকতেই হবে! মি. ব্লেযার, যা ইচ্ছে করো তুমি, আমি বাধা দিতে যাব না। দেখা যাক, মি. পার্কার তোমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে কি-না। তবে ক্যালকিন যেহেতু আছে, সেয়ানে সেয়ানে

লড়াই হবে!'

মনে মনে সম্ভাব্যতা বিচার করল সে। দুই পক্ষের যা অবস্থা, এমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। পার্কার ও ব্লেযারদের শত্রুতা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে এখন; পারিবারিক মর্যাদা বা অহঙ্কার ছাড়িয়েও ব্যক্তিগত জেদ ও রেষারেষির পর্যায়ে চলে গেছে। একে অন্যকে ধ্বংস করে দেওয়া ছাড়া থামবে না কেউ, না পার্কার না ব্লেযার। দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকলে একসময় চূড়ান্ত শোডাউন ঘটবেই, এবং তার বেশি দেরিও নেই। একে অন্যকে যখন কাবু করে ফেলবে, যেখানে উভয়েরই শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা, ঠিক তখনই তৃতীয় শক্তির আধিপত্য বিস্তার করবার সুযোগ আসবে।

সেই তৃতীয় পক্ষই শেষপর্যন্ত হবে সবকিছুর মালিক। শুনতে এ মুহূর্তে হয়তো হাস্যকর মনে হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে তাই ঘটবে বলে মনে করছে জেরেমি সিস্টো। মনে মনে তৃতীয় পক্ষ হওয়ার এবং আখেরে সমূহ লাভবান হওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছে ও।

'কিন্তু সবার আগে ক্যালিফোর্নিয়াকে খুঁজে বের করতে হবে,' ইতিকর্তব্য স্থির করল চতুর মার্শাল। 'ওই হবে ট্রাম্প কার্ড। ব্যাটাকে যে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কিং!'

গলাবাজি করতে গিয়ে, দুর্বল এক মুহূর্তে বুড়ো মাইনারকে অপহরণ করবার ঘটনা মার্শালকে বলে দিয়েছে জনি মেসনর, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়াকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে বলতে পারেনি।

কাউকে বিশ্বাস করে না কিং ব্লেযার, এমনকী মায়ের পেটের ভাইদেরও নয়। ক্যালিফোর্নিয়াকে অপহরণ করে প্রথমে শহরে এসেছিল ওরা, তারপর সব সার্কেল-বি রাইডারদের বিদায় করে দেয় কিং, র‍্যাঞ্চে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। মাইনারকে নিয়ে

সে একাই চলে যায় গুপ্ত কোন স্থানে। কড়া নির্দেশ ছিল কেউ যেন অনুসরণ না-করে। কিং-এর নির্দেশ অমান্য করবার দুঃসাহস কারও হয়নি বলে সেই চেষ্টাও করেনি কেউ। ক্যালিফোর্নিয়াকে যেখানেই লুকিয়ে রাখা হোক, সেটা শুধু কিং-ই জানে।

র‍্যাঞ্চের ধারে-কাছে খোঁজ করেছিল জনি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। সার্কেল-বি বসের উপর মাত্রাতিরিক্ত আস্থা ও নির্ভরতার বিনিময়ে এ পর্যন্ত অন্য কাউহ্যাণ্ডের মতো মাসিক চল্লিশ ডলারের বাড়তি কিছু জোটেনি বলে ক্ষুব্ধ হয়েছে জনি। কী দারুণ একটা খবরই না এনে দিয়েছিল! অথচ বিনিময়ে ওকে এক-দেড়শো ডলার দেওয়া দূরে থাক, সময়ে সময়ে দুর্ব্যবহারও করেছে কিং। ঠিক এ কারণে মার্শালকে ক্যালিফোর্নিয়ার গুম হওয়ার খবর জানিয়ে দিয়েছে। আরও একটা উদ্দেশ্য অবশ্য আছে ওর—আখেরে লাভবান হওয়া। ধুরন্ধর না-হলেও জনি এটুকু বুঝেছে সুযোগ ও সমর্থন পেলে কিং ব্লেযারের সঙ্গে বেঈমানি করতে একটুও দ্বিধা করবে না মার্শাল। আইনের লোক হিসাবে বাড়তি সুবিধা পাবে সে। কোন কারণে যদি পরে জেরেমি সিস্টোকে মোকাবিলা করতে হয়, জনির কাছে মনে হয়েছে কিং ব্লেযারের চেয়ে মার্শালকে সামাল দেওয়া ঢের সহজ কাজ হবে।

জনি মেসনর জানে না নিজের অজান্তে বা স্রেফ খেয়ালের বশে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করে বসেছে। ব্লেযার নয়, বরং আপাত নিরীহ ও মেরুদণ্ডহীন জেরেমি সিস্টোই ওর জন্যে দারুণ বিপজ্জনক লোক।

কার্ল ব্লেযারের মৃত্যুর শুনানি নিয়ে তেমন আগ্রহ পরিলক্ষিত হলো না উইণ্ডিবাসীর মধ্যে। মার্শাল জেরেমি সিস্টোর তত্ত্বাবধানে লাকি চান্স সেলুনে শুনানি সম্পন্ন হলো। সিস্টো অবশ্য স্থানীয় করোনার হিসাবেও দায়িত্ব পালন করে। তড়িঘড়ি করে নিয়োগ করা পাঁচ

জুরির উদ্দেশে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিল সে, জানাল এটা পরিষ্কার খুন হলেও এমন কোন আলামত বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি যা নির্দিষ্ট কাউকে নির্দেশ করে। জন ক্যালকিনকে অভিযুক্ত করবার ইচ্ছে থাকলেও দোরগোড়ায় দাঁড়ানো সি-পি ফোরম্যানকে দেখে খায়েশটা হজম করে ফেলেছে সে। সতর্ক পদক্ষেপ নিচ্ছে সিস্টো, ওকে অভিযুক্ত করা হয়নি বলে স্মিত হাসল জন।

কোনরকম সিদ্ধান্ত ছাড়াই শুনানি শেষ হলো। তদন্তের জন্যে মার্শালের সময় প্রার্থনাকে কবুল করা ছাড়া উপায় থাকল না প্রায় *মাটির পুতুল* জুরিদের। দায়িত্ব শেষ করতে পেরে যেন স্বস্তি বোধ করল এরা।

ব্লেযারদের কেউ শুনানিতে উপস্থিত না-থাকলেও এক ঘণ্টা পরে ফিউনেরালের সময় কিং আর শেনকে দেখা গেল লাশের পিছনে। বদ্ধ ও শক্ত চোয়াল, নির্বিকার মুখ, নিরেট চাহনিতেও কোন ভাবান্তর নেই। নেই শোকের ছায়া। ব্লেযাররা যেন জাগতিক সব আবেগের ঊর্ধ্বে। ঠিক এমনই পাথুরে নির্লিপ্ততার মুখোশ পরে কয়েক মাস আগে বাবার শেষকৃত্যে এসেছিল ওরা। ওয়েব ব্লেযারের খুনির প্রতি প্রতিহিংসা বা রোষ যাই থাকুক, মনে পুষে রেখেছিল, মুখে ফুটে উঠতে দেয়নি। প্রতিশোধ স্পৃহায় অন্ধ মানুষ হয়ে গিয়েছিল ওরা, অন্য যে-কোন কিছুর চেয়ে নিজেদের হাতে বাবার হন্তারকের শাস্তি প্রদানকে পরম ও পবিত্র দায়িত্ব বলে জ্ঞান করেছে।

নামমাত্র আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে শহরে ফিরে এল ব্লেযাররা, হোটেলে গিয়ে ঢুকল। হোটেল মালিকের সঙ্গে দু'এক কথার পর একটা কামরায় চলে গেল ওরা, দরজা বন্ধ করে দিল।

'কার্ল যেহেতু নেই, এখন তুমি আর আমি রয়েছি,' মুখ খুলল কিং ব্লেযার। 'সবকিছু সামাল দিতে হবে আমাদেরই। আলোচনা করে কর্তব্য স্থির করব আমরা। তোমার কোন আইডিয়া আছে?'

কার্লের শেষকৃত্যে নির্লিপ্ততা বজায় রাখতে সক্ষম হলেও বদ্ধ দরজার এপাশে যখন তৃতীয় কোন ব্যক্তি নেই, অপেক্ষাকৃত তরুণ ভাইটির মুখে তার আবেগ পরিষ্কার ফুটে উঠল। খুনির প্রতি জিঘাংসা বোধ করছে শেন, প্রতিশোধ নিতে উদ্গ্রীব। একই সঙ্গে, কার্লের প্রতি ঘনিষ্ঠতার কারণে কষ্টও অনুভব করছে; বড় ভাইয়ের মতো আবেগের রাশ টেনে ধরতে এখনও শেখেনি ও।

'আমার মনে হয়, সবার আগে ক্যালকিনকে খুঁজে বের করে উচিত শাস্তি দেওয়া উচিত,' বলল শেন। 'নিশ্চয়ই আশা করছ না খুনিকে খুঁজে বের করবে মার্শাল? এমনকী তোমার কড়া নির্দেশ পেলেও সফল হবে না সে, মুরোদ থাকলে তো! আসলে অকম্মার ধাড়ি একটা! যাক্‌গে, আমার মনে হয় সরাসরি ক্যালকিনকে চেপে ধরতে পারলে...ভাবছি আমি নিজেই এবার দায়িত্ব নেব। যদি...'

'উঁহুঁ, তেমন কিছুই তুমি করবে না!' কঠিন স্বরে ছোট ভাইকে থামিয়ে দিল কিং। 'বোকার মতো কাজ হবে সেটা। কার্লও তাই ভেবেছিল, নিজের ঘাড়ে ক্যালকিনকে শায়েস্তা করবার দায়িত্ব নিয়েছিল। দেখেছ তো ওর কী অবস্থা হয়েছে? তা ছাড়া, খুনটা জন ক্যালকিন করেনি, যদিও শহরের বহু লোকই তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। আমিও কোন প্রতিবাদ করিনি। যে যাই ভাবুক, আমাদের কী? এবার শোনো, আমি কী চাই। শোডাউন। চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাক একটা।'

কণ্ঠ একেবারে নিচু হয়ে গেল কিং ব্লেযারের। কাঁধের উপর হাত রেখে শেনের মাথা কাছে টেনে নিয়ে গেল সে, প্রায় কানের কাছে ফিসফিস করে অনেকক্ষণ কথা বলল। যতই শুনছে শেনের অস্বস্তি কেবল বাড়তেই থাকল।

'কিন্তু এক্ষেত্রে পুরো শহর আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে!' শেষে প্রতিবাদ করল শেন।

'গোল্লায় যাক উইণ্ডি!' কর্কশ হয়ে গেছে কিং-এর কণ্ঠ। 'এ

শহরের কী হলো না-হলো তাতে কী যায়-আসে আমাদের? প্রথমে বাবা গেল, তারপর কার্ল। আর ওই জারজটা তো থেকেও নেই। একটা শহর ধ্বংস হলে দশটা তৈরি করে নেওয়া যাবে। কিন্তু ব্লেযারদের যে ক্ষতি হলো, সেটা কি কখনও পুষিয়ে নিতে পারবে? যা পরিস্থিতি, শত্রুর শেষ করতে না-পারলে আমাদের শক্তি দিন দিন কমতে থাকবে। একসময় শহরের সাধারণ লোকও আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। ওরা ইতোমধ্যে টের পেয়েও গেছে সাহস করলে ব্লেযারদের গায়েও টোকা দেওয়া যায়।

'গর্তে পড়লে চামচিকাও হাতিকে লাথি মারে। এটাই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সত্য। শক্ত থাকলে লোকে তোমাকে প্রণাম করবে, সমঝে চলবে। দুনিয়াটা হচ্ছে শক্তের ভক্ত। আপাতত যেহেতু শক্তি কমে গেছে আমাদের, কৌশলে কাজ সারতে হবে। শত্রুর বিনাশ করতে যদি আমাদের হাতে গড়া শহরটা নিশ্চিহ্ন করতে হয়, তা হলে তাই করা উচিত! সবচেয়ে বড় কথা, শত্রুকে শেষ করতে না-পারলে আমরা নিজেরাই শেষ হয়ে যাব। পরিস্থিতি এখন এমন যে হয় মারো নয়তো মরো। মাঝামাঝি কোন অবস্থা নেই।

'যা বলেছি, কাজ না-হয়ে পারে না। সি-পি আউটফিটের উপর চড়াও হবে শহরবাসী। খেপে গিয়ে আমাদের হামলা করতে আসবে ওরা আর সেই সুযোগে ওদের নির্মূল করে ফেলব। কেউ দোষ দিতে পারবে না আমাদের। গোলমালের মধ্যে যদি পার্কার আর ক্যালকিনকে সরিয়ে দেওয়া যায়, র‍্যাঞ্চ সহ সবকিছু আপসে আমাদের হাতে চলে আসবে।'

'মেয়েটা থাকতে তুমি বা অন্য কেউ মালিক হচ্ছে কীভাবে?' জানতে চাইল শেন, বড় ভাইয়ের পরিকল্পনায় খুব একটা প্রভাবিত হয়নি। 'বাবার অবর্তমানে সন্তানই তো সম্পত্তির মালিক হয়, তাই না?'

'কিন্তু আমিই যদি ওই মেয়ের মালিক বনে যাই?' গম্ভীর স্বরে বলল কিং। 'অবশ্য এখনও মনস্থির করিনি। পরিস্থিতি অনুযায়ী ওর ভাগ্য নির্ধারিত হবে। ভাগ্য ভাল হলে হয়তো আমার সম্পত্তি হতে পারে, আবার বেঘোরে মারাও পড়তে পারে। কিংবা পত্রপাঠ বিদায় করে দেব! সি-পি আর সার্কেল-বি যদি কারও হাতে থাকে, আমার তো মনে হয় উইণ্ডিতে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করতে পারব আমরা। ব্লেযাররা যা বলবে তাই হবে। আমাদের মুখের কথাই হবে আইন।'

এবার যেন কিছুটা পরিষ্কার হলো শেনের কাছে। সত্যিই তো, যদি সার্কেল-বি আর সি-পির মালিক বনে যায় ওরা, কার সাহস আছে ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে? অত বড় বুকের পাটা কারও নেই। এক পার্কাররা ছিল এতদিন, নইলে আর সবই কেঁচো কিংবা কৃমি মাত্র। পরজীবীর মতো বেঁচে আছে। ব্লেযারদের বিরুদ্ধে একটা আঙুল তুলবার সাহস হবে না কারও।

বড় ভাইয়ের বুদ্ধি বা কৌশলের প্রতি বরাবরই আস্থা বা সমীহ ছিল শেনের, কিন্তু এখন রীতিমতো শ্রদ্ধা করছে। চরম বিপদে দিশেহারা হয়ে পড়ে মানুষ, অথচ কিং ব্যতিক্রম। ভাই হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করেছে সে।

'শুনে তো ভালই মনে হচ্ছে,' শেষে মন্তব্য করল শেন। 'যদি সত্যি সত্যি সবকিছু পরিকল্পনা মতো ঘটে। আচ্ছা, ক্যাল কি মুখ খোলেনি এখনও?'

'বুড়ো হারামী একটা!' বিতৃষ্ণায় বিকৃত হয়ে গেল কিং-এর মুখ। 'তবে বেশিদিন আর মুখ বুজে থাকতে পারবে না। ভাবছি কড়া ডোজ দেব এবার।'

'সত্যিই মনে করো ওর পেটে গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে?'

'আলবৎ!'

'রোজার ব্যাপারে কী করবে?' সামান্য ইতস্ততার পর জানতে

চাইল শেন।

খরখরে স্বরে হেসে উঠল বড় ভাই। 'উইণ্ডির তাবৎ লোক যেমন, ওকেও যা বলব তাই করবে,' প্রবল ঔদ্ধত্য আর অহঙ্কার প্রকাশ পেল কিং ব্লেযারের কণ্ঠে। 'ভাই, কিং নামটা কি খামোকা হয়েছে? শুধু একটা নামের চেয়েও অনেক বেশি কিছু, সেটা জানতে পারবে শিগ্‌গিরই। কথাটা মনে রেখো।'

'তোমার সঙ্গে আগাগোড়া ছিলাম, আছি শেষ পর্যন্ত,' বলল শেন। 'কিন্তু এসবের সঙ্গে মহিলাদের জড়িয়ে ফেলা কি ঠিক হবে? আমার মনে হয় ওদের কারণে অযথা পিছল খেতে হতে পারে।'

ভাইয়ের কাঁধ চাপড়ে দিল কিং। 'এ নিয়ে ভেবো না, শেন। ওসব আমার উপর ছেড়ে দাও। মেয়েমানুষকে কীভাবে সামাল দিতে হয় সে ভাল জানা আছে আমার।'

কামরা থেকে বের হয়ে নীচে নেমে গেল দুই ভাই।

দুই কামরার মধ্যবর্তী কাঠের পার্টিশনের সঙ্গে এতক্ষণ আঠার মতো কান ঠেকিয়ে রেখেছিল পার্শ্ববর্তী কামরার বাসিন্দা, কষ্টকর শ্রবণের কাজ শেষ হয়ে যেতে সিধে হয়ে দাঁড়াল সে। কাঁপা হাতে কাগজ-তামাক বের করে একটা সিগারেট রোল করল লুস ব্লেযার, দুশ্চিন্তায় ভার হয়ে গেছে মুখ। যদিও সব কথা শুনতে পায়নি, কিন্তু যতটুকু শুনেছে তা থেকে মোটামুটি অনুমান করে নিয়েছে দুই ব্লেযার মিলে যে ষড়যন্ত্র করেছে তা সফল হলে চরম সর্বনাশ ঘটবে এমিলি পার্কারের ভাগ্যে। কিন্তু কীভাবে ঠেকাবে সেটা?

সে নিজে ব্লেযারদের একজন। মায়ের পেটের ভাইদের কাছে ত্যাজ্য, তল্লাটের প্রায় সবার চোখে একাধিক খুনের অভিযোগে সন্দেহভাজন ও ঘৃণার পাত্র; এ অবস্থায় কে শুনবে বা বিশ্বাস করবে ওর কথা? ব্লেযারদের ঘৃণা করে এমন লোকও বিশ্বাস করবে না। সি-পি র‍্যাঞ্চে যাওয়া ঠিক হবে না বোধহয়, গুলি খেয়ে

বেঘোরে মারা পড়তে পারে। একটা মাত্র উপায় দেখতে পাচ্ছে, মাত্র একজন মানুষ ওর ভরসা হতে পারে।

সিগারেট ফেলে বুটের তলায় পিষে নেভাল লুস, দরজায় তালা মেরে দ্রুত নীচে নেমে এল। পোর্চে বেরিয়ে আসতে দেখল রাস্তা ধরে শহর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দুই ভাই। নিশ্চিন্ত মনে রাস্তায় পা রাখল ও। জন ক্যালকিনকে খুঁজে বের করবে।

মিনিট দুই পর পেয়ে গেল সি-পি ফোরম্যানকে, এক স্টোর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

'হ্যালো, লুস,' স্মিত হেসে শুভেচ্ছা জানাল জন। 'নতুন কোন্ গর্তে গিয়ে লুকালে, ইদানীং দেখতে পাচ্ছি না যে?'

'লুকিয়ে থাকছি না,' পাল্টা হাসলেও তিক্ত শোনাল লুসের কণ্ঠ। 'তবে বেশিরভাগ সময় হোটেল কামরায় থাকছি বলে কারও সঙ্গে তেমন দেখা হচ্ছে না। জরুরি একটা ব্যাপার তোমার জানা দরকার বোধহয়।'

সব শুনে চিন্তিত হয়ে পড়ল জন। কপালে ভাঁজ পড়েছে। 'আর আমি কি-না ধরে নিয়েছি নিজেই আগ্রাসী হয়ে হামলা করবে কিং,' শেষে বলল ও। 'আসবার পর থেকে শুনছি এটাই ওর স্বভাব। কিন্তু কীভাবে কাজটা সারবে ও, কোন ধারণা করতে পারছ?'

মাথা নাড়ল লুস। 'এ ব্যাপারটা শেনকে খোলসা করবার সময় নিচু হয়ে গিয়েছিল ওর কণ্ঠ, তাই শুনতে পাইনি বললেই চলে। তবে যদ্দূর বুঝেছি: যাই করুক, সেটা শহরের কারও পছন্দ হবে না। এ নিয়ে সামান্য তর্ক করেছিল দু'জন।'

'কাউকে বেশি কিছু না-জানিয়ে কাজ সারতে পারা বুদ্ধিমানের লক্ষণ,' মন্তব্য করল জন। 'বোঝা যাচ্ছে এ ব্যাপারে ব্লেযারদের খ্যাতি আছে বেশ। যাক্‌গে, আমার সন্দেহই তা হলে সত্যি হলো–ক্যালিফোর্নিয়াকে অপহরণ বা গুম করেছে ওরা?'

নড করল লুস। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ভাবছি ক্যালকে খুঁজে বের করব। শহরের অর্ধেক মানুষের ধারণা বুড়ো মাইনারকে আমি খুন করেছি।'

'হতে পারে, কিন্তু বাকি অর্ধেক বিশ্বাস করে আমিই বুড়োকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দিয়েছি,' দাঁত বের করে হাসল জন। 'দূর! অত ঘাবড়ে গেছ কেন? কে কী মনে করল তাতে পাত্তা দিলে চলবে? সবচেয়ে বড় কথা এর কোনটাই সত্যি নয়।' ফের গম্ভীর হয়ে গেল জন, কাজের কথা পাড়ল। 'যদি সত্যি সত্যি ক্যালকে খুঁজে বের করতে পারো, ওকে এমন কোথাও সরিয়ে নিয়ে যেয়ো যেখানে সার্কেল-বি ওকে খুঁজে পাবে না। দারুণ কাজ হবে সেটা! ব্লেযারদের পরিকল্পনা কেঁচে যেতেও পারে ক্যাল না-থাকলে।'

'এখনই কাজে নেমে গেলাম,' ঘোষণা করল লুস, ঘুরে কয়েক পা এগিয়েও ফিরে তাকাল সে। 'এমির দিকে খেয়াল রাখবে?'

নড করল ফোরম্যান। স্যাডলে চেপে সি-পির উদ্দেশে যাত্রা করল। মাথায় দুশ্চিন্তার পাহাড় জমেছে। যে-কোন মুহূর্তে আঘাত হানবে কিং ব্লেযার, কিন্তু সেটা কোন্ দিক থেকে কীভাবে আসবে আঁচ করতে পারছে না। অনুমানই যদি না-করতে পারে, তা হলে ঠেকাবে কীভাবে? তবে এটা সন্দেহ করছে যে আঘাতটা আসবে র‍্যাঞ্চের উপর। সি-পির দায়িত্ব যেহেতু এখন অনেকটা ওর উপর, ব্লেযারদের আসন্ন পদক্ষেপ বানচাল করে দিতে না-পারলে পথে বসবে পার্কাররা। কারও কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, এমনকী উইণ্ডিবাসীও সি-পির বিপদে পাশে এসে দাঁড়াবে না। খুব কম লোকেরই সার্কেল-বির এক দল নিষ্ঠুর, বেপরোয়া ও ভয়ঙ্কর লোকের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস আছে। মনে মনে হয়তো এরা পার্কারকে সমর্থন করবে, কিন্তু সাহায্য করতে একটা আঙুলও নাড়বে না, বরং নিরীহ দর্শক হয়ে মজা দেখবে।

'ন্যায় আর অন্যায় হোক, মানুষ মাত্রই বিজয়ীর পক্ষে থাকতে চায়,' ঘোড়ার উদ্দেশে বিড়বিড় করল জন। 'বুঝলি, অন্তত কিছু সময়ের জন্যে কারও সাহায্য পাব না আমরা, বরং নিজেরা সামাল দিতে হবে শকুনগুলোকে।'

আঠারো

সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে যাত্রা করেছে লুস ব্লেয়ার। সচরাচর ট্রেইল এড়িয়ে চলছে ও, উপত্যকার দক্ষিণ দেয়াল বরাবর এগিয়ে চলেছে—একটু ভিন্ন রুটে, যাতে অন্য কারও চোখে না-পড়ে। গতি ধীর ওর, যেহেতু চলবার পথে আড়াল ব্যবহার করছে; তবে এ নিয়ে চিন্তা করছে না, বরং সার্কেল-বি রাইডারদের চোখে ধরা না-পড়ে গন্তব্যে পৌঁছানোই মূল উদ্দেশ্য ওর।

সার্কেল-বি রেঞ্জ ও আনাচে-কানাচে খোঁজ চালাতে শুরু করল লুস। একজন মানুষকে আটকে রাখবার মতো জায়গার অভাব নেই বটে, কিন্তু যেখানে-সেখানেও রাখা যাবে না; বিশেষ করে যেহেতু কাকতালীয়ভাবে যে-কেউ তার খোঁজ পেয়ে যেতে পারে। কিং ব্লেয়ার জানে যে ক্যালিফোর্নিয়াকে তালাশ করবে লোকজন, বিশেষ করে তার বন্ধু বা সি-পি আউটফিটের লোকজন; তাই এমন কোথাও তাকে লুকিয়ে রেখেছে যেখানে খুঁজবে না কেউ, কিংবা খুঁজে পাবে না। সেক্ষেত্রে, নিশ্চিতভাবে বলা যায় খুবই গুপ্ত স্থান হবে জায়গাটা।

লুসের সুবিধা হচ্ছে এটা ওরই রেঞ্জ, এর প্রতিটি ইঞ্চি হাতের

তালুর মতো চেনা। চোখ বুজে বলে দিতে পারবে অন্তত এক ডজন জায়গার নাম যেখানে কাউকে দিনের পর দিন লুকিয়ে রাখা সম্ভব। তাই শুরু থেকে অন্ধের মতো খোঁজ না-চালিয়ে বরং সম্ভাব্য প্রতিটি জায়গার কথা আগে ভেবেছে ও, সেখানে ক্যালিফোর্নিয়ার থাকবার সম্ভাব্যতা বিচার করেছে, একই সঙ্গে সুবিধা-অসুবিধা চিন্তা করে কোনটা বাতিল করে দিয়েছে, কিংবা কোনটায় সশরীরে ঢুঁ মারবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে যেহেতু সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়, তাই বাছ-বিচার করে খোঁজ চালানোর ইচ্ছে ওর। বলা বাহুল্য, লুস নিজে কাজটা করছে বলে যে-কারও চেয়ে ওর সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং অল্প আয়াসে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে সফল হবে বলে মনে করছে।

বিকাল নাগাদ রিমরকের কাছে পৌঁছে গেল ও। পাহাড়ী ঢালে বিস্তীর্ণ লজপোল পাইনের সারি। পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা ঠাণ্ডা, পাইন সুবাসিত বাতাস শরীর ও প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। বনের ভিতর ঢুকে পড়ল লুস। ঘন পাইনের শাখা ভেদ করে সূর্যালোক আসছে না বলে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার নেমে এসেছে বনভূমিতে, যেন রাত নামতে দেরি নেই আর। মাটির উপর খসে পড়া পাইনের শঙ্কুর গালিচা, দুলকি চালে ছুটতে থাকা ঘোড়ার খুরের শব্দ হচ্ছে না বললে চলে।

সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চ হাউসের চিন্তা মাথায় এলেও সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিয়েছে লুস। কিং কোনক্রমে নিজের বাড়িতে তুলবে না ক্যালিফোর্নিয়াকে, তাতে *বমাল* চুরি ধরা পড়ে যেতে পারে। মাঝ-দুপুর থেকে এ পর্যন্ত তিন জায়গায় ঢুঁ মেরেছে, কিন্তু বুড়ো মাইনারকে খুঁজে পায়নি। তারপর হঠাৎ করে পাইন বনের ভিতরে থাকা কেবিনের কথা মনে পড়েছে ওর। সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে চার মাইল দূরে নিঃসঙ্গ কেবিনটা কেন তৈরি করেছিল ওর বাবা জানে না লুস, তবে সেখানে ঢুঁ মারতে যাচ্ছে এখন।

লগের তৈরি কেবিনটায় মাত্র একটাই কামরা। ছোট কয়েকটা ছিদ্র রয়েছে আলো প্রবেশ করবার জন্যে, আর দরজায় রয়েছে ভারী প্যাডলক। ছেলেবেলায় প্রথম দেখেই দারুণ কৌতূহল বোধ করেছিল লুস, তারপর বহুবার এসেছে। একা একা খেলেছে এই কেবিনে। তবে পরিণত বয়সে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলায় বহুদিন হলো আসেনি।

কাছাকাছি আসতে স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল লুস, ঘোড়াকে এক ঝোপের আড়ালে বেঁধে রেখে সতর্কতার সঙ্গে এগোল। এক গাছের আড়াল থেকে আরেক গাছের আড়ালে এগোচ্ছে, কান খাড়া রেখেছে ক্ষীণতম শব্দ শুনতে পাওয়ার আশায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে চারপাশে, যদিও আবছা আঁধারে ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না।

সতর্ক ছিল বলে সমূহ বিপদ থেকে বেঁচে গেল এ যাত্রা–একটু পরেই প্রমাণিত হলো। আর ত্রিশ গজ দূরে কেবিন, সামনে এক চিলতে খোলা জায়গা। শেষ কয়েকটা পাইনের গুঁড়ি পেরোনোর আগেই শ্যাকের সামনে প্রকাণ্ড একটা রোয়ান ঘোড়া দেখতে পেল লুস, আর ত্রস্ত হাতে দরজার তালা খুলছে ওর বড় ভাই।

তালা খুলে, ভারী পাল্লা সরিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল কিং ব্লেযার। এক মুহূর্ত দেরি করল না লুস, নিঃশব্দে এগিয়ে গেল আরও কয়েক ফুট। কেবিনের কিনারা ঘুরে পিছনে পৌঁছে গেল। এবারও একেবারে সময়মতো, কারণ ঠিক সময়ে কেবিনের ভিতর থেকে ভেসে আসা কথাবার্তা শুনতে পেল।

'কী, বোকা বুড়ো, মুখ খুলতে তৈরি হয়েছ তো?' কর্তৃত্বের স্বরে জানতে চাইল কিং।

মেঝেয় পড়ে আছে ক্যালিফোর্নিয়া। হাত বাঁধা। করুণ দশা হয়েছে তার। গত কয়েকদিনে খেতে পায়নি বললে চলে। শুধুমাত্র কিং এখানে এলে নামমাত্র খাওয়া জোটে, নইলে এক কণা খাবার

পেটে পড়ে না। ছোট্ট মাটির এক পাত্রে কিছু পানি রেখে যায় কিং, প্রতিবার এলে অর্ধেকটা ভরে দিয়ে যায়। হাত-পা এমনভাবে বেঁধে রেখেছে যাতে কষ্টেসৃষ্টে পানি খেতে পারবে ক্যালিফোর্নিয়া, কিন্তু দরজা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না, তাই এখান থেকে তার পালানোর সুযোগও নেই।

ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে গেছে বুড়ো মাইনার। লাগাতার বাঁধা থাকায় আড়ষ্ট ও ব্যথাতুর হয়ে গেছে শরীরের সব গাঁট আর পেশি; এমনকী হাড়ের গভীরেও ব্যথা বোধ করছে। সূর্যের আলো দেখতে আঁইঢাই করছে মন। মুক্তি! মুক্তি চাই ওর। যতই করুণ অবস্থা হোক, মনটা এখনও নিরেট পাথরের মতো শক্ত রয়ে গেছে বুড়োর। পণ করেছে: ভাঙবে, তবুও মচকাবে না। জানে পেটের সব খবর বের করে দেওয়ামাত্র ওর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, কিং তখন নির্দ্বিধায় খুন করবে ওকে।

সেধে নিজের মরণ ডেকে আনবার মানে হয় না।

বলবার মতো অনেক কিছুই আছে বুড়োর, কিন্তু এর কোনটাই শুনে খুশি হবে না কিং। সমানে গালাগাল শুরু করল সে, থামবার কোন লক্ষণ নেই। বাইরে থেকে ওসব শুনে রীতিমতো বিস্মিত হলো লুস ব্লেযার। বুড়োর জানে ডর নেই নাকি? ভাবছে ও। আর দুনিয়ার খিস্তি-খেউড় যা জানে, যে-কেউ তার কাছ থেকে শিখে নিতে পারে। বয়স হলে কী হবে, টনটনে জ্ঞান রয়েছে এখনও।

বন্দি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল কিং ব্লেযার। ধৈর্য ধরতে জানে ও। এও জানে যত দিন গড়াবে, ততই নরম হয়ে পড়বে বন্দি। মনোবল হারিয়ে ফেলবে। একটু একটু করে ভেঙে পড়বে।

একটানা কথা বলায় হাঁপাতে থাকল মাইনার, হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে বুক। চালিয়াতের হাসি হাসল কিং, করুণা নিয়ে দেখছে বুড়োকে। 'গালাগাল করে লাভ হবে না, বুড্ডা। আর কত কষ্ট করবে? তারচেয়ে বলে দাও কোথায় আছে খনিটা। ব্যস, ওই

একটা তথ্যই জানবার আছে আমার। বলে ফেললে ছেড়ে দেব তোমাকে।'

জবাব এল না।

'খানিকটা সহজ করা যাক,' নতুন প্রস্তাব দিল কিং, নির্বিকার মুখে তাকিয়ে আছে বুড়োর দিকে। 'ন্যায্য একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। খনিতে যা পাওয়া যায়, উপযুক্ত ভাগ দেব তোমাকে।'

হো হো করে হেসে উঠল বুড়ো। 'নিশ্চয়ই দেবে। আমার ভাগ হবে সীসার একটা টুকরো।'

'বিশ্বাস করা বা না-করা তোমার ইচ্ছে, কিন্তু মন থেকে কথাটা বলেছি আমি। ন্যায্য হিস্যাই পাবে।'

'গোল্লায় যাও তুমি! ওই খনি আমার। আমি আবিষ্কার করেছি, তা হলে তোমাকে ভাগ দেব কেন? স্বয়ং শয়তান এলেও ভাগ দেব না!' একগুঁয়ে স্বরে ঘোষণা করল বুড়ো।

ধৈর্য হারিয়ে খিস্তি আওড়াল কিং। মুখ যতই নির্বিকার দেখাক ভিতরে ভিতরে চিন্তিত সে, দুশ্চিন্তা করছে—কখন ক্যালিফোর্নিয়ার খোঁজ পেয়ে যায় কেউ! সেক্ষেত্রে চরম সর্বনাশ হবে। হাতের মুঠো থেকে পাখি ফস্কে গেলে আর কখনোই খনির হদিশ জানা হবে না।

'গালাগাল করে লাভ হবে না!' প্রসন্ন স্বরে কিং-এর কথাটা ফিরিয়ে দিল বুড়ো।

মাইনারের বিদ্রূপে এবার রেগে কাঁই হয়ে গেল কিং। 'বুড়ো হাবড়া, তুমি তা হলে মুখ খুলবে না? বেশ, দেখা যাবে কত চর্বি জমেছে শরীরে! মুখ না-খোলা পর্যন্ত এক কণা খাবারও জুটবে না তোমার! কাল সকাল পর্যন্ত সময় বেঁধে দিচ্ছি, এরমধ্যে যদি...'

হুমকি শুনে স্রেফ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল মাইনার। সে জানে, লোকটা যতই হম্বিতম্বি করুক, আপাতত ওকে খুন করবে না; খনির অবস্থান জানতে সব ধরনের চেষ্টা চালাবে। শেষ পর্যন্ত যদি

ব্যর্থ হয়, তা হলে হয়তো খুন করে ফেলবে। তবে তার ঢের দেরি আছে এখনও।

ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই শারীরিক নির্যাতন করবে। যত ভাবে সম্ভব দুর্বল করতে চাইবে, মনোবল ভাঙতে কসুর করবে না। কিন্তু সেসবের থোড়াই পরোয়া করে সে। এ জীবনে কত গঞ্জনা আর যন্ত্রণা সয়েছে! অমানুষিক খাটুনির তুলনায় ওসব অত্যাচার কিছুই নয়।

'যত খুশি হেসে নাও,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল কিং। 'কিন্তু কাল যখন দুই হাত বেঁধে সিলিং থেকে একটা আগুনের কুণ্ডের উপর ঝুলিয়ে দেব, তখন দেখব কোথায় যায় এত আমোদ! সেঁকে কাবাব বানিয়ে ফেলব মাথাটা।'

'ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না,' শান্ত স্বরে বলল বুড়ো। 'আমার বয়স কত হয়েছে, জানো? কত কষ্ট সয়েছি তার হিসাব দিলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে তোমার। তারচেয়েও বড় কথা হচ্ছে আমাকে খুন করতে পারবে না, তা হলে যে আমার সঙ্গে তোমার সাধের খনিও পরপারে চলে যাবে! কারণ ওই খবর আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। সাময়িক হাঙ্গামা বা চোটপাট করতে পারবে, কিন্তু আমার মুখ খুলতে পারবে না। যত খুশি ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে পারো।'

'ক্যালকিনকে খনির অবস্থান বলে দাওনি তুমি?' জানতে চাইল কিং, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টের পেল বোকার মতো প্রশ্নটা করে ফেলেছে।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল মাইনার। 'তুমি তা হলে ক্যালকিন নও?' কোমল হয়ে এসেছে বুড়োর কণ্ঠ। 'ওর সঙ্গে কথা বলবার পরপরই তো বিপদে পড়লাম...অথচ দেখে মনে হয়েছিল লোক হিসাবে মন্দ নয়। আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা আর বিচার-বুদ্ধি তা হলে ফেলনা নয়। ঠিকই লোক চিনেছি।' এবার সরাসরি

কিং-এর দিকে তাকাল সে, চোখে পট্টি থাকায় দেখতে পাচ্ছে না; কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে সামনে দাঁড়ানো লোকটির পরিচয় বের করতে চাইল। 'ক্যালকিনই যদি না হবে, তা হলে তুমি কে?'

চকিত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিং ব্লেয়ার। আর রাখ-ঢাক করে লাভ নেই। দুই কদম এগিয়ে বন্দির সামনে চলে গেল সে, এক টানে চোখের পট্টি সরিয়ে দিল।

টানা কয়েকদিন চোখ বাঁধা থাকবার পর এখন দেখতে পেয়ে, এমনকী আবছা অন্ধকারও মাইনারের কাছে চোখ ধাঁধানো মনে হলো। চোখ পিটপিট করে চোখ সইয়ে নিল সে, তারপর সামনে দাঁড়ানো মানুষটিকে দেখল।

'কিং ব্লেয়ার!' বিস্ময় প্রকাশ পেল ক্যালিফোর্নিয়ার কণ্ঠে, কিন্তু মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে–সার্কেল-বি বস্ কী করে ওর গোপন খবর পেল? কোনভাবে হিসাব মেলাতে পারছে না। জন ক্যালকিনের বলবার প্রশ্নই আসে না। তা হলে কী করে খবরটা ফাঁস হলো? অন্য কেউও জানে না এ সম্পর্কে। জানা দূরে থাক, কেউ সন্দেহও করছে না আদৌ এমন সমৃদ্ধ একটা খনি আছে বা আবিষ্কার করেছে ও।

'অন্য কাউকে দেখলে নিশ্চয়ই এত ভড়কে যেতে না?' সন্তুষ্ট স্বরে জানতে চাইল কিং, বুঝতে পারছে কিছুটা হলেও ভয় পেয়েছে বুড়ো মাইনার; চোখ বন্ধ থাকা অবস্থায় বিস্তর বাগাড়ম্বর করছিল, তা নেই এখন–খানিক ফ্যাকাসে চেহারাই বলে দিচ্ছে কোন ব্লেয়ারকে আশা করেনি এবং নিজের নিকট ভবিষ্যৎ চিন্তা করে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

অন্য কারও নয়, ব্লেয়ারদের হাতে বন্দি হয়েছে–এটা অবশ্যই বিশেষ ব্যাপার, এবং বাড়তি দুশ্চিন্তার কারণ। মানবিক বা কোমল কোন অনুভূতি এদের মধ্যে নেই, ছলে-বলে-কৌশলে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নেয়; প্রয়োজনে খুন করতেও পিছ-পা হয় না।

এ হচ্ছে বেপরোয়া ব্লেযারদের চরিত্র। পুরোদস্তুর সন্ত্রাসী।

ক্ষুৎপিপাসায় এমনিতে কাতর ছিল, বেসিনের সবচেয়ে খারাপ মানুষটির দয়ার উপর নিজেকে নির্ভরশীল আবিষ্কার করে মনমরা হয়ে গেল ক্যালিফোর্নিয়া, খাওয়ার ইচ্ছে একেবারে উবে গেছে। বুক ঠেলে আসা দীর্ঘশ্বাস যথাসাধ্য গোপন করল সে, বুঝে গেছে শেষ রক্ষা হওয়ার ক্ষীণ যে আশা ছিল তাও উবে গেছে। আর যাই হোক এ লোকের কাছে দয়া আশা করা যায় না, বরং অধৈর্য হয়ে দু'একদিনের মধ্যে ওকে খুন করে ফেলবে। যদি না তার আগেই অত্যাচার করে ওর মুখ থেকে আসল খবর বের করতে পারে...

খবরটা জানিয়ে দিলেও নিস্তার মিলবে না। অন্য কেউ হলে ছেড়ে দেওয়ার সামান্য হলেও সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ব্লেযার ছাড়বে না। কোন সাক্ষী রাখবে না। চিরতরে গুম করে দেবে। ব্লেযারদের সঙ্গে অন্য যে-কারও পার্থক্য এখানেই।

জিভ চালিয়ে শুকনো ও ফেটে যাওয়া ঠোঁট ভিজিয়ে নিল সে। আত্মসম্মানবোধ প্রখর হয়ে উঠল। বৈরী পশ্চিমে কত বিপদেই না পড়েছে, অসংখ্যবার বিপজ্জনক পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে; মরতে মরতেও বেঁচে গেছে। চরম ভরাডুবি হয়ে যেতেও হয়নি, ঠিকই পেরিয়ে এসেছে নিজের ধৈর্য, যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে। জীবনের শেষ লগ্নে এসে...দ্বিধা থাকবে কেন? আর কিছু কি পাওয়ার আছে তার? প্রাণ বাঁচাতে কেন বর্বর ও পাষণ্ড একটা লোককে খনির অবস্থান জানিয়ে দেবে? তারচেয়ে খনির খবর গোপনই থাকুক! না-হয় আরও পাঁচ-ছয় দশক অনাবিষ্কৃত রয়ে গেল, তাতে কার কী এমন ক্ষতি হবে?

বুড়ো মাইনারের চোখের ম্লান চাহনি উজ্জ্বল হয়ে গেল, লম্বা দম নিয়ে বুক ভরে নিল সে, বাস্তবতার মুখোমুখি হলো। 'খুন করবে আমাকে, তাই তো? দেরি করবার নেই, ব্লেযার। গল্পের সেই ডিম পাড়া রাজহাঁসটাকে গলা টিপে মেরে ফেলো, তারপর

পেট চিরে দেখো খনির খবরটা পাও কি-না!’

উন্মত্ত আক্রোশে জ্বলে উঠল ব্লেযারের চোখ। ঝটিতি আগে বাড়ল সে, মাইনারের অরক্ষিত গলা টিপে ধরল দু'হাতে। ‘এবার দেখব, বুড্ডা, তোর প্রাণের নাকি খনির মায়া বেশি!’ বলে হাতের চাপ বাড়াল কিং। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল নিষ্পলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মাইনার, বাধা দেওয়ার সামান্য স্পৃহাও নেই, এমনকী চোখের পাতাও এতটুকু কাঁপল না। ক্রমে ফ্যাকাসে হয়ে আসছে চাহনি, পরিবর্তন বলতে শুধু এই।

প্রচণ্ড রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে কিং, কী করছে বুঝে উঠতে সামান্য দেরি হলো। ঠিকই তো, রাজহাঁসটাকে মেরে ফেলতে ওকে প্ররোচিত করছে বুড়ো! যাতে আজীবনের জন্যে ওকে ঠকানো যায়।

হাতের চাপ কমিয়ে ফেলল কিং, তারপর বুড়োর হালকা দেহ ছুঁড়ে দিল দেয়ালের দিকে। ছিটকে গিয়ে লগের তৈরি দেয়ালে পড়ল মাইনার, কিন্তু ব্যথা পেলেও টুঁ শব্দ করল না। শুধু কাশছে সে তখন। আহত পশুর মতো পড়ে আছে। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা।

এগিয়ে বুড়োর কাছে চলে গেল কিং। উপর্যুপরি লাথি হাঁকিয়ে গায়ের জ্বালা মেটাল। বেছে বেছে, জায়গা দেখে মারছে, যাতে প্রচণ্ড ব্যথা বোধ করে বন্দি, অথচ পটল তুলবে না। মিনিট কয়েক পর থামল সে, সরোষে তাকাল মাইনারের দিকে। মারতে গিয়ে নিজেও হাঁপিয়ে গেছে।

‘কাল যা পাবে, তার সামান্য নমুনা দেখালাম, বুড়া কেঁচো!’ গাল বকল কিং, শক্ত হয়ে গেছে মুখ। ‘মনে কোরো না তোমাকে মেরে ফেলব। ওটা কখনও হবে না। এবং এ-ও ঠিক মুখ না-খুলেও পার পাবে না আমার হাত থেকে! খনির খবর যদি বের করতে না-পারছি তো আমার নাম ব্লেযার নয়!’

এবার আর জবাব দিল না মাইনার। কথা বলবার অবস্থায় নেই সে। হাঁপাচ্ছে, বুক ভরে দম নিচ্ছে। একে বয়স, তায় গত কয়েকদিন ধরে ঠিকমতো খেতে পাচ্ছে না বলে দুর্বল বোধ করছে, আর এখন উপর্যুপরি মার জুটেছে—স্বভাবতই সামলে নিতে কষ্ট হচ্ছে বেচারার। শূন্য বস্তার মতো মেঝেয় নেতিয়ে পড়ে থাকল সে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে পলকের জন্যে বন্দিকে দেখে নিল কিং ব্লেযার, নিশ্চিত হয়ে নিল মাইনার বেঘোরে মারা পড়েনি বা পড়বেও না, তারপর বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে তালা আটকে দিল দরজায়। বিড়বিড় করে এখনও হুমকি দিয়ে যাচ্ছে বুড়ো ক্যালিফোর্নিয়াকে। এবার বাঁধন খুলে রোয়ানের পিঠে চড়ল সে, তারপর যাত্রা করল ফিরতি পথে।

কিং ব্লেযার পাইনের আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল লুস ব্লেযার, নিশ্চিত হয়ে নিল যে ওর ভাই কোন কারণে ফিরে আসছে না। তারপর শ্যাকের কোণ ঘুরে সামনে চলে এল।

তালা খুলবে কীভাবে? দূর থেকে শক্তিশালী ও বড়সড় তালা দেখে খানিকটা নিরাশ হলো লুস। দরজার পাল্লা বা চৌকাঠ ভাঙা যাবে না, খুবই নিরেট। এরচেয়ে বরং তালা বা কড়া ভাঙা যেতে পারে। লম্বা কিন্তু শক্তপোক্ত কিছু যদি পাওয়া যায়, ফালক্রামের মতো যদি ব্যবহার করতে পারে...চাড় দিলে হয়তো ভেঙে যাবে তালা, কিংবা কড়াও দরজার পাল্লা থেকে খুলে আসতে পারে। তবে যাই করুক, কয়েক মিনিট লাগবে এবং শক্ত কিছু একটা পেতে হবে।

চারপাশে খোঁজ চালাল ও। শ্যাকের কোণে পরিত্যক্ত জিনিস দেখে সেদিকে এগোল। মিনিট খানেক তালাশ করতে জং ধরা দুই আঙুল পুরু একটা লোহার রড পেয়ে গেল। হাতে ওটার

ওজন পরখ করে খুশি হলো। কাজ হবে। মরিচা পড়লেও এখনও যথেষ্ট নিরেট ও শক্ত আছে।

তালা ভাঙতে গেলে সময় বেশি লাগবে বলে আঙটা বা কড়া খুলে ফেলবার সিদ্ধান্ত নিল লুস। দরজার কাছে এসে এক কড়ার ভিতর ঢুকিয়ে দিল রডের প্রান্ত, তারপর পাল্লার সঙ্গে ঠেসে ধরে চাড় দিল। একটু একটু করে জোর বাড়াল। আশঙ্কা হলো মরিচা পড়া রডটাই ভেঙে না-যায়!

কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। মিনিট কয়েক পর, বেশ জোর খাটানোর পর পাল্লার শরীর থেকে বেরিয়ে এল কড়ার অনেকটা। বাকি কাজ সহজে হয়ে গেল। রডের চাপে আরও বেরিয়ে এল কড়া, ঠিক পাঁচ মিনিট পর বন্ধ তালা অর্থহীন হয়ে গেল। দরজা বা তালা ভাঙতে হয়নি, কড়া তুলে এনেছে বলে সেখানে কাঠের বুকে গভীর দাগ পড়েছে, এ ছাড়া আর কোন চিহ্ন নেই।

নিজের কাজে সন্তুষ্ট বোধ করল লুস। চাইলে কড়াটা আগের জায়গায় বসিয়ে দিতে পারবে। সামান্য কসরত করতে হবে, এই যা।

পাল্লা ঠেলে ভিতরে ঢুকে ও দেখল দেয়ালের কাছে গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে ক্যালিফোর্নিয়া। দরজা খুলবার শব্দ শুনতে পেলেও মুখ ফিরে তাকায়নি।

'যা খুশি করতে পারো,' তীব্র বিতৃষ্ণার সঙ্গে বিষোদ্গার করল বন্দি। 'টুঁ শব্দও করব না। তোমার মতো হারামী লোকের...' মুখ ফিরিয়ে তাকাল সে, বোধহয় কিং ব্লেযারের চোখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ভিন্ন একজনকে দেখে বিস্মিত হলো। কথাগুলো আর বলা হলো না। 'ভাইয়ের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েনি বলে নিজেই চেষ্টা চালাতে এসেছ?' তিক্ত শোনাল বুড়োর কণ্ঠ, হতাশা চাপা থাকল না। 'কিং যা করতে পারেনি, কী করে ভাবলে তুমি সেটা পারবে? উঁহুঁ, দুনিয়ার কেউ আমার মুখ

খোলাতে পারবে না! মরে গেলেও নয়!'

স্মিত হাসল লুস। 'তোমার তো না-জানবার কথা নয় যে সে আর আমি একসঙ্গে কাজ করি না। আমি তোমাকে মুক্ত করতে এসেছি।'

সন্দিহান চোখে ওকে দেখল ক্যালিফোর্নিয়া, নিজের ভাগ্যকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। 'শুনে খুশি হইনি, তা বললে মিছে বলা হবে। কিন্তু সবকিছুরই একটা মূল্য আছে, তাই না? বিনিময়ে কী চাও তুমি? বজ্জাত ব্লেযাররা কোন কিছুই বিনা স্বার্থে বা লাভে করে না!'

শ্রাগ করল লুস। এ ক'দিনে একটা পরিবর্তন হয়েছে। কেউ ব্লেযারদের বদনাম করলে বা গাল দিলেও ওর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। গা সওয়া হয়ে গেছে। উল্টো ব্লেযার পদবীটা ওর জন্যে বিতৃষ্ণা ও অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে বুড়োর বাঁধন খুলতে শুরু করল ও। নিস্পৃহ স্বরে বলল, 'আমি বা ব্লেযাররা যাই হই, তুমি তো অকৃতজ্ঞ নও, তাই না? তাতেই চলবে। তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি, এতে কোন শোধ-বোধের ব্যাপার নেই।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পায়ের খিল ছাড়াতে সচেষ্ট হলো বুড়ো মাইনার। আড়ষ্টতা কেটে গিয়ে রক্ত চলাচল শুরু হতে শরীরের নানা জায়গায় যন্ত্রণার প্রবাহ টের পেল সে, সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত হয়ে গেল মুখ। নিচু স্বরে খিস্তি আওড়াল ক্যালিফোর্নিয়া। শেষে টলতে টলতে দরজার দিকে এগোল সে, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বাইরে উঁকি দিল।

'জলদি এখান থেকে সটকে পড়া উচিত,' শঙ্কিত স্বরে তাগাদা দিল মাইনার। 'বজ্জাতটা আবার কখন চলে আসে, বিশ্বাস নেই! কোন এক উসিলায় এসে যদি উপস্থিত হয়, একটুও অবাক হবো না।' একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়েছিল যখন, কোন আশাই ছিল

না, অথচ তখনই দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল ক্যালিফোর্নিয়া, সামান্য আপসও করতে চায়নি; কিন্তু এখন, যখন প্রায় মুক্ত, নানা শঙ্কা আর দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন–সাহস হারিয়ে ফেলেছে। যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে সরে পড়তে উদ্গ্রীব হয়ে পড়েছে।

'পেটে দেওয়ার মতো কিছু আছে?' অধীর স্বরে জানতে চাইল বুড়ো। 'একটা কিছু হলেই চলবে। যা কিছু হোক! শেষ কবে পেট ভরে খেয়েছি, ভুলেই গেছি!'

'আছে,' জানাল লুস। 'তোমাকে খুঁজে বের করবার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছি, তাই সঙ্গে কিছু খাবারও এনেছি।'

মাংসের পুরু ফালি দেওয়া স্যাণ্ডউইচ দেখে উল্লাসে ছোট্ট একটা চিৎকার দিল বুড়ো, প্রায় থাবা দিয়ে কেড়ে নিল। গোগ্রাসে কামড় বসাল স্যাণ্ডউইচে। লুসের বাড়িয়ে দেওয়া হুইস্কির ফ্লাস্ক দেখে চোখের তারা আনন্দে নেচে উঠল এবার। 'বয়, এ নিয়ে দ্বিতীয়বার আমার জান বাঁচালে!' মুখ-ভরা খাবার নিয়ে বিড়বিড় করল সে, চোখে কৃতজ্ঞতা। 'কথা দিচ্ছি, সুযোগ পেলে এই ঋণ জীবন দিয়ে হলেও শোধ করব!'

দু'জনে বেরিয়ে এল শ্যাক থেকে। পাল্লা টেনে দিয়ে কড়া আগের মতো বসিয়ে দিল লুস। 'ওরা এবার ধন্দে পড়ে যাবে। ভেবে কূল পাবে না দরজায় তালা দেওয়া অবস্থায় কী করে বের হয়ে গেলে, অথচ এ তালার একটাই চাবি এবং সেটা এখন কিং ব্লেযারের পকেটে আছে।' আমুদে স্বরে বলল ও, অস্বীকার করতে পারবে না বড় ভাইকে ঘোল খাওয়ানোর সুযোগ পেয়ে কিছুটা হলেও সন্তুষ্ট বোধ করছে। 'এখন চিন্তা হচ্ছে, তুমি কোথায় যাবে বা কোন্ গর্তে গিয়ে ঢুকবে? যেখানেই থাকো না কেন, জায়গাটা চোস্ত হতে হবে, নইলে আবার ঠিক তোমাকে খুঁজে বের করে গুম করে দেবে।'

পেটে খাবার পড়ায় শক্তি ফিরে পাচ্ছে বুড়ো। হুইস্কিতে চাঙা

বোধ করছে। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে আসছে দ্রুত। সবচেয়ে বড় কথা, মুক্তির আনন্দ পুরোমাত্রায় উপভোগ করছে, কিন্তু স্বাভাবিক সতর্কতাবোধ বিস্মৃত হয়নি। ঠেকে শিখেছে সে। ন্যাড়া কয়বার বেলতলায় যায়?

মাথা খাটাচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া। লুসের রেখে যাওয়া ঘোড়ার কাছে যখন পৌঁছে গেল, ততক্ষণে বুড়োর উর্বর মস্তিষ্কে পরিকল্পনা একটা খাড়া হয়ে গেছে। 'কষ্ট করে পাহাড়ে আমার কেবিনে দিয়ে এসো আমাকে,' অনুরোধ করল সে। 'খাবার আর টুকিটাকি কিছু জিনিস নিতে হবে। লুকানোর মতো জায়গা আছে একটা। ভাবছি কিছুদিনের জন্যে উধাও হয়ে যাব।'

শ্রেয়তর কোন প্ল্যান নেই লুসের, তাই ওটাই মেনে নিল। দুই আরোহীর বোঝা নিয়ে যাত্রা করল সিলভার।

সূর্য অস্ত গেছে। ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসছে পৃথিবী। ওল্ড স্টর্মির বুকে নিঃসঙ্গ শ্যাকে যখন পৌঁছাল ওরা, ততক্ষণে আকাশে তারার হাট বসে গেছে। করাল থেকে স্বাগত ডাক ছাড়ল খচ্চরটা, এ ছাড়া শ্যাক ও আশপাশে কোন সাড়া নেই—একেবারে নিঃশব্দ; আলো-আঁধারির কারণে ভুতুড়ে দেখাচ্ছে কাঠামোগুলো।

অন্ধকারে শ্যাকের ভিতরে ঢুকল বুড়ো মাইনার, লণ্ঠন ধরিয়ে চারপাশে তাকাতে ক্ষোভে ফেটে পড়ল। 'হারামীরা আমার সব লুটে নিয়েছে!' লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে ঘরের যাবতীয় জিনিস, মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে ছোট্ট ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কটা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে কিছু দূরে। ওটার ভিতরে রাখা স্টিলের কৌটা পড়ে আছে ঘরের অন্য পাশে। যথারীতি কৌটার ভিতরে রাখা সোনার নাগেট বা গুঁড়োর থলে, কোনটাই নেই। ক্যালিফোর্নিয়ার অপহরণকারীরা সাবাড় করে দিয়েছে।

গালাগালের তুবড়ি শুনে শ্যাকের ভিতরে পা রাখল লুস, উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল বুড়োর রাগের কারণ।

সন্দিহান চোখে ওকে দেখল মাইনার, হঠাৎ করে নিজেকে সামলে নিল। খানিকটা বিব্রত স্বরে দু'হাত ছড়িয়ে ঘরের চেহারা দেখাল। 'গরীবের ঘর হলেও সবকিছু তছনছ করা হলে নিশ্চয়ই কারও ভাল লাগবে না? অন্যের কাছে যত তুচ্ছ হোক না কেন, এগুলো আমার কাছে অমূল্য সম্পদ। যাক্‌গে, চিন্তা কোরো না। এ নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। গুছিয়ে নিতে বেগার খাটতে হবে খানিকটা, এই যা। আর আমার জন্যে তুমি যা করেছ, বয়, জীবনে কখনও ভুলব না।' স্মিত হাসল মাইনার। 'কখনও ভাবিনি কোন ব্লেযারকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। কিন্তু এখন তাই করছি আমি।'

একটু পর বিদায় নিয়ে ফিরতি পথ ধরল লুস ব্লেযার। সঙ্কীর্ণ ও আঁকাবাঁকা পাহাড়ী ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলেছে, ঝর্নার গম্ভীর ও চাপা গর্জন সারাক্ষণ কানে বাজছে। কত শুনেছে নদীর এ গর্জন, কিন্তু আজ বোধহয় ব্যতিক্রম ঘটেছে–নদীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহের মধ্যে যেন অশুভ বার্তা, আসন্ন বিপদের সঙ্কেত!

মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে ওর। একাকীত্ব, স্বজন ও বন্ধুদের সঙ্গে তৈরি হওয়া দূরত্ব আর নিজের নানা সমস্যায় মন এত ভারী হয়ে আছে যে সারাক্ষণ কেবল এসব নিয়েই ভাবছে, হৃৎস্পন্দনকে মনে হচ্ছে ফিউনেরালের পদযাত্রার বাদ্য–কেবলই মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা ঘোষণা করছে! সৃষ্টির শুরু থেকে এই হয়ে এসেছে, আগামী কয়েকশো বা কয়েক হাজার বছর ধরে তাই চলবে।

প্রবলবেগে মাথা নেড়ে আচ্ছন্নতা দূর করল লুস। 'বুঝলি, সিলভার, আমি হয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, নয়তো অচিরেই পাগল হয়ে যাব,' ঘোড়ার উদ্দেশে বিড়বিড় করল ও। 'হয়তো বেশিদিন আর থাকব না এখানে, কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করা যাবে না। আজ অবশ্য ব্লেযার পরিবারের একটা অপকর্ম পুষিয়ে দিয়েছি। হিসাব করলে ওটা এমন কিছু নয়, শিগ্‌গিরই সামলে নেবে ওরা, তবে অন্তত

একবারের জন্যে হলেও ওদের কুৎসিত পরিকল্পনা বানচাল করা গেছে, এও তো কম বড় প্রাপ্তি নয়।'

সাতসকালে পাইন বনে এসে হাজির হলো কিং ও শেন ব্লেযার। শ্যাকের সামনে চলে এল। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল দুই ভাই, নিশ্চিন্ত হলো কেউ নেই আশপাশে। অত সকর্ত না-হলেও চলে, যেহেতু এ কেবিনের অবস্থান সম্পর্কে খুব কম লোক জানে; তবুও সাবধানের মার নেই ভেবে এ সতর্কতা। সরাসরিও আসেনি ওরা, ইচ্ছে করে ঘুরপথ ব্যবহার করেছে যাতে কেউ ট্র্যাক ধরে অনুসরণ করলেও এখান পর্যন্ত আসতে না-পারে।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল কিং। এক পা বাড়িয়ে থমকে গেল সে, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কেবিনের সবই ঠিক আছে, শুধু বন্দি নেই। উধাও হয়ে গেছে বুড়ো মাইনার, অথচ বাইরে তালা আটকানো! দরজা বা দেয়াল ভাঙা হয়নি, যেমন ছিল তাই আছে।

মেঝেয় পড়ে থাকা র-হাইডের দড়ি চোখে পড়ল কিং-এর। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল ওগুলো, পরখ করল। এমনভাবে কাটা, বোঝাই যায় ছুরির পোঁচে কাটা হয়েছে। তারমানে, অন্য কেউ মুক্ত করেছে মাইনারকে, যেহেতু তার নিজের পক্ষে বাঁধন কাটা সম্ভব ছিল না। ছুরি থাকা তো দূরের ব্যাপার। একটা প্রশ্ন এসে যায় সেক্ষেত্রে...

এ কেবিনের অবস্থান সম্পর্কে কে জানে? কীভাবেই বা জানল এখানে বন্দি রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া? ব্যাপারটাকে কাকতালীয় বলে মানতে নারাজ কিং।

শক্ত হয়ে গেছে শেনের মুখ। সব কাজে সিদ্ধহস্ত ও অব্যর্থ বড় ভাইকে এই প্রথম ব্যর্থ হতে দেখেছে, একেবারে বেকুব বনে গেছে কিং—নিজেও বিমূঢ় হয়ে না-পড়লে হয়তো ভাইয়ের চুপসে

যাওয়া মুখটা দেখে উপভোগ করতে পারত শেন। এটাই ব্লেয়ার পরিবারের রীতি। শত্রুর মতো মায়ের পেটের ভাইকেও খুঁচিয়ে আনন্দ পায় ওরা, কারণে-অকারণে একে অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে; নিজের গুরুত্ব বোঝাতে সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকে, সুযোগ পেলে অন্যের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে এতটুকু দ্বিধা করে না।

'কাল নিশ্চয়ই তোমাকে অনুসরণ করেছিল কেউ,' নিস্পৃহ স্বরে মন্তব্য করল শেন।

'বুদ্ধিটা খুলে গেছে বেশ, তাই না?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠল বড় ভাই। 'তা বলো দেখি সেই লোকটা কে?'

'পারব বোধহয়। আমাদের *প্রিয়* ছোট ভাই,' হাসতে হাসতে বলল শেন, দরজার কাছে পড়ে থাকা বালির দিকে নির্দেশ করল। বুটের আবছা ছাপ পড়ে আছে। 'ওই পায়ের ছাপটা খুব পরিচিত মনে হচ্ছে না? বুটের আগা বা পায়ের আঙুল আগে মাটিতে ফেলে হাঁটতে অভ্যস্ত লুস, ঠিক ইনজুনদের মতো।'

শেন ভেবেছিল বিস্ফোরিত হবে কিং, খেপে গিয়ে হয়তো তেড়ে আসবে ওর দিকে। কিন্তু তেমন কিছুই দেখা গেল না, বরং একেবারে নীরব হয়ে গেছে কিং, ভুরু কুঁচকে ভাবছে কী যেন। শেষে মাথা ঝাঁকাল সমঝদারের ভঙ্গিতে, ধীরে ধীরে বলল: 'তা হলে লুসই বাটপারি করেছে? সেক্ষেত্রে, ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না-করলেই নয়!' ভয়ঙ্কর সুরে বলল কিং, যেন লুসের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে। 'তার আগে বুড়ো হাবড়াটাকে পাকড়াও করতে হবে। আচ্ছা, নোটটা চালান করেছ তো?'

'হ্যাঁ। তবে ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, কিং। এবার বোধহয় ভুল চাল দিয়ে ফেলেছ। সোনা যদি হাতাতে পারি আমরা অযথা কেন সি-পিকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করব?'

ঝটিতি শেনের দিকে ফিরল কিং, চোখে আগুন ঝরছে। 'খনি কোথায় আছে বলে তোমার ধারণা? কিছু না-বুঝেই গাঁইগুঁই শুরু

করেছ! অতি বুদ্ধিমান তো!' বিদ্রূপ প্রকাশ পেল কিং-এর কণ্ঠে। 'হ্যাঁ, খনি আছে স্টর্মির ধারে-কাছে কোথাও। সঠিকভাবে বললে পাহাড়ের গভীরে এবং সেটা সি-পির রেঞ্জে। বুঝতে পারছ, কেন সি-পিকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করতে হবে? পার্কার কি তোমার শ্বশুর নাকি যে নিজের জমিতে খনি পেলে তোমাকে দিয়ে দেবে? তবে আসল কথা হচ্ছে, সোনার ওই খনি যদি সি-পির জমিতে নাও হয়, তবুও পার্কারকে দুমড়ে-মুচড়ে দেব আমি, একেবারে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেব র‍্যাঞ্চটা। তবে আমার শান্তি হবে! তুমি হয়তো ভুলে গেছ, কিন্তু বাবার মৃত্যু এখনও ভুলতে পারছি না আমি। চিন্তা করে দেখো, বাবার মৃত্যু, লুসের বেয়াড়াপনা বা কার্লের রহস্যময় মৃত্যু...সবকিছুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সি-পি। ওদের সঙ্গে শত্রুতার কারণে দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়ছি আমরা। এত ত্যাগ বা ক্ষতির পর ওদেরকে ছেড়ে দিই কী করে? আমার শরীরে শেষ রক্তবিন্দু চলমান থাকা পর্যন্ত সি-পির বিরুদ্ধে লড়ে যাব, পার্কারদের শেষ করতে গিয়ে যদি আমার মৃত্যুও হয়, তাতেও আপত্তি নেই!'

ভাইয়ের আবেগী ভাষণে প্রভাবিত হলো শেন। বুদ্ধি-শুদ্ধি কম বলে অন্ধের মতো কিং-কে অনুসরণ করতে অভ্যস্ত ও; যে-কোন নির্দেশ বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করে, কিং-কে দুনিয়ার সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ মনে করে, এবারও তাই হলো। কিং-এর নিষ্ঠুর আমুদে স্বভাব সম্পর্কে অবগত ও, কিন্তু এবারের আবেগঘন ভাষণ বিস্মিত করেছে ওকে। কঠিন প্রকৃতির মানুষ শেন, ন্যায়-নীতির তোয়াক্কা করে না এবং অতি মাত্রায় স্বার্থ সচেতন। পার্কারদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার চেয়েও নগদ প্রাপ্তির ব্যাপারটা এ মুহূর্তে মুখ্য হয়ে উঠেছে ওর কাছে। তবে কিং-এর বুদ্ধিতে যদি দুটোই পাওয়া যায়...শেন ব্লেযারের নিষ্ঠুর ও সরু ঠোঁটে ক্রূর হাসি খেলে গেল।

‘ঠিকই বলেছ, কিং,’ সোৎসাহে একমত হলো শেন। ‘পার্কার আর সি-পি স্প্রেডকে নিশ্চিহ্ন করা পর্যন্ত শান্তি নেই আমাদের! যে-কোন মূল্যে ওদের হটাতে হবে। সি-পির দখল যদি নিতে পারি তা হলে আর আমাদের ঠেকায় কে! খনি যদি সত্যিই থাকে, তার দখলও অনায়াসে পেয়ে যাব তখন। যাক্‌গে, আমাকে কী করতে হবে?’

‘যেভাবে হোক ক্যালিফোর্নিয়াকে খুঁজে বের করতে হবে। ওর শ্যাকে চলে যাবে তুমি, আশপাশে তালাশ করবে। যত চালাকই হোক, হয়তো শ্যাকে যাবে বুড়ো, টুকিটাকি জিনিসপত্র নিয়ে সরে পড়বে কোথাও। আমি ওর জায়গায় হলেও তাই করতাম, কেউ জানে না এমন জায়গায় গিয়ে লুকাতাম।

‘আমি শহরে যাচ্ছি, দেখি কোন খবর পাওয়া যায় কি-না। সাবধান, শেন, ক্যালের শ্যাকটা কিন্তু সি-পি রেঞ্জে। কেউ যেন তোমার উপস্থিতি টের না-পায়। সি-পির কোন রাইডারের চোখে যদি ধরা পড়ে যাও, নির্ঘাত গুলি ছুঁড়বে ওরা।’

‘রাইডারদের অত সাহস বোধহয় হবে না...বলতে চাইছি দেখা মাত্র নিশ্চয়ই ওরা গুলি করবে না? যত যাই হোক, আমাদের প্রতি ওদের অনুভূতি তো মালিকের মতো নয়। পার্কারদের সংখ্যা তো কমেই গেছে, এক বুড়োকে ফেলে দিলে একরকম নেই হয়ে যাবে ওরা। আচ্ছা, কী মনে হয় তোমার, কার্লকে কি ওরাই খুন করেছে?’

‘কীভাবে জানব?’ চিন্তিত স্বরে বলল কিং, ভুরু কুঁচকে গেছে। ‘অন্তত এখন পর্যন্ত তোমার মতোই অন্ধকারে আছি আমি। তবে একটা ঘাপলা আছে, এটুকু টের পাচ্ছি।’

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল শেন, স্যাডলে চেপে বিদায় নিল; তারপর পাইন বনের মাঝ দিয়ে সঙ্কীর্ণ ট্রেইল ধরে ওল্ড স্টর্মির উদ্দেশে যাত্রা করল।

শ্যাক থেকে বেরিয়ে এল কিং ব্লেযার, দরজায় তালা আটকে স্যাডলে চেপে উইণ্ডির পথ ধরল। যদিও মুখে প্রকাশ করেনি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মহা খেপে গেছে সে। অসন্তোষ আর রোষের আগুনে জ্বলছে। তীব্র বিদ্বেষ বোধ করছে লুসের প্রতি। এত লোক থাকতে কি-না ওর ছোট ভাই চরম বেঈমানিটা করল! এমনিতে সবকিছু সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে, বিশেষ করে গত কয়েক সপ্তাহে একের পর এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, ওদের পরিকল্পনা মাফিক প্রায় কিছুই ঘটেনি; মোক্ষম একটা চাল দিচ্ছিল মাত্র–সি-পির উপর মরণকামড়ের ব্যবস্থা করেছিল–আর তখনই সব ভজকট করে দিল লুস! অন্য কেউ বন্দি ক্যালিফোর্নিয়াকে মুক্ত করলে এত খেপত না কিং। কাঁচা ঘায়ে যেন নুনের ছিটা দিয়েছে লুস, এতটাই অপমান ও হিংস্র আক্রোশ বোধ করছে ও।

'এদ্দিন দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি,' দাঁতে দাঁত চেপে শপথ করল কিং। 'এবার পা দিয়ে মাড়িয়ে সাপটাকে না-মারলেই নয়!'

বাবার কথা বলেছিল শেন। কার্লের মতোই রহস্যজনকভাবে খুন হয়েছিল ওয়েব ব্লেযার। দোষটা সি-পি র‍্যাঞ্চের উপর চাপিয়ে স্বস্তি বোধ করেছে কিং। কিন্তু মুখে যাই বলুক বা যতই সি-পি আউটফিটকে দায়ী করুক, আদপে ও বিশ্বাস করে না সত্যি ওর বাবাকে খুন করেছে পার্কাররা। জ্যাক বা মাইক পার্কারকে যতটা ঘৃণা করে, ঠিক ততটাই জানে তাদের সম্পর্কে–নির্ভেজাল সাহসী ও দৃঢ়চেতা মানুষ এরা, শত্রুর বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে লড়াই করবে, কিন্তু অন্যায্য কোন সুবিধা নেওয়ার কল্পনাও করবে না। এটা ওদের ধাতে নেই।

লড়াইয়ে ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই, সবই জায়েজ; তাই স্রেফ শত্রুতার কারণে, ইচ্ছাকৃতভাবে নানা দোষ বা অঘটনের দায় পার্কারদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে কিং। এর সবই লড়াইয়ের

কৌশল। ন্যায্য বা অন্যায্য, তাতে পরোয়া করে না সে, বরং যেভাবে হোক নিজের স্বার্থ উদ্ধার করাটাই মুখ্য ব্যাপার।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর উইণ্ডিতে প্রবেশ করল কিং, সুদর্শন মুখে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের গভীর ছাপ পড়েছে। নানা দিক থেকে উৎসুক লোকজন কৌতূহল নিয়ে দেখছে ওকে, বরাবর যা হয়। কিং-এর প্রতি প্রবল কৌতূহল বা আগ্রহের ভিন্ন কারণ রয়েছে আজ। প্রায় সারা এলাকা জুড়ে সাধারণ্যে আলোচনা রয়েছে যে ভাই কার্লের খুনের ঘটনা সম্পর্কে নির্লিপ্ত উদাসীনতা দেখিয়েছে কিং, এবং এর নেপথ্যে ব্লেযারদের দুরভিসন্ধি রয়েছে কি-না তা নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছে লোকজন। অনেকেই মনে করছে ইচ্ছে করে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না কিং, স্রেফ সময়ক্ষেপণ করছে; কিন্তু পরে মোক্ষম একটা চাল দেবে সে, যার পরিণতিতে ব্যাপক সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটবে।

নিজের টেবিলে বসে অলস সময় কাটাচ্ছিল মার্শাল জেরেমি সিস্টো। জানালা দিয়ে কিং ব্লেযারকে পেরিয়ে যেতে দেখল সে। ক্রূর হাসি ফুটল ল-ম্যানের মুখে। 'কিং, না?' নিচু স্বরে স্বগতোক্তি করল সে। 'হাড়ে হাড়ে বদমাশ একটা! সেই দিন আর বেশি দূরে নয় যখন লোকজন তোমার কিংগিরি ফুটিয়ে দেবে! তখন দেখা যাবে কতটা মুরোদ আছে!'

তীব্র সমালোচনার পাত্রটি তখন লাকি চান্স সেলুনের সামনে ঘোড়া থামিয়েছে। হিচিং রেইলে ঘোড়া বেঁধে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে, কোন দিকে তাকাল না।

সেলুনটা তখন পুরোপুরি ফাঁকা, একজন খদ্দেরও নেই। মালিক ডার্ক টারেট বারের পিছনে বসে ঢুলছিল। ব্যাটউইং দরজা ঠেলে কারও ঢুকবার শব্দে চোখ মেলে তাকাল।

'হাউডি, টারেট। গরম পড়ছে, তাই না?' বারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় সম্ভাষণ জানাল কিং, মুখ নিস্পৃহ হয়ে গেছে, অন্তত

দেখে বুঝবার উপায় নেই ভিতরে ভিতরে মহা খেপে আছে সে। এক টুলে এসে বসল। 'আমার সঙ্গে যোগ দেবে নাকি?'

মাথা নাড়ল সেলুন-মালিক। 'জানোই তো, ছেড়ে দিয়েছি। আমার পেটে হুইস্কি ঢেলে স্রেফ ভাল লিকারের অপচয় হবে শুধু! তারচেয়ে বরং তুমি একাই উপভোগ করো।'

অজুহাতটা মেনে নিল কিং, অগ্রাহ্য করবার ভঙ্গিতে একটা কাঁধ ঝাঁকাল। 'তোমার যা মর্জি,' বলল সে নিরাসক্ত কণ্ঠে। 'তবে যাকে-তাকে আবার এ কথা বোলো না। ব্যবসা তা হলে লাটে উঠবে। লোকে ভাববে নিজের তৈরি হুইস্কি যদি তুমি নাই খাও, নির্ঘাত ওতে কোন ভেজাল আছে। বুঝেছ তো?' কথাটা টারেটকে হজম করবার সময় দিল সে, তারপর কথার কথা যেন এমনভাবে জানতে চাইল: 'হারিয়ে যাওয়া সেই মাইনারের খবর মিলেছে?'

'নাহ্,' জানাল আইরিশ ব্যবসায়ী। 'আমার তো মনে হয় ওকে এলাকা থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'মেসনরের ধারণাই বোধহয় ঠিক,' মন্তব্য করল কিং, ভাবছে আদৌ মুখ খুলবে কি-না বুড়ো আইরিশ।

'আমার তো মনে হয় মেসনরের ধারণা পুরোপুরি ভুল,' তর্ক করল সেলুনকীপ। 'ক্যালকিন সম্পর্কে যা বুঝেছি তাতে মনে হয় না বুড়ো একজন মাইনারকে নিরুদ্দেশ করে দেবে। সবচেয়ে বড় কথা, ক্যালের শ্যাক থেকে ক্যালকিন চলে আসবার পরপরই বেন ব্লকারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বুড়োর। হলফ করে কথাটা বলেছে বেন। ফালতু কথার মানুষ নয় সে, বেসিনে এটা সবাই জানে।'

'কিন্তু ক্যালকিনের বন্ধু সে,' বাতলে দিল কিং। 'বন্ধুর জন্যে দু'চারটা মিথ্যে বলায় বোধহয় দোষ নেই তেমন।'

'হতে পারে বন্ধু বা ফোরম্যান। কিন্তু দুটোর মধ্যে বেশ তফাৎ আছে। ওদের দু'জনকেই সাচ্চা লোক মনে হয়েছে। কারও সঙ্গে ভাঁওতাবাজি বা চালিয়াতি করবার মতো নয়।'

'তুমি তা হলে সি-পির পক্ষ নিচ্ছ?' হুমকির সুরে জানতে চাইল কিং।

'না, কারও পক্ষ নিচ্ছি না আমি, কিংবা কারও কাছ থেকে নির্দেশও নিই না,' কাটখোট্টা স্বরে জানাল টারেট।

আইরিশ সেলুনকীপের স্পষ্টবাদিতায় সামান্য অপ্রতিভ হলো কিং, তবে দ্রুত নিজেকে সামলে নিল। মেজাজ খারাপ করলে চলবে না এখন, বরং বুদ্ধি খাটিয়ে, কৌশলে কাজ সারতে হবে। 'ঠিকই বলেছ, ওল্ড টাইমার, কারও কাছ থেকে নির্দেশ নেওয়ার বা তামিল করবার দরকার নেই তোমার,' স্মিত হাসল ও। 'তবে এ মুহূর্তে একটা নির্দেশ তোমাকে পালন করতেই হবে–আরেকটা ড্রিঙ্ক দাও আমাকে।'

বোতলটা কিং-এর দিকে ঠেলে দিল সেলুনকীপ, মুখ থমথমে হয়ে গেছে। কিং ব্লেযারের ভালমানুষি চেহারা দেখে বা ভদ্রোচিত আচরণে মোটেই বিভ্রান্ত হয়নি বুড়ো, ভাল করেই জানে আজকের ঘটনা কোনদিনও ভুলবে না কিং, বরং নিজের সুবিধামতো সময়ে এর শোধ তুলে নেবে। নির্মম প্রতিশোধ নেবে। মুখ বুজে অপমান হজম করে না ব্লেযাররা। আজ পর্যন্ত তেমন ঘটনা ঘটেনি।

তবে ভয় পাচ্ছে না ডার্ক টারেট। বুনো পশ্চিমে একটা সেলুন চালানো চাট্টিখানি কথা নয়। দুর্বলচিত্তের লোক সেলুন চালাতে পারে না। নানা কিসিমের লোকজন আসে–ধান্ধাবাজ, চালিয়াত, আউট-ল, বেয়াড়া ও মাতাল ভবঘুরে, স্থানীয় বুলিবয় বা মারকুটে মাস্তান ছাড়াও প্রভাবশালী র‍্যাঞ্চার, ফোরম্যান কিংবা বেপরোয়া কাউবয়দেরও সামাল দিতে হয়। সবসময় কৌশলী বা রক্ষণাত্মক হয়ে পার পাওয়া যায় না, বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনও কখনও অবিচল দৃঢ়তা দেখানো লাগে। কারণ ওই জিনিসটাকে যে-কোন মানুষই সমীহ করে।

আরও কিছুক্ষণ থাকল কিং ব্লেযার, অলস আলাপ চালিয়ে

গেল; শেষে লাকি চান্স থেকে বেরিয়ে প্লাযায় গিয়ে ঢুকল। খদ্দের এখানেও নেই তেমন, দুই মাইনার "ব্লাফ" খেলছে।

পলকের দৃষ্টিতে পুরো সেলুন দেখে নিল কিং, তারপর বারের পিছনে দাঁড়ানো রোজা মেলিনের দিকে এগিয়ে গেল।

হাত বাড়িয়ে দিল রোজা, চোখে সহানুভূতি। 'কার্লের ব্যাপারে আমি সত্যি দুঃখিত, কিং...'

'বাদ দাও! এখন আর দুঃখ করে কী লাভ?' নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল কিং। 'অন্তত কার্লের তো কিছু যাবে-আসবে না। যে মরে গেছে তো গেছে। আমার অন্তত কোন দুঃখ বা অনুতাপ নেই, তবে যে কয়োটটা ওকে খুন করেছে তাকে হাতের মুঠোয় পেতে চাই!' হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল সে। 'ক্যালকিনকে দেখেছ নাকি ইদানীং?'

মাথা নাড়ল প্লাযা মালিক। 'তুমি ওকে সন্দেহ করছ নাকি?'

রোজার আগ্রহ দেখে তলে তলে ক্ষিপ্ত হলো কিং, কিন্তু সযত্নে চেপে রাখল সেটা। 'সন্দেহ করব না কেন? সে কি সাদা চামড়ার ফেরেশতা নাকি?'

'ছেলেমানুষি কোরো না, কিং,' হাসতে হাসতে বলল রোজা। 'নিশ্চয়ই জানো কারও পিঠে গুলি করবার মতো লোক নয় জন ক্যালকিন?'

সি-পি ফোরম্যানের পক্ষে সাফাই গাইছে মেয়েটি–ব্যাপারটা রাগ আরও বাড়িয়ে দিল কিং-এর। এবার পাল্টা খোঁচা মারল ও। 'তুমি তো দেখছি ক্যালকিন সম্পর্কে অন্য যে-কারও চেয়ে বেশি খবর রাখো! আচ্ছা, এও নিশ্চয়ই জানো দু'চারদিনের মধ্যে ওকে চৌহদ্দিতে দেখা যাচ্ছে না কেন?'

কিং-এর খোঁচা গায়ে মাখল না রোজা, যদিও বুঝতে পারছে ওকে আঘাত দিতে চাইছে সে। এবার ভিন্নভাবে আক্রমণ করবার প্রয়াস পেল ও। 'সম্ভবত তোমার ভয়ে এদিকে আসছে না ও,

শহর এড়িয়ে চলছে কয়েকদিন।'

রোজার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হলো না কিং, বরং ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঠিকই ধরা পড়ল মিথ্যাটা। রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল, মুঠি হয়ে গেল বারের উপর রাখা হাতটা। রোজা যদি কোন পুরুষ হতো, ঠিক একটা ঘুসি বসিয়ে দিত মুখে। রোজার দেওয়া খোঁচা এবার মোক্ষম জায়গায় লেগেছে।

কিন্তু অসামান্য দক্ষতায় নিজেকে সামলে নিল সে, শক্ত হয়ে যাওয়া চোয়াল স্বাভাবিক হয়ে গেল মুহূর্তে, চওড়া হাসি ফুটল মুখে। 'হয়তো ঠিকই বলেছ, হানি, কিন্তু এরচেয়ে জোরাল বা যৌক্তিক একটা কারণ আছে। শুনবে? এমিলি পার্কারের আশপাশে ঘুরঘুর করে মহা ব্যস্ত ক্যালকিন, তোমার কথা ভাববার সময় ওর কোথায়!'

রোজা মেলিনের প্রতিক্রিয়া দেখে চরম বিস্মিত হলো কিং। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে প্লাযা মালিক, কাঁধ দুটো কাঁপছে থেকে থেকে। মুহূর্তের জন্যে কিং-এর মনে হলো মেয়েটা কাঁদছে, কিন্তু একটু পর আঙুলের ফাঁক দিয়ে ওর দিকে তাকাল রোজা। চোখে পানি রয়েছে বটে, দেখতে পেল কিং, তবে সেটা নির্মল আনন্দ ও কৌতুকের কারণে।

'ওহ্, তোমাদের পুরুষদের নিয়ে আর পারা গেল না!' লম্বা দম নিল রোজা, এতক্ষণ যেন শ্বাস নিতে পারছিল না, আসলে ক্রমাগত হাসির কারণে হাঁপিয়ে উঠেছে। 'কিং, এভাবে হাসাতে থাকলে কোন একদিন হয়তো আমাকে খুনই করে ফেলবে!'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রোজাকে দেখল কিং। 'এভাবে আমার সঙ্গে নির্মম তামাশা যদি করতে থাকো, সত্যিই তোমাকে একদিন খুন করে ফেলব! চালাকি করতে যেয়ো না। অবাস্তব কিছু বলেছি নাকি? ক্যালকিন কি ফেরেশতা নাকি যে পার্কারের মেয়ের সঙ্গে সুযোগ পেলেও লটর-পটর করবে না? এ কথা শুনে এত হাসির

কী হলো, আমি তো বুঝতে পারছি না!'

'করবে না কেন,' অকপটে স্বীকার করল রোজা। 'কিন্তু তাতে আমার অনেক কিছু যায়-আসে ভাবছ বলে মজা পেলাম।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রোজাকে দেখল কিং, একেবারে পরিষ্কার ও অপকট চাহনি, নিশ্চিত হলো মিথ্যে বলেনি মেয়েটি। সেক্ষেত্রে কী হলো? নিজেকে বেকুব বানিয়েছে সে। অযথা সন্দেহ করেছে জন ক্যালকিনের প্রতি আগ্রহী রোজা এবং সেজন্যেই ওকে যথেষ্ট পাত্তা দিচ্ছে না।

বেকুব বনেও সন্তুষ্ট বোধ করল কিং ব্লেযার। আর যাই হোক মেয়েঘটিত ব্যাপারে হেরে যেতে চায় না। বেসিনের সবচেয়ে প্রভাবশালী অথচ সুদর্শন লোক হিসাবে এ অহঙ্কারটুকু বুকে লালন করে সে; বহু মেয়ের স্বপ্নপুরুষ মনে করে নিজেকে। ক্যালকিন বা অন্য কেউ তার পছন্দের মেয়েকে জয় করে নেবে, এটা মোটেও আশা করে না, কিংবা সহ্যও করবে না।

'কী জানো, আমি আসলে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিলাম,' স্মিত হেসে বলল কিং ব্লেযার। 'বুঝতেই পারছ, তোমাকে নিয়ে কেমন ভাবি আমি। সারাক্ষণই মন জুড়ে থাকো তুমি!'

'হ্যাঁ, কথাটা অনেকবারই বলেছ,' হাসি ফুটল রোজা মেলিনের মুখে, কিন্তু কণ্ঠ আর চাহনিতে বিদ্রূপ। 'তো, এবার বলে ফেলো আসলে কী মতলবে এসেছ।'

'তোমাকে দেখতে এসেছি। শহরে আসব আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, এটা কল্পনাই করতে পারি না!' কিং দেখল কথাটা শুনে মাথা নাড়ছে রোজা, তাই যোগ করল: 'তবে শতভাগ ধান্ধা-ছাড়া এসেছি বললে ভুল হবে। ক্যালিফোর্নিয়ার কোন খবর আছে কি-না জানতে চাইছিলাম। জানোই তো, পশ্চিমে যে-কোন সেলুন হচ্ছে খবরের আখড়া। লাকি চান্সে গিয়েছিলাম, কিন্তু কোন খবর পাইনি।'

'না, ক্যালিফোর্নিয়ার খবর আমার জানা নেই। গতরাতে রিচার্ড ভেইন এসেছিল এখানে। ওর ধারণা মাইনারকে শহরের কাছাকাছি কোথাও আটকে রাখা হয়েছে।'

'কেন এ ধারণা হলো ওর?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল কিং।

'ভেইন মনে করে ক্লেইমে বিস্তর সোনা পেয়েছে ক্যাল এবং ওর পেটের খবর বের করা পর্যন্ত ওকে আটকে রেখেছে কেউ।'

যদিও স্রেফ কথার কথা হিসাবে খবরটা দিয়েছে রোজা, কিন্তু কিং সচেতন যে তীক্ষ্ণ চোখে ওকে দেখছে মেয়েটি, ওর প্রতিক্রিয়া বুঝতে চাইছে। কিন্তু হতাশ হলো প্লাযা মালিক। বরাবরের মতো নিস্পৃহ দেখাচ্ছে কিং-কে। নিজের উপর কিং-এর এত নিয়ন্ত্রণ যে চাইলে মুখটাকে পাথরের মতো বানিয়ে নিতে পারে, খুব আশ্চর্য খবরও ওকে আন্দোলিত করে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে চমকিত হয়েছে ও, বুঝতে পারছে না একজন মানুষের অনুমান কীভাবে বাস্তবের এত কাছাকাছি হতে পারে। প্রায় শতভাগ সঠিক ধারণা করেছে রিচার্ড ভেইন। বিস্ময়কর!

তবে রিচার্ড ভেইনকে ততটা কৃতিত্ব দিতে রাজি নয় কিং, বরং এর জন্যে দায়ী জনি মেসনরের আলগা জিভ। নির্ঘাত বিস্তর হুইস্কি গিলে বদহজম হয়েছিল জনির, হুইস্কির বদলে পেটের সব খবর উগরে দিয়েছে।

রোজার উদ্দেশে স্মিত হাসল কিং, শ্রাগ করে বলল: 'দারুণ অনুমান, তবে সত্য থেকে অনেক দূরের বোধহয়! আমার ধারণা যদি জানতে চাও তা হলে বলব এতক্ষণে বাজার্ডের খাবার হয়ে গেছে বুড়ো মিয়া। যাক্‌গে, সার্কেল-বিতে যাবে কবে?'

তেরছা দৃষ্টিতে কিং-কে দেখল রোজা, মুখে চাপা হাসি। 'কোন একদিন যাব–ওখানে যেদিন থাকবে না তুমি। ততদিনে নিশ্চয়ই তোমার সব গোমর জেনে যাব।'

'সব গোমর যেদিন জানা হয়ে যাবে, সেদিন দেখবে আমার

বন্দি হয়ে গেছ,' কাটা কাটা স্বরে বলল কিং। 'সেটা কি আদৌ ভাল লাগবে তোমার?'

'জানি না–অন্তত এখনই বলতে পারছি না,' দরজার দিকে চলে গেল রোজার দৃষ্টি, বেশ কয়েকজন খদ্দের ঢুকেছে সেলুনে। কিং ব্লেযারের উদ্দেশে স্মিত হাসল ও। 'মহামান্য যদি আমাকে অনুমতি দেন, তা হলে অন্যদের দিকে মনোযোগ দিতে পারি। বেশ কিছুক্ষণ ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে আমার।'

কিং-এর উদ্দেশে হাত নেড়ে বারের অন্য দিকে সরে গেল রোজা মেলিন, নতুন খদ্দেরদের পরিবেশন করবে।

সময় নিয়ে হুইস্কি শেষ করল কিং, আরও মিনিট কয়েক সময় ক্ষেপণ করবার পর বেরিয়ে গেল। রাস্তায়, কেউ কেউ শুভেচ্ছা জানাল ওকে, কিন্তু বাকিরা ফিরেও তাকাল না। উইণ্ডিবাসীর মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন বলতে হবে একে, কারণ মাসখানেক আগেও ঠিক বিপরীত ছিল অবস্থা–সবসময়ই উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়ে এসেছে ব্লেযাররা–তা কারও মন থেকে হোক বা না-হোক। ব্লেযারদের চটিয়ে দিয়ে ফ্যাসাদে পড়তে চাইত না বলেই সমঝে চলত সবাই, অনিচ্ছুক মন নিয়েও এগিয়ে এসে কুশল জানতে চাইত, অযথাই হাসত।

পাঁকে পড়লে হাতিও ইঁদুরের লাথি খায়–কথাটা মনে পড়তে গম্ভীর ও থমথমে হয়ে গেল কিং-এর মুখ। মাসখানেকের নানা ঘটনায় ব্লেযারদের প্রতি কয়েক যুগের ভীতি বিস্মৃত হয়েছে উইণ্ডিবাসী; বুঝে গেছে এতদিন ধরে যাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে ভাবত, তারা আসলে অতি সাধারণ মানুষ, তাদেরও আঘাত করা যায়। সেক্ষেত্রে তাদের এত ভয় পাওয়ার কী আছে, কিংবা আমল দেওয়ারই বা কী দরকার? মারকুটে ব্লেযারদের সংখ্যা ইতোমধ্যেই কমে গেছে।

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল কিং-এর, তিক্ত উপলব্ধি করেছে জন

ক্যালকিনের আগমনের পর থেকে তল্লাটে ব্লেযারদের একচ্ছত্র দাপট বা আধিপত্য খর্ব হওয়া শুরু হয়েছিল; কমতে কমতে তা এখন আশঙ্কাজনক অবস্থায় চলে এসেছে। ব্লেযারদের ভয়ে উইণ্ডি ও আশপাশের লোকজন যেখানে সিঁটিয়ে থাকত, এখন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, পাল্টা মার দেওয়ার চিন্তা করছে। ক'দিন পর উন্মত্ত লোকজন সার্কেল-বিতে গিয়ে হানা দেবে না, দেড় যুগের প্রবল অসন্তোষ ও শোষণ-নিপীড়নের প্রতিশোধ নিতে চাইবে না তার নিশ্চয়তা কী? বরং সেটাই ঘটবে, যদি না তার আগেই দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা ঘটে···লোকজনকে দেখিয়ে দিতে হবে সংখ্যা কমে গেলেও ব্লেযারদের বিষদাঁত ভেঙে যায়নি, শত্রুর বিনাশ না-দেখে থামতে জানে না ওরা···

সেজন্যে ক্যালকিনকে বিনাশ করতে হবে। যে-কোন মূল্যে। সি-পিকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। তাতেই আসল কাজ সারা হবে। ক্যালকিন বা সি-পি স্প্রেডকে যদি হারিয়ে দেওয়া যায়, উইণ্ডির তাবৎ লোকজন তখন নতজানু হয়ে পড়বে, ব্লেযারদের আজ্ঞাবহে পরিণত হবে···

মনে মনে দৃঢ় শপথ করল কিং ব্লেযার। সবাইকে দেখে নেবে! মরণকামড় দেবে! কার্ল বা লুস নেই তো কী হয়েছে, সে একাই যথেষ্ট। ক্যালকিন এবং সি-পিকে শেষ করতে পারলেই অনায়াসে হাতের মুঠোয় এসে যাবে পুরো এলাকা—আগে যেমন ছিল। আবারও দোর্দণ্ড প্রতাপে বেসিনে শাসন করবে ব্লেযাররা, তাদের মুখের কথাই হবে আইন।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল কিং, জনি মেসনরের সঙ্গে অল্পের জন্যে ঠোকর খেল না, সংবিৎ ফিরে পেল কাউবয়কে সামনে দেখে।

'এই যে, জনি, তোমাকেই খুঁজছিলাম,' বিরক্ত স্বরে বলল ও। 'শহরে শুনলাম ক্যালিফোর্নিয়া নাকি দারুণ একটা খনি খুঁজে

পেয়েছে আর সেজন্যেই ওকে আটকে রাখা হয়েছে?'

'এমন কিছু শুনিনি তো,' বিস্মিত স্বরে বলল জনি।

'আমি শুনেছি এবং একটুও ভুল শুনিনি! ক্যালের ব্যাপারে নির্ভুল অনুমান করেছে ওরা। তাজ্জব ব্যাপার না? তুমি হয়তো এর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবে।'

কিং-এর কণ্ঠের তীব্র শ্লেষে থতমত খেল জনি, ভড়কে গেল ও। মনে ভয় ধরে গেছে, কিং ব্লেযার কেমন ভয়ঙ্কর মানুষ এদ্দিনে জেনে গেছে। 'বস্, আমি সত্যি জানি না কিছু...' আমতা আমতা করে বলল জনি।

'তুমি ছাড়া আর মুখ খুলবে কে?'

'শুধু আমিই কি ছিলাম ওখানে? বস, আমার ঘাড়টা লম্বা বটে, কিন্তু একটাই, তাই না? ওটা হারানোর ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছে নেই!' ভিতরে ভিতরে আতঙ্কে সিঁটিয়ে গেছে জনি, সম্ভবত ভয়ের কারণে আত্মবিশ্বাস ফুটল ওর কণ্ঠে, মিথ্যাটা নিরেট সত্যের মতো শোনা গেল।

মাথা ঝাঁকাল কিং। 'তাই হবে, যদি দেখা যায় কথাটা তুমিই ফাঁস করেছ,' দাঁতে দাঁত পিষল ও। 'ক্যাল কোথায়?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জনি। 'আমি কীভাবে জানব? তুমি নিজেই তো ওকে নিয়ে গিয়েছিলে।'

'ব্যাটা পালিয়ে গেছে,' চাপা স্বরে বলল কিং, আরও কয়েকটা তথ্য জানাল।

'ধেত্তেরি! তোমার কারণেই ভেস্তে গেল সব!' অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ পেল জনির কণ্ঠে। 'নিশ্চয়ই ক্যাল জেনে গেছে কারা ওকে...'

'চিন্তা কোরো না,' জনিকে থামিয়ে দিল কিং। 'যে-কেউ ওই শ্যাক ব্যবহার করতে পারে। তা ছাড়া, ক্যালের ধারণা ক্যালকিনই ওকে গুম করেছে,' বেশি কিছু বলবার ইচ্ছে নেই, বরং যতটা কম

বলা যায় ততই ভাল। 'বাদ দাও, এখন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ব্যাটা কার জিম্মায় আছে? ছাড়া পাওয়ার পর উইণ্ডিতে চেহারা দেখায়নি ও। আর শ্যাকের ধারে-কাছে ট্র্যাক দেখে শেনের মনে হয়েছে এটা লুসের কাজ—অন্তত একটা বুটের দাগ চেনা লেগেছে ওর কাছে। তুমি বরং লুসের দিকে চোখ রেখো সবসময়। ও-ই হয়তো আমাদেরকে ক্যালের কাছে নিয়ে যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল কাউবয়।

'কথার নড়চড় যেন না-হয়,' গম্ভীর মুখে বলল কিং। 'যেভাবে বলেছি, তাই কোরো।'

সেলুনের সামনের হিচিং রেইলে বেঁধে রাখা ঘোড়ার কাছে চলে গেল কিং, স্যাডলে চেপে শহর থেকে বেরিয়ে গেল। পিছন থেকে তাকিয়ে থাকল জনি মেসনর, সার্কেল-বি বস্ দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর মার্শালের কোয়ার্টারে গিয়ে ঢুকল।

নীরবে ওর কাছ থেকে সব শুনল জেরেমি সিস্টো, শেষে বলল: 'সন্দেহ হচ্ছে তোমার সঙ্গে দুই নম্বরী খেলা খেলছে কিং?'

এমন সন্দেহ জনির মনেও উঁকি দিয়েছে– কিং-এর জায়গায় ও নিজে হলেও একই কাজ করত বোধহয়—কিন্তু মার্শালের প্রশ্নের জবাবে মাথা নাড়ল। 'আমার মনে হয় সব কথা খুলে বলেনি ও। কেউ ওকে নিশ্চয়ই আচ্ছা একটা সবক দিয়েছে এবং সেটা লুস হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মহা খেপে গেছে কিং। লুসের পিছনে লেগে থাকতে বলেছে আমাকে।'

নড করল মার্শাল। 'কোন খবর যদি পাও বা কোন কিছু যদি আবিষ্কার করো, মেসনর, সবার আগে আমাকে জানাবে,' অনুরোধ করল সিস্টো। 'চাইলেও সোজা পথে চাল দিতে পারবে না কিং ব্লেযার, ওতে সে অভ্যস্ত নয়। বরং তুমি আর আমি ঠিক থাকলে সব সামাল দিতে পারব, কোন সমস্যাই হবে না। বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল জনি। এমন নয় যে মার্শালের সততা সম্পর্কে ভুল ধারণা আছে ওর, বরং হাড়ে হাড়ে চেনে তাকে। দু'জন অসৎ লোকের মধ্যে মার্শালকে কম বেপরোয়া মনে হয়েছে বলেই তার সঙ্গে ভিড়ে গেছে। তা ছাড়া, নিজের পিঠের চামড়া বাঁচাতেও ওর মার্শালের সাহায্য লাগবে। ভয়ে ভয়ে আছে কবে ক্যালকিন ওকে চেপে ধরে! একমাত্র মার্শালেরই ক্যালকিনকে ঠেকানোর বা নিরস্ত করবার এক্তিয়ার আছে। ক্যালকিন চাইলে যে-কারও চেয়ে ঢের বিপজ্জনক ও বেয়াড়া হয়ে উঠতে পারে, তার নমুনা কয়েকবারই প্রদর্শন করেছে। ব্লেযার বা সিস্টোর চেয়ে বরং ক্যালকিনকে বেশি ভীতিকর মনে হয় ওর কাছে।

ভীতু নয় জনি মেসনর, বরং মোটামুটি সাহসী বলা চলে ওকে এবং খানিকটা হিসাবীও। হুজুগে পড়ে বা ক্ষণিকের আবেগের বশে কারও উপর হামলে পড়া ওর স্বভাব-বিরুদ্ধ, বরং সম্ভাবনা বিচার করে, ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে তবেই পদক্ষেপ নিতে অভ্যস্ত। আগ্রাসীও হতে পারে, কিন্তু নিজের অনুকূলে খানিকটা সম্ভাবনা থাকা লাগে তখন। আর...নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও পুরোপুরি সচেতন ও। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, পিস্তলে হুইটির দক্ষতা সম্পর্কে পরিষ্কার জানত ও এবং কখনোই তার বিরুদ্ধে ড্র করতে যেত না; সেক্ষেত্রে, আকাশছোঁয়া খ্যাতি বা বিস্তর পুরস্কারের যতই প্রতিশ্রুতি থাকুক, হুইটির হত্যাকারীর বিরুদ্ধে শোডাউনে যাওয়ার চিন্তা ঘুণাক্ষরেও করে না। ওটা স্রেফ পাগলামি।

কিংবা বোকার হদ্দের কাজ।

উনিশ

উপত্যকার ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলেছে এমিলি পার্কার। চারপাশে অপরূপ প্রকৃতি। তেরছা সূর্য স্বস্তিকর আলো বিলিয়ে চলেছে। পাহাড় থেকে ভেসে আসছে পাইন সুবাসিত ঝিরঝিরে বাতাস। ট্রেইলে ছায়া-বিলানো দু'ধারে জন্মানো ঘন ঝোপঝাড়, গুল্ম আর গাছের পাতা নড়ছে মৃদু বাতাসে। পাখির কলকাকলি, স্কুইরেলের হুটোপুটি বা পাহাড়ী ঢাল ধরে ছুটে যাওয়া উচ্ছল ঝর্নার কুলকুল ধ্বনি শুনে আপ্লুত হওয়ার কথা যে-কোন প্রকৃতিপ্রেমীর, কিন্তু উপভোগ করতে পারছে না এমিলি। গত কয়েকদিনে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে একটার পর একটা, মনটা ভার হয়ে আছে ওর।

চারপাশে প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন এমিলি; কিন্তু এ নিয়ে ভাবছে না এখন। উপভোগও করছে না। অথচ বরাবর এ সৌন্দর্যকে উপভোগ করে এসেছে, মনে অপার আনন্দ অনুভব করেছে সবসময়।

মনটা চলে গেছে চেনা সেই পাহাড়ি চাতালে, বহুবার লুকিয়ে একজনের সঙ্গে দেখা করত। কিং ব্লেযারের হাত থেকে ওকে যেদিন উদ্ধার করেছিল লুস, সেদিনের পর থেকে আর কখনও ওই চাতালে যায়নি এমিলি। লুসের কথা ভাবলে যখন কী এক প্রশান্তি আর ভাল লাগায় ভরে যায় মনটা, কিন্তু তার বড় ভাইয়ের কথা স্মরণে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ শরীরে বরফ্-শীতল পানি পড়বার অনুভূতি তৈরি হয়। মায়ের পেটের ভাই, অথচ কত অদ্ভুত

বৈপরীত্য দু'জনের মধ্যে! সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে ব্লেযার পরিবারে লুসের জন্ম। বাপ বা অন্য ভাইদের সঙ্গে ওর স্বভাবের মিল নেই বললে চলে। অন্যরা যতটা আগ্রাসী, হিংস্র বা বেপরোয়া, লুস ততটাই ভদ্র ও বিনয়ী। তবে ব্লেযার পরিবারে অন্যদের মধ্যেও যা দেখা যায়–জেদ, দুঃসাহস, গোয়ার্তুমি–সবই রয়েছে লুসের মধ্যে।

পিছন থেকে আসা কাঁপা ও উত্তেজিত একটা কণ্ঠে বাস্তবে ফিরে এল এমিলি।

'হাই, মিস্ পার্কার!'

রাশ টেনে ঘোড়া থামাল এমিলি, পিছন ফিরে তাকাল। ট্রেইল ধরে ছুটে আসছে বারো-তেরো বছরের একটা ছেলে। কষ্টেসৃষ্টে দৌড়াচ্ছে ছেলেটা, হাঁপিয়ে উঠেছে এরইমধ্যে। কারণটা খেয়াল করল এমিলি। বড়দের সাইজের ট্রাউজার ছেলেটার পরনে, তায় গোড়ালির কাছে বাড়তি অংশ বুটের ভিতর গুঁজে দেওয়া হয়েছে, যা দৌড়ানোর সময় সমস্যা তৈরি করছে।

চওড়া মুখ ছেলেটার, মুখে এখনও ফুটকি রয়ে গেছে। মাথায় ঘন চুল, কিছু কিছু চুল বাদামি রঙ ধারণ করেছে। এমিলি চিনতে পারল তাকে। উইণ্ডির হোটেলে ফাই-ফরমাশ খাটে ছেলেটা।

'কী ব্যাপার, কার্ল?' স্মিত হেসে জানতে চাইল এমিলি। 'কী মনে করে শহর ছেড়ে এখানে এলে?'

'আসলে তোমাদের র‍্যাঞ্চে যাচ্ছিলাম,' সামান্য অপ্রতিভ দেখাল কার্লকে, আমতা আমতা করছে। 'পথ চলতে চলতে ক্লান্ত লাগছিল বলে বিশ্রাম নিতে থেমেছিলাম। কখন যে ঘুম নেমে এল চোখে, টের পাইনি। হঠাৎ চোখ মেলে তোমাকে দেখলাম পেরিয়ে যাচ্ছ, ছুটতে ছুটতে তাই পিছু নিয়েছি। কিন্তু জুতোটা মোটেই জুত হয়নি, এটা পরে দৌড়ানো মুশকিলের ব্যাপার হয়ে পড়েছে দেখছি।'

'তুমি কি শহর থেকে পুরো পথই হেঁটে এসেছ?'

'না। একটা মেয়ার নিয়ে এসেছি, ডেভি ওটা ধার দিয়েছে আমাকে। পিছনে ঝোপের ভিতর আছে ওটা।' ডেভি হচ্ছে উইণ্ডি হোটেলের মালিক ডেভিড রিমাউই, চৌহদ্দির সবাই তাকে ডেভি নামে ডাকতে পছন্দ করে। 'ঘোড়াটা অবশ্য হাড্ডিসার, তবে গরু সামলানোর কাজে খারাপ না। ডেভি বলল বুড়ো হলেও ঠিকই আমাকে পৌঁছে দেবে ওটা। বয়স হয়ে গেছে বলে গতি কমে গেছে, এই যা। দুনিয়ার সব প্রাণীই বুড়ো হয়ে যায়, তাই না?' দার্শনিক সুরে শেষ কথাটা বলল ছেলেটা।

'বুড়ো ঘোড়াটাকে বিশ্রাম দিয়ে ভালই করেছ,' গম্ভীর স্বরে বলল এমিলি। 'কিন্তু র‍্যাঞ্চে যাচ্ছিলে কেন, বলো তো?'

চওড়া হাসি ফুটল কার্লের মুখে। 'আরে, আরেকটু হলে ভুলেই গিয়েছিলাম!' সামান্য লজ্জা ফুটল ছেলেটার মুখে। 'এই যে, এটা নিয়ে এসেছি তোমার জন্যে।' প্যান্টের বড়সড় পকেট হাতড়ে প্রায় দুমড়ানো একটা খাম বের করে এগিয়ে দিল। 'ডেভি কড়া গলায় বলে দিয়েছে তোমাকে এটা দেওয়ার সময় যেন পুরো একা পাই। ভাগ্য ভাল যে সেটা ঘটে গেছে।'

খামটা নিল এমিলি। উপরে ওর নাম লেখা। একেবারে কিনারার দিকে লেখা: "ব্যক্তিগত"। চিঠিটার প্রেরক লুস হতে পারে ভেবে অজান্তে ওর দুই গাল আরক্ত হয়ে গেল, এবং কার্লের দৃষ্টি এড়াল না সেটা।

'সন্দেহ নেই বেসিনের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে ও,' ভাবনাটা মুখে প্রকাশ করল না কার্ল ওয়িদার্স।

খামের মুখ খুলল না এমিলি, বরং খানিকটা বিষণ্ন মনে ওটা স্কার্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। কার্লের সামনে ওটা খুলতে চায় না।

'চিঠির জবাবে হয়তো কিছু বলবার থাকতে পারে,' মনে

করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল ছেলেটা।

'চিন্তা কোরো না, র‍্যাঞ্চের কাউকে উত্তর লিখে পাঠিয়ে দেব আমি,' কার্লকে আশ্বস্ত করল এমিলি। 'শোনো, কার্ল, মি. ডেভিড রিমাউইকে আমার পক্ষ থেকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবে। বেচারা কষ্ট করে তোমাকে পাঠিয়েছে, এ জন্য ওঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

পকেট থেকে একটা কয়েন বের করে কার্লের হাতে গছিয়ে দিল ও।

'মিস্ পার্কার, সামান্য একটা চিঠি পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আমি টাকা নিতে পারি না!' পুরুষালি কণ্ঠে আপত্তি জানাল কার্ল, যদিও ভিতরে ভিতরে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছে। সারা হপ্তা বেগার খেটে যা কামাই হয় না, তাই পেয়ে গেছে এখন।

'এটা তোমার পারিশ্রমিক নয়,' মৃদু হেসে বলল এমিলি। 'সামান্য শুভেচ্ছা উপহার বলতে পারো। চাইলে কার্তুজ কিনতে পারো। তা হলে হয়তো কয়োটটাকে শিকার করতে পারবে।'

এমিলির জানা আছে কার্লের মা মুরগি পালনের যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু ধাড়ি কয়োটের অত্যাচারে সুবিধা করতে পারছে না। রাতের বেলা হানা দিয়ে মুরগি বা ছানা নিয়ে পালিয়ে যায় এরা। এবার হয়তো পাল্টা একটা ব্যবস্থা নিতে পারবে, তৃপ্ত মনে ভাবল কার্ল। কার্তুজভরা অস্ত্র থাকলে কয়োটকে ঠেকানো যাবে অনায়াসে। দু'একটাকে ফেলে দিতে পারলে আর এ-মুখো হবে না শয়তানগুলো।

'ধন্যবাদ, স্যা...মিস্! আশা করছি দু'একটা কয়োটকে ঠিকই শিকার করতে পারব।' ঘুরে ফিরতি পথে হাঁটতে শুরু করল কার্ল, মেয়ারকে খুঁজে বের করবে।

নিজের পথে এগোল এমিলি। একটু পর পকেট থেকে খামটা বের করে খুঁটিয়ে দেখল। হাতের লেখা অপরিচিত। তবে এ-ও ঠিক লুস ওকে কখনও চিঠি লেখেনি, তাই তার হাতের লেখাও

চেনা নেই। কাঁপা হাতে খাম ছিঁড়ে ভিতর থেকে চিঠিটা বের করল ও। চিঠি না-বলে বরং নোট বলা উচিত। মাত্র তিন বাক্যের একটা খবর। পেন্সিলে, বেশ তাড়াহুড়ো করে লেখা।

'প্রিয় এমি,
এভাবে আর থাকতে পারছি না, তাই ঠিক করেছি তল্লাট ছেড়ে চলে যাব আমি। কাল সকালে কি আমাদের অতি প্রিয় সেই জায়গায় দেখা করবে? প্লীজ, এসো! চলে যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা না-হলেই নয়!

—লুস

মুহূর্তের জন্যে এমিলির মনে হলো হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে ওর। লুস ব্লেযার চলে যাবে, আর কখনও দেখতে পাবে না তাকে!

তখনই নিজের আবেগ আর তার গভীরতা উপলব্ধি করল এমিলি। লুস কখনও স্পষ্ট করে বলেনি, কিন্তু ঠিকই জানত সে এবং এখন এমিলিও টের পাচ্ছে...কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: প্রবল ও তিক্ত হতাশা বোধ করছে ও।

দেখা করতে হবে লুসের সঙ্গে!

পরদিন মাঝ-সকালে র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেল এমিলি। অতি পরিচিত সেই জায়গায় পৌঁছাতে বেশিক্ষণ লাগল না। মনে মিশ্র অনুভূতি ওর। রাজ্যের বিষণ্নতা আর হাহাকার নিয়ে শেষবার বিদায় নিয়েছিল লুসের কাছ থেকে, কিন্তু মনে ছিল তরুণ ব্লেযারের জন্যে অসীম উদ্বেগ; দিন কয়েক যাওয়ার পরও এসব অনুভূতি মুহূর্তের জন্যেও ওকে ছেড়ে যায়নি কখনও, বরং সঙ্গী হিসাবে রয়ে গেছে সারাক্ষণ। লুসের জন্যে মন কেঁদেছে, দুশ্চিন্তায় অস্থির বোধ করেছে, হৃদয়ে ক্ষরণ হয়েছে, নিভৃতে তার জন্যে মঙ্গল কামনা করেছে, কখনও কখনও প্রার্থনাও করেছে। কেউ

যাতে কিছু বুঝতে না-পারে, শক্ত হাতে মনকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করেছে ও, নিজেকে বুঝিয়েছে শত্রু-ঘরের হলেও লুসকে মন দিয়ে ভুল করেনি, বরং শেষপর্যন্ত ওদের সুখের মিলন হবে, বৈরী ভাবাপন্ন দুই স্প্রেডের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হবে।

কিন্তু মনের গভীর থেকে আশঙ্কাও বোধ করেছে এমিলি, যত যাই ঘটুক আসলে বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খাওয়া সম্ভব নয়, অর্থাৎ ব্লেযার ও পারকারদের মধ্যে সদ্ভাব বা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কখনোই সম্ভব হবে না। আসলে এটাই বাস্তবতা। এমিলির পক্ষে মেনে নেওয়াও কঠিন হতো না, যদি না এরমধ্যে লুস জড়িয়ে পড়ত। স্রেফ লুসের কারণেই সবকিছু ভিন্ন চোখে দেখতে শিখেছে ও।

পাহাড়ী চাতালে এক নজর বুলিয়ে এমিলি বুঝে গেল কেউ নেই এখানে। মনটা তেতো হয়ে গেল ওর, হতাশায় বিপন্ন বোধ করছে। লুস ব্লেযারকে ছাড়া নিজের জীবন কল্পনাই করতে পারে না! অসম্পূর্ণ ও নিঃস্ব মনে হয়। নাই বা থাকল চোখের সামনে, কিন্তু এমিলি তো জানে যে উইণ্ডি বা ধারে-কাছে কোথাও আছে। হয়তো এক মাসেও একবার দেখা হবে না, কিন্তু একটা আশা নিয়ে তো থাকতে পারবে। লুস তল্লাট ছেড়ে চলে গেলে সব আশাই বিসর্জন দিতে হবে।

ওকে আসতে বলেও লুস আসেনি! ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। পরমুহূর্তে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি ফিরে পেল এমিলি। আবেগের কারণে বুঝতে পারছিল না। লুস তো নির্দিষ্ট কোন সময় উল্লেখ করেনি। সচরাচর যে-সময়ে দেখা করত ওরা, সেই সময় ধরে এসেছে এমিলি। কোন কারণে লুসের দেরিও হতে পারে।

লুস হয়তো একটু পর আসবে।

অপেক্ষা করবার সিদ্ধান্ত নিল ও। ব্যাপারটা যে যুবতী কোন মেয়ের জন্যে মানানসই নয়, উদারমনা এমিলির মাথায় এল না।

স্যাডল ছেড়ে পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ির উপর এসে বসল ও, পকেট থেকে নোটটা বের করে আবার পড়ল। বারবারই পড়ল। এক হিসাবে এটাকে প্রেমপত্রই বলা চলে। চিন্তাটায় মন আর্দ্র হয়ে উঠল ওর, কয়েক মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। এখানে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে লুসের সঙ্গে, প্রতিবারই অসম্ভব ভাল লাগত ওর, দারুণ উত্তেজনা ও রোমাঞ্চের পাশাপাশি অজানা উদ্বেগও কাজ করত মনে–ধরা পড়বার ভয়ে তটস্থ থাকত। কিন্তু তবুও লুসের সঙ্গে কাটানো কয়েকটা মিনিট ওর জীবনের সবচেয়ে সেরা কিছু সময়, যদিও কোনবারই কয়েক মিনিটের বেশি কখনও কাটায়নি ওরা। ধরা পড়বার ভয়ে বেশিক্ষণ থাকত না। বরং স্রেফ চামড়ার চোখে একে অন্যকে দেখে প্রশান্তি পেত, মুখিয়ে থাকত সামান্য ওই কিছু সময়ের জন্যে, অধীর অপেক্ষায় থাকত দিনের পর দিন।

নিজস্ব ভাবনায় মগ্ন ছিল বলে পিছনে ঝোপের নড়াচড়ার শব্দ ওর কান এড়িয়ে গেল, যখন টের পেল ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে ঝটিতি পিছন ফিরে তাকাল ও, কিন্তু আচমকা জমকাল কী যেন ঢেকে দিল ওর দৃষ্টিপথ, সকালের সূর্যের আলো আড়ালে পড়ে গেল। প্রায় একই মুহূর্তে ছুঁড়ে দেওয়া একটা কম্বল ঢেকে ফেলল ওকে।

পরক্ষণে, এমিলি টের পেল, কে যেন শক্ত হাতে ওর কব্জি চেপে ধরল! চট করে দু'হাত এক করে, ঝটিতি বেঁধে ফেলল। প্রবল আতঙ্কে হিম হয়ে গেল ওর অন্তরাত্মা. দিশেহারা বোধ করছে; কিন্তু বিপদের ষোলোআনা সম্ভাবনা টের পাচ্ছে ঠিকই। অসহায়ত্ব ঝেড়ে ফেলে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল এমিলি, যদিও জানে বৃথা হবে। মাটির উপর দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে, তারপর ঘোড়ার পিঠে তুলে দেওয়া হলো।

চাপা স্বরে নির্দেশ দিল একটা পুরুষ কণ্ঠ, ঘোড়াটা চলতে শুরু করল।

মনটা রাজ্যের বিষাদে ভরে গেল। এমিলি বুঝতে পেরেছে একটা ফাঁদে পা দিয়েছে। আসলে লুস ওকে কোন চিঠি লেখেনি। কেউ কারসাজি করেছে। কিন্তু কে? পরক্ষণে প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে গেল। চাতালে ওর সঙ্গে লুসের দেখা হওয়ার কথা কিংবা লুস খবর দিলে যে এমিলি দেখা করতে উপস্থিত হবে, এটা একজনই জানে শুধু–কিং ব্লেযার! সারা দেহে শীতল অনুভূতি হলো, কিং ব্লেযারের হুমকি আর ওর বাবার প্রতি তার অপরিসীম ঘৃণা মনে পড়তে প্রবল অসহায়ত্ব বোধ করল। তবে অন্য একটা ব্যাপার ভেবে সান্ত্বনা হিসাবে মনে কিছুটা হলেও স্বস্তি বোধ করছে ও–চিঠিটা ভুয়া, তারমানে লুস তল্লাট ছেড়ে কোথাও যাচ্ছে না।

ওকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এ সম্পর্কে ধারণা করতে পারছে না এমিলি, তবে শব্দ শুনে বুঝতে পারছে লম্বা লম্বা ঘাস ঠেলে এগোচ্ছে ঘোড়াটা। কিছুক্ষণ পাথুরে জমি ধরে এগিয়েছিল, এরপর সচরাচর ব্যবহৃত হয় না এমন এক ট্রেইল ধরে এগিয়েছে, কারণ ট্রেইলের পাশে জন্মানো গাছের ডাল বারবার ওর গা ছুঁয়ে যাচ্ছিল। কখনও যদি ভুল করে এক-দুই কদম সরে গিয়েছে ওর ঘোড়া, সঙ্গে সঙ্গে ওর কব্জি চেপে ধরেছে কেউ, সঠিক পথে চলবার তাগিদ দিয়েছে। একাধিক লোক ওকে এস্কর্ট করে নিয়ে যাচ্ছে, ইতোমধ্যে টের পেয়েছে এমিলি, যদিও সংখ্যাটা বুঝতে পারেনি। নিজেদের মধ্যে এরা কথা বলছে না বললেই চলে, যদি বলেও তবে সেটা খুবই নিচু স্বরে যাতে এমিলি বুঝতে না-পারে।

মুখের উপর চেপে থাকা কম্বলটা শ্বাসকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, স্যাডলে বসে থাকতে রীতিমতো কসরত করতে হচ্ছে ওকে, যেহেতু দেখতে পাচ্ছে না। মনে আশঙ্কার পাহাড় ক্রমে ভারী হচ্ছে, দুশ্চিন্তায় অস্থির বোধ করছে এমিলি। ক্লান্তি লাগছে

ওর। মনে হচ্ছে এই রাইড যেন শেষ হবে না।

কিন্তু একসময় শেষ হলো। গন্তব্যে পৌঁছাল ওরা।

স্যাডল থেকে নামানো হলো ওকে, তারপর একটা দালানে আনা হলো। কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি ভেঙে লম্বা করিডর ধরে এগোল এমিলি, কর্কশ এক কণ্ঠের নির্দেশে বসল। চেয়ার না অন্য কিছু জানে না, কিন্তু বসল ও। কম্বলটা সরিয়ে দেওয়া হলো। ঘরে তেমন উজ্জ্বল আলো নেই, তবে এতক্ষণ দেখতে পাচ্ছিল না বলে চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওর। মানিয়ে নিতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল, তারপর সামনে হাস্যোজ্জ্বল কিং ব্লেযারকে দেখতে পেল। উল্লসিত মুখ তার। বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে সে বো করল ওর উদ্দেশে।

'সার্কেল-বিতে স্বাগতম, মিস্ পার্কার,' সহাস্যে বলল সে। 'দাওয়াতটা যে খুব সৌজন্যমূলক ছিল তা বলা যাবে না, কিন্তু এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তোমাকে এখানে পাওয়ার জন্যে কতটা উদ্গ্রীব ছিলাম আমরা এবং ঠিক একই কারণে মহা আনন্দিত বোধ করছি এখন!'

কঠিন চোখে সার্কেল-বি বস্-কে দেখল এমিলি। 'এ চরম অভদ্রতায় কী ফায়দা হবে তোমার, শুনি?'

'আমি যা যা চাই, তার সবই পেয়ে যাব, হানি। প্রাপ্তির মধ্যে তুমিও আছ।'

প্রবল অবজ্ঞার সঙ্গে একটা হাত নাড়ল এমিলি। 'তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। লোকজনের অজ্ঞাতে আমাকে ক'দিন এখানে আটকে রাখতে পারবে বলে মনে করো? শহরের লোকজন যদি ঘটনা জানতে পারে, ওরা কী করবে বলে মনে হয় তোমার?'

কিং-এর হাসি ম্লান হলো না। 'আমি কি চুরি করেছি নাকি যে লোকজনকে জানতে দিব না? বরং সবাই জানবে এখানে এসেছ তুমি। স্বেচ্ছায়, নিজ থেকে এসেছ। আর সেক্ষেত্রে…মনে হয় না

শহরের কারও কিছু বলবার থাকতে পারে। এমনকী তোমার বুড়ো বাপও রা করবে না।'

'তোমার মিছে কথায় বিশ্বাস করবে সবাই?'

'কেন করবে না?' বিস্মিত দেখাল কিং-কে। 'তুমি নিজে যখন বলবে, বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় থাকবে? আমাদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রী হিসাবে নিশ্চয়ই এখানেই থাকবে...'

এমিলির মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি দেখে থেমে গেল কিং, তীক্ষ্ণ চোখে দেখল। একেবারে নির্বিকার তার মুখ, ভিতরে ভিতরে যদি অপমানও বোধ করে থাকে, প্রকাশ করছে না; বরং হঠাৎই যেন এমিলির সৌন্দর্য সন্ধানে আগ্রহী হয়ে পড়ল। সমীহের চোখে আপাদমস্তক দেখল ওকে, নির্লজ্জের মতো শরীরের সমৃদ্ধ অঞ্চলে থমকে গেল, খুঁটিয়ে দেখল। একটা ঘোড়া কিনবার আগে যেমন খুঁটিয়ে দেখে সবাই, সেভাবেই দেখছে এমিলিকে।

অপমান ও লজ্জায় অজান্তে রক্তিম হয়ে গেল এমিলির মুখ, গরম রক্তপ্রবাহ বইছে কান পর্যন্ত। ভিতরে ভিতরে চরম অসন্তোষ বোধ করছে, কিন্তু একইসঙ্গে নিজের অসহায়ত্বও টের পাচ্ছে। কিং ব্লেযারের বাহ্যিক শীতল গাম্ভীর্যের নীচে চাপা পড়ে যাওয়া আসল রূপ এখন উপলব্ধি করতে পারছে—মেয়ে মাত্রই যেমন বিপদ টের পায়—ঠিক টের পাচ্ছে এমিলি। জীবনে এরচেয়ে কঠিন বিপদে আর পড়েনি। সম্ভবত তল্লাটের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লোকটার মর্জির উপর এখন নির্ভর করতে হবে ওকে...

'একটুও বাড়িয়ে বলিনি,' খেই ধরল কিং, চোখ-মুখ কঠিন হয়ে গেছে। 'আমি যদি আদৌ কোন আনুষ্ঠানিকতার ধার ধারি।' একেবারে নিরাবেগ তার কণ্ঠ, ভদ্রতা বা সৌজন্যের পরোয়া করছে না এতটুকু; কথাগুলো এমিলির কাছে কর্কশ ও নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে। 'মেয়েমানুষ দরকার হলে বিয়ে করতে হয় না আমার, অন্তত এখন পর্যন্ত তাই ঘটে এসেছে। তবে তোমার ক্ষেত্রে বোধহয়

ব্যতিক্রম করা যায়, এমনকী তুমি পার্কার হলেও।'

কিং যদি আশা করে থাকে তার চাঁছাছোলা কথায় নিরাশ বা হতোদ্যম হবে এমিলি, সেক্ষেত্রে দারুণ ভুল করেছে সে। কিছু সময়ের জন্যে, ব্যাপারটা স্রেফ সাময়িক, অসহায়ত্ব বোধ করেছে এমিলি, কিন্তু নিজেকে দ্রুতই সামলে নিয়েছে। কিং ব্লেযারের রাগ বা চোটপাট দেখে মোটেই ভড়কে যায়নি। লড়াকু মায়ের সন্তান ও, বৈরী পশ্চিমে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে বিপদ মোকাবিলা করতে অভ্যস্ত ছিল ওর মা, এমনকী বাবার পাশাপাশি ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গেও লড়াই করেছে। স্রেফ মুখের কথায় ভড়কে যাওয়ার বান্দা নয় ও।

'তুমি আসলে একটা পাষণ্ড, পশুর চেয়েও অধম,' উত্তেজনায় চেঁচাল এমিলি, প্রবল বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠে।

প্রচণ্ড রাগে লাল হয়ে গেছে কিং-এর মুখ, ধৈর্য হারিয়ে ফেলল মুহূর্তের জন্যে, কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিল সে। 'নিজের মুখেই বলেছ কথাটা,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সার্কেল-বি বস্। 'আর আমিও কথা দিচ্ছি, এর অন্যথা হতে দেব না!'

ফণা তোলা সাপের মতো ক্ষিপ্রতা দেখাল কিং, মুহূর্তের মধ্যে হাত বাড়াল সে, এমিলির কোমর চেপে ধরে দানবীয় শক্তিতে এক টানে তুলে ফেলল, নিজের দিকে আকর্ষণ করল ওকে। মুখটা নেমে আসছে। শরীরে মোচড় তুলে ইস্পাতদৃঢ় বাঁধন থেকে মুক্তি পেতে চাইল এমিলি, কিন্তু সফল হলো না। এক চুল শিথিল হলো না। পরক্ষণে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করল ও, কব্জিতে বাঁধা দু'হাত গায়ের জোরে নামিয়ে আনল কিং ব্লেযারের মুখের উপর।

অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল কিং, তেমন ব্যথা না-পেলেও ছেড়ে দিল এমিলিকে। এক কদম পিছিয়ে গেল সে। কঠিন হয়ে যাওয়া মুখে হাসি, চোখের তারায় কৌতুক। 'এমনই তো চাই!' যেন খুব মজা পেয়েছে, সন্তুষ্ট ও রোমাঞ্চিত স্বরে বলল কিং ব্লেযার। 'কী জানো, একটু-আধটু বেয়াড়া ভাব না-থাকলে মেয়েমানুষের দাম

আছে নাকি? অন্তত আমার কাছে তাদের খুব পানসে মনে হয়। আপসে সব পেয়ে গেলে তাতে আনন্দই থাকে না। হানি, তুমি যত লড়াই করবে ততই তোমাকে আমার আরও বেশি ভাল লাগবে। কে জানে, হয়তো ভালও বেসে ফেলতে পারি!'

কথা বলতে বলতে খপ্ করে এমিলির কব্জি চেপে ধরল কিং, তারপর হাত দুটো নামিয়ে নিল। একেবারে অসহায় হয়ে পড়ল এমিলি, আশঙ্কা করল এবার বোধহয় সত্যি পশু হয়ে উঠবে সে, ওকে খুন করে ফেলবে।

কিংবা...চরম সর্বনাশ করবে...

শক্ত হাতে ওকে ধরে রেখেছে কিং ব্লেযার, গায়ের উপর হামলে পড়ল প্রায়। আতঙ্কিত মনে এমিলি আবিষ্কার করল জোর করে ওকে চুমো খেল সে, কর্কশভাবে ঠোঁট চেপে রাখল ওর ঠোঁটের সঙ্গে।

কয়েকবার চেষ্টা করল কিং, কিন্তু সামান্য সাড়াও পেল না। খেপে গিয়ে চরম অভদ্রের মতো ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিল সে। এতক্ষণ সাঁড়াশি বাঁধনে আটকা পড়ে ছিল বলে অবশ হয়ে গিয়েছিল এমিলির শরীর, কিং ঠেলে সরিয়ে দেওয়ায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। দু'বার টলে উঠল, চেষ্টা করেও সামলাতে পারল না নিজেকে। হুমড়ি খেয়ে মেঝেয় পড়ে গেল এমিলি।

সেকেণ্ড কয়েক দাঁড়িয়ে থাকল কিং, উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে তার শরীরের রক্ত। প্রবল আক্রোশ বোধ করছে এমিলির উপর, একইসঙ্গে কামনাও জেগেছে; দেহের পাশে মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো কাঁপছে ক্ষণে ক্ষণে, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে সে। তারপর, হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল সার্কেল-বি বস্।

'আপাতত এতেই হবে,' উদ্দেশ্যপূর্ণ স্বরে বলল কিং ব্লেযার। 'বেয়াড়া গরু, ঘোড়া বা মেয়েমানুষ, তিনটাই পোষ মানাতে জানি আমি। হাত তুলে মুখ মুছল সে, কানের পাশে কিছুটা লালচে হয়ে

গেছে গাল। ‘এর মাশুল ঠিকই গুনবে তুমি! আজ পর্যন্ত কিং ব্লেযারের গায়ে হাত তুলে পার পায়নি কোন মানুষ–সে পুরুষ আর মহিলাই হোক!’

তারপর ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

বাইরে থেকে তালা আটকে দেওয়ার শব্দ শুনতে পেল এমিলি, অসহায় হয়ে তাকিয়ে থাকল বন্ধ দরজার দিকে। এবার বেদনা, হতাশা আর আশঙ্কা গ্রাস করল ওকে। নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল ও।

অপূর্ব সাজে সেজেছে প্রকৃতি। চোখ জুড়ানো দৃশ্য চারপাশে। ঢেউ খেলানো পাহাড়ী ঢালে সবুজ ঘাসের গালিচা, পর্বতের কোল জুড়ে জন্মেছে রঙ-বেরঙের বাহারী ফুল। শেষ বিকালের সূর্যের তেরছা আলোয় ঝলমল করছে সোনালি, বেগুণী আর জামরঙা ফুলগুলো। উপরের ঢালে জন্মানো স্প্রুস ও উইলোর শাখা-প্রশাখা গলে ছিটকে আসা আলো বিচিত্র আল্পনা তৈরি করেছে সবুজ ঘাসের বুকে।

স্যাডল পরানো একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে ট্রেইল থেকে কিছু দূরে, মাটির উপর ঝুলছে ওটার লাগাম, চুটিয়ে সতেজ ঘাসের সদ্ব্যবহার করছে ওটা। বিশ হাত দূরে ফুলে ছাওয়া উপত্যকায় হাঁটু মুড়ে বসে আছে ঘোড়াটার সওয়ার, আঁচল ভরে নিয়েছে নানা ফুলে। গুনগুন করে একটা মেক্সিকান গান গাইছে মেয়েটা।

মিষ্টি ও সুরেলা কণ্ঠে আকৃষ্ট হয়েছে সি-পি ফোরম্যান, নইলে হয়তো খেয়ালই করত না। ঘোড়া থামিয়ে কয়েক মুহূর্ত দূর থেকে মেয়েটিকে দেখল, তারপর ট্রেইল ছেড়ে উপত্যকার দিকে ঘোড়াকে আগে বাড়াল। হাঁটছে ওর ঘোড়া, সবুজ ঘাসের বুক চিরে এগোচ্ছে বলে শব্দ হলো না বললেই চলে, তাই একেবারে শেষ মুহূর্তে ছাড়া ওর উপস্থিতি টেরই পেল না ফুল সংগ্রহে ব্যস্ত

মেয়েটি।

কারও উপস্থিতি টের পেয়ে যখন ফিরে তাকাল রোজা মেলিন, নিখাদ বিস্ময় ফুটল চোখে-মুখে। 'আরে, এ যে দেখছি পরোপকারী সেই বন্ধু!' উৎফুল্ল ও ছেলেমানুষি কণ্ঠে বলল প্লাযা মালিক। 'কিন্তু এবার যে আমার ঘোড়াটা পালিয়ে যায়নি, *সেনর!*'

নির্মল হাসল জন। 'ফুলের বাগানে উপস্থিতি তোমার বয়স কমিয়ে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছিল বটে, কিন্তু ছেলেমানুষি করবার মতো কোন কারণ তো ঘটেনি।'

'হায় রে! এভাবে কোন ভদ্রমহিলাকে মুখের উপর ভুল ধরিয়ে দেওয়া কতটা ভদ্রতার, মি. ক্যালকিন?' মেকী অভিযোগের সুরে বলল রোজা। 'অথচ আমি ভেবেছি তাবৎ লোকের মধ্যে একমাত্র তুমিই পরিপূর্ণ ও সাচ্চা ভদ্রলোক!'

'তুমি যে আদৌ আমার কথা ভাবো, তাতেই ধন্য হয়ে গেছি,' তিরস্কারের সুরে বলল জন, আমোদ পাচ্ছে খুনসুটি করে। 'বেশ ফুল সংগ্রহ করেছ দেখছি।'

'ফুল ভালবাসি আমি,' জানাল রোজা। 'প্রকৃতির আর কিছুতে বোধহয় এত সৌন্দর্য নেই। পবিত্রও।' লম্বা ও ঢিলেঢালা ব্লাউজের নীচের প্রান্ত গুটিয়ে আঁচল হিসাবে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে ও, তুলে নেওয়া ফুল থেকে একটা মেক্সিকান বেয়োনেট তুলে নিয়ে দেখাল জনকে, দারুণ সুদৃশ্য ফুল। 'দেখে কি বিপজ্জনক মনে হয়? অথচ ওটা তুলতে গিয়ে কী অবস্থা হয়েছে দেখো।' বাম কব্জির দিকে ইঙ্গিত করল ও। লম্বা একটা আঁচড় পড়ে গেছে কাঁটার ঘায়ে। রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে আঁচড়টা।

'প্রাণ আছে এমন সব কিছুকে লড়াই করতে হয়,' দার্শনিক সুরে বলল জন। 'আর প্রকৃতিও সেভাবে তাদেরকে কম-বেশি অস্ত্র দান করে। ফুলের আছে কাঁটা, বেড়ালের আছে নখর...'

'অবলা মেয়েদের?'

'জিভ,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিল জন, স্মিত হাসছে। 'এবং বলা বাহুল্য, ওটার ক্ষমতা অসামান্য।'

উঠে দাঁড়াল রোজা, আঁচল থেকে ফুলগুলো ফেলে দিল। মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। মেকী বিতৃষ্ণা ও অসন্তোষের সঙ্গে জনকে দেখল কয়েক মুহূর্ত। 'এখন আর তোমাকে মোটেও ভদ্রলোক মনে হচ্ছে না,' অনুযোগের সুরে বলল ও। 'শাস্তি হিসাবে তোমার সঙ্গে যাব আমি, কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে থাকতে বাধ্য করব।'

স্যাডল ছেড়ে নেমে যেতে চেয়েছিল জন, মেয়েটিকে স্যাডলে চড়তে সাহায্য করবে, কিন্তু ওকে সময় দিল না রোজা, দ্রুত পায়ে চলে গেল নিজের ঘোড়ার কাছে, এক লাফে মেয়ারের পিঠে চড়ে বসল। এবার চওড়া হাসল। 'মিস্ আনাড়ি দেখছি দ্রুতই সব কিছু শিখে নিচ্ছে!' জনের বিদ্রূপের নকল করল প্লায়া মালিক, তারপর ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিল।

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো জন, ঘোড়াকে আগে বাড়িয়ে রোজা মেলিনের পাশে চলে এল।

নীরবে এগিয়ে চলল ওরা। আড়চোখে জনকে দেখছে রোজা। স্বল্পভাষী, তামাটে মুখ আর হাস্যোজ্জ্বল চাহনির যুবক সাধারণের মধ্যে ব্যতিক্রম, অনায়াসে তাকে আলাদা করা যায় অন্যদের কাছ থেকে। চাহনি যতই বন্ধুত্বপূর্ণ হোক, কিন্তু আমুদে এ চোখজোড়া কখনও কখনও বরফ-শীতল, হিংস্র এবং নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে, জানা আছে রোজার। জনের স্যাডলে বসবার ভঙ্গিতে আয়েশী ও গা-ছাড়া একটা ভাব আছে, তবে পুরোমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী সে এবং মোটেই অসতর্ক নয়। লাগামটা ঝুলছে শিথিলভাবে, কিন্তু ও জানে মুহূর্তের মধ্যে, প্রয়োজন পড়লে, হাঁটুর গুঁতোয় তুফান বেগে ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিতে পারবে। জনের চোখজোড়াও ব্যস্ত, প্রতিটি মুহূর্ত ট্রেইল ও আশপাশ নিরীখ করছে চঞ্চল দৃষ্টিতে। কোন কিছু বোধহয় যুবকের অজ্ঞাতে থাকে না, অথচ ভাবভঙ্গি বা কথায় তা

বোঝা যায় না।

দুলকি চালে ছুটছে ওরা। ঘোড়ার ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুলছে রোজার দেহ। পলকের জন্যে নিজের উপর জনের সমীহ মাখানো দৃষ্টি চোখে পড়ল ওর, অজান্তে রক্ত ঘনাল মুখে। অস্বস্তি কাটাতে দ্রুত ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করল ও। 'তোমার নিশ্চয়ই সাঁতার কাটবার খায়েশ হয়নি আবারও?'

স্মিত হাসল জন। 'ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়! সত্যি কথা হচ্ছে আমার বিরুদ্ধে একই চাল একবারের বেশি দিয়ে লাভ হয় না। তবে অত নোংরাও থাকতে অভ্যস্ত নই যে গোসল করব না, কিন্তু স্লুইসটা আদপে গোসলের জন্যে বিপজ্জনক জায়গা।'

'সেদিন গিয়ে নিজের চোখে জায়গাটা দেখে এসেছি,' জানাল রোজা। 'খুবই ভয়ঙ্কর জায়গা।' শিউরে উঠল ও। 'তুমি যে কীভাবে নদী থেকে উঠে এসেছ বা আদৌ প্রাণ বাঁচিয়েছ, এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার!'

'পেয়ারের এক দোস্ত আছে আমার,' জানাল জন।

'মি. ব্লকার, তাই না? সাচ্চা লোক। কেউ কেউ হয়তো তুমি না-থাকলে তোমার কাজটা জুটিয়ে নেবে ভেবে তোমাকে সাহায্য করত না ওই অবস্থায়।'

'কাজ কেন, চাইলে আমার যে-কোন কিছু নিতে পারে বেন,' গম্ভীর স্বরে বলল জন। 'আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে কোন সীমা নেই।'

একটুও বাড়িয়ে বলেনি জন, বুঝতে পারল রোজা, মন থেকে বলেছে কথাটা। এমনকী বন্ধুর জন্যে জীবনও বিপন্ন করতে রাজি সে। সহজ সুরে বলা হলেও এটা কথার কথা নয়, বরং যা বিশ্বাস করে তাই বলেছে জন ক্যালকিন।

'অথচ তোমার সঙ্গে মি. ব্লকারের সম্পর্ক বেশিদিনের নয়,' মুগ্ধ স্বরে বলল রোজা।

তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটিকে দেখল জন, বুঝতে চাইল মামুলি মন্তব্য এটা, না এর অন্তর্নিহিত কোন তাৎপর্য রয়েছে। 'বন্ধুত্বের জন্যে বেশিদিনের সম্পর্ক লাগে না,' বলল ও।

আবার নীরবতা নেমে এল। নীরব থাকলেও মনে মনে জন ক্যালকিনকে নিয়েই ভাবছে রোজা। জনের অতীত নিয়ে কৌতূহল বোধ করছে। কথাবার্তায় বোঝা যায় না কোথাকার মানুষ সে, নির্দিষ্ট এলাকার টান নেই। আচরণেও বিশেষত্ব নেই। স্টিরাপে চামড়ার দৈর্ঘ্য বেশি, স্যাডলে চড়বার সময় জনকে দেখে মনে হয় যেন দাঁড়িয়ে রাইড করছে-এ থেকে মনে হয় ক্যালিফোর্নিয়ার লোক, কিন্তু বেণীর মতো র-হাইডের ল্যারিয়েট কিংবা ভারী এক পেটির স্যাডল সাক্ষ্য দেয় সে টেক্সাসের মানুষ, অন্তত জীবনের বেশিরভাগ সময় টেক্সাসে কাটিয়েছে বা ওখানকার রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত। কখনও কখনও টেক্সানের মতো কথা বলে জন, কিন্তু আবার দেখা গেছে নিচু স্বরে, একেবারে মোলায়েম কণ্ঠে ওর সঙ্গে তর্ক করেছে সে, ভার্জিনিয়ার চেনা এক লোকের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে চিন্তা বাতিল করে দিল রোজা। থই পাচ্ছে না, সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি, তাই জন ক্যালকিনের অতীত সম্পর্কে অস্পষ্টতা কাটল না।

রোজার চোখ দেখে মনের ভাবনা আঁচ করতে পারল জন।

'টেক্সাসে বড় হয়েছি,' জানাল ও। 'তবে ছেলেবেলা থেকে ঘোড়ায় চড়তাম অ্যাপাচিদের মতো, হাঁটু উঁচু করে। এভাবে বেশি আরামদায়ক মনে হয় আমার কাছে।'

'এখানে কেন এসেছ তুমি?' আচমকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা করে ফেলল মিসেস মেলিন।

'আমার অস্থির ও ভবঘুরে স্বভাব দায়ী। কিছুটা দায় অবশ্য এ ঘোড়াটারও রয়েছে। কখনও কখনও ওর মতির উপর নির্ভর করে

চলি।'

রোজা বুঝে গেল পরিষ্কার জবাব পাবে না, কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছে সে, তবে নিরাশ না-হয়ে আবারও চেষ্টা চালাল। 'সুদর্শন নায়ক মালিকের সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ল, মালিক ও মেয়েটিকে নানা বিপদ থেকে উদ্ধার করল, সব জয় করে মেয়েটিকে বিয়ে করল এবং সুখে-শান্তিতে জীবন কাটতে লাগল ওদের। তোমার ক্ষেত্রেও বোধহয় তাই হতে যাচ্ছে?'

নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো জনের মুখে। 'এসব অবশ্য গল্প বা রূপকথায় সম্ভব, বাস্তবে ঘটে না,' দ্বিমত পোষণ করল ও। 'আর ওই মেয়েও মারাত্মক কোন বিপদে পড়েনি বা পড়বেও না। আমি যদি ভুল না-করে থাকি ওর মন ইতোমধ্যে বাঁধা পড়ে গেছে। আর সুদর্শন আগন্তুকের ক্ষেত্রে বলতে পারি, সে এমন এক পেশায় আছে বছরের পর বছর ধরে হয়তো ভবঘুরের মতো চলতেই থাকবে। আজ এখানে তো কাল ওখানে।' হাসিটা উধাও হয়ে গেল, বরাবরের মতো শীতল গাম্ভীর্য নেমে এল জনের মুখে। পরের কথাটা স্বগতোক্তির মতো শোনাল, যেন নিজের উদ্দেশে বলেছে, রোজা মেলিনকে নয়। 'একজন মহিলাকে নিয়ে ভাববার আগে দু'জন লোককে খুঁজে বের করবতে হবে আমার।'

সেই মুহূর্তে জন ক্যালকিনের মুখে যা দেখতে পেল রোজা, কখনও দেখবে বলে ভাবেনি। আমুদে, হাসি-খুশি ও বন্ধুবৎসল পাঞ্চার থেকে প্রতিহিংসাপরায়ণ, নিষ্ঠুর ও হিংস্র একটা মেশিনে পরিণত হয়ে গেছে। সি-পি ফোরম্যানের বরফ-শীতল চাহনিতে খুনের নেশা। দু'জন লোকের ভাগ্যে যে চরম সর্বনাশ রয়েছে তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। অজান্তে শিউরে উঠল রোজা। কোন মানুষের মধ্যে এমন দ্বৈত রূপ বা চ্যারিত্রিক বৈপরীত্য আর কখনও চোখে পড়েনি ওর।

জনের কণ্ঠে সংবিৎ ফিরল রোজার। 'ধ্যেৎ, আমি যে কী! হুট

করে দেখছি আজেবাজে বলতে শুরু করেছি!' হঠাৎ দূরে কী যেন দেখতে পেয়ে মনোযোগী হয়ে পড়ল জন। 'অদ্ভুত তো! কী ঘটল এখানে?'

পাহাড়ী চাতাল পার হচ্ছে ওরা, যেখান থেকে অপহৃত হয়েছে এমিলি পার্কার। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পেয়ে গেল জন। পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ির পাশে কয়েক জায়গায় বুটের গাঢ় দাগ ছাড়াও চটকানো ঘাস রয়েছে, নুয়ে পড়েছে কিছু ঘাসের ডগা। আরও কাছ থেকে দেখবার জন্যে স্যাডল ছেড়ে নেমে গেল ও, এগিয়ে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। বিশেষ কিছু নেই, তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যে দু'জন লোকের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়েছে এখানে। পরপরই দলা পাকানো একটা কাগজ খুঁজে পেল জন। কাগজ নিভাঁজ করে ছোট্ট চিরকূটটা পড়ল, কিন্তু পড়বার পর ওর কপালে ভাঁজ পড়ল। সম্ভবত অসচেতনভাবে এমি পার্কারের হাত থেকে খসে পড়েছিল কাগজটা।

এবার বৃত্তাকার পথে চারপাশ নিরীখ করল জন। পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ির পিছনের ঝোপের আড়ালে কয়েকটা খুরের চিহ্ন চোখে পড়ল। বোঝা যায় ঘোড়া নিয়ে এখানে অপেক্ষা করেছিল কেউ।

তীক্ষ্ণ চোখে জনের কাজকারবার দেখছে রোজা মেলিন, তবে কোন প্রশ্ন করল না। তাতে জনের মনঃসংযোগে চিড় ধরবে, যেটা মোটেই পছন্দ করবে না সে।

'একটা সমস্যা হয়ে গেছে,' স্যাডলে চেপে রোজার উদ্দেশে বলল জন, কোন ব্যাখ্যায় গেল না। 'এখনই মি. পার্কারের সঙ্গে দেখা করতে হবে আমার। দুঃখিত, তোমার সঙ্গে যেতে পারছি না। একা একা রাস্তা খুঁজে পাবে তো?'

গম্ভীর মুখে জনকে দেখছে রোজা, চাহনিতে সামান্য অস্বস্তি। 'তুমি বোধহয় কাউকেই বিশ্বাস করো না, তাই না?'

‘তোমাকে এগিয়ে দিতে পারলে সত্যি খুশি হতাম,’ এড়িয়ে গেল জন। ‘কিন্তু উপায় নেই। মি. পার্কারের সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে দেখা করতে হবে। পরে তোমাকে খুলে বলব সব।’

জনের কথা বিশ্বাস করল প্লায়া মালিক। হাসল সে, আমুদে ভাবটাও ফিরে এল। ‘মিস্ আনাড়ি বোধহয় এখন আর ততটা আনাড়ি বা অবলা নয়, পার্টনার, নিজের ভাল-মন্দের দিকে খেয়াল রাখতে পারবে নিশ্চয়ই,’ জনের মতো করে বলল ও।

হাত নেড়ে বিদায় জানাল রোজা, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে যাত্রা করল শহরের দিকে। গাছপালার আড়ালে ছোট্ট কাঠামোটা হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত পিছন থেকে তাকিয়ে থাকল জন, যদিও মন ব্যস্ত অন্য ব্যাপারে। এমিলি পার্কারকে নিয়ে ভাবছে।

পাহাড়ি চাতাল ত্যাগ করবার আগে আরও একবার তালাশ চালাল জন। আর কোন চিহ্ন নেই, তবে নিশ্চিত হয়ে গেছে: লুস ব্লেযার একটা চিঠি লিখে এমিলিকে এখানে আনিয়েছে এবং এমিলিকে অপহরণ করা হয়েছে।

তুফান বেগে ঘোড়া ছোটাল জন। র‍্যাঞ্চে পৌঁছে জানল কাজ নিয়ে রেঞ্জে বেরিয়ে গেছে মাইক পার্কার। এমিলির খোঁজ নিল। কুক ওকে জানাল প্রতিদিনের মতো আজও সকালে রাইড করতে বেরিয়েছে এমিলি, যদিও আজ একটু আগে-ভাগে বেরিয়েছিল, কিন্তু দুপুরের খাবারের সময় গড়িয়ে যাওয়ার পরও র‍্যাঞ্চে ফিরে আসেনি। লোকটা জানাল আজকের আগে কখনও এমন হয়নি। যত কাজই থাকুক, লাঞ্চের সময় র‍্যাঞ্চে উপস্থিত থাকে এমিলি।

সবচেয়ে বড় ব্যাপার, দেরি হতে পারে এমন কিছু বলে যায়নি এমিলি, কিংবা আভাসও দেয়নি।

‘এমিলি হয়তো শহরে গেছে,’ সম্ভাবনা বাতলাল ফোরম্যান।

‘উঁহুঁ,’ দৃঢ় স্বরে দ্বিমত পোষণ করল কুক। ‘শহরে গেলে মিস্ পার্কার সবসময়ই আমাকে জিজ্ঞেস করে কিছু আনতে হবে কি-

না। গত চার বছর ধরে কখনও এর ব্যতিক্রম হতে দেখিনি।'

জন নিজেও জানে তেমন সম্ভাবনা নেই, কিন্তু চায় না সবাই অস্থির হয়ে উঠুক। তা ছাড়া, একেবারে যে ক্ষীণ সম্ভাবনা নেই তাও নয়, তাই জিম বার্নেসকে ডেকে উইণ্ডিতে পাঠিয়ে দিল। যত দ্রুত সম্ভব খোঁজ নিয়ে ফিরে আসবে সে, কুকের কাছ থেকে ধারণা নিয়ে গেল কোথায় কোথায় খুঁজতে হবে মিস্ পার্কারকে।

নিজের কোয়ার্টারে এসে অপেক্ষায় থাকল জন, কুককে বলে এসেছে মালিক আসা মাত্র ওকে যেন খবর দেওয়া হয়।

দুই ঘণ্টা পর র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরল মাইক পার্কার। মেয়ের অনুপস্থিতির কথা শুনে তেমন গুরুত্ব দিল না। 'এমি এখানেই বড় হয়েছে,' বরং জনকে আশ্বস্ত করল সি-পি মালিক। 'চৌহদ্দির সব ওর হাতের তালুর মতো চেনা। এমনও হতে পারে হয়তো ওর ঘোড়াটা বিগড়ে গেছে বা কোন ঝামেলা করছে, সে-জন্যেই ফিরতে দেরি হচ্ছে।'

পকেট থেকে চিরকুটটা বের করে দেখাল জন, জানাল ওটা কোথায় বা কীভাবে পেয়েছে। চাতালে দেখা নানা চিহ্নের কথাও জানাল।

মুহূর্তে দুশ্চিন্তা ও রাগে অস্থির হয়ে গেল মাইক পার্কার। মুঠি পাকাল বার কয়েক, রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ। শক্ত চোয়াল দেখে বোঝা যাচ্ছে এ মুহূর্তে লুস ব্লেযারকে হাতের নাগালে পেলে স্রেফ গলা টিপে খুন করে ফেলবে। 'হারামী নচ্ছারটা এমিকে চিঠি লিখে দেখা করতে বলেছে?' বিস্ফোরিত হলো সি-পি মালিক। 'ঈশ্বরের দিব্যি, আমি যদি ওর পিঠের চামড়া...'

'শান্ত হও, পার্কার,' গম্ভীর স্বরে র‍্যাঞ্চারকে থামিয়ে দিল জন। 'আমি জানি না আদৌ লুস ওই চিঠি লিখেছিল কি-না। আমার মনে হচ্ছে এটা সাধারণ প্রেমের বিষয় নয়, বরং এরচেয়ে ঢের সিরিয়াস ব্যাপার।'

'আমার মেয়ে ওদের হাতে গিয়ে পড়েছে, এরচেয়ে সিরিয়াস ব্যাপার আর কী হতে পারে?' অধৈর্য কণ্ঠে বলল র‍্যাঞ্চার, থমথমে হয়ে গেছে মুখ। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে, সিলিণ্ডার ঘুরিয়ে পরখ করল, তারপর বাজখাঁই কণ্ঠে নির্দেশ দিল: 'আমার জন্যে একটা ঘোড়া তৈরি করতে বলো, জন।'

মেয়ের জন্যে উদ্বেগ ও অমঙ্গল আশঙ্কায় পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে সি-পি মালিক, বিলকুল বুঝতে পারছে জন, এখন তার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। কোন যুক্তিই মাথায় ঢুকবে না। করালে এসে একটা ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাল ও, তারপর নিগারের স্যাডলে চেপে অন্য ঘোড়াকে লীড করে চলে এল র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে। দেখল অস্থির ভঙ্গিতে বারান্দায় পায়চারি করছে র‍্যাঞ্চার।

'তোমার যাওয়ার দরকার নেই, জন। ঘৃণ্য একটা সাপকে খুন করতে কারও সাহায্য লাগবে না আমার!'

'তুমি চাও বা না-চাও, আমি সঙ্গে যাচ্ছি,' দৃঢ় স্বরে বলল জন। 'এ ঘটনার পিছনে যদি লুসের হাত থেকে থাকে, কথা দিচ্ছি তোমাকে বাধা দেব না, যা খুশি কোরো, কিন্তু আমার মন বলছে ভিন্ন কথা। ছেলেটা ব্লেযার হতে পারে, তবে অন্য সবার মতো নয়।'

বিচিত্র একটা শব্দ করে বিতৃষ্ণা ও অবিশ্বাস প্রকাশ করল সি-পি মালিক, তর্ক করবার চেয়ে বরং যাত্রা করতে আগ্রহী সে। তাই স্যাডলে চড়ে বসল। স্পার দাবিয়ে এরপর ট্রেইল ধরে ছুটিয়ে দিল ঘোড়া।

পিছনে জনও এগোল। র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোল ও। তুফান বেগে ঘোড়া ছোটাচ্ছে মাইক পার্কার, জনকেও তাই করতে হচ্ছে। উইণ্ডিতে পৌঁছানো পর্যন্ত একটা কথাও হলো না আর। রাগ ও আক্রোশে অন্ধ হয়ে গেছে বুড়ো, কথা বলবার মূডে নেই; আর জন সমস্যাটা নিয়ে ভাবছে আপনমনে। অনুমান করতে

চাইছে আদপে পাহাড়ি সেই চাতালে কী ঘটেছে।

হয়তো পারিবারিক সংঘাত এড়িয়ে তল্লাট ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল লুস আর এমিলি, নিজেদের সুখকে বড় করে দেখেছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কোনক্রমে নোটটা ফেলে যাওয়ার কথা নয়, কিংবা চাতালে ধস্তাধস্তিও ঘটত না, এমনকী ঝোপের আড়ালে কারও লুকিয়ে অপেক্ষা করবার কথাও নয়। কিন্তু লুস যদি ওই নোট না-লিখে থাকে...

উইণ্ডিতে যখন পৌঁছাল ওরা, ততক্ষণে দিনের আলো ফুরিয়ে গেছে। অন্ধকারে ডুবে যাওয়া দালানের কাঠামো গাঢ় ও জমকাল দেখাচ্ছে, কোথাও কোথাও চৌকো জানালা দিয়ে ছিটকে রাস্তায় এসে পড়েছে ম্লান আলো। প্লাযা সেলুন ইতোমধ্যে সরগরম হয়ে উঠেছে; গিটারের টুংটাং-এর সঙ্গে কোরাসে গলা মিলিয়েছে অতি উৎসাহী জনা কয়েক কাউবয়। শহরের একেবারে কিনারে, কোন বাড়ির পিছন থেকে চেঁচাতে শুরু করল একটা কুকুর, কিন্তু বেশিক্ষণ উৎসাহ থাকল না ওটার, তিতিবিরক্ত কারও ছুঁড়ে দেওয়া ইটের ঢেলা গায়ে পড়তে কুঁই-কুঁই করে অসহায় প্রতিবাদ করল কয়েকবার, তারপর নিশ্চুপ হয়ে গেল। সেলুনগুলো বাইরের হিচিং রেইলে বাঁধা অতি ধৈর্যশীল ঘোড়ার সংখ্যা জানান দিচ্ছে সন্ধ্যার আমোদ-ফুর্তি শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে, হুইস্কিখেকোরা সমবেত হয়েছে যার যার পছন্দের পানশালায়।

হোটেলের সামনে ঘোড়া থেকে নামল সি-পি র‍্যাঞ্চের দুই উদ্বিগ্ন রাইডার। ভিতরে গিয়ে লুস ব্লেযারের খোঁজ করল।

'সকালে বেরিয়ে গেছে ও,' জানাল হোটেল মালিক ডেভিড রিমাউই। 'সারা দিনে এরপর আর দেখিনি ওকে। না, জিনিসপত্র নিয়ে যায়নি, সবই ওর রুমে আছে।'

থমথমে হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের মুখ। 'কী মনে হয়, ডেভ, লাকি চান্সে পাওয়া যাবে ওকে?'

'মনে হয় না,' জানাল রিমাউই। 'সেক্ষেত্রে ঘোড়াকে করালে রাখত নিশ্চয়ই। ধূসর রঙের ঘোড়াটার ব্যাপারে গাফিলতি করে না লুস।'

'একটু পরে আবার আসব আমরা। লুস ফিরে এলে…'

'আমার খোঁজ করছে কে?' মৃদু স্বরে হোটেলের দরজার কাছ থেকে জানতে চাইল কেউ।

লুস ব্লেযার। মাত্র ঢুকেছে ভিতরে। নিরানন্দ মুখে ক্লান্তি। দর্শনার্থীদের মধ্যে বয়স্ক মানুষটিকে দেখে গম্ভীর হয়ে গেল সে।

জন এগিয়ে গেল তার দিকে। 'লুস, একা তোমার সঙ্গে কথা বলা যাবে?'

দুই অতিথিকে নিয়ে উপরে এল ছেলেটা, রুমের দরজা খুলে মোমবাতি ধরাল। সাধারণ একটা কামরা। সিঙ্গেল খাট ছাড়াও দুটো চেয়ার আর ছোট্ট টেবিল আছে। অতিথিদের চেয়ারে বসিয়ে নিজে খাটের উপর বসল লুস ব্লেযার, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল জনের দিকে।

'কী ব্যাপার, জন?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল সে, জনের ভাব-গতিক দেখে অনুমান করেছে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো সংবাদ বয়ে এনেছে বা অমন কোন কথা বলবে।

সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল সি-পি ফোরম্যান। 'এটা কি তোমার লেখা?' পেন্সিলে লেখা নোটটা লুসের হাতে ধরিয়ে দিল।

বিস্ফারিত চোখে লেখাটা পড়ল লুস। 'না, আমার লেখা নয়। তবে স্বীকার করতে হবে যে লিখে থাকুক, মোটামুটি চলনসইভাবে নকল করেছে। অর্থাৎ আমার হাতের লেখার মতোই হয়েছে, প্রায় কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে।'

'তুমি তা হলে এটা লেখোনি বা পাঠাওনি?' আবার জানতে চাইল জন।

'না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল লুস, কণ্ঠে সামান্য দ্বিধা বা সংশয় নেই। 'আসলে এমিলিকে এমন একটা চিঠি লিখবার সাহসই নেই আমার। আচ্ছা, কী ব্যাপার, বলো তো?'

'কে লিখেছে সেটা বের করবার চেষ্টা করব,' সংক্ষেপে ঘটনা জানাল জন, বিশ্লেষণের ঝামেলায় গেল না।

শুনতে শুনতে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা গেল লুসের মুখে। রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল, কখনও সংশয় ও অবিশ্বাস ফুটে উঠল। লুসের রাগ, উদ্বেগ বা বিস্ময় এতটা নির্ভেজাল যে এমনকী মাইক পার্কারের মনেও সন্দেহ রইল না যে আর যাই হোক এমিলি বা এ চিঠির ব্যাপারে লুস কিছুই জানে না। কিন্তু অন্য একটা প্রশ্নের উদ্রেক করেছে র‍্যাঞ্চারের মনে।

'তোমার দুই কলমের লেখায় কেন আমার মেয়ে ছুটে যাবে ওখানে?' জানতে চাইল বুড়ো। 'ওখানে কি আগেও দেখা করেছ তোমরা?'

'দু-তিনবার...ঘটনাচক্রে বলা চলে,' স্বীকার করল লুস, কণ্ঠ কাঁপছে না ওর, সরাসরি বুড়োর চোখে চোখ রাখল। 'একটা কথা স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, পার্কার, তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক নেই, অমন কিছু ভাবলে বরং এমিলিকে অপমান করা হবে। তবে নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি, আমি ওকে ভালবাসি। এটা বোধহয় একতরফা। ঠিক এ জন্যেই যথেষ্ট উস্কানি সত্ত্বেও আমি তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে রাজি হইনি।

'এমিলির বিপদে প্রাণ বিলিয়ে দিতেও রাজি আছি, কিন্তু আমার প্রতি ওর আদৌ কোন অনুরাগ আছে কি-না বলতে পারব না। আদপে কখনও প্রেম বা ভালবাসার কথাবার্তা আমরা কখনও বলিনি। একবার ওর মুখে শুনেছি কোন রেয়ারকে বিয়ে করা সম্ভব নয় ওর পক্ষে।'

'তোমাকে বলেছে কথাটা?'

'কিং-কে বলেছিল। তবে ওখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। যা পরিস্থিতি, সব ঘটনা তোমরাও শুনতে পারো।'

এমিলির সঙ্গে শেষবার চাতালে দেখা হওয়ার সময়কার ঘটনা খুলে বলল লুস।

শুনতে শুনতে আরও গম্ভীর হয়ে গেল পার্কারের মুখ, মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেছে দু'হাত। 'একটা শব্দও মুখ থেকে বের করেনি ও!' অসন্তোষে কর্কশ শোনাল বুড়োর কণ্ঠ। 'আগে জানলে হয়তো এ বিপদটা ঘটত না আজ।'

'কেন বলবে?' মন্তব্য করল লুস। 'আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে ইতোমধ্যে কি ঝামেলার চূড়ান্ত ঘটে চলেছে না?'

'তা হলে তোমার সন্দেহ কিং ব্লেযার ওকে সরিয়ে নিয়ে গেছে কোথাও?' জনের প্রশ্ন।

'এ ছাড়া আর কার অত সাহস আছে?' অধৈর্য স্বরে বলল লুস। 'আমাদের বন্ধুত্বের কথা শুধু সে-ই জানত...আর কেউ না! ও নিশ্চয়ই আগেও সেখানে দেখেছে আমাদের। লেখা নকল করে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে কারও মাধ্যমে। সম্ভবত এ চালের কথাই ও বলেছে শেনের সঙ্গে।' চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে লুসের, জেদ আর সঙ্কল্পে জ্বলজ্বল করছে চোখজোড়া। 'খোদার কসম, ভাই হোক আর যাই হোক, একটুও পরোয়া করি না, ও যদি এমিলির একটা চুলও ছিঁড়েছে তো ওকে খুন করব আমি!'

উঠে দাঁড়াল মাইক পার্কার। 'অত কষ্ট করতে হবে না তোমার,' শীতল, নিরাবেগ কণ্ঠে ঘোষণা করল সে। 'এমির কোন ক্ষতি হলে আমি নিজেই নরকে পাঠাব কিং ব্লেযারকে! চলো, জন, ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। অনেক তো ধৈর্য ধরেছি, আর নয়, এবার সমূলে বিনাশ করব সার্কেল-বিকে!'

মাথা নাড়ল লুস। বয়স যেন বেড়ে গেছে তার, পরিপূর্ণ ও দায়িত্ববান এক মানুষে পরিণত হয়েছে। কথা বলল যখন, সত্যিই

আত্মবিশ্বাসী ও বলিষ্ঠ শোনাল কণ্ঠ। 'তা তুমি করতে পারবে না, পার্কার।'

ঝটিতি তরুণের দিকে ফিরল র‍্যাঞ্চার। 'তাতে তোমার কী যায়-আসবে, শুনি?' কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'আমার নাম ব্যবহার করে ফাঁদে ফেলা হয়েছে মেয়েটাকে,' যুক্তি দেখাল লুস। 'সেক্ষেত্রে আমার কিছুটা হলেও দায় আছে। তাই তুমি একমত হও আর না হও, কিন্তু আমিই উদ্ধার করব এমিলিকে।' র‍্যাঞ্চারের জ্বলন্ত দৃষ্টিতেও অবিচল মনে হলো ওকে। 'যতক্ষণ এমিলি কিং-এর মুঠোর ভিতর আছে, তুমি হয়তো বুঝতে পারছ না, কিন্তু কার্যত তোমার হাত-পা বাঁধা পড়ে গেছে কিং-এর হাতে। সামান্য বেতাল কিছু করলেই এমিলির ক্ষতি করবে কিং। ক্রুদের নিয়ে যদি সার্কেল-বিতে হানা দাও, আমার তো মনে হয় এমিলির ক্ষতি করতে কিং-কে প্ররোচিত করা হবে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের মুখ, রাগ উধাও হয়ে গেছে। 'আ...আমার মনে হয় না এমির কোন ক্ষতি করবে কিং,' বিড়বিড় করে কথাটা বলল সে, কিন্তু ম্লান কণ্ঠে বোঝা গেল নিজেও বিশ্বাস করে না।

'সেক্ষেত্রে আমার ভাইকে এখনও চিনতে পারোনি তুমি,' দৃঢ় স্বরে বলল লুস। 'তোমার এও মনে রাখতে হবে কিং-এর অধীনে বিশজন লোক আছে। অভিজ্ঞ যোদ্ধা এরা। গরু দাবড়ানি যতটা না জানে, বরং তারচেয়ে মারপিট আর গোলাগুলিতে বেশি দক্ষ সবাই। এবং বেপরোয়াও। সামান্য উস্কানি পেলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে এরা। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে তুমি যে দলবল নিয়ে সার্কেল-বিতে হানা দিতে পারো, কী করে ভাবলে কিং-এর চতুর মগজে সেটা উঁকি দেবে না? আমার তো মনে হয় সেজন্যে পুরোদমে তৈরি আছে সে, জমকাল অভ্যর্থনার আয়োজন সেরে রেখেছে।'

'ওর কথায় যুক্তি আছে, পার্কার,' সায় জানাল জন। 'যতক্ষণ মিস্ পার্কার কিং-এর জিম্মায় আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আদপে তুমি নিজে কোন চাল দিতে পারবে না, তাতে উল্টো ফল হতে পারে। গায়ের জোর দেখাতে সার্কেল-বিতে উপস্থিত হলে হয়তো কিং-এর প্রত্যাশাই পূরণ করা হবে। এমনও হতে পারে ঠিক এটার জন্যেই এমিলিকে কব্জা করেছে সে।' হতাশ ও ব্যথিত র‍্যাঞ্চারকে আবার চেয়ারে ধপ করে বসে পড়তে দেখে স্বস্তি বোধ করল জন, মাথা-গরম র‍্যাঞ্চারকে আপাতত সামলানো গেছে। লুসের দিকে ফিরল ও। 'এমিলিকে উদ্ধার করবে বলছ, কোন পরিকল্পনা আছে তোমার?'

'সার্কেল-বি আমার কতটা চেনা, এটা নিশ্চয়ই তোমাদের বলতে হবে না? হয়তো এমিলি কোথায় আছে জানতে পারব, কিংবা সবার অগোচরে ওকে বের করে আনতেও পারি। একবার কিং-এর মুঠোর ভিতর থেকে এমিলিকে নিয়ে আসতে পারলে,' মাইক পার্কারের দিকে ফিরল ও। 'দলবল নিয়ে যা খুশি করতে পারবে তুমি।'

একেবারে হতোদ্যম হয়ে পড়েছে সি-পি মালিক। থুতনি ঠেকে গেছে বুকের সঙ্গে, দুশ্চিন্তায় আঁধার ঘনিয়েছে মুখে। গত কয়েক ঘণ্টায় যেন বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে তার, মুখটা ক্লিষ্ট ও বয়স্ক দেখাচ্ছে। ব্লেযারদের সঙ্গে জন্ম থেকে শত্রুতা দেখে এসেছে সে, বহু ঘাত-প্রতিঘাত হজম করেছে, কিন্তু এমন ধাক্কা আর খায়নি। এমনকী নিজ হাতে একমাত্র ছেলেকে কবরে শুইয়ে দিতেও এত কষ্ট লাগেনি। জ্যাক মারা যাওয়ার পর শোকের চেয়ে ক্রোধ ও প্রতিহিংসা বেশি কাজ করেছে মনে, নিয়তির নিষ্ঠুরতা তাকে আরও সঙ্কল্পবদ্ধ করেছে—কোন একদিন এর সমুচিত জবাব দেবে ব্লেযারদের! কিন্তু অসহায় বা হতাশ লাগেনি, ঠিক এখন যা লাগছে। এমিলি কিং-এর কব্জায়, অথচ কিচ্ছু করবার নেই, হাত-

পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে! নির্ভর করতে হবে হারামী আরেক ব্লেযারের উপর!

কিং ব্লেযারের দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে এমিলিকে, যার মধ্যে নেই এতটুকু নীতি, ঈশ্বর বা মানুষ–কারও আইনই মানে না সে, বরং নীতিকথা শুনলে বেপরোয়া ঔদ্ধত্য নিয়ে হাসে; পুরো তল্লাট জুড়ে মেয়েদের ব্যাপারে যার সীমাহীন দুর্নাম, তার করুণা বা মর্জিতে নির্ধারিত হবে এমিলির ভবিষ্যৎ!

সারা জীবন নিরন্তর লড়াই করে আসা মানুষটি এখন লড়তে পারবে না, মেয়ের সমূহ বিপদ দেখেও চুপ করে থাকতে হবে, কঠিন এ বাস্তবতা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছে না। এরচেয়ে বোধহয় মরণও ভাল ছিল!

হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল সে। 'সত্যি যদি এমিলিকে বের করে নিয়ে আসতে পারো, তা হলে বিশ্বাস করব যে ব্লেযারদের মধ্যেও মনুষত্ব বলে কিছু আছে!'

তির্যক স্বীকারোক্তি হলেও তা গায়ে মাখল না লুস, বরং উজ্জ্বল হলো ওর চোখজোড়া। 'আমি তোমার মেয়েকে বের করে আনবার চেষ্টা করব,' দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলল ও, যদিও নিজেও জানে না আদৌ সফল হবে কি-না। তারপর ফোরম্যানের দিকে ফিরল। 'যাক্‌গে, জানো না বোধহয়, ক্যালকে খুঁজে পেয়েছি আমি। সার্কেল-বির উত্তরের পাইন বনে আটকে রাখা হয়েছিল ওকে। চেষ্টা করেও অবশ্য ক্যালের পেটের খবর বের করতে পারেনি ওরা।'

'কোথায় আছে ও এখন?' জানতে চাইল জন।

'জানি না। বলল বেশ নিরাপদ একটা হাইড-আউট নাকি চেনা আছে ওর, পরিস্থিতি সুবিধাজনক মনে হওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে থাকবে সেখানে।' শুকনো হাসি দেখা গেল লুসের মুখে। 'কী মনে হয়, আমাকে বিশ্বাস করবে ক্যাল? করেওনি।'

'দারুণ একটা কাজ করেছ,' আন্তরিক স্বরে বলল জন। উঠে দাঁড়িয়ে র‍্যাঞ্চারের দিকে ফিরল। 'এসব আমাদের তিনজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই ভাল। আমরা চাই না কোন একটা উসিলায় এমিলি পার্কারের কোন ক্ষতি করবার সুযোগ পেয়ে যাক কিং।'

'হয় আমি এমিলিকে উদ্ধার করব, নয়তো ওদের হাতে খুন হয়ে যাব!' দৃপ্ত স্বরে ঘোষণা করল লুস ব্লেযার।

কৌতূহলী চোখে তরুণকে দেখছে র‍্যাঞ্চার, খেয়াল করল জন। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যে পরিবারকে এতদিন ধরে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে এসেছে, তাদেরই একজনকে নতুন চোখে দেখতে শুরু করেছে।

র‍্যাঞ্চে ফিরে যাওয়ার পথে র‍্যাঞ্চারকে সান্ত্বনা দিল জন। 'অত চিন্তা কোরো না। এমিলির ক্ষতি করবার সাহস করবে না কিং, কারণ এমিলি এ মুহূর্তে ওর তুরুপের তাস। ব্যাপারটা ভাল করেই জানে সে। তা ছাড়া, আমার মনে হচ্ছে এমিলিকে ঠিক বের করে আনবে লুস। বয়স যত কমই হোক, ওর মধ্যে তেজ আছে। খানিকটা ভাগ্যের সহায়তা দরকার ওর এখন, এই যা, নইলে এমিলিকে বের করে আনবার মতো বুদ্ধি, সাহস বা সার্কেল-বি সম্পর্কে পুঙ্খনাপুঙ্খ জ্ঞান–সবই আছে ওর, যা আমাদের কারও নেই।'

কিন্তু বহু পুরানো ক্ষতের মুখ যেন খুলে গেল তাতে। 'ধ্যেৎ, কী যে বলো, জন! তুমি কি মনে করো বেজন্মা ব্লেযারদের কারও প্রতি ঋণী হয়ে থাকতে ভাল লাগবে আমার? একটুও না!' চরম অসন্তুষ্ট শোনাল র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠ। পরপরই একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল সে।

বিশ

পরদিন সকালে সি-পি র‍্যাঞ্চ হাউসের নাস্তার টেবিলে স্বাভাবিক হৈ-হল্লা বা আমুদে ভাবটা অনুপস্থিত দেখা গেল। র‍্যাঞ্চার-কন্যার আকস্মিক অদৃশ্য হয়ে যাওয়া প্রতিটি কাউবয়কে বিষণ্ণ ও চিন্তিত করে তুলেছে, আদপে কেউই সময়টা উপভোগ করতে পারছে না। স্পষ্ট কেউ বলেনি তাদের, কিন্তু অনুমান করে নিয়েছে সবাই; এবং মিস্ পার্কারের প্রতি অতি আন্তরিক বলে প্রত্যেকে অ্যাকশনে যেতে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে–এমিলিকে উদ্ধার করতে কেউ কেউ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতেও রাজি আছে।

'বুড়োর হয়েছে কী, বুঝলাম না!' ঝগড়াটে স্বরে বলল জিম বার্নেস। 'ব্লেযাররা আর কত ক্ষতি করলে সুমতি হবে ওর, পাল্টা অ্যাকশনে যাবে?'

'ধ্যেৎ! আমার তো মনে হয় জনও বুড়োকে আটকে রাখছে,' মন্তব্য করল মূডি। 'এটাও একটা রহস্য, কারণ জনকে দেখে মনে হয় না মুখ বুজে মার খাওয়ার লোক, বিশেষ করে একের পর এক যখন আঘাত আসছে সি-পির উপর।'

টেবিলের এক প্রান্তে বসেছে বেন ব্লকার। অসন্তুষ্ট কাউবয়দের উদ্দেশে এক গাল হাসি উপহার দিল সে। 'লম্বা কান থাকলেই যে কেউ ভাল শুনতে পাবে, তা কিন্তু নয়। আর মগজেও যথেষ্ট হলুদ পদার্থ আছে কি-না সেটাও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

'রাজা সলোমন কিন্তু খুব বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন, সারা পৃথিবী

জোড়া ওঁর নাম-ডাক ছিল,' গম্ভীর স্বরে বলল স্যাম ক্লাফলিন। 'সলোমন বেঁচে থাকা পর্যন্ত ওঁকেই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মানুষ মনে করা হয়। আর আমাদের বেন জন্মেছে ওঁর পরে।'

'আচ্ছা!' তামাশায় যোগ দিল বেন। সঙ্গীদের হাসিতে মজা পাচ্ছে। 'ঠিক আছে, চ্যাম্পেরা, কার কেমন মুরোদ দেখানোর সুযোগ পেয়ে যাবে শিগ্‌গিরই।'

পরে ফোরম্যানের সঙ্গে উপত্যকার উত্তর দিকে এগোনোর সময় ব্যাপারটা খুলে বলল বেন, গা-ছাড়া ভঙ্গিতে মন্তব্য করল: 'ছেলেরা উসখুস করছে, সার্কেল-বির বিরুদ্ধে একটা কিছু করতে মুখিয়ে আছে। ওদের ধারণা সি-পিকে যথেষ্ট উত্ত্যক্ত করা হয়েছে এবং তার প্রতিকারের এটাই মোক্ষম সময়।'

আসল খবর বের করতে বেনের চেষ্টা মাঠে মারা গেল, উত্তরে সে পেল স্রেফ একটা প্রশ্ন: 'মার্শালকে কেমন মনে হয় তোমার?'

'ওর ব্যাপারে চিন্তাই করি না–জঘন্য লোক!' হাসতে হাসতে বলল বেন। 'তারচেয়ে বরং গিরগিটি, পোকামাকড় বা বিষধর সাপ-খোপ নিয়ে চিন্তা করা ঢের ভাল।'

'ওর ব্যাপারে বোধহয় ভুল বলোনি,' চিন্তিত স্বরে বলল জন। 'কিন্তু উইণ্ডির এ খেলায় ওর ভূমিকা কী?'

'ও হচ্ছে ব্লেযারের পোষা কুত্তা, মনিবের মর্জি মাফিক ঘাড়ে চাপড় কিংবা লাথি খায়!' বিদ্রূপের সুরে বলল বেন। 'ওর আবার কী ভূমিকা থাকতে পারে? আমি তো এর মধ্যে কিছু দেখি না! যত শয়তানি ওই কিং ব্লেযারের পেটে। ওকে টাইট দিতে পারলে আর কাউকে নিয়ে ভাবতে হবে না।'

বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুকে দেখল জন। 'মার্শাল ব্লেযারের কুত্তা কিংবা ভীতুও নয়। কয়োটের মতো ধূর্ত ও। দারুণ চালাক। ওর ব্যাপারে কয়েকটা ধারণা উঁকি দিচ্ছে মাথায়।'

'এজন্যেই ওর র‍্যাঞ্চের দিকে যাচ্ছ?'

'এবার ঠিক অনুমান করেছ।'

'ব্যাটার চালিয়াতি বা শয়তানি যদি স্বচক্ষে দেখবার ইচ্ছে থাকে, মনে হয় না সফল হবে। তোমাকে দেখিয়ে বেড়াবে কেন সে?'

'ঠিক এজন্যেই যাচ্ছি আমরা,' পরক্ষণে একটা হাত তুলে বেনকে চুপ থাকবার ইশারা করল জন। পাথরের সঙ্গে লোহার সংঘর্ষের শব্দ কানে এসেছে এইমাত্র।

কৌতূহল বোধ করছে ও, দেখতে চায় শব্দটা কীসের বা কার দ্বারা তৈরি হয়েছে। ঘোড়াকে তৎক্ষণাৎ থামিয়ে ফেলেছে, এবার স্যাডল ছেড়ে নেমে গেল। খোলা জায়গার কিনারে ঘন ঝোপঝাড় রয়েছে, সেদিকে এগিয়ে গেল ও। সামনে পাহাড়ি ঢাল আচমকা নিচু হয়ে গেছে, ত্রিশ ফুট নীচে খাদের মতো জায়গা, যেখানে সরু ট্রেইল রয়েছে।

ট্রেইলে এক ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল জন। যাকে নিয়ে এইমাত্র আলাপ করেছে, সে-ই। মার্শাল জেরেমি সিস্টো। নিজের র‍্যাঞ্চের দিকে দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়েছে।

নিজের র‍্যাঞ্চে যাচ্ছে, এতে অস্বাভাবিকতা নেই বটে, কিন্তু ওদের মতোই ঘুর-পথ বা সচরাচর ব্যবহার হয় না এমন ট্রেইল বেছে নিয়েছে মার্শাল। রাইডিঙের ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে এ মুহূর্তে সন্দেহপ্রবণ হয়ে আছে লোকটা। চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে।

'চিড়িয়ার উপর নজর রাখতে হবে,' ফিসফিস করে বলল জন, পাশে চলে এসেছে বেন ব্লকার। 'কে জানে, হয়তো কারও সঙ্গে দেখা করতে চলেছে ও।'

অনুমানটা নির্ভুল প্রমাণিত হলো একটু পর। প্রায় আধ-মাইল এগোনোর পর দূর থেকে মার্শালের কণ্ঠ শুনতে পেল—কাউকে "হাউডি" বলে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

চট করে স্যাডল ছাড়ল দুই বন্ধু, লাগাম ঝুলন্ত রেখে ক্রল করে এগিয়ে গেল। তৃণভূমির একেবারে প্রান্তে, কয়েকটা ঝোপের ওপাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে এক লোক, ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। মেক্সিকান দোআঁশলাকে চিনতে অসুবিধা হলো না। টবি টেমার।

একেবারে সামনে গিয়ে স্যাডল ছাড়ল মার্শাল, ঝোপের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে টেমারের উল্টোদিকে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসল। দৃশ্যত, এতক্ষণ মার্শালের জন্যে অপেক্ষা করছিল টেমার।

'ব্যাপার কী?' ত্যক্ত স্বরে জানতে চাইল মার্শাল। 'কী এমন ঘটল যে আমাকে খবর দিয়ে এখানে নিয়ে এলে? গতরটা খাটিয়ে শহরে গিয়ে দেখা করলে হতো না?'

'দেয়ালেরও কান আছে,' নিস্পৃহ ভঙ্গিতে জবাব দিল টেমার, মার্শালের অসন্তোষকে আমলে নিচ্ছে না। 'যা বলতে এসেছি, তা খুবই গোপন ব্যাপার, এটা নিশ্চয়ই তোমাকে বলে দিতে হবে না?'

পকেট থেকে কালো একটা সিগার বের করে ধরাল সিস্টো, প্রায় খেঁকিয়ে উঠল: 'বলে ফেলো!'

কিন্তু মেক্সিকানের মধ্যে কোন তাড়া দেখা গেল না, বরং ধূর্ত চোখে আর প্রবল আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে বসা লোকটিকে দেখছে। কী দেখল কেবল সেই জানে, কয়েক মুহূর্ত পর ক্ষীণ হাসি ফুটল তার ঠোঁটে, মনে মনে সন্তুষ্ট হলো বোধহয়। 'ক্যালিফোর্নিয়াকে নিশ্চয়ই চেনো, *সেনর*,' নিরাসক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল টেমার। 'কয়েকদিন আগে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিল যে মাইনার?'

'হ্যাঁ, এও শুনেছি জর্জ ওয়াশিংটনও মারা গেছে,' বিরক্ত স্বরে বলল মার্শাল, ভিতরে ভিতরে টেমারের উপর অসন্তুষ্ট এবং খেপে গেছে। 'গত দুই-তিন সপ্তাহ ধরে তুমি ঘুমিয়ে আছ, না ইদানীং বেশি গিলছ?'

কিন্তু কোন কিছুতে বিকার দেখা গেল না মেক্সিকানের মধ্যে। একই সুরে পরের প্রশ্নটা করল সে, 'মাইনার ব্যাটা কোথায় গেছে, জানো তুমি?'

'কিং ব্লেযার ওকে কব্জা করেছিল এবং এরপর কেউ ওকে মুক্ত করে দিয়েছে,' অধৈর্য হয়ে উঠছে সিস্টো, ক্যালিফোর্নিয়াকে নিয়ে টেমারের সঙ্গে খোশগল্প করতে নারাজ। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে প্রস্তাবটা করল এবার: 'তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে ওর খবর জানো? বলতে পারবে, কোথায় আছে সে?'

মাথা নাড়ল টেমার। সামান্য হলেও বিস্মিত হয়েছে, ক্যালের খবর মার্শাল জানল কী করে? তবে শুধু ওই একটা খবর নিয়ে আসেনি সে। আরও খবর আছে। 'ক্যালিফোর্নিয়া কোথায় গেছে তা জানি না বটে। কিন্তু শিগ্‌গিরই জেনে যাব। কিং যে মিস্ এমি পার্কারকে অপহরণ করেছে, নিশ্চয়ই এ খবরটা জানো না?'

এবার ফাঁকা পোস্টে গোল দিয়ে ফেলতে সক্ষম হলো টেমার। ঠোঁটে ঝুলন্ত সিগারটা সরাতে হাত তুলছিল মার্শাল, এত বিস্মিত হয়েছে যে হাতটা মাঝপথে থেমে গেল এবং ওভাবেই থাকল কয়েক সেকেণ্ড। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে সে হাফ-ব্রীডের দিকে।

'ভুল শোনোনি তুমি,' জোর গলায় বলল টেমার। 'এ মুহূর্তে সার্কেল-বিতে রয়েছে মিস্ পার্কার।'

'তাজ্জব ব্যাপার!' শেষ পর্যন্ত ভাষা খুঁজে পেল মার্শাল। 'কিন্তু এতে করে কী পাবে কিং ব্লেযার?'

'একটা দুটো নয়, অন্তত তিনটা জিনিস,' ধীরে ধীরে বলল টেমার, অন্যজনের আগ্রহ চুটিয়ে উপভোগ করছে। 'মিস্ পার্কার, সি-পি র‍্যাঞ্চ এবং ক্যালিফোর্নিয়ার আবিষ্কৃত সোনার খনি।'

'এর কোনটাই কিং-এর পক্ষে পাওয়া সম্ভব হবে না,' মন্তব্য করল সিস্টো। 'যতক্ষণ পার্কার আর তার আউটফিট রয়ে যাচ্ছে।'

'মেয়েটা এখন কিং-এর মুঠোর ভিতর,' শুধু এটুকুই বলল দো-আঁশলা, তবে তার বলবার সুরে কুৎসিত তাৎপর্যটা ঠিকই প্রকাশ পেল

চুপ হয়ে গেল মার্শাল, মনে মনে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছে। স্বীকার করতেই হবে এমিলি পার্কারকে অপহরণ করবার মাধ্যমে, যদিও দুঃসাহসিক ব্যাপার, পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজের হাতে নিতে সমর্থ হয়েছে কিং ব্লেযার। মেয়ে সার্কেল-বিতে অর্থাৎ কিং-এর করুণা ও মর্জির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় হাত-পা গুটিয়ে থাকতে বাধ্য হবে মাইক পার্কার, বরং তার কাছ থেকে যা খুশি দাবি করতে পারবে কিং। কেউ যদি সার্কেল-বিতে হানাও দেয়, ব্লেযারের মারকুটে রাইডারদের কারণে সুবিধা করতে পারবে না। গলা-কাটার দল এরা। কিং-এর যে-কোন নির্দেশ বিনা প্রশ্নে তামিল করবে। নীতি বা বিবেকের বালাই নেই এদের মধ্যে।

আগে-পরে যখনই হোক, কিং-এর দাবিতে মাথা নোওয়াতে বাধ্য হবে পার্কার। কার্যত সি-পির মালিক বনে যাবে শয়তানটা, অর্থাৎ বেসিনের সবচেয়ে বড় দুটো রাথানের মালিক হবে কিং। সেক্ষেত্রে, উইণ্ডির চৌহদ্দিতে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করতে পারবে সে। কেউ প্রশ্ন তুলবার সাহস পাবে না।

তা হলে ওর নিজের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না, ভাবছে মার্শাল, যেমন ছিল তেমনই—ব্লেযারদের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে হবে। আজীবন! ওর নিজস্ব পরিকল্পনা বা স্বপ্ন…কোনটাই বাস্তবে রূপ পাবে না। সব জলাঞ্জলি দিতে হবে।

তিক্ত মনে খিস্তি করল মার্শাল, প্রায় নিশ্চিত ভরাডুবি আর স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তাকে খেপিয়ে তুলছে।

সরু চোখে মার্শালকে দেখছে টেমার, ধূর্ত চাহনিতে সন্তুষ্টির ঝিলিক। একে নিজের স্বার্থে কাজে লাগানো যেতে পারে। বেয়াড়া আর বদমাশ যাই হোক, এখন মার্শালকে হাতের পুতুল বানিয়ে

নিতে পারবে ও। অন্যের উপর প্রবল কর্তৃত্ব করবার মতো যথেষ্ট দৃঢ়চেতা "গ্রিংগো" নয় সে।

কিং ব্লেযার আর জেরেমি সিস্টোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় পার্থক্য। সিস্টো অন্যের দুর্বলতার সুযোগ নেয়, প্রতিদ্বন্দ্বীকে দুর্বল হতে দেখতে হামলে পড়ে; কিন্তু কিং নিজেই সুযোগ তৈরি করে নেয়। শত্রুর চরম সর্বনাশ করে ছাড়ে, সেটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে হোক। কূটকৌশল খাটাতে সিদ্ধহস্ত দু'জনেই, কিন্তু শত্রুর সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর মুরোদ নেই সিস্টোর। পিছন থেকে ছুরি চালাতে ওস্তাদ।

'বড় একটা খেলা খেলছে কিং ব্লেযার,' চালিয়াতির সুরে বলল টেমার। 'আর মি. সিস্টো বোধহয় তারচেয়েও বড় খেলা খেলবার ধান্ধায় আছে?'

'কী বলতে চাও তুমি?' খেঁকিয়ে উঠল মার্শাল।

'ছোট্ট একটা গল্প শুনবে?' হাসতে হাসতে বলল টেমার, উষ্মা প্রকাশ পাচ্ছে কণ্ঠে। 'বনে এক হরিণের দখল নিতে গিয়ে ঝগড়া বেধে গেল দুই সিংহের মধ্যে। কলহের সমাধা করতে লড়তে মনস্থ করল ওরা: যে জিতবে হরিণ হবে তার। লড়াইয়ের শেষে দেখা গেল দু'জনেই মরে পড়ে আছে। কাছাকাছি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা কয়োট, এতক্ষণ দুই সিংহের কাণ্ড-কারখানা দেখছিল। হরিণের মাংস শেষপর্যন্ত কয়োটই পেল।'

রিমরকের কিনারে লুকিয়ে থাকা দুই বন্ধু নিঃশব্দে হাসল গল্প শুনে।

'চোস্ত বলেছে ব্যাটা!' উৎফুল্ল স্বরে বলল বেন। 'এজন্যেই বলি মার্শালকে দেখেই কেন কয়োটের কথা মনে হয় আমার! ঠিক বলেছে হাফ-ব্রীডটা, এজন্যে ওকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

আদপে, ল-ম্যানের তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বেঁকে যাওয়া ঠোঁট ও জ্বলন্ত চোখজোড়ায় তাকে এ মুহূর্তে পশুর মতো না-লাগলেও

অন্তত তুলনাটা বিবেচ্য হতে পারে।

'তামাশা করছ আমার সঙ্গে?' ক্ষিপ্ত স্বরে গর্জে উঠল সিস্টো। 'সোজাসাপ্টা কথা বল্, ব্যাটা ভীতু কুকুর!'

কাঁধ উঁচাল মেক্সিকান। 'এরচেয়ে স্পষ্ট করে কীভাবে বলা যায়?' অনুত্তেজিত স্বরে বলল সে, যদিও তার চাহনিতে বিদ্বেষ ও অসন্তোষ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। 'সার্কেল-বি আর সি-পি হচ্ছে দুই সিংহ...'

'আর আমি হচ্ছি সেই কয়োট?' তপ্ত আক্রোশ ফুটল মার্শাল সিস্টোর কণ্ঠে। 'ব্যাটা ধাড়ি শয়তান, তোর সাহস দেখে অবাক হচ্ছি! আমাকে বলিস কি-না...'

একটা হাত তুলল টেমার, তালু সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরা। 'ঠিক তা বলিনি আমি, *সেনর*...কী বলা যায় একে, রূপক একটা গল্প?' ব্যাখ্যা করল সে, খানিকটা নরম হয়ে গেছে সুর। 'আমার ছোট্ট গল্পে কিন্তু কয়োটের হাতে খুন হয়নি বুড়ো ব্লেযার।'

চমকে উঠল মার্শাল, পরক্ষণে তার চাহনিতে চাপা ভয় ফুটে উঠল। দ্রুত নিজেকে সামলে নিল সে, কিন্তু ততক্ষণে টবি টেমার জেনে গেছে অন্ধকারে ছুঁড়ে দেওয়া ঢিল জায়গামতো পড়েছে। 'আমার কিন্তু ধারণা হয়েছিল এটা সি-পির কাজ,' শীতল স্বরে বলে গেল সে। 'তুমি কি জানো কেন জ্যাক পার্কারকে গুলি করেছিল কিং আর দোষটা ওরই মায়ের পেটের ভাই লুসের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিল, *সেনর?*'

নিজেকে অনেকটা ফিরে পেয়েছে মার্শাল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল: 'এসবের কিছুই জানি না আমি।'

'লুস থাকত নিজের মতো, ভাইদের সঙ্গে ওর যে খুব বনিবনা হতো তা কিন্তু নয়,' খেই ধরল টেমার। 'আমার ধারণা হঠাৎই কিং আবিষ্কার করে এমিলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক আছে লুসের, অথচ মেয়েটিকে ও নিজেই দখল করতে চাইছিল। সি-পি

ফোরম্যানকে অ্যাম্বুশ করবার দায়ে যখন লুসকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিচ্ছিলে তুমি, কিং-এর ঝামেলা কমিয়ে দিচ্ছিলে। ওটা আসলে ছিল কার্লের কাজ। এখন কি তোমাকে বলব যে সেই কার্লকে কে খুন করল?'

শিউরে উঠল মার্শাল। কথা বলছে খুবই শান্ত স্বরে, সামান্য ভয়-ডরও নেই মনে, অথচ ধাড়ি শয়তান একটা! এদ্দিন টাকা-পয়সা দিচ্ছিল বলে একান্ত বাধ্য ও অনুগত ভেবেছিল একে! আর এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে নিজের অবস্থান–আদপে ওর গলায় একটা ফাঁস পরিয়ে রেখেছে শয়তানটা! সামান্য টান দিলেই দফা রফা হয়ে যাবে। সাদা মানুষ হয়ে জঘন্য এক "গ্রিজার"-এর হাতের পুতুল বনে গেছে ও! দো-আঁশলাটার ইচ্ছের দাস হয়ে গেছে।

যুগপৎ ভয় আর প্রবল ক্রোধ অনুভব করছে জেরেমি সিস্টো, কিন্তু নিজের অসহায়ত্ব সম্পর্কেও পুরোপুরি সচেতন। কিচ্ছু নেই করবার। আপাতত। 'তুমি দেখছি অনেক খবরই রাখো,' শেষে এই বলতে পারল মার্শাল।

'খবর রাখাই আমার ব্যবসা–স-ব খ-ব-র!' টেনে টেনে শেষ কথাটা বলল টেমার, বিশেষ জোর দিল। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে এল, আমুদে ভাবটা আর নেই এখন কণ্ঠে। 'হাতের সব তাস আমি টেবিলে নামিয়ে রেখেছি, *সেনর*, দেখতে পাচ্ছ তুমি। খেলাটা একজনের জন্যে অনেক বড়, একা জেতা সম্ভব নয়, কিন্তু দু'জনের পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না। আমি সঙ্গে থাকলে হয়তো জিততে পারবে তুমি।'

সরু হয়ে গেল সিস্টোর কুঁতকুঁতে চোখ। বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে মুখোমুখি হলো সে। বিস্বাদ লাগায় সিগারটা অনেক আগেই ফেলে দিয়েছে। 'তোমার চাহিদা?'

'দু'ভাগে ভাগ হবে–আধাআধি,' জানাল মেক্সিকান। 'আমার

ভাগের সঙ্গে বাড়তি আরও একটা জিনিস আছে: এমিলি পার্কার।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল মার্শাল। আদপে দু'জনের কেউই নড়ছে না, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে নিষ্পলক। তারপর, যেন কয়েক ঘণ্টা পর, বুকের কাছ থেকে হাতের ভাঁজ ছেড়ে দিল সিস্টো, ডান হাতটা খানিক বাড়িয়ে দিল সামনে। দেখা গেল সেই হাতের মুঠিতে ছোট্ট একটা পিস্তল রয়েছে।

বাগাড়ম্বর বা হুমকি দেওয়ার ধার দিয়েও গেল না মার্শাল, স্রেফ ট্রিগার টেনে দিল। মাত্র একবারই। বুকে গুলি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মেক্সিকান।

স্খলিত পায়ে উঠে দাঁড়াল মার্শাল, আবেগে কাঁপছে এখনও। তপ্ত ক্রোধ দিশেহারা করে তুলেছে তাকে। ঝটিতি কয়েক কদম এগিয়ে গেল, মেক্সিকানের উপর ঝুঁকে পড়ল। মরণ-যন্ত্রণায় তখন কুঁকড়াচ্ছে দো-আঁশলার দেহ, মাটি খামচে ধরেছে, আপ্রাণ চেষ্টা করল নিজের পিস্তল ড্র করতে, কিন্তু সুযোগ পেল না। ফের ট্রিগার টেনেছে খুনি। গুলির ধাক্কায় কাঁপন উঠল টেমারের দেহে, তারপর একেবারে স্থির হয়ে গেল।

'স-ব খ-ব-র জানা, তাই না? খবর জানাই তোমার ব্যবসা?' বিদ্রূপের স্বরে বলল মার্শাল। 'এতকিছু জানলেও একটা জিনিস কখনও শিখতে পারোনি—কখন মুখটা বন্ধ রাখতে হয়!'

পিস্তলটা পকেটে পুরে দ্রুত ঘোড়ার কাছে চলে গেল সে, ঝোপ থেকে বাঁধন খুলে এক লাফে স্যাডলে চড়ে বসল, তারপর একবারও পিছন দিকে না-তাকিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল র‍্যাঞ্চের দিকে। পিস্তলের গুলির শব্দ কারও কানে চলে যেতে পারে, যদিও একজন মেক্সিকানের খুন হয়ে যাওয়া বিশেষ কোন ব্যাপার নয়, বিশেষত সাদা সমাজে, কিন্তু মার্শাল চায় না ধারে-কাছে ওকে দেখে ফেলুক কেউ। মাত্রই একটা খুন করেছে—এ ব্যাপারে সামান্য অস্বস্তি ছাড়া আর কোন অনুভূতি কাজ করছে না মনে।

এমনকী উদ্বেগও নেই। কেউ যদি জানতেও চায়, স্রেফ বলে দেবে টেমার ওকে হুমকি দিয়েছিল। ব্যাখ্যাটা গ্রহণযোগ্য হবে।

রিমরকের উপরে অপেক্ষমাণ দুই দর্শকের কাছে মেক্সিকানের খুন হয়ে যাওয়াটা একেবারে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মনে হয়েছে, তাই চাইলেও সক্রিয় হতে পারেনি ওরা। এমন কিছু হতে পারে কল্পনাই করেনি কেউ। মার্শালকে পালাতে দেখে পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছিল বেন, কিন্তু তাকে নিরস্ত করেছে জন।

'বিষাক্ত সাপটাকে যেতে দাও, চাইলে যে-কোন মুহূর্তে ওকে চেপে ধরতে পারব। তারচেয়ে বরং নীচে যাই, মেক্সিকান ব্যাটা হয়তো এখনও পটল তোলেনি।'

প্রায় একশো গজের মতো এগোনোর পর নীচে নামবার মতো পথ পাওয়া গেল। ঘোড়ার পিঠে দ্রুত নেমে গেল ওরা, পথ খাড়া বলে প্রায় সারাক্ষণই সামনের দুই পায়ের উপর ভর করে নামল ঘোড়া দুটো।

'এভাবে স্যাডলে বসা যায় নাকি?' অসন্তুষ্ট স্বরে অভিযোগ করল বেন। 'কেবলই মনে হচ্ছিল ঘোড়া সমেত হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাব। বাপু, অন্যের উপকার করতে গিয়ে নিজে পটল তুললে লাভটা কী হবে, শুনি? গিয়ে তো দেখবে ব্যাটা মরে শক্ত হয়ে গেছে!'

পড়ে থাকা মেক্সিকানের পাশে পৌঁছে গেল ওরা। একনজর দেখে বোঝা গেল জনের অনুমান সঠিক, এখনও মারা যায়নি সে। তবে দেরিও নেই তেমন। স্যাডল ছেড়ে মেক্সিকানের শিয়রে চলে গেল বেন, মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিল।

দৃষ্টি মেলে তাকাল টেমার, চোখে অপ্রকৃতিস্থ চাহনি। 'পানি!' অস্ফুট স্বরে অনুরোধ করল সে।

'পানির চেয়ে বরং এটাই বেশি কাজে দেবে,' পকেট থেকে হুইস্কি ভরা ছোট্ট একটা ফ্লাস্ক বের করে জনের দিকে বাড়িয়ে দিল

বেন ব্লকার, ফোরম্যানের ভুরু কুঁচকে যেতে দেখে দ্রুত ব্যাখ্যা দিল: 'সাপে কাটলে কাজে লাগবে বলে রেঞ্জে এলে এটা সবসময় সঙ্গে রাখি।'

প্রায় মুমূর্ষু মানুষটিকে কিছুটা হলেও শক্তি জোগাল হুইস্কি। ফের যখন কথা বলল টেমার, কণ্ঠে প্রতিহিংসা আর ঘৃণা প্রকাশ পেল। 'হারামী...মার্শালের কাজ...এটা,' টেনে টেনে বলল সে। 'লিখে নাও...নীচে স্বাক্ষর করে দিচ্ছি!'

পকেট হাতড়াল জন। একটা পেন্সিল আর এক টুকরো কাগজ খুঁজে পেল। রেঞ্জে বেরোলে প্রায় সব ফোরম্যানই সঙ্গে কাগজ-পেন্সিল রাখে, রেঞ্জের খুঁটিনাটি তথ্য টুকে রাখে। দ্রুত হাতে মরণাপন্ন মানুষটির স্বীকারোক্তি লিখল ও। টেমার আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট পাচ্ছে। শেষে অনুভূতিহীন হাতে কোনরকমে লেখার নীচে স্বাক্ষর করল।

কাজটা শেষ হওয়ার পর সন্তুষ্টির হাসি ফুটল তার মুখে, মাথা এলিয়ে দিল। অস্পষ্ট হলেও শেষ কথাটা শুনতে পেল ওরা: *'গ্রেসিয়াস, সেনর! অ্যাডিয়োস!'*

সন্তর্পণে মৃত মানুষটির মাথা মাটিতে নামিয়ে দিল বেন ব্লকার, উঠে দাঁড়াল। 'অ্যামিগো, স্বীকার করতেই হবে গ্রিজার হলেও তুমি আমৃত্যু লড়াই করেছ,' ধীরে ধীরে বলল সি-পি সেগুণ্ডো। 'এজন্যে তোমাকে বাহ্বা দিতেই হবে! জঘন্য ওই পশুর চেয়ে বরং তোমাকে "ভাই" বলতেও দ্বিধা নেই আমার।'

'লড়াকু মানুষ,' স্বীকার করল জন। 'আমার তো মনে হয় যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে কবরে শোওয়ার দাবিদার ও।'

ছুরি আর হাত ব্যবহার করে মোটামুটি গভীরতার একটা গর্ত খুঁড়ল ওরা, সেটাকে কবরে রূপান্তরিত করল কিছুক্ষণ পর। টবি টেমারের ঘোড়ার পিঠ থেকে কম্বল নামিয়ে তাতে লাশটা মুড়ে কবরে নামিয়ে দিল দো-আঁশলাকে। উপরে পাথর চাপিয়ে দিল

যাতে কয়োট খুঁড়ে লাশ বের করতে না-পারে।

'আমাদের কষ্ট বাঁচিয়ে দিয়েছে ও,' বলল জন। 'সিস্টোর র‍্যাঞ্চে ঘোরাঘুরি করবার দরকার নেই আর।'

'ওই ব্যাটার কী করবে?' ফিরতি পথে যাত্রা করে জানতে চাইল বেন।

'আপাতত কিছু করব না। আরও কিছু সময় ওকে নিজের ইচ্ছামতো খেলতে দেব। সে যদি ব্লেযারের সঙ্গে বেঈমানি করে, তা হলে সেটা আমাদের পক্ষে যাবে।'

'দু'মুখো সাপে বিশ্বাস নেই আমার!' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল বেন। 'ভাবছি কিং যখন জানতে পারবে যে সিস্টোই ওর বাবাকে খুন করেছে, খেলা হবে একখান!'

'নিশ্চয়ই! তবে এমিলি যতক্ষণ সার্কেল-বিতে আটকা পড়ে আছে, স্বীকার করতেই হবে আমাদের উপর ছড়ি ঘুরানোর মওকা হাতছাড়া হচ্ছে না কিং-এর। আপাতত তাই পরিস্থিতি দেখব। মিস্ পার্কারকে যদি সহি-সালামতে সি-পিতে ফিরিয়ে আনা যায়, তখন মরণকামড় দেব আমরা।'

এদিকে শহরের উদ্দেশে জোরকদমে ঘোড়া ছুটিয়েছে মার্শাল জেরেমি সিস্টো। তপ্ত হল্কা ছড়াচ্ছে সূর্য, রোদে পিঠ তাতাচ্ছে, কিন্তু তারপরও ঘামছে সে, বিশেষ করে যখনই মনে পড়ে যাচ্ছে কী ভয়ানক বিপদে পড়ে গিয়েছিল! অল্পের জন্যে রক্ষা হলো। বেজন্মা মেক্সিকানটা যদি কিং ব্লেযারের কাছে পেটের সব খবর উগরে দিত...

'ওর মতোই অবস্থা হয়ে যেত আমার,' বিড়বিড় করল মার্শাল সিস্টো। 'বাজার্ডের খাবারে পরিণত হতাম।' উন্মুক্ত জায়গায় লাশ ফেলে এসেছে বলে খানিকটা হলেও মন খুঁতখুঁত করছে, তবে খুব যে দুশ্চিন্তার ব্যাপার আছে তা নয়। মরা মানুষ কথা বলতে পারে না।

মেক্সিকানের ছোট্ট গল্পের কথা মনে পড়তে প্রবল তাচ্ছিল্য আর বিদ্রূপে বাঁকা হয়ে গেল ওর ঠোঁটের কোণ। 'কয়োট, না? এখন নিশ্চয়ই ব্যাটা জেনে গেছে যে ওই জিনিসের দাঁত আছে?'

পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে শূন্য সিলিণ্ডার ভরল মার্শাল, ঘোড়ার গতি কমিয়ে এবার দুলকি চালে ছুটল। ঠাণ্ডা মাথায় পুরো পরিস্থিতি চিন্তা করল, দেখা দরকার কোন ফাঁক রয়ে গেল কি-না। পরে আর শোধরানোর সুযোগ মিলবে না।

মেয়ের অপহরণের খবর পেয়ে নিশ্চয়ই ফুঁসে উঠবে পার্কার। অনুগত পাঞ্চাররা সমর্থন জোগাবে তাকে। তারমানে এমিলিকে উদ্ধার করতে দলবল নিয়ে সার্কেল-বিতে হানা দেবে বুড়ো সি-পি মালিক। ইতোমধ্যে যদি মনস্থির না-করে থাকে, উইণ্ডি মার্শালের পরোক্ষ সবুজ সঙ্কেত পেলে নিশ্চয়ই আর দ্বিধা করবে না। কিন্তু লড়াই হবে যখন, নির্ঘাত হারবে পার্কার…এমনকী প্রাণেও মারা পড়তে পারে। হয়তো কিংও মারা পড়বে…

টেমার বলেছিল পাহাড়ি দুই সিংহ পরস্পরকে খুন করেছিল। একই ঘটনা এখানেও ঘটতে পারে–কিংবা ঘটানো যায়, সাহসী সিদ্ধান্ত নিল জেরেমি সিস্টো। অকুস্থলে যদি একজন মার্কসম্যান লুকিয়ে থাকে আর দূর থেকে অব্যর্থ নিশানায় দুটো গুলি খরচ করে…

নিঃশব্দ হাসিতে উদ্ভাসিত হলো মার্শালের মুখ। ছোট্ট গল্পটা সত্যি বাস্তবে পরিণত হওয়া সম্ভব এখনও।

একুশ

দুই দর্শনার্থী চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ একই জায়গায় গুম মেরে বসে থাকল লুস ব্লেযার। দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ ওর, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উল্টো পাশের দেয়ালের দিকে। মনটা তেতো হয়ে গেছে; একইসঙ্গে যার জন্যে এত দুর্বিষহ মানসিক টানাপড়েন আর যন্ত্রণা সইতে হচ্ছে তার প্রতি রাজ্যের ক্রোধ অনুভব করছে। রোদপোড়া রঙের সুদর্শন একটা মুখ ভেসে উঠল ওর মানসপটে, যার স্বাভাবিক হাসিতেও অশুভ ও ভয়ঙ্কর কী যেন রয়েছে। কিং ব্লেযার সম্পর্কে ওর চেয়ে বেশি আর কে জানে? কাছ থেকে দেখে এসেছে বলে লুস জানে কত হিংস্র, নিষ্ঠুর এবং স্বার্থপর হতে পারে সে। সামান্য কারণে মানুষ খুন করতে পারে। স্বজন হারানোর ব্যথা তাকে ব্যথিত করা দূরে থাক, বরং শত্রুর বিরুদ্ধে নতুন উদ্যমে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার উসিলা এনে দেয়। কিং ব্লেযার সম্পর্কিত ওর জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নিকট ভবিষ্যতে আরও হানাহানি বা রক্তপাতের হাতছানি দেয়। কিং থামতে জানে না। শত্রুর শেষ রাখবে না, যদি না তার আগে নিজেই শেষ হয়ে যায়। মানুষরূপী একটা পশু সে। আদপে পশুর চেয়েও অধম। পশুও ন্যূনতম কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলে। কিং ব্লেযারের নীতি একটাই: নিজ স্বার্থ হাসিল করা।

'অথচ সে আমার মায়ের পেটের ভাই,' তিক্ত মনে স্বগতোক্তি করল লুস, অক্ষম আক্রোশে ঘুসি হাঁকাল বিছানায়। 'এমিলিকে

অপহরণ করা মোটেই উচিত হয়নি ওর। নিকুচি করি! আমি বেঁচে থাকতে এমিলিকে আটকে রাখতে পারবে না সে!'

বিকাল নাগাদ শহর থেকে বেরিয়ে পড়ল লুস। যথারীতি ওর প্রিয় গ্রেয় চড়েছে। কেউ অনুসরণ করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে যাতে ওর গন্তব্য আঁচ করতে না-পারে, সেজন্যে আগে উল্টোদিক দিয়ে উইণ্ডি থেকে বেরিয়েছে। মাইনের দিকে কিছু দূর এগিয়ে, প্রায় মাইল কয়েক ঘোড়া ছোটানোর পর, বাঁক নিয়ে আসল ট্রেইল অর্থাৎ সার্কেল-বির পথ ধরেছে।

ঘণ্টা দুয়েক পর সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চ হাউসের পিছনে ঝোপের আড়ালে পৌঁছে গেল ও। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভাগ্য ভাল যে আজ রাতে অন্ধকার বেশি। পিছনে পাহাড়ি ঢালে ওক, স্প্রুস আর উইলোর বন। ঘোড়াকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে এসেছে লুস। মোটামুটি নিশ্চিন্ত যে দৈবাৎক্রমেও ওটাকে খুঁজে পাবে না কেউ।

সামনে প্রায় খোলা জায়গা। মাঝে মধ্যে আড়াল পাবে বটে, কিন্তু বেশিরভাগ জায়গা খোলা। র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকতে হলে এদিক দিয়েই যেতে হবে। এতক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে এগিয়েছে, চলবার শব্দে কারও আকৃষ্ট হওয়ার ভয় বা আশঙ্কা ছিল না; কিন্তু সামনে থেকে সেই আশঙ্কা মাথায় নিয়ে এগোতে হবে।

ধীর গতিতে পা বাড়াল ও। প্রতি পদক্ষেপের আগে বুট দিয়ে পরখ করে নিচ্ছে শুকনো কোন ডাল মাড়াচ্ছে কি-না। "মট" করে একটা শব্দ হলে কেউ ওর উপস্থিতি সম্পর্কে জেনে যেতে পারে, অন্তত সন্দেহ যে করবে তাতে কোন ভুল নেই। ইণ্ডিয়ানদের মতো পা টিপে টিপে এগোচ্ছে, মিনিটে এক বা দুই কদম ফেলছে। খুব কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু উপায় নেই।

সঙ্গে ল্যারিয়েট নিয়ে এসেছে ও। মন বলছে কাজে লাগতে পারে।

সামনে খোলা জায়গা। কোন আড়াল নেই। জানালা দিয়ে

তাকালে হয়তো ওর গাঢ় কাঠামো দেখতে পাবে কেউ, কিন্তু ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। খোলা পথ ধরেই এগোতে হবে। থেমে পুরো দালান নিরীখ করল ও, খুঁটিয়ে দেখল দালানের কোণ এবং যেখানে গাঢ় ছায়া পড়েছে। কিং জানে এমিলিকে উদ্ধার করবার চেষ্টা চালানো হবে, সবাই যে দিনের আলোয় বা সামনে দিয়ে আসবে তা নয়, বরং রাতের আঁধারে চুপিসারে আসাই স্বাভাবিক, এবং সেজন্যে জমকাল অভ্যর্থনার আয়োজন করে রাখবে সে, নিদেনপক্ষে পাহারার ব্যবস্থা তো রাখবেই। দু'চারজন ক্রু-কে এদিক-সেদিক বসিয়ে রাখলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

লুসের ঠিক নাক বরাবর আলোকিত একটা জানালা। কিচেন। ওটাই ওর লক্ষ্য। ঘাপটি মেরে পড়ে আছে ও, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফের পুরো বাড়ি নিরীখ করল। ওই একমাত্র বাতিটা ছাড়া পুরো দালান অন্ধকারে ডুবে আছে। অস্বাভাবিক নয়?

বাঙ্কহাউস অবশ্য আলোকিত। পঞ্চাশ গজ দূরে এবং খানিক বাম দিকে। কাউবয়দের কথাবার্তার চাপা শব্দ ভেসে আসছে। রাত বলেই বোধহয় এতদূর থেকে শুনতে পাচ্ছে। তাস খেলবার ফাঁকে গল্প করছে ক্রুরা। নিশ্চয়ই সবাই নেই সেখানে?

নিচু হয়ে দৌড় দিল লুস, ছায়াঘেরা খোলা জায়গাটা পেরিয়ে গেল নিরাপদে। জানালার কাছে এসে থেমে দম নিল কিছুক্ষণ। কান খাড়া, সামান্য শব্দও শুনতে উদ্গ্রীব।

সুনসান নীরবতা চারদিকে।

এবার জানালা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল লুস। যেমনটা আশা করেছিল, বয়স্ক নিগ্রো কুক সিণ্ডি একাই রয়েছে রান্নাঘরে। কাচের উপর লুসের চেনা টোকায় চমকে ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল সিণ্ডি, চোখে সন্দেহ ফুটে উঠেছে। দ্রুত এগিয়ে এল জানালার কাছে, কাচের ওপাশ থেকে দেখতে চাইল, কিন্তু নিজে আলোকিত জায়গায় আছে বলে বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা লুসকে দেখতে পাচ্ছে

না বললেই চলে, তবে চেনা একটা কাঠামো দেখতে পেল।

দ্রুত জানালার শার্সি তুলে দিল সিণ্ডি। 'মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল আমার? ভুল শুনেছি বোধহয়। তুমি নিশ্চয়ই মাসাহ্ লুস নও?' সবিস্ময়ে, কাঁপা স্বরে বলল মহিলা, পরক্ষণে সত্যি সত্যি লুসকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিষম খাওয়ার মতো একটা শব্দ করল। 'ঈশ্বর! সত্যি সত্যি দেখছি...'

'নিশ্চয়ই, ম্যামি,' চাপা স্বরে বলল লুস, মহিলার খুব পছন্দের সম্বোধন ব্যবহার করছে। সিণ্ডিকে মুখ খুলতে দেখে হাত উঁচিয়ে বাধা দিল। 'এখন বলো তো, বাড়িতে কে কে আছে?'

'আমি ছাড়া কেউ নেই। শেনকে নিয়ে কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে কিং, বোধহয় ছেলেদের সঙ্গে বাঙ্কহাউসে আড্ডা মারছে। ...এখানে আসা মোটেও ঠিক হয়নি তোমার, হানি, ধরা পড়লে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে কিং!' শঙ্কা আর প্রবল মমতা প্রকাশ পেল মহিলার কণ্ঠে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে মহিলার কাছ থেকে সবসময়ই অতিরিক্ত স্নেহ ও মমতা পেয়ে এসেছে লুস এবং বলা বাহুল্য, সেটা শুধুই ওর প্রতি। চার ভাইয়ের অন্যদের যমের মতো ভয় পায় সিণ্ডি।

'চিন্তা কোরো না, ম্যামি, আমি ধরা পড়ব না।' সামনে ঝুঁকে এল লুস যাতে মহিলার মুখ পুরোপুরি দেখতে পায়। 'তুমি নিশ্চিত যে বাড়িতে আর কেউ নেই? জেনে-শুনে বলছ তো?'

সামান্য থমকে গেল মহিলা, চোখে সামান্য ভয় ঝিলিক দিয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে। 'তোমাকে বলেছি না, মাসাহ্? আর কেউ...

'আমার সঙ্গে মিথ্যে বলছ, ম্যামি?' কর্কশ স্বরে বাধা দিল লুস, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মহিলার দিকে।

'ইয়ে...' দ্বিধা করছে সিণ্ডি, সামনে দাঁড়ানো তরুণের প্রতি অন্ধ ভালবাসা আর কিং ব্লেয়ারের প্রতি ভীতির দ্বৈরথে শেষপর্যন্ত প্রথমটি জয়ী হলো। 'কিং জানতে পারলে নির্ঘাত আমার পিঠের

চামড়া তুলে ফেলবে! তোমার রুমে একটা মেয়েকে আটকে রেখেছে। জানি না কে ও...এখানে আনবার সময় আমাকে সরিয়ে দিয়েছিল ওরা। স্পষ্ট বলে দিয়েছে ওই রুমের ধারে-কাছে যাওয়া যাবে না।'

'মেয়েটা হচ্ছে এমিলি পার্কার, ম্যামি,' জানাল লুস। 'ঈশ্বর! নিজেকে একজন ব্লেযার ভাবতে কী যে লজ্জা লাগছে আমার!'

লুসের কণ্ঠে অসন্তোষ, বিতৃষ্ণা আর ক্রোধের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে বিস্মিত চোখে ওকে দেখল সিণ্ডি। ছোট্টবেলা থেকে মায়ের স্নেহে যাকে বড় করে তুলেছিল, উচ্ছল ও হাসি-খুশি সে ছেলেটি আর নেই, ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গেছে তার মধ্যে। ব্লেযারদের ছায়ায় বেড়ে উঠেছে বটে, অথচ কখনও মনে-প্রাণে তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। সবসময়ই দূরত্ব থেকে গেছে।

কঠিন একটা সিদ্ধান্ত নিল সিণ্ডি, মুখ শক্ত হয়ে গেল ওর। 'আর লজ্জিত হতে হবে না তোমার, হানি, কারণ তুমি ব্লেযার নও, কখনও ছিলেও না,' গম্ভীর মুখে বলল মহিলা, লুকিয়ে রাখা সত্য প্রকাশের গুরুত্ব এবং তরুণের উপর তার প্রভাব অনুমান করে আবেগাক্রান্ত হয়ে গেল কণ্ঠ। লুসের মুখ হাঁ হয়ে গেছে, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে। কথাটা হজম করতে পারছে না। 'উঁহুঁ, আমার মাথা খারাপ হয়নি। যা সত্যি তাই বলছি। বহুদিন আগে, এখানে আসবার সময় ইনজুন এলাকা পাড়ি দিচ্ছিলাম আমরা। ট্রেইলের পাশে এক ঝোপের পিছনে তোমাকে খুঁজে পায় ওয়েব ব্লেযার। তুমি তখন সবে পা বাড়াতে শিখেছ। কয়েক গজ এগোতে পোড়া একটা কেবিন আর দুটো লাশ দেখতে পেলাম। স্পষ্টই বোঝা গেল ওরা তোমার মা-বাবা ছিল। মিসেস ব্লেযার তখন সিদ্ধান্ত নিল এভাবে অসহায় একটা বাচ্চাকে ফেলে যাওয়া উচিত হবে না, অগত্যা তোমাকে তুলে নিলাম আমরা। দত্তক হিসাবে বড় হতে লাগলে তুমি। ওয়েব ব্লেযার প্রায়ই বলতেন:

"মার্কাহীন গরুকে মার্কা লাগিয়ে পালে রেখে দিলে যেমন নিজস্ব হয়ে যায়, তেমনি নাম-পরিচয়হীন বাচ্চাটা তিন ভাইয়ের সঙ্গে বড় হলে সেও ব্লেযার বনে যাবে। কোন পার্থক্যই থাকবে না!"

'কিন্তু বুড়োর ধারণা ভুল প্রমাণ করেছ তুমি, হানি, আদপে কখনোই ব্লেযার হতে পারোনি। ওদের তিনজনের সঙ্গে সবসময়ই পার্থক্য ছিল তোমার—কী স্বভাব-চরিত্র, চলাফেরা বা দৃষ্টিভঙ্গিতে। আমি বোধহয় তোমার মনে অনেক বড় দুঃখ দিয়ে ফেলেছি, বাছা...'

সিণ্ডি যত সহজে বলেছে তত সহজে বাস্তবতা মেনে নিতে পারছে না লুস। নিষ্পলক তাকিয়ে আছে নিগ্রো মহিলার দিকে। স্থান-কাল-পাত্র বা বিপদ...সবই বিস্মৃত হয়েছে। ফাঁকা মনে হচ্ছে মাথার ভিতরটা। ফেলে আসা দিনগুলিকে বিশ্লেষণ করলে সিণ্ডির তথ্যের সত্যতা প্রকাশ পায়। বুড়ো ওয়েব ব্লেযার আর তিন ভাই সবসময়ই ওকে এক ধরনের অবজ্ঞার চোখে দেখত, স্বাভাবিক আন্তরিকতা বা হৃদ্যতা ছিল না—তাদের নিজেদের মধ্যে যার ঘাটতি ছিল না কখনও। এমনকী চরম অন্যায়ের ক্ষেত্রেও বাপের কাছ থেকে প্রশ্রয় বা আস্কারা পেয়েছে তিন ভাই, অথচ লুসকে দেখা হতো ভিন্ন চোখে। ওয়েব ব্লেযারের মৃত্যুর পর তো বটেই, তার আগেও পারিবারিক কোন মীটিংয়ে ওকে ডাকা হয়নি কখনও; মাঝে মধ্যে ক্রুদের নিয়ে রহস্যময় অভিযানে যেত এরা এবং ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসত, কখনও কখনও আহতও হতো কেউ কেউ। এ ধরনের অভিযানে যাওয়ার আমন্ত্রণ কখনও পায়নি লুস। ন্যূনতম জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই ও বুঝেছে ওর ব্যাপারে হিসাব সবসময় আলাদা, অন্য তিন ভাইয়ের মতো নয়।

এ ধরনের বৈষম্যে কষ্ট পেত লুস, কিন্তু এখন বরং স্বস্তি বোধ করছে। নাম-ধাম বা পরিচয় না-জানুক, তাতে কী, ও যে ব্লেযার নয় তাতেই রাজ্যের প্রশান্তি অনুভব করছে। কুলাঙ্গার ব্লেযারদের

সঙ্গে তুলনায় নিজেকে পবিত্র মনে হচ্ছে, যেহেতু এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এদের সাহচর্যে থেকে তাদের মতোই নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

ও যেহেতু ব্লেযার নয়, এমিলির কথা মনে পড়ল লুসের...সঙ্গে সঙ্গে সংবিৎ ফিরে পেল। সিণ্ডির দিকে ফিরল ও, চোখে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা। 'দুঃখ? একটুও না, ম্যামি! বরং আমার জীবনের সবচেয়ে স্বস্তিকর ও খুশির খবর দিয়েছ! ব্লেযার নই বলে নিশ্চিন্তে বুক ভরে শ্বাস নিতে পারব এখন থেকে, উইণ্ডির বাতাস আর বিষাক্ত মনে হবে না! তুমি আমাকে আগে বললে বোধহয় আরও ভাল হতো।'

'আহা রে, বাছা আমার! আমি ভেবেছি শুনে তুমি দুঃখ পাবে,' চোখে পানি চলে এসেছে সিণ্ডির, দ্রুত মুছে ফেলল।

'তোমার অবশ্য জানবার উপায় ছিল না আসলে খুশি হবো না দুঃখ পাব,' এবার কাজের কথায় গেল লুস। 'শোনো, এবার দ্রুত কাজ সারতে হবে। মিস্ পার্কারকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে। অস্বাভাবিক কোন শব্দ শুনতে পেলে আমাকে সতর্ক করে দিয়ো।'

দালানের ছায়ায়, গাঢ় অন্ধকারে মিলিয়ে গেল লুস। দেয়াল ধরে এগোল নিঃশব্দে, নিজে যে-কামরাটা ব্যবহার করত তার এক জানালা বরাবর থামল। কামরাটা দোতলায় বলে জানালা বেশ উঁচুতে, ওর মাথা থেকে অন্তত দশ ফুট উঁচুতে। তবে চিন্তা নেই, তৈরি হয়ে এসেছে ও। কাছাকাছি রয়েছে বড়সড় একটা কটনউড, তারই এক মোটাসোটা ডাল জানালার উপর দিয়ে চলে গেছে।

গুটানো ল্যারিয়েট ঘাড়ের উপর ফেলে গাছে উঠতে শুরু করল লুস। বাচ্চা বয়সে কতবার যে চড়েছে, মনে পড়তে আপনমনে হাসল ও। অন্ধকারেও অসুবিধা হচ্ছে না। ডাল, খাঁজ বা বাঁক সব পরিচিত ঠেকছে। ডাল হয়ে দোতলার জানালার কাছাকাছি পৌঁছে

গেল ও, ছোট্ট একটা শাখা ভেঙে পাতা দিয়ে জানালার শার্সিতে হালকা আঘাত করল।

'মিস্ পার্কার···এমিলি!' ফিসফিস করে ডাকল লুস।

চাপা গোঙানির মতো শব্দ হলো ভিতরে।

পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বালাল লুস। দুই হাতের তালুতে ঢেকে রাখল আলোটা, যাতে দূর থেকে কারও চোখে না-পড়ে। আলোকিত কামরার ভিতর, দেখতে পাচ্ছে লুস, ওর বিছানায় বসে আছে মেয়েটি। হাত-পা বাঁধা। মুখের নীচের অংশ পেঁচিয়ে রেখেছে একটা রুমাল। বিস্ফারিত চোখে, প্রবল বিস্ময় নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে এমিলি। একটু আগেও ভয় ও আতঙ্কে জড়সড় হয়ে ছিল, কিন্তু লুসকে দেখা মাত্র আনন্দাভা ছড়াচ্ছে মুখে।

ডাল থেকে জানালার উপরের সিলে চলে এল লুস। এ কাজটা অহরহ করত ও। প্রায়ই গাছ বেয়ে নিজের কামরায় ঢুকত, কিংবা কখনও কখনও কামরা থেকে সবার অগোচরে নেমে যেত নীচে। হাত বাড়িয়ে জানালার শার্সি তুলে দিল, তারপর সিলে ভর রেখে শরীর নামিয়ে দিল। মিনিট খানেক পূর্ণ হওয়ার আগেই কামরার ভিতরে ঢুকল লুস। এমিলির মুখ থেকে রুমাল সরিয়ে দিল।

'লুস···তুমি?' অস্ফুট স্বরে বলল এমিলি। 'এই নরক থেকে নিয়ে যাও আমাকে!'

'সেজন্যেই তো এলাম,' মেয়েটিকে আশ্বস্ত করল লুস, বাঁধন খুলতে শুরু করেছে। 'তোমার কোন ক্ষতি করেনি তো?' জিজ্ঞেস করবার সময় কেঁপে উঠল ওর কণ্ঠ।

'না। তবে ভয় দেখিয়েছে অনেক। সত্যি ভয় পেয়েছি আমি। তোমার ভাই···'

'উঁহুঁ, এখানকার কেউ আমার ভাই নয়। আমি আদপে ব্লেযার নই। পরে ব্যাখ্যা করব, কেমন? অত সময় নেই এখন। যত দ্রুত

সম্ভব এখান থেকে ভেগে পড়তে হবে। হাঁটতে পারবে তো?'

'নিশ্চয়ই পারব।' অনেকক্ষণ বাঁধা ছিল বলে অবশ লাগছে হাত-পা, নড়েচড়ে খিল ছাড়াতে সচেষ্ট হলো এমিলি।

'দরজায় বাইরে থেকে তালা দেওয়া, খিড়কিও বোধহয় তুলে দেওয়া আছে। উপায় নেই, জানালা দিয়ে তোমাকে নীচে নামিয়ে দিতে হবে,' জানাল লুস, বড়সড় একটা গেরো তৈরি করে এমিলির বগলের নীচে সেট করল। 'জানালার সিলে বসবে আগে, তারপর শরীরটা নামিয়ে দেবে। উপর থেকে টেনে রাখব আমি, তা হলে হুট করে পড়ে যাবে না, বরং আস্তে আস্তে তোমাকে নামিয়ে দেব।'

ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন লুস। জানে যে-কোন মুহূর্তে কেউ চলে আসতে পারে। তা হলে ভজকট হয়ে যাবে। তবে তাড়াহুড়ো করবার উপায়ও নেই। কান খাড়া রেখেছে ও, বিপদের আভাস পেতে চাইছে।

সবকিছু খুব সহজে ঘটে যাচ্ছে, এটাই হচ্ছে চিন্তার বিষয়। ভেবেছিল র‍্যাঞ্চ হাউসে প্রবেশ করতে অনেক ঘাম ঝরাতে হবে, কিন্তু প্রায় অনায়াসে ঢুকে পড়েছে। কেউ পাহারায় নেই। মানতেই হবে বড় অস্বাভাবিক।

সবকিছু শেষ পর্যন্ত ভালয় ভালয় ঘটলেই হয়। এখন পর্যন্ত চিন্তার কিছু ঘটেনি।

জানালা দিয়ে নেমে গেল এমিলি, সিলের উপর বসল। দড়ির টান রেখে ওকে নামিয়ে দিল লুস, দেয়ালের সঙ্গে পা ঠেকিয়ে ভারসাম্য রেখেছে। নীচ থেকে ফিসফিস করে এমিলি জানাল মাটিতে নেমেছে।

আধ-মিনিটের মধ্যে ওর পাশে নেমে এল লুস।

'এবার কোথায় যাব আমরা?' জানতে চাইল এমিলি।

'কোত্থাও যাচ্ছ না তোমরা!' উল্লসিত একটা কণ্ঠ উত্তর দিল।

গাঢ় একটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে সামনে। তুড়ি বাজাল সে, পরক্ষণে লণ্ঠন হাতে ছুটে এল একজন। কয়েক গজ দূরে কিং ব্লেযারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল ওরা। বিদ্রূপের হাসি তার ঠোঁটে, চাহনিতে ঘৃণামিশ্রিত বিদ্বেষ। ডান হাতের বড়ো আঙুলে বেল্ট আঁকড়ে ধরে এমন এক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে যেন হাতে-নাতে চোর ধরে দারুণ উল্লসিত কোন গৃহস্থ।

ঝটিতি হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল লুস, কাভার করল কিং ব্লেযারকে। 'সামনে থেকে সরে যাও, নইলে নরকে পাঠিয়ে দেব! তোমার মতো বদমাশের জন্যে ওটাই উপযুক্ত জায়গা!' লুস উপলব্ধি করছে ফাঁদে পা দিয়েছে, একেবারে মোক্ষম সময়ে উপস্থিত হয়েছে সার্কেল-বি বস্, এতক্ষণ সবুর করেছে স্রেফ ওকে কায়দামতো পাওয়ার জন্যে। ব্যর্থতার গ্লানি, নিজের উপর বিরক্তি এবং সর্বোপরি এমিলির বিপদের আশঙ্কায় অস্থির বোধ করছে।

হো হো করে হেসে উঠল কিং, লুসের হুমকি গ্রাহ্য করল না। 'নিজের ভাইকে খুন করবে? অত বড় নেমকহারামি তুমি করতে পারবে না, লুস।'

'নেমকহারামি হবে কেন? আদৌ তুমি আমার ভাই হলেই তো সেই প্রশ্ন আসবে!' হাসতে হাসতে বলল লুস, কিং ব্লেযারের মুখের উপর কথাটা বলতে পারায় দারুণ উল্লাস বোধ করছে। 'যদিও যেসব অনাচার অতীতে করেছ বা এখন করছ, সেসবের হিসাব নিতে গেলে ভাই বলে তোমার এতটুকু খাতিরও পাওনা নেই।'

কিন্তু খুব একটা ব্যথিত মনে হলো না সার্কেল-বি বস্‌কে, বরং প্রাণখোলা হাসল সে। 'শেষ পর্যন্ত তা হলে জেনেছ,' টিটকারির সুরে বলল। 'স্বীকার করতেই হবে, ব্যাপারটা খুবই মজার, বিশেষ করে সারা জীবন যেহেতু ব্লেযারদের ছায়ায় ঘোরাফেরা করেছ, অথচ আদৌ তোমার কোন পরিচয়ই নেই!'

'কুলাঙ্গার ব্লেযার হওয়ার চেয়ে বরং নাম-ধামহীন হতে শতবার রাজি আমি,' সধৈর্যে পাল্টা তর্ক করল লুস, টানটান হয়ে গেছে কণ্ঠ। ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল। 'বলেছি তো, তোমাকে খুন করতে একটুও বাধবে না আমার! সামান্য বেচাল দেখলেই টিপে দেব...'

তাচ্ছিল্যভরে খিস্তি করল কিং। 'বেচাল দেখলেই ট্রিগার টিপে দেবে? আহাম্মক! সেই সুযোগ তুমি পেলে তো? অন্তত এক ডজন পিস্তল তোমাকে কাভার করে রেখেছে এ মুহূর্তে। তুমি আর আমি, দু'জনেই শেষ হয়ে যাব। আর মিস্ পার্কার এ উসিলায় একজনের বদলে বহু গুণগ্রাহী পেয়ে যাবে!'

সার্কেল-বি বসের শেষ কথায় লুসের আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি দেখা দিল। কিং-কে চেনে ও, জানে ধাপ্পা দিচ্ছে না। এটাই স্বাভাবিক বোধহয়, নইলে কেন অমন আপসে ঢুকে যাবে র্যাঞ্চ হাউসে আর এমিলিকে নিরাপদে বের করে আনবে? এক ঢিলে অনেক পাখি মারতে এ পরিকল্পনা করেছে সে–লুসকে আপাতত সফল হতে দিয়েছে।

চারপাশে তাকাতে গাঢ় কয়েকটা ছায়া দেখতে পেল লুস, কিং ব্লেযারের কথার সত্যতা বোঝাতে কয়েক পা এগিয়ে আলোর বৃত্তে প্রবেশ করল দশ-বারোজন লোক। প্রত্যেকের হাতে উদ্যত পিস্তল।

ফাঁদে পড়ে গেছে ও!

নির্ঘাত এমন কিছু হতে পারে আশঙ্কা করেছিল কিং এবং সেভাবে তৈরি রেখেছিল ক্রুদের। সিণ্ডিকে অবিশ্বাস করবার উপায় নেই, নিগ্রো মহিলা ওর সঙ্গে বেঈমানি করেনি।

প্রবল হতাশার সঙ্গে পিস্তলটা হোলস্টারে ফেরত পাঠাল লুস। চাইলে গুলি করে মেরে ফেলতে পারত কিংকে, কিন্তু নিজেও মারা পড়ত এবং নির্দয় ও নিষ্ঠুর কিছু লোকের দয়ার উপর ছেড়ে দিতে

হতো এমিলিকে। তারচেয়ে বরং অপেক্ষায় থাকা যাক, পরে কোন সুযোগ মিলতেও পারে...

আবারও কিং ব্লেযারের ঘৃণাভরা হাসি লুসের কানে অসহ্য মনে হলো। 'বুদ্ধি খুলেছে দেখছি!' টিটকারির সুরে বলল সার্কেল-বি বস্। 'স্বীকার করতেই হবে শিক্ষক হিসাবে আমি সফল! এবার ভালয় ভালয় গানবেল্ট খুলে ফেলে দাও।'

'এই কৌশলটা আমি তোমাকে শিখিয়েছি,' নির্দেশটা তামিল করবার সময় কিংকে মনে করিয়ে দিল লুস।

খোঁচাটা জায়গামতো লেগেছে, মুহূর্তে হিংস্র হয়ে গেল কিং-এর মুখ। 'অত তেজ দেখিয়ো না, বয়!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে, হিসহিস শোনাল কণ্ঠ। 'আমি ক্ষান্ত হওয়া পর্যন্ত বহু কিছু শিখবে তুমি!' তারপর নিজের লোকদের দিকে ফিরল কিং। 'দু'জনকে আলাদা আলাদা ঘরে বন্দি করে রাখো। এবার জুত করে বাঁধবে যাতে কোনভাবে বাঁধন আলগা করতে না-পারে। আর হ্যাঁ, ওই গাছটাও কেটে ফেলবে।'

এমিলির দিকে ফিরল লুস। 'আমি দুঃখিত, এমি,' তিক্ত স্বরে বলল ও। 'মনে হচ্ছে তোমার জন্যে পরিস্থিতি আরও খারাপ করে দিলাম।'

কিন্তু স্মিত হাসল দুঃসাহসী মেয়েটি। 'তুমি যে এসেছ তাতেই খুশি হয়েছি আমি। বিশ্বাস করো, এখন অত ভয় লাগছে না।'

'ওর কাছ থেকে বরং বিদায় নিয়ে নাও,' পরামর্শ দিল কিং। 'আর কখনও ওর সঙ্গে দেখা হবে না তোমার।'

যা আশা করেছিল কিং ব্লেযার, তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি হুমকিটা, বরং এমিলির লড়াকু মনোভাব যেন আরও উস্কে উঠল। 'নিশ্চয়ই তাই করব,' চাপা স্বরে বলল এমিলি। 'ধন্যবাদ, লুস। আর...বিদায়, যদি এই কাপুরুষটা সত্যি মীন করে থাকে...' বলে এগিয়ে এল ও, তারপর মুখ তুলে হতচকিত লুসকে চুমো খেল।

'কখনও তোমাকে ভুলব না আমি, প্রিয়, কখনোই ভুলব না!' শেষ কথাটা ফিসফিস করে বলল ও।

কষে যেন একটা চড় খেয়েছে কিং ব্লেযার, পাথর হয়ে গেছে মুখ। সীমাহীন ক্রোধ আর আক্রোশে গা কাঁপছে ওর, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে বেগ পাচ্ছে। ইচ্ছে করছে গলা টিপে মেরে ফেলে হারামজাদীকে! সাহস কত, ওর সামনে চুমো খেয়েছে নাগরকে! এরচেয়ে বড় অপমান আর কী হতে পারে?

নিজেকে সামলে নিল কিং, ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসা ঝরে পড়ল ওর কণ্ঠে: 'হ্যাঁ, যত পারো উপভোগ করে নাও, বয়, কিন্তু ওই একটাই! এরপর যতগুলো জুটবে, সবই আমার!' ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল সে। 'নিয়ে যাও এদের। শেন, তোমার দায়িত্বে থাকল ওরা। আমি ফিরে আসা পর্যন্ত যদি সামান্য এদিক-ওদিক হয়, সেজন্যে তুমি নিজে দায়ী থাকবে!'

'চিন্তা কোরো না, ভাই। তুমি এসে দেখবে পাখিরা খাঁচার মধ্যেই আছে,' শেন ব্লেযার আশ্বস্ত করল ওকে।

নড করল কিং ব্লেযার, বিষাক্ত দৃষ্টিতে একবার তাকাল লুসের দিকে, তারপর নিজের ঘোড়ার জন্যে করালে চলে গেল। একটু পর উইণ্ডির উদ্দেশে যাত্রা করল। ছুঁড়ির অপমান সত্ত্বেও মূড চাঙা ওর–ঠিক যেমন পরিকল্পনা করেছিল, তাই ঘটেছে। শুধু এক জায়গায় ঘাপলা হয়ে গেছে–পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে মাইনার ক্যালিফোর্নিয়া। লুস নিশ্চয়ই জানে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে বুড়ো। যেভাবে হোক লুসের পেটের কথা বের করতে হবে। ওটা অবশ্য কঠিন হবে না, মেয়েটার ক্ষতির হুমকি দিলে বাপ বাপ করে বলে দেবে। ঠিক এ জন্যেই লুসকে খুন করেনি, নইলে ছোঁড়ার কানাকড়ি মূল্যও নেই ওর কাছে।

আর এখন যে-চালটা দিতে যাচ্ছে, ওটা সফল হলে চূড়ান্ত বিজয়ী হবে সে। কোন বাধাই থাকবে না সামনে।

নিজের ছোট্ট লিভিংরুমে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে কিং ব্লেযারের মুখে পরিস্থিতি জানতে পারল রোজা মেলিন। অস্বীকার করবার উপায় নেই অনেক কিছুই ওর অজানা ছিল, কিং-এর মুখে জানতে পেরে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে। তবে সেটা পরের জন্যে মুলতবি রেখে এখন কিং-এর দিকে মনোযোগী হলো ও। কে জানে, হয়তো নিজের আশু-পরিকল্পনা সম্পর্কে বেফাঁস বলে বসতে পারে সে, কিংবা আভাস দিতে পারে। স্বেচ্ছায় দেবে না, কিন্তু দুর্বল মুহূর্তে বেফাঁস বলে বসতে পারে, সেই অপেক্ষায় আছে রোজা।

রুমটা ছোট হলেও গোছানো। সুদৃশ্য ও দামি আসবাবপত্রে গোছানো। নগ্ন দেয়াল ঢাকা হয়েছে নাভাযো কম্বল ও গ্রিজলির চামড়া দিয়ে। মেঝেয় নরম কার্পেট। সেন্টার টেবিলে রয়েছে এক প্রকাণ্ড ফুলের জার, প্রতিদিনের মতো আজও তাজা ফুল শোভা পাচ্ছে ওটায়। পরিপাটি ও রুচিসম্মত পোশাক পরা ছিপছিপে দেহের রমণী, তার বড় বড় গাঢ় নীল আয়ত চোখ কিংবা ঝলমলে কালো চুল এখানে একমাত্র আকর্ষণীয় ব্যাপার নয়, গদিমোড়া চেয়ারে বসা দর্শনার্থীর কাছে খোদ এই কামরার পরিবেশও খুব আকর্ষণীয় বটে। স্বস্তিকর ও আরামদায়ক একটা আবহ এখানে আছে। নিশ্চিন্ত বোধ হয়। ছোট্ট এই কামরায় যতক্ষণ কাটায় কিং, বাইরের সবকিছু বিস্মৃত হয়, ভুলে যেতে ভালবাসে সে এবং খুব উপভোগও করে।

কিং ব্লেযারও যেন এখানে এলে ভিন্ন মানুষ হয়ে যায়। কথা বলে নিচু স্বরে, আবেগ আর আন্তরিকতা প্রকাশ পায় তখন। গাঢ় চোখে তাকায়, সঙ্গিনীর মনোযোগ ধরে রাখে, আবেগ-তাড়িত করে। মোহনীয় ভঙ্গিমায় যখন কথা বলে, তখন দুনিয়ার যে-কোন মেয়েকে জয় করবার ক্ষমতা রাখে সে। হিংস্র, মারমুখী ও অধৈর্য

যে কিং ব্লেযারকে রোজার চেনা, তার সঙ্গে এখনকার কিং-এর কোন মিল নেই; এবং বাস্তবতা হচ্ছে এই কিং ব্লেযারকে ওর যত ভয়, কারণ নিজের ইচ্ছেমাফিক ওকে প্রভাবিত করবার ক্ষমতা তখন থাকে তার।

'তো, এই হচ্ছে পরিস্থিতি, হানি,' সন্তুষ্ট, উৎফুল্ল স্বরে বলল কিং। 'সব তাস বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন কেবল চিপ্‌স্ টেনে নেওয়ার পালা।'

'আর আমার ভূমিকা হবে তুমি যাতে সি-পি র‍্যাঞ্চ আর নগদ একটা বউ পাও তাতে সাহায্য করা?' জানতে চাইল রোজা।

'দূর! তুমি দেখছি ভুল বুঝেছ, হানি,' প্রফুল্ল স্বরে বলল কিং, উৎসাহ কমেনি এতটুকু। 'পার্কার যখন র‍্যাঞ্চটা বুঝিয়ে দেবে, বিনিময়ে মেয়েকে ফিরে পাবে। আর লুস চাইলে এমিলিকে বিয়ে করতে পারে। আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু সি-পিতে আমার একজন মিস্ট্রেসের দরকার হবে, যার উপর নিশ্চিন্তে ভরসা করতে পারব। আমি অবশ্য জানি তাকে কোথায় খুঁজতে হবে।'

কিং ব্লেযারের আদুরে ও আবেগাক্রান্ত কণ্ঠ ছুঁয়ে গেল রোজা মেলিনকে, অজান্তে আরক্ত হলো ওর গাল। কিং-কে শতভাগ সৎ ও আন্তরিক মনে হচ্ছে, এমনকী সামান্য সন্দেহ বা দ্বিধারও উদ্রেক করছে না মনে। কিন্তু সার্কেল-বি বসের পরিকল্পনায় যে ন্যূনতম কিছু অনিশ্চয়তা আছে, তাও রোজার মাথায় উঁকি দিল না।

ভিন্ন এক ভুবনে বাস এমিলি পার্কারের এবং ওদের দু'জনের মধ্যে কখনও পরিচয়ও হয়নি। হওয়ার সম্ভাবনাও কম। এই বৈরী পশ্চিমে সেলুন চালাতে অভ্যস্ত মহিলার পক্ষে তল্লাটের সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধ বাথান-মালিকের মেয়ের সঙ্গে একই কাতারে শামিল হওয়া রীতিমতো অস্বাভাবিক বৈকী। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এই দূরত্ব বা ভিন্নতা তৈরি করে দিয়েছে, চাইলেও তা অতিক্রম করা সম্ভব

নয়। আরও একটা ব্যাপার, আইনের যেহেতু অস্তিত্ব নেই বলতে গেলে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শক্তিরই জয় হয় শেষ পর্যন্ত। পার্কারের যা হাল, প্রবল পরাক্রমশালী ব্লেযারদের বিরুদ্ধে পেরে উঠবে বলে মনে হয় না। শুধু একটা *কিন্তু* রয়ে যায়: সি-পি ফোরম্যান। তবে তাও বাতিল করে দিল রোজা। ক্যালকিন স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে আপাতত তার জীবনে কোন মেয়ের স্থান বা ভূমিকা নেই। অথচ, এদিকে ওর প্রতি কিং-এর আকর্ষণ এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী। স্রেফ এ কারণে কিং-এর পক্ষে দূতিয়ালি করতে রাজি হয়েছে ও, যদিও অন্তস্তল থেকে টের পাচ্ছে এসবের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে বিরাট ভুল করতে যাচ্ছে।

বাইশ

শেষ বিকালে যখন র‍্যাঞ্চে পৌঁছাল বেন ব্লকার আর জন ক্যালকিন, রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল কুক।

'জন! বুড়ো অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। বলেছে ফিরবার সঙ্গে সঙ্গে যেন দেখা করো,' হড়হড় করে বলল পেটমোটা কুক, হাঁপাচ্ছে ছুটে আসায়। 'যীশুর কীরে, খারাপ একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়ই! বুড়োর যা মেজাজ দেখলাম, খেপে বোম হয়ে আছে!'

নিগারকে বেনের হাতে ছেড়ে দিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল জন। বারান্দার টাই-রেইলের সঙ্গে পরিচিত একটা ঘোড়া বাঁধা, খেয়াল করেছে। চিনতে অসুবিধা হয়নি। রোজা মেলিনের ঘোড়া। বিস্মিত হলেও ওর মুখ দেখে কুক বুঝতে পারল না কিছু,

কিন্তু ভিতরে ভিতরে কৌতূহল বোধ করছে জন। রোজা মেলিনের মতো মানুষ এখানে কেন? অস্বাভাবিক বটে। শহুরে মহিলা, সেলুন মালিক হলেও, নেহাত ঠেকা বা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কোন র‍্যাঞ্চে আসে না। এটাই পশ্চিমের অলিখিত নিয়ম।

লিভিংরুমে ঢুকল ও। গদিমোড়া প্রকাণ্ড চেয়ারে বসে আছে প্লাযা মালিক। প্রায় নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জনের উদ্দেশে নড করল মেয়েটি, পরক্ষণে উল্টোদিকে পায়চারি করতে থাকা মাইক পার্কারের দিকে মনোযোগ দিল। থমথমে দেখাচ্ছে র‍্যাঞ্চারের মুখ, চোখে অস্থির চাহনি। দৃশ্যত, নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে বেগ পাচ্ছে।

জনকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল সে, গজরাতে গজরাতে বলল: 'তুমি আসায় স্বস্তি পেলাম!' তারপর নিতান্ত অবহেলার ঢঙে একটা হাত চালিয়ে ইশারা করল অতিথির দিকে। 'ব্লেযারের প্রেরিত দূত! বড় বড় কথা বলে বেড়ায়, অথচ আমার সামনে এসে কথা বলবার মুরোদ নেই! পাঠিয়েছে একটা মেয়েমানুষ!'

আরক্ত হলো রোজার গাল। 'ব্যাপারটা তা নয়,' কোমল স্বরে প্রতিবাদ করল ও। 'কিং ব্লেযারের সঙ্গে আমার ব্যবসায়িক কোন সম্পর্ক নেই। আমাকে স্রেফ বন্ধু বলা যায়। সে নিজেই আসত, যদি না চেহারা দেখানো মাত্র গুলি খাওয়ার ভয় থাকত। সেজন্যেই অনুরোধ করল কষ্ট করে খবরটা পৌঁছে দিতে পারব কি-না।'

'হারামজাদা এ কথাটা ঠিক বলেছে!' গর্জে উঠল পার্কার। 'হিংস্র কোন পশুকে ওরকম অভ্যর্থনাই দেই আমরা!'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচাল রোজা মেলিন, বুঝেছে তর্ক করা সমীচীন হবে না, তবে যুক্তি খাটাল ঠিকই। 'প্রস্তাবটা যাই হোক, আদপে তাতে তোমার মেয়ের উপকার করা হবে, তাই না?'

জন সিদ্ধান্ত নিল এবার মুখ খুলবার সময় হয়েছে। 'কিং

ব্লেযার কোন প্রস্তাব দিয়েছে, পার্কার?' র‍্যাঞ্চারের উদ্দেশে জানতে চাইল ও।

আবার পায়চারি শুরু করেছিল র‍্যাঞ্চার, সরে গিয়েছিল অন্য দিকে। থেমে ঘুরে দাঁড়াল। 'হ্যাঁ, যেমনটা রাস্তার একটা ঘেয়ো কুকুর দেয়!' চরম অসহিষ্ণু শোনাল কণ্ঠ। 'এই মহিলার আনা একটা কাগজে স্বাক্ষর করতে হবে। তাতে লেখা রয়েছে উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে এই র‍্যাঞ্চের সমস্ত জমি এবং গরুর পাল সহ সবকিছু কিং ব্লেযারের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হলো। এর বিনিময়ে আমি পাব মেয়েকে–অক্ষত অবস্থায়।'

প্রবল একটা ধাক্কা খেল জন। তখনই জবাব দিতে পারল না, মনে মনে প্রস্তাবটার গুরুত্ব ও ভয়ঙ্করত্ব বুঝতে চাইছে। একবার আলীশান সোফায় বসা রোজার দিকে তাকাল, মুখে পাথুরে নির্লিপ্ততা নিয়ে বসে আছে সে, মনের ভাবনা বুঝবার উপায় নেই।

'যদি কাগজে স্বাক্ষর না করো?' শেষে জানতে চাইল ও।

'লুস ব্লেযার মারা পড়বে। আর মিস্ পার্কারের যা হবে...' নিস্পৃহ কণ্ঠে জানাল প্লাযা মালিক। 'আমার মনে হয় সেটা এড়াতে লুসের সঙ্গী হতে মোটেই আপত্তি করবে না ও।'

'লুস তা হলে ব্যর্থ হয়েছে?'

'আগে থেকে তৈরি ছিল কিং, ইচ্ছে করে দু'জনকে পালাতে দিয়েছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে ধরেছে।'

নড করল জন। ব্লেযারের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। বন্দিকে নিয়ে ইঁদুর-বিড়াল খেলতে পছন্দ করে। এক ধরনের বুনো আনন্দ পায় বোধহয়।

ফের থামল র‍্যাঞ্চার, রোজার দিকে ফিরে বলল: 'লুসকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে সে, এবং তাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে একজন ব্লেযার। আমার তো মনে হয় পৃথিবীর মস্ত উপকার করা হবে। কিন্তু তোমার কী মনে হয়, আমার মেয়ের ক্ষেত্রে যে-হুমকি

দিয়েছে, সেটা করবার সাহস কী আদৌ আছে ওর?'

'আমার এতে কোন সন্দেহ নেই,' অতিথির নির্লিপ্ত জবাব।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রোজার দিকে চেয়ে রইল বুড়ো। 'আর তুমি তা চেয়ে-চেয়ে দেখবে?'

'আমার সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক?'

'আমার মেয়ের মতোই, তুমিও একটা মেয়ে।'

তিক্ত হাসল প্লায়া মালিক। 'উঁহুঁ, এমিলি পার্কার আমার মতো *মেয়েমানুষ* নয়। সম্ভ্রান্ত মেয়ে। একজন লেডি। উচ্চশিক্ষিত ধনীর দুলালীর কি সময় বা ফুরসত আছে কোথাকার কোন্ বাজে এক সেলুনকীপের দিকে তাকানোর? আমিই বা কেন ওর দুর্ভাগ্য বা দুর্দশা নিয়ে ভাবব? তোমাদের দুই পরিবারের শত্রুতা যদি এভাবে মিটিয়ে ফেলে কিং ব্লেযার, তাতে আদৌ আমার কী করবার আছে, নাকি আমার সঙ্গে কোনভাবে সম্পর্কিত?'

স্থিরদৃষ্টিতে রোজাকে মাপছে জন। একবার চোখাচোখি হলো, কিন্তু দৃষ্টি নামিয়ে নিল প্লায়া মালিক। 'এ ধরনের ভাবনার ষোলো আনা অধিকার আছে তোমার, ম্যা'ম,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'কিন্তু তারপরও বোধহয় তুমি তা করছ না। কোনভাবে কি আমাদের সাহায্য করতে পারো?'

মাথা নাড়ল রোজা। 'উপায় নেই। কিং ব্লেযারের হাতে আছে সব তাস।'

'তুমি ওর বন্ধু, তাই না?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার। 'কিছু খবর তো আমিও রাখি, নাকি? স্রেফ বন্ধু বলা যায় না, বরং এরচেয়েও বেশি।'

সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল রোজার আচরণ, আগ্রাসী হয়ে গেছে। 'গভীর বন্ধুত্ব থাকলেই বা কী?' শীতল স্বরে জানতে চাইল।

'তোমাদের দু'জনের মধ্যে যদি আঁতাত থাকে, একটুও অবাক হবো না।' হাসতে হাসতে বলল র‍্যাঞ্চার। 'তবে আমি ভাবছি ভিন্ন

একটা কৌশল আমরাও খাটাতে পারি। এ মুহূর্তে বোধহয় একটা ছাড়া সব তাসই রয়েছে ব্লেযারের হাতে। তুমি হচ্ছ সেই তাস। তোমাকে যদি আটকে রাখি?'

এবার হেসে উঠল রোজা। হাসিতে কোন খাদ নেই। মাইক পার্কারের কথায় খুব মজা পেয়েছে। 'আমাকে আটকে রাখলে কিং ব্লেযারকে কব্জা করতে পারবে মনে করো? নিজের শত্রুর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে তোমার আরও জানা উচিত, স্যর।' রোজার কণ্ঠে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ। 'আর শহরের কথা ভুলে যাচ্ছ কেন, ওখানকার সব লোক কী ভাববে? তল্লাটের সবচেয়ে সম্মানিত এক র‍্যাঞ্চার যদি তার মেয়ের অনুপস্থিতিতে শহরের সামান্য ড্যান্স-হলের মালিককে আটকে রাখে, তোমার কী মনে হয়, তাতে কাজ হবে? তোমার বিচক্ষণ ও করিৎকর্মা ফোরম্যানকে জিজ্ঞেস করে দেখো তোমার সম্মান তাতে বাড়বে কি-না?'

টানা কথা বলে থামল রোজা মেলিন, জনের দিকে ফিরল; জন তখন কী যেন ভাবছে। কোন একটা সমাধান হাতড়াচ্ছে মনে মনে।

রোজার আগ্রহী দৃষ্টি অনুসরণ করে জনকে দেখল র‍্যাঞ্চার, তারপর খানিকটা আমুদে স্বরে বলল: 'তুমি যেমন বলেছ, বিচক্ষণ ও করিৎকর্মা সেই ফোরম্যানের ভরসায় আছি আমি,' চাপা উদ্বেগ প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। স্মিত হাসতে চোখের কোণে কুঞ্চনগুলো গাঢ় হলো।

পার্কারের আমুদে আচরণে হঠাৎ সহজ হয়ে গেল পরিবেশ রোজা মেলিনের মুখের উষ্মা ও অসন্তোষ উধাও হয়ে গেল, তার বদলে সেখানে খানিকটা হলেও সহানুভূতি প্রকাশ পেল।

'বোধহয় একটু বেশি কড়া বলে ফেলেছি আমি,' অকপটে ভুল স্বীকার করল মিসেস মেলিন। 'আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।'

'তারমানে আমরা আর সম্মানিত নই,' সহাস্যে বলল জন।

'ঠিক আছে, ম্যা'ম। আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু এই সৌজন্য বোধহয় আমাদের কোন উপকার হবে না।'

ধপ্ করে একটা চেয়ারে গিয়ে বসেছে মাইক পার্কার, উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল মেঝের দিকে। এবার মুখ তুলে তাকাল। একেবারে নিরুদ্যম ও হতাশ দেখাচ্ছে তাকে। কাঁধ ঝুলে গেছে। 'যা বুঝলাম, স্বাক্ষর করা উপায় নেই, জন,' ক্লান্ত ও প্রাণহীণ কণ্ঠে বলল সে। 'মিসেস মেলিন যেমন বলেছে,' এই প্রথম তাকে এ সম্বোধন করল এবং তা শুনে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে হাসল রোজা। 'সব তাসই ব্লেযারের হাতে। সাধ্যমতো চেষ্টা করে যা কিছু করেছি এখানে, তার সবই বিলিয়ে দিতে খারাপ লাগছে বটে, কিন্তু এমির কোন ক্ষতির চেয়ে এসবের মূল্য কোনক্রমেই বেশি নয়। যাক্গে, নতুন ভাবে ফের শুরু করতে হবে। পারব। জীবনে এই প্রথম তো ফুটোপয়সাঅলা হইনি!'

অনেকক্ষণ কেউ কিছু বলল না। প্রকাণ্ড কামরায় জমাট বাঁধছে নীরবতা। কী-ই বা বলবে? দৃষ্টি নিচু হয়ে গেছে রোজা মেলিনের, মনে মনে কী ভাবছে কেবল সে-ই জানে, মুখ দেখে কিছু বুঝবার উপায় নেই। এদিকে জন ব্যস্ত সিগারেট রোল করতে, যেন এটাই এ মুহূর্তে ওর জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

'অবস্থাদৃষ্টে এটাই করণীয় মনে হচ্ছে,' শেষে নীবরতা ভাঙল জন। 'কিন্তু দড়িতে একটা গেরো দেওয়া বাকি রয়েছে এখনও। আগে ওটার মীমাংসা করতে হবে। তা ছাড়া, আরও একটা তাস কিং-এর হাতে পড়েনি—সি-পি র‍্যাঞ্চ। তুমি ওই কাগজে স্বাক্ষর করে দিলে সেটাও ব্লেযারের হাতে চলে যাবে। কিন্তু তুমি স্বাক্ষর করে দিলেই যে এমিলিকে সসম্মানে ছেড়ে দেবে তার নিশ্চয়তা কী? তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে কিং-কে, কিন্তু আমি করি না।'

'তা হলে এখন কী করতে বলো আমাকে?' ম্লান ও অসহায় কণ্ঠে জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার।

'সেটাই স্থির করব এবং সেজন্যে খানিকটা সময় দরকার হবে আমাদের,' পার্কারের উদ্দেশে বলল জন, আর কিছু ব্যাখ্যা করল না। রোজা মেলিনের দিকে ফিরল ও। 'ব্লেয়ারকে বোলো কাল সকাল নাগাদ জবাব পেয়ে যাবে সে। এবং সেটাই চূড়ান্ত হবে।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বারান্দার দিকে চলে যাওয়া দরজা খুলল জন, আলোচনার ইতি ঘোষণা করেছে।

আর কোন কথা না-বলে বেরিয়ে গেল রোজা, তাকে অনুসরণ করে জনও বেরোল। নিজের ঘোড়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটি, মৃদু স্বরে বলল: 'মস্ত ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি।'

'আমি এতে অভ্যস্ত,' সবক'টা দাঁত বের করে হাসল জন, যেন দারুণ আমোদ পাচ্ছে। 'পুরুষ মানুষের কাছে ঝুঁকি নেওয়াই জীবনের মালমশলা।' তারপর হঠাৎ ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল। 'এ ধরনের স্নায়ুক্ষয়ী খেলা কিন্তু তোমার মতো মেয়েদের জন্যে নয়।'

'কাদের জন্যে প্রযোজ্য তা হলে?'

'ওরা আরও খারাপ।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রোজা, তারপর জনকে সাহায্য করবার সুযোগ না-দিয়ে নিজের ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। মনে মনে ক্ষুব্ধ ও। ক্যালকিনের মুখে সবজান্তা হাসিটা গা জ্বালা ধরিয়ে দেয় গায়ে! ব্যাটা পেয়েছে কী?

'গড়িমসি করে লাভটা কী হবে?' টানটান স্বরে জানতে চাইল রোজা, যুক্তিতে হলেও জিততে চাইছে জনের সঙ্গে। 'সকাল পর্যন্ত সময় পেলেও কী করতে পারবে? সামান্য টালবাহানা দেখলে কিংবা সার্কেল-বি আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর মাশুল গুনতে হবে মিস্ পার্কারকে। যাক্‌গে, আমি যা বুঝি...সকালে স্বাক্ষর করবেই পার্কার। এ ছাড়া কোন উপায় নেই।'

'ঠিকই বলেছ বোধহয়,' অনীহার সুরে একমত হলো জন।

বিতৃষ্ণার সঙ্গে শ্রাগ করল রোজা মেলিন, পলকের চাহনিতে

দেখল জনকে, তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

পিছন থেকে তাকিয়ে থাকল জন, ভুরু কুঁচকে গেছে, মনে দুশ্চিন্তার পাহাড়। মিসেস মেলিন ট্রেইলের বাঁক ঘুরে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাওয়া পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর ঘুরে ফের র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল।

'বলেছি *বোধহয়*, মিসেস মেলিন,' স্মিত হেসে বিড়বিড় করল ও।

র‍্যাঞ্চারকে অফিসে পেল জন। টেবিলে বসে নানা কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। যাবতীয় দলিল। সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যা অর্জন করেছে, সবই বিলিয়ে দিতে হবে। প্রায় বিনা শর্তে। এরচেয়ে বড় ডাকাতি আর হতে পারে না, কিন্তু মেয়ের নিরাপত্তার কারণে এতবড় ত্যাগ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে সে।

যৌবনে দৃঢ়চেতা হিসাবে সুনাম ছিল মাইক পার্কারের। কিন্তু বয়স মানুষের সামর্থ্য যেমন কেড়ে নেয়, তেমনি মনটাও দুর্বল করে তোলে; একমাত্র ছেলের অকালমৃত্যু ও এর ধারাবাহিকতায় মেয়ের সমূহ বিপদের আশঙ্কায় মনোবল একেবারে ভেঙে গেছে তার। কিন্তু লড়াকু সত্তাটা এখনও হারিয়ে যায়নি। সারাজীবনে ঠেকে শিখেছে, বৈরী পশ্চিম তাকে মার হজম করেও উঠে দাঁড়াতে শিখিয়েছে, আমৃত্যু লড়াই করবার স্পৃহা তৈরি করেছে মনে, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে সে নিজেও পুরোপুরি সচেতন নয়। তাই কাগজ বের করলেও কিংবা প্রবল হতাশা বোধ করলেও হা-হুতাসের বদলে বরং মরিয়া হয়ে মনে মনে বিপদমুক্তির "কার্যকরী" একটা পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

ফের অফিস-রুমে ঢুকে সেই লড়াকু মানুষটিকে আবিষ্কার করল জন। চোয়াল শক্ত হয়ে আছে, চোখে পরিষ্কার চাহনি, বসে থাকবার ভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে এ লোক ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না;

চোখ বুজে মার খাবে না, বরং দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলেও মরিয়া চেষ্টায় পাল্টা মরণকামড় দেবে; নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আমরণ লড়ে যাবে···

'তো, কী ভাবলে জন? কোন আইডিয়া পেয়েছ?' আগ্রহী স্বরে জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার। 'ব্লেযারকে যেহেতু দেরি করিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছ, ধরে নিচ্ছি একটা আইডিয়া এসেছে তোমার মাথায়।'

'দেরি করবে সে,' আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলল জন, একরকম নিশ্চিত ওর ধারণায় ভুল নেই। 'কারণ কিং ব্লেযার প্রায় নিশ্চিত যে কায়দামতো পেয়ে গেছে আমাদের এবং মিস্ পার্কারকে সে নিজেও পেতে চায়। এবং ঠিক এ কারণে ন্যায্য আচরণ আশা করা যাবে না ওর কাছে। মুখে যাই বলুক, শেষ পর্যন্ত কথা রাখবে না।'

শক্ত হয়ে গেল পার্কারের মুখ, অজান্তে মুঠি হয়ে গেছে হাত দুটো। আঙুলের গাঁটে, রোদপোড়া চামড়ার নীচে সাদা হাড়ের কাঠামো স্পষ্ট ফুটে উঠল। 'কিন্তু ওই মহিলা যে বলল···'

'মিসেস মেলিনের সঙ্গে দু'তরফা খেলা খেলছে কিং,' মাইক পার্কারকে থামিয়ে দিল জন, বাস্তবতাকে আড়াল করবার ইচ্ছে নেই ওর, বরং চায় সম্ভাব্য পরিণতি বা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হোক র‍্যাঞ্চার, তা হলে সময় থাকতে ভরাডুবি ঠেকাতে ইতিকর্তব্য স্থির করতে পারবে। 'তাকে বলেছে সি-পি র‍্যাঞ্চের মালিকানা কব্জা করতে মিস্ পার্কারকে আটকে রেখেছে, কিন্তু লুস ব্লেযারের মুখে অন্য কথা শুনলাম। কাগজে স্বাক্ষর করে মিস্ পার্কারকে ফেরত পাবে না তুমি, তবে তাতে হয়তো ওর ক্ষতি রোধ করা যাবে।'

বিড়বিড় করে শপথ নিল বুড়ো। 'কোন অসম্মানের চেয়ে বরং এমির মৃত্যু মেনে নেব আমি! তোমার পরিকল্পনাটা খুলে বলো, জন।'

'লুসের কৌশলটাই প্রয়োগ করব, তবে ভিন্ন ভাবে। যদি

ওদের মুক্ত করতে না-পারি...'

'ওদের মানে?' ভুরু কোঁচকাল র‍্যাঞ্চার, কঠিন হয়ে গেছে মুখ। 'তুমি নিশ্চয়ই ওই ছোকরাকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নেবে না?'

'তোমার মেয়েকে উদ্ধার করতে গিয়েছিল লুস,' মনে করিয়ে দিল জন।

সি-পি র‍্যাঞ্চ মালিক বিবেকবান মানুষ, ন্যায্য বিচার করতে অভ্যস্ত। নিজের ভুল অকপটে স্বীকার করবার মতো সাহস তার আছে। এক্ষেত্রেও দেরি হলো না, নিজেকে শুধরে নিল। 'তুমি ঠিকই বলেছ, জন। দুঃখিত, ভুলে গিয়েছিলাম! আসলে কয়েক যুগ ধরে ব্লেযার নামটার সঙ্গে এত বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা মিশে আছে যে ওদের সম্পর্কে ভাল কিছু মনে আসে না। যাক্‌গে, কী করে ওদের বের করে আনবে তা বলোনি। তবে তোমার ভাব দেখে অনুমান করছি একা বেরোনোর পাঁয়তারা করছ। এটা কিন্তু আমি অনুমোদন করব না।'

'পুরো বাড়ি আর আশপাশে নিশ্চয়ই পাহারা থাকবে,' যুক্তি দেখাল জন। 'এমন পরিস্থিতিতে ইনজুনদের মতো নিঃশব্দে ঢুকে পড়তে হবে। একার কাজ। চিন্তা কোরো না, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে বড় হয়েছি আমি, জানি কীভাবে নিঃশব্দে চলা যায়।'

'আর আমি এখানে বসে বসে আঙুল চুষব?' গজরানোর সুরে বলল র‍্যাঞ্চার, কণ্ঠে তীব্র অসন্তোষ। 'উঁহুঁ, হবে না। একা গিয়ে হয়তো চরম বিপদেই পড়বে। না, জন, আমার সায় নেই তোমার পরিকল্পনায়...'

'আঙুল চুষবে কেন, তোমারও ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যাবে। আমি চলে যাওয়ার পরপরই সব ক্রুকে একত্র করবে, ঝামেলার জন্যে তৈরি থাকতে বলবে ওদের। নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করবার মতো কোন বন্ধু আছে শহরে?'

মাথা ঝাঁকাল র‍্যাঞ্চার।

'নির্দিষ্ট জায়গায় সমবেত হওয়ার জন্যে খবর পাঠাও ওদের কাছে। তবে এমনভাবে ওদেরকে শহর থেকে বেরোতে হবে যাতে কেউ টের না-পায় বা সন্দেহ না-করে, বিশেষ করে মার্শাল। এ ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করবে গোপনীয়তার উপর। ভয় বা ভক্তি, যে-কারণেই হোক বহু লোক আছে যারা খবরটা সার্কেল-বিতে পৌঁছে দিতে পারে। বুঝেছ তো?'

মাথা ঝাঁকাল র‍্যাঞ্চার। একটু আগের অসন্তোষ ভুলে গেছে, চোখে উজ্জ্বল চাহনি, রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার আনন্দে চকচক করছে এখন। লড়াইয়ের আঁচ পেয়েছে লড়াকু মানুষটা।

'সবাই যখন জড়ো হবে, ওদের নিয়ে সার্কেল-বিতে যাবে। ঝোপঝাড় বা গাছের আড়ালে অবস্থান নিয়ে সঙ্কেত পাওয়ার অপেক্ষায় থাকতে হবে। সঙ্কেতটা হবে অ্যাপাচিদের রণ-হুঙ্কার। পরপর দু'বার। এর অর্থ হবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছি আমরা এবং তখন আবর্জনা পরিষ্কারের কাজটা শুরু করতে পারবে তুমি। জানি না কখন ওদেরকে মুক্ত করে বেরিয়ে আসতে পারব, তবে অনুমান করছি ভোর নাগাদ হয়তো সঙ্কেত শুনতে পাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত যে-কোন মূল্যে ছেলেদের আটকে রাখতে হবে, কোনক্রমে সঙ্কেত পাওয়ার আগে অ্যাকশনে যাওয়া যাবে না। সময়ের আগেই যদি গোলাগুলি শুরু করো, মনে রেখো তার মাশুল গুনতে হবে আমাদের।'

স্মিত হাসল র‍্যাঞ্চার। 'এ নিয়ে ভেবো না,' জনকে আশ্বস্ত করল সে। 'মোক্ষম সময় আসা পর্যন্ত শান্ত-সুবোধ বালক হয়ে থাকবে ওরা। এমির প্রতি তোমার চেয়ে কোন অংশে কম নয় কারও টান। বন্দিদের নিয়ে তুমি ভালয় ভালয় সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বেরিয়ে এলে জনমের শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব ব্লেযারদের!

এবার জড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলব! কিন্তু কথা হচ্ছে, বাঘের খাঁচায় ঢুকে কীভাবে ওদের বের করে আনবে তুমি?'

'এখনও ফন্দি আঁটিনি,' এড়িয়ে গেল ফোরম্যান। মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে সফলকাম হতে চাইছে যার সম্ভাবনা একেবারে কম, তা জানিয়ে র‍্যাঞ্চারকে হতাশ বা আশাহত করতে চাইছে না। 'পরে হয়তো তোমাকে খুলে বলব,' স্মিত হেসে বলল ও। 'পরিকল্পনায় ছোটখাট খুঁত আছে কয়েকটা, ভেবে-চিন্তে ফাঁকগুলো ভরাট করি, তারপর না-হয় তোমাকে বলা যাবে।'

বিদায় নিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বেরিয়ে এল জন। নিজের কোয়ার্টারে ঢুকতে যাবে, তখনই বেন ব্লকারকে এগিয়ে আসতে দেখল বাঙ্কহাউস থেকে। দেখেও গ্রাহ্য করল না ও, নিজের রুমে ঢুকে পড়ল। জানে পরিস্থিতি পুরোপুরি বুঝতে না-পারলেও কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে বেন এবং এও জানে এ মুহূর্তে জন নিজেই দায়িত্ব তুলে নেবে হাতে। যতটা সম্ভব নিজের মতো করে সামাল দিতে চাইবে।

মিনিট খানেক পর দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল বেন। র‍্যাঞ্চের নানা কাজকর্ম বা সৌজন্যমূলক আলাপের ধার দিয়েও গেল না সে, নানা প্রশ্নে খোঁচাতে লাগল জনকে। কিন্তু বিনিময়ে কিছুই জানতে পারল না।

'আবার বোকার হদ্দের মতো মস্ত ঝুঁকি নিতে যাচ্ছ, তাই না?' চাঁছাছোলা স্বরে নিজের মত ব্যক্ত করল সেগুণ্ডো, জন নিস্পৃহ থাকায় নাখোশ হয়েছে। 'স্বীকার করছি এখন পর্যন্ত ভাগ্য তোমার পক্ষে ছিল, কিন্তু সবকিছুরই শেষ আছে! ভাগ্যদেবীর কৃপা এভাবে টানা পেতে পারে না কেউ।'

'তোমার কী মতামত, বসে বসে আমাদের দেখা উচিত কী করে সবকিছু দখল করে কিং ব্লেয়ার?' ত্যক্ত স্বরে বলল জন।

'উঁহুঁ, আমার মত হচ্ছে দুটো মাথা একটার চেয়ে শ্রেয়,' বলল

বেন।

'কিন্তু এটা তো মাথার ব্যাপার নয়, পায়ের,' তর্ক করল জন, আড়চোখে একবার বন্ধুর থমথমে মুখ দেখে নিল। পাত্তা দিল না ও। পরোয়া করলে মাথায় চড়ে বসবে বেন, কোনভাবেই খসানো যাবে না। 'ওয়্যাগনের চাকার মতো তোমার যে পা, হাঁটতে গেলে এমন শব্দ হবে যেন ঝোপঝাড় ঠেলে এগোচ্ছে এক পাল গরু। তা ছাড়া, বুড়ো তোমাকে এখনই দেখা করতে বলেছে। জলদি যাও!'

নাক-মুখ খিঁচিয়ে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করল বেন ব্লকার। তড়িঘড়ি করে ছুটে গেল। মিনিট বিশ পর যখন ফিরে এল, ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে জন। র‍্যাঞ্চ হাউস বা আশপাশে তার টিকিটিও দেখা গেল না।

তৎক্ষণাৎ কাজে নেমে পড়ল বেন। প্রথমে বাঙ্কহাউসে গিয়ে দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিল ক্রুদের। সাড়া পড়ে গেল সবার মধ্যে। যার যার অস্ত্র বের করল ওরা, পরখ করল, গানবেল্ট ভরে নিল কার্তুজে। সার্কেল-বির প্রতি প্রবল ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং প্রতিহিংসা বোধ করছে ওরা, রাতের অভিযানের সম্ভাব্য উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ টের পেয়ে পুলকিত, অথচ কারও কারও আরেকটা সূর্যোদয় দেখবার সৌভাগ্য নাও হতে পারে। কিন্তু এ-কথা কারও মনে একটিবারের জন্যেও উঁকি দেয়নি, নিখাদ পেশাদারের মতো তৈরি হয়ে নিচ্ছে ওরা, তবে প্রচ্ছন্ন ভাব-গাম্ভীর্যের একটা প্রবাহ যে নেই তা বলা যাবে না।

সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে সার্কেল-বি। এমিলি পার্কারকে অপহরণ করে চরম অন্যায় কাজ করেছে, যার প্রতিকার চাইছে প্রতিটি ক্রু। বহুদিনের শোষণ-নিপীড়ন, অপমান ও রেষারেষির চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে আজ। পুরো ঘটনা জানে না ওরা, জানতে চায়ও না কেউ। বহুদিন ধরে এমন একটা মুহূর্তের জন্যে

অপেক্ষায় ছিল, যেদিন নির্দেশ পাবে অপরপক্ষের উপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার, দুই র‍্যাঞ্চের শত্রুতা চিরতরে নিষ্পত্তি করে ফেলবার।

আজ সেই দিন। কাল থেকে বেসিনে কর্তৃত্ব ফলাবে সি-পি নয়তো সার্কেল-বি।

'মিস্ পার্কারকে বন্দি করেছে কিং ব্লেযার,' থমথমে মুখে বলল মূডি, আবেগের কারণে গলা কর্কশ হয়ে গেছে। 'নাগালে পেলে ওর বীচি এমন চটকে দেব কোন মেয়ের দিকে তাকানোর সাহস এ জীবনে আর হবে না!'

বাক্স থেকে কার্তুজ বের করে পকেটে ভরছিল স্যাম ক্লাফলিন, মুখ তুলে তাকাল সহকর্মীর দিকে। 'আমি বাপু অত কাছে যেতে রাজি নই, দূর থেকে একটার পর একটা গুলি করব। কে মরল না আহত হলো পরোয়া করি না, সার্কেল-বির বাঙ্কহাউস আজ পশু-শূন্য হলেই আমি খুশি!'

'এই যে, চোরা মিয়া!' হাঁক ছাড়ল মূডি। 'তুমি দেখছি আমার সব কার্তুজ নিয়ে যাচ্ছ? রাখো ওগুলো! আমার নিজেরই লাগবে সব।'

'তুমি গুলি করবে?' নিদারুণ তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল ফ্ল্যাটির কণ্ঠে। 'আরে ছোহ্, তোমার গুলিতে কবে কে মরেছে, শুনি? আমি এ পর্যন্ত কাউকে দেখিনি। বরং যদ্দূর জানি, তোমার গুলি খেয়েও খাড়া থাকে লোকজন!'

স্যাম ক্লাফলিন অর্থাৎ ফ্ল্যাটির সোজাসাপ্টা কথায় একেবারে মুষড়ে পড়ল মূডি। হতচকিত হয়ে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর প্রচণ্ড রেগে গেল। এদিকে সবক'টা দাঁত কেলিয়ে হাসছে স্যাম, মুখে এমন একটা ভাব যেন নীরবে বলছে: কেমন জব্দ করলাম!

কিন্তু প্রশান্তিটা বেশিক্ষণ থাকল না। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছে

অন্য দুই কাউহ্যাণ্ডের দিকে, তখনই ধেয়ে এল সাবানের নরম চাকতিটা। গায়ের জোরে ওটা ছুঁড়ে মেরেছে মূডি। শেষ মুহূর্তে এড়ানোর চেষ্টা করল স্যাম, মাথায় না-লেগে গলায় লাগল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে দেখল হাসছে মূডি, অপমানের নগদ বদলা নিতে পেরে দারুণ আনন্দিত।

'সোজাসাপ্টা কথা বলো। বেশ, ভাল। কিন্তু জবানটা কখনও কখনও বন্ধ রাখতে হয়, এটা তোমার বাপ-মা শিখিয়ে দেয়নি?' বাঁকা সুরে জানতে চাইল মূডি। 'আর জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতেও শেখোনি দেখছি!'

'হ্যাঁ, আমার কথাই প্রমাণ করলে,' তিরস্কারের সুরে বলল স্যাম। 'তোমার হাতের টিপ সত্যি বাজে! মাথা নিচু করেও গলাটা বাঁচাতে পারলাম না। দাঁড়িয়ে থাকলে নির্ঘাত পেটে লাগত!' হাত বাড়িয়ে কাছের বাঙ্কের উপর যা পেল তাই তুলে নিয়ে মুছতে গেল।

হৈহৈ করে উঠল জর্জ ডিঙ্গলার। 'আরে, করছ কী! ওটা তো আমার শার্ট!'

'অসুবিধা নেই। শার্ট দিয়ে দিব্যি তোয়ালের কাজ চালিয়ে নেব। চিন্তা কোরো না, সাবানে তোমার শার্ট নষ্ট হবে না, বরং ধোওয়ার সময় নতুন করে সাবান মাখতে হবে না।'

'জর্জ শার্ট ধোবে?' হো হো করে হেসে উঠল জিম বার্নেস। 'তবেই সেরেছে! বছরে একবারও শার্ট ধোয় কি-না সন্দেহ! তুমি তো বেচারাকে বিপদে ফেলে দিলে, স্যাম, বাধ্য হয়ে এখন শার্ট ধুতে হবে ওকে!'

জিমের দিকে তেড়ে গেল জর্জ।

'আরে! আমি আবার কী করলাম? আশ্চর্য কাণ্ড! তোমার শার্ট ব্যবহার করল ফ্ল্যাটি, ওকে কিছু না-বলে আমার দিকে তেড়ে আসছ যে? এমন অবিচার আর দেখিনি, ভাই! বুঝেছি, শার্টে

সাবান লাগিয়ে তোমার কাজ কমিয়ে দিয়েছে তো, তাই ওকে কিছু বলছ না!'

জর্জের দৌড়ানি খেয়ে দরজার দিকে ছুটল জিম বার্নেস। হো হো করে হাসছে।

পরিস্থিতি কোন্ দিকে মোড় নিত বলা মুশকিল, কিন্তু অঘটন ঘটবার আগেই সবার উৎসাহে ভাটা পড়ল। আচমকা বাঙ্কহাউসের দরজায় উদয় হয়েছে সি-পি মালিক। একেবারে তার সামনে গিয়ে পড়ল জিম, প্রাণপণ চেষ্টায় সংঘর্ষ ঠেকাল সে, কোনরকমে সামলে নিল। এদিকে মাইক পার্কারকে দেখে জর্জও থেমে গেছে, কাঁচুমাচু হয়ে গেছে মুখ।

'তৈরি হয়ে নাও, বয়েজ,' কোনরকম ভূমিকায় গেল না সি-পি মালিক, সরাসরি নির্দেশ দিল। 'আজ রাতে সার্কেল-বিতে হানা দিচ্ছে জন। ওর সাহায্য লাগতে পারে। মাঝরাত থেকে আমরা সার্কেল-বি র্যাঞ্চ হাউসের কাছে অবস্থান নেব, জনের সঙ্কেতের অপেক্ষায় থাকব। এমিলিকে নিয়ে ও নিরাপদে বেরিয়ে এলেই হামলা করব। এবার আর কোন দয়া-মায়া দেখাব না, জড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলব!'

দু'তিন কথায় পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলল র্যাঞ্চার, তারপর ঘুরে র্যাঞ্চ হাউসের দিকে চলে গেল। ততক্ষণে একটু আগের খুনসুটি বিস্মৃত হয়েছে সব পাঞ্চার। হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে ওদের মধ্যে। দ্রুত তৈরি হয়ে নিচ্ছে সবাই। ডাইনিংরূম বা অন্যত্র যারা ছিল, খবর পেয়ে চলে এসেছে।

মিনিট ত্রিশ পর যাত্রা করল ওরা। পুরো র্যাঞ্চে কুক ছাড়া আর কেউ নেই, সবাই আজ রাতের অভিযানে অংশ নিচ্ছে। কুক-শ্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দলটাকে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দেখতে পেল রাঁধুনী।

'দূর ছাই! রান্না-বান্না পুরুষ মানুষের জন্যে একটা কাজ হলো

নাকি?' বিরক্তিতে স্বগতোক্তি করল সে। 'ওদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেই হতো! আশা করছি মিস্ পার্কারকে নিয়ে ফিরে আসবে ওরা, আর সার্কেল-বির বেজন্মা সব ক্রুকে ফাঁসিতে চড়াতে সমর্থ হবে।'

র‍্যাঞ্চ হাউসের ভিতরে ঢুকল সে। দরজা বন্ধ করে নিজের কোয়ার্টারের সামনের বারান্দায় টুলে এসে বসল। এবার আয়েশ করে সিগার ধরাল। হাঁটুর উপর একটা শটগান শোভা পাচ্ছে। চাকুরি জীবনে এই প্রথম সি-পি র‍্যাঞ্চের দায়িত্ব একা ওর কাঁধে বর্তেছে। কাজে গাফিলতি করতে চায় না কুক। চায় না কেউ এসে দেখুক ও ঘুমাচ্ছে।

উইণ্ডি থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরত্বে পৌঁছানোর পর শহরের ট্রেইল থেকে বামে সরে পড়ল জন ক্যালকিন, উপত্যকার উত্তর ঢাল ধরে এগোল। ঝোপঝাড় ও গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে পথ করে নিতে হচ্ছে ওকে। কারও চোখে ধরা না-পড়ে সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চে পৌঁছাতে চাইছে জন এবং ওর অভিযানের সাফল্য এর উপর অনেকাংশে নির্ভর করছে। প্রতিপক্ষ তৈরি থাকবে, আশঙ্কা করবে অতি উৎসাহী হয়ে হামলা করতে পারে সি-পি রাইডাররা; সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা আগাম নেবে ব্লেযাররা, সি-পি ক্রুদের জমকাল অভ্যর্থনার আয়োজন করবে। এ অবস্থায়, তাদের যদি চমকে দেওয়া যায়, হয়তো সফল হবে জন, নইলে একা বাঘের খাঁচায় ঢুকে এমিলি বা লুসকে বের করে আনা সম্ভব হবে না।

ট্রেইল ধরে গেলে যে-সময় লাগত, এভাবে গেলে তারচেয়ে দ্বিগুণ সময় লাগবে বলে ধরে নিয়েছে জন; কিন্তু কিছুদূর এগোনোর পর টের পেল হিসাবে ভুল করেছে। একে অন্ধকার রাত, চাঁদ বা তারার আলো নেই বললে চলে, মাথার উপর স্রেফ

কালিগোলা আকাশ; অন্ধকারের কারণে কারও চোখে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম বলে যে স্বস্তি বোধ করছিল, তা উবে যেতে বেশি সময় লাগল না, কারণ ঘন কণ্টকাকীর্ণ ঝোপঝাড়ের কারণে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। উপরন্তু, অনুমান বা সহজাত প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে ওকে, কারণ পথ খুঁজে নিতে হামেশাই দিক বদলাতে হচ্ছে, তাই আদৌ জানে না শেষ পর্যন্ত সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চে পৌঁছাবে কি-না। কে জানে, হয়তো এরইমধ্যে উদ্দিষ্ট দিক থেকে সরে গেছে।

বারবার দিক পরিবর্তন করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠল জন। কাঁটার খোঁচায় ছড়ে গেছে নিম্নাঙ্গের কয়েক জায়গায়। ঘোড়াটাও বেশ ভুগছে। এখন মনে হচ্ছে খোলা ট্রেইল ধরে গেলেই ভাল করত, অন্তত পথ হারানোর আশঙ্কা নিয়ে চলতে হতো না। এত কষ্ট করে যদি সার্কেল-বিতে পৌঁছাতেই না-পারে, স্রেফ পণ্ডশ্রম হবে না?

এই মাত্র থমকে দাঁড়িয়েছে জন, সামনে যাওয়ার পথ বন্ধ। এ নিয়ে অন্তত বিশবার একই ঘটনা ঘটেছে। কিছুদূর এগোনোর পর আবিষ্কার করেছে সামনে যাওয়া যাবে না, ঘন ঝোপঝাড়ের প্রায় নিশ্ছিদ্র দেয়াল অতিক্রম করা অসম্ভব, অন্তত রাতের বেলায়। অগত্যা, প্রতিবার যা করেছে এবারও তাই করতে হলো–পিছিয়ে এসে আবার পথ খুঁজতে হলো।

টের পেল ঘোড়াটা শিউরে উঠেছে, ঘোঁৎ শব্দে অপছন্দ প্রকাশ করল। 'বুঝে গেছিস সামনে কাঁটা আছে, তাই না, নিগ?' পরম মমতায় ঘোড়াটার ঘাড়ে হাত বুলাল জন। 'আমার অবস্থাও খুব সুবিধার নয়, বুঝলি? নিজেকে পিনের কুশন মনে হচ্ছে।'

ছোট্ট জায়গার মধ্যে পুরো উল্টো ঘুরে ফিরতি পথ ধরল ও। অন্ধকারে ঠাহর করা যাচ্ছে না, বেশিরভাগ সময় স্রেফ অনুমানের উপর নির্ভর করে পথ চলছে। এ ক্ষেত্রে যা অবশ্যম্ভাবী–পথ ভুল

হবে–তাই ঘটছে। দিনের বেলায় হলে হয়তো এমন কিছু ঘটত না।

এগিয়ে চলল জন। নিজের একরোখা স্বভাব সম্পর্কে আবারও উপলব্ধি করল, নইলে পদে পদে এত বাধার পরও এগিয়ে যাবে কেন? ভাগ্য ভাল হলে খোলা ট্রেইল ধরেও তো সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চে পৌঁছাতে পারত, যেহেতু রাতের অন্ধকার ওর পক্ষে আছে? অযথা নিগারকে দুর্ভোগ পোহাতে বাধ্য করছে না? ভাগ্যিস! মানুষের মতো জবান থাকলে বোধহয় অনেক আগেই ওর সঙ্গে তর্কাতর্কি জুড়ে দিত ঘোড়াটা। এখন পর্যন্ত বারকয়েক মৃদু আপত্তি প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করেনি। বেয়াড়া ঘোড়া হলে হয়তো ওকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে পালাত এতক্ষণে।

সময়জ্ঞান সম্পর্কে বিস্মৃত হলো জন। যন্ত্রের মতো এগিয়ে চলেছে। বাধা পড়লে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, নয়তো পিছিয়ে এসে আবার নতুন পথ খুঁজে নিচ্ছে। স্বাভাবিক ট্রেইল ছেড়ে আসবার পর কতক্ষণ পেরিয়ে গেছে জানা নেই ওর। চাঁদ থাকলে অবস্থান দেখে হয়তো অনুমান করতে পারত, কিন্তু উপায় নেই।

কখনও কখনও অবশ্য খোলা জায়গা পাচ্ছে। কিছুক্ষণ হয়তো ঘোড়া ছোটাতে পারছে দুলকি চালে, কিন্তু কয়েক মিনিট পর ফের অসংখ্য ক্যাকটাস আর জংলী-ঝোপে ভরা প্রান্তরের শুরু হয়ে যায় খোলা জায়গার কিনারা থেকে।

সর্বক্ষণ সতর্ক থাকছে জন। যদিও অন্য কারও ওর মতো কাঁটা-ঝোপ ডিঙিয়ে কোথাও যাওয়ার তাগিদ পড়েনি, কিন্তু চরম অস্বাভাবিক ঘটনাও ঘটে–অজান্তে ওর উপস্থিতি প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে। নেহাত ঘটনাচক্রে। বেচাল বা অসতর্ক অবস্থায় শত্রুর মুখোমুখি পড়ে যাওয়ার ইচ্ছে নেই ওর।

এ দুর্বিষহ যাত্রায় অতিষ্ঠ হয়ে অবচেতন মনে একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে ওর, জুনিপার শহরে দেখা হওয়া ছোটখাট মানুষটি

এ দুর্ভোগ বা ওর এখানে আসবার কারণ। মানুষটির অন্তর্ভেদী চোখজোড়ায় ফুটে ওঠা অব্যক্ত অনুরোধ আর গুরুগম্ভীর কণ্ঠের কথাগুলো ভুলে যায়নি জন। গভর্নর বলেছিলেন: 'যদি ফ্যাসাদে পড়ে যাও, তোমার নিজের চেষ্টায় বেরিয়ে আসতে হবে। আমি বা অন্য কেউ তোমাকে সাহায্য করতে পারব না।' ফ্যাসাদেই পড়ে গেছে ও, তবে সহি-সালামতে বেরিয়ে যেতে পারে কি-না সেটা সময়ই বলে দেবে।

আরও আধ-ঘণ্টা ধরে ঘোড়াকে নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে যুজে চলল জন। আকাশে ম্লান কয়েকটা তারা উদয় হওয়ায় পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়েছে, আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে এখন। গাছপালার ফাঁকে প্রায় হামলে পড়া গাঢ়, কালো ও প্রকাণ্ড অবয়ব দেখে জন অনুমান করল উপত্যকার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে, সামনের দিগন্ত-জোড়া বিস্তীর্ণ কাঠামোটা ব্যাটল বাট। নিজের অবস্থান বুঝবার প্রয়াস চালাল ও, সিদ্ধান্তে পৌঁছাল বাটের সামনে দিয়ে সার্কেল-বির দিকে চলে যাওয়া ওয়্যাগন-রাস্তায় পৌঁছেছে।

এ রাস্তা ব্যবহার করা যাবে না। নির্ঘাত নজর রাখছে সার্কেল-বি রাইডাররা।

ঘাসে ভরা নিচু এক জমিতে ঘোড়াকে পিকেট করে গুল্মে ভরা ঢাল ধরে উঠতে শুরু করল জন। অনুমানের উপর নির্ভর করে এগোচ্ছে, আশা করছে সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চ হাউসের পিছনে গিয়ে উপস্থিত হবে। প্রথমে ভালই এগোল, যেহেতু ঢালটা তেমন খাড়া নয়; কিন্তু কিছুক্ষণ পর অবস্থা পাল্টে গেল। রাতের কনকনে ঠাণ্ডা থাকলেও পরিশ্রমের কারণে ঘামতে শুরু করল। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে, খামচে ধরে কোনরকমে উঠতে সক্ষম হলো। পাথুরে মাটির বুক থেকে বেরিয়ে আসা ধারাল চাঙড়ে লেগে হাত কেটে গেছে, ছড়ে গেছে কাঁটার খোঁচায়, কোথাও কোথাও পাথরের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে কালশিটে তৈরি হয়েছে। আবছা অন্ধকারে ঠিকমতো ঠাহর

করতে পারছে না, তাই অনুমানের উপর নির্ভর করতে গিয়ে যত ভোগান্তি সইতে হচ্ছে।

উপরে চাতালের মতো একটা জায়গায় পৌঁছে থামল ও, দ্রুত লয়ে চলতে থাকা নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছে, এ ফাঁকে চকিত দৃষ্টিতে চারপাশ নিরীখ করে নিল।

ধূমপান করতে তীব্র ইচ্ছে হচ্ছে। 'এখন একটা সিগারেট খাওয়ার বিনিময়ে এক মাসের বেতন খরচ করতেও আপত্তি নেই আমার,' বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল ও, ক্লান্তির কারণে নির্জীব লাগছে শরীর, বিশেষ করে হাত-পাগুলো। অতি পরিশ্রমে অসাড় হওয়ার জোগাড় হয়েছে সব পেশির। তবে কিছুক্ষণ বিশ্রাম পেলে সামলে নেবে।

সময় সম্পর্কে ধারণা নেই ওর। তবে অনুমান করছে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। ক্রুদের নিয়ে এতক্ষণে নিশ্চয়ই কাছাকাছি চলে এসেছে মাইক পার্কার। চাপ চাপ ব্যথা অনুভূত হচ্ছে দুই পায়ের পেশিতে, ওগুলো মেলে দিতে গিয়ে শিরশিরে ব্যথা অনুভব করল, অজান্তে গুঙিয়ে উঠল জন। 'ধেৎ! এখানে বসে থাকলে কাজের কাজ কিছু হবে না, এগিয়ে যেতে হবে!'

আবারও কিছুক্ষণের জন্যে চার হাত-পায়ে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর খাটো পাইনে ভরা এক পাহাড়ি ঢালে এসে পৌঁছাল জন। নিচু ঢালের কারণে এখান থেকে ওঠা সহজ হলো, তা ছাড়া পাইনের শঙ্কু ঘন হয়ে পড়েছে মাটির উপর, কার্পেটের মতো স্তর তৈরি করেছে বলে হাঁটতে সুবিধা হচ্ছে। এক গাছ থেকে আরেক গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলল জন, কান খাড়া রেখেছে, বিপদের জন্যে তৈরি। ধারণা করেছে গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছে, যে-কোন মুহূর্তে হয়তো ঢালের চূড়ায় পৌঁছে যাবে। ঠিক চূড়ার উপর সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চ হাউস।

গাছপালার ফাঁকে দূরে হলদেটে ম্লান আলোর উপস্থিতি ওকে

জানান দিল গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। দীর্ঘক্ষণ গাছের ছায়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল ও, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাল চারপাশে–প্রতিটি ছায়া খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে। কানও খাড়া। জানে নিজে যেমন ছায়ার সুবিধা নিচ্ছে, তেমনি সার্কেল-বির রাইডার বা পাহারাদারও গাঢ় ছায়ার সুবিধা নেবে।

মিনিট খানেক পর ধোঁয়ার ক্ষীণ গন্ধ পেল। তামাকের ধোঁয়া। ধারে-কাছে কেউ সিগারেট ফুঁকছে। ক্ষীণ বাতাস দক্ষিণ দিক থেকে বইছে, তারমানে সিগারেট খোর সামনেই রয়েছে।

বসে পড়ল ও, তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। সতর্কতার সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল। প্রতি ইঞ্চি এগোনোর আগে সামনের জমি পরখ করে নিচ্ছে। শুকনো একটা পাতা বা ডাল শরীরের নীচে পড়ে তৈরি হওয়া সামান্য শব্দেই ওর যত পরিশ্রম বিফলে চলে যেতে পারে।

দশ গজ এগোনোর পর ধূমপায়ীকে দেখতে পেল। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে গা মিশিয়ে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসেছে সে, লম্বা ও সরু কাঠিসদৃশ একটা জিনিস দুই হাঁটুর উপর–কাঠামো দেখে বোঝা যাচ্ছে রাইফেল। অসন্তোষে গজগজ করল লোকটা, স্পষ্ট শুনতে পেল জন: 'ধেত্তেরি! এটা কোন কাজ হলো? ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধতে পাঠিয়েছে আমাকে! আচ্ছা, এত ভয় পাওয়ার কী আছে? কী ভীমরতিতে যে পেয়েছে কিং-কে! সি-পিকে কব্জা করা হয়ে গেছে যখন, আর উইণ্ডির খরগোশগুলোরও মুরোদ নেই, এত সতর্কতার প্রয়োজন তো দেখি না। বাপু নিজে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছ আরামদায়ক বিছানায়, আর আমরা ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি...'

উত্তর এল না। তারমানে একা একা বিষোদ্গার করছে ব্যাটা। নিঃশব্দে হাসল জন, অতি সন্তর্পণে এগোল আবার। লোকটার দুই হাতের মধ্যে পৌঁছে উঠে দাঁড়াল, আলগোছে একটা পিস্তল বের করল হোলস্টার থেকে। এখন পর্যন্ত ওর উপস্থিতি টের পায়নি

অসতর্ক গার্ড। সিগারেট বোধহয় শেষের পথে, ঘন ঘন টান দিচ্ছে।

ঝটিতি দুই কদম ফেলে গার্ডের মাথার উপর চলে এল জন, পিস্তলের ব্যারেল লোকটার চাঁদির উপর নামিয়ে আনল। অস্ফুট, ক্ষীণ স্বরে গুঙিয়ে উঠল গার্ড, কিংবা বিস্ময়সূচক একটা শব্দ বের হলো মুখ দিয়ে, তারপর হেলে পড়ল ঘেসো জমির উপর। টেনে অজ্ঞান লোকটাকে আরও গাঢ় ছায়া আছে এমন এক জায়গায় নিয়ে এল, গলা থেকে নেকারচিফ খুলে মুখে ঢুকিয়ে দিল। এবার কোমর থেকে বেল্ট খুলে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল তাকে। ব্যস, নিশ্চিন্ত। একে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

গাছগাছালির আড়াল ব্যবহার করে এবার র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল ও। জমকাল দেখাচ্ছে আলীশান বাড়ির কাঠামো। জন দেখল এক পাশে চলে এসেছে, ঠিক পিছনে নয়, তবে এ নিয়ে ভাবল না। বাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে রেইল টপকে ঢুকে পড়ল বাড়ির সীমানায়, তারপর নিঃশব্দে হেঁটে আলোকিত একটা জানালার কাছে পৌঁছাল।

চারপাশে আরও একবার সতর্ক দৃষ্টি চালিয়ে নিল জন, তারপর মাথা সামান্য উঁচু করে জানালা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল।

এক পলকের দৃষ্টিতে জানা হয়ে গেল। এটা কিং ব্লেযারের লিভিংরুম। ভিতরে একাই আছে সে। টেবিলের উপর সবুট পা তুলে দিয়ে বসে আছে আরামদায়ক চেয়ারে। হাতে হুইস্কির গ্লাস। টেবিলে একটা আধ-খালি বোতল। বোধহয় চোখ লেগে এসেছে তার। গানবেল্ট খুলে ফেলেছে, কয়েক ফুট দূরে পাশের চেয়ারের ব্যাক-রেস্টের সঙ্গে ঝুলছে। ব্যাপারটা দেখে স্বস্তির হাসি ফুটল জনের মুখে।

'ভাগ্যটা দেখছি আমার পক্ষে আছে,' মনে মনে স্বগতোক্তি করল ও, তারপর পা টিপে টিপে বাড়ির মূল দরজার দিকে পা

বাড়াল। বারান্দা হয়ে পৌঁছেও গেল। ভয় হচ্ছিল এই বুঝি কেউ চ্যালেঞ্জ করবে, কিংবা গুলি করে বসবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না।

প্রকাণ্ড দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পাল্লায় আস্তে করে ঠেলা দিল ও। সরে গেল কবাট, দুই পাল্লার মাঝখানে সরু ফাঁক দেখা দিল। ভাগ্য আবারও সাহায্য করেছে ওকে। মূল দরজা যখন খোলাই আছে, ভিতরে ঢুকতে কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না।

তেইশ

'মাথার উপর হাত তোল, ব্লেযার!' নিচু স্বরে নির্দেশ দিল জন।

কর্কশ স্বরের নির্দেশটা যেন ঝিমাতে থাকা মানুষটার গায়ে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিয়েছে। অবিশ্বাস-ভরা চোখে দেখল সে জন ক্যালকিনকে। মাত্রই ঘরে প্রবেশ করেছে। পদশব্দে ঝিমুনি ছুটে গিয়েছিল কিং ব্লেযারের, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছে, হাতে তখনও গ্লাসটা রয়ে গেছে। ভেবেছিল শেন বা কোন ক্রু এসেছে। কিন্তু এমন চমকে গেছে যেন যম উপস্থিত হয়েছে।

পাথুরে নির্লিপ্ত জনের মুখ, অবিচল হাতে একটা পিস্তল। নগ্ন, ভয়ঙ্কর নল তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত লোকটি ঢুকে পড়েছে ওর বাড়িতে, পৃথিবীতে আর কোন মানুষকে এত ঘৃণা করে না যতটা করে একে। আড়চোখে দু'হাত দূরে চেয়ারের ব্যাক-রেস্টের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা পিস্তলের দিকে দৃষ্টি চালাল কিং, কিন্তু প্রায় একই মুহূর্তে ক্যালকিনের হাতের পিস্তলের

মাযল সামান্য নিচু অর্থাৎ ওর বুক বরাবর হলো; বুড়ো আঙুল চালিয়ে হ্যামার পিছনে ঠেলে দিল অনাহূত প্রবেশকারী–দেখে আর দ্বিধা করল না কিং, মাথার উপর হাত তুলল।

'ভালই হলো, বেচাল করোনি,' মৃদু স্বরে বলল জন, মুখের কাঠিন্য কমে গেছে। 'নরক থেকে স্রেফ এক সেকেণ্ড দূরত্বে ছিলে।'

কিং জানে ধাপ্পা দিচ্ছে না সি-পি ফোরম্যান, বরং প্রয়োজন পড়া মাত্র নির্দ্বিধায় গুলি করবে। আপাত হাস্যোজ্জ্বল মুখ, আমুদে চাহনি, আলসেমি-ভরা কণ্ঠ আর গা-ছাড়া ভাবের আড়ালে আসলে রয়েছে ঠাণ্ডা মাথার দুর্ধর্ষ এক খুনি, পলকে যে চরম নিষ্ঠুর ও পেশাদার হয়ে উঠতে পারে; এমন বেপরোয়া মানুষ আর দেখেনি কিং। অজান্তে মেরুদণ্ডে শীতল একটা অনুভূতি বয়ে গেল, কিন্তু গ্রাহ্য করল না কিং, বরং গায়ের জোরে যেমন সবকিছু পেতে চায়, এখানেও নিজের অনুভূতিকে তোয়াক্কা না-করে দূরে সরিয়ে দিতে চাইল, ফিরে পেল নিজের দুঃসাহসী রূপটি। কিন্তু মনে মনে ক্রুদের চোদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করছে–ব্যাটা কীভাবে ওদের ফাঁকি দিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকে পড়েছে কে জানে! শুধু কি ঢুকেছে, বরং ওকে কায়দামতো–একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায় পেয়ে গেছে!

ফের অস্ত্রের দিকে চলে গেল কিং-এর দৃষ্টি, পরক্ষণে বাতিটা দেখল। কিন্তু বরফ-শীতল একটা কণ্ঠ ওর আগ্রহে পানি ঢেলে দিল।

'উঁহুঁ, ওটা হাতে পাওয়ার আগেই খুন হয়ে যাবে, সফল হতে পারবে না,' চাঁছাছোলা স্বরে জানিয়ে দিল সি-পি ফোরম্যান। 'তবে আমিও চাই চেষ্টা চালাও। কথা দিচ্ছি, মরলেও তোমার লড়াকু মনোভাবের প্রশংসা করব।'

শরীর তৈরি হয়ে গিয়েছিল, সব মাংস পেশি টানটান, কিং ভেবেছে লাথি মেরে টেবিলটা ঠেলে দেবে ক্যালকিনের দিকে এবং

একই সঙ্গে ঝাঁপ দেবে পিস্তল নিতে। কিন্তু সি-পি ফোরম্যানের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে এ জন্যে তৈরি আছে সে।

শিথিল হয়ে গেল কিং-এর দেহ। মাথার পিছনে হাত দুটো নিয়ে গেল ও, হেসে উঠল খরখরে স্বরে। 'অস্থির লাগছে যে তোমাকে? দুশ্চিন্তায় আছ, তাই না?' হাসতে হাসতে বলল কিং। 'কিন্তু এবার কী করবে? আমার লোকদের কারও আসা পর্যন্ত হাত তুলে দাঁড় করিয়ে রাখবে?'

'তুমি বরং মনেপ্রাণে প্রার্থনা করো যেন কেউ না আসে, কারণ তা হলে সেটা হবে তোমার মৃত্যু পরোয়ানা,' স্মিত হেসে বলল জন। 'করুণার ব্যাপার হচ্ছে, এ মুহূর্তে তোমাকে দরকার আমার। তবে বেচাল দেখলে খুন করতেও আপত্তি করব না, বরং তাতেই খুশি হবো। অনেক ঝামেলা বেঁচে যাবে। যাক্‌গে, এবার সাবধানে উঠে দাঁড়াও। ধীরে ধীরে। তারপর মিস্ পার্কারের কাছে নিয়ে চলো আমাকে। খোদার কসম, ব্লেযার, সামান্য যদি এদিক-ওদিক দেখি, সকালের সূর্যোদয় দেখবার সৌভাগ্য তোমার হবে না!'

বাইরে বুটের শব্দ হলো, ক্রমে এগিয়ে আসছে। ধূর্ত চাহনি খেলে গেল কিং-এর মুখে, পরক্ষণে পিস্তলে জনের আঙুলের চাপ বাড়তে দেখে অসহায় ভঙ্গিতে একটা কাঁধ উঁচাল। খেয়াল করল আধ-খোলা দরজার পিছনে চলে গেছে ক্যালকিন, প্রায় নিঃশব্দে।

'ব্যাটাকে তাড়িয়ে দাও!' হিসহিসিয়ে উঠল জনের কণ্ঠ, নিষ্কম্প হাতে পিস্তল ধরে রেখেছে সার্কেল-বি বসের বুক বরাবর।

'কোন সমস্যা নেই তো, বস্?' জানতে চাইল একটা কণ্ঠ।

'ভাগো এখান থেকে!' খেঁকিয়ে উঠল কিং, ক্রুদের সঙ্গে এমন আচরণ করে সে কখনও কখনও, মোটেই অস্বাভাবিক নয় এটা।

দ্রুত পায়ে চলে গেল ক্রু, বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করছে।

'এগিয়ে এসো,' নির্দেশ দিল অবাঞ্ছিত অতিথি।

সেকেণ্ড কয়েক ইতস্তত করল কিং, মরিয়া চেষ্টায় ভাবছে কী করে এ গ্যাঁড়াকল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মাথায় আর কিচ্ছু নেই এ মুহূর্তে। টেবিলটা যদি ব্যাটার ঘাড়ের উপর ছুঁড়ে ফেলা যেত! কিন্তু উপায় নেই, সি-পি ফোরম্যানকে এভাবে কায়দা করা যাবে না। সেয়ানা মাল।

পুরো বাড়িতে সে ছাড়া আছে দুই বন্দি এবং নিগ্রো বুড়ি সিণ্ডি। শেন আর ক্রুরা হয় পাহারায় রয়েছে, নয়তো বাঙ্কহাউসে বিশ্রাম নিচ্ছে। ওদের কাউকে ডাকতে গেলে কিংবা কোনরকম সঙ্কেত দিতে গেলে স্রেফ মরণ ডেকে আনা হবে। পাথুরে নির্লিপ্ত মুখের, হুইটির খুনির সঙ্গে যে অমন চালাকি করা যাবে না, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। এমন নয় যে ভয় পেয়েছে, বরং এমনকী ক্যালকিনও ওকে ভীতু বলতে পারবে না, কিন্তু বেশি দুঃসাহস দেখিয়ে অনর্থক মৃত্যু ডেকে আনবার মধ্যে কোন গৌরব নেই। ও মরে গেলে কার কী লাভ হবে? না নিজের, না শেনের বা সার্কেল-বির কারও।

অগত্যা মাথা ঝাঁকিয়ে পা বাড়াল কিং। ক্রুরা যেহেতু প্রতিটি পথে নজর রাখছে, আশা করা যায় এখানে ঢুকতে সক্ষম হলেও বহাল তবিয়তে বেরোতে পারবে না ক্যালকিন। বিশেষ করে সঙ্গে এমিলি পার্কারকে নিয়ে। সেটা অসম্ভব হবে। বরং আপাতত তাল মিলিয়ে যাওয়া উচিত। ব্যাটা হিসাবে সামান্য ভুল করেছে। র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর...

করিডরে বেরিয়ে এল কিং, টের পেল পাঁজরের সঙ্গে পিস্তল চেপে ধরেছে ক্যালকিন। দোতলায় উঠে এল। উদ্দিষ্ট দরজার সামনে এসে পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলল। বাইরে তখন ভোরের আলো ফুটে উঠছে। ম্লান ও আবছা আলোয় রুমের ভিতরে এমিলি পার্কারকে দেখা গেল, খাটের শিয়রের কাছে ব্যাক-রেস্টের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসেছে বিছানায়। কাধের উপর

ঝুলে পড়েছিল মাথা, সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিল। দরজা খুলবার শব্দে চমকে ফিরে তাকাল, সার্কেল-বি মালিককে দেখে চোখে নিখাদ আতঙ্ক ফুটে উঠল।

পরপরই ভিতরে পা রাখল জন। 'আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না, মিস্ পার্কার,' মেয়েটিকে আশ্বস্ত করল ও। 'মত বদলেছে মি. ব্লেযার, তোমাকে সাহায্য করতে এসেছে।' মেয়েটির হাত পিছ-মোড়া করে বাঁধা দেখতে পেয়ে কঠিন হয়ে গেল ওর চাহনি। 'ওর বাঁধন খুলে দাও!' নির্দেশ দিল জন।

যমদূত কাছে চলে এসেছে, স্পষ্ট টের পেল কিং ব্লেযার, জন ক্যালকিনের কণ্ঠে মৃত্যুর ঘোষণা বুঝতে একটুও ভুল হলো না তার। বিনা তর্কে সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশটা তামিল করল।

'এবার চলো, তোমার ভাইকে মুক্ত করব,' নতুন নির্দেশ দিল জন। 'লুসের কথা বলছি।'

তীব্র বিদ্বেষ আর আক্রোশ প্রকাশ পেল কিং ব্লেযারের কণ্ঠে। 'ওই বেজন্মা ভীতুটাকে আমার ভাই বোলো না!' ঘৃণা প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। 'ওকে নিয়ে যাবে তো? নাও, আমার কোন অসুবিধা নেই। বাতিল একটা দড়ির সমানও দাম নেই ওর আমার কাছে।'

পাশের কামরায় পাওয়া গেল অন্য বন্দিকে। লুসের হাত-পা দুটো বাঁধা। লুসকে মুক্ত করে দেওয়ার পর যুদ্ধংদেহী চেহারা নিয়ে জনের মুখোমুখি হলো কিং। 'এবার কোন্ পূণ্যটা সারতে হবে?' ক্রুদ্ধ স্বরে জানতে চাইল সে। 'আমার ক্রুদের নির্দেশ দেওয়া আছে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগে যেন গুলি করে।'

'তুমি বরং দোওয়া কোরো ওরা যেন আমাদের খুঁজে না-পায়,' অবিচল কণ্ঠে বলল জন, কিং ব্লেযারের হম্বিতম্বির তোয়াক্কা করছে না। 'কারণ ওরা যদি তোমাকে দেখতে নাও পায়, আমি ঠিকই পাব। পিছন দরজা দিয়ে বেরোব আমরা।' হোলস্টার থেকে অন্য পিস্তলটা বের করে লুসের হাতে ধরিয়ে দিল ও।

'হঠাৎ যদি গোলমাল শুরু হয়, মিস্ পার্কারকে নিয়ে ঝোপের দিকে খিঁচে দৌড় দেবে, এ বাড়ি থেকে যত দূরে সম্ভব চলে যাবে, অন্য কোন ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ো না।'

সূর্যের জন্যে ধূসর বিছানা তৈরি করছে পুবাকাশ। কে জানে, সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা দিনের জন্ম দিচ্ছে কি-না! উপত্যকায় এখনও চাপ চাপ অন্ধকার, ব্যাটল বাটের গাঢ় অবয়ব জমকাল ও গাঢ় দেখাচ্ছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গা ধরে এগোল ওরা, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে চলছে। আচমকা গুলি খাওয়ার আশঙ্কা বা সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা ভুলতে চাইছে জন। দ্রুত পা চালাচ্ছে।

খোলা জায়গা পেরিয়ে এল নিরাপদে। কোন অঘটন ঘটল না। ঝোপঝাড়ের কাছে পৌঁছেছে, তখনই ভাগ্য মুখ ফিরিয়ে নিল ওদের দিক থেকে। চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে, সেই সঙ্গে কিং ব্লেযারকেও চোখে চোখে রাখছে জন, তাই কোথায় পা পড়ল টের পেতে দেরি হয়ে গেল। একটা আলগা পাথরে পড়ল বুট। ওর ওজনের চাপে পিছলে গেল পাথরটা, ফলশ্রুতিতে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল জন। টের পেল হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে।

সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে একটুও দেরি করল না ব্লেযার। চকিতে জনের পাশে চলে এল সে, থাবা দিয়ে ধরল পিস্তল-ধরা হাত, তারপর চেঁচিয়ে ক্রুদের ডাকতে শুরু করল।

'লুস! এমিলিকে নিয়ে সরে যাও!' নিচু, তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল জন। 'ছুট দাও!'

নির্দেশটা পছন্দ না-হলেও তামিল করল লুস। খপ্ করে এমিলির কব্জি চেপে ধরে দিল দৌড়। দিক সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, ভ্রূক্ষেপও করছে না কিংবা ফুরসত নেই। বন্দিশালার সঙ্গে যতটা সম্ভব দূরত্ব তৈরি করতে আগ্রহী। পড়িমরি করে ঢালের উপর পৌঁছে গেল, একেবারে সময়মতো, যখন পিছনে শোরগোল

উঠল। তীব্র খিস্তি করছে ক্রুরা, একে অন্যকে নির্দেশ দিচ্ছে আর ছুটে আসছে ঢালের দিকে। যে যেভাবে ছিল, মালিকের চিৎকার শুনে বাঙ্কহাউস থেকে ছুটে এসেছে; কারও পরনে অন্তর্বাস, কারও ট্রাউজার, কোনরকমে গায়ে শার্ট চাপিয়েছে, বোতাম লাগানোর সময় পায়নি। তবে প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র রয়েছে।

এদিকে প্রাণপণ লড়ছে জন ক্যালকিন। নিজের জীবনের জন্যে, পলায়নরত দুই বন্দিকে বাড়তি কিছু সময় পাইয়ে দেওয়ার জন্যে। জানে যতক্ষণ কিং ব্লেযারকে ব্যস্ত রাখতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত লুসদের দিকে মনোযোগ দেবে না সে। আগে জনের বাধা পেরোতে হবে।

আমূল বদলে গেছে কিং ব্লেযারের মনোভাব। পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে, উপরন্তু বেয়াড়া এ পাঞ্জার সহ্যেরও বেশি মানসিক যন্ত্রণা ও অপমান উপহার দিয়েছে তাকে; অদম্য আক্রোশ আর প্রতিহিংসা বোধ করছে সে, ফুঁসে উঠল কোণঠাসা বাঘের মতো।

হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ায় প্রায় অসহায় অবস্থায় পড়ে গেছে জন, কারণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওর উপর চড়াও হয়েছে কিং ব্লেযার। দুই হাঁটু দিয়ে চাপ দিচ্ছে বুকের উপর, উঠতে দিচ্ছে না, এক হাতে মাটির সঙ্গে ঠেসে ধরেছে জনের পিস্তল-ধরা হাত, আর অন্য হাতে জনের টুঁটি চেপে ধরেছে। রীতিমতো বেকায়দা অবস্থা জনের, এতটাই যে চেঁচিয়ে সঙ্কেতও দিতে পারছে না। নিজ প্রাণ বাঁচানোই দায় হয়ে গেছে এখন।

জন বুঝতে পারছে সার্কেল-বি ক্রুরা পৌঁছে যাবে ঘটনাস্থলে এবং বজ্র আঁটুনিতে স্বরযন্ত্র হয়তো ভেঙে যাবে–সাঙ্গ হয়ে যাবে ওর ভবলীলা। স্রেফ কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। শরীরে তীব্র ঝাঁকুনি তুলে, সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা চালাল, নিজেকে মুক্ত করে নিতে চাইল খুনে-বন্ধন থেকে। কিন্তু ব্লেযার একে শক্তিশালী মানুষ, তায় সীমাহীন ক্রোধ তার শক্তিকে দ্বিগুণ করে তুলেছে এখন। এদিকে

বাতাসের অভাবে হাহাকার করছে জনের ক্ষুধার্ত ফুসফুস, পাঁজরের নীচে তীব্র ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। সময় ফুরিয়ে আসছে, বিলক্ষণ টের পেল সি-পি ফোরম্যান। ব্লেযারের চোখে খুনে চাহনি আর বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে বেঁকে যাওয়া ঠোঁট সাক্ষ্য দিচ্ছে ব্যাপারটা সেও টের পেয়েছে।

বড়জোর আর কয়েক সেকেণ্ড...

'এবার বাগে পেয়েছি তোমাকে, মি. ক্যালকিন!' হিসহিস করে উঠল ব্লেযারের ঘৃণা মিশ্রিত উল্লসিত কণ্ঠ। 'কাজ সাবাড় হয়ে যাবে এখনই!'

সার্কেল-বি মালিক যদি উত্তরে কিছু শুনতে চেয়েও থাকে, তা দেওয়ার উপায় নেই জনের। কথা বলবে কী, শ্বাসই নিতে পারছে না। তীব্র ব্যথায় প্রায় অসাড় হয়ে গেছে গলা। মুক্ত হাতে সর্বশক্তি দিয়ে ঘুসি হাঁকাল কিং-এর পেটে, বেকায়দা অবস্থানের কারণে সুবিধা করতে পারল না। জন জানে না আর কতক্ষণ তীব্র চাপ সইতে পারবে ওর পাঁজর। অপ্রাসঙ্গিক হলেও কয়েকদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়ল, প্রায় একইরকম সাঁড়াশি বাঁধনে আটকা পড়েছিল আরেক ব্লেযারের হাতে, ভালুক-আঁটুনিতে ওকে পেয়ে গিয়েছিল কার্ল। প্রায় খুনই হয়ে গিয়েছিল। জনের মনে পড়ল কী করে ওই বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিল।

একই পদ্ধতি প্রয়োগ করল এবারও। শরীর শিথিল করে দিল ও, সামান্য প্রতিরোধও করল না, যেন ভবিতব্য মেনে নিয়েছে। চোখ বুজে ফেলল, মাথা হেলে পড়ল মাটিতে। নেতিয়ে পড়েছে পুরো দেহ।

কৌশলটা কাজে দিল।

প্রতিদ্বন্দ্বী হাল ছেড়ে দিয়েছে, নিজেরও দম নেওয়া দরকার ভেবে সামান্য ঢিলে দিল কিং ব্লেযার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, দুই বুটের গোড়ালি মাটির সঙ্গে ঠেকিয়ে শরীর বাঁকিয়ে ধাক্কা দিল জন, যেন

পিঠের উপর থেকে সওয়ারকে ফেলে দিচ্ছে কোন বেয়াড়া ঘোড়া; ধাক্কায় এত জোর ছিল যে ছিটকে গেল কিং-এর দেহ, ভারসাম্য ঠিক রাখতে অজান্তে সক্রিয় হলো সে, ডান হাত সরে গেল জনের গলা থেকে, মাটিতে ঠেকিয়ে পতন রোধ করতে চাইল সার্কেল-বি বস্।

বুকের উপর থেকে দুই মণী ভার সরে যেতে লম্বা একটা দম নিল জন ক্যালকিন, তারপর এক মুহূর্তও নষ্ট না-করে চড়া গলায় চেঁচাল—পরপর দু'বার অ্যাপাচি কায়দায় রণহুঙ্কার ছাড়ল। এদিকে থমকে গেছে কিং, হাত-পা চালিয়ে পতন রোধ করতে পারেনি, ঢলে পড়েছে দু'হাত দূরে। পড়িমরি করে উঠে দাঁড়াল সে।

'ওই প্রাচীন কায়দায় কাজ হবে না, দোস্ত,' টিটকারির সুরে বলল সে। 'বেহুদা গলাটাকে কষ্ট দিচ্ছ। তারচেয়ে বরং...' সি-পি ফোরম্যানের বেমক্কা ঘুসি চোয়ালে পড়তে বাকোয়াজের উৎসাহ মিটে গেল তার, গুঙিয়ে উঠল অস্ফুট শব্দে।

আবারও ঘুসি চালাল জন। মরিয়া হয়ে উঠেছে, অন্ধের মতো লড়ছে। কোণঠাসা পশুর মতো আদিম প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে ওর মধ্যে, জানে শেষতক বাঁচতে পারবে না, যেহেতু যে-কোন মুহূর্তে লড়াইয়ে যোগ দেবে সার্কেল-বি ক্রুরা, কিন্তু লড়াই ছাড়াও মরতে রাজি নয়, বরং মরবার আগে যতটা সম্ভব শত্রুর ক্ষতি করতে চায় ও।

দুই জোরাল ঘুসি পেটে পড়তে সামনের দিকে ঝুঁকে এল কিং ব্লেযার, আর তখনই হাঁটু তুলে তার চোয়ালে প্রচণ্ড আঘাত করল জন। হাড়ের সঙ্গে হাঁটুর সংঘর্ষে ভোঁতা ও জান্তব একটা শব্দ হলো, গলা ফাটিয়ে চেঁচাল কিং। গলগল করে রক্ত আর কয়েকটা দাঁত উগরে দিল মুখ দিয়ে।

এবার বিরাশি শিক্কার একটা ঘুসি এসে পড়ল মুখে। চোখে সর্ষে ফুল দেখল কিং, টের পেল বাতাসে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। উড়ে

গিয়ে চার হাত দূরে আছড়ে পড়ল সে।

পরপরই প্রকাণ্ড ব্যাটল বাট-টা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল জনের উপর, অন্তত তাই মনে হলো ওর।

অন্তত চারজন চড়াও হয়েছে ওর উপর, সমানে মারতে শুরু করেছে।

'হারামজাদাকে আটকে রাখো!' যন্ত্রণাকাতর স্বরে নির্দেশ দিল ক্রুদ্ধ কিং। 'ভর্তা বানাও, অসুবিধা নেই, শুধু জানে মেরো না! ওর সঙ্গে অনেক লেনদেন বাকি রয়ে গেছে আমার!' বলে পালিয়ে যাওয়া দুই বন্দি যেদিকে গেছে সেদিকে ছুটল সার্কেল-বি বস্।

অমূল্য কয়েকটা মিনিট পেলেও বেশিদূর যেতে পারেনি লুস আর এমিলি। খাড়া ঢালের কারণে ছুটতে পারছে না। ত্রাতাকে চরম বিপদে ফেলে যেতে হচ্ছে বলে নিজের উপর অসন্তুষ্ট লুস, ঘৃণা করছে ব্যাপারটা, কিন্তু এও বুঝতে পারছে জনের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিত। তাই এমিলিকে নিয়ে ছুটছে।

ঘন ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে ছুটছে দু'জন। কাঁটা ও বেয়াড়া ঝোপ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু একইসঙ্গে ওদের আড়ালও করেছে। নীচে ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে আসছে কেউ, শব্দ শুনে বুঝল লুস। গ্রাহ্য করল না। কাঁটার ঘায়ে কেটে গেছে শরীরের নানা জায়গায়, দেখতে না-পেলেও বুঝতে পারছে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে পা দুটো। এমিলির সঙ্গীন অবস্থা টের পাচ্ছে লুস। হাঁটতে পারছে না মেয়েটি, হাঁপাচ্ছে খাবি খাওয়া মাছের মতো, দম নিতে থামছে প্রায়ই। সবচেয়ে বড় সমস্যা, পথ চলতে গিয়ে ঝোপঝাড়ের বাধা পাচ্ছে এবং ওগুলো পেরোনোর জন্যে গতি কমিয়ে এমিলিকে সাহায্য করতে হচ্ছে। ফলে শ্লথ হয়ে যাচ্ছে ওদের গতি।

কিন্তু কিং ব্লেযারকে এ ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না। দেরি

করিয়ে দেওয়ার মতো সঙ্গিনী নেই, মোটামুটি তৈরি করা একটা পথও পাচ্ছে সে, তাই দুই বন্দির চেয়ে ঢের বেশি গতিতে এগিয়ে চলেছে। ক্রমে দূরত্ব কমছে।

পিছনে কিং-এর পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে লুস। কখনও কখনও হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সে, খিস্তি করছে। বেশি দূরে নয়। তারও পিছনে অন্যরা রয়েছে। অন্তত তিন-চারজন মালিককে অনুসরণ করে ছুটে আসছে।

আচমকা সামনে পাথুরে দেয়াল পড়ল। ওটা পেরিয়ে যেতে হবে। দেখেই হতাশায় মুষড়ে পড়ল এমিলি, থামতে গিয়ে পিছল খেয়ে পড়ে গেল।

'আর পারছি না, লুস,' দুর্বল কণ্ঠে বলল ও। 'আমি দুঃখিত! তুমি বরং চলে যাও! আমি সঙ্গে থাকলে ঠিক ধরা পড়ে যাবে।'

'স্কার্ট পরেও যেভাবে ছুটেছ, তোমাকে পাস নম্বর দিতে হবে,' স্মিত হেসে বলল লুস, পিস্তল বের করেছে পকেট থেকে। 'আর যেহেতু এগোতে পারছি না, আপাতত এখানেই রুখে দাঁড়াব। আসুক ব্যাটারা, ওদের সাধ মিটিয়ে দেব! দেয়ালটা থাকায় ভাল হয়েছে, পিছন দিক নিয়ে ভাবতে হবে না।'

ঝোপঝাড় ঠেলে এগোনোর শব্দ আরও জোরাল হয়েছে, খুব কাছে চলে এসেছে শত্রু। পরপরই হুড়মুড় করে পড়ল কী যেন। সম্ভবত হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে অনুসরণ করে আসা লোকটা। খিস্তির তুবড়ি ছুটল তার মুখে।

শক্ত হয়ে গেল লুসের মুখ। কণ্ঠ শুনে বুঝেছে কিং আসছে পিছু নিয়ে। ততক্ষণে দাঁড়াতে পেরেছে এমিলি। মেয়েটিকে নিয়ে দেয়াল বরাবর কিছুটা সরে এল লুস, বড়সড় এক ঝোপের গাঢ় ছায়ায় অবস্থান নিল। ছায়া ছাড়াও ঝোপের কারণে দেয়ালের এ দিকটা সহজে চোখে পড়ে না। এখন আর দৌড়ে লাভ হবে না, কারণ যে-কোন মুহূর্তে এখানে পৌঁছে যাবে সার্কেল-বি ক্রুরা।

কয়েকজনের মিলিত শব্দ একেবারে কাছে চলে এসেছে।

আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে এমিলির মুখ, শক্ত হাতে লুসের বাহু চেপে ধরেছে। বাম হাতে মেয়েটির কাঁধে চাপ দিল লুস, সাহস দেওয়ার প্রয়াস পেল, যদিও জানে এমন পরিস্থিতিতে সেটা সহজ নয়। ওর নিজেরই ভয় ও আশঙ্কায় বুক কাঁপছে। অন্তস্তল থেকে টের পাচ্ছে, এবার আর রক্ষা নেই। দৈবাৎ কিছু না-ঘটলে কেউ বাঁচাতে পারবে না ওদের।

ঠিক তেমনই একটা ঘটনা ঘটল এবার।

'এই, লুস, এদিকে চলে এসো!' চাপা ও ফ্যাঁসফ্যাঁসে স্বরে বলল কেউ।

ঝটিতি ফিরে তাকাল লুস, অন্ধকারে একটা হাত দেখতে পেল, হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে। এমিলির কব্জি চেপে ধরে দ্রুত সেদিকে এগোল, অন্ধকারে মিশে গেল। আর তখনই কিং ব্লেযার বেরিয়ে এল ঝোপঝাড় থেকে। চাপা স্বরের নির্দেশনা পেয়ে পাথুরে দেয়ালের সরু ফাটল ধরে এগোল ওরা, লুস জানে না আদৌ কে এমন ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে ওকে, কিন্তু অজ্ঞাত কোন বন্ধু বলে ধরে নিয়েছে। এখন গা বাঁচানোই আসল কাজ। বন্ধুর পরিচয় পরেও জানা যাবে।

মাথা নিচু করে সরু টানেল বরাবর হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হলো এবার। বাইরে, দেয়ালের কাছে খোলা জায়গায় হম্বিতম্বি করছে কিং ব্লেযার, তার চড়া কণ্ঠের নির্দেশ আর গালাগাল শোনা যাচ্ছে; হঠাৎ দুই বন্দির এভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার রহস্য ভেদ করতে পারছে না।

মিনিট কয়েক যাওয়ার পর মাথার উপর থেকে পাথুরে দেয়াল চলে গেল, প্রমাণ সাইজের এক গুহায় এসে উপস্থিত হয়েছে লুস আর এমিলি। আবছাভাবে সামনে উদ্ধারকারীর কাঠামো দেখতে পাচ্ছে। এতক্ষণে অবশ্য পরোপকারী বন্ধুটির পরিচয় অনুমান

করতে পেরেছে লুস। এক কোণে চলে গেল লোকটি, ধীর গতিতে হাঁটে সে, জড়তাপূর্ণ। চ্যাপ্টা এক পাথরের উপর বসানো লণ্ঠন ধরাল। ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়ল গুহায়।

এবার তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেল। উধাও হয়ে যাওয়া মাইনার ক্যালিফোর্নিয়া।

'ভূত দেখছ না, আমি মানুষই!' দু'জনের বিস্মিত মুখ দেখে শব্দ করে হাসল বুড়ো। 'একেবারে কঠিন সময়ে আমাকে নিশ্চয়ই আশা করোনি?'

'না, আশা করিনি,' স্মিত হেসে বলল লুস। 'জীবনে কাউকে দেখে বোধহয় এত খুশি আর হইনি! মোক্ষম সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছ, ক্যাল, আমাদের জীবন বাঁচিয়েছ। একটু দেরি হলে...'

'চিন্তা কোরো না, বয়,' বাধা দিল বুড়ো। 'আমাদের খুঁজে পাবে না কিং। তোমার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর থেকে এখানেই ঘাপটি মেরে আছি, একেবারে কিং-এর নাকের ডগায়! অথচ দেখো, কেউ টেরই পেল না! তোমার ভাইকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছি! কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, ভাই হয়ে কেন তোমার পিছু লেগেছে সে?'

বৃত্তান্ত খুলে বলল লুস। সব শুনে কুঁচকে গেল বুড়োর ভুরু, স্কুইরেলের মতো চোখের কোণে ভাঁজ পড়েছে। 'তুমি তা হলে ব্লেযার নও? যাক, শুনে ভাল লাগল। আর...অন্তত এবার যা হজম করতে পারবে তারচেয়ে বেশিই গিলে ফেলেছে কিং।'

তুমুল গোলাগুলির চাপা শব্দ পৌঁছাল ওদের কানে। সঙ্গে সঙ্গে সরু এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বুড়ো। দরজা না-বলে বলা উচিত পাথুরে ফাটল। মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই ফিরে এল সে। দুই কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে হাসি। উল্লসিত স্বরে বলল: 'তুমুল লড়াই চলছে নীচে! আমার অনুমান সি-পি যোগ দিয়েছে। তোমার কী ধারণা, সান?' আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে গেছে বুড়োর মুখ,

শীর্ণ কাঁধ ক্ষণে ক্ষণে কাঁপছে উল্লাসের আতিশয্যে।

সরু দরজার দিকে এগোল লুস। 'আমার তো মনে হয় জনকে চেপে ধরেছে ওরা,' ওর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। 'আমাদের নিরাপদে পার হতে দিয়ে নিজে বিপদে পড়েছে সে। নাহ্, এখানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। নীচে গেলে সাহায্য করতে পারব ওকে...'

শীর্ণ একটা আঙুল নেড়ে নিষেধ করল মাইনার। 'সে কি তোমাকে মেয়েটার সঙ্গে থাকতে বলেনি?'

থতমত খেয়ে গেছে লুস। 'হ্যাঁ, বলেছে, কিন্তু...'

'কিন্তু-টিন্তু নেই এর মধ্যে,' কড়া স্বরে বলল বুড়ো। 'বিনা তর্কে নির্দেশ পালন করা উচিত। ফালতু লোক নয় ক্যালকিন, যা বলেছে বুঝে-শুনে বলেছে। বাড়তি লোক হলে স্রেফ ঝামেলাই হবে...'

'ঠিকই বলেছ, সবকিছু তুমি জানোও না, ক্যাল। ওর কাছে এত ঋণী আমি! এখানে নিশ্চিন্তে বসে থাকব, অথচ প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া হয়ে লড়ে যাচ্ছে জন...' কথা শেষ করল না লুস, এগিয়ে গিয়ে এমিলির পাশে বসে পড়ল। স্প্রুসের একটা মোটাসোটা গুঁড়ির উপর কম্বল বিছিয়ে বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আসবাব বলতে একমাত্র এটাই আছে।

মুহূর্তখানেক পরই উঠে দাঁড়াল লুস, আলোর কাছে চলে গেল। মেঝে থেকে কুড়িয়ে পাওয়া এক খণ্ড পাথর রয়েছে হাতে। আলোর বিপরীতে ধরে তীক্ষ্ণ মনোযোগে দেখল পাথরখণ্ডটা।

'আরে! সোনা আছে এখানে, ক্যাল!' উত্তেজিত স্বরে ঘোষণা করল লুস। বুড়োর নিস্পৃহ মুখ দেখে বুঝে গেল ঠিকই অনুমান করেছে। 'তুমি তা হলে জানতে? সবাই মনে করেছিল তোমার আবিষ্কৃত খনি রয়েছে ওল্ড স্টর্মিতে, কিন্তু আসলে ঠিক এখানে?'

এবার আকর্ণ হাসল মাইনার। 'তোমাকেও তা হলে বোকা

বানাতে পেরেছি,' সন্তুষ্টির সঙ্গে বলল সে। 'তোমরা যেমন ভাবো আমাকে, বুড়ো ক্যালিফোর্নিয়া আদপে ততটা বোকা নয়, কী বলো? কেমন ঘোল খাইয়ে ছেড়েছি সবাইকে! একবার ভাবতে পারো কী হবে কিং-এর মনের অবস্থা, যখন জানতে পারবে যে সোনার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে সেই সোনা তার নাকের ডগায় রয়ে গেছে?'

'আমি অন্য কাউকে বলে দিতে পারি, এই ভয় পাচ্ছ না?' জানতে চাইল লুস।

মাথা নাড়ল বুড়ো মাইনার। 'উঁহুঁ, তোমাকে চেনা হয়ে গেছে আমার। মুখ খুলবে কেন, তাতে যদি নিজের ভাগ কমে যায়? কী জানো, ভাবছি তোমাকে পার্টনার বানাব। তুমি সেদিন আমাকে উদ্ধার না-করলে হয়তো এতদিনে শকুনের খানা হয়ে যেতাম!'

'কিন্তু, ক্যাল...'

'বলেছি না কোন কিন্তু-টিন্তু নেই?' কর্কশ স্বরে লুসকে থামিয়ে দিল ক্যালিফোর্নিয়া। 'যে-সোনার খোঁজে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছি, এখন তা খুঁজে পেলাম বটে, কিন্তু আনন্দ দূরে থাক, রীতিমতো অনুতাপই হচ্ছে আমার! জীবনের সবই তো শেষ হয়ে গেল, আর আছে কী বলো? কিচ্ছু নেই! কী নিয়ে বা কীসের আশায় বাঁচব?'

বিস্ময় মাখানো মুগ্ধতা নিয়ে এমিলির দিকে তাকিয়ে আছে লুস। কষ্টার্জিত অর্জনের পরও যে কারও তিক্ত অনুভূতি হতে পারে, তা তরুণ বয়সে বিশ্বাস বা উপলব্ধি করা কঠিন। এটাই তারুণ্যের ধর্ম। সবকিছু রঙিন চোখে দেখা যায়, বাস্তবতার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক যে সবসময় থাকবে তা নয়। 'তোমার কী মনে হয়, নতুন আরেকটা খনি খুঁজে বের করবার জন্যে হাতেরটা বিসর্জন দেবে ও?' কৌতুকের স্বরে জানতে চাইল লুস। 'আমাদের জন্যে বোধহয় এটা পরম পাওয়া।'

ভুরু কোঁচকাল এমিলি, মিটিমিটি হাসছে। 'কই, আমার কথা তো কিছু বলেনি! তবে তুমি যে ধনী হয়ে যাচ্ছ তাতেই খুশি আমি, লুস।'

'আগেও বলেছি, এমি,' আর্দ্র ও আবেগাক্রান্ত স্বরে বলল লুস। 'তুমি ছাড়া দুনিয়ার সবচেয়ে গরীব মানুষ আমি। নিঃস্ব ও হতদরিদ্র।'

লুসের হাতের মুঠো চেপে ধরল এমিলি, পদশব্দ পেয়ে ফিরে তাকাল। ফের গুহামুখে চলে গিয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়া, খবর নিয়ে ফিরে এসেছে। গুহার ভিতরে ঢুকবার সময় ইচ্ছাকৃত কাশল সে।

'একসময় তোমাদের মতোই তরুণ ছিলাম আমি,' রহস্যময় সুরে বলল বুড়ো মাইনার। 'তবে তোমাদের কাছে হয়তো বিশ্বাস হবে না। যাক্‌গে, পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই! বাইরে লড়াই সমান তালে চলছে। আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত কোন্ পক্ষ জেতে তা না-জেনে, অর্থাৎ লড়াই শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের বাইরে না-বেরোনোই ভাল।'

উইগুিগামী ট্রেইল ব্যবহার করলেও উইগুির ধারে-কাছেও গেল না মাইক পার্কারের দল, বরং অল্প সময়ের জন্যে ট্রেইল ছেড়ে শহর এড়িয়ে গেল, তারপর ফের সচরাচর ট্রেইল ধরে সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি পৌঁছাল। যথেষ্ট দূরে ঘোড়া রেখে পায়ে হেঁটে এগোল, জোড়ায় জোড়ায়। র‍্যাঞ্চ হাউসকে সামনে রেখে ঢাল ধরে এগোচ্ছে, যথাসম্ভব গাছপালার আড়াল ব্যবহার করছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার সাহায্য করছে ওদের।

র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে আনুমানিক একশো গজ দূরত্বে পৌঁছে ঝোপের আড়ালে অবস্থান নিল সবাই। এবার সঙ্কেতের অপেক্ষায় থাকল। সি-পি মালিক কড়া নির্দেশ দিয়েছে, ক্যালকিনের সঙ্কেত না-পাওয়া পর্যন্ত একটা গুলিও করা যাবে না। কোন অবস্থাতেই

নয়।

চাপ চাপ অন্ধকারে প্রকাণ্ড র‍্যাঞ্চ হাউসের কাঠামো গাঢ় এবং ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। পুরো বাড়িতে মাত্র এক কামরায় বাতি জ্বলছে; দেখে মনে হচ্ছে প্রকাণ্ড কালো কুচকুচে কোন জানোয়ারের জ্বলন্ত চোখ! বাঙ্কহাউস বা অন্য কোথাও বাতি নেই। অন্ধকারে ডুবে আছে সব।

অন্ধকার রাত্রির নিঃসঙ্গতার প্রতিবাদ জানাল একটা প্যাঁচা। মাঝে মধ্যে ঝোপঝাড়ে চাপা শব্দ আর হুড়োহুড়ি হচ্ছে। চতুষ্পদ প্রাণীরা শিকারের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অপেক্ষার সময়টা বড় দীর্ঘ মনে হচ্ছে মাইক পার্কারের কাছে, বড্ড ক্লান্তিকর! মনের গভীরে মেয়ের জন্যে কী যে উৎকণ্ঠা বোধ করছে, তা কাউকে বলে বোঝাতে পারবে না। সম্ভবত একই দশা কারও না-হলে বোঝা সম্ভবও নয়। অন্তস্তলে দৃঢ় সঙ্কল্প, জেদ ও প্রতিহিংসাও বোধ করছে সি-পি র‍্যাঞ্চ মালিক। কেনই বা করবে না? সার্কেল-বির সঙ্গে কয়েক যুগের শত্রুতায় সবই হারিয়েছে সে; শেষ সম্বলটিও এ মুহূর্তে কিং ব্লেযারের প্রকাণ্ড র‍্যাঞ্চ হাউসের চার দেয়ালের মাঝে বন্দি। আর কত ত্যাগ স্বীকার করতে হবে? রাজি নয় মাইক পার্কার। আজই শেষ। এসপার-ওসপার করে ফেলবে। হয় জড়সুদ্ধ ব্লেযারদের বিনাশ করবে, নয়তো নিজে শেষ হয়ে যাবে। প্রায় সারা জীবন ধরে অপমান, প্রবঞ্চনা, স্বজন হারানোর বেদনা, মানসিক উদ্বেগ আর দুর্দশা সয়েছে, আর নয়! বিশেষ করে যখন শেষ অবলম্বন এবং মান-মর্যাদাটুকু বিসর্জন দেওয়ার ক্ষণ সমাগত প্রায়!

মাইক পার্কার পণ করেছে, আজ এখানে যাই ঘটুক, এমিলি জীবিত বা সসম্মানে বেরোতে পারুক বা না-পারুক, সার্কেল-বির থাবা গুঁড়িয়ে দেবে। কোন বাধা বা অজুহাত আটকাতে পারবে না ওদের। সি-পি ক্রুরা বহুদিন ধরে মুখিয়ে ছিল এমন একটা সুযোগ

পেতে, সেটা পেয়ে উত্তেজিত ওরা। কড়ায়-গণ্ডায় পাওনা আদায় করে নিতে অধীর হয়ে পড়েছে।

একটু একটু করে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সঙ্কেত আসছে না। ক্রমে অস্থির বোধ করছে সি-পি মালিক। সঙ্কেত দূরে থাক, র‍্যাঞ্চ হাউসে কিছু যে ঘটছে এমন কোন আলামতও টের পাওয়া যাচ্ছে না। হলো কী? ক্যালকিন কি ব্যর্থ হয়েছে, র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছাকাছি পৌঁছানোর পথে ধরা পড়ে গেছে?

মনে হয় না। এমন চৌকস ও শক্তপাল্লা লোক হুট করে শত্রুর হাতে ধরা পড়বে না। হয়তো র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকবার পর চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের সময় ব্যর্থ হতে পারে এবং তেমন সম্ভাবনাই প্রবল, কিন্তু পথে নয়। ঠিকই ভিতরে ঢুকতে সক্ষম হবে সে।

'এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা কী যে কষ্টের!' বিড়বিড় করল র‍্যাঞ্চার। 'আশঙ্কা হচ্ছে র‍্যাঞ্চ হাউসের ভিতরের খবর ভাল নয়। প্রায় দুই ঘণ্টা হলো এখানে এসেছি। বেশ আগেই সঙ্কেত পাওয়া উচিত ছিল।'

'দিনের আলো ফুটতে দেরি আছে,' মনে করিয়ে দিল বেন ব্লকার। মালিকের উৎকণ্ঠা টের পাচ্ছে সে, কিছু অনিশ্চয়তা ওর মধ্যেও কাজ করছে: জন কি তা হলে ব্যর্থ হলো? বিকল্প চিন্তা করা উচিত সেক্ষেত্রে। 'ধরো, সঙ্কেত আদৌ এল না। তা হলে কী করব আমরা?' নিচু স্বরে জানতে চাইল সেগুণ্ডো।

'লড়াই ছাড়াই ফিরে যাব,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল সি-পি মালিক। 'কাল সকালে সি-পির দখল নিয়ে নেবে ব্লেযার।' বিষণ্ন ও ভারী শোনাল তার কণ্ঠ। 'জনই আমাদের শেষ ভরসা। জানি না কী পরিকল্পনা করেছে ও, কিন্তু ওর সঙ্কেত পাওয়ার পর যে মরণপণ লড়াই করব তা জানি...সর্বস্ব দিয়ে লড়ব! কাল সকালে হয় আমি নয়তো কিং ব্লেযার সূর্যোদয় দেখবে! কিন্তু একটা আঙুল তুলবার আগে যদি নিশ্চিত হতে পারি এমিলি নিরাপদে সার্কেল-

বি র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বেরিয়ে গেছে, মরতেও এতটুকু আপত্তি নেই আমার!'

'জন খুব চাপা স্বভাবের মানুষ,' বলল সেগুণ্ডো। 'পেটের কথা আমাকেও বলেনি। ও এমনই। সব খুলে বলে না। কিন্তু নিশ্চিত থাকো, বাঘের খাঁচা থেকে তোমার মেয়েকে ঠিকই বের করে আনবে জন এবং দেরিতে হলেও সঙ্কেত পাঠাবে।'

যেন দিব্যচোখে ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে, এমন আত্মবিশ্বাস বেনের কণ্ঠে। বিশ্বাস করতে কার না ভাল লাগবে, বিশেষ করে জনের উপর যখন এত নির্ভরশীলতা? কিন্তু তবুও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না মাইক পার্কার, মনে অনিশ্চয়তা ও সন্দেহের দোলচাল। অপেক্ষার সঙ্গে উৎকণ্ঠা ও নিষ্ক্রিয়তা হয়েছে যত যন্ত্রণার মূল! স্নায়ুর উপর চাপ বাড়ছে।

হয়তো কম, কিন্তু একই চাপ অন্যদের উপরও রয়েছে। এক ঝোপের আড়ালে অবস্থান নিয়েছে মানিকজোড়, অর্থাৎ মূডি ও ফ্ল্যাটি। সামান্য মাথা তুললে র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনের দিকটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। বাতাস ঠাণ্ডা। সিগারেটের নেশায় পেয়েছে, কিন্তু আঙুল চোষা ছাড়া উপায় নেই।

'ঠাণ্ডায় পায়ের আঙুলও জমে যাচ্ছে!' নিচু স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করল মূডি, কণ্ঠে অসন্তোষ। 'ব্যাটারা নাচের আসর শুরু করলে ভাল হতো না? আরে, সারা রাত মেহমানদের ঠাণ্ডার মধ্যে বসিয়ে রেখে ভোর নাগাদ নাচ শুরু করা কেমন অভদ্রতা? তাও খোলা জায়গায় বসিয়ে রেখেছে, যেখানে ক্যাম্প করবার জন্যে ন্যূনতম একটা ক্যাটক্লও নেই!'

মূডির তামাশায় হাসবে কি-না বুঝতে পারছে না ফ্ল্যাটি। হাসি খুব সংক্রামক। শেষে যদি জোরেসোরে হাসতে শুরু করে? নাহ্, তারচেয়ে গম্ভীর থাকাই শ্রেয়। 'ক্যাটক্ল? আছে তো! একটু পিছনে দেখে এলাম। যাও না, বিছানা করে শুয়ে পড়ো। সময় মতো

জাগিয়ে দেব তোমাকে। নাকি লিলি ফুলের মতো তোমার নরম ও সতেজ চামড়া কেটে যাওয়ার ভয় পাচ্ছ?'

আলতোভাবে উরুতে চাপড় মারল মূডি। 'মাকড়সা পেয়েছ নাকি দু'একটা?' নিরীহ সুরে জানতে চাইল সে।

'আরে নাহ্। ওটা কি...'

'হ্যাঁ, ট্যারাণ্টুলা। তবে বেশ ছোট,' নির্বিকার স্বরে মিথ্যা বলল মূডি, টের পেল ওর পেয়ারের দোস্ত দুই বুট দাবড়ানি শুরু করে দিয়েছে। মনে মনে এক চোট হেসে নিল সে, জানে বিষাক্ত ওই পোকার ব্যাপারে অসম্ভব ভীতি রয়েছে ফ্ল্যাটির। 'যদি ঠুস করে কামড়ে দেয়, আমাকে কিন্তু বোলো। মালিশ করে দেব।'

'না, এরচেয়ে বরং পিঁপড়ার কামড় খাওয়া ভাল,' শঙ্কিত স্বরে বলল ফ্ল্যাটি স্যাম ক্লাফলিন, বন্ধুর সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে খুব আগ্রহী মনে হলো না। 'আচ্ছা, হতচ্ছাড়া রাতটা কি শেষ হবে না কখনও?'

'নিশ্চয়ই হবে! আর সূর্যালোকিত একটা দিনই আসবে।'

ব্যাটল বাটের পিছনের আকাশ ধূসর হতে শুরু করেছে, ঘিরে থাকা পর্বতশৃঙ্গগুলোকে রূপালি আদল দিয়েছে, কিন্তু নীচের উপত্যকা এখনও কালির সাগর। দু'একটা পাখির কিচিরমিচিরে ভোরের বার্তা।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরের প্রলম্বিত একটা চিৎকার শোনা গেল, নিস্তব্ধ উপত্যকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। বাঙ্কহাউসে প্রাণের সঞ্চার হলো। আলো জ্বলে উঠল, একটা দরজা খুলে গেল, গাঢ় কয়েকটা অবয়ব ছুটে গেল র‍্যাঞ্চ হাউসের ওপাশের উঁচু ঢালের দিকে। চিৎকারটা ওখান থেকে ভেসে এসেছিল। সি-পি ক্রুরাও শুনতে পেয়েছে এবং এর মানেও ধরতে পেরেছে: চেঁচিয়ে ক্রুদের সাহায্য চেয়েছে কিং ব্লেযার।

ঠায় বসে পরিস্থিতি দেখছে সি-পি ক্রুরা। সঙ্কেত পাওয়া

পর্যন্ত অপেক্ষা করবার কঠিন নির্দেশ আছে ওদের উপর। নিচু স্বরে খিস্তি করল মাইক পার্কার, বুঝতে পারছে না কী করবে।

'আমার মনে হয় জন ধরা পড়ে গেছে,' শঙ্কিত স্বরে বলল সি-পি মালিক। 'আমরা এখন কী করব, বেন? আদৌ কোন সঙ্কেত পাব কি-না, তাই বুঝতে পারছি না!'

'সবুর করো,' বলল ছোটখাট মানুষটি, যদিও সিদ্ধান্তটা তার নিজেরও পছন্দ হচ্ছে না। 'জনের যদি আমাদেরকে দরকার হয়, সময়মতো সঙ্কেত জানাবে।'

'কিন্তু পরিস্থিতি দেখে যা মনে হচ্ছে, ও নিজেই বোধহয় মহা বিপদে পড়ে গেছে! বুঝতে পারছ না সার্কেল-বির সব লোক বের হয়ে গেছে? একা কী করবে সে ওদের বিরুদ্ধে? আমরা যদি যোগ দিই, হয়তো কিছুটা হলেও সমান-সমান হবে লড়াইটা।'

ঢালের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় কী হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না এত দূর থেকে, কিন্তু ওটাই যেন সব ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেছে এখন—যেন মৌচাক, কারণ মৌমাছির মতো সব সার্কেল-বি ক্রু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাচ্ছে সেদিকে; পরনের কাপড়ের দিকে খেয়াল নেই কারও, কিন্তু সঙ্গে অস্ত্র নিতে কেউ ভুল করেনি।

শোরগোল তুলেছে সার্কেল-বি ক্রুরা। চেঁচামেচি, ডাকাডাকি, চিৎকার আর কিং ব্লেযারের তর্জন-গর্জনে আসলে যে পরিস্থিতি কী বোঝা মুশকিল হয়ে পড়েছে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষমাণ সি-পি ক্রুদের জন্যে। তারপর হঠাৎ সেই বহুল প্রতীক্ষিত ডাকটা শোনা গেল। প্রথমে একবার...তারপর আবার। অ্যাপাচিদের রণ হুঙ্কার।

'এবার পাওনা মিটিয়ে দেব ওদের!' চাপা স্বরে ঘোষণা করল মাইক পার্কার। বিস্ময়ের ব্যাপার, নির্দেশ দেওয়ার সময় একটুও কাঁপল না কণ্ঠ, একেবারে নিরাবেগ ও নিরুদ্বিগ্ন স্বরে; যেন যুদ্ধের ময়দানে কমাণ্ড দিয়েছে সেনাবাহিনীর কোন অফিসার। আসলে সে একজন লড়াকু মানুষ। জীবনে বহু লড়াই করেছে। একটু

আগে পর্যন্ত যত অনিশ্চয়তাই থাকুক, তা কেটে গেছে ওই সঙ্কেত পেয়ে; এখন সে মুন্সিয়ানার সঙ্গে, সারা জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লড়বে। সম্মুখ সমরে শত্রুর চরম প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চিত করবে।

প্রায় একইসঙ্গে গুলি চালাল সি-পি ক্রুরা। ঢালের উপর থাকা সার্কেল-বি ক্রুদের তেমন ক্ষতি হলো না; মাধ্যাকর্ষণের জন্যে বুলেটের গতি ও দিক বদলে গেছে, যার নিখুঁত হিসাব করতে পারেনি বেশিরভাগ সি-পি ক্রু। তবে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে তাও বলা যাবে না। দু'একজনের শরীরে বিঁধেছে বুলেট। আর যা হয়েছে: কয়েক মুহূর্ত পর দেখা গেল খোলা জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেছে, উধাও হয়ে গেছে সব সার্কেল-বি রাইডার। কেউ কেউ গা ঢাকা দিয়েছে আশপাশে, তবে বেশিরভাগ র‍্যাঞ্চ হাউসে গিয়ে ঢুকেছে।

শুধু একজনকে দেখা গেল র‍্যাঞ্চ হাউসের উল্টোদিকে দৌড় দিয়েছে। আচমকা থমকে দাঁড়াল সে, যেন পিছন থেকে টেনে ধরেছে কেউ, তারপর কাটা কলা গাছের মতো ধপাস করে পড়ে গেল। নিথর পড়ে থাকল।

'একজন খতম,' উৎফুল্ল স্বরে বলল মূডি। 'দেখলে তো, ফ্ল্যাটি? ব্যাটাকে আমিই সাবাড় করেছি এবং তাও ছুটন্ত অবস্থায়!'

'আমি যা বলেছি তাই তো, নতুন কিছু বলোনি,' উষ্মার স্বরে বলল স্যাম ক্লাফলিন। 'ও যদি দাঁড়িয়ে থাকত তা হলে...'

'আচ্ছা! একটা কথা ভুলে যেয়ো না, ক্যাটক্লগুলো মোটেই বুলেটপ্রুফ নয়, কিংবা তুমিও নও,' সতর্ক করল মূডি, গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল। আশায় আছে দ্বিতীয়বার গুলি করবার সুযোগ পাবে।

কিন্তু ততক্ষণে আড়াল নিয়েছে সার্কেল-বি ক্রুরা। কাছাকাছিই আছে। লড়াইয়ের প্রথম ধাক্কায় বুঝে গেছে আসলে কোথায় দিতে হবে মনোযোগ, তাই বেশিরভাগ এখন সি-পি ক্রুদের টার্গেট

হিসাবে পেতে উদগ্রীব হয়ে পড়েছে। শত্রুকে দেখতে না-পেলেও রাইফেলের মাযল-ফ্ল্যাশ দেখে গুলি শুরু করল তারা এবং অস্ত্রে নিজেদের অনায়াস দক্ষতা প্রমাণ করল।

দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। নিজেদের দুর্বল অবস্থান উপলব্ধি করতে পারছে মাইক পার্কার। পাতলা ঝোপ গুলি ঠেকাতে পারছে না, উপরন্তু ক্রমে দিনের আলোয় ওদের পরিষ্কার দেখতে পাবে সার্কেল-বি ক্রুরা। ঢালের উপরে রয়েছে বলে স্পষ্টই দেখতে পাবে।

নাজুক অবস্থায় পড়ে যাবে ওরা, বিলক্ষণ টের পাচ্ছে মাইক পার্কার। খোলা জায়গা পেরিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসে হামলা করা বা ঢুকে পড়া স্রেফ আত্মহত্যার শামিল হবে। তবে একটা ব্যাপারে স্বস্তিতে রয়েছে সি-পি মালিক, এমিলি নেই ভিতরে। সেক্ষেত্রে, যেভাবেই হোক, সার্কেল-বিকে মনে রাখবার মতো একটা শিক্ষা না-দিয়ে এখান থেকে যাবে না!

এখন আর অন্ধের মতো গুলি করছে না কেউ, বরং নিখুঁত লক্ষ্যভেদের সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, কারণ হুট করে হয়তো প্রতিপক্ষের একটা অস্ত্র গর্জে উঠেছে, কিংবা কোন ঝোপ বা ছায়ার নড়াচড়া–যা লুকিয়ে থাকা মানুষের উপস্থিতি নির্দেশ করে–স্বল্প সময়ের মধ্যে অনুমানের উপর বা মাযল-ফ্ল্যাশ দেখে ওই অবস্থানে গুলি করা লাগছে। এক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্যে ভাগ্যের চেয়ে বরং অস্ত্রের দক্ষতা বেশি ভূমিকা রাখছে।

একই অবস্থানে পড়ে থাকতে থাকতে পায়ের পেশিতে ঝিঁঝি ধরে গিয়েছিল মূডির, অবস্থান পরিবর্তন করতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেল কাদের পাল্লায় পড়েছে। মুহূর্তে ছুটে এল একটা গুলি। গুঙিয়ে উঠল ও।

'কী হলো?' ঝোপের অন্য পাশ থেকে উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে

চাইল ফ্ল্যাটি। 'গুলি লেগেছে নাকি?' উত্তর না-পেয়ে ভড়কে গেল ও। 'মরে গেলে? কথা বলছ না যে?'

কথা বলল মূড়ি, অনর্গল–গালাগালের তুবড়ি ছুটিয়েছে। ক্যাটক্লু ঝোপ, সার্কেল-বি রাইডার আর আবহাওয়ার শাপশাপান্ত করছে। কথা থেকে ফ্ল্যাটি আসল ঘটনা জানতে পারল–ক্যাটক্লু ঝোপে লেগে কাঁটার তুবড়ি ছুটিয়েছে গুলিটা আর কয়েকটা কাঁটা এসে পড়েছে মূড়ির গালে।

টানা শুনে গেল স্যাম ক্লাফলিন, উত্তরে কিছু বলল না। শেষে মূড়ি থামবার পর বলল, 'বুঝেছি, কাঁটার ঘা খেয়েছ! কিন্তু জানটা তো আস্ত আছে এখনও!'

সঙ্গে সঙ্গে গালাগাল শুরু হলো আবার।

'প্রথমবারই তো বুঝেছি, অতবার বলতে হবে না!' আপসের সুরে বলল ফ্ল্যাটি। 'বলো তো, গুলিটা কোত্থেকে এসেছে? এবার ওই ব্যাটার সঙ্গে তর্ক করা যাক!'

'বামের শেষ জানালা থেকে,' গজগজ করল মূড়ি।

দু'জনে মিলে টার্গেটে অসংখ্য বুলেট পাঠিয়ে দিল। জানালার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা সার্কেল-বি ক্রুর হ্যাট মাথা থেকে উড়ে গেল এক বুলেটে, অন্য একটা বুলেট তার কাঁধ ফুটো করে চলে গেল। ক্রুদ্ধ আক্রোশে জানালার গরাদ দিয়ে রাইফেল বের করল সে, পাল্টা গুলি করবে, কিন্তু আরেকটা বুলেট এসে ঠোকর খেল রাইফেলের বাঁটে। খিস্তি করে হাত থেকে রাইফেল ছেড়ে দিল সে, পিছিয়ে গেল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অবস্থানে। ব্যাণ্ডেজও বাঁধতে হবে।

'প্রাণে বাঁচলেও নির্ঘাত ব্যাটার মনে যমের ভয় ধরিয়ে দিতে পেরেছি!' নিঃশব্দে হাসল ফ্ল্যাটি।

জবাব দিল না মূড়ি। নিবিষ্ট মনে গালের চামড়া থেকে কাঁটা খসাচ্ছে। কাজটা করতে গিয়ে ব্যথা পাচ্ছে বলে ফের গজগজ

করতে শুরু করেছে। মনোযোগ দিয়ে শুনল ফ্ল্যাটি, বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করল মূডির গালাগালের স্টক যথেষ্ট সমৃদ্ধ; এ ব্যাপারে তাকে বিশেষ বাহ্বা দিতেই হবে।

চব্বিশ

ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাকর একটা অনুভূতি নিয়ে চেতনা ফিরে পেল জন ক্যালকিন–কেউ একজন ওর মাথাটা ধরে মেঝে বা মাটির সঙ্গে ঠুকছে এবং এর ফলে প্রতিবার তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছে মগজে, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফোরণ হচ্ছে।

মিনিট কয়েক পেরিয়ে যেতে স্থান-কাল সম্পর্কে ধারণা পেল ও, মস্তিষ্ক মানিয়ে নিয়েছে। মাথায় যন্ত্রণা হলেও আদপে কেউ ওর মাথা ঠুকছে না, বরং শব্দটা হচ্ছে অন্য কোথাও–বাইরে; সি-পির সঙ্গে সার্কেল-বির লড়াই চলছে পুরোদমে। থেকে থেকে গুলির শব্দ ভেসে আসছে।

সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চ হাউসের এ কামরায় একাই আছে ও। উঠে বসতে গিয়ে টের পেল বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে। হাত-পা দুই-ই বাঁধা। এমিলি পার্কারকে যে-কামরায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল সেখানেই আছে।

এমিলি আর লুস কি পালাতে পেরেছে?

সম্ভবত নিরাপদে সরে যেতে পেরেছে ওরা, ভাবছে জন, নইলে লড়াই করত না পার্কার, বরং মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে আপস করত। কিন্তু কথা হচ্ছে, ধরবার সঙ্গে সঙ্গে ওকে মেরে

ফেলল না কেন ব্লেযার? কী চিন্তা করে বাঁচিয়ে রেখেছে? সে নিশ্চয়ই জানে জন খুবই বিপজ্জনক মানুষ, ওকে আটকে রাখা কঠিন হবে। সম্ভবত পরিস্থিতি প্রতিকূলে চলে গেলে ওকে দিয়ে রফা করবার ধান্ধায় আছে…কিংবা অমন কিছু।

একটু পর পর রাইফেলের গর্জন শুনতে পাচ্ছে। ঠায় পড়ে থাকল জন। কতক্ষণ পেরিয়ে গেছে জানে না। তবে জানালা দিয়ে আসা আলো দেখে অনুমান করল পুরোপুরি সকাল হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে, অনেকক্ষণ ধরে লড়াই চলছে দুই পক্ষে। কে জানে, কার কতটা ক্ষতি হলো!

হঠাৎ দরজার বাইরে হালকা পদশব্দ শুনতে পেল জন, কেউ বোধহয় চুপি চুপি চলে এসেছে। ওকে খুন করতে এসেছে?

'মাসাহ্ লুস, তুমি আছ এখানে?' নিচু, শঙ্কিত স্বরে জানতে চাইল কেউ।

মহিলা। তারমানে সিণ্ডি হবে, নিগ্রো কুক। লুসের কাছ থেকে এ মহিলার কথা শুনেছে জন। ঝড়ের বেগে ভাবনা চলছে মাথায়। অচেনা কণ্ঠ শুনতে পেলে নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে চলে যাবে মহিলা, তাই গোঙানির মতো শব্দ করল।

অনুমানটা সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। দরজার তালায় চাবি ঘুরানোর শব্দ হলো, পরক্ষণে কবাট ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল মহিলা। মাংস কাটবার একটা ছুরি সিণ্ডির হাতে। বিছানার উপর দৃষ্টি পড়তে থমকে গেল সে, বিভ্রান্ত চাহনি ফুটে উঠল ক্ষণিকের জন্যে, তারপর পিছিয়ে যেতে উদ্যত হলো।

'তুমি তো মাসাহ্ লুস নও!' অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল মহিলা।

'কিন্তু আমি ওর বন্ধু। এসেছিলাম ওকে সাহায্য করতে, কিন্তু নিজেই ধরা পড়ে গেছি।' ব্যাখ্যা করল জন। 'তুমি নিশ্চয়ই সিণ্ডি। লুস তোমার কথা বলেছে আমাকে। আমার বাঁধনগুলো কেটে

দাও! তুমি আমাকে মুক্ত করেছ, জানতে পারলে খুবই খুশি হবে লুস।'

আবারও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে মহিলা, বুঝতে পারছে না কী করবে। ভয় ও শঙ্কা ফুটল মুখে, বিড়বিড় করে বলল কী যেন। শেষে এগিয়ে এসে জনের বাঁধন কাটতে শুরু করল। হাত কাঁপছে সিণ্ডির।

পায়ের বাঁধন কাটা হতে দ্রুত উঠে বসল জন, দু'হাত এগিয়ে দিল মহিলার দিকে।

মুক্ত হওয়ার পর খুলি হাতড়াল। প্রমাণ সাইজের একটা আলু তৈরি হয়েছে চাঁদিতে। ওটাই লাগাতার ব্যথা করছে।

'একটু পর নরক ভেঙে পড়বে এখানে,' তাগাদার সুরে বলল জন। 'তার আগেই এখান থেকে কেটে পড়তে হবে।'

'যা করেছি, এ জন্যে আমাকে নির্ঘাত খুন করবে কিং!' নিখাদ আতঙ্ক মহিলার চোখে, ঢোক গিলছে ঘন ঘন।

'তোমার ব্যাপারে চিন্তা করবার সময় আপাতত নেই ওর,' সিণ্ডিকে আশ্বস্ত করবার প্রয়াস পেল জন। 'এ মুহূর্তে বাইরে মহা ব্যস্ত সে। চলো, দেরি করা যাবে না।'

নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল ওরা। রাইফেলের গর্জন আর বাড়ির দেয়ালে বুলেট বিদ্ধ হওয়ার ভোঁতা শব্দে বোঝা যাচ্ছে লড়াই চলছে সমানে। সি-পির উপর চড়াও হতে পারেনি সার্কেল-বি। লিভিংরুম পেরিয়ে যাওয়ার সময় এক ক্রুর গোঙানি আর তীব্র খিস্তি জানিয়ে দিল মাত্রই ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে একটা বুলেট।

'হয়েছে কী?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল একজন।

'জনির দেনা-পাওনা শেষ, কিং-এর কাছ থেকে বোনাস নিতে হবে না আর,' উত্তেজিত স্বরে বলল কেউ। 'গলা ফুটো করে চলে গেছে বুলেট। একটু আগেও বলেছি অত ঝুঁকি নিয়ো না, হুটহাট মাথা তুলবার দরকার কী? কিন্তু আমার কথা শুনল না। বাইরের

ওই লোকগুলো তো তামাশা করতে আসেনি এখানে, আর গুলিও ছুঁড়তে জানে!'

পিছনের দরজা খোলাই পেল ওরা। পাহারায় নেই কেউ। একটু দূরে, এক চিলতে খোলা জায়গা পেরিয়ে ব্যাটল বাটের ঢাল শুরু হয়েছে, বেশ খাড়া, তাই কিং ব্লেযার নিশ্চিন্তে ছিল যে ওদিক থেকে আক্রান্ত হবে না। হবে কী করে, কেউ অত উঁচু ঢালে উঠতে পারলে তো!

চারপাশে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল জন, দৃষ্টিসীমায় কাউকে দেখতে পেল না। বাড়ির সামনে অবস্থান নিয়েছে প্রতিপক্ষ, তাই সেদিকে সমস্ত মনোযোগ দিয়েছে সার্কেল-বি ক্রুরা। পিছন থেকে আক্রান্ত হওয়ার ভয় করছে না।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল জন। ঝোপঝাড়ের আড়াল ব্যবহার করে এক ছুটে চলে এল ঝোপের পিছনে। স্বস্তির হাঁপ ছাড়ল। হাতে পিস্তল নিয়ে ইশারা করল সিণ্ডিকে। কাভার দেবে নিগ্রো মহিলাকে।

বিপদ ঘটল না এবারও। নিরাপদে ওর পাশে পৌঁছাল সিণ্ডি।

'এবার নিরাপদ তুমি, সিণ্ডি,' তাকে বলল জন। 'গোলাগুলি থামা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা কোরো। নিজেকে নিয়ে ভেবো না। এরচেয়ে ঢের সুস্থ পরিবেশে চাকুরি করবে তুমি।'

'চিন্তা কোরো না, মাসাহ্, তোমার কথা মতো কাজ করব,' চুপসে গেছে মুখ, মনের ভয় এখনও কাটেনি। ঝোপের আরও ভিতরে ঢুকে গেল মহিলা। একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছে, ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়েছে নিজেকে।

ঝোপঝাড়ের আড়ালে বাড়ির সামনের দিকে এগিয়ে চলল জন। সরাসরি যেহেতু যাওয়ার উপায় নেই, অর্ধ-বৃত্তাকার পথে, র‍্যাঞ্চ হাউসকে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। আশপাশে কিচির-মিচির করছে পাখিরা, গাছপালার ফাঁকফোকর গলে মাটিতে নেমে

এসেছে সূর্যের তেরছা আলো, ঝিরঝিরে বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে বলে সূর্যের আলোও নড়ছে, যেন লুকোচুরি খেলছে মাটির সঙ্গে। ঝর্না থেকে নেমে আসা শীর্ণ ক্রীক পেরোনোর সময় দেখল সেখানে পানির বুদ্বুদ উঠছে। তিক্ত হাসি ফুটল জনের মুখে, মাত্র একশো গজ দূরে কিছু মানুষ একে অন্যকে খুন করতে মরিয়া হয়ে পড়েছে, অথচ প্রকৃতি এখানে কত স্বাভাবিক ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা! আকাশে বড়সড় চক্কর কাটছে একটা প্রকাণ্ড শকুন।

আরেক খুনি, আনমনে ভাবল জন, তবে শেষপর্যন্ত ওটা বেঁচে থাকবে। ওরাও বাঁচবে, যদি কিং ব্লেযারকে উচিত শিক্ষা দিতে পারে···

ঢালু পথ ধরে সেয ঝোপসারির পিছনে চলে এল জন। এখান থেকে র‍্যাঞ্চ হাউসের বারান্দা স্পষ্ট চোখে পড়ে। সামনের খোলা জায়গা ফাঁকা, একশো গজ দূরের ঝোপঝাড়ের আড়ালে অবস্থান নিয়েছে সি-পি ক্রুরা।

এক জানালায় নড়াচড়া চোখে পড়ল জনের। ভিতর থেকে কেউ একটা লাঠি ঠেলে দিয়েছে বাইরে। লাঠির এ-প্রান্তে পুরানো ও মলিন সাদা কাপড় বাঁধা, সম্ভবত চাদর বা অমন কিছু। সন্ধির প্রস্তাব!

চড়া একটা কণ্ঠ শোনা গেল। 'এই, পার্কার,' হাঁক ছাড়ল কেউ। 'কথা আছে তোমার সঙ্গে। শুনতে রাজি আছ?'

'বলে ফেলো,' এদিক থেকে সাড়া দিল র‍্যাঞ্চার।

পোর্চে বেরিয়ে এল শেন ব্লেযার। নিরস্ত্র সে, কিন্তু বড় ভাই কিং-এর মতোই ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাচ্ছে চলাফেরায়। বারান্দার রেইলে দু'হাত রেখে ঝুঁকে এল সে, না-দেখা শত্রুদের মুখোমুখি হলো। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে এতটুকু ভীত নয়। তাচ্ছিল্যপূর্ণ হাসিতে ভরা মুখ, তবে তাতে যেন কলঙ্ক মেখে দিয়েছে রক্তের দাগ। কণ্ঠ কর্কশ ও দম্ভে ভরা—ব্লেযার মাত্রই যেমন হয়।

'তোমার ফোরম্যান এখন আমাদের কব্জায়, পার্কার,' বলল শেন। 'হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে দোতলায়। 'ওর চাঁদমুখ যদি এ জীবনে দেখতে চাও, জীবিত অবস্থায়, তা হলে এখনই লড়াই বাদ দিয়ে ভেগে পড়ো। দ্বিতীয়বার কিন্তু এ কথা বলব না। যা বলেছি...'

র‍্যাঞ্চ হাউসের ডান পাশে গুল্ম জাতীয় গাছের ঝোপ, ওখান থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। ঝাঁকি খেল শেন ব্লেয়ারের দেহ। পড়ে যাচ্ছে, বাতাস খামচে ধরে ভারসাম্য রাখতে চাইল সে, কিন্তু টলমল পায়েও সামলে নিতে পারল না। প্রথমে রেইলের উপর পড়ল দেহটা, তারপর এপাশে মাটির উপর। পড়ে আর নড়ল না।

ক্রুদ্ধ শোরগোল উঠল র‍্যাঞ্চ হাউসে। হৈচৈ শুরু করেছে ক্রুরা, বাপ-মা তুলে গালাগাল করছে প্রতিপক্ষকে।

মাইক পার্কারের কণ্ঠ সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেল: 'গুলিটা করল কে?' প্রচণ্ড খেপে গেছে র‍্যাঞ্চার। 'খোদার কসম, যে এই কাজটা করেছে আমি নিজ হাতে তাকে ফাঁসিতে চড়াব!'

চিতার ক্ষিপ্রতায় এক জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল কিং ব্লেয়ার, দৌড়ে চলে এল পোর্চ ছাড়িয়ে, তারপর ভাইয়ের লাশ তুলে নিল। সমানে গালাগাল করছে পার্কারকে।

'ক্যালকিনের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করলে, পার্কার,' কর্কশ স্বরে ঘোষণা করল সার্কেল-বি বস্। 'এই মাত্র যা করলে, তা তোমার মতো কাপুরুষ ও নিকৃষ্ট লোককেই মানায়! তোমার স লড়াই করবার রুচিও আর নেই আমার!'

লাশটা কাঁধে তুলে নিয়ে ধীর পায়ে ভিতরে চলে গেল সে একটু পর জানালা দিয়ে বের করে দেওয়া লাঠিটা ফেরৎ নিল।

বিস্ময়ে হতবাক ও বিমূঢ় হয়ে গেছে সার্কেল-বি ক্রুরা। হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে পারলেও আদৌ কে এর

হোতা বুঝতে পারছে না। পাশাপাশি অবস্থান নেওয়া ক্রুরা একে অন্যের দিকে চাইছে।

'এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার, কিং,' চড়া স্বরে ঘোষণা করল মাইক পার্কার। 'ওই জঘন্য কাজ যেই করে থাকুক, সমুচিত শাস্তি পাওনা হয়েছে সে! এবং পাবেও! আমি নিজ হাতে এর বিচার করব!'

উত্তরে বিকারগ্রস্ত মানুষের একটা হাসি শোনা গেল।

সেগুণ্ডোর দিকে ফিরল মাইক পার্কার, অসহায় দেখাচ্ছে মুখ। 'এখন কী করব, বলো তো? বুঝতে পারছি না কোন্ হারামী এ জঘন্য কাজটা করেছে! ক্রুদের সম্পর্কে যতটা জানি কারও এমন করবার কথা নয়।'

হৃদয়বিদারক ঘটনাটা শুধু দু'জন মানুষকে বিমূঢ় করেনি। এদের একজন আসল খুনি, আর দ্বিতীয়জন জন ক্যালকিন। ভাগ্য নেহাত সুপ্রসন্ন যে জঘন্য হন্তারকের সঙ্গে ওর দূরত্ব মাত্র কয়েক গজ। হঠাৎ রাইফেলের ব্যারেলে সূর্যের আলোর প্রতিফলন দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল ওর, সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে মনোযোগ দিয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারেনি এর পরিণতিতে কী ঘটতে চলেছে। জন ভেবেছিল সি-পির কোন ক্রু হবে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলের দিকে পা বাড়াল ও। সামনে প্রিকলি পিয়ারের বাধা, বড় বড় কাঁটা এড়িয়ে উদ্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাতে সামান্য দেরি হয়ে গেল। তবে খুব বেশিও দেরি হয়নি। দেখল খুনির রাইফেলের মাযল থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে, দ্রুত পায়ে পিছনের ঝোপের আড়ালে হারিয়ে গেল সে। কাজ খতম, আর থাকবার কী দরকার?

স্থিরদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকল জন। শেন ব্লেযারের খুন দেখে যতটা না বিস্মিত হয়েছে, তারচেয়েও বেশি চমকে গেছে খুনিকে দেখে। 'মার্শাল...' বিড়বিড় করল ও। 'ব্যাটার মতলবটা কী?'

সিস্টোকে অনুসরণ করবার তাগিদ বোধ করল না জন, বরং মাইক পার্কারকে নিজের মুক্ত হওয়ার খবর জানানো বেশি জরুরি মনে করেছে। ঢাল ধরে দ্রুত পা চালাল ও, তবে সতর্ক যাতে দূরে র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে কারও দৃষ্টি আকৃষ্ট না-হয়, যদিও দূরত্বের কারণে কেউ ওকে দেখতে পাবে না, কিংবা লক্ষ্যভেদও করতে পারবে না। তবুও, সাবধানের মার নেই।

দলের কাছে পৌঁছাল জন। দেখল ক্রুদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে র‍্যাঞ্চার, জানতে চাইছে শেন ব্লেযারকে কে গুলি করেছে।

'আন্দাজের উপর ভাঁওতা মারছে ব্লেযার,' র‍্যাঞ্চারকে বলল জন। 'সে এখনও জানে না আমি বেরিয়ে এসেছি। উপরতলায় বন্দি আছে মনে করে ধাপ্পা মারছে। তুমি ওকে সত্যটা জানিয়ে দিতে পারো।'

এগিয়ে এসে জনের পিঠ চাপড়ে দিল বেন ব্লকার, চোখে স্বস্তি আর আনন্দ। শুধু সেই নয়, সব ক্রুদের চোখে-মুখে উল্লাস। মনে মনে তারা গর্বিত।

মালিকের দিকে ফিরল সেগুণ্ডো। 'বলেছি না ও ঠিকই ফিরে আসবে? ওর জান হচ্ছে বেড়ালের মতো, যার অসংখ্য প্রাণ! একটা গেলে অন্যটা ভর করে শরীরে।'

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল, হাতের চেটো দিয়ে মুছল মাইক পার্কার। এগিয়ে এসে জনকে আলিঙ্গন করল। 'ওহ্, কী যে স্বস্তি পেলাম তোমাকে দেখে!' জনের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল সে। 'এমিলির কী খবর?'

'লুসের সঙ্গে নিরাপদে আছে ও।'

মুহূর্তের জন্যে আঁধার ঘনাল পার্কারের মুখে, তারপর বোধহয় জনের কথার তাৎপর্য বুঝতে পারল। মাথা ঝাঁকাল সে। 'তা হলে এবার কাজটা শেষ করা যাক। বয়েজ, এখন আর কোন পিছুটান নেই। ব্লেযারের হাতেও বাড়তি তাস নেই। সমান সমান হয়ে

গেছে। এবার আমাদের কেরামতি দেখানোর পালা! সার্কেল-বির সমস্ত অন্যায়-অবিচার আর শোষণের পাওনা মিটিয়ে দেব আজ–সুদাসলে! নরক নামিয়ে আনব এখানে। সবক'টাকে শেষ করবার পর আগুন লাগিয়ে দেব র‍্যাঞ্চ হাউসে, যাতে জঘন্য ওই মানুষগুলোর কোন চিহ্নও না-থাকে!'

'তুমি তা হলে মার্শালকে নিয়ে এসেছ সঙ্গে?' অসন্তুষ্ট স্বরে জানতে চাইল জন।

'মাথা খারাপ! তুমি যেমন বলেছ, ওকে তো কিছু জানাইনি, বরং প্রত্যেককে বলে দিয়েছি যাতে মার্শাল কোন খবর না-পায়!'

'সেক্ষেত্রে বলতেই হবে কারও মুখ খুব আলগা। জেরেমি সিস্টোর হাতেই তো খুন হয়ে গেল শেন ব্লেযার।'

'সিস্টো?' বিস্ফোরিত হলো র‍্যাঞ্চার। 'কিন্তু ও তো ব্লেযারের চামচা! শেনকে খুন করে মার্শালের কী লাভ, আমি তো বুঝতে পারছি না...'

'ওই লোকের ভিতরটা এখনও বুঝতে পারোনি তুমি, পার্কার,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'উপরে উপরে ভাব দেখায় বোকা কিসিমের, কিন্তু আসলে গভীর জলের মাছ। যাক্‌গে, এখানকার পালা চুকিয়ে উইগুিতে গিয়ে আরও একটা শুদ্ধি অভিযান চালানো লাগবে।'

অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে র‍্যাঞ্চারকে, এখনও কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। 'আমি সত্যি বুঝতে পারছি না কেন শেনকে খুন করবে মার্শাল?' সন্দিগ্ধ স্বরে জানতে চাইল সি-পি মালিক।

'সে চেয়েছে লড়াই চলতে থাকুক, তা হলে শেন ব্লেযারের পর আমিও খুন হয়ে যাব,' ব্যাখ্যা করল জন। 'আমি এখনও সার্কেল-বিতে আটকা পড়ে থাকলে ঠিক তাই ঘটত। দুই স্প্রেডের লড়াইয়ে যদি মালিকদের দু'একজন মারা পড়ে, তা হলে রীতিমতো সোনায় সোহাগা হয়।'

'ব্যাটা কাপুরুষ! কয়োট!' ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জে উঠল পার্কার।

'ব্যাজের পরোয়া করি না, হারামজাদাকে ঠিক ফাঁসিতে চড়িয়ে দেব!'

এদিকে, সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চ হাউসে কিং ব্লেযারও একটা বিস্ময়ের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। নীচতলার লিভিংরুমে ভাইয়ের লাশ রেখে উপরে উঠে এল সে, ভিতরে ভিতরে সীমাহীন আক্রোশ ও ক্রোধ অনুভব করছে। সুদর্শন মুখে প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধের নেশায় কুৎসিত দেখাচ্ছে। ক্রুরা নিঃসন্দেহ যে সার্কেল-বি বস্-কে এর আগে এত রাগতে দেখেনি। টুঁ শব্দ করছে না কেউ, তটস্থ হয়ে অপেক্ষা করছে কী নির্দেশ দেয় মালিক।

কিং বেরিয়ে যাওয়ার আগে কেউ কথা বলল না। বলবার সাহস হলো না কারও। কী বলতে গিয়ে খেপিয়ে তুলবে কিং-কে, সেক্ষেত্রে তার ভাগ্যে চরম কোন পরিণতি নেমে আসতে পারে।

'বিদায়, মি. ক্যালকিন!' কুৎসিত হাসিতে ভরে গেল মুখ, কিং বেরিয়ে যাওয়ার পর মুখ খুলেছে।

সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছে কিং, তখনই বাইরে গোলাগুলি শুরু হলো আবার। বাড়ির দেয়ালে আছড়ে পড়ল কয়েকটা বুলেট। বিকারগ্রস্ত মানুষের মতো হো হো করে হাসল কিং, চড়া স্বরে বলল: 'বোকার হদ্দরা, যত ইচ্ছে গুলি করেও ক্যালকিনকে বাঁচাতে পারবি না!'

দ্রুত পায়ে দোতলায় উঠে এল সে, প্রথম দুটো কামরা পেরিয়ে গেল। তৃতীয়টায় রাখা হয়েছে ক্যালকিনকে। হারামীটাকে আরও আগেই শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল! আনমনে ভাবছে সে, তবে এবার আর ভুল করবে না। নিজ হাতে খুন করবে, গলা টিপে মারবে ক্যালকিনকে, যাতে মরবার সময় ওর ভয়ঙ্কর মুখটা দেখতে পায় সে। তার আগে একটা একটা করে হাত-পা ভাঙবে, যাতে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তোলে। এ লোক অবশ্য করুণা ভিক্ষা

করবে না, এমনকী মৃত্যু সন্নিকটে জেনেও; কিন্তু তার যন্ত্রণাকাতর মুখটা দেখে কিছুটা হলেও আনন্দ পাবে সে, ভাই হারানোর শোক ভুলতে না-পারুক, তাজা ক্ষতে প্রলেপের কাজ তো হবে!

হারামজাদার কারণে এত কিছু! ক্যালকিন এলাকায় আসবার পর থেকে যত ঝামেলার শুরু। যে সি-পি র‍্যাঞ্চ আক্ষরিক অর্থে ওর মুঠোর ভিতর ছিল, তা সবার অলক্ষ্যে একটু একটু করে কর্তৃত্বের বাইরে চলে গেছে। একইসঙ্গে ক্ষতি স্বীকারের পালাও যেন শুরু হয়েছিল সার্কেল-বির। প্রথমে হুইটি, তারপর হতচ্ছাড়া লুসের বাড়ি ত্যাগ, কার্লের রহস্যময় মৃত্যু...এবং সবশেষে আজ শেনের মরণ। সব ঘটনার সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত জন ক্যালকিন। সার্কেল-বির জন্যে এমন ক্ষতিকর লোক আর জীবনে দেখেনি কিং। কোন ফন্দি এঁটে কায়দা করা যায়নি তাকে, একের পর এক জাল ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। শয়তানের দোসর যেন, নিশ্চিত ফাঁদ এড়িয়ে যায়!

তবে আজ আর রেহাই নেই। ক্যালকিনকে বাঁচিয়ে রাখলে যেহেতু ফায়দা হবে না, তখন কেন এমন চরম বিপজ্জনক শত্রুকে শুধু শুধু আটকে রাখবে, যেখানে যে-কোন মুহূর্তে সবকিছু ভজকট করে দেওয়ার ক্ষমতা বা সামর্থ্য রাখে সে? তা ছাড়া, এটা এখন জেদ আর অহমিকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত ক্ষতির পর যদি জন ক্যালকিনকে খুন করতে না-পারে, তা হলে কী প্রাপ্তি হবে–হিসাবের ঘর শূন্য রয়ে যাবে না? তাই কল্লা ফেলে দেওয়াই শ্রেয় এবং জল্লাদের কাজটা ও নিজেই করবে।

উত্তেজনা ও ক্রোধের বশে দরজার কবাট ভিড়ানো দেখেও গ্রাহ্য করল না কিং, আসলে এতে কোন অস্বাভাবিকতা দেখতে পায়নি; অন্য সময়ে হলে ঠিকই নজরে পড়ত–দরজায় তালা নেই, অথচ নিজে তালা আটকে গেছে। চাবিটা কোথায় রেখে গিয়েছিল তাও মনে করতে পারছে না এখন। দরজা খোলা বলে এক

হিসাবে ভালই হয়েছে, চাবি নিয়ে আসেনি সঙ্গে; নইলে নীচে নেমে চাবি আনতে হতো, কিংবা কোন ক্রুকে চাবি দিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতে হতো।

বাইরে আবারও এক পশলা গুলি বিনিময় করল দুই পক্ষ। লড়াইয়ের ফলাফল নিয়ে খানিকটা হলেও সন্দিহান হয়ে পড়েছে কিং। একে বাড়ির মধ্যে আটকা পড়ে গেছে ওরা, যার সুবিধা-অসুবিধা দুটোই আছে; অন্যদিকে শত্রুরা রয়েছে খোলা জায়গায়। প্রতিপক্ষ চাইলে ওদেরকে দিনের পর দিন র‍্যাঞ্চ হাউসের ভিতর আটকে রাখতে পারবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা, শেনের দুঃখজনক মৃত্যুর পর মানসিক দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেছে কিং। একেবারে একা ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে ও; প্রথমে বাবা, তারপর একে একে দুই ভাইকে হারিয়েছে···

বেঁচে থাকাই এখন অর্থহীন মনে হচ্ছে। এ মুহূর্তে জীবনের কাছে ওর একটাই চাওয়া এবং শিগ্‌গিরই তা পূরণ করতে যাচ্ছে: জন ক্যালকিনকে নিজ হাতে খুন করা। এটা না-পারলে মরেও শান্তি পাবে না। সব বিসর্জন দিয়ে হলেও সি-পি ফোরম্যানকে খুন করতে ইচ্ছুক।

শান্তি পাবে যদি ক্যালকিনকে মরণের ঠিক আগ মুহূর্তে হলেও অসহায় ও করুণাপ্রত্যাশী হয়ে উঠতে দেখে, যদিও ওর নিশ্চিত ধারণা লোকটা তা করবে না। ইস্পাতদৃঢ় স্নায়ু তার, যে-কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে জানে। তবে আযরাইল যখন সামনে উপস্থিত হয়, বহু কঠিন মনের লোকই ভিন্ন মানুষ হয়ে যায়, মানসিকভাবে শিশুর মতো দুর্বল ও অসহায় বোধ করে। মুখে না-বলুক, কিন্তু মরবার সময় যদি ক্যালকিনের চোখে অসহায়ত্ব ফুটে ওঠে, নিজের অজান্তে যদি করুণা ভিক্ষা করে বসে···চরম বিপজ্জনক শত্রুকে এভাবে মচকে দেওয়ার আনন্দের সঙ্গে দুনিয়ার আর কোন কিছুরই বোধহয় তুলনা চলে না।

কামরার ভিতরে দৃষ্টি পড়তে একেবারে জমে গেল কিং, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ; নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মেঝেয় পড়ে থাকা গুটানো দড়ি চোখে পড়ল ওর। এগিয়ে গিয়ে ওগুলো তুলে নিল। একনজর দেখেই সত্যটা আবিষ্কার করে ফেলল।

শতভাগ বিশ্বস্ত নয় এমন মানুষ একজনই আছে এ বাড়িতে। 'নিগ্রো কুত্তিটা করেছে এ কাজ!' হিংস্র আক্রোশে হিসহিস করে উঠল কিং-এর কণ্ঠ। 'হারামজাদীর পিঠের চামড়া যদি না-তুলেছি তো আমার নাম...'

অদম্য ক্রোধের সঙ্গে হতাশা বোধ করছে ও। শেষ তাসটাও হাতছাড়া হয়ে গেল! রাগে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে। ক্রুদ্ধ আক্রোশ যদি কারও উপর মেটাতে পারত! এখন যদি হাতের মুঠোয় পেত নিগ্রো মহিলাকে, নির্ঘাত গলা টিপে মেরে ফেলত।

গায়ের ঝাঁল ঝাড়তে আসবাবপত্র সামনে যা পেল তাই ছুঁড়ে মারতে লাগল কিং। কোনটা ছুঁড়ে মারছে, কোনটা আছড়ে ভাঙছে কিংবা কোনটায় লাথি হাঁকাচ্ছে।

কয়েক মিনিট পর রাগ কমল ওর। শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে মস্তিষ্কে। এভাবে নিজের হাতে গড়া জিনিসপত্র ভেঙে রাগ কমবে বটে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হবে না। সর্বোপরি উপলব্ধি করতে পারছে যে আজ বিশেষ একটা দিন–ওর জীবনের সবচেয়ে তিক্ত ও ব্যর্থতার দিন। ব্যর্থতা ও লোকসানের ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে। এখন যদি ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামাল না-দেয়, চরম সর্বনাশটা ডেকে আনা হবে। সি-পি ক্রুদের সঙ্গে যে এভাবে পেরে উঠবে না, সেটা বিলক্ষণ টের পাচ্ছে। জানালায় উঁকি দেওয়া মাত্র তপ্ত সীসা ছুটে আসছে। এতক্ষণেও প্রতিপক্ষ বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়নি, তাই ভাগ্য।

জেদের বশে, গোঁয়ারের মতো লড়ে গেলে হয় না, কখনও

কখনও যুদ্ধে পিছিয়েও যেতে হয়। ফের আক্রমণ করবার জন্যে, শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে গুটিয়ে নেওয়া লাগে। এটাও যুদ্ধের কৌশল।

লিভিংরুমে এসে দাঁড়াল সে। থমথম করছে মুখ, চোখে জ্বলন্ত আগুন যেন—রাগে ধিকিধিকি জ্বলছে। ক্রুদের সংখ্যা গুনল। মাত্র আটজন পুরোপুরি ফিট। দু'জন সামান্য আহত হয়েছে। তারমানে বারোজন খতম। বিরাট ক্ষতি।

প্রত্যেকের চেহারা কর্কশ, ক্লান্তিতে পর্যুদস্ত; কিন্তু হতোদ্যম বা হতাশ হয়নি কেউ। নেতার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। কিং আদেশ দেওয়া মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে।

'ক্যালকিন পালিয়ে গেছে, বয়েজ,' জানাল কিং, মুখের মতো কণ্ঠও ভারী। 'যা মনে হচ্ছে এখানে পড়ে থেকে সুবিধা করতে পারব না আমরা, স্রেফ পরাজয়কে দেরি করানো হবে শুধু, কিন্তু একসময় ঠিকই আমাদেরকে বিনাশ করবে শত্রুরা। আমরা বরং ব্যাটল বাটে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারি। করালে ঘোড়া আছে, সঙ্গে কিছু গরু নিয়ে গেলে খাবারের ঘাটতি পড়বে না। শত্রুদের কাছে ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখতে হবে, বিশেষ করে গুছিয়ে উঠে পাল্টা আক্রমণ করবার আগ পর্যন্ত। তবে মনে হয় না আমাদের পিছু নেবে ওরা। অন্য কোন আইডিয়া দিতে পারো কেউ?'

'ঠিকই বলেছ, কিং,' একমত হলো এক ক্রু। 'এই দানে হেরে গেছি হয়তো, কিন্তু গুছিয়ে আবার ফিরে আসতে পারব যে-কোন সময়। তখন সুদাসলে ফায়দা তুলে নিলে পুষিয়ে যাবে।'

'ফিরে এসে প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারে মনে সন্দেহ রেখো না একটুও,' তাকে আশ্বস্ত করল কিং-এর দৃপ্ত শপথ। 'প্রত্যেককে দেখে নেব! বিশেষ করে শেনকে যেভাবে অসহায় অবস্থায় খুন করা হয়েছে, নিরস্ত্র ছিল ও...হারামী পার্কারটা বোধহয় নিজ হাতে গুলি করেছে! আবার চিৎকার করে বলেছে এ সম্পর্কে কিচ্ছু জানে না! ন্যাকা সেজেছে!'

সিণ্ডির খোঁজে লোক পাঠানো হলো, কিন্তু পুরো বাড়ি খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না। এটাই স্বাভাবিক। ব্লেযারদের এত বড় ক্ষতি করবার পর সে পালাবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কিং-এর নির্দেশে প্রস্তুতি নিল ক্রুরা, যার যার মালপত্র গুছিয়ে নিল। সময় লাগল না বেশি। দু'জনের উপর নির্দেশ ছিল সাপ্লাই নেওয়ার জন্যে। বস্তায় কয়েকদিনের খাবার ভরে ফেলা হলো।

পরিকল্পনা অনুযায়ী একজন একজন করে সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল র‍্যাঞ্চ হাউসের পিছন-দরজা দিয়ে। চুপিসারে খোলা জায়গা পেরিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে গিয়ে ঢুকল, তারপর চেনা পথে ব্যাটল বাটের ঢাল ধরে উঠতে শুরু করল। পিছন দিকে প্রতিপক্ষ অবস্থান নেয়নি বলে নিরাপদে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হলো সবাই। সবার শেষে বেরোল কিং ব্লেযার। ওর মুখ দেখে বুঝবার উপায় নেই অক্ষম রাগে ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছে।

সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে এখন আর তেমন কোন গুলি ছুটে আসছে না, শেষ গুলিটা এসেছে অন্তত দশ মিনিট আগে। ব্যাটল বাটের ঢাল থেকে বিক্ষিপ্ত কয়েকটা গুলি আসছিল, তাও বন্ধ হয়ে গেছে এখন। অনেকক্ষণ হলো একেবারে নীরব হয়ে গেছে র‍্যাঞ্চ হাউস ও আশপাশের এলাকা।

সন্দেহ হওয়ায় এলোপাতাড়ি কয়েকটা গুলি করেছিল সি-পি সেগুণ্ডো বেন ব্লকার, কিন্তু জবাব আসেনি। ক্রুদের নিয়ে বোধহয় কেটে পড়েছে কিং ব্লেযার, এমন একটা সন্দেহ মনে উঁকি দিলেও আদপে নিজেও বিশ্বাস করতে পারছে না বেন। ব্লেযার যে ধরনের মানুষ, অসম্ভব জেদী, একগুঁয়ে ও প্রতিহিংসাপরায়ণ; সাধের র‍্যাঞ্চ হাউস ফেলে এভাবে পালিয়ে যাওয়ার বান্দা নয়। মাটি কামড়ে পড়ে থাকবার কথা।

কিন্তু লড়াইয়ে যে সমীকরণ তার পক্ষে নেই, সেটা এতক্ষণে

নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। সেক্ষেত্রে, লড়াইয়ের কৌশল হিসাবে দলবল নিয়ে সরে পড়তে পারে। পিছনের ঢালে আশ্রয় নিতে পারে; কিংবা কয়েকজনকে র‍্যাঞ্চ হাউসে রেখেছে সি-পিকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্যে—কেউ নেই ভেবে যখন দলে-বলে নিরাপদ আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে যাবে সি-পি ক্রুরা, পাইকারি হারে টার্গেট প্র্যাকটিস করবে তখন। এমন একটা সম্ভাবনা মোটেও বাদ দেওয়া যায় না। কিং ব্লেযার যেমন শঠ, যে-কোন নোংরা কৌশল প্রয়োগ করতে পারে।

আরও কয়েক মিনিট কেটে গেল। সাহস করে এগিয়ে গেল জর্জ ডিঙ্গলার, হামাগুড়ি দিল প্রথমে, তারপর দ্রুত ছুটে চলে গেল পোর্চে। কোন গুলি ছুটে এল না। বারান্দা থেকে কয়েক কামরায় উঁকি দিল সে, কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেল না। সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চ হাউস এ মুহূর্তে পুরোপুরি পরিত্যক্ত!

'চলে এসো সবাই,' চেঁচিয়ে ডাকল ডিঙ্গলার। 'ব্যাটারা সব ভেগে গেছে!'

'জিম, তুমিও যাও,' পাশে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা পাঞ্চারকে নির্দেশ দিল বেন ব্লকার। 'গাস আর টমকে নিয়ে চলে যাও। গিয়ে দেখো আসলেই বাড়িটা খালি কি-না। সাবধানে যেয়ো, ব্লেযারকে বিশ্বাস নেই। কোন্ চালাকি করে রেখেছে, কে জানে!'

বেন নিজেও এগোল। সত্যি কথা হচ্ছে সবার আগে-ভাগেই থাকল সে। সন্তর্পণে এগোল ওরা, এমন পথ ধরল যাতে র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে সহজে গুলি না-করা যায়। এত সতর্কতা অবশ্য না-করলেও চলে, যদি সত্যি র‍্যাঞ্চ হাউসটা পরিত্যক্ত হয়ে থাকে; কিন্তু যদি কেউ থেকে থাকে?

তাই কোন ঝুঁকি নিতে নারাজ সেগুণ্ডো।

মিনিট কয়েক পর ওরা নিশ্চিত হয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে গেছে সার্কেল-বি।

পুরো বাড়িতে ধ্বংস আর মৃত্যুর চিহ্ন। জানালায় একটা কাচও নেই, চৌকাঠগুলো জীর্ণ হয়ে গেছে গুলির তুবড়িতে, কোন কোনটা ঝুলে পড়েছে। লিভিংরূমের দেয়াল ছিন্নভিন্ন করেছে অসংখ্য বুলেট, অদ্ভুত মানচিত্র অন্য কামরায়ও তৈরি হয়েছে; দরজার কবাট ও দেয়ালে বুলেটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত। মেঝেয় চরম অবহেলায় পড়ে আছে লাশ। রক্তে ভিজে গেছে কয়েকটা জায়গা।

লাশগুলো গুনল বেন। 'শেন ব্লেযার সহ পাঁচজন,' ফলাফল জানাল ও। 'প্রথম ধাক্কায় বাইরে দু'জন মারা পড়েছিল। দু'একটা লাশ উপরতলায় থাকতে পারে।'

দোতলায় চারজনকে পাওয়া গেল। একজন অবশ্য তখনও বেঁচে আছে। ঝুঁকে তাকে চিৎ করল বেন। কর্কশ চেহারা, মুখে লম্বা একটা ক্ষতের দাগ সহ চল্লিশোর্ধ্ব এক লোক। বেয়াড়া লোক হিসাবে উইণ্ডিতে কুখ্যাত, এমনকী সহকর্মীরাও তাকে পারতপক্ষে খেপাত না।

বিতৃষ্ণার সঙ্গে বেনকে দেখল লোকটা। 'অনেক দেরি করে ফেলেছ, ওল্ড টাইমার,' বলল সে।

'কিং আর অন্যরা কোথায় গেছে?' জানতে চাইল বেন।

'এতক্ষণে উইণ্ডির দিকে অর্ধেক পথ চলে গেছে।'

'নরকের পথে অর্ধেক!' মন্তব্য করল সেগুণ্ডো।

'দুটোর মধ্যে...পার্থক্য কী...?' বাতাসের অভাবে খাবি খেল যেন, দম আটকে যাওয়া স্বরে বলল লোকটা। মাথা নুয়ে পড়ল তার, দু'বার খিঁচুনি উঠল শরীরে; তারপর শক্ত হয়ে গেল নীচের চোয়াল, যেন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে হাসছে–জীবনের শেষ কৌতুকটা যেন তাকেই সবচেয়ে বেশি আমোদ দিয়েছে।

শরীরটা সিধে করে দিল বেন। 'বেঁচে থাকতে তোমার জীবনে কী নীতি ছিল জানি না, তবে কীভাবে মরতে হবে জানো, বোঝা গেল,' মন্তব্য করল ও।

বেরিয়ে আসতে পোর্চে সি-পি মালিক আর ফোরম্যানকে পেল বেন ব্লকার, রিপোর্ট করল। 'সম্ভবত সাত-আটজন পালিয়ে যেতে পেরেছে,' অনুমান করল ও। 'আরে, বস্, দেখো কে আসছে!'

বেনের চিৎকারটা ভেসে গেল স্প্রেডের অন্য ক্রুদের হর্ষধ্বনি আর উল্লাসে।

ছুটে এসে বাপের বুকে আছড়ে পড়ল এমিলি। পিছন পিছন উদয় হয়েছে লুস আর সিণ্ডি। জন তাকে যে-ঝোপের আড়ালে রেখে গিয়েছিল, ওখানে তাকে বসে থাকতে দেখেছে লুস, নিয়ে এসেছে সঙ্গে।

'যত যাই হোক, তোকে বহাল তবিয়তে ফিরে পাওয়ার চেয়ে বেশি আনন্দ আর কিছুতে নেই,' এমিলির বৃত্তান্ত শুনবার পর বলল সি-পি মালিক। 'জন, তোমার ঋণ এ জীবনে কখনও শোধ করতে পারব না। যদি জানতাম যে একাই ওই ধেড়ে শয়তানকে চেপে ধরবে...'

'একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?' তাকে থামিয়ে দিল জন। 'ভুলে যাও। মেয়ের বিয়েতে আচ্ছা একখান খানা দিলে ঋণ শোধ হয়ে যাবে।'

'যদ্দিন বেঁচে আছি, তোমার ভূমিকার কথা ভুলতে পারব না,' অকৃত্রিম, আন্তরিক স্বরে বলল মাইক পার্কার, এবার লুসের দিকে ফিরল 'কখনও কল্পনাও করিনি কোন ব্লেয়ারকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে বা ধন্যবাদ দেওয়া লাগবে আমার। কিন্তু এখন তাই করা ছাড়া উপায় নেই।' ধীরে ধীরে হাতটা বাড়িয়ে দিল সে।

বাবার কাঁধ থেকে মাথা তুলল এমিলি। 'অহমে লাগছে খুব, না, বাবা?' হাসতে হাসতে বলল ও। 'চিন্তা কোরো না, ব্লেয়ার বা তাদের ভুতকে ধন্যবাদ দিচ্ছ না তুমি। দিচ্ছ একজন পরোপকারী বন্ধুকে, যে মোটেই ব্লেয়ার নয়। তোমার মতোই, ব্লেয়ারদের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। তিল পরিমাণও নয়।'

'কী বলছিস?' বেকুবের মতো চেয়ে আছে র‍্যাঞ্চার।

ঘটনা বয়ান করল এমিলি। সিণ্ডি বারবার মাথা ঝাঁকিয়ে তার সত্যতা স্বীকার করল।

ফের লুসের দিকে ফিরল পার্কার। উপলব্ধি করল অহমবোধ, অহঙ্কার আর জেদ তাকে এতদিন অন্ধ করে রেখেছিল, লাল-চুলো হাসি-খুশি ও আমুদে এ ছেলেটির সঙ্গে চেহারা বা আচরণে আদৌ কোন মিল নেই ব্লেযারদের এবং চক্রান্ত করে জ্যাককে খুন করাও এর পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। সাদা মনের মানুষ মাইক পার্কার, নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হলো। অন্যের ভিতরটা দেখতে পাওয়া উচিত ছিল তার। এগিয়ে গিয়ে সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিল র‍্যাঞ্চার, সামান্য অপ্রতিভ দেখাচ্ছে মুখটা। 'আমি সত্যি কৃতজ্ঞ, লুস,' মন থেকে বলল সে। 'তোমার ব্যাপারে অনেক কঠিন চিন্তা ছিল, মুখেও যাচ্ছেতাই বলেছি, কিন্তু এখন নাকাল অবস্থা হয়েছে আমার—আশা করি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে পারবে, ভুলে যাবে ওসব।'

বাড়ানো হাতটা ধরল লুস। 'ইতোমধ্যে ভুলেও গেছি,' স্মিত হেসে জানাল সে। 'ঘটনা যেভাবে ঘটেছে, মি. পার্কার, তোমাকে দোষ দেওয়া যাবে না। তোমার জায়গায় থাকলে আমিও বোধহয় তাই করতাম।'

চারপাশে তাকাল পার্কার। 'সিণ্ডিকেও তো ধন্যবাদ জানাতে হবে। ক্যালিফোর্নিয়াও বাকি রয়ে গেছে। আর আছে আমার অতি আদরের ছেলেরা। মনে হচ্ছে দায় শোধ করতে সি-পি বিক্রি করে দিতে হবে আমার।'

চওড়া হাসি ফুটল র‍্যাঞ্চারের মুখে। মেয়েকে উদ্ধার এবং বহু দিনের দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিতে সমর্থ হওয়ায় দারুণ উৎফুল্ল ও আমুদে হয়ে উঠেছে। 'বাজি ধরে বলতে পারি কিং ব্লেযারকে আর কখনও দেখতে পাবো না।'

'বাজিতে তুমি হারবে, পার্কার,' ভুল শুধরে দিল জন।

একটু পর ফোরম্যানকে ডেকে এক পাশে নিয়ে গেল বেন ব্লকার। 'মনে হলো তোমার জানা উচিত যে কিং-এর খাসকামরার এক লকারে একটা পয়েন্ট থ্রি-এইট রাইফেল আর কয়েক বাক্স কার্তুজ পেয়েছি। টবি টেমারের গল্পের সঙ্গে মোটামুটি মিলে যায়, তাই না?'

'মোটামুটি কেন, বেশ মিলে যায়,' একমত হলো জন। 'তবে এ ব্যাপারে এখনই কাউকে কিছু বোলো না। আপাতত ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক। সামনে যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হবে, এ অবস্থায় আবার পার্কারকে উস্কে না-দেওয়াই উচিত।'

'কিং ফিরে আসবে বলেছ। কেন মনে হলো কথাটা?'

'তোমার উপকার করতে আসবে,' কৌতুকের সুরে বলল জন, বন্ধুর মুখে বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখে ব্যাখ্যা করল: 'কিং মনে-প্রাণে চায় তুমি সি-পি র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান হও। সেটা নিশ্চিত করতে আসবে সে।'

এবার বুঝতে পারল ছোটখাট মানুষটি। বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়ানো শুরু করল সে, কার উদ্দেশে কে জানে!

পঁচিশ

নিজের অফিসে বসে আছে উইণ্ডি মার্শাল জেরেমি সিস্টো। দাঁতে কামড়ে ধরেছে একটা কালো সিগার, এখনও জ্বালায়নি। বেশ চিন্তিত, ভুরু কুঁচকে ভাবছে।

দুপুর গড়িয়ে গেছে বটে, কিন্তু এখনও তপ্তা হল্কা ছড়াচ্ছে সূর্য; তীব্র উত্তাপে সেদ্ধ হওয়ার ভয়ে রাস্তা জনশূন্য হয়ে পড়েছে। ব্যাটল বাটে বেসিনের দুই শক্তিশালী স্প্রেডের লড়াইয়ের পর দুই দিন পেরিয়ে গেছে, সময়ে সবকিছু পুরানো হয়ে যায় বলে শহরেও উত্তেজনা কমে এসেছে; যদিও গরম এ ব্যাপারটা নিয়ে দারুণ রোমাঞ্চিত এবং উল্লসিত ছিল এরা। কিন্তু কাঁহাতক এক জিনিস নিয়ে কচলাকচলি করা যায়? প্রাথমিক উত্তেজনা কমে যেতে যার যার নিজস্ব ধান্ধায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে লোকজন, এখন আর এ নিয়ে তেমন আলাপ করছে না, বিশেষ করে যাদের ব্যস্ততা রয়েছে।

সার্কেল-বির পতনে যারপরনাই আনন্দিত উইণ্ডিবাসী। বহুদিন ধরে ব্লেযার পরিবার ও তাদের ক্রুদের শোষণ-নিপীড়নের শিকার হয়েছে এরা, গুটিকয়েক ঘটনা বাদ দিলে সবই মুখ বুজে সয়েছে; কালে-ভদ্রে কখনও কখনও দু'একজন রুখে দাঁড়িয়েছিল, যার ফল কারও জন্যেই ভাল হয়নি, কিন্তু এ ছাড়া শহরে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছিল সার্কেল-বি। মার্শালও ব্লেযারদের আজ্ঞাবহ ছিল বলে কখনোই সুবিচার পায়নি সাধারণ লোকজন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের পতনে স্বস্তি ও সন্তুষ্টি বোধ করবার সুযোগ পেয়েছে সব মানুষ।

মার্শাল জেরেমি সিন্টোর অবস্থানও নড়বড়ে হয়ে গেছে এখন, তবে সে মনে করছে সঠিক পদক্ষেপই নিয়েছে। ব্লেয়ারদের পতন অবশ্যম্ভাবী ছিল, আগে-পরে যখনই হোক একসময় এটা ঘটতই, এবং সেক্ষেত্রে, বিজয়ী পক্ষে না হোক, ন্যূনতম বিজেতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ তার নিরাপত্তার যোগসূত্র হতে পারত। সিন্টো নিজের ভাগ্য হুজুগে কিছু মানুষের হাতে সমর্পণ করতে চায়নি, বরং নিজে নেপথ্যে থেকে লাভবান হতে চেয়েছে। এমিলি পার্কারকে উদ্ধারে সি-পি মালিকের সার্কেল-বিতে হানা দেওয়া যেমন নিরুৎসাহিত

করেছে, একইসঙ্গে এও স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে সম্মানিত একজন লেডিকে অপহরণ করে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছে কিং ব্লেযার।

সিস্টো আশা করেছিল ভিতরের খবর টের পাবে না সাধারণ মানুষ, ওর ইচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয়তা সন্দেহের চোখে দেখবে না, বরং বরাবরের মতো সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব বলে মনে করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি, বরং জনপ্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে যথেষ্ট দৃঢ়চেতা, সক্রিয় বা পারঙ্গম এবং নিরপেক্ষ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে ভেবে তিক্ত হাসল ও। কোনভাবে তাই সন্তুষ্ট বোধ করতে পারছে না।

অসন্তোষ বা হতাশার আরও কারণ আছে। একেবারে নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল ওর, প্রয়াস থাকলেও ঘটনা সেভাবে ঘটেনি। এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করা যায়নি। ব্লেযারদের পতন চেয়েছে, ঘটেছেও তাই, কিন্তু ক্যালকিন রয়ে গেছে। হুট করে উইণ্ডিতে আসা ক্যালকিনকে কিং ব্লেযারের চেয়ে কোন অংশে কম ঘৃণা করে না সে, বরং ভয় পায় দু'জনকেই–ভয় তাদের সামর্থ্য, দক্ষতা আর পারঙ্গমতাকে।

এমনিতে কিং ব্লেযারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছিল না, উপরন্তু হঠাৎ এসে হাজির হলো জন ক্যালকিন এবং একদিনেই নিজের জাত চিনিয়ে দিয়েছে সে। প্রথমে ভড়কে গিয়েছিল চতুর সিস্টো, কিন্তু পরে আশাবাদী হয়েছে–ক্যালকিনের মধ্যে ব্লেযারদেরকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো মাল-মশলার যথেষ্ট উপস্থিতি দেখে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল–এবং সে-অনুযায়ী ছক এঁকেছে। সাফল্য নির্ভর করছিল দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিনাশে, কারণ এদের যে-কাউকে ঠেকানো ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

মাইক পার্কারের সার্কেল-বি আক্রমণের কথাটা ঘটনাচক্রে কানে চলে এসেছিল, সেলুনে শুনে ফেলেছিল বিশ্বস্ত এক লোক এবং সে-ই বলে গেছে ওকে। সি-পি ক্রুদের অনুসরণ করে ব্যাটল বাটে চলে গিয়েছিল সে–অপেক্ষায় ছিল লুকিয়ে থেকে রাইফেলটা

ব্যবহার করবে, কিন্তু কারও চোখে পড়বে না। পার্কার, ক্যালকিন আর কিং ব্লেয়ারের উপর ছিল দৃষ্টি। তবে এদের কাউকে পায়নি। শেষতক শেন ব্লেয়ারকে ফেলে দিয়েছে। আশা করেছিল ভাইয়ের খুনের পরিণতিতে ক্যালকিনকে খুন করবে কিং। তুমুল লড়াই শুরু হবে এবং তখন হয়তো কিং বা পার্কারও...

কিন্তু তা হয়নি। ক্যালকিন, পার্কার বা কিং...বহাল তবিয়তে আছে সবাই। এ ব্যাপারটাই মার্শাল সিস্টোর যত অসন্তোষ এবং হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ভাগ্যটাই মন্দ আমার,' বিড়বিড় করে গাল বকল সে।

'বিবেকের তাড়নায় ভুগছ, পিছলা?' বরফ-শীতল একটা কণ্ঠ জানতে চাইল।

চমকে দরজার দিকে তাকাল মার্শাল। কিং ব্লেয়ারকে দেখে রক্ত হিম হয়ে গেল ওর, হৃৎপিণ্ড থমকে গেল। ভাবনায় এত মজে গিয়েছিল যে দরজা খুলবার শব্দও শুনতে পায়নি। বিস্ফারিত চোখ বা চুপসে যাওয়া ফ্যাকাসে মুখ সামলে নেওয়ার আগেই সামনে এসে দাঁড়াল শেন আর কার্ল—দৃষ্টিভ্রমের শিকার হলো মার্শাল—ওর মনে হলো যাদের খুন করেছে, সেই দুই ব্লেয়ার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং অভিযোগ ও শ্লেষ-মাখানো দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। চট করে একটা ভাবনা ঢুকল মাথায়: কিং কি সত্যটা আবিষ্কার করতে পেরেছে? তা হলেই সেরেছে! গলা টিপে মেরে ফেলবে ওকে।

হাসবার প্রয়াস পেল মার্শাল। কিন্তু চাইলেই হাসতে পারবে এমন মানুষ নয় সে। বরং কাউকে আঘাত করবার সময় হাসতে অভ্যস্ত সিস্টো।

'দেখবার মতো হয়েছে তোমার চেহারা,' শ্লেষের সঙ্গে বলল কিং, দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে কবাটের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, বুকের উপর দু'হাত বেঁধে রেখেছে। 'যে-কেউ তোমার মুখ দেখে

বলে দিতে পারবে আমাকে দেখে একটুও খুশি হওনি।'

ততক্ষণে কিছুটা হলেও সামলে নিয়েছে মার্শাল, মাথাটা সচল হতে শুরু করেছে। 'ঠিক যখন তোমার কথাই ভাবছিলাম, হঠাৎ যদি সামনে এসে উপস্থিত হও,' সহজ সুরে বলল সিস্টো, মোটেই মিথ্যে নয় কথাটা! 'চমকে উঠবারই কথা।'

'তোমার কি দুঃখ হচ্ছে? এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, আমার শেষ ভাইটাও মারা পড়ল, দুনিয়াতে আর কোন আত্মীয় রইল না, অথচ কই, শহরের কাউকে দেখে তো মনে হলো না শোক করছে।'

'তাই আশা করেছিলে?' তির্যক সুরে জানতে চাইল মার্শাল, পরক্ষণে মনোভাব বদলে মোলায়েম সুরে জানাল, 'আর কেউ না হোক, তোমার বন্ধুরা দুঃখিত।'

'কিন্তু ওদের সংখ্যা নেহাত কম এবং এ মুহূর্তে যে জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়া বোকামি হবে এটা বুঝবার মতো হলুদ পদার্থ ওদের খুলির ভিতর আছে। এজন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না, কী বলো? যাক্‌গে, কী ব্যবস্থা নিচ্ছ, জেরেমি?'

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে একটা ধাক্কা খেল ল-ম্যান। 'আমি? মানে শেনের মৃত্যুর ব্যাপারে?' অজান্তে কর্কশ হয়ে গেল ওর কণ্ঠ। 'কী করতে পারি আমি?'

প্রবল বিতৃষ্ণার সঙ্গে সিস্টোকে দেখছে কিং। 'তুমি হচ্ছ এ শহরের মার্শাল,' মনে করিয়ে দিল সে। 'আমাকে বলে দিতে হবে কী করবে? বেশ, শোনো তা হলে, দেখো মনে ধরে কি-না। প্রথম কথা হচ্ছে একগাদা লোক জড়ো করেছে পার্কার, শহরের লোকও ছিল এবং গভীর রাতে অতর্কিতে হানা দিয়েছে আমার র‍্যাঞ্চে। ঘুমন্ত অবস্থায় হামলা করেছে। সার্কেল-বির এগারোজন ক্রু খুন করেছে। আমার সম্পত্তি নষ্ট করেছে। এখন বলো তো, তোমার আইন কী বলে?'

‘পার্কারের মেয়েকে অপহরণ করেছ তুমি, কিং,’ প্রতিবাদ করল মার্শাল।

‘কীসের অপহরণ? নিজের ইচ্ছায় আমার র‍্যাঞ্চে গিয়েছিল ও,’ একেবারে নির্বিকার মুখে মিথ্যেটা চালিয়ে দিল কিং। ‘খবরটা যখন ফাঁস হয়ে গেল, আমরা দু’জনে বুদ্ধি করলাম–ভান করলাম যেন ওকে অপহরণ করেছি আমি। এতে করে এমিলি পার্কারের সম্মান বাঁচাতে চেয়েছি। এমিলিও রাজি হয়েছিল। পার্কারকে খবর পাঠিয়েছিলাম ওর মেয়েকে বিয়ে করতে চাই এবং এভাবে দুই পরিবারের যাবতীয় শত্রুতা বা হানাহানির অবসান হবে। এরচেয়ে চমৎকার প্রস্তাব আর কী হতে পারে? ভাবো একবার! দুই যুগের হানাহানি শেষ হয়ে যেত, শুধু পার্কার হ্যাঁ বললেই। কিন্তু তুমি জানো ওর উত্তরটা কী ছিল।’

‘তোমার কথা যৌক্তিকই মনে হচ্ছে আমার কাছে, কিন্তু মিস্ পার্কারের সঙ্গে তোমার গল্পের মিল নেই।’

‘বটে! তোমার কী মনে হয়, দু’জনের গল্প এক হওয়া উচিত নয়?’

এ ব্যাপারটা ভাবেনি মার্শাল। ফুরসত নেই তার। এটা ঠিক বুঝতে পারছে যে এমিলির মাধ্যমে পার্কারকে খাটো করতে গল্পটা আবিষ্কার করেছে কিং। তবে সেটা ওর চিন্তার বিষয় নয়, বরং এ মুহূর্তে এরচেয়ে ঢের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাবছে। কিং এখানে, অর্থাৎ ওর কাছে কেন এসেছে? আইনী সহায়তা চাওয়া বা মিছে অভিযোগ দেওয়ার ব্যাপারটা স্রেফ ভাঁওতা বা অজুহাত, নেপথ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে নির্ঘাত–কিন্তু সেটা আঁচ করতে পারছে না। এটাই যত চিন্তার কারণ। কিং ব্লেযারের মতো আগুন-গরম মানুষকে নিয়ে ব্যবসা করতে হলে, বিশেষ করে এখন যেহেতু সে নিজেই কোণঠাসা, ভুল চাল দেওয়া যাবে না। প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আগাম নির্ভুল অনুমান করা গেলে অব্যর্থ চাল দিতে

পারবে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে...কিং ব্লেযারের ধান্ধা বুঝতে পারছে না। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করল সে, তারপর প্রশ্নটা করে বসল।

'ন্যায় বিচার চাই আমি,' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল কিং।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল মার্শালের মুখ। অন্তস্তলে বিপদ টের পাচ্ছে। হারামী শয়তানটার মনে যে সামান্য দয়া-মায়াও নেই, তা ওর চেয়ে ভাল আর কে জানে? চোখে চোখ রেখে ওর কপালে গুলি করবে, একটুও কাঁপবে না হাত, কিংবা এত বছরের দেওয়া সেবা একটুও তাকে ধন্দে ফেলবে না। কিং ব্লেযার এমনই, চরম নিষ্ঠুর হতে পারে যে-কারও উপর, এমনকী স্বজনের সঙ্গেও...ঠিক এ জন্যেই সে এত বিপজ্জনক।

ভিতরে ভিতরে ঘামতে শুরু করল সিস্টো। যমের ভয় পেয়ে গেছে। ভয় কী জিনিস দুনিয়ায় শুধু এ লোকটা সামনে এলে টের পায় সে, আর এখন বোধহয় শিরে সংক্রান্তি হয়েছে...পিস্তলটার অভাব টের পেল সিস্টো, এ মুহূর্তে ওটা হাতের মুঠিতে থাকা খুব দরকার ছিল!

'আমার ক্ষতি পুষিয়ে দিতে হবে পার্কারকে!' রুক্ষ স্বরে ফের বলল সার্কেল-বি বস্।

এতক্ষণ দম আটকে রেখেছিল মার্শাল, বুঝতে পারছিল না ঠিক কী চাইবে কিং; এবার পরিষ্কার হলো এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। জানের মায়া কার না আছে! ওর চামড়া ছিলতে চায় না কিং, এরচেয়ে বড় আনন্দের খবর আর কী হতে পারে? ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল, একইসঙ্গে ধূর্ত মস্তিষ্কে ঝড়ের বেগে ভাবনা শুরু হয়ে গেছে। কিং ব্লেযারের মনোভাবের উপর ভরসা করা চলে না বটে, কিন্তু এখন বোধহয় আশান্বিত হতে পারে, উৎসাহ বোধ করছে ও।

'পার্কার মনে করেছে তুমি চিরজীবনের জন্যে চলে গেছ,' মৃদু

স্বরে বলল জেরেমি সিস্টো। 'শুনলাম ক্যালকিনকে সার্কেল-বি র‍্যাঞ্চটা দিয়ে দিচ্ছে সে।' কিং-কে সিধে হয়ে দাঁড়াতে দেখতে পেল মার্শাল, তার বেপরোয়া মুখে রাজ্যের বিস্ময় ফুটে উঠল, থ মেরে গেল একেবারে। 'কিন্তু ক্যালকিন ওই বিশাল র‍্যাঞ্চে একা থাকতে নারাজ, দিনের বেশিরভাগ সময় প্লাযায় কাটাচ্ছে সে,' তথ্য জুগিয়ে গেল ও। 'বাজি ধরে বলতে পারি, এ মুহূর্তে ওখানে আছে।'

বিষাক্ত ছুরিটা একেবারে অন্তরে গিয়ে বিঁধেছে! কিং ব্লেযার হিংস্র, নিষ্ঠুর, আবেগের ধার ধারে না, কিন্তু টনটনে অহঙ্কার আছে তার; সেটাকেই পুঁজি করে চাল দিয়েছে মার্শাল। শক্ত হয়ে গেল কিং-এর চোয়াল, চোখে খুনে দৃষ্টি ফুটল, সামনে ঝুঁকে এল সে, এক হাত চলে গেছে হোলস্টারে।

'মিথ্যে বলছ তুমি!' হিংস্র সুরে বলল কিং।

ভয়ে অন্তরাত্মা কাঁপতে শুরু করেছে মার্শালের, কিন্তু মরিয়া চেষ্টায় মুখে তার ছায়া পড়তে দিল না। কিং ব্লেযারের চাহনিতে মৃত্যুর হাতছানি, চোখজোড়া ধিকিধিকি জ্বলছে। এ মুহূর্তে স্রেফ তার ইচ্ছের উপর নির্ভর করছে ওর জীবন, বিলক্ষণ টের পাচ্ছে মার্শাল। সরু সুতোর উপর ঝুলছে প্রাণটা, কিংকে ঠিক সবক দিতে না-পারলে কপালে একটা ত্রিনয়ন তৈরি করে চলে যাবে সার্কেল-বি বস্।

সামান্য দুর্বলতাও দেখানো যাবে না, তা হলে শেষ হয়ে যাবে ও। সার্কেল-বি আর ক্যালকিন সম্পর্কে যা বলেছে সেটা পুরোপুরি ভুয়া, স্রেফ কিং-কে উস্কে দেওয়ার জন্যে কূটচাল। কিং যতই ভাব দেখাক, বিষাক্ত চালের ফাঁদে পড়ে গেছে; এখন আর অস্বীকার করতে পারবে না। কিং-এর গাত্রদাহ একটা বাচ্চাছেলেও বুঝতে পারবে।

ঢোক গিলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল মার্শাল, এ কাজটা

করা যাবে না! তা হলে ধরা পড়ে যাবে। নরম হওয়া চলবে না। কণ্ঠে দৃঢ়তা বজায় রেখে ও বলল, 'যা ঘটেছে তাই বললাম শুধু। বিশ্বাস করা বা না-করা তোমার ব্যাপার। তবে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেছে যে তোমার বন্ধু হয়ে আখেরে লাভবান হওয়া যায় না।'

মন্তব্যটা অগ্রাহ্য করল কিং, সামান্য শিথিল মনোভাব দেখা গেল তার মধ্যে—একটু আগের মতো আগ্রাসী ভাবটা নেই এখন। কিন্তু কিং-কে হোলস্টার থেকে একটা পিস্তল তুলতে দেখে জান উড়ে যাওয়ার দশা হলো সিস্টোর, সভয়ে দেখল সিলিণ্ডার ঘুরিয়ে পিস্তলটা পরখ করল সার্কেল-বি বস্, তারপর ঢুকিয়ে রাখল যথাস্থানে।

'তুমি কি একা এসেছ, কিং?' জানতে চাইল সিস্টো।

বিতৃষ্ণার সঙ্গে ল-ম্যানকে দেখল সে। 'কেন, একা আসতে অসুবিধা কী?' খেঁকিয়ে উঠল কিং। 'তোমার কি ধারণা দু'পয়সার ওই পাণ্ডারকে আমি ভয় পাই? কেউ যদি আমার সঙ্গে তর্কাতর্কি করে বা লাগতে আসে, তাতে মোটেই অখুশি হবো না, তবে তার আগে ছোট্ট একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে, ওটা সারতে হবে।'

'কী করতে চাইছ?'

'আমি নিশ্চিত করতে চাই যে আমার সম্পত্তি যেন কোনভাবে মি. ক্যালকিনের না-হয়ে যায়,' ত্যক্ত স্বরে জবাব দিল কিং। 'পরে দেখা হবে।'

তলে তলে উল্লাস বোধ করছে মার্শাল, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করল না। অনুমোদনের সুরে বলল, 'আমার তো মনে হয় নিজের সম্পত্তি রক্ষা করবার অধিকার সবার আছে। তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি।' ক্ষণিকের জন্যে থামল সে, দরজা দিয়ে কিং-কে বেরিয়ে যেতে দেখল। যখন নিশ্চিত হলো বেশ দূরে চলে গেছে সে, নিচু স্বরে স্বগতোক্তি করল: 'আশা করি তুমি ক্যালকিনকে খুন

করবে আর সেও তোমাকে ফেলে দেবে। দু'জন দু'জনকে শেষ করবে।'

অফিস ছেড়ে কোথাও গেল না মার্শাল, বরং অধীর অপেক্ষায় থাকল—কখন গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাবে। দুই মহারথীর দুনিয়া থেকে বিদায়ে ওর পথ একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিং ব্লেযার ফিরে আসায় ভালই হলো, উপসংহারে পৌঁছাল জেরেমি সিস্টো, কৌশলে উস্কে দিয়ে কিং-কে পরম শত্রুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে—একটু পরই ক্যালকিনকে চেপে ধরবে, হয়তো দু'জনেই খুন হয়ে যাবে পরস্পরের হাতে। এমন বন্দুকযুদ্ধ গণ্ডায় গণ্ডায় ঘটেছে।

কী ভয়টাই না পেয়েছিল, আরেকটু হলে ভয়ে পেচ্ছাব করে দিচ্ছিল! ক্যালকিনকেও এত বিপজ্জনক মনে হয় না মার্শালের। আসলে কিং ব্লেযারকে এক কথায় একটা হিংস্র জানোয়ার বললে অত্যুক্তি হবে না, বিশেষ করে যখন খেপে যায়। কোন কিছুই তখন তাকে আটকাতে পারে না, কোন যুক্তি বা রীতি-নীতির ধার ধারে না; তার মুখের কথাই তখন হয়ে যায় আইন, নিজের ক্ষতি করেও শত্রুর সর্বনাশ করে ছাড়ে। এমন মানুষই অন্যদের জন্যে হয়ে যায় যমদূত।

'অন্যদের মতো তুমি হয়তো অত করিৎকর্মা বা দক্ষ নও, জেরেমি,' নিজেকে শুধাল মার্শাল। 'কিন্তু বড় বড় পরিকল্পনা করবার মতো বুদ্ধি তোমার আছে, আর আছে সেগুলো বাস্তবায়ন করবার মতো সাহস। টেমার যদি ক্যালিফোর্নিয়ার আবিষ্কারের খবর সঠিক বের করে থাকে, সেক্ষেত্রে বাকি থাকবে শুধু পার্কার। তাকে স্রেফ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যাবে...'

কিং ব্লেযার যদি মার্শালের এসব কথা শুনতেও পেত, তার প্রতি বোধহয় স্রেফ অবজ্ঞা বোধ করত সার্কেল-বি বস্। কিং-এর কাছে সিস্টো উদ্দেশ্য পূরণের একটা হাতিয়ার মাত্র, আর সিস্টোর

আসল পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারলে হয়তো বিপজ্জনকই ভাবত তাকে, কিন্তু এ মুহূর্তে মার্শালের কথা বেমালুম বিস্মৃত হয়ে গেছে সে। নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত কিং, যা করতে যাচ্ছে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় বা পিছুটান নেই মনে; দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

আয়েশী ভঙ্গিতে বসেছে স্যাডলে, বুক টানটান, মাথা উঁচু; ঔদ্ধত্য-ভরা চাহনিতে দেখছে উইণ্ডির কৌতূহলী বাসিন্দাদের। নিজের উপর তাদের আগ্রহ পরিষ্কার টের পাচ্ছে কিং। কেউ আগ বাড়িয়ে এসে স্বাগত বা শুভেচ্ছা জানাল না, কিং-এর শক্ত চোয়াল আর পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসা ঠোঁট আরও শক্ত হলো। বোকার হদ্দেরা ভেবেছে পালিয়ে গেছে ও, প্রবল বিতৃষ্ণা ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভাবছে কিং, আর কখনও আসবে না। ভীতু খরগোশের দল! এদেরকে দেখিয়ে দিতেই ফিরে এসেছে সে, সামান্য উদ্বেগ কিংবা অস্থিরতাও বোধ করছে না। কেন করবে? উইণ্ডি কেন, খোদ দুনিয়ায় কাউকে ভয় পায় নাকি? কার বুকের পাটা আছে ওকে চ্যালেঞ্জ করবে? এগিয়ে এসে দেখাক! নেমকহারাদের দল! ওর সাময়িক দুর্বলতার কারণে ভেবেছে নিস্তার পেয়ে গেছে, ব্লেযারদের ভূত আর চাপতে পারবে না ওদের উপর। সেটা যে কত বড় ভুল, হাড়ে হাড়ে টের পাবে! সবকিছু গুছিয়ে নেওয়া স্রেফ কয়েকটা দিনের ব্যাপার। আগে জন ক্যালকিনকে বিদায় করে দিতে হবে। তা হলেই কাজ অর্ধেক সারা হয়ে যাবে। যার উপর এত আস্থা সবার, কুশলী ও সেয়ানে ক্যালকিনকে নিকেশ করতে পারলে বাকিরা আপসে আবার মেনে নেবে ব্লেযারদের আধিপত্য; আদপে দ্বিমত করবার সাহসই হবে না কারও। ক্যালকিন না-থাকলে গলা উঁচু করে কথা বলবার সাহস হবে না কারও। নেংটি ইঁদুরের দল! ক্যালকিনের সঙ্গে দেনা-পাওনা শেষ হোক, এরপর কয়েক মিনিটের মধ্যে পরিস্থিতি পাল্টে যাবে, ওকে

দেখা মাত্র পালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে হতচ্ছাড়া লোকগুলো। এদের চরিত্র সম্পর্কে জানা আছে ওর, হাড়ে হাড়ে চেনে সবাইকে।

এলাকায় ব্লেযারদের দাপট আবার শুরু হবে দশ মিনিট পর থেকে!

প্লাযা সেলুনের বাইরে ঘোড়া থামাল কিং। স্যাডল ছেড়ে উঠে গেল পোর্চে, ঘোড়াকে রেইলের সঙ্গে বাঁধবার ঝামেলায় গেল না; মুক্ত লাগাম ঝুলতে থাকল। রেইলের সঙ্গে বাঁধা প্রকাণ্ড কালো ঘোড়াটার উপস্থিতি সাক্ষ্য দিচ্ছে ভিতরে রয়েছে ওর টার্গেট–জন ক্যালকিন, কিন্তু তারপরও সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল না।

জানালা দিয়ে ভিতরে পলকের দৃষ্টি ফেলতে যা জানা দরকার ছিল, জানা হয়ে গেল। পুরো সেলুনে এ মুহূর্তে মাত্র পাঁচজন খদ্দের রয়েছে, যার চারজন এক টেবিলে বসে পোকার খেলছে; আর পঞ্চমজন, অর্থাৎ জন ক্যালকিন, বারের উপর ঝুঁকে পড়ে গল্প করছে রোজা মেলিনের সঙ্গে।

সি-পি ফোরম্যানের কী এক কথায় হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে রোজা, দেখেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল কিং-এর। মার্শালের বলা কথাটা মনে পড়তে দাঁতে দাঁত চাপল। হারামজাদা প্রথম থেকেই রোজার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে, মনে মনে ভাবল কিং, আর রোজাও কী কারণে তাকে পাত্তা দেয়–আল্লা মালুম!

ক্যালকিনের প্রতি বিদ্বেষ বা আক্রোশ এখন ঘৃণায় পরিণত হয়েছে, অনুভব করল কিং ব্লেযার। ওর সারা জীবনে আর কোন মানুষের কাছে এভাবে হেরে যায়নি। পার্কার বা সি-পিকে যেমন কব্জার মধ্যে আনা যায়নি, তেমনি লুসের ব্যাপারে ওর ব্যর্থতার নেপথ্যেও ক্যালকিন রয়েছে। একের পর এক চাল ব্যর্থ করে দিয়েছে সে। এই একটা লোকের সামনে পড়ে ব্লেযারদের সমস্ত দক্ষতা বা সামর্থ্য অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। ক্যালকিনকে

শায়েস্তা করা যায়নি, কোন না কোনভাবে ঠিকই জাল কেটে বেরিয়ে গেছে সে। অথচ ক্যালকিন এখানে আসবার আগে কী দোর্দণ্ড প্রতাপই না ছিল ব্লেযারদের! পার্কাররা কখনও কখনও বিরোধিতা করেছে বটে, কিন্তু তা তেমন ক্ষতিকর ছিল না।

বিভীষণ এ শত্রুকে বিনাশ না-করা পর্যন্ত আদপে কোন কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই বললে চলে। এখন এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বুনো পশুর মতো জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কিং ব্লেযার। আক্রান্ত ও আহত বাঘের মতো কোণঠাসা মনে হচ্ছে ওর নিজেকে; উন্মত্ত জেদ, আক্রোশ বা প্রতিহিংসা ছাড়িয়েও ব্যক্তিগত অহঙ্কার টনটনে হয়ে উঠেছে এখন, শত্রুকে নিকেশ করা একমাত্র ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। দুনিয়ার কোন ব্যাপারেই আর আগ্রহ নেই—অন্তত শত্রুর বিনাশ হওয়া পর্যন্ত—বাকি সব অর্থহীন মনে হচ্ছে। এ ব্যাপারে চরম আপসহীন ও। এর কমে বা বিনিময়ে কোন কিছুতে সন্তুষ্ট হবে না।

রোজা মেলিনের অপূর্ব মুখ, ঝলমলে রেশমী কালো চুল, বুদ্ধিদীপ্ত ও মায়াবী চোখ, লোভনীয় অধর বা মসৃণ গালকে যে-কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে এখন। ঈর্ষায় ভিতরটা জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে, যেন ক্রিয়া করছে নির্জলা এসিড! উন্মত্ত ঘৃণায় এমনিতেই অস্থির ছিল, এখন ঈর্ষার অনলে পুড়ছে দাবানলের মতো—সারা শরীরে তার অস্তিত্ব অনুভব করছে কিং।

সামান্য যাও-বা দ্বিধা বা সংশয় ছিল, তা উবে গেছে। ঝটিতি হোলস্টার থেকে দুই পিস্তল তুলে নিল কিং, তারপর লাথি মেরে খুলে ফেলল ব্যাটউইং দরজা। উদ্যত পিস্তল হাতে ভিতরে ঢুকল।

'মাথায় হাত তোলো সবাই!' কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল কিং। 'দ্বিতীয়বার কিন্তু বলব না।'

পোকার টেবিলে বসা লোকগুলো দরজার দিকে তাকানোর আগেই বিনা প্রশ্নে নির্দেশটা তামিল করল। কণ্ঠ শুনেই এরা চিনে ফেলেছে কিং ব্লেয়ারকে এবং এও জানে খেপে গেলে কতটা হিংস্র ও বেপরোয়া হতে পারে সে।

জনও মাথার উপর হাত তুলেছে। খুনে মানসিকতা নিয়ে সামনে দাঁড়ানো পিস্তলধারীর সঙ্গে তর্ক করা চলে না, বরং নির্দেশ তামিল করা উচিত।

কিন্তু নির্দেশটায় আমল দেয়নি রোজা, বারের পিছনে নিজের জায়গা থেকে সামান্য সরে গিয়ে কিং-এর মুখোমুখি হলো, পরিষ্কার বিতৃষ্ণা আর অসন্তোষ ফুটল চোখে। লো-কাট ব্লাউজ আর খাটো স্কার্টের ড্রেসে রোজাকে আকর্ষণীয়া দেখালেও এ মুহূর্তে তা কিং-এর তীব্র রাগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য সময় হলে ফর্সা ও মসৃণ উন্মুক্ত কাঁধ এবং শৈল্পিক গোড়ালি দেখে আপ্লুত হতো, কিন্তু এখন রীতিমতো খেপে গেল।

'নতুন প্রেমিকের জন্যে দেখছি তৈরি হয়ে এসেছ!' তীব্র শ্লেষ আর বিদ্বেষ ঝরে পড়ল কিং-এর কণ্ঠে। 'একটা দিনও বেহুদা নষ্ট করোনি!'

'নতুন কোন প্রেমিক জোগাইনি আমি,' শীতল স্বরে বলল রোজা। 'সত্যি কথা হচ্ছে, পুরানো কেউও ছিল না। 'কিছু কিছু মুহূর্তে অবশ্য মনে হয়েছিল যে প্রেমে পড়েছি, কিন্তু যখন বাস্তবতা দেখলাম অর্থাৎ একটা র‍্যাঞ্চের তত্ত্বাবধায়ক হতে যদি নিজস্ব রুচি বা পছন্দের সঙ্গে আপস করতে হয়...'

'মিথ্যুক কুত্তাটা তা হলে এই সবক দিয়েছে তোমার কানে?' বিস্ফোরিত হলো কিং, রোজাকে কথা শেষ করতে দেয়নি।

'তোমার ব্যাপারে কারও সঙ্গে আলোচনা করিনি আমি,' ফের মৃদু স্বরে বলল প্লাযা-মালিক। 'আর আমাকে কারও সবক দিতে হবে কেন, আমি কি কচি খুকী যে বুঝব না? আমাকে কী মনে

করো? এত বড় আর কঠিন একটা ব্যবসা চালাই ন্যূনতম বিবেচনা বা বুদ্ধি ছাড়াই?'

সময় ক্ষেপণের চেষ্টা চালাচ্ছে রোজা মেলিন। আকস্মিক যদি কিছু ঘটে যায়, সেক্ষেত্রে হয়তো কিং-এর ভয়ঙ্কর ইচ্ছে বাস্তবে রূপ নেবে না, কারণ প্লাযায় ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে, কিং-কে দেখেই ও বুঝে গেছে ক্যালকিনকে খুন করতে এসেছে। সার্কেল-বি বসের চাহনি, শক্ত চোয়াল, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বেঁকে যাওয়া ঠোঁট আর মারমুখী ও খুনে মানসিকতা জানান দিচ্ছে ওর অনুমান নির্ভুল।

সামান্য ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে, যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি, ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল, জোড়া পিস্তল এখানে শুধু তারই একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। সি-পির সঙ্গে রেষারেষির খেলায় প্রতি পদে পদে যার কাছে মার খেয়েছে, সেই লোকটাই যদি শেষ পর্যন্ত ওর পছন্দের মেয়েটিকে দখল করে বসে—অন্তত তাই মনে করছে কিং ব্লেযার—কীভাবে সহ্য করবে? সব সহ্য করলেও এটা মেনে নিতে পারেনি কিং, বরং ক্যালকিনের সঙ্গে রোজাকে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখে মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। এখন একটা লাশ চাই ওর। ক্যালকিনের লাশ। সুদাসলে সব পুষিয়ে নেবে। সব দেনা-পাওনা চুকে যাবে যদি ক্যালকিনের লাশ ফেলে দিতে পারে।

ট্রিগার টেনে দিতে যাবে, রোজা মেলিনের শীতল কণ্ঠে নিরস্ত হলো কিং ব্লেযার।

'কিং, হয় তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নয়তো বেহেড মাতাল হয়ে আছ,' বলল রোজা। 'নইলে যে শহরের প্রতিটি মানুষ এখন বিরুদ্ধে, সেখানে পা রাখবার দুঃসাহস তোমার হবে কেন?'

'বলে কী! আমি হচ্ছি কিং ব্লেযার, আজীবন এই শহর শাসন করেছি, এখনও বা ভবিষ্যতেও করব! আমার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর সাহস কারও আছে?' রাজ্যের তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ল কিং

ব্লেযারের কণ্ঠে। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চার পোকার খেলোয়াড়ের দিকে তাকাল সে, কিন্তু কারও দুঃসাহস হলো না। পিস্তল হাতে কিং কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে জানা আছে ওদের, এ মুহূর্তে তো স্বয়ং ইবলিশের আসর হয়েছে তার উপর। স্রেফ কাঠ হয়ে গেছে এরা, টুঁ শব্দ সরছে না মুখে। একটা বেফাঁস বাক্য কিংবা ক্ষীণ নড়াচড়া তৎক্ষণাৎ দু'তিনজনের মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। পাথুরে মূর্তির মতো এক জায়গায় অনড় বসে আছে চারজন।

'তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা ব্যতিক্রম,' ঠাণ্ডা ও নির্লিপ্ত স্বরে বলল রোজা মেলিন। 'যাকে তুমি সমান সুযোগ দিতে নারাজ। আদপে অমন পরিস্থিতি তৈরি হলে তুমি হয়তো পালিয়ে যাবে।'

মাখনে যেন ছুরি চালানো হয়েছে, একেবারে থমকে গেছে কিং ব্লেযার। আর যেই হোক, রোজা মেলিনের মুখে এমন কথা শুনবে বলে ভাবেনি। কিন্তু মুহূর্তখানেক পর নিজেকে ফিরে পেল সে, ক্রুদ্ধ স্বরে গাল বকল প্লাযা-মালিককে। 'চোপাটা বন্ধ কর্, ছেনাল মাগী, নইলে নাগরের সঙ্গে তোকেও পরপারে পাঠিয়ে দেব!'

'তুমি এসবের বাইরে থাকো, মিসেস মেলিন,' প্রায় অনুনয়ের সুরে বলল জন, বুঝতে পারছে অযথা বিব্রত হচ্ছে মহিলা, বিশেষ করে কয়েকজন পুরুষ এবং তার নিজেরই কর্মচারীদের সামনে। 'আরও একটা কাজ করবে? এখান থেকে সরে যাও, নইলে গুলিও লাগতে পারে তোমার গায়ে। কিং-এর মাথার ঠিক নেই, খেপে গিয়ে হয়তো এলোপাতাড়ি গুলি শুরু করতে পারে।'

জনের কণ্ঠ একেবারে শান্ত, অনুত্তেজিত; গম্ভীর চাহনিতে অনুরোধ ও চাপ—যেন ওর কথা মতো কাজ করে মিসেস মেলিন। মুখে বললেও বাস্তবে কথাটা বিশ্বাস করে না জন—এলোপাতাড়ি গুলি করবে কিং—কিন্তু চায় রোজা কথাটা বিশ্বাস করুক। তা হলে

ভয়াবহ বিপদের আশঙ্কা থাকে না। দুই পুরুষের গোলাগুলিতে পড়ে একজন নিরীহ মহিলা প্রাণ হারাবে—এটা ভয়াবহ অন্যায়।

পিস্তলের জাদুকর বলা চলে কিং ব্লেযারকে। এত কাছ থেকে কিংবা তিরিক্ষি মেজাজে থাকলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যেভাবে কিং-এর আঁতে ঘা দিয়ে চলেছে রোজা, খেপে গিয়ে তাকেই গুলি করে বসতে পারে কিং। এ মুহূর্তে তার পক্ষে সবই সম্ভব। সর্বস্বান্ত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে এসে পড়েছে সে। মরিয়া একজন মানুষের মতো উদ্ভ্রান্ত ও বেপরোয়া হয়ে পড়েছে, যে-কোন মূল্যে শত্রুর সর্বনাশ করতে বদ্ধপরিকর। এ ধরনের মানুষই সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। এরা না-পারে নিজ ক্ষতি বা ঝুঁকির সম্ভাবনা বিচার করতে, না-পারে পরিস্থিতির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করতে; বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হুজুগে বা আগ-পাছ না-ভেবেই চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘটিয়ে বসে, মাথা ঠাণ্ডা থাকলে যা আদপে ঘটত না।

নিজের সম্ভাবনা বিচার করছে জন। প্রায় শূন্যের কোঠায়। কিং যতই খেপে থাকুক, এমনকী ট্রিগার টিপে দেওয়ার সময় তার হাত কাঁপলেও গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম। নেহাত ভাগ্য পারে ওকে বাঁচাতে। মাত্র ত্রিশ গজ দূর থেকে কোনভাবেই মিস্ করবে না কিং ব্লেযার। অব্যর্থ তার নিশানা। সবচেয়ে বড় কথা, জনকে প্রায় নিরস্ত্র বলা চলে। হোলস্টারে জোড়া পিস্তল আছে বটে, কিন্তু কার্যত ওগুলো কোন কাজে আসছে না। উঁচিয়ে রাখা পিস্তলের বিরুদ্ধে ড্র করে জেতা সম্ভব নয়, যদি না প্রথমবার মিস্ করে প্রতিপক্ষ...শুধু তা হলেই ওর সম্ভাবনা তৈরি হবে...

উদ্বিগ্ন মুখে জনের দিকে চেয়ে আছে রোজা। মনে যতটা দুশ্চিন্তা, তার খুব কমই প্রকাশ পাচ্ছে। অস্থির ও অসহায় বোধ করছে ও। স্রেফ দাঁড়িয়ে থেকে একটা খুন দেখতে হবে—ব্যাপারটা কোনভাবে মেনে নিতে পারছে না। এক হিসাবে নিরস্ত্র জনকে গুলি করবে কিং—ঠাণ্ডা মাথায় খুনই বলা যায়।

কিন্তু জনের দুশ্চিন্তা রোজা মেলিনের নিরাপত্তা নিয়ে। কিং-কে বিশ্বাস নেই। ঘৃণা ও বিদ্বেষে দগ্ধ, ঈর্ষায় অন্ধ আর নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষত মানুষটা দুনিয়ার সমস্ত রীতি-নীতির ঊর্ধ্বে চলে গেছে। কেবল মৃত্যুই তাকে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু নিজে মরবার আগে নির্ঘাত দু'একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাবে সে। সেক্ষেত্রে মেয়ে বলে খাতির করবে না রোজাকে, বরং মহিলার প্রতি বিদ্বেষ কোন অংশে কম নয় বলে তেমন একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলাও বিচিত্র হবে না।

মৃত্যুর নৈকট্য টের পেলেও জনের এ মুহূর্তের চিন্তা রোজা মেলিনকে অক্ষত অবস্থায় রাখা। প্রায় একই চিন্তা প্লাযা মালিকের মনেও। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা এমন নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ, কর্মঠ ও আপসহীন মানুষ কখনও দেখেনি রোজা, অথচ কতই বা বয়স! এত অল্প বয়সে এভাবে ঝরে যাবে? তাও কিং ব্লেযারের মতো শয়তানের জিঘাংসার অসহায় বলি হয়ে? হওয়া উচিত নয়। জন ক্যালকিনকে বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিত ওর। সেজন্যে অস্ত্র ধরতে হবে না, জানে রোজা, হুইটির মতো চালু পিস্তলবাজকে অনায়াসে হারিয়ে দেওয়া মানুষটির দরকার একটা সুযোগ—যাতে ড্র করতে পারে সে, এমনকী উদ্যত পিস্তলের মুখেও হয়তো হারিয়ে দিতে পারে শত্রুকে—সেজন্যে একটা ডাইভার্শন দরকার! কোনভাবে যদি কিং-কে বিভ্রান্ত বা অন্যমনস্ক করা যায়!

'পাগলামি কোরো না, কিং,' অনুরোধ করল রোজা। 'এভাবে যদি জনকে মেরে ফেলো তুমি, আইনের দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই খুন হবে সেটা, কারণ জনের হাতে অস্ত্র নেই। তারচেয়ে বরং চলে যাও। যেখানেই বলবে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তুমি যা বলবে তাই করব, তোমার দাসী হয়ে যাব...'

হো হো করে হেসে উঠল কিং, ভারী মজা পেয়েছে রোজার কথায়। জনের উদ্দেশে ভ্রূকুটি করল সে। 'দেখেছ, জন, কেমন

মজে গেছে ও তোমার মধ্যে? নধর শরীরের বিনিময়ে তোমাকে বাঁচাতে চাইছে! হাহ্, মেয়েমানুষ! বিশ্বাসঘাতিনী! এদের হাড়ে হাড়ে চিনি আমি। নাহ্, রোজ, জনের প্রতি তোমার যতই অনুরাগ থাকুক, অত অল্পতে সন্তুষ্ট নই আমি। ওর প্রাণ কিনতে পারলে না। বুঝেছ, ক্যালকিন? তুমি মরবে।'

উদ্যত পিস্তলের নলের দিকে তাকাল জন। এমন পরিস্থিতিতে আগেও পড়েছে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। সামাল দিয়েছে পরিস্থিতি। মোটেও ভয় পাচ্ছে না।

'তুমি আসলে একটা কাপুরুষ, কিং,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'দেরি করছ কেন? গুলি করো!'

খুনির চোখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে রয়েছে জন। জানে মোক্ষম সময় প্রায় সমাগত। চোখ মনের কথা বলে, বিশেষ করে এমন মুহূর্তে। নিজেকে তৈরি করে ফেলেছে ও, শেষ চেষ্টা চালাবে বলে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে—ঝাঁপ দেবে সামনে। যদি কোনওভাবে নিক্ষিপ্ত বুলেট এড়ানো যায়! যদিও ব্লেযারের মতো চালু ও সেয়ানা পিস্তলবাজের গুলি এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেওয়ার সম্ভাবনা হাজারে এক ভাগ। অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে গুলি খাবে কেন? সবচেয়ে বড় কথা, গুলি লাগলেই যে সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়ে যাবে তার নিশ্চয়তা কী? বরং তার সম্ভাবনাই কম। কোন এক দিকে যদি সরে যেতে পারে, আহত অবস্থায়ও ওর পক্ষে ড্র করা সম্ভব। আর ড্র করা মাত্র পাল্টা গুলি করতে পারবে...

সার্কেল-বি বসের প্রতি নির্জলা বিতৃষ্ণা বোধ করছে জন। আদপে সব অত্যাচারীর চরিত্রই এক। এরা নিজেদের দুঃসাহসী মনে করে। আসলে যা আপেক্ষিক। দুর্বলের সামনে সাহস দেখায় আর সবলের সামনে অন্যায় সুযোগ নিতে সামান্য কুণ্ঠাও বোধ করে না। প্রাণের ঝুঁকি নেয় না কখনও।

জনকে হয়তো ড্রতে হারিয়ে দিতে পারবে, কিংবা নিশানায়ও;

কিন্তু ঝুঁকি নিতে নারাজ। হুইটি বা রেমনের মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা নেই তার মধ্যে। শত্রুর সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর হিম্মত নেই, যেখানে সমান সমান সুযোগ থাকে। অনিশ্চয়তা নিয়ে ডুয়েল লড়বার জন্যে যেমন বুকের পাটা লাগে, তেমনি দরকার হয় ইস্পাতদৃঢ় নার্ভেরও। এমন পরিস্থিতিতে বোঝা যায় একজন লোক কতটা সাহসী বা দৃঢ়চেতা, কিংবা কতটা স্নায়ুর চাপ নিতে পারে।

কিং ব্লেযারের চাহনিতে মোক্ষম সময়ের আভাস পেয়ে গেল জন। অশুভ ঝিলিক দেখা গেল চোখে, লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিল সে। 'কী জানো, ক্যালকিন, শেষ হাসিটা আমি হাসব!' হিংস্র সুরে বলল কিং। 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কীভাবে তোমাকে নিকেশ করলাম সেটা বড় ব্যাপার নয়, বরং কাজ সারাই হচ্ছে আসল কথা? এখন যদি আমার মৃত্যুও হয়, একটুও দুঃখ থাকবে না।'

পরপরই ট্রিগার টানল সে।

কিন্তু এ কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে অন্য একটা ঘটনা ঘটে গেছে, জনের দিকে অতিমাত্রায় মনোযোগ দেওয়ার কারণে খেয়াল করেনি কিং। সার্কেল-বি বসের অজান্তে জনের দিকে কয়েক কদম সরে গেছে রোজা মেলিন, কিং গুলি করতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে প্রায় ছুটল ও, একইসঙ্গে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে: 'না, তুমি এভাবে ওকে খুন করতে পারো না!'

ছুটন্ত অবস্থায় বুলেটটা আঘাত করল রোজার দেহে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল ও, থাবা দিয়ে ওকে ধরল জন। বদ্ধ জায়গায় পিস্তলের ভয়াবহ গর্জনের পরপরই চওড়া ফ্রাইং-প্যানে বৃষ্টির বড় ফোঁটা পড়বার যেমন শব্দ হয়, তেমনই একটা শব্দ হলো। স্তম্ভিত দর্শকরা দেখল জনের কোলে ঢলে পড়ল প্লাযা-মালিক।

একেবারে পাথর হয়ে গেছে কিং ব্লেযার, এমন কিছু ঘটবে সে নিজেও ভাবেনি। কাঙ্ক্ষিত নারী তারই বুলেটে বিদ্ধ হয়েছে, অথচ

শক্রুকে খুন করতে চেয়েছিল! পোকার টেবিলের দিক থেকে আসা ক্রুদ্ধ চিৎকার ওকে বিপদের আশঙ্কা জানান দিল। নিজেদের প্রাণ নিয়ে এখন আর চিন্তিত নয় এরা, বরং চোখের সামনে মহাঅন্যায় ঘটতে দেখে সাহসী হয়ে উঠেছে।

ঝটিতি সেদিকে ঘুরল কিং, দ্রুত দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল স্রেফ অনুমানের উপর। ফলাফল দেখবার আশায় থাকল না, নিজের বিপদ ষোলোআনাই উপলব্ধি করতে পারছে। গুলির শব্দে ছুটে আসবে কৌতূহলী শহরবাসী। খেপে যাবে নিমেষে, যখন জানবে ওদের অতি প্রিয় রোজা মেলিন খুন হয়েছে; এমনিতে ব্লেযারদের যতই ভয় পাক, এখন একাট্টা হয়ে যাবে এরা, ধরতে পারলে কিং ব্লেযার কেন, কাউকেই ছাড়বে না। এ ধরনের অপরাধের নগদ শাস্তি দিয়ে ফেলে উন্মত্ত মব—ধারে-কাছের কোন কটনউডে লটকে দেয়। হুজুগে ও ক্ষিপ্ত শহরবাসী কাউকে খাতির বা পরোয়া করবে না।

বিস্ময় বা বিমূঢ়তা কেউ কাটিয়ে উঠবার আগেই ঘুরে দাঁড়াল কিং, তারপর এক ছুটে বেরিয়ে এল সেলুন থেকে। পলকের জন্যে একবার তাকিয়েছে জন আর রোজার দিকে, প্লাযা-মালিকের মাথা কোলে নিয়ে বসে পড়েছে সি-পি ফোরম্যান। কিং-এর জন্যে স্বস্তি ও সুখের বিষয় সময়মতো সক্রিয় হতে পারেনি সে, বরং রোজাকে সামাল দেওয়াকে প্রথম কর্তব্য বলে মনে করেছে।

বেরিয়ে এসে, ছুটতে ছুটতে ঘোড়ার পিঠে চড়ল সে, তারপর তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

সেলুনে, রোজা মেলিনের শিয়রে হাঁটু গেড়ে বসেছে জন। কোলে তুলে নিয়েছে মেয়েটির মাথা। কণ্ঠার হাড়ের কয়েক ইঞ্চি নীচে, হৃৎপিণ্ডের সামান্য উপরে গেঁথেছে বুলেট। ক্রমে রক্তশূন্য হয়ে আসছে রোজার মুখ। পলকের দেখায় জন বুঝে গেছে লাভ হবে না, বড়জোর কয়েক মিনিট টিকবে।

চোখ মেলে তাকাল রোজা। 'অদ্ভুত একটা ব্যাপার, অথচ আমি প্রথম থেকে জানতাম কিং-এর হাতে আমার সর্বনাশ হবে!' ফিসফিস করে বলল ও, কথা বলতে আয়াস লাগছে। 'আমার জন্যে দুঃখ কোরো না, জন। তুমি খুব ভালমানুষ,' কণ্ঠ কেঁপে গেল ওর, দম আটকে গেল যেন। হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু প্রয়াসটা অন্যদের জন্যে স্রেফ অসহায়ত্ব ও বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াল। 'মেয়েরা আসলে খুব বোকা আর সেটা বুঝতেও পারে না। বিশেষ করে সময় থাকতে...' বিষম খাওয়ার মতো ঝাঁকি খেল রোজার দেহ। 'বিদায়, জন! ছেলেদের আমার পক্ষ থেকে বিদায় জানিয়ো!'

আরও কিছু বলতে চেয়েছিল বোধহয়, কিন্তু বলা হলো না। শেষ কথাগুলো একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেল, প্রায় বোঝাই যায় না। জনের কোলে নেতিয়ে পড়ল মাথাটা, এই মাত্র ওর দিকে তাকিয়ে থাকা চোখ দুটোর দৃষ্টি প্রাণহীন হয়ে পড়ল।

জন যখন উঠে দাঁড়াল, ওর মুখটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। কণ্ঠটা অস্বাভাবিক ও অচেনা শোনাল। অন্য বারকীপের দিকে ফিরে বলল: 'ওর সৎকারের ব্যবস্থা করো। আমি কিং-এর পিছনে যাচ্ছি। এখন আর ছেড়ে দেওয়া যায় না তাকে।'

দ্রুত পায়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল ও।

'আশা করছি হারামীটার উপযুক্ত ব্যবস্থাই করবে ক্যালকিন,' প্রত্যাশা করল এক খেলোয়াড়, তার ডান হাতটা অথর্বের মতো ঝুলে আছে, কিং-এর গুলি মাংস ফুঁড়ে ঢুকে গেছে বাহুতে। 'কিং যদি অত ফাস্ট না-হতো, আমি নিজেই ওকে শায়েস্তা করতাম!'

'যত ফাস্ট হোক, ক্যালকিন ঠিকই পাকড়াও করবে ওকে,' মন্তব্য করল আরেকজন। 'ওর মুখটা দেখেছ? এমন খুনে-শপথ নিতে কাউকে দেখিনি কখনও! একটা পরামর্শ দেই, ব্লেযারের কাছে যদি কেউ পাওনা থেকে থাকো, ওই টাকার আশা ছেড়ে

দেওয়াই ভাল।'

বেরিয়ে এসে স্যাডলে চাপল জন, তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দিল উপত্যকার দিকে। কিং ব্লেযারকে অনুসরণ করতে সমস্যা হবে না, কারণ একটু দূরে ছুটন্ত একটা ধুলোর মেঘ দেখা যাচ্ছে, উপত্যকা বরাবর প্রাণপণে ছুটছে সে। দূরত্বই এখন তার জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারে, আর কিছু নয়। কিং জানে একটা পাসি ধাওয়া করবে তাকে, তাই পাসি গঠন হওয়া পর্যন্ত যতটা সম্ভব উইণ্ডি থেকে দূরে সরে যেতে ইচ্ছুক।

নিগারকে ছুটিয়ে দিল জন। পিছনে, শহরে হুলস্থূল পড়ে গেছে। ছুটে আসছে লোকজন, সবার লক্ষ্য প্লাযা সেলুন। জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে কেউ কেউ, চিৎকার করে জানতে চাইছে কী ঘটেছে। জন শহর ত্যাগ করবার দশ মিনিট পর অন্তত বিশজনের একটা দল পিছু নিল, সবাই সশস্ত্র। মার্শালকে জানানোর তাগিদ বোধ করেনি এরা, নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রোজা মেলিন ওদের খুব পছন্দের মানুষ ছিল। স্বভাবতই, কিং ব্লেযারকে উচিত সাজা দিতে আগ্রহী মানুষের অভাব পড়েনি, কিংবা সিদ্ধান্ত নিতেও দেরি হয়নি, স্রেফ অস্ত্র ও ঘোড়া জোগাড় করতে যা দেরি, পরপরই ওরা যাত্রা করেছে।

যন্ত্রের মতো এগিয়ে চলেছে জন, মাথা ঠিক কাজ করছে না। একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা বজ্রাহতের মতো বিমূঢ় করে দিয়েছে ওকে, সামলে নিতে পারেনি। এমন অনর্থক মৃত্যু কেই-বা আশা করে? শূন্যতা বোধ করছে, ফাঁকা লাগছে মাথার ভিতরটা। ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ল ওর। অপূর্ব সুন্দর বুনো ফুল ফুটেছিল বনে, প্রতিবেশী এক ছেলেকে দেখল লাঠি দিয়ে পিটিয়ে চলেছে আর একটার পর একটা ফুল খসে পড়ছে মাটিতে। ফুলের সঙ্গে গাছের কচি ডগাও খসে পড়ছিল। ছেলেটার বিকৃত আনন্দ দেখে কে! অন্তত বিশটা গাছ এভাবে আক্রান্ত হলো, গাছে একটা

ফুলও থাকল না। এমন স্বার্থপর মানুষ আর কমই দেখেছে জন।

প্রকৃতির উপর অকারণ হিংস্রতা দেখে নিজেকে সামলে নিতে পারেনি ও; প্রতিবাদ করল প্রথমে, কিন্তু এরপর খেপে গিয়ে পিটাল ছেলেটাকে। এখন মনে হচ্ছে, একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে উইণ্ডিতে। প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য উপাদানকে অকালে কেড়ে নেওয়া হয়েছে যার আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। চৌহদ্দিতে খুব কম লোক পাওয়া যাবে যে রোজা মেলিনকে অপছন্দ করত, বরং তাকে রীতিমতো সমীহ ও শ্রদ্ধা করত কেউ কেউ। নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত প্রদর্শন করেছে কিং ব্লেযার, এবং এর পরিণতিতে যথাযথ শাস্তি তার পাওনা হয়েছে।

জন ঠিক করেছে পাকড়াও করবে তাকে, উইণ্ডিবাসীর কাছে নিয়ে আসবে। তারপর তারাই ঠিক করবে কী শাস্তি দেওয়া যায়। এটাই হবে যথোপযুক্ত বিচার।

'কাজটা করতেই হবে আমাদের, নিগ,' ঘোড়ার উদ্দেশে মৃদু স্বরে বলল ও। 'সেজন্যে দুনিয়ার অন্য প্রান্তে যেতে হলেও যাব।'

কান খাড়া করল প্রকাণ্ড ঘোড়াটা, নিজের দায়িত্বের প্রতি পুরো মনোযোগী হলো। খুব কমই ইচ্ছেমতো ছুটবার সুযোগ পায় ওটা, তবে এখন পেয়েছে। মনিবকে দেখিয়ে দেবে, যদিও কখনও টানা খাটায় ওকে, কিন্তু অত্যাচার করে না এবং নিজের আরামের আগে বরং ঘোড়ার কথা চিন্তা করে। চামড়ার নীচে সবল পেশির কাজ শুরু হলো, যেন কর্মক্ষম পিস্টন–দীর্ঘ পদক্ষেপে ক্লান্তিহীন এগিয়ে চলল। ধীরে ধীরে হলেও, ক্রমে দূরত্ব কমাতে শুরু করল নিগার।

জন জানে সামর্থ্যের সবটা প্রয়োগ করেনি ঘোড়াটা, বরং কিছু অবশিষ্ট রেখে দিয়েছে, গতিও পুরোপুরি কাজে লাগায়নি। এমনও হতে পারে ও কাছাকাছি গেলে হয়তো প্রাণপণে ঘোড়া ছোটাবে কিং ব্লেযার, সেক্ষেত্রে নিগারের বিদ্যুৎগতি কাজে লাগবে, মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। এখনই যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ে

ঘোড়াটা, তখন তা হলে ছুটতে পারবে না।

উপত্যকার সমতল মেঝের বুক চিরে নাক বরাবর সার্কেল-বির দিকে চলে গেছে ট্রেইলের প্রথম কয়েক মাইল। কিছুক্ষণের মধ্যে কিং ব্লেযার টের পেয়ে গেল কেউ অনুসরণ করছে। ঘাড় ফিরিয়ে পলকের জন্যে পিছনে তাকাল সে, বুঝে গেল ধাওয়া করে আসা লোকটা কে হতে পারে। ওই প্রকাণ্ড কালো ঘোড়াটা আর কারও হতে পারে না। মনে মনে তীব্র খিস্তি করল সে। ট্রেইল নির্বাচনে ভুল করে ফেলেছে, এত খোলামেলা পথ ধরে আসা ঠিক হয়নি।

'শহর ছেড়ে আসবার সময় হতচ্ছাড়া ঘোড়াটার বাঁধন খুলে দিয়ে আসিনি কেন?' নিজের উপর বিরক্তি ঝাড়ল কিং। 'কিংবা গুলি করে আসলেও হতো!'

কারণটা জানে সে। পালানোয় এত ব্যস্ত ছিল যে অনুসরণরত কাউকে ঠেকিয়ে দেওয়ার চিন্তা মাথায় আসেনি। চোখ বুজলে ফুলের মতো সুন্দর মুখটা ভেসে উঠছে মানসপটে, মায়াবী চোখে অভিযোগ আর আশাহতের যন্ত্রণা। অজুহাত খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চালাল কিং। স্রেফ দুর্ঘটনা এটা। রোজাকে গুলি করবার কোন ইচ্ছে আদপে ছিল না ওর। মেয়েটা হুট করে সি-পি ফোরম্যানের সামনে এসে দাঁড়াবে এটা আগাম অনুমান করা সম্ভব ছিল না, আর যখন ট্রিগার টেনে দিয়েছে, শেষ মুহূর্তে ওর কিছু করবারও ছিল না। স্রেফ বেকুবের মতো চেয়ে থেকেছে।

রোজা মেলিনের মৃত্যুতে ওর সক্রিয় কোন ভূমিকা ছিল না, এ বলে নিজেকে প্রবোধ দিতে পারলেও উইণ্ডির কারও কাছে ধোপে টিকবে না যুক্তিটা। ঘোড়া বা গরু চুরির চেষ্টার দায়ে যেখানে ফাঁসি হয়ে যায় লোকের, সেই দেশে মেয়েমানুষকে খুন করা মহা পাপের নামান্তর এবং এর বিচারে একটাই শাস্তি—ফাঁসি। ধরা পড়া মাত্র সবচেয়ে কাছের গাছে লটকে দেওয়া হবে ওকে। এতে কোন ভুল নেই। রোজা মেলিন একে ছিল সবার প্রিয়পাত্র,. উপরন্তু

ব্লেযার পরিবারের প্রতি পুষে রাখা দুই যুগের ক্ষোভ আর অসন্তোষ মিটিয়ে নেওয়ার এমন সুবর্ণ সুযোগ আর পাবে না উইণ্ডিবাসী; যদি উন্মত্ত মবও যাত্রা করে থাকে, মোটেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। এতদিন ব্লেযারদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলবার সাহস না-হলেও এখন ওরা জানে সার্কেল-বির সেই শক্তি বা সামর্থ্য নেই, তায় ওর বিরুদ্ধে মেয়েমানুষ খুনের অভিযোগ রয়েছে।

মনে পড়ল সেলুনে রোজাকে খুনের হুমকি দিয়েছিল। নিজের পিণ্ডি চটকাতে ইচ্ছে করছে ওর। এমন আহাম্মকি আর হয়? শেন ঠিকই বলেছিল, স্কার্টের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে ও। রোজা গুলি খাওয়ার পর এত বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল যে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। জন ক্যালকিনকে অন্তত একটা গুলি করতে পারত। ভজকট করে ফেলেছে সে। ব্লেযারদের মধ্যে শুধু সে-ই বেঁচে আছে এখন, কিন্তু প্রাণ হাতে নিয়ে এক লোকের ভয়ে ছুটছে।

একজন লোক! চকিতে বোধোদয় হলো কিং-এর। থেমে তার সঙ্গে লেনদেন চুকিয়ে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়? ডুয়েলে জন ক্যালকিনকে হারাতে পারবে নিশ্চয়ই, বিশেষ করে এখন যেহেতু মরিয়া হয়ে পড়েছে ও।

ফের পিছনের ট্রেইল নিরীখ করল কিং। কাছে চলে এসেছে কালো ঘোড়াটা। বেশ কাছে। সমস্যার কথা হচ্ছে আরও পিছনে ধুলোর মেঘ দেখা যাচ্ছে, দ্রুত এগিয়ে আসছে। অজান্তে গালির তুবড়ি ছুটল ওর মুখে। উইণ্ডির খরগোশগুলো এখন বাঘে পরিণত হয়েছে, ওদের দেবী রোজা মেলিনের খুনের প্রতিশোধ নিতে ছুটে আসছে!

'জ্বালা হলো তো দেখছি!' বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করল কিং। 'ক্যালকিনকে যদি ফেলেও দিই, ততক্ষণে আমাকে নাগালে পেয়ে যাবে ওরা।' স্পার দাবিয়ে ঘোড়ার কাছ থেকে বাড়তি গতি

আদায় করতে সচেষ্ট হলো ও।

মিনিট কয়েক তুফান বেগে ছুটল ঘোড়াটা, কিন্তু একটু পর গতি ধরে রাখতে পারল না ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দু'দিন আগে সার্কেল-বি থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর কেবল ছোটাছুটির মধ্যে কেটেছে, বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ কমই পেয়েছে ঘোড়াটা, পর্যাপ্ত দানাপানিও জোটেনি। টানা ধকল ও অযত্নের ফল পাচ্ছে এখন।

একটু একটু করে দূরত্ব কমিয়ে আনছে কালো ঘোড়াটা।

চিকন ঘাম জমছে কিং-এর কপালে। ওর ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, অথচ অনুসরণকারীর ঘোড়াটা এখনও উদ্দাম বেগে ছুটে আসছে–একই গতিতে। শহর থেকে মাত্রই যেন বেরিয়ে এসেছে, অন্তত মাইল পাঁচ পাড়ি দিয়েছে, অথচ ওটার দমে বা গতিতে সামান্য হেরফেরও হয়নি। টানা ছুটে আসছে, যেন যন্ত্র। অজান্তে শিউরে উঠল কিং ব্লেযার। যত কঠিন মানুষই হোক, এখন সাহসী হতে পারছে না সে। পালিয়ে যাওয়াই মনস্থ করেছে। উইণ্ডি শহর চিরজীবনের জন্যে নিষিদ্ধ হয়ে গেল। সার্কেল-বি ছেড়ে যেতে হচ্ছে। যাক। বয়স কম, খাটলে অন্য কোথাও ঠিক দাঁড়িয়ে যেতে পারবে। নাম-ধাম পরিবর্তন করে নিলে...কিন্তু তার আগে পিছনে ছুটে আসা শয়তানটাকে খসাতে হবে। ওকে পিছনে নিয়ে কোথাও যাওয়া যাবে না।

মরিয়া চেষ্টায় এর আশু সমাধান খুঁজে পেতে চাইল কিং। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাতে কাছাকাছি দেখতে পেল ক্যালকিনকে। এত কাছে যে চাইলে গুলি করে ফেলে দিতে পারবে ওকে। পাসি অবশ্য এখনও বেশ দূরে রয়েছে। একবার মনে হলো ক্যালকিন হয়তো গুলি করে বসবে, কিন্তু সেই গুলি এল না। আশা দেখতে পেল কিং। চট করে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল সে, শূন্য তিন খোলে তিনটা তাজা কার্তুজ ভরল।

তখনই আবার রোজা মেলিনের মুখটা ভেসে উঠল চোখের

সামনে। ধেত্তেরি! ওর কী দোষ ছিল? দোষ যদি দিতে হয় তো রোজাকে দিতে হবে, গায়ের জোরে নিজেকে বোঝাল কিং, গুলি করেছিল ক্যালকিনকে, এ অবস্থায় রোজা ছুটে এল কেন? না-এলে তো মরতে হতো না।

ক্যালকিন একেবারে কাছে চলে এসেছে। পিস্তলটা শরীরের সামনে নিয়ে এল কিং, কোলের কাছে রাখল। একটু পর ওর পাশে চলে আসবে সি-পি ফোরম্যান, চাই কী পেরিয়েও যেতে পারে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গুলি করবার সুযোগ মিলবে।

ওকে ধরে ফেলবার পর, অর্থাৎ সামনাসামনি হলে কী করবে ক্যালকিন? সমান সমান সুযোগ দেবে, অর্থাৎ ন্যায্য ডুয়েল লড়বে, না স্রেফ চরম বিতৃষ্ণার সঙ্গে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেবে কপালে, কিং নিজে যেমন করতে চেয়েছিল? না। নীতির পরাকাষ্ঠা দেখাবে ক্যালকিন। অন্যায্য সুযোগ নেবে না। মহামানব! চরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভাবল কিং, অত ভালমানুষির দাম কী? দু'জন বিপজ্জনক গানম্যান যখন ডুয়েল লড়ে, সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে নির্ধারিত হয়ে যায় ভাগ্য, চুল পরিমাণ একে অন্যের চেয়ে এগিয়ে থাকে; এ অবস্থায় ভয়াবহ মানসিক চাপের মধ্যে থাকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, না-চাইলেও ভুল করে ফেলে। কোন কিছুই যখন নিশ্চিত নয়, তখন কেন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে নিজেকে ফেলে দেওয়া, আপসে যম বাবাজীকে ডেকে আনা? তারচেয়ে কি এই ভাল নয় যার সঙ্গে ড্রতে কুলিয়ে উঠতে পারবে তাকে সমান সুযোগ দাও, আর যে তোমার চেয়ে সেয়ানে তার সঙ্গে ঘুণাক্ষরেও ডুয়েল লড়তে যেয়ো না, বরং ভিন্নভাবে তাকে নাকাল করো? ভালমানুষি বা বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে কী লাভ?

খুরের শব্দ কাছে চলে এসেছে, ড্রামের বাদ্যের মতো শোনা যাচ্ছে। কিং-এর নিজের ঘোড়াটা পর্যুদস্ত, ছন্দহীন পা ফেলছে। বড়জোর বিশ গজ দূরত্ব এখন দু'জনের মধ্যে। কিং-এর নুয়ে পড়া

কাঁধ সিধে হলো, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ধুলোমলিন মুখে রাজ্যের কাঠিন্য দেখা দিল। সামনে ব্যাটল বাটের পাদদেশে জন্মানো ঘন বনে প্রবেশ করেছে ট্রেইল। কোনভাবে যদি কালো ঘোড়া বা তার আরোহীকে অচল করে দিতে পারে, ভাবছে কিং, পাসি এখান পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই পালিয়ে যেতে পারবে নিশ্চিন্তে। একবার বুনো ও পাহাড়ি এলাকায় ঢুকে পড়লে ওর হদিশ বের করতে পারবে না কেউ। স্রেফ উধাও হয়ে যাবে। চেনা বহু জায়গা আছে ওর, যেখানে ঘোড়া মিলবে। তাজা ঘোড়া নিয়ে কেটে পড়তে পারবে···

স্যাডলে পাশ ফিরল কিং, তারপর পিস্তল তুলে পরপর দু'বার গুলি করল। পরক্ষণে শরীর নিচু করে স্যাডলের সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে ফেলল, আশঙ্কা করছে পাল্টা গুলি করবে ক্যালকিন, ঘোড়ার ঘাড়ের সঙ্গে মাথা গুঁজে দিয়েছে প্রায়। কোন গুলি ছুটে এল না, শুধু ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ আরও জোরাল হয়েছে। মৃত্যু-ঘণ্টার মতো শোনাল ওর কানে।

ফের দুই রাউণ্ড গুলি করল কিং। নিখুঁত নিশানায় গুলি করতে পারলে শান্তি পেত, কিন্তু এমন দ্রুত গতিতে ছুটন্ত অবস্থায় সঠিক নিশানা করা সম্ভব নয়। ক্যালকিনের হ্যাট বাতাসে উড়ে যেতে দেখতে পেল।

ইশ্‌শ্‌, আর এক ইঞ্চি নীচ দিয়ে যেত যদি! কপালটাই খারাপ। তিক্ত হতাশায় মুখ কুঁচকে গেল ওর। ভাগ্যটা আজ···না, আজ নয়, গত কয়েকদিন ধরে ওর সঙ্গে আনাড়িপনা করে যাচ্ছে। কোন কাজেই শতভাগ সফলকাম হতে পারছে না।

গায়ের জোরে স্পার দাবাল কিং, খেপে গেছে ঘোড়ার উপর; ক্যালকিন প্রায় ধরে ফেলেছে ওকে! স্পারের নির্দয় খোঁচায় ঝাঁপ দিল ঘোড়াটা, কয়েকটা দ্রুত পদক্ষেপ ফেলল কিন্তু বেশিক্ষণ তাল ধরে রাখতে পারল না। এ ফাঁকে আবারও স্যাডলে শরীর মুচড়ে পিছন ফিরল কিং, সময় নিয়ে নিশানা করল, চায় না এবারও গুলি

লক্ষ্যভ্রষ্ট হোক।

নিশানায় ব্যস্ত ছিল বলে দুর্ঘটনাটা এড়াতে পারল না কিং। উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটছিল ঘোড়াটা, ব্যাটল বাটের গোড়ায় পৌঁছেছে ততক্ষণে। খানাখন্দে ভরা এখানকার জমি। ট্রেইলের পাশে একটা গর্ত ছিল, তাতে পা পড়ে গেল ঘোড়ার—হাড়-ক্লান্ত বলে এড়িয়ে যেতে পারল না।

হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিং-এর পনি, আর শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলো সে। কোত্থেকে কী হলো টেরই পায়নি। নিজেকে বাতাসে ভাসতে দেখে যারপরনাই বিস্মিত হলো কিং, কিন্তু সেয়ানে মানুষ বলে দ্রুত চমক সামলে নিল; উড়ে গিয়ে পাঁচ হাত দূরে শক্ত মাটির উপর আছড়ে পড়ল সে। গতি জড়তার কারণে দুটো গড়ান খেল, শরীরের নানা জায়গায় ব্যথা অগ্রাহ্য করে যখন উঠে দাঁড়াল, হাতে ধরা পিস্তলটা রাজ্যের স্বস্তি ছড়িয়ে দিল দেহে। দৃষ্টি তুলে তাকাতে ত্রিশ গজ দূরে স্যাডলে দেখতে পেল জন ক্যালকিনকে, প্রকাণ্ড কালো ঘোড়াটা তখনও স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বাম হাতে ওটার লাগাম ধরে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে ক্যালকিন, দু'হাত দূরে পড়ে আছে কিং-এর পনি। পা মচকে গেছে ওটার।

পলকে প্রতিদ্বন্দ্বীর অবস্থা দেখে নিল কিং। এখনও ড্র করেনি ক্যালকিন! এরচেয়ে মোক্ষম সুযোগ আর পাবে না। ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত সে, গুলি করতে হলে আগে ড্র করতে হবে। অথচ কিং আছে খোলা পিস্তল হাতে, পিস্তল উঁচিয়ে স্রেফ ট্রিগার টানলেই হলো!

সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারানোর বান্দা নয় কিং। খুনে চাহনি ফুটল ওর মুখে, শক্ত হয়ে গেল চোয়াল। এক আঙুল তুলল যেন, পিস্তল সামান্য উঁচু করে নলটা জন ক্যালকিনের বুক বরাবর তাক করল। মনে মনে বলল: 'ক্যালকিন সাহেব, তোমার খেল্ খতম!'

ট্রিগার টানবার সময় বুকে তীব্র ধাক্কা অনুভব করল কিং। হলো কী!? আধ-পাক ঘুরে গেল দেহ। বেপরোয়া রাগ ও বিদ্বেষ

অনুভব করছে সে, হিংস্র আক্রোশ এতটাই যে সম্ভব হলে পুরো দুনিয়া ধ্বংস করে দিত। ভাগ্যটা কি এখনও ওর সঙ্গে বেঈমানি করছে, নইলে কেন স্যাডলে অনড় বসে আছে ক্যালকিন, যেখানে তার বুক বরাবর এইমাত্র একটা গুলি পাঠিয়ে দিয়েছে?

প্রচণ্ড অবিশ্বাস নিয়ে ক্যালকিনের হাতে পিস্তল ঝলসে উঠতে দেখতে পেল কিং ব্লেযার। একবার...দু'বার...প্রতিবার নিখুঁত নিশানায় আঘাত হানল বুলেট। বুকে তীব্র, অসহ্য ব্যথা! যেন কেউ তাল তাল মাংস কেটে নিয়ে যাচ্ছে।

মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। হাঁটু দুর্বল বোধ করছে কিং, জোর পাচ্ছে না। ফাঁকা মনে হচ্ছে মগজের ভিতরটা। জুত হয়ে মাটির উপর দাঁড়াল ও, আরেকবার ট্রিগার টানতে সচেষ্ট হলো। হারামী ক্যালকিনকে আজ শেষ না-করে মরেও শান্তি পাবে না!

ট্রিগার টানল ও, কিন্তু জানে না ওর পায়ের কাছেই মাটিতে খাবলা বসিয়েছে বুলেট। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে, শক্ত জমিন যেন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করবে ওকে–উঠে আসছে উপর দিকে। শিথিল হাতের মুঠি থেকে পিস্তলটা খসে পড়ল। বাম হাত দেহের নীচে পড়ে গেছে, আড়ষ্ট অবস্থান, কিন্তু সরিয়ে নেওয়ার তাগিদ দেখা গেল না কিং-এর মধ্যে। বিষণ্ণ ও হতাশ দৃষ্টিতে সুনীল আকাশের দিকে তাকাল সে, মাটি খামচে ধরল। তারপর গড়িয়ে উপুড় হলো। সামনে দৃষ্টি মেলতে ক্যালকিনকে দেখতে পেল, ঠিক একই ভঙ্গিতে স্যাডলে বসে আছে সে। ব্যতিক্রম শুধু হাতের পিস্তলটা। মুখে পাথুরে নির্লিপ্ততা।

তীব্র বিদ্বেষ আর ঘৃণা নিয়ে ক্যালকিনকে দেখল কিং, মানতে পারছে না নিজের পরিণতি। এই একটা মানুষের জন্যে সব কিছু হারিয়েছে সে, কী করে তাকে ক্ষমা করে?

ঘটনাস্থলে পৌঁছাল পাসি। সবে তখন পিস্তলটা হোলস্টারে ফেরত পাঠিয়েছে জন। একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে শেষবারের মতো

দেখল কিং ব্লেযারের লাশ। তখনও তার মুখে বিদ্বেষ ও ঘৃণার চিহ্ন লেপ্টে রয়েছে, কিন্তু চোখে মরা মানুষের নিষ্প্রাণ দৃষ্টি।

এদিকে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল কিং-এর পনিটা, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। দুর্বলতায় চার পা-ই কাঁপছে ওটার।

'যাক, শেষ পর্যন্ত ওকে ঘায়েল করেছ,' বলল পাসির এক সদস্য। বিতৃষ্ণার সঙ্গে লাশটা দেখল সে। 'যে যাই বলুক, ব্লেযার পরিবারের পতনটা হয়েছে করুণ ও হতাশার মধ্যে। কিং-কে দেখো না, একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা গেছে। মৃত্যুর সময় ওর সঙ্গী ছিল কেবলই ফালতু অহঙ্কার। তবে স্বীকার করতে হবে যে পুরুষ মানুষের মতো লড়ে মারা গেছে।'

লাশটা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। ভিন্নমত দেখা যাচ্ছে পাসির মধ্যে।

'ব্যাটা ধড়িবাজ!' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল একজন। 'আজীবন ছড়ি ঘুরিয়েছে আমাদের উপর! এত অত্যাচার করেছে, অথচ আমরাই কি-না আবার যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে গোর দেব ওকে!'

'ন্যায্য কথা বলেছে ডিক,' একমত হলো অন্য একজন। 'কিং আর ফিং হোক, শেয়াল-কুকুরে খুবলে খাক ওকে, এটাই ওর প্রাপ্য!'

'আমি ওকে শহরে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে,' নিজের মতামত জানাল টবিন ওয়াকার। 'হোক না অতীতে, কিন্তু উইণ্ডিতে সম্ভ্রান্ত একজন লোক ছিল সে।'

'পিছলার জন্যে একটা দুঃসংবাদ হবে এটা,' ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল একজন। 'কীভাবে নিজেকে সামাল দেবে ও? হার্ট অ্যাটাক না-হলেই হয়! আচ্ছা, মার্শালের আমাদের সঙ্গে থাকা উচিত ছিল না?'

'বলল বিকালে নাকি র‍্যাঞ্চে যাবে ও, জরুরি কাজ আছে।'

'কীসের জরুরি কাজ?' অসন্তুষ্ট স্বরে বলল একজন। 'কোন কাজেই ওকে সময়মতো পাওয়া যায় না। শহরের কথাই ধরো, গোলাগুলির অনেক পরে প্লাযায় ঢুকল ও, অথচ ওর অফিস থেকে সেলুনটার দূরত্ব বড়জোর বিশ গজ। সিস্টো এমনই। দরকারের সময় ওর বাথরুম পায়, কিংবা ঘুমিয়ে থাকে। পাশের রুমে বাজ পড়লেও শুনতে পায় না।'

'কিং-কে উইণ্ডিতে নেওয়া যাক,' নিস্পৃহ স্বরে বলল টবিন ওয়াকার। 'জেরেমি নিশ্চয়ই শেষবারের মতো ওর বসের মরা মুখ দেখতে চাইবে।' সে অবশ্য জানে না আক্ষরিক অর্থে সত্যের একেবারে কাছাকাছি বলে ফেলেছে।

সিদ্ধান্ত হয়ে গেল।

নিজের ঘোড়ার পিঠে উপুড় হয়ে শুয়ে শেষবারের মতো উইণ্ডি শহরে এল কিং ব্লেযার। ঠিক পিছনে গম্ভীর মুখে স্যাডলে বসে আছে জন ক্যালকিন, মনে পড়ে গেছে ঠিক এভাবে যুবক জ্যাক পার্কারকে এ শহরে নিয়ে এসেছিল প্রথমদিন। জ্যাককে অ্যাম্বুশ করেছিল কিং, আর ঠিক একই পরিণতি না-হলেও পনির পিঠে সামান্য ময়দার বস্তার মতো অসম্মানজনক অবস্থায় শহরে ঢুকতে হলো তাকে। নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

ছাব্বিশ

একইদিন বিকাল। নিজের কোয়ার্টারে দরজা বন্ধ করে ডেপুটি জনি মেসনরের সঙ্গে দীর্ঘ শলা-পরামর্শে বসেছে মার্শাল জেরেমি

সিস্টো। কিং ব্লেযারের মৃত্যু সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা হিসাবে দেখছে সিস্টো, ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি এমন কিছু ঘটবে।

'হারামী পাঞ্চারটা এখনও আমাদের পথে বাধা হয়ে আছে,' বিদ্বেষের সুরে বলল মার্শাল। 'যেভাবে হোক ওকে খসিয়ে ফেলতে হবে। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে তোমার সক্রিয় হওয়া উচিত, জনি।'

'উঁহুঁ, ওর ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে,' অকপটে বলল জনি মেসনর। 'ব্যাটা অতিরিক্ত ভাগ্যবান। আর পিস্তলের কথা যদি বলো, ওর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মুরোদ আমার নেই।'

'ভয় পেয়েছ, তাই না?' সিস্টোর কণ্ঠে শ্লেষ।

'নিশ্চয়ই,' এবারও নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করল অন্যজন। 'পাই বটে, এবং তুমিও ওকে ভয় পাও।'

ভুরু কোঁচকাল মার্শাল, তবে সত্যটা অস্বীকার করল না। 'তা হলে অন্য একটা উপায় বের করতে হবে,' অন্যমনস্ক স্বরে বলল সে। ঝড়ের বেগে ভাবনা চলছে মাথায়। মিনিট খানেক পর মাথা তুলল, চোখে উজ্জ্বল চাহনি। 'পেয়েছি! ...বলো তো, বুদ্ধিটা কেমন বাতলেছি?'

সব শুনে শয়তানি হাসি ফুটল ডেপুটির মুখে। 'দারুণ ফন্দি এঁটেছ, জেরেমি! কেউ তোমার দিকে আঙুল তুলতে পারবে না। নাহ্, স্বীকার করতেই হবে, ঘাড়ের উপর ওই জিনিসটায় হলুদ পদার্থ যথেষ্ট আছে তোমার, পিছলা!'

'আমার তো মনে হয় এতে কাজ হবেই,' সোৎসাহে বলল মার্শাল। 'খেলা ফাইনাল! নিশ্চিতভাবে জিতে যাব আমরা।'

'পার্কারকে হিসাবের বাইরে রাখোনি নিশ্চয়ই?'

বাতিলের ভঙ্গিতে বাতাসে একটা হাত নাড়ল মার্শাল। 'জন ক্যালকিন না-থাকলে ওকে সামলানো পানির মতো সহজ কাজ হবে। চলো, এবার কাজ শুরু করি গে।'

দুপুরের ঘটনার পর থেকে প্লাযা বন্ধ রয়েছে। স্বভাবতই, লাকি চান্স আর ছোটখাট অন্য সেলুনে ভিড় করেছে হুইস্কিখেকো তৃষ্ণার্তরা। একে একে সবগুলো সেলুনে ঢুঁ মারল দুই অফিসার, কোন কোনটায় কয়েকবার গেল, খদ্দেরদের সঙ্গে আলাপে লিপ্ত হলো। চুটিয়ে আড্ডা মারবার ফাঁকে ওদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করল। সবখানে আলাপের বিষয় এখন একটাই–আজকের দিনের ঘটনাবলী। বলা বাহুল্য, দুই ল-ম্যানের দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রস্তাবে কোন ভিন্নতা নেই।

ব্লেযার যেহেতু মারা গেছে, তার নাম ব্যবহার করতে দোষ কোথায়? সরাসরি বলেনি মার্শাল, কিন্তু এমনভাবে বলেছে যাতে শ্রোতার মনে সন্দেহ হয় যে স্রেফ ঘটনাচক্রে দোষী সাব্যস্ত হচ্ছে ব্লেযার–আপাতদৃষ্টিতে যতটা দোষী মনে হয়, আদপে হয়তো তা নয়। এমিলি পার্কারের অপহরণের ঘটনার অন্তরালে ভিন্ন একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাল মার্শাল–সি-পি র‍্যাঞ্চের এক অংশে বৈধ মালিকানা ছিল কিং-এর, যদিও তার দাবি আদালতে বা অন্য কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিন্তু প্রাপ্য অংশের দখল বুঝিয়ে দিতে যাতে বাধ্য হয় সি-পি–কোনরকম রক্তপাত ছাড়া–একটু ভিন্ন পথে অর্থাৎ এমিলিকে অপহরণ করে পার্কারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল কিং।

'সন্দেহ নেই গর্হিত কাজ করেছে কিং, এভাবে কোন মেয়েকে আটকে রাখা উচিত নয়,' নিরীহ সুরে স্বীকার করল সিস্টো, কিন্তু একইসঙ্গে এমন ভাব করল যেন আদপে কারও পক্ষ অবলম্বন করছে না, বরং অন্তত এ বিষয়ে নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকতে চায় সে। 'কিন্তু সেজন্যে সার্কেল-বিকে এভাবে গুঁড়িয়ে দিতে পারে না পার্কার।'

মার্শাল সিস্টোর মতে রোজা মেলিনের অপমৃত্যুর নেপথ্যে কিং ব্লেযার নয়, বরং জন ক্যালকিনেরই দায় বেশি। আদপে এটা

দুর্ঘটনা হলেও এর দায়-দায়িত্ব ক্যালকিনের উপর বর্তায়। আগেই সে ঘোষণা করেছিল ব্লেযারকে দেখামাত্র গুলি করবে। স্বভাবতই, মরিয়া হয়ে পড়া কিং প্লাযা সেলুনে কোণঠাসা করে ফেলে জন ক্যালকিনকে। তারপর নিজের পছন্দের মেয়েকে, যাকে মনে মনে পূজা করত কিং–কথাটা বলবার সময় অবশ্য মনে মনে এক চোট হেসে নিয়েছে মার্শাল–তাকেই ঘটনাচক্রে খুন করে ফেলায় হতাশ হয়ে পড়ে সে, সব অগ্রাহ্য করে পালিয়ে যায় উইণ্ডি থেকে। পিছু নেয় ক্যালকিন। অপেক্ষাকৃত তাজা ও শক্তিশালী ঘোড়া থাকায় কিং-কে ধরে ফেলে।

'তারপর কী ঘটল?' জানতে চাইল মার্শাল, নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিল। 'খুন হয়ে গেল কিং ব্লেযার, যাকে সমস্ত কাউণ্টিতে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ বন্দুকবাজ হিসাবে চিনতাম আমরা, ওর টিপ কখনও ব্যর্থ হয়নি। ওই ডুয়েলের সাক্ষী নেই কেউ, সি-পি ফোরম্যান যা বলেছে তাই বিশ্বাস করতে হচ্ছে, কারণ আসল ঘটনার কয়েক মিনিট পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পাসি এবং গিয়ে দেখেছে মরে পড়ে আছে কিং। পিস্তলে ব্লেযারের দক্ষতা সম্পর্কে কম-বেশি সবাই জানে। ক্যালকিনও নিজের কারিশমা দেখিয়েছে, কিন্তু কথা হচ্ছে যেখানে কিং-কে তিন তিনটা বুলেট লাগিয়েছে সে বিনিময়ে একটা আঁচড়ও কি ওর শরীরে লাগাতে পারেনি কিং? যে যাই বলুক, আমি অন্তত বিশ্বাস করতে পারছি না এত সহজে পটল তুলবে কিং। মরিয়া একজন লোক মরবার আগে মরণকামড় দেয়।'

দেদার হুইস্কির প্রভাবে মার্শালের কথা কারও কারও কাছে যৌক্তিক ঠেকল, অন্তত হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। মাথা নেড়ে সায় জানাল কয়েকজন। নানা ধরনের মানুষ বাস করে এ শহরে, তাদের কারও কারও যে ব্লেযারদের প্রতি সমীহ বা দুর্বলতা ছিল না তা বলা যাবে না। সার্কেল-বির দোর্দণ্ড প্রতাপের

প্রতি অনেকেরই নীরব সমর্থন ছিল। তা ছাড়া, "উড়ে এসে জুড়ে বসা"-র ধান্ধায় থাকা বহিরাগতদেরও ভাল চোখে দেখে না কেউ।

রাত বাড়তে থাকল আর কথা চালাচালি চলতে লাগল। মাঝ রাতের সময় দেখা গেল বেশিরভাগ মানুষ এখন গত হয়ে যাওয়া সার্কেল-বি মালিকের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছে এবং তার খুনির প্রতি বিতৃষ্ণা ও অসন্তোষ বোধ করছে। আলাপ-আলোচনায় ক্রমে রঙ চড়ল আসল ঘটনায়, এক মুখ থেকে অন্য মুখ হয়ে প্রায় বদলে গেল মার্শালের ভাষ্য। একসময় দেখা গেল কেউ বলতেই পারছে না আদপে এ ধরনের আলাপ কে শুরু করেছিল, বা কিং ব্লেয়ার সম্পর্কিত আনকোরা এসব তথ্য তাদের কে জুগিয়েছে।

দুই ল-ম্যানের কাজের ফলাফল পরদিন সকাল নাগাদ দেখা গেল। সাতসকালে সি-পি র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে উদয় হলো এক তরুণ। বড়জোর পনেরো হয়েছে বয়স, মুখে বয়ঃসন্ধির ফুটকি দাগ এখনও বিদায় নেয়নি। স্যাডলে অস্থির ভঙ্গিতে বসে আছে, অধৈর্য চাহনি চোখে। কোমরে পিস্তল রয়েছে ছেলেটার, কিন্তু গানবেল্ট বাঁধবার ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় এখনও অভ্যস্ত হয়নি।

'কেউ আছ?' জড়ানো, আড়ষ্ট স্বরে হাঁক ছাড়ল তরুণ।

মালিকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল জন, মাত্রই পোর্চে উঠে এসেছে। ডাক শুনে আগ্রহ নিয়ে তাকাল ছেলেটার দিকে। উসখুস করতে থাকা তরুণ বা তার হাড় জিরজিরে বুড়ো ঘোড়াটা নজর এড়ায়নি ওর।

'রাউণ্ড-আপের জন্যে এখনও লোক নেওয়া শুরু করিনি আমরা, সান,' মৃদু স্বরে বলল জন।

বিভ্রান্ত দেখাল তরুণকে। 'আমি তো সেজন্যে আসিনি...' বলেও কথা ঘুরিয়ে নিল সে, তড়িঘড়ি করে বলল: 'তোমাকে নিয়ে যেতে মার্শাল পাঠিয়েছে আমাকে।'

নির্জলা আমোদ ফুটল জনের মুখে, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে

মাথার উপর দু'হাত তুলল ও, প্রায় আতঙ্কের সুরে বলল: 'গুলি করে বোসো না, আমি আপসেই যাব,' প্রতিশ্রুতি দিল ও। 'ডেপুটি হিসাবে বয়সটা একটু কমই হয়ে গেছে, তাই না, কার্ল?'

'তামাশা বাদ দাও তো,' গম্ভীর স্বরে বলল তরুণ, তোবড়ানো হ্যাটটা ভাল করে মাথায় বসিয়ে দিল। তখনই বারান্দায় পা রাখল মাইক পার্কার। 'কিং ব্লেয়ার আর মিসেস মেলিনের মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত হবে,' সি-পি মালিকের ভুরু কুঁচকে উঠতে দেখে ব্যাখ্যা দিল তরুণ। 'কিং-এর ব্যাপারে আমার কোন দুঃখ নেই, কিন্তু মিসেস মেলিন সবসময়ই আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত। এমন চমৎকার মহিলা দেখা যায় না...'

'বেশ তো, সান, একসঙ্গে যাব আমরা,' জনের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি পড়তে অসুবিধা হলো না র‍্যাঞ্চারের। 'নাস্তা করেছ?'

'সেই ভোর বেলা খেয়েছি,' অপ্রতিভ স্বরে স্বীকার করল কার্ল ওয়িদার্স। 'পেট খালি হয়ে গেছে এরইমধ্যে।'

'তুমি বরং ঘোড়াটা রেখে কুকের কাছে চলে যাও,' সহাস্যে বলল পার্কার। 'এক সকালে দু'বার নাস্তা খেলে তোমাকে গালমন্দ করবে না কেউ। তরুণ বয়সই তো পেট পুরে খাওয়ার সময়!' ফোরম্যানের দিকে ফিরল সে এবার। 'ব্যাপার কী, বুঝতে পেরেছ কিছু?'

গম্ভীর, ভাবলেশহীন দেখাচ্ছে জনের মুখ। 'এমন কিছু হতে পারে আশা করেছিলাম। শেষ ধাপ্পাটা দিচ্ছে পিছলা। ভাবছি ওর চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করব।'

'বেন সহ আরও ছয়-সাতজনকে তৈরি হতে বলো,' নির্দেশ দিল র‍্যাঞ্চার। 'আমাদের সঙ্গে যাবে। লুস কোথায়?'

'মিস্ এমিলির সঙ্গে রাইড করতে গেছে,' বলল জন, আশঙ্কা করছে এখনই বিস্ফোরিত হবে র‍্যাঞ্চার।

কিন্তু তা ঘটল না। স্রেফ মাথা ঝাঁকাল পার্কার। 'মনে হয়

ওকে ছাড়াই কাজ চালিয়ে নিতে পারব আমরা। কী জানো, জন, ছেলেটার ব্যাপারে প্রথম থেকে ভুল ধারণা করে বসেছিলাম। এর উল্টোটা যে ঘটতে পারে, কখনও আমল দেইনি। এটা রীতিমতো অন্যায় হয়েছে। অথচ কখনও কখনও লুস আমাকে জ্যাকের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।'

মনে মনে হাসল জন, তবে মুখে কিছু বলল না। এক্ষেত্রে চুপ করে থাকাই সমীচীন।

উইণ্ডিতে কোর্ট-হাউস নেই। জনগুরুত্বপূর্ণ কোন মীটিং হলে সেটা হয় লাকি চান্স সেলুনের লাগোয়া বিশাল এক কামরায়। কামরাটা আসলে তৈরি করা হয়েছিল ড্যান্স হলের কথা চিন্তা করে। শহরে ঢুকে উৎসুক মানুষের ভিড় সেখানে আবিষ্কার করল সি-পি র‍্যাঞ্চ থেকে আসা বাহিনী। বসবার জন্যে কয়েকটা বেঞ্চি আনা হয়েছে বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলো অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে; বেশিরভাগ লোক দাঁড়িয়ে আছে। বার থেকে ধার করে আনা এক টেবিলে বসেছে মার্শাল জেরেমি সিস্টো, পাশে ডেপুটি জনি মেসনর। দর্শকদের দিকে ফিরে বসেছে ওরা।

জন ক্যালকিনকে সঙ্গী সহ প্রবেশ করতে দেখে গম্ভীর হয়ে গেল মার্শালের মুখ। 'মর্নিং, পার্কার,' নিস্পৃহ স্বরে শুভেচ্ছা জানাল সে। 'তরুণ সেনা-দলটাকে সঙ্গে আনা কি জরুরি ছিল?'

চারপাশে তাকাল র‍্যাঞ্চার, কথাটা যেন ধরতে পারেনি। 'সেনা কোথায়? এখানে আসবার তোমার যতটা অধিকার আছে, ঠিক ততটাই রয়েছে আমার ছেলেদের। ওরা এলে সমস্যা কীসের, বলো তো?'

'না, কোন সমস্যা নেই,' সামান্য অধৈর্য শোনাল মার্শালের কণ্ঠ। 'শহরের দু'জন সম্মানিত ও নামী মানুষের মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত বা শুনানী অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে।'

'এদের একজন ছিল জোচ্চোর এবং ডাকাত,' টানটান স্বরে বলল পার্কার।

'মরা মানুষের ব্যাপারে এভাবে মন্তব্য করা ঠিক শোভনীয় নয় বোধহয়,' একই সুরে জবাব দিল মার্শাল। 'সত্যি কথা হচ্ছে, তথ্য-প্রমাণ যা মিলেছে তাতে মনে হচ্ছে কিং ব্লেযারকে আমরা যতটা খারাপ ভাবতাম আদপে তত খারাপ ছিল না সে।'

'তাই? তা হলে নিশ্চয়ই অনেক নিকৃষ্ট ভাবতাম ওকে আমরা? যাক্‌গে, তোমার ধোলাইকর্ম শুরু করো। দেখা যাক, ব্লেযারদের চরিত্র থেকে কতটা কালিমা মুছতে পারো!'

'প্রথমে তোমার ফোরম্যানের কাছ থেকে গতকালের ঘটনা শুনব আমরা,' প্রস্তাব করল জেরেমি সিস্টো।

সংক্ষেপে গল্পটা বলল জন। সহজ কথায়, কোন কিছু বাদ না-দিয়ে, আবার বাড়তি শব্দও প্রয়োগ করল না।

সব শুনে সন্তুষ্টি দেখা গেল মার্শালের ধূর্ত চোখে। 'তুমি তা হলে স্বীকার করছ রোজা মেলিনের খুন ইচ্ছাকৃত ছিল না?'

'নিশ্চয়ই। গুলিটা আমার উদ্দেশে করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ছুটন্ত মিসেস মেলিনের শরীরে বিঁধে ওটা।'

গম্ভীর চেহারায় নড করল মার্শাল। 'জানতাম,' শেষে বলল সে।

'তোমার মতো আর সবাইও তাই জানে, বোকার হদ্দ!' তপ্ত স্বরে বলল পার্কার, মার্শালের হামবড়া ভাব দেখে বিরক্তি বোধ করছে।

মুখ টিপে হাসল কেউ কেউ। পিছলাকে জনসমক্ষে হেনস্তা হতে দেখে আনন্দ পাচ্ছে।

'মিসেস মেলিন কেন তোমাকে রক্ষা করতে চেয়েছে?' মার্শাল সিস্টোর পরবর্তী প্রশ্ন।

'আমার মনে হয় ওর চিন্তা ছিল কিং-কে ঘিরে, চায়নি ঠাণ্ডা

মাথায় একটা খুন করুক সে। খোলা পিস্তল হাতে প্লাযায় ঢুকেছিল কিং। প্রথম থেকে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছিল, এবং সেটা অন্যায্য।'

'দেখা হওয়া মাত্র ওকে গুলি করবার হুমকি দিয়েছিলে তুমি।'

'মোটেও সত্যি নয় কথাটা।'

শ্রাগ করল জেরাকারী। 'তুমি বলেছ কিং পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু তখনও তুমি ড্র করোনি, বরং ঘোড়া সামাল দিতে ব্যস্ত ছিলে। আমাদের জিজ্ঞাসা হচ্ছে কিং ব্লেযারের মতো চালু ও দক্ষ পিস্তলবাজ তোমার শরীরে একটা বুলেটও গাঁথতে পারল না, অথচ তুমি তাকে তিন তিনবার ফুটো করেছ। এটা বিশ্বাস করবার মতো? নাকি বলবে আদপে কিং পিস্তলে মোটেই চালু নয়?'

'তুমি কি বলতে চাইছ আমি ওকে ন্যায্য সুযোগ দিইনি?'

মাথা ঝাঁকাল মার্শাল। 'পিস্তলে দু'জনের সম্ভাব্য দক্ষতা হিসাব করলে ব্যাপারটা তেমনই ইঙ্গিত করে। তবে যেহেতু কোন সাক্ষী ছিল না, তাই আমরা ধরে নিচ্ছি...'

'প্লাযায় আমাকে কতটা সুযোগ দিয়েছিল সে?' মার্শালকে থামিয়ে দিল জন। 'মিসেস মেলিন সামনে এসে না-পড়লে আমিই খুন হতাম। ব্যাটল বাটের গোড়ায়, কিং-এর কাছাকাছি পৌঁছাতে চারটা গুলি করেছে আমার উদ্দেশে, অথচ সাবধান করে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। একটা আমার হ্যাট ফুটো করেছে।

'আসলে তোমার চালু পিস্তলঅলার তখন মাথা ঠিক ছিল না। ন্যায্য সুযোগ দেওয়ার ইচ্ছে থাকলে সে এভাবে চড়াও হতো না, কিংবা পালিয়েও যেত না। যে নিজে কাউকে সুযোগ দেয় না, সে অন্যের কাছে তা আশা করে কীভাবে?'

'তারমানে তুমি ওকে দাওনি?'

'যথেষ্টরও বেশি সুযোগ পেয়েছে কিং ব্লেযার। যা ঘটেছে তাই বলেছি। পারলে প্রমাণ করো আমি ওকে খুন করেছি। স্রেফ তত্ত্ব-কথা বা সম্ভাব্যতা বিচার করে কাউকে অভিযুক্ত করা যায় না।'

'বুঝলাম তুমি ওকে খুন করেছ ন্যায্য সুযোগ দিয়ে। ধরে আনলে না কেন, যেখানে জানোই যে মিসেস মেলিন দুর্ঘটনাক্রমে মারা পড়েছে, তাকে খুন করবার আদৌ কোন ইচ্ছে ছিল কিং-এর?'

'তোমার কি ধারণা, আমার ওকে অভিনন্দন জানানো উচিত ছিল?' বিদ্রূপের স্বরে জানতে চাইল জন, মজা পাচ্ছে মার্শালের প্রহসনে। তবে আপাতত তার নিয়মে খেলে যাওয়ার চিন্তা করছে, অন্তত কিছুক্ষণ। হাসিটা মুছে গেল ওর মুখ থেকে, গম্ভীর শোনাল কণ্ঠ। 'শোনো, সিস্টো, ওটা ছিল আমাকে খুন করতে ব্লেযারের চতুর্থ প্রচেষ্টা। প্রথমে গানম্যান হুইটিকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু সে ব্যর্থ হওয়ায় কৌশল বদল করে কার্লকে পাঠাল। ডার্ক ক্যানিয়নে আমাকে অ্যাম্বুশ করল কার্ল, পরিণতিতে আরেকটু হলে লুসকে তুমি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিচ্ছিলে। আর তৃতীয়বার ব্লেযারের সাবেক এক ক্রু, তোমার পাশে বসা জনি মেসনর স্লুইসের কিনারা থেকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দিয়েছে আমাকে। শুধু তাতেই সন্তুষ্ট হয়নি, বরং আমার সঙ্গী হিসাবে দুটো গুলিও পাঠিয়ে দিয়েছিল।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ডেপুটি। 'ডাহা মি...'

'খাঁটি সত্যি কথা,' তীক্ষ্ণ স্বরে তাকে থামিয়ে দিল জন। 'এবং তুমিও জানো সেটা। সাহস থাকলে কথাটা শেষ করো, আমাকে মিথ্যুক বলো!'

অপেক্ষা করাই সার হলো, মুখের উপর জনকে মিথ্যুক বলবার হিম্মত নেই জনি মেসনরের। মরিয়া চেষ্টায় মুখ স্বাভাবিক রাখতে চাইছে সে, প্রসঙ্গটা পাল্টে গেলে বাঁচে।

'সবচেয়ে বড় কথা, মিস্ পার্কারকে অপহরণ করেছিল কিং,' যুক্তি দেখাল জন। 'তোমার সাধু কিং ব্লেযার কী মনে করেছিল জানি না, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই সেটাকেও অভিনন্দন জানানোর মতো কাজ বলবে না?'

'দূর! মিস্ পার্কারের বিপদের কোন সম্ভাবনাই ছিল না,' নতুন তথ্য জোগাল মার্শাল। 'পার্কারের কাছ থেকে পাওনা আদায় করতে ওকে ব্যবহার করছিল কিং।'

দু'পা এগিয়ে গেল পার্কার, রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ। 'তুমি ডাহা মিথ্যে কথা বলছ, পিছলা!' খেপা স্বরে বলল সে। 'সার্কেল-বির কাছে আমার যা দেনা ছিল, তার বিনিময় মূল্য হচ্ছে স্রেফ একটা বুলেট। আমার কাছে খবর পাঠিয়েছিল কিং, বলে দিয়েছিল পুরো র‍্যাঞ্চ যদি লিখে না-দিই তা হলে আমার মেয়েকে ক্রুদের হাতে তুলে দেবে সে।'

তথ্যটা শুনে বিস্ময় আর বিতৃষ্ণার প্রবাহ বয়ে গেল দর্শকদের মধ্যে। অশিক্ষিত, রুক্ষমনা বা বৈরী হতে পারে মানুষগুলো, কিন্তু মেয়ে বা মহিলাদের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা বোধ করে সবাই, কোন ভদ্রমহিলার কখনও অসম্মান বা ক্ষতি করে না কিংবা কেউ করলে সেটা সহ্যও করে না। এটাই পশ্চিমের সাধারণ মানুষের রীতি।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে টের পেয়ে দ্রুত সক্রিয় হলো মার্শাল জেরেমি সিস্টো। কিং ব্লেযারের প্রতি সাধারণ মানুষের অসন্তোষ বা বিতৃষ্ণাকে এখনই নির্মূল করতে হবে, নইলে শেষ পর্যন্ত ওর নিজের লক্ষ্য পূরণ হবে না।

'নির্জলা ধাপ্পা এটা,' আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলল মার্শাল। 'কিং চেয়েছিল কোন রক্তপাত ছাড়াই তুমি পরাজয় স্বীকার করে নাও। তোমাকে বাধ্য করতে তোমার মেয়েকে ব্যবহার করেছে সে, এটা ওর দোষ হয়েছে মানি, কিন্তু এমন কোন মহাপাপ নয় যে দলবল নিয়ে ওর র‍্যাঞ্চ নির্মূল করে দিতে হবে। যাক্‌গে, আমরা আসল প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি। আমি বলতে চাই: ক্যালকিন উইণ্ডিতে পা রাখবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঝামেলার শুরু হয়েছে, আগে যাও-বা সহ্যের মধ্যে ছিল, ক্যালকিন আসবার পর সেটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। সবকিছু ক্যালকিন-কেন্দ্রিক ঘটছিল। গতকাল

বোধহয় তার চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটেছে। এমন একজন বিপজ্জনক মানুষ এলাকায় চাই না আমরা। সামগ্রিক শান্তি রক্ষার্থে ক্যালকিন উইণ্ডি ছেড়ে চলে যাবে। পার্কার, র‍্যাঞ্চে নতুন একজন ফোরম্যান নিয়োগ দেবে তুমি।'

'তারমানে তুমি ওকে তাড়িয়ে দেবে?' তির্যক সুরে জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার। 'সি-পির মালিক হলে কবে থেকে? আমার র‍্যাঞ্চে আমি যাকে খুশি রাখব, তাতে তোমার কী?'

উঠে দাঁড়াল মার্শাল, ইঁদুরের মতো চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। ভিতরে ভিতরে খেপে গেলেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হলো। 'এদ্দিন ব্লেযাররা কর্তৃত্ব ফলিয়েছে এ শহরে, যা খুশি তাই করেছে। ওদের কথায় চলেছে শহর। এখন কি তুমি শুরু করবে? আমার মনে হয় না সাধারণ মানুষ সেটা মেনে নেবে!'

উপস্থিত দর্শকদের অসন্তোষজনিত হৈচৈ জানিয়ে দিল ঠিক জায়গায় টোকা দিয়েছে সে। অসন্তোষের চোরা স্রোত বইছে প্রায় সবার মধ্যে, চাপা স্বরে অগ্রিম প্রতিবাদও করছে কেউ কেউ। জন খেয়াল করেছে এ পরিবর্তন, বুঝল আবারও সুকৌশলে কর্তৃত্বের দখল নিয়ে ফেলছে মার্শাল। ঘরে উপস্থিত মানুষগুলো একেবারে সহজ-সরল, কোন কিছু গভীরভাবে ভেবে দেখে না কিংবা ঘটনার নেপথ্যের কারণও খুঁজতে যায় না; অল্পতে আবেগতাড়িত হয়, কিন্তু নিজেদের স্বাধীনতা বা অধিকার হারাতে রাজি নয়। উইণ্ডি শহরে ব্লেযারদের অপশাসনের পর এখন যেহেতু অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ করবার সুযোগ এসেছে, পার্কারকে কর্তৃত্ব করবার মওকা তারা দেবে না। যে-কোন সময়ে এরা সংগঠিত হয়ে যাবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে, এবং তারপর সিদ্ধান্তটা বাস্তবে পরিণত করবে। বহু দিন ধরে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট লোকজনকে কৌশলে উস্কে দিয়েছে ধূর্ত মার্শাল।

মাইক পার্কারের দিকে নজর চালাল জন। র‍্যাঞ্চারের মুখ

দেখে বোঝা যাচ্ছে সঙ্গে আরও লোক আনেনি বলে আফসোস করছে এখন। আদপে উইণ্ডিতে প্লেয়ারদের মতো জোর-জবরদস্তি চালানোর কোন ইচ্ছে না-থাকলেও পার্কার টের পাচ্ছে লোকজন ঠিক তেমন আশঙ্কাই করছে এবং যে-কোন মূল্যে তা ঠেকাবে।

পরিস্থিতি সংঘাতের দিকে মোড় নিতে পারে, অন্তত তাই মনে করছে জন। অগত্যা ভিন্ন পথ ধরল। 'এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে কতক্ষণ সময় দেবে আমাকে, মার্শাল?' জানতে চাইল ও।

সি-পি র‍্যাঞ্চাররা নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। জন বলছে কী! ছুঁচোমুখোটা অন্যায় একটা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল আর তাতে রাজি হয়ে গেল জন? এদিকে উল্লাস চেপে রাখতে পারছে না মার্শাল, ভিতরে ভিতরে সন্তুষ্ট ও পুলকিত সে। এবার কায়দা করা গেছে! এত সহজ বিজয় ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি। যে ধাপ্পা আদৌ দেবে কি-না ভাবছিল, তাই ট্রাম্প কার্ড হিসাবে কাজ দেখিয়েছে।

মনে মনে একচোট হেসে নিল সিস্টো। 'সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় পাবে তুমি,' কণ্ঠকে যতটা সম্ভব নিরাবেগ রাখবার চেষ্টা চালাল ও। 'এরপর যদি তোমাকে শহর বা চৌহদ্দিতে দেখা যায়, আমার মনে হয় সেটা চিরস্থায়ী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

কেউ একজন হেসে উঠল কথাটা শুনে। কিছু বলতে মুখ খুলল বেন ব্লকার, কিন্তু ফোরম্যানের চোখে চোখ পড়তে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। কামার টবিন ওয়াকার এগিয়ে এল কয়েক পা, কিছু বলবে বোধহয়, কিন্তু জন মাথা নেড়ে নিষেধ করতে পিছিয়ে গেল সে।

দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জন, বেল্টে দু'হাতের দুই বুড়ো আঙুল গাঁথা। আয়েশী ভঙ্গিতে পুরো কামরার লোকজনকে দেখল, নিস্পৃহ দেখাচ্ছে মুখ—তল্পিতল্পা গোটানোর নির্দেশ পেয়ে অখুশি হলেও সেটা দারুণ সাফল্যের সঙ্গে হজম

করে ফেলেছে। এ মুহূর্তে সামনে বসা বা দাঁড়ানো অপেক্ষমাণ মানুষগুলোকে নীরবে দেখছে ও। এদের অনেকেই বেপরোয়া বা কখনও কখনও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, কেউ বা অতিরিক্ত ঈর্ষাপরায়ণ, কিন্তু এখন প্রত্যেকের চোখে কৌতূহল। ক্যালকিনকে ওরা দেখে এসেছে কুশলী ও মারকুটে মানুষ হিসাবে, পিস্তলে যার দক্ষতা প্রশ্নাতীত; সার্কেল-বির সঙ্গে সি-পির যুগব্যাপী লড়াইয়ের সমাপ্তিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে সে, জন না-থাকলে মাইক পার্কার আজ বিজয়ী হতে পারত কি-না সন্দেহ। মার্শালের সঙ্গে যেখানে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বার কথা, যাকে নিতান্ত অবজ্ঞা আর বিতৃষ্ণার সঙ্গে দেখে এসেছে ক্যালকিন, তার কথায় আপসে শহর ছেড়ে যাবে—ব্যাপারটা বিস্ময়কর। শহরবাসীর অসীম আগ্রহ চলে যাওয়ার আগে কী করে সে, বিশেষ করে এখানে যতক্ষণ উপস্থিত আছে।

পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সময় নিয়ে সিগারেট রোল করল জন। ধরাল। জ্বলন্ত দেয়াশলাইয়ের কাঠি মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে চাপা দিল ও, তারপর সিধে হয়ে দাঁড়াল যেন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

'যথেষ্ট সময়, মার্শাল,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল জন। 'এ সময়ের মধ্যে যে-কাজ নিয়ে এখানে এসেছি তা অনায়াসে শেষ করতে পারব।' ভেস্টের লেপেল সরিয়ে ভিতরে শার্টের পকেটে গাঁথা ধাতব একটা তারা দেখাল। 'এটা কী, নিশ্চয়ই জানো সবাই?' জানতে চাইল ও।

জানে সবাই। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে বেশিরভাগ দর্শক। উইণ্ডিতে কেন এসেছে একজন টেক্সাস রেঞ্জার?

অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া হয়েছে মার্শাল সিস্টোর। ভূত দেখবার মতো চমকে গেছে সে। জানে তার ক্ষমতার সীমিত গণ্ডির তুলনায় একজন রেঞ্জারের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব অনেক বেশি। মুখটা পাংশুর

মতো হয়ে গেছে, চমক সামলে নিতে পারেনি এখনও, আদপে বিশ্বাসই করতে পারছে না। ক্যালকিনের কথায় মনোযোগ নেই তেমন, অন্যমনস্ক ভাবে শুনে যাচ্ছে ফোরম্যানের কথা—এখানে আসবার কারণ জানাচ্ছে সে—ব্লেযারদের কুকীর্তির খবর শত মাইল দূরে থাকা গভর্নরের কান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং তিনি নিজ থেকে অগ্রণী হয়ে জনকে রেঞ্জার হিসাবে নিয়োগ দিয়ে তদন্তে পাঠিয়েছেন। বলা বাহুল্য, ব্লেযারদের শায়েস্তা করবার, অর্থাৎ উইণ্ডি এবং এর চৌহদ্দিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ক্যালকিনকে।

সব শুনবার পর স্বস্তি বোধ করল মার্শাল জেরেমি সিস্টো। বুক থেকে ভারী বোঝার মতো জগদ্দল পাথরটা নেমে গেছে। কী দুশ্চিন্তাই না করছিল এতক্ষণ। নিজের দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে জন ক্যালকিন। ব্লেযারদের শায়েস্তা করা গেছে, ব্যাটল বাট গ্যাং নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে, ক্যালকিনকে অত ভয়ের কিছু নেই আর। *সে তো আমাকে ধরতে আসেনি*, আনমনে ভাবল সিস্টো।

'প্রথমে আমার কাছে এসে পরিচয় দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত,' স্বরূপে আবির্ভূত হলো মার্শাল, চাপা অসন্তোষ প্রকাশ পেল কণ্ঠে। 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম।'

স্মিত হাসল জন। 'তুমি আমাকে নিজের অজান্তেই সাহায্য করেছ, তবে সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানানো হয়নি। কার্ল ব্লেযারের মাথায় যখন পিছন থেকে গুলি করলে...'

স্প্রিং-এর মতো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মার্শাল। 'কী বলছ! কার্লের মাথায় আমি গুলি করব কেন? কখনই বা করলাম কাজটা? তোমার সঙ্গে কার্লের মারপিটের সময় সেলুনে ছিলাম আমি, বহু মানুষ দেখেছে।'

'হ্যাঁ, ছিলে, তবে কার্ল বেরিয়ে যাওয়ার আগেই সেলুন থেকে

বেরিয়ে গেছ,' শুধরে দিল জন, মার্শালের প্রতিবাদ গ্রাহ্য করল না। 'বেরিয়ে গিয়ে রেইল থেকে আমার ঘোড়ার বাঁধন খুলে দিয়েছ যাতে ওটা দূরে সরে যায়। কে জানে, হয়তো ওটাকে কিছু দূর পর্যন্ত তাড়িয়েও দিয়ে থাকতে পারো। তোমার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে দেরি করিয়ে দেওয়া এবং সন্দেহটা আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া। আমি যখন সারা শহরে ঘোড়ার খোঁজে হয়রান, তুমি তখন নিশ্চিন্তে কাজ সেরেছ। কাঁচা কাজ, মার্শাল।'

'বাজে প্যাঁচাল পাড়ছ,' বিদ্রূপের স্বরে বলল সিস্টো। 'কার্লকে খুন করতে যাব কেন, যেখানে আমার বন্ধু ছিল সে?'

'আর শেনও তোমার বন্ধু ছিল, তাই না?' শীতল স্বরে জানতে চাইল জন। 'সার্কেল-বির সঙ্গে সি-পি ক্রুদের লড়াইয়ের সময় শেনকে গুলি করেছ, যখন সন্ধির জন্যে একটা পতাকা উড়ানো ছিল। ঘটনাটার অন্তত বিশজন সাক্ষী আছে। ওদেরকে কি মিথ্যুক বলবে?'

হৈচৈ করে উঠল দর্শকরা। বিস্ময়ের পর বিস্ময় আসছে, হজম করতে সত্যি কষ্ট হচ্ছে তাদের। চড়া স্বরে একজন সিটি বাজাল। বেশিরভাগ নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত স্বরে আলাপ শুরু করেছে। তবে উত্তেজনা থিতিয়ে আসতে সময় লাগল না, আবার নিশ্চুপ হয়ে গেল পুরো কামরা। যে নাটক ঘটছে এখানে, বহুদিন মনে রাখবে এরা। জনের প্রতি যে-টুকু অবিশ্বাস, বিতৃষ্ণা বা অসন্তোষ ছিল, পরিচয় জানবার সঙ্গে সঙ্গে তা উবে গেছে; এখন রীতিমতো ভক্তে পরিণত হয়েছে প্রতিটি লোক। পিছলা মার্শালকে আদপে পছন্দ করত না কেউ, তাকে হেনস্তা হতে দেখে দারুণ আমোদ পাচ্ছে। দুই রেঞ্জের কলহের নেপথ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনা জানতে পেরে রোমাঞ্চিত ও পুলকিত এরা। সবার দৃষ্টি লেগে আছে চেয়ারে বসা মার্শালের উপর। একটু আগেও অভিযোগকারী ছিল সে, কিন্তু মুহূর্তের ব্যবধানে অভিযুক্ত হয়ে গেছে। কত দ্রুত

উত্থান-পতন হয়ে যায়!

হেসে উঠল মার্শাল, তবে হাসিতে জোর বা প্রাণ নেই। 'কেউ কি আমাকে গুলি করতে দেখেছে, না ঘটনাস্থলে দেখেছে? আমি তখন শহুরে নিজের কোয়ার্টারে ঘুমাচ্ছিলাম। না, মি. ক্যালকিন, শুধু তুমি বললেই তো হবে না। আমি মনে করি না একজন রেঞ্জার যা বলবে তাই আপ্তবাক্য বলে মেনে নিতে হবে। সেদিন সার্কেল-বিতে যাইনি আমি, পার্কার আমার সাহায্য চায়নি। সি-পি যে আক্রমণে যাচ্ছে, তাই তো জানতাম না।'

তথ্যগুলো খানিকটা সংশয় তৈরি করলেও জনের পরের কথায় তাও কেটে গেল। 'আমি নিজে তোমাকে গুলি করতে দেখেছি,' জানাল ও।

'বললাম তো, তুমি একা বললেই হবে না। তুমিও তো মানুষ, নাকি? মিথ্যেও বলতে পারো। তোমাকে যেহেতু শহর-ছাড়া করছি, আমাকে ফাঁসানোর এ ছাড়াও হাজারটা কারণ থাকতে পারে তোমার।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার তো কোন শত্রুতা নেই, তাই না?' ফ্যাসফ্যাসে একটা কণ্ঠ শোনা গেল। 'আমিও যে তোমাকে গুলি করতে দেখেছি?' ক্যালিফোর্নিয়া কখন এসে উপস্থিত হয়েছে কেউ খেয়াল করেনি, কিংবা উত্তেজনার কারণে গ্রাহ্য করেনি। 'আমি মনে করেছিলাম তুমি ব্লেযারের পক্ষে ছিলে, কিন্তু পতাকাটা দেখতে পাওনি।'

চুপসে গেল মার্শাল, কিন্তু হাল ছেড়ে দিতে রাজি নয়। ঝড়ের বেগে ভাবনা চলছে মাথায়, মরিয়া হয়ে গ্যাড়াকল থেকে বের হওয়ার একটা উপায় খুঁজছে। হারামী মাইনারটা কতটা জানে? ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে বের করা দরকার। কিন্তু সময় কোথায়?

'একটু পর নিশ্চয়ই দাবি করবে আমিই কিং ব্লেযারকে নিকেশ করেছি?' উপহাসের স্বরে জানতে চাইল সিস্টো।

'তা বলছি না, কিন্তু নেপথ্যে তোমার হাত থাকতে পারে,' স্মিত হেসে বলল জন। 'কারণ তোমার অফিস থেকে বেরিয়ে সরাসরি প্লাযায় ঢুকেছিল সে, অন্য কোথাও যায়নি। আমার তো মনে হয় তুমি এমন কিছু বলেছ যাতে প্রচণ্ড খেপে যায় সে, কাণ্ড-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তারমানে তুমি ওকে লেলিয়ে দিয়েছ আমার পিছনে এবং চেয়েছিলে গোলাগুলিতে আমরা দু'জনেই পটল তুলি।'

অসহায় ভঙ্গিতে শ্রাগ করল মার্শাল, যেন নিরপরাধ সে, কিন্তু স্রেফ যুক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। পরক্ষণে বুদ্ধিটা পেয়ে গেল, গ্যাঁড়াকল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায়টা দেখতে পাচ্ছে! অধীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকা দর্শকদের দিকে ফিরল সে। 'সম্মানিত শহরবাসী, আমার মনে হয় এসবের ব্যাখ্যা দিতে পারব আমি,' চালিয়াতির সুরে বলল, আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে আবার। 'ব্লেয়ারদের সঙ্গে বহুদিনের জানাশোনা থেকে জানতাম আদপে ওরা ভালমানুষ নয়। বাটপার, ডাকাত, খুনি বা লুটেরা বললে কম বলা হয়।'

'কিন্তু একটু আগেই তুমি ওদের বন্ধু বলে দাবি করেছ,' মনে করিয়ে দিল জন

রহস্যময় একটা হাসি উপহার দিল মার্শাল। 'কারণ ওদেরকে তাই ভাবতে দিয়েছি আমি। ওদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে সব কুকর্মের খবর জোগাড় করেছি। আইনের লোক সবসময় নিজের কথা ফাঁস করে না, তুমি নিজেই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমিও তাই করেছি, ক্যালকিন।' দর্শকদের চোখে-মুখে ফের বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখে সিস্টো বুঝল কথাটা হালে পানি পেয়েছে। 'ব্লেয়ারদের অপরাধের নানা তথ্য সংগ্রহ করছিলাম আমি, অপেক্ষায় ছিলাম যথেষ্ট প্রমাণ পেলে সুবিধামতো সময়ে ধরব ওদের। কারও কারও হয়তো এ পদ্ধতিটা পছন্দ হবে না, চুরি-চামারির মতো কাজ মনে হবে, কিন্তু

নেকড়ের সঙ্গে লাগতে গেলে নেকড়েকে কামড় দিতে দেওয়া যায় না। সবচেয়ে বড় কথা, আমি যদি সরাসরি ব্লেযারদের বিরুদ্ধে লাগতে যেতাম, মার্শাল আর যাই হই, কতক্ষণ টিকতে পারতাম?

'হ্যাঁ, কার্ল আর শেনকে কায়দা করেছি আমি। সময় পেলে কিং-কেও হয়তো ধরে ফেলতাম। যে যাই বলুক, আমি মনে করি উইণ্ডিতে এ বছরই সবচেয়ে কার্যকরী সেবা দিতে পেরেছি। কারও পক্ষে এরচেয়ে বেশি দেওয়া সম্ভব ছিল না। এই জনি মেসনরের কথাই ধরো না, ও কি সার্কেল-বির হ্যাণ্ড ছিল না? কিন্তু গোপনে আমার সঙ্গে একাট্টা হয়েছে। বিশ্বাস না-হলে ওকে জিজ্ঞেস করো।' হতাশ ভঙ্গিতে আবারও কাঁধ উঁচাল সে, তারপর জনের দিকে ফিরল। 'সত্যি কথা হচ্ছে, তুমি আর আমি প্রায় একই কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তুমি যদি প্রথমেই নিজের পরিচয় জানাতে, একসঙ্গে কাজ করতে পারতাম আমরা এবং ফলাফলটাও ঢের ভাল হতো।'

ধপ করে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল মার্শাল, পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। উত্তেজিত শিস দিচ্ছে কিছু লোক, মার্শালের কথা আবারও ধন্দে ফেলে দিয়েছে তাদের। ক্ষণে ক্ষণে পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন বিপুল আগ্রহ আর কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে দর্শকদের মনে, একইসঙ্গে রোমাঞ্চ ও উত্তেজনাও অনুভব করছে সবাই।

বাস্তবে দারুণ সাহসী একটা গল্প শুনিয়েছে মার্শাল। ঝুঁকিপূর্ণ হলেও কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে। ব্লেযাররা যেহেতু শহরের জন্যে হুমকি ছিল, তাদেরকে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করেছে মার্শাল। পদ্ধতিটা হয়তো প্রশ্নসাপেক্ষ, কিন্তু ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার বা অপরাধীকে গ্রেফতার করবার বদলে খুন করা প্রথম অফিসার শুধু সে-ই নয়, অমন ঘটনা আরও ঘটেছে। নেহাত নাচার হয়ে পশ্চিমের অনেক ল-ম্যান তাই করতে

অভ্যস্ত। কখনও কখনও তাকে এর ব্যাখ্যাও দিতে হয়নি। সে-হিসাবে জেরেমি সিস্টোকে দুর্ভাগা বলতে হবে।

বোকার হদ্দরা খাবে গল্পটা, অন্তত তাই মনে করছে সিস্টো। চমকে কাজ হবে। চমৎকৃত হওয়ার মতো গল্পই বলেছে। কিন্তু জন ক্যালকিনের দিকে তাকাতে অজান্তে শিউরে উঠল মার্শাল। আর যাই হোক, একে বোকা বানানো যাবে না। তার তীক্ষ্ণ চোখে স্পষ্ট যে কোন্‌টা সম্ভব আর কোন্‌টা অসম্ভব, স্পষ্ট অবিশ্বাস ও সন্দেহ ফুটে আছে চাহনিতে।

জনের দৃঢ় অথচ শীতল কণ্ঠে স্পষ্ট হয়ে গেল লড়াই এখনও শেষ হয়নি। 'সিস্টো, তুমি আসলে ডাহা মিথ্যুক! সম্ভবত তোমার হাড়-মাংসও মিথ্যে কথা বলতে পারে। দুটো খুনের কথা স্বীকার করেছ, অথচ একটু আগে অস্বীকার করতে চেয়েছিলে। যাক্‌গে, ওই দুটো খুনের নেপথ্যে তোমার ব্যাজটাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছ এখন, কিন্তু আদপে তোমার চাকরির সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। এক ফোঁটাও নয়। বুড়ো ওয়েব ব্লেযারের ক্ষেত্রে কী বলবে? তাকেও কি মার্শাল হিসাবে, আইনের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে খুন করেছ?'

'ঈশ্বর জানেন আরও কত খুন করেছে পিছলা!' সবিস্ময়ে বলল টবিন ওয়াকার। 'আমার তো মনে হয় গত কয়েক বছরে যত রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে, তার একটা তালিকা...' কামরার প্রতিটি জায়গা থেকে সবার বিস্মিত শোরগোলে চাপা পড়ে গেল তার শেষ কথাগুলো।

'এমনভাবে কাজ সেরেছ যাতে সন্দেহটা সি-পির ঘাড়ে পড়ে। তোমার লক্ষ্য ছিল দুই র‍্যাঞ্চের মধ্যে শত্রুতার রাস্তা তৈরি করে দেওয়া। পরিকল্পনাটা প্রায় সফল হয়ে গিয়েছিল যখন জ্যাককে খুন করে কিং এবং দায়টা কৌশলে লুসের উপর চাপিয়ে দেয়।'

নিচু স্বরের একটা বিস্ময়ধ্বনি শুনতে পেল জন, বুঝল লুস

সম্পর্কে মাইক পার্কারের শেষ সন্দেহটুকুও নিরসন হয়ে যাবে এতে। অন্যদের প্রতিক্রিয়া হয়েছে মিশ্র। একটা পক্ষ সবজান্তার ভঙ্গিতে, গাম্ভীর্যের সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল যেন এসব প্রথম থেকেই জানত; কিন্তু অন্যরা বিস্ময়ে স্রেফ হকচকিয়ে গেছে। লোকজনের উপর সতর্ক নজর রেখেছে মার্শাল জেরেমি সিস্টো, বুঝতে পারছে বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তাই দ্রুত আবার কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিতে সচেষ্ট হলো।

'মৃত লোকের বিরুদ্ধে যে-কোন অভিযোগ করা যায়,' অর্থপূর্ণ স্বরে বলল মার্শাল। 'আর সে যদি তোমার হাতেই খুন হয়, আমার মনে হয় এর মধ্যে একটা ঘাপলার অস্তিত্ব সবাই চিন্তা করবে। যাক্‌গে, তোমার কথায় কিন্তু কিছুই প্রমাণ হয় না। ব্লেযার আর পার্কারদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে আমার কী লাভ হবে, শুনি?'

'লাভটা হচ্ছে,' মোটেও বিচলিত মনে হলো না জনকে। 'ওরা যদি একে অন্যকে শেষ করে দিত, তুমি দুটো র‍্যাঞ্চই দখল করে নিতে। যেহেতু জানো স্বজন বলতে কেউ নেই ওদের। অবশ্য আরও একটা লক্ষ্য ছিল তোমার—ক্যালিফোর্নিয়ার আবিষ্কৃত খনি হাতের মুঠোয় পাওয়া।' আচমকা বদলে গেল জনের কণ্ঠ। '*বড় একটা খেলা খেলছে কিং ব্লেযার! আর মি. সিস্টো বোধহয় তারচেয়েও বড় খেলা খেলবার ধান্ধায় আছে?*'

কণ্ঠস্বরের নকল এত নিখুঁত হয়েছে যে ভূত দেখবার মতো চমকে উঠল মার্শাল, চকিতে চারপাশে তাকাল সে, চোখে ভয়ার্ত চাহনি, যেন মৃত মেক্সিকান জাদুবলে এসে উপস্থিত হয়েছে। হঠাৎ মানসপটে রিমরকের পাশে নিচু জমিতে ফেলে আসা যন্ত্রণাকাতর, বাঁকানো দেহটা দেখতে পেল সে, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে, চরম অবহেলার সঙ্গে পড়ে আছে রৌদ্রদগ্ধ উন্মুক্ত উপত্যকায়।

জনের পরের কথায় অবশ্য ভ্রান্তিটা কেটে গেল। 'উঁহুঁ, টেমার

আসেনি এখানে। আসতে যাতে না-পারে সেটা নিশ্চিত করেছ তুমি। টেমারকে গুলি করবার আগে ওর কাছ থেকে ছোট্ট একটা গল্প শুনেছিলে, ওটা মনে আছে, সিস্টো?'

এবার আর সামলাতে পারল না মার্শাল। মিথ্যা দিয়ে কতক্ষণ যুদ্ধ করা যায়? তেলেসমাতি দেখানোর উপায় নেই, বিশেষ করে প্রতিদ্বন্দ্বী যখন সেয়ানের চেয়েও এক কাঠি সরেস। আটঘাট বেঁধে এসেছে ক্যালকিন। কর্তৃত্বও রয়েছে তার, এমন একটা ব্যাজ বুকে আঁটা, যার প্রভাব কোনভাবে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

হারামীটা আর কী কী জানে? একেবারে আকাশ থেকে হাজির হয়েছে উইণ্ডিতে, আর এসেই সবকিছু উলট-পালট করে দিয়েছে। গত কয়েক বছরে যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করেছে, একটু একটু করে এগিয়েছে অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে; কার্যত, ক্যালকিন উইণ্ডিতে আসবার পর সবই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। তাল মেলানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে সে, কখনও কখনও পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ হাতেও পেয়েছিল–স্রেফ ক্ষণিকের জন্যে, কিন্তু আদপে সফলকাম হয়নি, বরং সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এখন বোঝা যাচ্ছে সুতোটা আসলে রহস্যময় রেঞ্জারের হাতেই ছিল, ঠিক সময়ে সুতো ধরে টান দিচ্ছে এখন।

ভাবছে সিস্টো। কোন একটা ফিকির করে বেরিয়ে যাওয়া যায় না? মাথায় আসছে না কিছু! আসলে চিন্তা-ভাবনা গুলিয়ে গেছে। ক্রমে জাল ছোট করে আনছে ক্যালকিন, গলায় ফাঁস পড়ে যাবে একটু পর–ঠিক টের পাচ্ছে সে। এখনই যা করবার করতে হবে, কিন্তু বলবেটা কী? ভিতরে ভিতরে আতঙ্কে সিটিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত যখন ভাষা খুঁজে পেল, নিজের কণ্ঠ অচেনা ঠেকল ওর কাছে: 'টেমার আমাকে খুন করতে চেয়েছিল।'

টিটকারির হাসি জনের মুখে। 'আর কত মিছে বলবে? তাতে কী লাভ হবে? তোমাকে খুন করবে কী, পিস্তল বের করবার

সুযোগই পায়নি টেমার। রিমের উপর আমার সঙ্গে বেন ব্লকার ছিল, নিজ চোখে তোমার কাণ্ড-কারখানা দেখেছি, তোমাদের সব কথা শুনেছি। টেমার আর তুমি মুখোমুখি ছিলে।

'তা হলে ঘটনাটা আমার কাছ থেকে শোনো। বুকের কাছে হাত ভাঁজ করলে তুমি। টেমার যখন প্রস্তাবটা দিল, ওর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাবল-ব্যারেল ডেরিঞ্জারটা বের করে গুলি করেছ। ছোট্ট পিস্তলটা তোমার বাম বগলের নীচে থাকে। দু'বার টেমারকে গুলি করে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এসেছ ওখান থেকে। পরে রিম থেকে নেমে আমরা যখন টেমারের কাছে গেলাম, তখনও বেঁচে ছিল ও এবং মৃত্যুর আগে এই স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করে গেছে।'

পকেট থেকে এক তা কাগজ বের করে সবাইকে দেখতে দিল জন। হাতে হাতে ঘুরতে লাগল ওটা। যে-ই পড়ল কাগজটা, দৃষ্টি তুলে চেয়ারে বসা মার্শালকে দেখল।

এদিকে মার্শালকে একেবারে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে, শরীর যেন খাটো হয়ে গেছে, জামাকাপড়গুলো ঢলঢলে দেখাচ্ছে। দুই চোখে প্রবল আতঙ্ক। বুঝে গেছে ভরাডুবি আসন্ন, কোনভাবে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নেই; লোকজনের থমথমে মুখ দেখে নিজের সম্ভাব্য পরিণতি অনুমান করতে পারছে। মানুষগুলোকে চেনে সে, দেখে এসেছে কয়েক বছর ধরে, অনেকের সঙ্গে ড্রিঙ্ক করেছে বা পোকার খেলেছে, কিন্তু এসবের কিছুই মনে রাখবে না কেউ, স্রেফ একটা গাছে ঝুলিয়ে দেবে ওকে, তারপর যার যার কাজে ফিরে যাবে। কখনও কখনও নিতান্ত তাচ্ছিল্য ও উপহাসের সঙ্গে ওর কুকর্মের কথা আলোচনা করবে। ব্যস, একেবারে ভুলে যাবে।

যমদূত যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রবল আতঙ্ক বোধ করল জেরেমি সিস্টো। কীভাবে মারা যাবে ও? লোকজন যদি লিঞ্চ করে ওকে, ফাঁসিতে চড়ানোর আগে যদি অত্যাচার করে? ক্ষুব্ধ,

অসন্তুষ্ট ও ক্ষিপ্ত লোকজন কেমন হিংস্র হতে পারে জানে, কতক্ষণ টিকবে এদের তাণ্ডবে? হয়তো স্রেফ ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলবে ওকে!

প্রাণের মায়ায় পড়ে গেল মার্শাল, বিশেষ করে উন্মত্ত মবের হাতে পড়তে চায় না। কর্কশ, অস্বাভাবিক কণ্ঠে শেষ ইচ্ছের কথা জানাল সে: 'ক্যালকিন, তুমি একজন ল-অফিসার। কাউণ্টি সিটে আমাকে নিয়ে যাবে তুমি?'

এটাই ওর একমাত্র উপায়। একমাত্র সম্ভাবনা। কাউণ্টি সিট এখান থেকে কয়েক সপ্তাহের দূরত্বে। যাওয়ার পথে সুযোগ হতে পারে পালানোর। যদি তাও না-পায়, দক্ষ আইনজ্ঞ নিয়োগ দিতে পারবে যে প্রখর বুদ্ধি আর যুক্তি খাটিয়ে ওর পক্ষে যথেষ্ট অজুহাত খাড়া করতে পারবে, ট্রায়াল দেরি করিয়ে দিতে সক্ষম হবে। সময়ক্ষেপণের ফাঁকে অপরাধের প্রমাণ বা আলামত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। হয়তো আইনের ফাঁকফোকর গলে লঘু দণ্ড জুটবে। এখন যা অবস্থা, যমদূতের উপস্থিতি টের পাচ্ছে পাশে, সেখানে কাউণ্টি সিটে যদি দোষীও সাব্যস্ত হয় এবং আদালতের বিচারিক কার্য সম্পাদনে জটিলতা বা দীর্ঘসূত্রিতার ফলে বাড়তি কয়েকটা দিন–হোক না কয়েক সপ্তাহ–পাওয়া গেলে, মন্দ কী! স্রেফ দুটো দিনও অমূল্য মনে হচ্ছে।

সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত দৃষ্টিতে মানুষটির দিকে তাকাল জেরেমি সিস্টো, যার হাতে এখন ওর নিয়তি বা ভাগ্য পুরোপুরি নির্ভর করছে। টেক্সাস রেঞ্জারের মুখে পাথুরে নির্লিপ্ততা, চোখে ঠাণ্ডা ও ভাবলেশহীন চাহনি।

'লুসকে যখন সবাই মিলে ফাঁসিতে চড়াতে যাচ্ছিল তখন কিন্তু কাউণ্টি সিটের কথা তোমার মুখে শুনিনি,' নিস্পৃহ স্বরে বলল জন।

মার্শাল বুঝে গেল ওর বিচারের রায় ঘোষণা হয়ে গেছে।

'এখানে আসবার সময় গভর্নর আমাকে যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রদান

করেছেন,' ক্ষণিকের জন্যে থামল জন ক্যালকিন, মনে মনে কথা গুছিয়ে নিল। খেয়াল করল নড়ে উঠেছে সিস্টোর ঠোঁট, কিন্তু কথা ফুটল না মুখে। দৃষ্টি সরিয়ে উৎসুক দর্শকদের দেখল জন, ফের যখন কথা বলল, সেটা তাদের স্থবির ও স্তম্ভিত মস্তিষ্কে হাতুড়ির আঘাতের মতো পড়ল যেন। 'যেহেতু এরাই তোমাকে মার্শাল বানিয়েছে, সিস্টো, তাই এসব মানুষই তোমার বিচার করবে।'

শূন্য বারের ওপাশে চলে গেল জন, সিস্টোর কাকুতি ভরা কণ্ঠ শুনতে পেলেও গ্রাহ্য করল না। মানুষটাকে বিলকুল পড়তে পারছে ও–যমের ভয়ে সিটিয়ে গেছে, প্রায় পায়ে পড়ে প্রাণভিক্ষা চাইছে, যা তার প্রাপ্য নয়। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গেল জন, খানিকটা করুণা যে হলো না তা নয়, পরক্ষণে মানসপটে গভর্নর গ্যারি জোন্সের ছোটখাট মুখটা ভেসে উঠতে সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলল। গভর্নর বলেছিলেন: *'আবর্জনা পরিষ্কার করে এসো।'* কোন অসঙ্গতি বা পিছুটান রেখে যেতে বারণ করেছেন।

দৃঢ় পায়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল ও, আলোকিত রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

এক সপ্তাহ পর। প্রকাণ্ড কালো ঘোড়ায় চড়ে ছোট্ট কবরস্থানের দিকে এগিয়ে চলেছে এক রাইডার। সবে সকাল হয়েছে তখন, সূর্যের তেরছা আলো গাছপালার ফাঁকফোকর গলে নেমে এসে বিচিত্র আঁকিবুকি তৈরি করেছে ট্রেইলে। ঝিরঝিরে হিমেল বাতাস বইছে, পাহাড় থেকে নিয়ে আসছে পাইনের সুবাস; পাখিরা মিষ্টি সুরে গান গাইছে। দারুণ শান্ত ও নিবিড় পরিবেশ। নীচের উপত্যকায় তখনও প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়নি।

সি-পি থেকে বিদায় নিয়ে এসেছে জন ক্যালকিন। কাজটা সহজ হয়নি। পার্কার সর্বোচ্চ প্রস্তাব দিয়েছে ওকে, এমনকী তাবৎ কাউহ্যাণ্ডও যা পায় না, কিন্তু এর জবাবে একটা কথাই বলেছে

জন: 'গভর্নর নিশ্চয়ই আমার রিপোর্টের জন্যে এদ্দিনে অধীর হয়ে পড়েছেন।'

সহকর্মী পাঞ্চার বা প্রেমিক-যুগলকেও তাই বলেছে। জনের প্রতি কৃতজ্ঞতার সীমা নেই, আবেগটা তাই এমিলি ও লুসেরই বেশি ছিল; কিন্তু বিষণ্ন মনে একসময় বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছে ওরা।

তবে বেন ব্লকারকে ভিন্ন কথা বলেছে জন। বন্ধুকে হারানোর বেদনায় ফোরম্যান হিসাবে পদোন্নতির অহঙ্কার বা সম্মান দুটোই পানসে হয়ে গেছে বেনের কাছে। তাকে বলেছে কাজ আছে ওর, আরেক জায়গায় যেতে হবে–কয়েকজন দাগী দুর্বৃত্তকে খুঁজে বের করতে হবে। উত্তরে প্রবল বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছে সাবেক সেগুণ্ডো। 'ধেৎ, জন! তুমি আসলে ভুয়া একটা অজুহাত দেখাচ্ছ। আমার মনে হয় না আদপে ওদের কখনও খুঁজে পাবে।'

'হ্যাঁ, ওরা আমার কাছে আসবে মনে করে অপেক্ষায় থাকলে কখনোই খুঁজে পাব না,' একমত হয়েছিল জন। 'সত্যি কথা হচ্ছে এখন কোথাও থামবার সময় নেই আমার, বরং চলবার মধ্যে থাকতে হবে।'

জন এ মুহূর্তে যা করছে জানতে পারলে অবশ্য খুবই বিস্মিত হতো ব্লকার। সদ্য তৈরি এক কবরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ও, ঝুঁকে আঁজলা ভরে তুলে আনা বাহারী ফুলগুলো কবরের উপর ছড়িয়ে দিল। ওগুলো আনতে ট্রেইল ছেড়ে খানিকটা দূরেই যেতে হয়েছিল ওকে। এখন যে জন ক্যালকিনকে দেখা যাচ্ছে, তাকে বেন চেনে না বললে চলে। কঠিনমনা সহকর্মীদের উপর অনায়াস কর্তৃত্ব ফলানো বা শত্রুর সঙ্গে দাপট দেখানো মানুষটার মুখের সেই কাঠিন্য নেই, চোখে নেই ইস্পাতের মতো দৃঢ়তা ও নির্লিপ্ত শীতলতা; মুখটা বিষণ্ন হয়ে গেছে, চোখ আর্দ্র ও কোমল।

'ফুল পছন্দ করতে তুমি,' বিড়বিড় করে বলল জন। 'আমি

এখানে থাকব না, তবে মিস্ পার্কার কথা দিয়েছে...' সামান্য বিরতির পর বলল: 'তোমার বদলে গুলিটা আমার গায়ে লাগলেই বোধহয় ভাল হতো।'

উঠে দাঁড়াল ও, হাতে হ্যাট। দৃষ্টি নামিয়ে তাকাল আন্তরিক ও হাসি-খুশি মেয়েটির কবরের দিকে, যে ওর জন্যে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। কীসের তাগিদ বা তাড়নায় বুনো এ পশ্চিমে এসেছিল মেয়েটি? দুর্ভাগ্য, না অ্যাডভেঞ্চারের নেশা? দ্বিতীয়টি হতে পারে, যেহেতু স্পেনিশদের রক্তে নেশাটা সবসময়ই থাকে। নাকি নাগরিক জীবনের কলুষতা ও একঘেয়েমিতে বিতৃষ্ণ হয়ে? কে জানে! আসল কারণটা কখনোই জানতে পারবে না।

'জীবনে বোধহয় বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার, ম্যা'ম,' ফিসফিস করে বলল জন। 'কে জানে, মৃত্যুতে হয়তো এসব থেকে চিরদিনের জন্যে নিষ্কৃতি পেয়েছ!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার কাছে চলে এল জন, স্যাডলে চাপল। কিছুক্ষণ পর ট্রেইল বদল করল ও, সম্পূর্ণ অচেনা এক অঞ্চলের উদ্দেশে যাত্রা করল।

***

...:: শুভম ক্রিয়েশন ::...